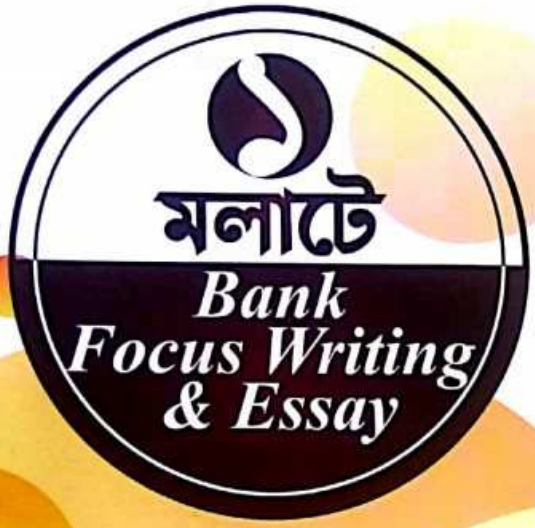
Unique

Bank Focus Writing & Essay



বইটিতে থাকছে...

- ☑ বাংলা রচনা
- ☑ ইংরেজি রচনা
- ☑ ব্যাংক লিখিত পরীক্ষার ফোকাস রাইটিং
- ☑ বাংলা ও ইংরেজি লেটার
- ☑ *Passage* সমাধানের কৌশল আলোচনা
- ☑ রিপোর্ট রাইটিং
- ☑ তথ্য-উপাত্ত ও চিত্র

"Imagination is more important than knowledge"

-Albert Einstein

Unique Publications

Join our facebook group:
BCS-Bank & Other Job Preparation (Unique Publications)

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Scan Credit: Job Ninja

Unique

Bank Focus Writing & Essay

সংগ্রহ ও সম্পাদনা

মো: আসলাম সাগর
বিসিএস পুলিশ-৩৮তম বিসিএস (সুপারিশপ্রাপ্ত, মেধাক্রম-২৬)
এক্স-সহকারী ব্যবস্থাপক, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোং লি:
সহকারী ব্যবস্থাপক, নর্থওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোং লি:
সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
প্রবেশনারি অফিসার, UCB
সিনিয়র লেকচারার, Scholars'
এমবিএ, বিবিএ (ফিন্যান্স), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তুষার মাহমুদ সবুজ
সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক
এমবিএ, বিবিএ (ফিন্যান্স), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আজহার আকাশ
সহকারী সচিব, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয় (সুপারিশপ্রাপ্ত)
এক্স- জুনিয়র সহকারী ব্যবস্থাপক (ডেসকো)
এমবিএ, বিবিএ (ফিন্যান্স), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মো: আনিসুর রহমান (শ্রাবণ)
সহকারী ব্যবস্থাপক, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন
এক্স-সিনিয়র লেকচারার, বিসিএস কনফিডেন্স
সিনিয়র লেকচারার, Scholars'
প্রবেশনারি অফিসার, UCB
ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার, IFIC ব্যাংক
এমবিএ, বিবিএ (ফিন্যান্স), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মো: কামরুল হাসান
এক্স-সিনিয়র অফিসার, সোনালি ব্যাংক লি:
সিনিয়র অফিসার, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
এমবিএ (আইবিএ-৫৫ই, ঢাবি)
অনার্স (অনুজীববিজ্ঞান), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মো: আশিকুজ্জামান
অর্থ কর্মকর্তা, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
এক্স-জুনিয়র সহকারী ব্যবস্থাপক (ডেসকো)
সিনিয়র লেকচারার, Scholars'
এমবিএ, বিবিএ (হিসাববিজ্ঞান), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মো: রাশেদুল ইসলাম
সিনিয়র অফিসার, সোনালি ব্যাংক লিঃ
সিনিয়র অফিসার, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক লিঃ
এমবিএ, বিবিএ (ফিন্যান্স), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সহযোগিতা ও দিক-নির্দেশনা

মো: আলী আশরাফ
বিসিএস পুলিশ-৩৮তম বিসিএস (সুপারিশপ্রাপ্ত, মেধাক্রম-১)
বুয়েট (আইপিই)

খান মাহমুদুল হাসান (লিংকন)
বিসিএস পুলিশ-৩৮তম বিসিএস (সুপারিশপ্রাপ্ত,মেধাক্রম-৪)
এমবিএ (ফিন্যান্স), শিক্ষা ও গবেষনা, আইইআর, ঢাবি

আসলাম সারোয়ার রাহাত
বিসিএস প্রশাসন-৩৮তম বিসিএস (সুপারিশপ্রাপ্ত, মেধাক্রম-৪৯)
এমবিএ, বিবিএ (ফিন্যান্স), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

খন্দকার আসাদুল্লাহিল গালিব
বিসিএস ট্যাক্স-৩৮তম বিসিএস (সুপারিশপ্রাপ্ত, মেধাক্রম-২)
এমবিএ, বিবিএ (ফিন্যান্স), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আরিফিন সিদ্দিকী
বিসিএস পুলিশ-৩৬ তম বিসিএস (মেধাক্রম-৩৪)
মাইক্রোবায়োলজি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মো: সালাহউদ্দিন রিফাত
বিসিএস পুলিশ-৩৬তম বিসিএস (মেধাক্রম-১)
এমবিএ, বিবিএ (AIS), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মো: মাসুম বিল্লাহ
বিসিএস প্রশাসন-৩৮তম বিসিএস (সুপারিশপ্রাপ্ত, মেধাক্রম-২০)
এমবিএ, বিবিএ (ফিন্যান্স), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সালাউদ্দিন বিশ্বাস
বিসিএস প্রশাসন-৩৮তম বিসিএস (সুপারিশপ্রাপ্ত)
এমবিএ, বিবিএ (আইবি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মুমিন (সুমন)
বিসিএস প্রশাসন-৩৬ তম বিসিএস
এমবিএ, বিবিএ (ফিন্যান্স), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মো: আল ইমরানুল আলম রাব্বি
বিসিএস পুলিশ-৩৬ তম বিসিএস
এমবিএ, বিবিএ (AIS), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Unique Publications
75, Green Road, Farmgate
Contact: 01829 684 698

Scan Credit: Job Ninja

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Unique

Bank Focus Writing & Essay

বিশেষ কৃতজ্ঞতা

সেলিম মাহমুদ সাগর
বিসিএস (শিক্ষা)
রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ
বিবিএ, এমবিএ, ঢাবি

আল আমিন,
সহকারী অধ্যাপক, বশেমুরবিপ্রবি

বাবলু
গ-ইউনিট ভর্তি পরীক্ষা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (মেধাক্রম-১ম)
বিবিএ (AIS), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সিনিয়র লেকচারার, Scholars'

আজিম উল আহসান
এমবিএ, বিবিএ (AIS)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মেহেদি হাসান রানা
এমবিএ, বিবিএ (MIS)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কাউছার আহম্মেদ
এমবিএ, বিবিএ (MIS)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মো: সোহেল রানা
এমবিএ, বিবিএ (AIS), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সহকারী ব্যবস্থাপক, পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি বাংলাদেশ

মুহাম্মাদ রাফসান রুবেল
এমবিএ (AIS), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বিএসসি (কৃষি অর্থনীতি)
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

জাহান্দার আলী অভি
এমবিএ, বিবিএ (Marketing)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

হাম্মাদুর রহমান খান আরমান
এমবিএ, বিবিএ (AIS)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সপ্নীল পাল
বিবিএ, আইবিএ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শাহিন এইচ মুন
এমবিএ, বিবিএ (AIS), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মো: শাহ আলম
অফিসার (আইটি) Scholars'

মো: রুহুল আমিন
বিবিএ (Management), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মো: মেহেদি হাসান মুরাদ
অফিসার (আইটি) Scholars'

কৃতজ্ঞতা

রুহুল আমিন
হানিফ ইসলাম আরিফ
রোমান

মাসুম বিল্লাহ
মেহেদি হাসান উজ্জল
কামালউদ্দিন

প্রচ্ছদ ও ডিজাইন

মো: সেলিমুজ্জামান
ডিজাইনার, Scholars'

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারী, ২০২১
প্রকাশনায়: Unique Publications

গ্রন্থস্বত্ব: লেখকবৃন্দ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
লেখকবৃন্দের লিখিত অনুমতি ব্যতীত এ বইয়ের কোনো অংশ পুনঃমুদ্রণ, ফটোকপি কিংবা অন্য কোন উপায়ে প্রকাশ করা নিষিদ্ধ।

মূল্য: ২০০ টাকা

Scan Credit: Job Ninja

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

-: সূচিপত্র :-

বাংলা প্রবন্ধ

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ/বর্তমান সরকারের সাফল্য *[৪০তম বিসিএস]* -অর্থনৈতিক অবস্থা, শিক্ষাখাত, স্বাস্থ্যখাত, কর্মসংস্থান, শিশু উন্নয়ন -নারীর ক্ষমতায়ন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক নিরাপত্তা -অবকাঠামোগত উন্নয়ন, -MDG ও SDG অর্জনে অগ্রগতি	১-৬
২.	বাংলাদেশের পোশাক শিল্প *[৩৪, ৩৮ ও ৪০ তম বিসিএস]* - পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের বৈশ্বিক অবস্থান - পোশাক শিল্পঃ প্রধান রপ্তানি পণ্যের শীর্ষ হিস্যা - বাংলাদেশের পোশাক শিল্প দ্রুত বিকাশের কারণ - গার্মেন্টস শিল্পের সংস্কার উদ্যোগ-অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স	৭-১৩
৩.	নারীর ক্ষমতায়ন - নারীর রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন - জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১ - নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যালির অগ্রগতি চিত্র	১৪-২০
৪.	ডিজিটাল বাংলাদেশ *[PKB-2019]* - এক নজরে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ - আউটসোর্সিং ও বাংলাদেশ - তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো - সামগ্রিক উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	২১-২৫
৫.	বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ - বৈশ্বিক উষ্ণায়ন - জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশ্বিক প্রভাব - জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের ঝুঁকি ও সরকারের গৃহিত কার্যক্রম	২৬-৩২
৬.	ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০	৩৩-৩৫
৭.	দারিদ্র্য বিমোচন অথবা, সামাজিক নিরাপত্তায় বাংলাদেশ - বাংলাদেশে দারিদ্র্য পরিস্থিতির চিত্র - দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি - দারিদ্র্য বিমোচনে পল-ী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম - বেসরকারি সংস্থাসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম - দারিদ্র্য বিমোচনে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি	৩৬-৩৯

Scan Credit: Job Ninja

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

৮.	স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জসমূহ	৪০-৪৩
৯.	জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিট্যান্স আয় - বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জনশক্তি রপ্তানি এবং রেমিট্যান্সের গুরুত্ব - বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাস আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ	৪৪-৪৮
১০.	ব্লু-ইকোনমি বা সমুদ্র অর্থনীতি	৪৯-৫১
১১.	মানবসম্পদ উন্নয়ন - মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব - বাংলাদেশ মানব সম্পদ উন্নয়নের চিত্র - মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক খাতে বরাদ্দ	৫২-৫৬
১২.	মেগা প্রজেক্ট	৫৭-৬২
১৩.	পর্যটন শিল্প ও বাংলাদেশ - বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পর্যটন ব্যবস্থা - বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের অপার সম্ভাবনা৬৯-৭১	৬৩-৬৮
১৪.	যুক্তরাষ্ট্র-চীন বাণিজ্যযুদ্ধ, বিশ্ববাজার ও বাংলাদেশে তার প্রভাব *[PKSF (AM) - 2019]*	৬৯-৭১
১৫.	মুজিব বর্ষ *[BB Officer (General-2020)]*	৭২-৭৫
১৬.	রোহিঙ্গা সংকট ও প্রত্যাবাসন: বর্তমান পরিস্থিতি *[৩৮তম বিসিএস]* - রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুপারিশমালা - বর্তমানে রোহিঙ্গাদের অবস্থাঃ ভাসানচরে রোহিঙ্গাদের স্থানান্তর - রোহিঙ্গা ইস্যু ও গাম্বিয়ার মামলা - রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের লক্ষ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহিত পদক্ষেপ	৭৬-৭৯
১৭.	মুক্তিযুদ্ধের চেতনা	৮০-৮৩
১৮.	চতুর্থ শিল্পবিপ্লব	৮৪-৮৬
১৯.	ই-কমার্স ও বাংলাদেশ *[BB,AD (General) – 2018]*	৮৭-৮৮
২০.	একজন মহীয়সী নারী *[৪০ তম বিসিএস]*	৮৯-৯১
২১.	পল্লী উন্নয়ন	৯২-৯৫
২২.	আমার বাড়ি আমার খামার	৯৬-৯৬
২৩.	কমিউনিটি ক্লিনিক	৯৭-৯৭
২৪.	আশ্রয়ণ প্রকল্প	৯৮-৯৮

English Essay

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
1.	SDG & Bangladesh	৯৯-১০৬
2.	Spirit of Liberation War	১০৭-১১০
3.	Blue Economy	১১১-১১৩

Scan Credit: Job Ninja

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

4.	Information and Communication Technology (ICT) & Bangladesh - ICT sector: A new driver of economic growth - Digital Connectivity - Digital Bangladesh in Government Plans:	১১৪-১১
5.	Bangabandhu Satellite-1 *[BB,Officer -2018]* - Types of Satellite - Financial Importance of Bangbandhu Satellite-1	১২০-১২
6.	Corruption in Bangladesh *[40th BCS]*	১২৫-১২
7.	Democracy	১২৮-১২
8.	Refugee Crisis	১৩০-১৩
9.	E-Governance	১৩২-১৩
10.	Good Governance *[29, 31 & 40th BCS]*	১৩৪-১৩
11.	Social media & its Impact	১৩৭-১৩
12.	Globalization & Bangladesh *[PKB -2019,8 Bank, SO -2019]*	১৪০-১৪
13.	Terrorism	১৪২-১৪
14.	Green Economy	১৪৯-১৫
15.	Role of Electricity in Rural Development	১৫২-১৫
16.	Role of the Anti-Corruption Commission in Bangladesh	১৫৪-১৫
17.	Cultural Heritage of Bangladesh	১৫৬-১৬

বাংলা ফোকাস রাইটিং

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	বাংলাদেশে খেলাপি ঋণের সংকট/Non-performing Loan-NPL Crisis in Bangladesh	১৬২
২.	মুদ্রানীতি	১৬৫
৩.	মুদ্রানীতি ২০২০-২১	১৬৬
৪.	অনলাইন ব্যাংকিং	১৬৭
৫.	ব্যাংকিং খাতে সুশাসন ও জবাবদিহিতা	১৬৮
৬.	ডিজিটাল লেনদেন	১৭০
৭.	সঞ্চয়পত্র ও সুদের হার	১৭১
৮.	করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় ব্যাংকের ভূমিকা	১৭২
৯.	সাইবার নিরাপত্তা ও বাংলাদেশ	১৭৩
১০.	বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধিতে ই-পাসপোর্ট	১৭৪

Scan Credit: Job Ninja

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

১১.	বাংলাদেশে একুশ শতকের ব্যাংকিং সেবা	১৭৫
১২.	জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ	১৭৬
১৩.	জনসংখ্যার বোনাস যুগে বাংলাদেশ	১৭৮
১৪.	বেকারত্ব সমস্যার বিস্তার এবং উত্তরণের উপায়	১৮০
১৫.	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৮৩
১৬.	করোনা মোকাবেলায় প্রণোদনা প্যাকেজে অর্থনীতির চিত্র	১৮৫
১৭.	করোনায় বিশ্ব অর্থনীতি	১৮৭
১৮.	কোভিড ও এসডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অবস্থান	১৮৭
১৯.	নবায়নযোগ্য জ্বালানির সমস্যা, কারণ এবং সরকারের পদক্ষেপসমূহ	১৯০
২০.	পদ্মা সেতুর অর্থনৈতিক গুরুত্ব	১৯১
২১.	শূন্য শুল্কে চীনের সাথে বাংলাদেশের রপ্তানি সম্পর্ক	১৯২
২২.	অর্থনীতিতে করোনার প্রভাব: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট	১৯৩
২৩.	সামাজিক জীবনে করোনা ভাইরাসের প্রভাব	১৯৫
২৪.	ডিজিটাল মুদ্রা: ক্রিপ্টোকারেন্সি	১৯৭
২৫.	শিল্পায়ন হতে হবে পরিবেশবান্ধব	১৯৮
২৬.	ভিশন ২০২১/রূপকল্প ২০২১: সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ	১৯৯
২৭.	ভিশন ২০৪১/রূপকল্প ২০৪১	২০১
২৮.	সুশাসন ও বাংলাদেশ	২০২
২৯.	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুপুরের খাবার	২০৩
৩০.	বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব	২০৪
৩১.	রিজিওনাল কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ	২০৫
৩২.	টেলিমিডিসিনের সম্ভাবনা ও বাংলাদেশ	২০৬
৩৩.	সুন্দরবনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	২০৭
৩৪.	এলএনজি যুগে বাংলাদেশ	২০৯
৩৫.	কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে কৃষি ঋণ	২১০
৩৬.	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)	২১২
৩৭.	মানবিক কূটনীতিতে বাংলাদেশের সাফল্য *[Agrani – (SO) – 2018]*	২১৩
৩৮.	স্বাধীনতার আসন্ন সুবর্ণ জয়ন্তী ও আমাদের প্রত্যাশা	২১৩
৩৯.	ভূমধ্যসাগরে তুরস্ক-গ্রীস দ্বন্দ্ব এবং লুজান চুক্তি	২১৫
৪০.	জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য *[Sonali (SO) – 2018]*	২১৬
৪১.	বাঙালীর বাঙলা	২১৭
৪২.	কৃষকদের কল্যাণে জননেত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ	২১৮
৪৩.	দেশে প্রথম বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ	২১৮

Scan Credit: Job Ninja

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

৪৪.	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস	২১৯
৪৫.	গিগ ইকোনমি	২২০
৪৬.	পরিকল্পিত পরিবার, সুরক্ষিত মানবাধিকার। *[5 Bank Officer – 2018]*	২২২
৪৭.	বিশ্ব জিডিপিতে বাংলাদেশের অবস্থান	২২৩
৪৮.	সবার উপরে মানুষ সত্য	২২৪
৪৯.	যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন-২০২০	২২৪
৫০.	নাগারনো কারাবাখ নিয়ে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের যুদ্ধ: সংকটের অবসান	২২৭
৫১.	ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থার স্বরূপ ও প্রকৃতি *[Islami Bank Ltd]*	২২৮
৫২.	ইন্টারনেট: বিশ্বের সেতুবন্ধন	২৩০
৫৩.	তথ্যপ্রযুক্তি ও বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা/ব্যাংকিং সেবায় প্রযুক্তি বিপ্লব *[8 Bank -2019]*	২৩২

English Focus Writing

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
1.	Banking Industry in Bangladesh	২৩৪
2.	Foreign Policy of Bangladesh	২৩৫
3.	Role of Banking Sector in Economic Growth of Bangladesh	২৩৬
4.	Bank, It's Function, Products & Services, Role in Economic Development and CSR	২৩৭
5.	Banking and Rural Development in Bangladesh	২৩৯
6.	Digital Economy: Shaping a New Bangladesh	২৪০
7.	Importance of ICT/E-banking/Use of IT in Banking Sector/E-banking	২৪১
8.	Impact of IT in Banking Sector	২৪৩
9.	How to Confront Cyber Crimes in Financial Sector	২৪৩
10.	Freelancing: A Solution to the Unemployment Problem of Bangladesh	২৪৫
11.	Agent Banking	২৪৬
12.	Money Laundering: Bangladesh Perspective	২৪৯
13.	Foreign Direct Investment (FDI) and Bangladesh	২৫১
14.	Geographical Indication Protection in Bangladesh	২৫৪
15.	Online Education	২৫৫
16.	Green Banking	২৫৭
17.	Safety Net Outlay to Hit 3% of GDP for First Time	২৫৮

Scan Credit: Job Ninja

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

18.	Green Finance *[BHBFC SO-2017]*	২৫৯
19.	School Banking: A New Era	২৬০
20.	Financial Inclusion (Bangladesh Perspective)	২৬১
21.	Imagination is Greater Than Knowledge *[Bangladesh Bank AD-2018]*	২৬৩
22.	Urbanization	২৬৪
23.	Role of Small and Medium Enterpries (SME) in Economy of Bangladesh *[3 Bank, SO -2018]*	২৬৬
24.	Establishing Special Economic Zones *[Bangladesh Bank AD-2017]*	২৬৭
25.	Vision 2021	২৭০
26.	Major Factors/Drivers contributing to Economic Growth	২৭১
27.	Crypto Currency: Future Medium of Exchange	২৭২
28.	Biodiversity and Preservation *[5 Bank, Officer – 2019]*	২৭৩
29.	The prospect of Hi-Tech Park	২৭৪
30.	Basel Agreement/Accord	২৭৫
31.	Brexit and its impact on Bangladesh Economy	২৭৬
32.	Public Private Partnership (PPP)	২৭৮
33.	Capital Market of Bangladesh	২৭৯
34.	Covid-19 and Its Impact on Economy	২৮১
35.	E-Wallet and Its prospect in Bangladesh	২৮২
36.	Bangladesh Responses to COVID-19	২৮৫
37.	Challenges for the Banking Sector of Bangladesh	২৮৭
38.	Monetary Policy (2020 – 21)	২৮৮
39.	Challenges for the Economy of Bangladesh	২৮৯
40.	Corporate Social Responsibilities (CSR)	২৯০
41.	New Normal Situation and Covid-19	২৯১
42.	Importance of Monetary Policy Set by Central Bank in Growth of Economy *[BREB AD (Finance) 2019]*	২৯২
43.	Digital Banking in Bangladesh	২৯৩
44.	Good Governance in Banking Sector	২৯৪
45.	Virtual Learning	২৯৫
46.	Human Trafficking	২৯৬

Scan Credit: Job Ninja

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

47.	Pandemic Doubles Extreme Poverty	২৯৮
48.	Role of Mobile Banking in Financial Inclusive Development of Bangladesh	২৯৯
49.	Gross Domestic Product (GDP)	৩০১
50.	Climate Finance	৩০২
51.	Macroeconomic Challenges	৩০২
52.	Role of Agriculture at the Time of Covid-19	৩০৩
53.	Food adulteration: A serious health risk for Bangladesh Or, Food Safety: A Contemporary Challenge to Corona Pandemic	৩০৫
54.	Ways to Increase the Private Sector Investment *[Bangladesh Bank AD-2014]*	৩০৬
55.	Adverse Effect of Technology on Our Daily life	৩০৭
56.	Uses/Advantages and Abuses/Disadvantages of Internet	৩০৮
57.	Brain Drain	৩০৮
58.	National Budget 2020-21: A Contemporary of Post COVID-19	৩০৯
59.	Lower Profits in Scheduled Commercial Banks (SCBs)	৩১১
60.	Education System in Bangladesh Should Emphasize on Entrepreneurship Rather than Employment. *[BREB AB (General) 2019]*	৩১১
61.	Closure of Jute Mills	৩১৩
62.	Significance of the Victory Day of Bangladesh	৩১৪
63.	International Mother Language Day *[Combined 6 Bank Officer (Cash)-2018]*	৩১৬
64.	Historical Significance of 7th March Speech	৩১৮
65.	The Science of Earthquake Risks and Threat to Bangladesh *[4 Bank (So) -2017]*	৩১৯
66.	Beirut explosion: The triple crisis facing the city	৩২১
67.	Waterlogging: A regressive phenomenon	৩২২
68.	Road Accidents: Causes and Remedies/Road Safety	৩২৩
69.	China`s National Security Law: A Devastating Blow To Hong Kong`s Autonomy	৩২৪
70.	Middle East Peace Treaty: Israel, UAE and Bahrain Abraham Accord *[BB,Officer-2018]*	৩২৫
71.	Social Afforestation	৩২৭

Scan Credit: Job Ninja

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

72.	Insurance Sector in Bangladesh	৩২৮
73.	Violence Against Women and Children *[DBBL -2015]*	৩৩০
74.	Don't Limit your Challenges-Challenge your Limit	৩৩২

Short Notes

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
1.	Bangla Bond/World's First Bangladesh Taka-Denominated "Bangla" Bond Listed	৩৩৩
2.	Hagia Sophia	৩৩৩
3.	South China Sea	৩৩৪
4.	Black Lives Matter	৩৩৪
5.	Friday for Future Movement	৩৩৫
6.	China's five finger war strategy	৩৩৫
7.	V-shaped recovery	৩৩৫
8.	A free market economy	৩৩৬
9.	Monopoly Market	৩৩৬
10.	COP 25	৩৩৭
11.	Fiscal Policy	৩৩৭
12.	Monetary Policy	৩৩৮
13.	Social Capital	৩৩৯
14.	Charismatic Leadership	৩৩৯
15.	Carbon Tax	৩৪০
16.	Carbon Trade	৩৪১
17.	Letter of Credit (L/C)	৩৪১
18.	Balance of Payments	৩৪১
19.	Green Diplomacy *[BB Officer 2018]*	৩৪২
20.	Cyber Security *[BB Officer 2018]*	৩৪২
21.	New Development Bank *[Bangladesh Bank Officer-2015]*	৩৪৩
22.	Urbanization *[BHFC SO-2015]*	৩৪৩
23.	Communications Satellite	৩৪৪
24.	iPay	৩৪৪
25.	Social Safety Net Program	৩৪৫
26.	Demographic Dividend	৩৪৫

Scan Credit: Job Ninja

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

27.	4th Industrial Revolution	৩৪৬
28.	Offshore Banking	৩৪৬
29.	Capital Market	৩৪৬
30.	Money Market	৩৪৬
31.	IPO	৩৪৭
32.	Bail Out	৩৪৭
33.	Basel III	৩৪৭
34.	Wi-Fi	৩৪৭
35.	Online Banking	৩৪৭
36.	Freedom of Press	৩৪৮
37.	BACH	৩৪৮
38.	MNP in Bangladesh	৩৪৮
39.	Yellow Vest Movement	৩৪৯
40.	USMCA	৩৪৯
41.	Cox's Bazar–Tekhnaf Marine Drive: The Longest Marine Drive in The World	৩৪৯
42.	Recession	৩৫০
43.	Climate Finance	৩৫০
44.	Sustainable finance: A new approach of economics	৩৫০

Letter Writing

Personal Letter & Email

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
#	**Discussion On Letter & Reports**	৩৫১
1.	Suppose you are the manager of Pubali bank limited. Recently a new member is joining as a senior officer in your branch. Now write an email to welcome him.	৩৫৩
2.	Write a letter to your friend thanking him for his hospitality.	৩৫৩

Business & Bank Letter

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
3.	A bank is interested to open a new specialized branch for the welfare of the peasant. As an employee of the bank, write a letter to the higher authority of the Bangladesh Bank explaining its feasibility.	৩৫৪

Scan Credit: Job Ninja

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

4.	Assume that you are a loan sanction officer of a specialized commercial bank in Dhaka. Write a letter to a client whose application for home loan in rejected.	৩৫৫
5.	Write a letter to the Head of Customer Service Division of a commercial bank complaining about some of the ATM of the bank frequently being founded out of service.	৩৫৬
6.	Suppose you are a client of a commercial bank. You want to transfer your account to your friend. Now write a letter to the bank for the authorization to access banking details.	৩৫৬
7.	Suppose you are a bank employee and you want to join in an 'Evening Executive Masters Programme' related to your job. Write a letter to your Branch Head to seek necessary permission for the enrollment by explaining plausible reasons.	৩৫৭
8.	Write a letter to the Head of the Card Service Division of a commercial bank informing the loss of your ATM card with a request for replacement.	৩৫৭
9.	Suppose you are a Senior Officer of a Commercial Bank. Write a letter to Your client about introducing new product of Your bank.	৩৫৮
10.	Suppose you are a senior officer of a "Commercial Bank". Now write a letter to your Client for the payment of letter of credit.	৩৫৯
11.	As a branch manager, write a letter to a bank client warning him for the last time to adjust his overdue loan before taking actions.	৩৬০
12.	Write a letter to your bank manager requesting him for providing internet banking facility in your account.	৩৬১
13.	Write a letter to the Manager of a bank requesting for a loan for setting up an SME industry.	৩৬১
14.	একজন ব্যাংক কর্মকর্তা হিসেবে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের পুনর্বাসনের নিমিত্তে ঋণ প্রদানের জন্য তহবিল চেয়ে আঞ্চলিক মহাব্যবস্থাপকের নিকট আবেদনপত্র লিখুন।	৩৬২
15.	আপনার এলাকায় সোনালী ব্যাংকের একটি শাখা স্থাপনের জন্য ব্যাবস্থাপনা পরিচালকের বরাবর একটি আবেদন পত্র লিখুন।	৩৬৩

CV Writing

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
16.	Write a CV with a cover letter for the post of a computer operator in a company.	৩৬৩

Joining Letter

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
17.	Suppose you are selected of a commercial Bank. Write a joining letter to the Human Resource Department.	৩৬৫

Scan Credit: Job Ninja

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Resignation Letter

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
18.	Suppose, You are working in the AB Bank as a senior Officer. Recently you have got a better position and you have decided to resign from the bank. Write a letter to Human Resource Department, AB Limited.	৩৬৫

Letter on Ministry/Authority

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
19.	Write an application to the Honorable Minister of Finance highlighting the importance of reduction of taxes on imported industrial raw materials.	৩৬৬
20.	আপনার এলাকায় পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে একটি আবেদনপত্র লিখুন।	৩৬৬

Editorial Letter

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
21.	Write a letter to the editor of a newspaper complaining against the reckless driving in the streets.	৩৬৭
22.	'শেয়ার বাজার ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার মধ্যে ভারসাম্যমূলক সম্পর্ক কাম্য'-এই শিরোনামে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করুন।	৩৬৮
23.	'যুব সমাজের নৈতিক অবক্ষয় রোধের উপায়' এই শিরোনামে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করুন।	৩৬৯
24.	'সড়ক দুর্ঘটনা এবং আমাদের করণীয়' এই শিরোনামে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করুন।	৩৭০
25.	You are a senior officer of Dutch-Bangla Bank Limited. Write a report to Your Managing director about the importance of corporate social responsibility (CSR).	৩৭১
26.	Write report on PahelaBaishakh Celebration.	৩৭২
27.	মনে করুন আপনি বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা । 'এজেন্ট ব্যাংকিং' নিয়ে ডেপুটি গভর্নর এর নিকট একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করুন।	৩৭৩
28.	বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা হিসেবে আপনার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে 'কাঙ্খিত হারে খেলাপী ঋণ না কমার কারণ' বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করুন।	৩৭৪
29.	মনে করুন আপনি একটি তফসিলি ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার পদে কর্মরত। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জনে বাংলাদেশের চ্যাঞ্জেসমূহ উল্লেখ করে বিভিন্ন শাখা প্রধানের নিকট প্রেরণের জন্য একটি পত্রের খসড়া প্রস্তুত করুন ।	৩৭৫
30.	মনে করুন আপনি একটি তফসিলি ব্যাংকে অফিসার পদে কর্মরত। বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান মুদ্রানীতির পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে আপনার ব্যাংকের করণীয় নির্ধারণ করে বিভিন্ন শাখা প্রধানদের নিকট প্রেরণের জন্য একটি পত্রের খসড়া প্রস্তুত করেন।	৩৭৬

Scan Credit: Job Ninja

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Passage

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
1.	Part– 01: General Discussion on Reading Comprehension	৩৭৮
2.	Part-02: List of Passage for Practice	৩৮১

তথ্য-উপাত্ত ও চিত্রগত উপস্থাপনা

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	ব্যাংকিং সেক্টরের আপডেট -২০২০	৩৯৪
২.	অর্থনীতির চিত্র	৩৯৫
৩.	বিশ্ব অর্থনীতি ও বাংলাদেশ	৩৯৫
৪.	খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষিখাত	৩৯৬
৫.	শিক্ষা খাত	৩৯৭
৬.	স্বাস্থ্য ও সেবা খাত	৩৯৮
৭.	বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত	৩৯৯
৮.	বাজেট ২০২০-২১	৪০১
৯.	অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০২০	৪০২
১০.	বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনা	৪০২

Scan Credit: Job Ninja

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ
অথবা, বাংলাদেশ সরকারের সাফল্য

"As we have started the development journey overcoming many obstacles, God-willing, no one can stop this journey anymore."

— Honorable PM Sheikh Hasin

সুনিপুণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এ ধারাবাহিকতায় গত একদশকে বাংলাদেশের গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭% এর কাছাকাছি, ২০১৫ সালে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে স্বীকৃ এবং স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে মুক্তির যোগ্যতা অর্জন উল্লেখযোগ্য। সরকার এখন বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যেখা থাকবে না কোনো অর্থনৈতিক বা সামাজিক বৈষম্য। এরই লক্ষ্যে সরকার পরিকল্পনা করেছে রূপকল্প-২০৪১ ও ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০

১. **অর্থনৈতিক অবস্থা:** Asian Development Bank মতে গড় ৪ বছরে GDP Growth প্রায় ৭-এর উপরে ধরে রেখে বাংলাদেশ বর্তমা এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সবচেয়ে দ্রুত ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির দেশ। United Nation Conference on Trade a Development (UNCTAD) মতে, ২০১৮ সালে দক্ষিণ এশিয়াতে বাংলাদেশে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) এসেছে



উৎস: cri.org.bd

IMF এর মতে বাংলাদেশ ২০১৭ সালে বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দশটি দেশের একটি। সামষ্টিক অর্থনৈতি ব্যবস্থাপনা ও বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে বাংলাদেশ বরাবরই-তার দক্ষতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। বৈদেশিক ঋণের উপর বাংলাদেশে নির্ভরতাও দিন দিন কমে আসছে। ২০০৯ সালে যেখানে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৩১.৫% তা ২০২০ সালে নেমে দাড় ২০.৫%। যেখানে ২০০৯ সালে চরম দারিদ্র্যের হার ছিল ১৭.৬% তা বর্তমানে নেমে দাড়িয়েছে ১০.৫%।

United Nations Committee for Development Policy ২০১৮ সালে ঘোষণা করেছে যে, বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশে তালিকা থেকে মুক্তির যোগ্যতা অর্জন করেছে এবং ২০২৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে এই স্বীকৃতি পাবে। মাঝের এই ৬ বছর বাংলাদেশে সক্ষমতার পর্যবেক্ষণ করা হবে। Asian Development Bank (ADB) বাংলাদেশকে ইতোমধ্যে Asian Tiger হিসেবে বিবেচ করে। Goldmen Saches মতে বাংলাদেশ উদীয়মান অর্থনীতির দেশ "Next-II" এর একটি।

➤ **বাজেট সারাংশ:**

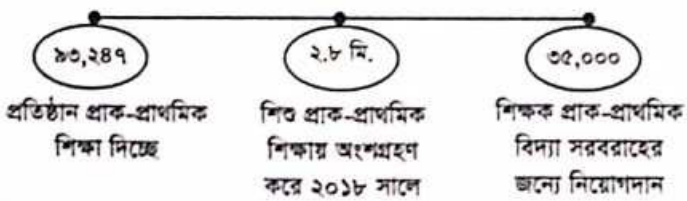
বিবরণ (কোটি টাকা)	২০১৯-২০	২০২০-২১
GDP	২৫,৩৬,১৭৭	২৭,৯৬,৩৭৮
মোট আয়	৩,৮১,৯৭৮	৩,৭৮,০০৩
মোট ব্যয়	৫,২৩,১৯০	৫,৬৮,০০০
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP)	২,০২,৭৩১	২,০৫,১৪৫

২. **শিক্ষাখাত:**

গত একবছরে স্বাক্ষরতার হার ৬০% থেকে বেড়ে দাড়িয়েছে ৭৪.৪% বর্তমানে পুরুষ শিক্ষার হার ৭৬.৫% এবং নারী শিক্ষার হার ৭২.৩% সরকার ২০২০-২১ অর্থবছরে বাজেটে শিক্ষাখাতে ব্যয় বাড়িয়েছে। এর পরিমাণ প্রায় ১৭,৮২৮ মিলিয়ন যা মোট বাজেটের ১৭ শতাংশ।

⇒ প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার হার– ৮১.৪%।

⇒ প্রাথমিক শিক্ষার নারীদের অংশগ্রহণ হার– ৯৯.৪০%।



Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

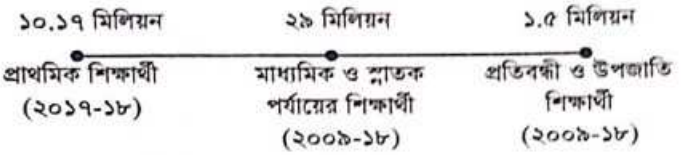
⇒ ৪৫,৯৭৭ প্রতিবন্ধী শিশুদের বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণ।

⇒ ২,৭৬,০০০ টি ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠিদের ভাষায় লিখিত পাঠ্য বই বিতরণ।

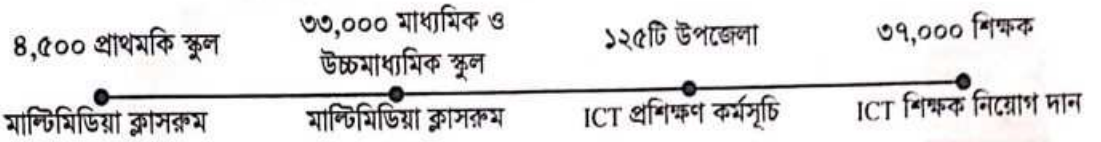
⇒ ৫,৮৫৭টি ব্রেইল পাঠ্যবই দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের মধ্যে বিতরণ।

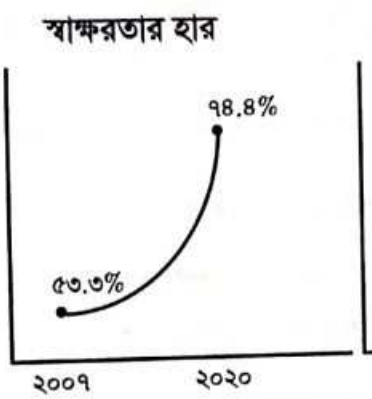
⇒ নতুন ১৩টি পাবলিক ও ১০৩টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন।

➤ **বৃত্তি প্রদান: (শিক্ষার্থী সংখ্যা):**

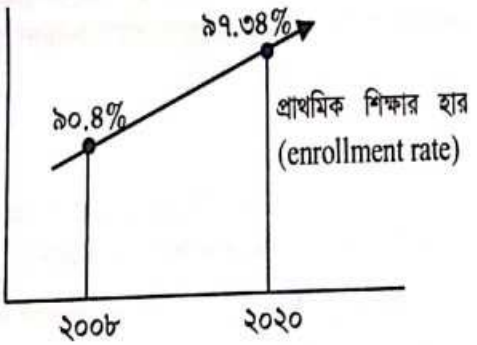


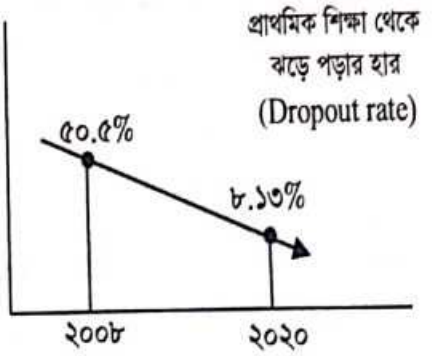
➤ **প্রশিক্ষণ কর্মসূচি:**









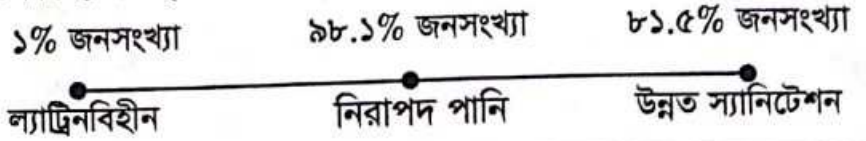


৩. **স্বাস্থ্যখাত:** সরকার স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে সারাদেশে প্রায় ১৮,০০০ কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করেছে। এছাড়া ২০২৩ সালের মধ্যে দেশে Universal Health insurance চালু করার পরিকল্পনাও করছে।

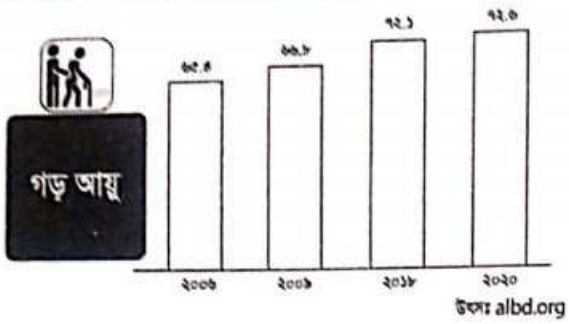
✓ সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও সকল জেলা সদর হাসপাতালে নেফ্রোলজি ইউনিট ও কিডনি ডায়াগনোসিস সেন্টার স্থাপন ;

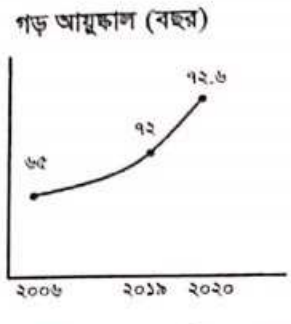
✓ ঔষধের কাঁচামাল ও ল্যাবরেটরি বিকারক উৎপাদনকারিদের রপ্তানি উৎসাহিতকরণে ২০ শতাংশ প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে;

✓ গজারিয়াতে ঔষধ শিল্পপার্ক স্থাপনার কাজ শুরু করা হয়েছে।



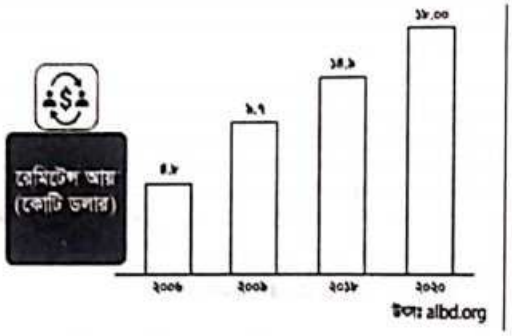
Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com





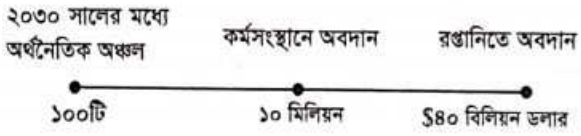


৪. **দক্ষতা ও কর্মসংস্থান:** ২০২০ সালে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৭,৩৪,১৮১ শ্রমিক বাবদ রেমিট্যান্স আসে $১৮.২১ বিলিয়ন যা বাংলাদেশে বৈদে রিজার্ভ বাড়ানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অবদান রাখছে। বিশ্বব্যাংকের মতে ২০২৫ সালে রেমিট্যান্স বাবদ বাংলাদেশের আয় দাঁড়াবে $২৫ বিলিয়ন





- ✓ বাংলাদেশের সামনে জনমিতিক লভ্যাংশের (Demographic Dividend) যে সুবর্ণ সুযোগ এসেছে তা কাজে লাগাতে হবে
- ✓ সারাদেশে ১১১টি প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং উপজেলা পর্যায়ে ৪৯৮ টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে;
- ✓ অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে (EEZ) কর্মসংস্থানের ব্যপক সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।



৫. **শিশু উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন:** বিগত তিন দশক প্রায় নারী নেতৃত্বে বাংলাদেশ পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছে। দেশের এখন সর্বস্তরে নারীর অংশগ্র লক্ষণীয়। Global Gender Gap Report 2018 মতে, বাংলাদেশ লিঙ্গ সমতায় দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে অবস্থান করছে।

⇒ সরকার সংবিধানে নারীদের জন্য ৫০ টি সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা রেখেছে।

⇒ সন্তানের নামের সাথে মাতার নাম লিখার নিয়ম প্রণয়ন করে ২০০০ সালে।

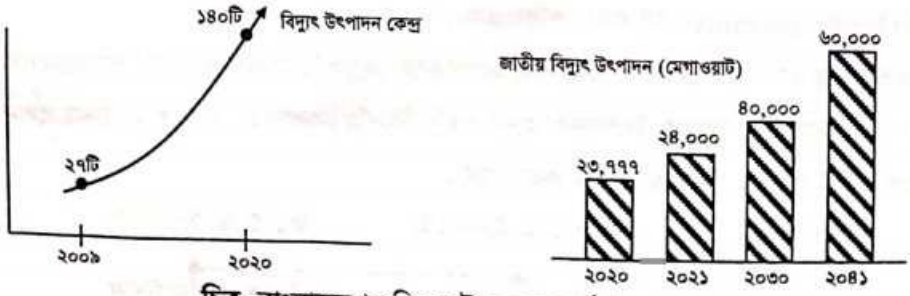
⇒ "নারী ও শিশু উন্নয়ন নীতিমালা-২০১০" প্রণয়ন করে।

⇒ ১৯৯৫ সালে যেখানে ৫ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুহার ১২৫/১০০০ ছিল, বর্তমানে তা ২১/১০০০ এ এসে দাঁড়িয়েছে।

⇒ আমাদের সরকার ২০১৫ সালে এক্ষেত্রে MDG Aword অর্জনে করেছিল বিশেষ সফলতার জন্যে।

৬. **বিদ্যুৎ ও জ্বালানি:** বাংলাদেশে বর্তমানে ১৪০টি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে চালু আছে। ২০০৯ সালে যেখানে ৪,৫০০ মেক্সাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হতো, সেখানে ২০২০ সালে এখন উৎপাদন হচ্ছে ২৩,৭৭৭ মেগাওয়াট।

⇒ প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন ২.৭৫ বিলিয়ন কিউবিক ফিট।



চিত্র: বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উন্নয়নের বর্তমান অবস্থা

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

⇒ ২,৬৪,০০০ কি.মি. ডিস্ট্রিবিউশন লাইন নির্মাণাধীন।

⇒ ৩,৬৫০ সার্কিট কি.মি. ট্রান্সমিশন লাইন নির্মাণাধীন।

➤ **সরকার একাধিক মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।** সেগুলোর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো:—

✓ রামপাল ১,৩২০ মোগাওয়াট মৈত্রী সুপার থার্মাল প্রজেক্ট,

✓ মাতারবাড়ি ১,২০০ মেগাওয়াট আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা প্রকল্প,

✓ পায়রা ১,৩২০ মেগাওয়াট থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প,

✓ যৌথ বিনিয়োগে মহেশখালীতে ১০,০০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের জন্য উদ্যোগ,

✓ রাশিয়ার কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় রূপপুরে ২,৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

৭. **দারিদ্র্য বিমোচন:** ২০০৯ সালের ৩১.৫% দারিদ্র্যের হার ২০২০ সালে নেমে দাড়ায় ২০.৫% এবং চরম দারিদ্র্যের হার ১৭.৬% থেকে নেমে দাড়ায় ১০.৫%। ২০১৮ সালে UNCDP বাংলাদেশকে LDC মুক্তির যোগ্যতা অর্জন করেছে বলে ঘোষণা দেয় এবং ২০২৪ সাল পর্যন্ত এই সক্ষমতার পর্যবেক্ষণ করবে।

সূচকের নাম	মানদন্ড	২০১৮ সালে বাংলাদেশ
মাথাপিছু জাতীয় আয় (GNI)	$ ১২৩০ (+)	$১২৭২
মানবসম্পদ সূচক (HAI)	৬৬ (+)	৭২.২
অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক (EVI)	৩২ (–)	২৫.২

⇒ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (BRDB), পল্লীকর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF), পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (PDBF) দরিদ্র দূরীকরণে ঋণ ও প্রকল্পে পরামর্শ দিয়ে থাকে। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন ব্যাংক দারিদ্র্য নিরসনে ক্ষুদ্রঋণ সরবরাহ করে আসছে। এসবের অধীনে প্রায় ২০,৮৩৮ জন যুবক উদ্যোক্তাকে কর্মপ্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

৮. **সামাজিক নিরাপত্তা:** সরকার ২০২০-২১ অর্থবছরে বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ রেখেছে ৯৫,৫৭৪ কোটি টাকা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকার গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা খাতের আওতা বাড়ানোর প্রস্তাবসমূহ:

✓ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সম্মানী ভাতা ১০ হাজার টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১২ হাজার টাকায় উন্নীত;

✓ বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪০ লক্ষ থেকে ৪৪ লক্ষ জনে বৃদ্ধি;

✓ বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতাভোগীর সংখ্যা ১৪ লক্ষ থেকে ১৭ লক্ষ্যে বৃদ্ধি;

✓ সকল অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের ভাতা দেয়ার লক্ষ্য ভাতাভোগীর সংখ্যা ১০ লক্ষ হতে ১৫.৪৫ লক্ষে বৃদ্ধি;

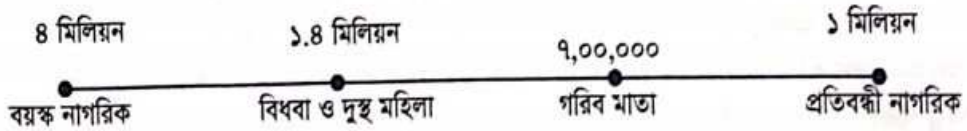
✓ প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তির সংখ্যা ৯০ হাজার হতে ১ লক্ষ জনে বৃদ্ধি, উপবৃত্তির হার বাড়িয়ে প্রাথমিক স্তরে ৭০০ টাকা হতে ৭৫০ টাকায়, মাধ্যমিক স্তরে ৭৫০ টাকা হতে ৮০০ টাকায় এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৮৫০ টাকা হতে ৯০০ টাকায় বৃদ্ধি;

✓ সকল হিজড়াকে অন্তর্ভুক্ত করে হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা ৬০০০ জনে উন্নীত করা;

সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন সহায়তা দিচ্ছে। যেমন—

(i) বয়স্ক ভাতা	(v) কাবিটা (কাজের বিনিময়ে টাকা))
(ii) বিধবা ভাতা	(vi) কাবিখা (কাজের বিনিময়ে খাদ্য)
(iii) মাতৃত্বকালীন ভাতা	(vii) প্রতিবন্ধী ভাতা
(iv) Vulnerability Group Feeding (VGF)	(viii) মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা ইত্যাদি

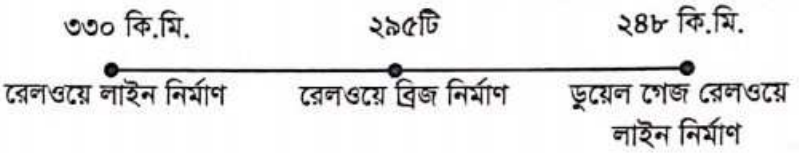
➤ **সামাজিক নিরাপত্তার সুবিধাপ্রাপ্ত জনসংখ্যা:**



Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

৯. **অবকাঠামোগত উন্নয়ন:**

১। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ
২। SEA-ME-WE-5 এ সংযুক্তি
৩। রামপাল কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প
৪। মহেশখালী LNG টার্মিনাল
৫। পায়রা কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প
৬। মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর
৭। পদ্মাসেতু
৮। মেট্রোরেল
৯। কর্ণফুলী টানেল



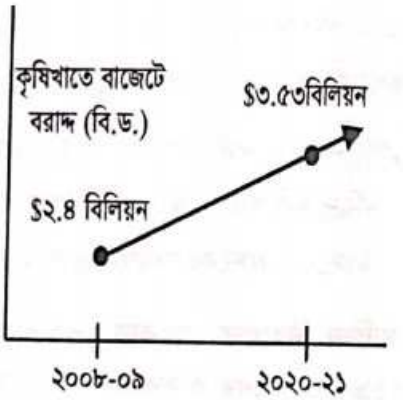
১০. **কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা:**

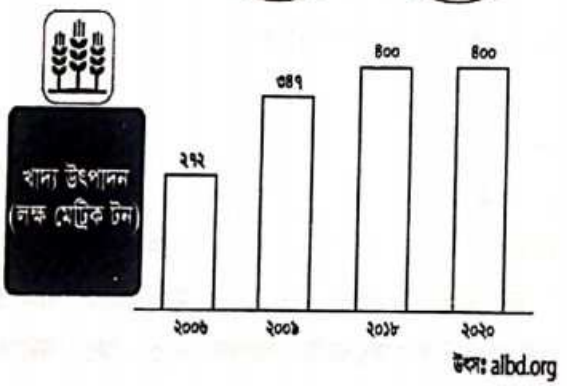
"এই স্বাধীন দেশে মানুষ যখন পেট ভরে খেতে পারবে, পাবে মর্যাদাপূর্ণ জীবন; তখনই শুধু এই লাখো শহীদের আত্মা তৃপ্তি পাবে।"

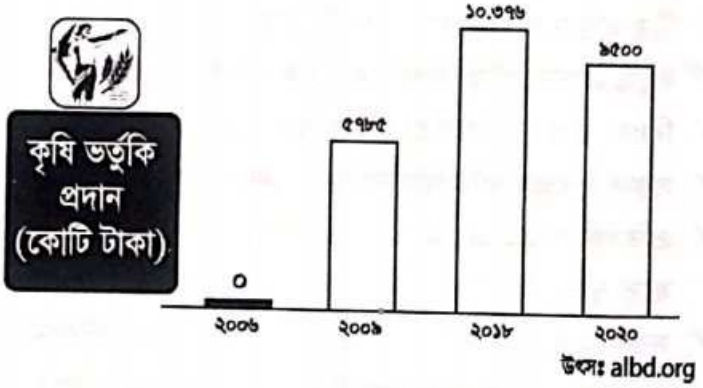
— জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহ

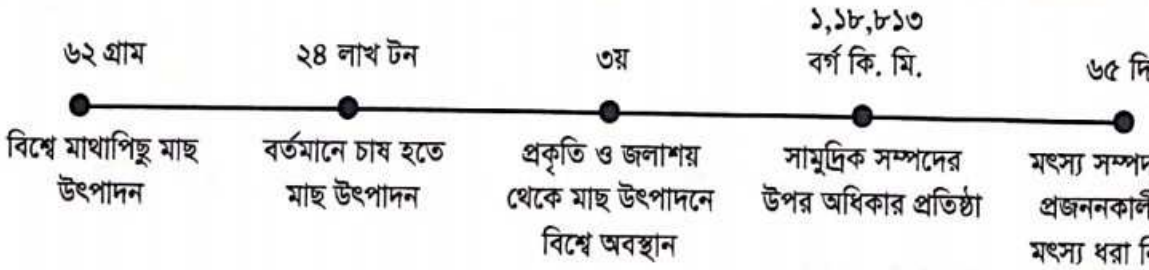
বাংলাদেশ সরকারের অনেক বড় একটি অর্জন ছিল ২০১২ সালে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন। একসময়ে 'bottomless buc তার ১৬০ মিলিয়ন জনসংখ্যার খাদ্যের নিরাপত্তা দিবে এটি ছিল অনেক বড় চ্যালেঞ্জ।











১১. **জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত নিরাপত্তা:** পরিবেশ সংরক্ষণ, দুষণ নিয়ন্ত্রণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভ মোকাবিলা করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "জাতীয় পরিবেশ নীতি-২০১৮" প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের উন্নয় বাজেটে জলবায়ু অর্থায়ন বাবদ বরাদ্দ ছিল ৫.৩৭ শতাংশ যা ২০২০-২১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৫২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে যার অর্থমূল্য ২৪,২২ কোটি টাকা। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত কিছু কর্ম

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

⇒ Bangladesh Climate Change Starategy and Action Plan (BCCSAP)
⇒ Green Climate Fund (GCF)
⇒ Bangladesh Climate Change Trust Fund (BCCTF)
⇒ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০

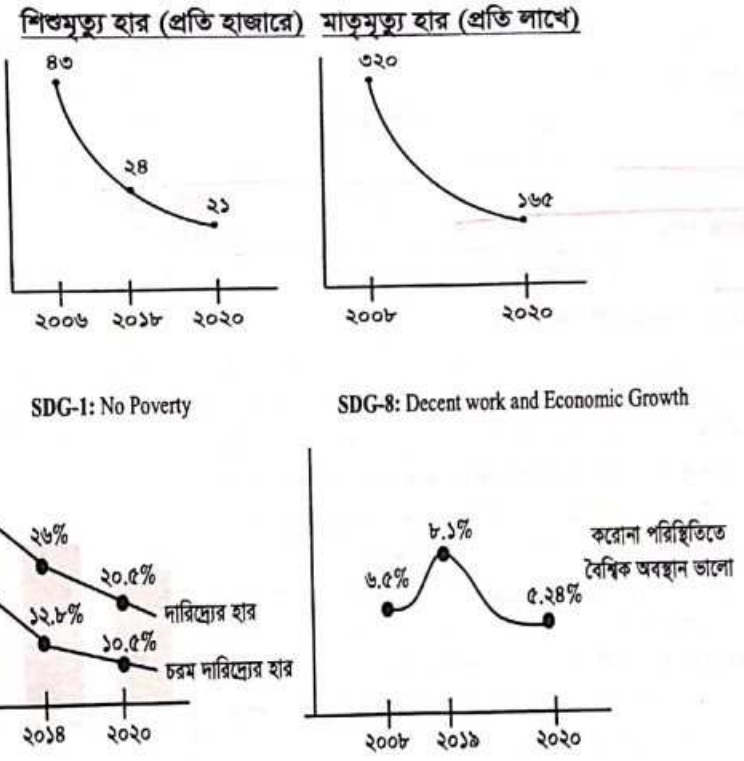
১২. MDG ও SDG অর্জনে বাংলাদেশ:

বাংলাদেশ MDG লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সফলতা অর্জন করায় আজ রোলমডেল হিসেবে দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। এই জন্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী MDG-award লাভ করেন। MDG তে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য সফলতাসমূহ–

(i) MDG নির্ধারিত লক্ষ্য ছিল হার ২৯% পর্যন্ত কমিয়ে আনা। বাংলাদেশে সেখানে ২০১৬ সালে ২৪.৮% এবং বর্তমানে ২০.৫% দারিদ্র্য কমিয়ে এনেছে।

(ii) শিশু মৃত্যুহার যেখানে বলা হয়েছে ৪৮/১০০০ এ কমিয়ে নিয়ে আসতে, সেখানে বাংলাদেশ ২০১৫ সালে ৪১/১০০০ এবং বর্তমানে ২১/১০০০ এ কমিয়ে এনেছে।

(ii) প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি জনসংখ্যার ৯৮% (২০১৫ সালে) যা বর্তমানে এসে দাড়ায় ৯৭.৩৪%।



চিত্র: SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা

পৃথিবী খুব দ্রুত অবসম্ভব গতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে। বিশ্বে আজ অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও উন্নয়নের বলে অনেক দেশ উন্নতির চরম শিখরে। আর তাদের সাথে পাল্লা দিয়ে আমাদের সরকার দেশের উন্নয়ন যুযোগপযোগী পদক্ষেপ ও কর্মসূচি যেমন– রূপকল্প-২০৪১, ডেল্টা প্লান-২১০০, মেগাপ্রকল্পসমূহ হাতে নিয়েছে। এসব বাস্তবায়নে সরকার এবং দেশের জনগণকে একযোগে কাজ করে যেতে হবে এবং চলমান প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে হবে।

"Development of Bangladesh stood out as a shining testament to this claim and the country also fared better than many South Asian Nations in the Human capital Index (HCI)."

— Amarthya Sen
(Nobel Laurate)

References:

১. cri.org.bd
২. অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২০
৩. জাতীয় বাজেট ২০২০-২১

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

বাংলাদেশের পোশাক শিল্প

"পোশাক শিল্প খাতে আমাদের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ঠেকাতে প্রতিযোগিরা তৎপর রয়েছে। তবে কোনো অপতৎপরতা বাঙালি জাতিকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি এবং তৈরি পোশাক শিল্পখাতের অগ্রগতি ও দাবিয়ে রাখতে পারবেনা।"

— সাবেক শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আ

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং বয়ন শিল্প বা পোশাক শিল্পে প্রভূত উন্নতি করেছে। তৈরি পোশা শিল্প বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধান শিল্প হিসেবে স্বীকৃত এবং এটি বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের বৃহত্তম খাত। বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠি বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প জাতীয় অর্থনীতির প্রধান খাত হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। দেশের রপ্তানি বাণিজ্যেও পোশাক শিল্পের একচ্ছ আধিপত্য। নিম্ন আয়ের যেসব দেশ বিশ্ব বাণিজ্য প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে লাভবান হয়েছে বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম। এক্ষেত্রে এদে শ্রমনির্ভর রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক খাতের সাফল্য একেবারে সামনের সারিতে। বাংলাদেশের শিল্পখাতের মোট জনশক্তির এক-তৃতীয়াংশ বে পোশাক শিল্পে কর্মরত রয়েছে এবং শিল্পখাতের মোট মূল্য সংযোজনের এক-চতুর্থাংশও পোশাক খাতেরই অবদান। বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আ ৮০ শতাংশের বেশি আসে এ খাত থেকে। ফলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বহুলাংশে পোশাক খাতের ওপর নির্ভরশীল এবং সামষ্টিক অর্থনীতি স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এ শিল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বিশ্বে যে কয়েকটি দেশের রপ্তানি আয় খুব দ্রুত বাড়ছে, তার মধ্যে বাংলাদেশ একটি। অগ্রসরমাণ অর্থনীতির দেশগুলোর মধ্যে এ ক্ষে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়, উপরে আছে কেবল ভিয়েতনাম। বিশ্ববাণিজ্যের এ চিত্র উঠে এসেছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিভিউ-২০১৯' শীর্ষক প্রতিবেদনে। সব মিলিয়ে বিশ্ববাণিজ্যে বাংলাদেশ এখন ৪২ তম বড় রপ্তানিকারক দেশ, অন্যদিকে আমদানিতে বাংলাদেশের অবস্থান ৩০তম। রপ্তানিতে বাংলাদেশের এই অগ্রযাত্রার অগ্রভাগে পোশাক খাত। ২০০০ সালে পোশাক বাজারে এ দেশের হিস্যা ছিল আড়াই শতাংশের কিছু বেশি। এটা বিগত বছ সাড়ে ৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এতে পোশাক রপ্তানিতে একক দেশ হিসেবে বিশ্বে দ্বিতীয় অবস্থান ধরে রেখেছে বাংলাদেশ।

বিশ্ববাণিজ্যে বাংলাদেশ	
আমদানিতে অবস্থান	৩০ তম
রপ্তানিতে অবস্থান	৪২ তম

১. **পোশাক শিল্পের পটভূমি/প্রেক্ষাপট:** স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ১৯৭৬ সালে দর্জিদের সংগঠিত করে গার্মেন্টস শিল্পের পদচারণা শু হয়। দেশের দুই প্রধান নগরী ঢাকা ও চট্টগ্রামে স্বল্প পরিসরে বিক্ষিপ্তভাবে এ শিল্প প্রসারিত হতে থাকে। ১৯৭৬-১৯৭৭ অর্থবছ মাত্র তিনটি গার্মেন্টসের তৈরি পোশাক রপ্তানির মধ্যে দিয়ে পোশাক শিল্পের অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশে ৪৭টি গার্মেন্টস্ শিল্প গড়ে উঠে। এরপরই গার্মেন্টস খাতে বিস্ময়কর উন্নতি ঘটে। ১৯৮৭ সাল নাগাদ দেশে ৬২৯টি এবং ১৯৯৫ সাল নাগাদ ২২৬৮টি গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৯ সাল নাগাদ গার্মেন্টস শিল্পের সংখ্যা ৩০০০ ছাড়িয়ে যায়। গার্মেন্টস শিল্পের সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি হতেই এ খাতের অগ্রগতির একটি প্রতিচ্ছবি লাভ করা যায়। বর্তমানে এ খাতে দেশের অর্থনীতির বৃহৎ খাত, বৈদেশিক বাণিজ্যের সর্ববৃহৎ খাত এবং মহিলা শ্রমিকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী বৃহত্তম খাত।



বাংলাদেশের পোশাক খাতে দ্রুত বিকাশ লাভ করেছে। ১৯৯৭-৯৮ সাল থেকে শুরু করে এ খাতে ব্যাপক হারে প্রবৃদ্ধি লাভ করেছে। পোশা শিল্পখাত হতে গত কয়েক বছরের রপ্তানি আয় এ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ আসে তৈরি পোশাক রপ্তানি থেকে। যদি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে করোনার প্রভাবে তৈরি পোশাক থেকে রপ্তানি আয় লক্ষ্যমাত্রা থেকে কিছুটা কমে ২৭.৯৫ বিলিয়ন ডলারে দাড়িয়েছে

২. **বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের বাজার:**

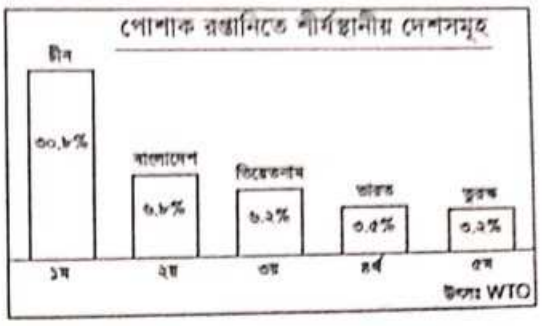
"Together for a better tomorrow"

—Dhaka Apprel Summit এর প্রতিপাদ্য বিষয়

বিশ্বে পোশাক রপ্তানিতে একক দেশ হিসেব বাংলাদেশ দ্বিতীয়। বিশ্বে পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি অর্জনে শীর্ষে বাংলাদেশ। বিশ্বের চাহিদ বাংলাদেশ বিশ্বের প্রায় ৩০টি দেশে পোশাক রপ্তানি করছে। সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করে থাকে যুক্তরাষ্ট্রে, যা মোট রপ্তানির প্রায় ৫৬%। দ্বিতী বৃহত্তম বাজার হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। পোশাক শিল্পে বর্তমানে প্রায় ৮৪টি ক্যাটাগরি আছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ ৩৬টি ক্যাটাগরি উৎপাদ করে থাকে, যার মধ্যে ১৮টি ক্যাটাগরি কোটাভুক্ত এবং বাকি ১৮টি ক্যাটাগরি কোটাবহির্ভূত। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সারা বিশ্ব থেকে ৭৮ ক্যাটাগরির পোশাক আমদানি করে থাকে। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সদস্য হওয়ায় ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে Multi-Fibr Arrangement (MFA) এবং Generalized System of Preferences (GSP) সুবিধা ভোগ করেছে। কিন্তু ২০০৫ সালে বিশ্ব বাণিজ সংস্থার (WTO) সাথে চুক্তি কার্যকর হওয়ায় কোটা পদ্ধতির বিলুপ্তি ঘটে এবং প্রত্যেক দেশই তাদের বাজারকে পূর্ণমাত্রায় মুক্ত (Liberaliz করতে বাধ্য হয়। তাই বাংলাদেশ বর্তমানে যেসব সুযোগ-সুবিধা পেয়ে এসেছিল তারও বিলুপ্তি ঘটে। ফলে বাংলাদেশকে অন্যান্য দেশের সা প্রতিযোগিতায় নামতে হয়, যা বাংলাদেশের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

৩. **পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের বৈশ্বিক অবস্থান:** ২০১৯ সালে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বিশ্বে দ্বিতীয় অবস্থান ধরে রেখেছে বাংলাদেশ। ২০১৮ সালে ৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে বাংলাদেশ। জেনেভায় এক সম্মেলনে একথা জানিয়েছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা। যদিও ২০১৯-২০ অর্থবছরে তৈরি পোশাক খাতের রপ্তানি আয় হয়েছে প্রায় ২৮ কোটি মার্কিন ডলার। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৯ সালে গ্লোবাল ক্লোথিং এক্সপোর্টে বাংলাদেশের বাজার অংশিদারিত্ব (মার্কেট শেয়ার) ছিলো ৬.৮ শতাংশ। ২০১৮ সালেও এ শেয়ার ছিলো ৬.৪০ শতাংশ। অর্থাৎ বছর ব্যবধানে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের অংশিদারিত্ব বেড়েছে দশমিক ২ শতাংশ। ২০১৯ সালে তৈরি পোশাকের রপ্তানি বাজারে শীর্ষ পাঁচ দেশ চীন ৩০.৮ শতাংশ, বাংলাদেশ ৬.৮০ শতাংশ, ভিয়েতনাম ৬.২ শতাংশ, ভারত ৩.৫ শতাংশ এবং তুরস্ক ৩.২ শতাংশের যোগান দেয়।



পণ্য উৎপাদনে বৈচিত্র্যময়তা আনতে পারলে এই রপ্তানির আরও বাড়ানো সম্ভব বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা। অর্থনীতি বিশ্লেষক খোন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন-

"আমাদের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি এখন যে তৈরি পোশাকের পণ্যগুলোতে রয়েছে, সেখানে আমাদের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে আর অন্যান্য দেশে যে সমস্ত পণ্য উৎপাদিত হয়, সে সমস্ত পণ্যের সক্ষমতা যদি আমাদেরও তৈরি হয়, তাহলে সেই পণ্যের ক্রেতারাও বাংলাদেশে আসবে।"

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে পোশাক খাতের অবদান ছিলো ২ শতাংশ। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, চীন-আমেরিকা বাণিজ্য যুদ্ধের ফলে চীন থেকে অনেক ক্রেতা তাদের বাজার সরিয়ে নিচ্ছে। আর এরই ইতিবাচক সুযোগ কাজে লাগায় বাংলাদেশ ও ভিয়েতনাম। বিশ্লেষকরা বলছেন, শুধু দেশি বিনিয়োগকারীদের উপর নির্ভর না করে চীন থেকে যারা বিনিয়োগ তুলে নিতে চান তাদের আকর্ষণ করতে পারলে এ খাতের উন্নয়ন হবে ঈর্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউট পিআরআই'র নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর বলেন–

"আগামীতে কিন্তু চীনের অংশীদারিত্ব আরও কমবে। হয়তো এটি ২০ শতাংশে নেমে আসবে আগামী ১ দশক বা তারও কম সময়ের মধ্যে। সেক্ষেত্রে এই ১০ শতাংশের একটা অংশ যদি আমরা পাই আমরা কিন্তু আমাদের অবস্থানটা সুদৃঢ় করতে পারবো।"

আগামী কয়েক বছরের মধ্যে গভীর সমুদ্রবন্দরের মালিক হচ্ছে বাংলাদেশ। এর ফলে পণ্য রপ্তানিতে কমে যাবে লিড টাইমের পরিমাণ। এতে রপ্তানির এ গতি আরও বাড়বে বলেও মনে করেন তারা। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ খাতের রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে প্রায় ৩৪ কোটি মার্কিন ডলার।

৪. **দেশের তৈরি পোশাকশিল্পঃ করোনাভাইরাস পরবর্তী প্রভাব:** করোনাভাইরাসের ধাক্কা সামলে উঠছে দেশের তৈরি পোশাকশিল্প। পরপর দুই মাস (জুলাই-আগস্ট' ২০২০) ৩০০ কোটি ডলার করে পোশাক রপ্তানি হয়েছে। সর্বশেষ গত আগস্ট'২০২০ রপ্তানি বেড়েছে ৪৭ শতাংশ। পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ জানিয়েছে, আগস্ট'২০২০ এ চলতি বছরের সর্বোচ্চ ৩৩৬ কোটি ৩৩ লাখ মার্কিন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৪৭ দশমিক ২৫ শতাংশ বেশি। আর জুলাই'র ২০২০ এ ৩২৪ কোটি ৪৯ লাখ ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছিল। মার্চ ২০২০ এ পোশাকের ক্রয়াদেশ বাতিল ও স্থগিত হওয়ায় মালিকেরা আতঙ্কিত হয়ে পড়লে সরকার রপ্তানিমুখী কারখানার শ্রমিকদের মজুরি দেওয়ার জন্য ৫ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে। সেই তহবিল থেকে প্রায় ১ হাজার ৮০০ কারখানার মালিক ২ শতাংশ সার্ভিস চার্জে ঋণ নিয়ে তিন মাসের মজুরি দিয়েছেন। সাড়ে ৪ শতাংশ সুদে জুলাইয়ের মজুরি দিতে ঋণ সহায়তা পান মালিকেরা।

"ক্রয়াদেশ বাতিল ও স্থগিত হওয়া পণ্য রপ্তানি হচ্ছে। তা ছাড়া মাস্ক ও পিপিই গাউনও যাচ্ছে। সব মিলিয়ে রপ্তানি বেড়েছে।"

—মোহাম্মদ হাতেম, বিকেএমইএর প্রথম সহসভাপতি

৫. **তৈরি পোশাক শিল্পে সরকার কর্তৃক প্রণোদনা:** দেশের প্রধান রপ্তানি খাত হিসেবে তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য সরকার নগদ প্রণোদনাসহ সকল প্রকার সুযেগা সুবিধা অব্যাহত রেখেছে।এছাড়া, ২০১৯-২০২০ অর্থবছর হতে তৈরি পোশাক রপ্তানির সকল ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ১ শতাংশ হারে রপ্তানি প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে। তবে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য উত্তেজনা এবং বিশ্ব অর্থনীতির মন্দা জনিত কারণে ২০২০ সালে বিশ্ব পণ্য বাণিজ্য হ্রাসের পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। ফলে বাংলাদেশেও তৈরী পোশাকসহ সার্বিক রপ্তানি ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। উন্নত বিশ্বে চাহিদা হ্রাসজনিত কারণে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের তুলনায় সাম্প্রতিক সময়ে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ঋণাত্মক ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে বিশ্বব্যাপী লকডাউনের কারণে সামনের দিনগুলোতে এ রপ্তানি আরো কমবে। তবে আশা করা যায়, করোনার প্রভাব মোকাবেলায় সরকার প্রদত্ত আর্থিক প্রণোদনার সুবিধা নিয়ে বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্প ঘুরে দাঁড়াবে এবং আগামী ২০২০-২১ অর্থবছরে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির কাঙ্ক্ষিত ধারায় ফিরতে পারবে।

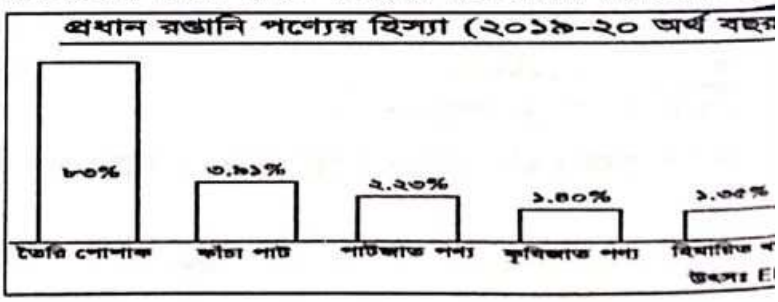
Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

৬. **তৈরি পোশাক শিল্পের সংস্কারঃ** সাম্প্রতিক সময়ে তৈরি পোশাক শিল্পের সংস্কারে পিএফআই চুক্তি স্বাক্ষরঃ তৈরি পোশাক শি প্রসারের লক্ষ্যে এ খাতের ভবনের অগ্নি নির্বাপক, কর্মপরিবেশ উন্নয়ন, শ্রমিকের নিরাপত্তা এবং সর্বোপরি পরিবেশ-বান্ধব বা নিরা জোরদার করতে ৬৪ মিলিয়ন ইউরোর ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন প্রজেক্ট (পিএফআই) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ ফ্রাঞ্চাইজ ডেভেলপমেন্টের (এএফডি) ৫০ মিলিয়ন ইউরো ঋণ ও ইইউ, কেএফডব্লিউ এবং জিআইজেড প্রদত্ত অনুদান ও বাংলা ব্যাংক প্রদত্ত তহবিলসহ মোট ১৪ দশমিক ২৯ মিলিয়ন ইউরোর সমন্বয়ে এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস ডিপার্টমেন্টের অ বাস্তবায়িত 'প্রোগ্রাম টু সাপোর্ট সেফটি রেট্রোফিটস এন্ড এনভায়রনমেন্টাল আপগ্রেডস ইন দি বাংলাদেশি রেডি-মেড গার্মেন্টস প্রজেক্ট (এসআরইইউপি)'- শীর্ষক প্রকল্পটির পিএফআই স্বাক্ষর অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। স্বল্প সুদ হার এবং আর্থিক প্রণোদনা, এ বৈশিষ্ট্যের কারণে এ প্রকল্পটি একটি ব্যতিক্রমী প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতায় তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো স্বল্প সুদে (সর্ ৭ শতাংশ) ঋণ সুবিধা পাবে এবং যথাযথ সংস্কারকাজ সম্পাদন সাপেক্ষে আর্থিক প্রণোদনা সুবিধা প্রদান করা হবে। এ প্রক অন্যতম ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ঋণের যথাযথ ব্যবহারকরণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ঋণপ্রস্তাব অনুযায়ী নিরাপত্তাজ সংস্কারকাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন শেষে ১০ শতাংশ এবং পরিবেশগত উন্নয়ন সম্পর্কিত সংস্কার কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্প সাপেক্ষে ২০ শতাংশ হারে আর্থিক প্রণোদনা দেয়া হবে।

৭. **বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের শীর্ষ আমদানিকারক দেশ:** করোনাকালে যুক্তরাষ্ট্রসহ শীর্ষে থাকা ৯টি দেশেই বাংলাদেশ থেকে পোশাক রপ্তানি কমে গেছে। বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক রপ্তানির শীর্ষ ৯টি দেশ হলো- জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, স্পে ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড, ইতালি, কানাডা ও বেলজিয়াম। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর প্রতিবেদন অনুযায়ী জানুয়ারি থেকে জুন' ২০২০ এই ছয় মাসে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে জার্মানিতে। জার্মানিতে পোশাক রপ্তানি হয়েছিল ২১৩ কোটি ৪৪ লাখ ডলার। পোশাক রপ্তানির দ্বিতীয় শীর্ষ দেশ যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়েছে ২১২ কোটি ডলার। যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক আমদানির তথ্য সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান ওটেক্সার (অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেল) হিসাব অনুযায়ী, গত জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত এই সাত মাসে দেশটির পোশাক আমদানি কমেছে প্রায় ৩১ শতাংশ। এর ধাক্কা লেগেছে দেশটিতে রপ্তানিকারক প্রায় সব দেশেই। পোশাক রপ্তানির তৃ শীর্ষ দেশ যুক্তরাজ্য। এই দেশে ১৩২ কোটি ১৩ লাখ ডলারের পোশাক রপ্তানি করে বাংলাদেশ। শীর্ষ চারে থাকা স্পেনে পো রপ্তানি হয়েছে ৮০ কোটি ৭৬ লাখ ডলার। শীর্ষ পাঁচে থাকা ফ্রান্সে পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৬৫ কোটি ৭৪ লাখ ডলার।



৮. **পোশাক শিল্পঃ প্রধান রপ্তানি পণ্যের শীর্ষ হিস্যা:** বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্যের শীর্ষ হিস্যা আসে পোশাক শিল্প থেকে। ২০ ২০ অর্থবছরে তৈরি পোশাক থেকে মোট রপ্তানি আয়ের ৮৩% আসে, প্রসঙ্গত তৈরি পোশাক এর মধ্যে ওভেন থেকে ৪১.৭০% এবং নীটওয়্যার থেকে ৪১.৩০% এসেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে তৈরি পোশাক থেকে মোট রপ্তানি আয় হয়েছে ২৭৯৫ কোটি মার্কিন ডলার।



পোশাক রপ্তানি আয় (২০১৯-২০২০ অর্থবছর)	২৭৯৫ কোটি মার্কিন ডলার	তৈরি পোশাক (ওভেন) বাবদ রপ্তানি আয়	১৪০৪ কোটি মার্কিন ডলার (৪১.৭০%)
		নীটওয়্যার বাবদ রপ্তানি আয়	১৩৯১ কোটি মার্কিন ডলার (৪১.৩০%)

৯. **রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক কারখানা:** সারাদেশে রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক কারখানার সংখ্যা ৩২২৩টি। এর মধ্যে ঢাকায় অবস্থিত ১১৭১ গাজীপুরে অবস্থিত ১০৫৩টি, নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত ৬১৩টি এবং চট্টগ্রামে অবস্থিত ৩৮৬টি। বর্তমানে পোশাক কারখানার মোট কর্মীসং ২৫ লাখ ৬২ হাজার এর মধ্যে নারী ১৪ লাখ ৯৪ হাজার এবং পুরুষ ১০ লাখ ৬৮ হাজার। নারী-পুরুষের অনুপাত ৫৮.৩% : ৪১.৭%

Please join our Group: BCS Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Scan Credit: Job Ninja

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com



মোট কর্মী	২৫ লাখ ৬২ হাজার
নারী	১৪ লাখ ৯৪ হাজার
পুরুষ	১০ লাখ ৬৮ হাজার
নারী-পুরুষ অনুপাত	৫৮.৩% : ৪১.৭%

সূত্র: এমআইবি

১০. পোশাক শিল্পের গুরুত্ব:

"তৈরি পোশাক বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। রপ্তানি আয়, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মূল্য সংযোজন ও জনগণের জীবন মানোন্নয়নে তৈরি পোশাক খাতের ব্যাপক অবদান রয়েছে।"

— সাবেক শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু

বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্প অগ্রবর্তী প্রভাব (Forward Linkage) এবং পশ্চাৎপ্রভাব (Backward Linkage)-এর মাধ্যমে ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়নের দ্বার উদঘাটন করেছে। পোশাক খাতে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সৃষ্ট মজুরি বা উপার্জন এ খাতের শ্রমিকদের জীবিকা নির্বাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার পাশাপাশি স্থানীয় অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও সচল রাখতে সহায়তা করছে। পোশাক খাতে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে পল্লির দরিদ্র জীবন থেকে ২৫ লাখের বেশি নারীকে নগর অর্থনীতিতে নিয়ে আসায় সমাজের ওপর নাটকীয় পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে।

১০ (ক) রপ্তানি বাণিজ্য:

"ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন আর স্বপ্ন নয়, এটি এখন বাস্তব। আমরা পোশাক রপ্তানির যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি। তা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বেই আমরা অর্জন করতে পারব।" — তোফায়েল আহমেদ।

আশির দশকে দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে গার্মেন্টস শিল্পের অবদান ছিল না। কিন্তু বর্তমানে মোট রপ্তানি আয়ের ৮৩% গার্মেন্টস-এর অবদান (সূত্রঃ ইপিবি)। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পোশাক রপ্তানি বাবদ আয় হয় ২৭৯৫ কোটি মার্কিন ডলার। ২০২০-২১ অর্থ বছরের রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৩৪০০ কোটি মার্কিন ডলার।

১০ (খ) কর্মসংস্থান: যেসব অদক্ষ মহিলা শ্রমিক হতাশায় বিনিদ্র রজনী যাপন করত, তাদের সুনিপুন হাত লেগে আছে বিশ্ববাজারের জন্য পোশাক তৈরির কাজে। প্রায় ৪০ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে গার্মেন্টস শিল্পে যাদের অধিকাংশ মহিলা।

১০ (গ) উদ্যোক্তা সৃষ্টি: কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্পের মাধ্যমে কয়েক হাজার শিল্প উদ্যোক্তার সৃষ্টি হয়েছে। এসব উদ্যোক্তা যেমন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষ, তেমনি তাদের রয়েছে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র অর্থনীতি এসব দক্ষ উদ্যোক্তার সুনিপুণ প্রচেষ্টায় শিল্পোন্নত অর্থনীতিতে পরিণত হবে।

১০ (ঘ) বস্ত্রশিল্প: গার্মেন্টস শিল্প বাংলাদেশে বিভিন্ন স্পিনিং, উইভিং, নিটিং, ডাইং, ফিনিশিং এবং প্রিন্টিং শিল্পে বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে। এতে দেশের বহু বস্ত্রশিল্প গড়ে উঠেছে।

১০ (ঙ) পরিবহন ও বন্দর ব্যবহার: গার্মেন্টস শিল্পের সামগ্রী আমদানি ও রপ্তানির ফলে বন্দর থেকে ফ্যাক্টরি পর্যন্ত পরিবহন শিল্পের অগ্রগতি এবং বন্দরের অধিক ব্যবহার হচ্ছে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

১০ (চ) নারী উন্নয়নে ভূমিকা:

"নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে শিল্প অন্যতম চালিকা শক্তি। বর্তমানে দেশের গার্মেন্টস শিল্প কারখানাগুলোতে ৪৪ লাখেরও বেশি শ্রমিক ক করছে। এর ৮০ শতাংশই নারী।" —সাবেক শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু

গার্মেন্টস শিল্প উন্নয়নের ফলে নারীদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হ্রাস পাচ্ছে। তাছাড়া গার্মেন্টস শিল্প সর্বি মোতাবেক নারীদের অংশগ্রহণ ও সুযোগ নিশ্চিত করছে। সংবিধানের ১৯ (৩) নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত- "জাতীয় জীবনের সর্ব **মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে।"**

১১. **বাংলাদেশের পোশাক শিল্প দ্রুত বিকাশের কারণ:** বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের বিকাশের কারণ নিম্নে উল্লেখিত হলো–

১১ (ক) শ্রমের সহজলভ্যতা: বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের দ্রুত বিকাশের অন্যতম প্রধান কারণ হলো শ্রমের পর্যাপ্ত যো বেকারত্বের তীব্রতা এবং অদক্ষ শ্রমিকের আধিক্যের কারণ বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে কাজ করার মতো প্রচুর শ্রমিক পাওয়া য কর্মহীন অসংখ্য নারী শ্রমিক এ শিল্পে শ্রম দেয়ায় উৎপাদন খরচ কম হচ্ছে। ফলে দ্রুত পোশাক শিল্পের বিকাশ ঘটছে।

১১ (খ) বিনিয়োগ ও উৎপাদনে স্বল্প ব্যবধান: পোশাক শিল্পে যা বিনিয়োগ করা হয় এবং যা উৎপাদন করা হয় এ দুইয়ের ম ব্যবধান অত্যন্ত কম। এ শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সহজে সংগ্রহ করা যায়। চার থেকে ছয়মাসের মধ্যে উৎপাদন শুরু করা যায়, ফ এ শিল্পে বিনিয়োগ প্রবণতা তুলনামূলকভাবে অধিক।

১১ (গ) সরকারের উদারনীতি ও ঋণপ্রাপ্যতা: সরকারের উদার শিল্পনীতি তৈরি পোশাক শিল্পের বিকাশের একটি প্রধান কার সরকার বস্ত্র খাতে বিভিন্ন ধরনের কর রেয়াত, নিম্ন সুদের হার নির্ধারণ কাঁচামাল আমদানি এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান কর এছাড়া পোশাক শিল্পের উন্নয়নে পর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়েছে।

১২. **বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের সমস্যাসমূহ:** Multi Fibre Arrangement উঠে যাওয়ার পর থেকে বাংলাদেশের পোশাক যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে কোটা সুবিধা ভোগ করতে পারছে না, যদিও স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে পণ্য রপ্তানিতে বিশেষ সুবিধা পাচ্ছে। শুধু সস্তা শ্রমিক ব্যবহার করে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সম্ভব নয়। এজন্য পোশাক শিল্পের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমস্যাগু সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। নিচে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের সমস্যাগুলো আলোচিত হলো:

১২ (ক) পশ্চাদ্‌সংযোগ শিল্পের অভাব: বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হচ্ছে কাপড়। কিন্তু বাংলাদেশের বস্ত্র (Textile Industry) এখনও পশ্চাৎপদ। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের fabric-এর চাহিদার মাত্র ৩০ শতাংশ দেশীয় উৎপাদ মাধ্যমে পূরণ করা হয়। বাকি fabric আমাদানি করা হয়। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখনও বেশ পিছিয়ে।

১২ (খ) বন্দর সমস্যা: বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমস্যা হচ্ছে বন্দর সমস্যা। ফলে বন্দরে কাঁচামাল পৌছা পরে কারখানা গেট পর্যন্ত নিয়ে আসতে প্রায় ৩-৭ দিন সময় লেগে যায়। এর ফলে তৈরি পোশাকের ফরমায়েশ পাওয়ার পর উৎপ প্রক্রিয়া শেষে উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি করতে গড়ে ৩০ দিনেরও বেশি সময় লেগে যায়।

১২ (গ) উচ্চ সুদের হার: এই উচ্চ সুদের হার বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত করে।

১২ (ঘ) শ্রমিক অসন্তোষ: বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্পের অন্যতম বড় সমস্যা হচ্ছে শ্রমিক অসন্তোষ। বাংলাদেশের পোশাক শি লক্ষ মেহনতি শ্রমিকের শ্রম ও ঘামের ফসল হলেও যথাসময়ে ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রাপ্তিতে সেই শ্রমিকরাই বঞ্চনার শিকার হয়।

১২ (ঙ) পোশাক শিল্পে সংঘটিত দুর্ঘটনা: পোশাক শিল্প বাংলাদেশে প্রধান রপ্তানিমুখী শিল্প। বিপুল আয় সত্ত্বেও এ খাতের শ্রমিক ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটেনি। ১৯৯০ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত অনেক ছোট বড় দুর্ঘটনায় প্রায় ৪,০০ জন শ্রমিক প্রাণ হারিয়ে নিম্নে কয়েকটি বড় দুর্ঘটনার উল্লেখ করা হলো:

দুর্ঘটনার সময়	শিল্পের নাম	মৃত শ্রমিক
আগস্ট, ২০০১	সেইকো সোয়েটার, মিরপুর, ঢাকা	২৪ জন
ফেব্রুয়ারি, ২০০৬	কে. টি. সে. গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী, চট্টগ্রাম	৫৪ জন
ফেব্রুয়ারি, ২০১০	গরী এবং গরীব সোয়েটার ফ্যাক্টরী লি. গাজিপুর	২১ জন
ডিসেম্বর, ২০১০	হামীম গ্রুপ ফ্যাক্টরী, আশুলিয়া	২৬ জন
নভেম্বর, ২০১২	তাজরীন ফ্যাশনস, আশুলিয়া, ঢাকা	১১১ জন
২৪ এপ্রিল, ২০১৩	রানা প্লাজা, সাভার, ঢাকা	১১২৭ জন

সূত্র: Bangladesh Institute of Labour Studi

পোশাক শিল্পে এ বিপুল সংখ্যক প্রাণহানি দেশে-বিদেশে এ শিল্পের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

১২ (চ) **আমদানিকারকদের বিভিন্ন শর্ত:** এদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের যেহেতু পশ্চাদসংযোগ শিল্পের অভাব রয়েছে সেহেতু আমদানিকারকগণ অনেক সময় নিজেরাই কাঁচামাল সরবরাহ করে অথবা এদেশের গার্মেন্টস কারখানাগুলোকে নির্দিষ্ট বিদেশি প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে কাঁচামাল আমদানি করার জন্য শর্ত দিয়ে দেয়। এর ফলে অনেক সময় উচ্চ দামে কাঁচামাল আমদানি করতে হয়। যা এদেশের পোশাক শিল্পের মূল্য সংযোজনের মাত্রা কমিয়ে দেয়।

১৩. **গার্মেন্টস শিল্পের সংস্কার উদ্যোগ-অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স:** ২০১৩ সালে রানা প্লাজা ধস ও গার্মেন্টস শিল্পে আরও কিছু দুর্ঘটনা ঘটায় বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়, বিদেশী ক্রেতা হারানোর আশঙ্কা দেখা দেয়। এই সমস্যা সমাধান ও গার্মেন্টস শিল্পের সংস্কারের লক্ষে ইউরোপীয় ক্রেতাদের জোট অ্যাকর্ড এবং আমেরিকার ক্রেতাদের জোট অ্যালায়েন্স গঠিত হয়। এই দুই জোট বাংলাদেশের পোশাক শিল্প কারখানার মান উন্নয়ন, শ্রমিকদের নিরাপত্তা, অধিকার, কর্ম পরিবেশ সংস্কারের লক্ষ্যে বেশকিছু সুপারিশ প্রদান করে। ২০১৬ সালের জুলাই মাসে এক রিপোর্টে অ্যাকর্ড দাবি করে যে ৬৩% পোশাক কারখানা তাদের সুপারিশ অনুযায়ী সংস্কার কাজ সম্পন্ন করেছে। এবং ২০১৮ সালের মধ্যে ৯০ ভাগ কারখানা তাদের সংস্কার কাজ সমাপ্ত করেছে। উক্ত জোটদ্বয়ের সংস্কার উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হচ্ছে এবং বিদেশি ক্রেতা ও ব্রান্ডের আস্থা ধরে রাখতে সামর্থ্য হচ্ছে।

Alliance	আমেরিকার ক্রেতাদের জোট
Accord	ইউরোপীয় ক্রেতাদের জোট

১৪. **পরিবেশবান্ধব শিল্প কারখানা:** গত চার বছরে বাংলাদেশে ২৬টি পরিবেশবান্ধব পোশাক কারখানা নির্মিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানের এসব পোশাক কারখানা অন্য কারখানার চেয়ে গ্যাস-বিদ্যুৎ-পানি সাশ্রয়ী, উৎপাদনশীলতা বেশি। এ ধরনের কারখানা করতে আরও অনেক উদ্যোক্তা কাজ করছেন। সব মিলিয়ে ১২২টি পরিবেশবান্ধব পোশাক কারখানা স্থাপনের কাজ চলছে। এসব কারখানার মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি বহির্বিশ্ব পোশাক শিল্পের ভাবমূর্তি গড়ে উঠবে।

> ৮০	Leed Platinum
৬০-৭৯	Leed Gold
৫০-৫৯	Leed Silver
৪০-৪৯	Leed Certificate

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল (ইউএসজিবিসি) ' Leed (Leadership in Energy and Environment Design)' নামে পরিবেশবান্ধব কারখানার সনদ দিয়ে থাকে। ইউএসজিবিসির তথ্য অনুযায়ী, লিড সনদের জন্য নয়টি শর্ত পরিচালনে মোট ১১০ পয়েন্ট আছে। এর মধ্যে ৮০ পয়েন্টের ওপরে হলে 'লিড প্লাটিনাম', ৬০-৭৯ পয়েন্টে 'লিড গোল্ড', ৫০-৫৯ পয়েন্টে 'লিড সিলভার' এবং ৪০-৪৯ পয়েন্ট হলে 'লিড সার্টিফিকেট' সনদ মেলে।

২০১২ সালে বাংলাদেশের প্রথম পরিবেশবান্ধব কারখানার ছাড়পত্র পায় পাবনার ভিনটেজ ডেনিম স্টুডিও। এখন পর্যন্ত ২৬টি পোশাক কারখানা লিড সনদ পেয়েছে। বিশ্বের প্রথম পরিবেশবান্ধব নিট পোশাক কারখানা প্লামি ফ্যাশনস লিমিটেড। ১১০ পয়েন্টের মধ্যে ৯২ নম্বর পেয়েছে প্লামি ফ্যাশনস।

১৫. **GSP (Generalized System of Preferences) ও বাংলাদেশ:** ৩৮ টি দেশে থেকে বাংলাদেশ বর্তমানে GSP সুবিধা পায়।

GSP সুবিধা পাচ্ছে–

ইউরোপে	১৯৭১ সাল থেকে - বর্তমান
আমেরিকাতে	১৯৭৬ - ২০১৩ পর্যন্ত
কানাডাতে	২০০৩ সাল থেকে - বর্তমান

বাংলাদেশ-USA দ্বিপাক্ষীয় বাণিজ্যের মাত্র ০.২৫% GSP সুবিধা আওতাভুক্ত ছিল। USA মোট ৫০০০ পণ্যের উপর GSP দিত। ২০১৩ সালের ২৭শে জুন বাংলাদেশের GSP সুবিধা বাতিল করে USA। পরে ৩১ জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে GSP Scheme এর মেয়াদ শেষ হলে সকল দেশেই এই সুবিধা বাতিল হয়। বাংলাদেশ GSP ফিরে পেতে যা যা করছে–

- ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা– ৭৯০টি কারখানা বন্ধ করা হয়েছে।
- Trade Union গঠন করা হয়েছে।
- শ্রম আইন সংশোধিত হয়েছে।
- পোশাক শ্রমিক বাবুল আক্তার ও কল্পনা আক্তারের বিরুদ্ধে করা ৯টি মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে।
- USTR থেকে হটলাইন চালুর শর্ত
- তৈরি পোশাক কারখানায় Database তৈরি।

১৬. **পোশাক শিল্পের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জসমূহ: প্রথমত,** বাংলাদেশ বহুল আলোচিত WTO (World Trade Organization)-এ স্বাক্ষরদানকারী দেশ। এ চুক্তির শর্তাবলির আলোকেই বাংলাদেশকে এর বাণিজ্য নীতি, শিল্পনীতি, রপ্তানি নীতি এবং শুল্কায়ন নীতিও নির্ধারণ করতে হচ্ছে। এ চুক্তিতে এমন কিছু শর্ত আছে যার কারণে ২০০৫ সালের পর বাংলাদেশকে তার তৈরি পোশাক রপ্তানি অব্যাহত রাখতে হলে ঐ সময়ের মধ্যে গার্মেন্টস শিল্পের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার কাঁচামাল দেশে উৎপাদন করতে হবে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

দ্বিতীয়ত, ২০০৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে MFN (Most Favoured Nation)-এর মেয়াদ অবসান হলে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর রপ্তানি সম্প্রসারণের জন্য বিশ্ববাজার উন্মুক্ত হয়ে যাবে। MFN পরবর্তী সময়ে বিশ্ববাজারে অংশীদারি বাড়ানোর লক্ষ্যে রপ্তানিকারক দেশগুলোর মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হবে।

তৃতীয়ত, শ্রমমান, পরিবেশগত বিধিমালা, মানসম্মত ও নিরাপদ কর্মসংস্থান ইত্যাদি শর্তের ছদ্মাবরণে উন্নত দেশগুলো এখন বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের ওপর নিত্যনতুন ও কঠিন সব প্রতিবন্ধকতার চাপিয়ে দিচ্ছে। এছাড়া রয়েছে প্রতিযোগিতার নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন সব শর্ত। আমদানিকারক দেশগুলোর পরিবেশবাদী সংস্থা, বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণমূলক কর্তৃপক্ষ ও বাণিজ্য অধিদপ্তর রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের ওপর এসব প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। পরিণতিতে বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলোর প্রতিযোগিতা সক্ষমতা নষ্ট এবং তৈরি পোশাক পণ্যের বাজার সুবিধা হারাতে হতে পারে।

১৭. পোশাক শিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায়: দেশের পোশাক শিল্পের উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করার পদক্ষেপ নিতে হবে। কেবল সেটি করতে পারলেই বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। নিচে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের সমস্যাসমূহ সমাধানে করণীয় দিকগুলো আলোচিত হলো:

- তৈরি পোশক শিল্পের প্রধান হলো পর্যাপ্ত পশ্চাদ্‌সংযোগ শিল্প। দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে তৈরি পোশাক শিল্পের পশ্চাদ্‌সংযোগ শিল্প স্থাপন করতে হবে। পশ্চাদ্‌সংযোগ শিল্পের বিকাশে কাঁচামালের যোগান দেওয়ার জন্য দেশে তুলার উৎপাদন বাড়াতে হবে।
- তৈরি পোশাকের আন্তর্জাতিক বাজার আকর্ষণের জন্য পণ্যের ধরনে বৈচিত্র্য আনতে হবে এবং পণ্যের গুণগত মান আরও উন্নত করতে হবে।
- বন্দর সমস্যার সমাধান করতে হবে।
- দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটাতে হবে।
- শ্রমনীতির সংস্কার সাধন করতে হবে।
- বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য এবং বর্তমানে বিদ্যমান পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে চলতি মূলধন-এর চাহিদা মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- পোশাক শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আর্থিক ব্যবস্থাপনায় (যেমন– এলসি খোলা, Duty draw back ইত্যাদি) দক্ষতা আনতে হবে এবং এক্ষেত্রে জটিলতার অবসান ঘটাতে হবে।
- পোশাক শিল্পে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে হবে।
- পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

উপরিউক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে পারলে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প বিশ্বায়নের ফলে সৃষ্ট পরিবর্তিত অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিশ্ব বাজারে 'মেড ইন বাংলাদেশ' টিকে থাকবে বহুদিন, বহুকাল।

১৮. উন্নত দেশসমূহের করণীয়:

মরক্কো চুক্তি (১৯৯৪)	ATC (Agreement on Textiles clothing)
• LDC, MFN সমূহের পণ্য রপ্তানির স্বার্থে শুল্ক ও অশুল্ক ছাড়ের পদক্ষেপগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন। • LDC থেকে রপ্তানির স্বার্থে GSP সহ বিভিন্ন অগ্রাধিকারমূলক পদক্ষেপের উন্নয়ন। • LDC সমূহে কারিগরি সহায়তা বাড়াতে প্রস্তুত।	• ১০ বছরের মধ্যে কোটা অপসারণ করা হবে, • বাংলাদেশের মতো অনেক দেশ এখন কোটামুক্ত পরিবেশের জন্য প্রস্তুত হতে পারেনি

১৯. পোশাক শিল্প সম্পর্কিত সংস্থা ও মন্ত্রণালয়:

বাংলাদেশ	EPB	BEPZA	BGMEA	BKMEA	BIMC
আন্তর্জাতিক	WTO	UNCTAD	ILO	World Bank	

সর্বোপরি বলা যায়, গার্মেন্টস শিল্পের প্রয়োজনীয় কাপড় দেশে উৎপাদন করা সম্ভব হলে এ অর্থ যেমন দেশেই থাকবে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে নিয়োজিত হতে পারবে তেমনি নতুন প্রতিষ্ঠিত বস্ত্র কলসমূহে বিপুলসংখ্যক বেকারের কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা হতে পারবে। এছাড়া দেশি এবং বিদেশি বিশেষজ্ঞরা যে থাকেন বাংলাদেশকে বর্তমানে দারিদ্র্য অবস্থা থেকে বের করে আনার একমাত্র উপায় হচ্ছে ব্যাপক শিল্পায়ন। তাই যে শিল্প ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত শিল্পের সহায়ক হবে সে শিল্প গড়ে তোলার দিকেই আমাদের মনোযোগ দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। তৈরি পোশাক শিল্প খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে এই খাতের অগ্রগতি সাধনে নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। ২০২৪ সালে বাংলাদেশ এলডিসিভুক্ত হলে কোটা সুবিধা হারালে সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত করতে হবে এই খাতের সাথে সংশ্লিষ্টদের। এই খাতে বিনিয়োগকৃত ঋণ যাতে খেলাপি ঋণে পরিণত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। দক্ষ শ্রমিক ও অনুকূল কর্মপরিবেশ সৃষ্টি হলে বহির্বিশ্বে এই খাতের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল হবে। প্রতিযোগী দেশগুলোকে পেছনে ফেলে সর্বাগ্রে থাকবে বাংলাদেশের নাম এই প্রত্যাশা।

"বিশ্ব বাজারে আমাদের পণ্যসামগ্রীর চাহিদা কীভাবে বাড়ানো যায়, সে ব্যাপারে আমাদের কাজ করতে হবে। স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।"

—মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

নারীর ক্ষমতায়ন

"There is no tool for development more effective than the empowerment of women."

— Kofi Annan (Ex secretary general of UN)

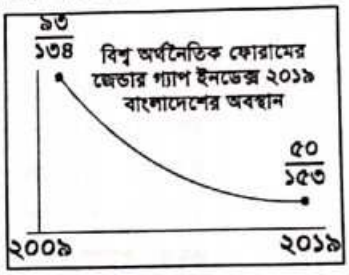
সকল আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠা করার পথে রয়েছে বাংলাদেশে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স অনুযায়ী নারী-পুরুষ সমতায় বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষে রয়েছে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বে নারীর ক্ষমতায়নের দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃষ্টিতে জাতির ভবিষ্যৎ উন্নয়ন অনেকাংশেই নির্ভর করছে নারীর ক্ষমতায়নের উপর। তাঁর সরকার নারীর ক্ষমতায়নের পথে যত বাধা আছে সেগুলো দূর করার চেষ্টা চালাচ্ছে। নারীর উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কিছু নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিকসহ সকল কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণকে পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রমবাজার, চাকরি এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমেই নারীর অগ্রগতি সম্ভব। গত এক দশকে শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার কমানো, দারিদ্র্য দূরীকরণ, নারী উদ্যোক্তা ও কর্মজীবির সংখ্যা বাড়ানো, নারীর সামাজিক নিরাপত্তা এবং নারী শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

১. **ক্ষমতায়নের ধারণা:** ক্ষমতায়নের ধারণাটি জনপ্রিয় হয়ে উঠে ১৯৭৫ সালে কেনিয়ার নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের নারী সম্মেলনের সময় থেকে। **পাওলো ফ্রেইরি** নামক এক নারী ব্রাজিলিও শিক্ষাবিদ সর্বপ্রথম নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ ব্যবহার করেন। ক্ষমতায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি তার নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। অর্থাৎ ব্যক্তি নিজেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রাখে।



প্রখ্যাত গবেষক সাটিঢেল (১৯৯০) ক্ষমতায়নের চারটি মাত্রার কথা উল্লেখ করেন। যথা–

২. **লিঙ্গ সমতা অর্জন:** বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশকে শীর্ষ অবস্থানে রেখেছে। 'জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স ২০১৯' তে বাংলাদেশ ৫০তম স্থানে উঠে আসে। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে তার প্রতিবেশী দেশ ভারত ও পাকিস্তানকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ফোরামটির 'জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স ২০১৯' চারটি প্রধান ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্যকে গুরুত্ব দিয়েছে। এই চারটি ক্ষেত্র হলো:

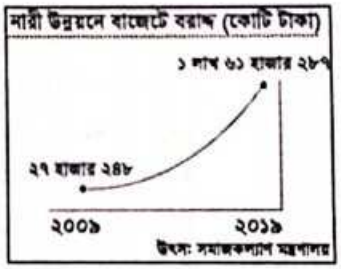


ক. শিক্ষা,
খ. অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ,
গ. স্বাস্থ্য ও
ঘ. রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন।

যদিও পৃথিবীর কোনো দেশেই লিঙ্গ বৈষম্য পুরোপুরি দূর করা সম্ভব হয়নি, তবুও এই বৈষম্য কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। এই ক্ষেত্রে **'প্লানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন'** পদক অর্জন করেছেন বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর আগে নারী-পুরুষ সমতা অর্জনের জন্য এমডিজি লক্ষ্যমাত্রাও বাংলাদেশ ভালোভাবে অর্জন করতে পেরেছে। এর ধারাবাহিকতায় ২০৩০ সালের আগেই নারী-পুরুষ সমতা অর্থাৎ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৪ অর্জন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।



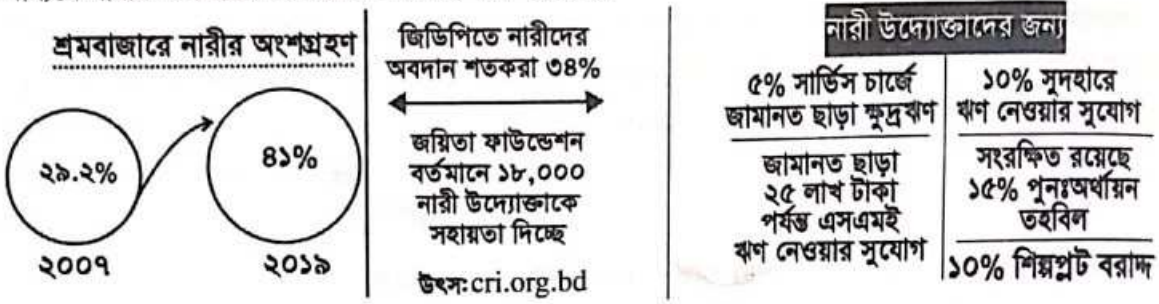
২.১ **জেন্ডার বাজেট:** জেন্ডার বাজেট হচ্ছে এক ধরনের বাজেট প্রক্রিয়া যার আর্থিক বরাদ্দ, করারোপ ও রাজস্বনীতির মাধ্যমে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিত করা যায়। আরও একটু সূক্ষ্মভাবে বলতে গেলে জেন্ডার বাজেটিং-এর মাধ্যমে বাজেটের সব খাতে নারী-পুরুষের সমতার বিষয়টি অন্তর্ভুক্তিকরণ, রাজস্ব আয়-ব্যয়ের পুনর্বিন্যাসে জেন্ডারসমতা রক্ষাকরণ, বাজেটের জেন্ডারভিত্তিক মূল্যায়ন-এ ব্যাপারগুলো প্রতিফলিত হয়ে থাকে। নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে ৪৩টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে যুক্ত করে চলতি অর্থবছরে ১ লাখ ৬১ হাজার ২৮৭ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, যাকে অভিহিত করা হয়েছে জেন্ডার বাজেট নামে।



Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

৩. **সমান সুযোগ সৃষ্টি:**

৩.১. **অর্থনৈতিক পদক্ষেপ:** অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণকে বর্তমান সরকার খুব গুরুত্বের সাথে দেখছে। নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নকে তরান্বিত করার লক্ষ্যে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে কোনও জামানত ছাড়াই সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা এসএমই ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আবার নারী উদ্যোক্তারা বাংলাদেশ ব্যাংক ও এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক থেকে ১০ শতাংশ সুদে ঋণও নিতে পারছেন। বর্তমানে ৩০ লাখেরও বেশি নারী শ্রমিক পোশাক শিল্পে কর্মরত আছেন। সরকারের সপ্তম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতের অঙ্গীকার করা হয়েছে।



৩.২. **শিক্ষায় অংশগ্রহণ:**

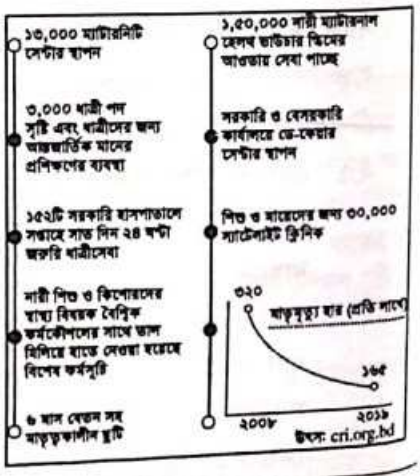
"Bangladesh has made significant strides towards educating girls and giving women a greater voice, both in the household and the public sphere. These efforts have translated into improvements in children's health and education."

—Kaushik Basu, World Bank Chief Economist

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গত এক দশকে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বর্তমান সরকার নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। ২০১৮-১৯ সালের অর্থবছরে জাতীয় বাজেটের ২৯.৬৫ শতাংশ নারী উন্নয়নে বরাদ্দ ছিল, ২০১৯-২০ সালে তা ৩১.৮৫ শতাংশে উন্নীত করা হয়। বর্তমানে প্রাথমিক পর্যায়ে নারী শিক্ষার্থীর হার ১০২.৭৯ শতাংশ। সরকার বিনামূল্যে ৬-১০ বছর বয়সী সব শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে মেয়েরা পড়াশোনা করতে পারছে। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয় এবং স্কুলে যেতে উৎসাহিত করতে মেয়েদের দেওয়া হয় বৃত্তি। সম্প্রতি সরকার ঘোষণা দিয়েছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বিনামূল্যে খাবার বিতরণ করা হবে এবং শিক্ষার্থীরা এককালীন ২০০ টাকা পাবে স্কুলের পোশাক তৈরি করার জন্য।

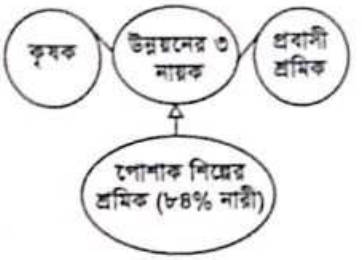
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়ে শিশু ভর্তির হার ১০২.৭৯%	৪০,০০,০০০ ছাত্রী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি পাচ্ছে
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়ে শিক্ষার্থী ৫১.০৮%	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মেয়ে শিক্ষার্থী ৫৮%
	উৎসঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

৩.৩. **উন্নত স্বাস্থ্য সেবা:** বাংলাদেশ গত এক দশকে স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপক অগ্রগতি লাভ করেছে। জনগণ বিশেষ করে তৃণমূল নারীদের উন্নত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও লোকবল গড়ে তুলেছে। গত দুই দশকে শিশু জন্মহার ও নবজাতকের মৃত্যুহার উভয়ই কমেছে। মাতৃত্বকালীন সেবা ও সন্তান জন্মদানের পর মায়ের যথাযথ পরিচর্যা নিশ্চিত হওয়ার ফলেই নবজাতকের মৃত্যুহার কমেছে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর প্রথম মেয়াদে ম্যাটারনিটি হেলথ ভাউচার স্কিম চালু করেছিলেন। এই স্কিমের মাধ্যমে একটি ভাউচার প্যাকেজ প্রদান করা হয়। এই প্যাকেজের মধ্যে থাকে গর্ভকালীন সময়ে তিনবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা, একজন দক্ষ ধাত্রীর উপস্থিতিতে নিরাপদ সন্তান প্রসব, সন্তান প্রসবের পর একবার পরীক্ষা এবং যাতায়াত খরচ। বর্তমানে দেড় লাখ নারী এই স্কিমের মাধ্যমে সহায়তা পাচ্ছে। কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রামীণ ও প্রান্তিক নারীদের প্রাথমিক চিকিৎসা স্বাস্থ্য সেবা দেওয়া হচ্ছে।



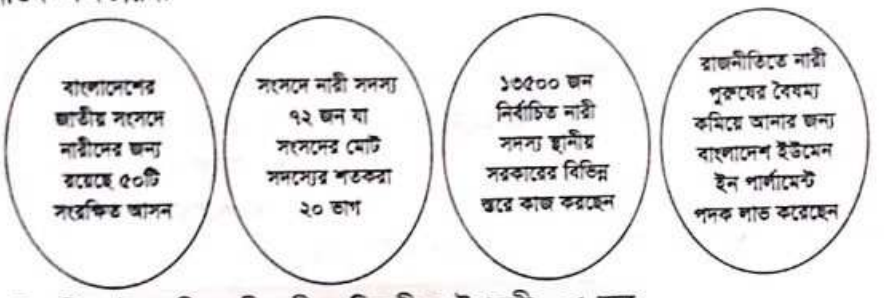
Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

৪. উন্নয়নের ৩ নায়ক:



৫. নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি:

৫.১. নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন:



নারী মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী: নারী মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী- ০৫ জন:

১। শেখ হাসিনা: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদমন্ত্রী।

২। ডা. দীপু মণি: মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী

৩। মন্নুজান সুফিয়ান: মাননীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী

৪। ফজিলাতুন্নেসা ইন্দিরা: মাননীয় নারী ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী

৫। হাবিবুন নাহার: মাননীয় পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপমন্ত্রী

নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন:

ক্যাটাগরি	নং
রাজনৈতিক দলের প্রধান	৩
নির্বাচিত সংসদ সদস্য	২২
মন্ত্রী	৫
সংসদের স্পীকার	১

উৎস: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

৫.২ **প্রশাসনে নারী:** নারীর ক্ষমতায়নে বেশ কিছু আইন-নীতি ও বিধিমালা তৈরি করেছে সরকার। বর্তমানে বিচারপতি, সচিব, ডেপুটি গভর্নর, রাষ্ট্রদূত, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মানবাধিকার কমিশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করছেন নারী। বর্তমানে প্রশাসনের উচ্চপদে ৫৩৫ জন নারী দায়িত্ব পালন করছেন। উপসচিব থেকে সচিব পর্যন্ত পদগুলোতে এ নারী কর্মকর্তারা দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমানে প্রশাসনে সিনিয়র সচিব, সচিব ও ভারপ্রাপ্ত সচিব রয়েছেন ৬ জন নারী। অতিরিক্ত সচিব রয়েছেন ৮১ জন, যুগ্ম-সচিবের মধ্যে নারী রয়েছেন ৮৭ জন। প্রশাসনে ১ হাজার ৮৪০ জন উপসচিবের মধ্যে নারী উপসচিব রয়েছেন ৩৬১ জন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সরকারি চাকরিতে মোট নারীর সংখ্যা ৩ লাখ ৬৮ হাজার ৮১৯ জন। মাঠ প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদ জেলা প্রশাসক (ডিসি) পদে ২০১৯ সাল পর্যন্ত নয় জেলায় নারী ডিসিরা দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও নারীর ক্ষমতায়ন বিশেষ ব্যবস্থা পূর্বে গৃহীত হয়েছে।

১৯৭২	চাকুরিতে মেয়েদের ১০% কোটা ব্যবস্থা সংরক্ষণ
১৯৭৩	মন্ত্রিসভায় দুজন নারীকে অন্তর্ভুক্তকরণ
১৯৭৪	একজন নারীকে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক পদে নিয়োগ
১৯৯৭	ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের ৩টি সংরক্ষিত আসনে
প্রাইমারী শিক্ষক নিয়োগ = ৬০%	

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

৫.৩. **খেলাধূলায় নারীর অংশগ্রহণ:** বিগত দশকে (২০১০-১৯) নারী ক্রীড়াবিদদের হাত ধরে কম সাফল্য পায়নি দেশ। তারা যে কেবল পাদ-প্রদীপের আলোয় আসতে শুরু করেছে তা-ই নয়, ক্রীড়াক্ষেত্রে দেশের অর্জনের সিংহভাগ কৃতিত্বে নিজেদের নাম লেখাতে শুরু করেছে। তারা দেশের বাইরে বাংলাদেশের পতাকাও বহন করছে। বিদেশের মাটিতে ফুটবল, সাঁতার, কাবাডি, শুটিং ও ভারোত্তোলনে স্বর্ণপদক জিতে বিদেশের মাটিতে জাতীয় সংগীত প্রচার করেছে এই নারী ক্রীড়াবিদরা। জোবরা রহমান লিনু ১৬ বার জাতীয় টেবিল টেনিসে চ্যাম্পিয়ন হয়ে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ডে নাম তুলে ইতিহাস তৈরি করেছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশকে ভালোভাবেই তুলে ধরেছেন সালমা-খাদিজারা। দৌড়ে দ্রুততম মানবী নাজমুন্নাহার বিউটি। দক্ষিণ এশিয়া ১২তম এসএ গেমসে সীমান্ত ও শীলা স্বর্ণ জিতে ইতিহাস রচনা করেছেন। খেলার ঝুলিতে এ রকম অসংখ্য সাফল্য রয়েছে এখন বাংলাদেশের নারীর। ফুটবলে নারীর সাফল্যের দিকে তাকালে দেখা যায়, ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে অনুর্ধ্ব-১৮ সাফ ফুটবলে পাকিস্তানকে ১৭-০ গোলে হারিয়ে বাংলাদেশের মেয়েরা চ্যাম্পিয়ন হয়। ২০১৭ সালের ২৪ ডিসেম্বর সাফ অনূর্ধ্ব-১৫ মহিলা ফুটবল চ্যাম্পিয়ানশিপের প্রথম আসরের চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ। ফাইনালে ১-০ গোলে ভারতকে হারায় বাংলাদেশ। ক্রিকেটেও নারীর ঈর্ষণীয় অর্জন অনেক। এশিয়ার পরাশক্তি ভারতকে ফাইনালে ৩ উইকেটে হারিয়ে প্রথমবারের মতো এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট জিতে ইতিহাস গড়ে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল। জাতীয় অ্যাথলেটিকসের ৪০তম আসরের দ্রুততম মানবী হয়েছেন বাংলাদেশ নৌবাহনীর শিরিন। ২০১৬ সালে দক্ষিণ এশীয় গেমসে ৬৩ কেজি শ্রেণিতে স্বর্ণপদক জয় করেন মারিয়া আক্তার সীমান্ত। এসব নারীর অর্জন আমাদের দেশেরই অর্জন।

৬. **মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব:**

#	কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
১	সামাজিক সুরক্ষা	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নিম্নোক্ত কার্যক্রমের আওতায় একটি কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। যেমন- জনপ্রতি মাসিক ৫০০ টাকা হারে ৪৪.০০ লক্ষ ব্যক্তিকে বয়স্কভাতা, ১৭.০০ লক্ষ জন বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাকে ভাতা এবং জনপ্রতি মাসিক ৭৫০ টাকা হারে ১৫.৪০ লক্ষ ব্যক্তিকে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, ৮৬ হাজার হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে ভাতা, প্রশিক্ষণ ও উপবৃত্তি প্রদানকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। বিধাব ও স্বামী নিগ্রহীতা মহিলা ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে শতভাগ এবং বয়স্কভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে এবং বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচিতে ন্যূনতম ৫০ শতাংশ নারীর অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক থাকায় ৪৭.২৩ লক্ষ নারীর সামাজিক নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত হবে। ফলে, নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি এবং ক্ষমতায়ন হবে। এছাড়া দারিদ্র্য ঝুঁকি হ্রাস পাবে।
২	সেবামূলক সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	দেশব্যাপী গ্রাম ও শহর এলাকার দরিদ্র কর্মক্ষম ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠিত করে। তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানপূর্বক দক্ষ জনশক্তি হিসেবে সমাজের মূল স্রোতধারা সম্পৃক্তকরণ ও দারিদ্র্য হ্রাসে এ কার্যক্রম বিশেষ অবদান রাখবে বিবেচনায় এটিকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণের ৩টি কার্যক্রমে ৫০ ভাগ এবং ১টি কার্যক্রমে ১০০ ভাগ নারীর অন্তর্ভুক্ত বাধ্যতামূলক থাকায় বার্ষিক গড়ে ১ লক্ষ ১৩ হাজার নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থান, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি, আয়বর্ধক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, নিজস্ব পুঁজি এবং সরকারি সম্পদ ও সেব লাভের সুযোগ সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে।

৭. **নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ পদক্ষেপ:**

৭.১. **সামাজিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ:** সমাজ রাষ্ট্রের সুষম উন্নয়নের স্বার্থেই নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন একান্ত অপরিহার্য। চরম উন্নয়নের স্বার্থেই নারীর ক্ষমতায়নের পথে সকল অন্তরায় দূরীভূত করা এখন সময়ের দাবি। নারী জাগরণের অগ্রদূত *'বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন'* লিখেছেন-

"তোমরা কন্যাগুলোকে শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দাও
নিজেরাই নিজেদের অন্নের সংস্থান করুক।"

বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা স্কিমের মাধ্যমে গৃহস্থালি সম্পদ আহরণ, নানা ধরণের প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্র উদ্যোগ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা দেওয়া হয়ে থাকে। ২০১৫-১৯ সালে সরকার ভালনারেবল গ্রুপ ডেপেলপমেন্ট (ভিজিডি) কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে এমন প্রায় ১২ লাখ নারীকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। নারীদের বিভিন্ন ধরনের ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে বেশ কিছু সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এই সব কর্মসূচির মাধ্যমে হতদরিদ্র নারী ভাতা, প্রসূতি মায়েদের ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের জন্য ভাতা, প্রতিবন্ধী নারী ভাতা ইত্যাদি প্রদান করা হচ্ছে। দুস্থ, অসহায় ও পিছিয়ে পড়া নারীদের জন্য বর্তমান সরকারের বহুমুখী প্রকল্প চালু আছে; এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ভিজিএফ, ভিজিডি, দুস্থ ভাতা, মাতৃত্বকালীন ও গর্ভবতী মায়েদের ভাতা, অক্ষম মা ও তালাকপ্রাপ্তদের জন্য ভাতা, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, আমার বাড়ি-আমার খামার ইত্যাদি।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

৭.২. **নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে পদক্ষেপ:** মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকার নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে এবং নারীর অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের আইন কাঠামো ও নীতিমালাকে শক্তিশালী করার পদক্ষেপ নিয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ৪৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। সরকার পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০-এর মাধ্যমে পারিবারিক সহিংসতাকে প্রথমবারের মতো অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধি জারি করা হয়েছে। সম্প্রতি মন্ত্রী সভায় 'চাইল্ড ম্যারেজ কন্ট্রোল এক্ট ২০১৩' কে সংশোধিত আকারে 'চাইল্ড ম্যারেজ প্রিভেনশন এক্ট ২০১৭' হিসেবে গৃহীত হয়। এতে ১৮ বছর বয়সের নিচের মেয়েদের বিয়ে নিষিদ্ধ করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।এছাড়াও সরকার মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২ পাশ করেছে। আন্তর্জাতিক মানদন্ডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এই আইনের মাধ্যমে মানবপাচার অপরাধের শিকার মানুষদের অধিকার সংরক্ষণ ও নিরাপদ অভিবাসনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুদের সাহায্যার্থে জাতীয় সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। নারীরা হেল্পলাইন ১০৯ নম্বরে কল করে প্রয়োজনীয় তথ্য ও সহায়তা গ্রহণ করতে পারছেন। এছাড়াও ইভটিজিং, বাল্যবিবাহ, যৌতুক সংক্রান্ত বিষয়ে ৩৩৩ নম্বরে ফোন করে সাহায্য নিতে পারছেন।

৭.৩. **জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১ প্রণয়ন:**

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১
সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার, স্বাস্থ্য, শিক্ষা,
তথ্যপ্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ ও ঋণসহ সর্বক্ষেত্রে
নারীর পূর্ণ অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে।

ইতোপূর্বে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নে কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হলেও তা ছিল বিচ্ছিন্ন ও সমন্বয়হীন। কিন্তু বেইজিং নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনায় নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে যে ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত হয়েছে তার একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক বাস্তব কৌশল প্রণয়নের লক্ষ্যে ও বেইজিং ঘোষণা বাস্তবায়নের অঙ্গীকারের। ফলে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে যার প্রধান লক্ষ্য হলো নির্যাতিত ও অবহেলিত এ দেশের বৃহত্তম নারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়ন করা। নারী উন্নয়ন নীতির প্রধান লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ–

- রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।
- নারীকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা ও নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।
- নারী সমাজকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।
- নারী পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন করা।
- মেধাবী ও প্রতিভাময়ী নারীর সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করা।

এছাড়া পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং দু'টি দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে নারী উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৮. **বাংলাদেশে নারীর অবস্থান:** বাংলাদেশ সংবিধান থেকে শুরু করে প্রচলিত আইন ব্যবস্থায়। পর্যায়ক্রমে এদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান তুলে ধরা হল–

৮.১. **সংবিধানে নারীর অবস্থান:**

১. সংবিধানের ২৭ ধারায় উল্লেখ রয়েছে- "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান ও আইনে সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী।"
২. ২৮(১) ধারায় আছে, "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে রাষ্ট্র কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না।"
৩. ২৮(২) ধারায় আছে, "রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষ সমান অধিকার লাভ করিবে।"
৪. ২৮(৪) ধারায় বলা হয়েছে, "নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যেকোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য কোন বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এ অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।"
৫. ২৯(১) ধারায়, "প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।"
৬. ৬৫(৩) ধারায় নারীর জন্য জাতীয় সংসদে আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে এবং এ ধারার অধীনে স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

৮.২. CEDAW তে স্বাক্ষর:

- বাংলাদেশ CEDAW তে স্বাক্ষর করে ১৯৮৪ সালে। ৪টি ধারা– ২, ১৩ (ক), ১৬ (ক), ১৬ (চ) সংরক্ষণসহ নারী জন্য International Bill of Rights বলে খ্যাত CEDAW চুক্তিতে বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষর করে।
- ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ CEDAW-এর ১৩ (ক), ১৬ (চ) থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করে নেয়।
- প্রতি ৪ বছর পর পর জাতিসংঘের নিকট প্রতিবেদন পেশ করে।

৮.৩. ক্রয় ক্ষমতা অনুসারে (PPP) নারীর গড় আয়:



উৎস: Human Development Report (UNDP).

৯. বিগত বছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যালির অগ্রগতি চিত্র:

#	নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলি	অগ্রগতি
১	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) এ বর্ণিত লক্ষ্য ৫.৪ অনুযায়ী সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালার মাধ্যমে অবৈতনিক গৃহস্থালী কাজের মর্যাদা উন্নীতকরণে এবং পারিবারিক কার্যক্রমে নারী-পুরুষের অংশীদারিত্বমূলক দায়িত্ব বণ্টনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রচারণা বৃদ্ধি ।	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্র (SDGs) এ বর্ণিত লক্ষ্য ৫.৪ অনুযা সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালার মাধ্যমে অবৈতনিক গৃহস্থালী কাজে মর্যাদা উন্নীতকরণ এবং পারিবারিক কার্যক্রমে নারী-পুরুষে অংশীদারিত্বমূলক দায়িত্ব বণ্টনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সমা কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জনসচেনতা বৃদ্ধি'র লক্ষ্যে কর্মশ আয়োজন ও টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন প্রচারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে
২	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মসূচিতে পর্যায়ক্রমে মহিলাদের হিস্যা ৫০ শতাংশে উন্নীত করা।	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মসূচিতে নারীর অন্তর্ভুক্তি বিদ্যমান য যাচাই করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহ ডাটাবেইজ প্রণয়ন চলমান রয়েছে। ৫২.০০ লক্ষ ভাতাভোগীর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় নারীর অন্তর্ভুক্তি বয়স্কভাতায় ৪৮.৬২%, বিধ ভাতায় ১০০%, প্রতিবন্ধী ভাতায় ৪২.৭৮%। সকল কর্মসূচিগুলোয় নারীর হিস্যা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করা হচ্ছে।
৩	শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী এবং কন্যা শিশুর প্রয়োজন বিবেচনা করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার উদ্যোগ চলমান রাখা।	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নতুন সকল অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষে প্রতিবন্ধী এবং কন্যা শিশুর প্রয়োজন বিবেচনা করা হচ্ছে। দৃ প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ (বালিকা ৬টি ও বালক ৫ নির্মাণ ও ২০টি হোস্টেল সম্প্রসারণ) প্রকল্প চলমান রয়েছে।
৪	প্রতিবন্ধী নারীদের কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী নারীর অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি করা।	সমাজসেবা অধিদফতরের আওতায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মাধ্যমে নারী ও প্রতিবন্ধী নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষে অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে। প্রতিবন্ধী নারীদের প্রশিক্ষ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধিও জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১০. নারীর ক্ষমতায়নে অন্তরায়সমূহ:

- দারিদ্র্য:

"নারীর অন্যতম শত্রু দারিদ্র্য।"

— Ester Boserup তার বিখ্যাত গ্রন্থ "Women's Role in Economic Development এ ব্যক্ত করেছেন

- নারীর অবদানের যথাযথ মূল্যায়নের অভাব
- কুসংস্কার
- নিরপত্তাহীনতা
- সামাজিক অবক্ষয়
- দৃষ্টিভঙ্গি
- অসচেতনতা
- পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা
- অংশগ্রহণে অনীহা
- বাল্য বিবাহ
- মানবপাচার

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

১১. ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশমালা:

- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) এ বর্ণিত লক্ষ্য ৫.৪ অনুযায়ী সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালার মাধ্যমে অবৈতনিক গৃহস্থালী কাজের মর্যাদা উন্নীতকরণ এবং পারিবারিক কার্যক্রমে নারী-পুরুষের অংশীদারিত্বমূলক দায়িত্ব বণ্টনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রচারণা বৃদ্ধি।
- প্রতিবন্ধী নারীদের বিশেষায়িত প্রজনন স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণ।
- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নারী ও প্রতিবন্ধী নারী উন্নয়নের গৃহীত চলমান কার্যক্রম ও প্রকল্পসমূহের মূল্যায়ন ও প্রভাব বিষয়ক গবেষণা সম্পাদন এবং গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে কার্যক্রমসমূহের মান উন্নয়ন এবং প্রাপ্ত ফলাফল জনগণের প্রকাশ।
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নারীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষায়িত কর্মসূচি বা প্রকল্প গ্রহণ।
- শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী এবং কন্যা শিশুর প্রয়োজন বিবেচনা করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার উদ্যোগ চলমান রাখা।
- নারী উন্নয়নে গৃহীত চলমান কার্যক্রম বা প্রকল্পসমূহের ফলাফল বা প্রভাব মূল্যায়ন বা পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত ও মানসম্মত পরিমাপক (Indicator) প্রস্তুতকরণ।

১২. আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও স্বীকৃতি :

"গড় আয়ু, শিশু মৃত্যুহার নিয়ন্ত্রণ, জন্মনিয়ন্ত্রণ, স্যানিটেশনের সুবিধা, নারী শিক্ষায় বাংলাদেশ ভারতের চেয়ে যে এগিয়ে আছে তার পিছনেও রয়েছে নারীর অগ্রগণ্য ভূমিকা।"

— নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন

- নারী শিক্ষা প্রসারের অবদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের নারী ও শিশু বিষয়ক সংস্থা **'ইউনিসেফের পিস ট্রি'** পুরস্কার পান।
- নারী শিক্ষা ও উদ্যোক্তা তৈরিতে অবদানের জন্য **'গ্লোবাল উইমেন্স লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড'** পান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
- উইমেন ইন পার্লামেন্ট (ডব্লিউআইপি) ও ইউনেস্কো বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীকে **'ডব্লিউআইপি গ্লোবাল ফোরাম অ্যাওয়ার্ড'** প্রদান করেছে। ২০১৯ সালের মার্চ মাসে দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় রাজনৈতিক অঙ্গনে লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাসে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য তাঁকে এ পদক দেওয়া হয়।
- ২০১৯ সালের আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে **'ইনস্টিটিউট অব সাউথ এশিয়ান উইমেন'** প্রধানমন্ত্রীকে **'লাইফটাইম কন্ট্রিবিউশন ফর উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট অ্যাওয়ার্ড'** প্রদান করেছে।

বিগত এক দশকে বাংলাদেশে নারীশিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। নারীর অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন হয়েছে। সরকার তার নীতি, নাগরিক সমাজ ও মানবাধিকার কর্মীদের সহযোগিতায় নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠা ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের নারীরা এখন তাদের অধিকার দাবি করতে পারছে, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হওয়ার দৌড়ে অংশগ্রহণ করছে এবং তথ্যপ্রযুক্তি খাতে অবদান রাখছে। তারা এখন খেলার মাঠে ঝড় তুলতে পারে, সমাজের নেতৃত্ব দিতে পারে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির প্রয়োগের ফলে সমাজের সকল ক্ষেত্রে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিত হচ্ছে। মূলধারার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যে সরকার শ্রমবাজারে নারীকে আরও অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা ভাবছে। এর ফলে নারীর কাজের ক্ষেত্র আরো প্রসারিত হবে এবং ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ বিনির্মাণে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশকে ২০৩০ সালের আগে নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ সে লক্ষ্য অর্জনের পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

"বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"

—বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম

Reference:

1. cri.org.bd
2. অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৯
3. বাজেট বক্তৃতা- ২০১৯
4. mowca.gov.bd
5. UNWomen
6. mole.gov.bd
7. BBC বাংলা

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

ডিজিটাল বাংলাদেশ

"দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বাংলাদেশ খুব দ্রুত এই গুরুত্ব অনুধাবন করেছে।"

— জিম ইয়ং কিম, সাবেক প্রেসিডেন্ট, বিশ্ব ব্যাংক

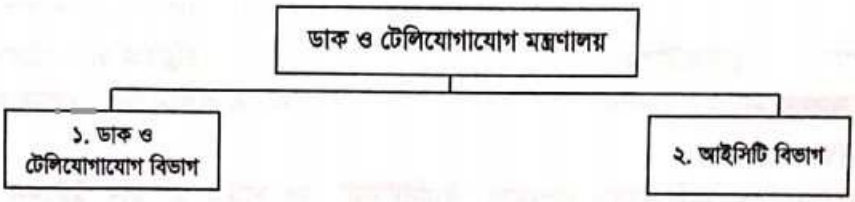
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে ২০০৭ সালেও বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ ছিল সম্ভাবনাহীন একটি দেশ। খুব দ্রুতই দৃশ্যপট পরিবর্তন হয় যখন ২০০৮ সালে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ এর সহায়তায় আওয়ামী লীগের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' পরিকল্পনা উন্মোচন করেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলো ২০২১ সালের মধ্যে প্রযুক্তিগতভাবে অগ্রসর বাংলাদেশ।



৪টি মূল লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ভিশনের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে কোন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে এই রকম উচ্চাভিলাষী একটি পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করা হয়। ২০০৮ সালের নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে সরকার গঠনের পরপরই এই ভিশন বাস্তবায়ন শুরু হয়।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির সহযোগিতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতায় একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দিতে এবং তৃণমূল পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভিনব উদ্ভাবনকে পৃষ্ঠপোষকতা করতে এটুআই প্রকল্প শুরু হয়।



ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়কে আইসিটি বিভাগ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে বিভক্ত করা হয় যাতে মন্ত্রণালয়ের কাজকে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ এর নেতৃত্বে উপর্যুক্ত ৪টি লক্ষ্যের ওপর কাজ করে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মাননা ও স্বীকৃতি লাভ করে যার মধ্যে-

- ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (ITU),
- ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সার্ভিস অ্যালায়েন্স (WITSA) এবং
- ওয়ার্ল্ড সোসাইটি অন দ্যা ইনফরমেশন সোসাইটি (WSIS) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

"স্মার্ট ফোন ব্যবহার, মোবাইল ইন্টারনেট, দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা, এই ৩ ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতির মানদণ্ডে বাংলাদেশ বিশ্বের সেরা ৫০টি দেশের অন্যতম।"

— হুয়াওয়ে গ্লোবাল কানেক্টিভিটি ইনডেক্স ২০১৬

১. **এক নজরে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ:** একবিংশ শতাব্দীর তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর বৈশ্বিক উন্নয়নের ধারায় বাংলাদেশকে যুক্ত করতে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঘোষিত রূপকল্প: ২০২১ বাস্তবায়নে বিগত এক দশকে দারিদ্র্য বিমোচনসহ কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ, মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এক অনুকরণীয় সাফল্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এ সাফল্যের ধারাবাহিকতায় জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ইন্টারনেট নিশ্চিত সারাদেশে; ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত ১৮ হাজার ৯৭৫ কি.মি অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন, ২ হাজার ৪টি ইউনিয়নে WiFi Router স্থাপন এবং ১ হাজার ৪৮৩টি ইউনিয়ন নেটওয়ার্ক মনিটরিং সিস্টেমে সংযুক্ত করা হয়েছে। ডিজিটাল অসমতা হ্রাসে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা পৌছে দেয়ার লক্ষে ইউনিয়ন, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন এবং শিল্পাঞ্চলে ৫ হাজার ৮৭৫টি ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে এবং ১৫০ টি বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সেবা এসব সেন্টারের মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে সারাদেশে ৪ হাজার ১৮৪ টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপনসহ বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আইটি ও আইটিএস বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ই -গভর্নমেন্ট বাস্তবায়নে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ দপ্তর/সংস্থার মধ্যে তথ্য-উপাত্ত ইলেকট্রনিক উপায়ে আদান প্রদানের নিমিত্ত বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি এবং রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। আইসিটি শিল্পের বিকাশে দেশের বিভিন্ন স্থানে ২৮টি হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক/আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ যার মধ্যে ৩টি পার্কের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বাকিগুলোর নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও সারাবিশ্বে সাইবার ঝুঁকি ক্রমবৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ডিজিটাল নিরাপত্তার নিশ্চিত ও সুরক্ষিত করার লক্ষে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮ প্রণয়ন এবং উক্ত আইনের নির্দেশনানুযায়ী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় নতুন সংস্থা হিসেবে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি গঠন করা হয়েছে। সর্বোপরি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে যেখানে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারি, বেসরকারি এবং অ্যাকাডেমিয়া- এ তিন ক্ষেত্রের মিথস্ক্রিয়ায় বিশদ সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা বিধৃত করা হয়েছে।

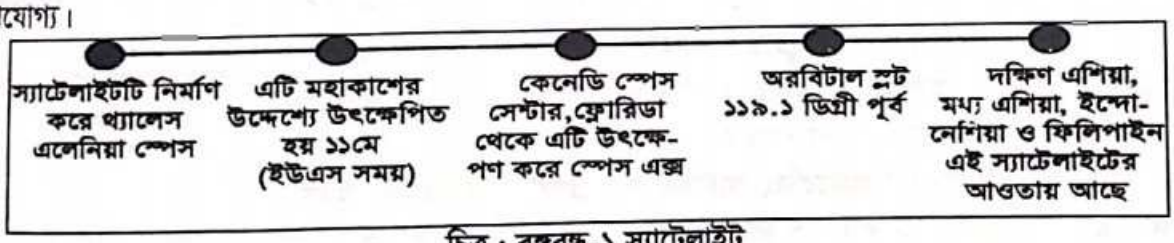
২. **তথ্য প্রযুক্তির অবকাঠামো উন্নয়ন: আইটি শিল্পের উন্নয়ন:** বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ দেশের বিভিন্ন স্থানে ২৮টি হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন করছে। এছাড়াও দেশের ১২টি জেলায় হাই-টেক/আইটি পার্ক স্থাপন এবং ৮টি স্থানে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া, বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈর; বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট; বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, রাজশাহী; বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টার, কুয়েট; আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার, কুয়েট' নির্মাণ এবং চট্টগ্রামে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

৩. **আইসিটি খাতে আয়:** বর্তমানে দেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) খাতের আয় ১ বিলিয়ন ডলার। ২০২১ সাল নাগাদ এ আয় ৫ বিলিয়ন ডলারে উত্তীর্ণ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ১১ বছর পেরিয়ে দুর্দান্তভাবে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকেও ডিজিটাল উন্নয়ন স্পর্শ করেছে। ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহারে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ঘোষণা দেন বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ওই দিনটিকেই বর্তমান সরকার 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস' হিসেবে উদযাপন করছে।



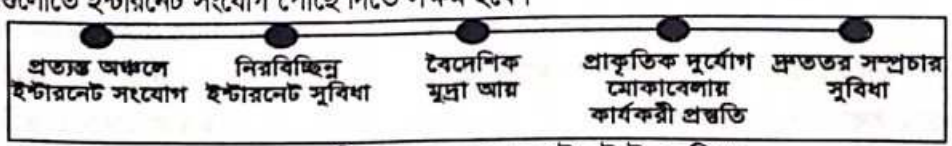
বিশ্বের ৬৭টি দেশে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের বিভিন্ন পণ্য ও সেবা রপ্তানি হচ্ছে। ১ বিলিয়ন ডলার এ খাত থেকে রপ্তানি আয় আসছে। তবে ২০২১ সালের মধ্যে এ খাত থেকে ৫ বিলিয়ন ডলার আয় করতে চায় বর্তমান সরকার।

৪. **মহাকাশ যুগের শুরু:** ১১ই মে, ২০১৮ (যুক্তরাষ্ট্রের সময় অনুযায়ী) মহাকাশে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মাধ্যমে বাংলাদেশ মহাকাশ জয় করেছে। এরই মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের ৫৭ তম দেশ হিসেবে এই মাইলফলক অর্জন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় এর সরাসরি তত্ত্বাবধানেই এসেছে এই অর্জন। ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ প্রক্রিয়া শুর করার উদ্যোগ নেয়া হয়। বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি) এর জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে যার মধ্যে-অরবিটাল স্লট নিবন্ধন, ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশেন ইউনিয়ন (আইটিইউ) এর সাথে সমন্বয় সাধন উল্লেখযোগ্য।



চিত্র : বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট

বাংলাদেশে নিরবিচ্ছিন্ন টেলিযোগাযোগ কভারেজ নিশ্চিত করতে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটটি ২৬ কেইউ-ব্যান্ড এবং ১৪ সি-ব্যান্ড ট্রান্সপন্ডার সমৃদ্ধ একটি পেলোড এর মাধ্যমে ১১৯.১ ডিগ্রী পূর্ব থেকে পরিচালনা করা হবে। একটি ট্রান্সপন্ডার ৩৬ মেগাহার্টজ সমতুল্য। কেইউ-ব্যান্ড সমগ্র বাংলাদেশ এবং বঙ্গোপসাগর ও এর উপকূলবর্তী অঞ্চল, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভূটান, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইন কভার করবে এবং সি-ব্যান্ড কভার করবে বাংলাদেশ, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, মায়ানমার, ভূটান, নেপাল, শ্রীলংকা, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, তাজিকিস্তান, কিরগিজস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান এবং কাজাখস্তানের অংশ বিশেষ। বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট বাংলাদেশে সবচেয়ে উন্নত, অত্যাধুনিক ডিজিটাল স্থাপনা। মহাকাশে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ কিছু গুরুত্বপূর্ণ খাতে বাংলাদেশের জন্য সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছে যার মধ্যে ইন্টারনেট সেবার পরিধি সম্প্রসারণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগের নিখুঁত পূর্বাভাস, সম্প্রচার সংযোগ এর পরিধি বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মুদ্রা আয় অন্যতম। বাংলাদেশে ৭০০ এর অধিক ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে যা এখনও ইন্টারনেট সেবার আওতায় আসে নি। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সরকার এই অঞ্চলগুলোতে ইন্টারনেট সংযোগ পৌঁছে দিতে সক্ষম হবে।



চিত্র : বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটের সুবিধা

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

৫. **ইন্টারনেট সংযোগ:**

"২০২০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের ১০ম বৃহত্তম ইন্টারনেট ব্যবহারকারী দেশ হবে।"

- গ্রুপস্পেশাল মোবাইল অ্যাসোসিয়েশন (জিএসএম

বাংলাদেশে গত এক দশকে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ব্যাপক হারে বেড়েছে। ২০০৬ সালে বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল মাত্র ১৫ লক্ষ। বর্তমানে বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ১০ কোটি ৬৪ লক্ষ ১০ হাজার। বাংলাদেশে ইন্টারনেট বিভিন্ন মাধ্যমে ব্যবহৃত হয় যার মধ্যে মোবাইল ফোন, ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড, ফিক্সড ব্রডব্যান্ড। এই তিন মাধ্যমের মধ্যে মোবাইল ইন্টারনেট সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় এবং বহুল ব্যবহৃত।



৬. **মোবাইল প্রযুক্তি:**

৬.১. **মোবাইল নেটওয়ার্ক পরিধি ও ব্যবহার:** বাংলাদেশের শতকরা ৯৯ ভাগ মানুষ এবং ৯৫ ভাগ অঞ্চল মোবাইল টেলিযোগাযো নেটওয়ার্ক ও সেবার আওতায় এসেছে। প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের ৩ পার্বত্য জেলা (খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় আসে। গত এক দশকে বাংলাদেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ব্যাপক হা বেড়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৬ কোটি ১২ লক্ষ ৯৫ হাজার যা ২০০৬ সালে ছি মাত্র ২ কোটি।

৯৯% মানুষ মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায়	১৩ কোটি সিম নিবন্ধিত	৯৩% এলাকা মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায়	৪জি প্রযুক্তির সূচনা

৬.২. **ফোরজি/এলটিই প্রযুক্তি (LTE):** সাধারণ মানুষের জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার ফোরজি (ফো জেনারেশন) প্রযুক্তির সূচনা করেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাংলাদে টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লি. (BTCL) প্রতিটি শহর, জেলা শহর, উপজেলা পর্যায়ে দ্রুতগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযো দিচ্ছে। এছাড়া এলটিই প্রযুক্তির মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে দ্রুতগতির ওয়্যারলেস ইন্টারনেট সুবিধা পৌঁছে গেছে।

৭. **আউটসোর্সিং ও বাংলাদেশ:** তরুণ জনশক্তিকে প্রয়োজনীয় দক্ষতার প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ নেয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ আউটসোর্সি এর জন্য আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে একটি জনপ্রিয় প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং এ বাংলাদেশ অবস্থান করছে সেরা ১০টি দেশের মধ্যে। আইসিটি খাতকে সরকার গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে ঘোষণা করেছে। 'আইসিটি খাতে নারীর টেকসই উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে আগামী ৩ বছরে সারাদেশে ব্যাপী ১,৬৬,০০০ নারীকে আইটি/আইটিইএস প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য সরকার ৭ টি ডিজিটাল প্রশিক্ষণ বাস সেবা শুরু করেছে। বাংলাদেশ সরকারের **'লেভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ', 'এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড গভর্ন্যান্স'** প্রকল্পের আওতায়, অনলাইন আউটসোর্সিং বিষয়ে ৬ মাস ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের উদ্যোগ নেয়া হয়ে। এই প্রকল্পের আওতায় ১০,০০০ তরুণকে প্রশিক্ষিত করা হবে। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞের সহায়তায় প্রশিক্ষণ কোর্সের পাঠ্যসূচী প্রণয়নের উদ্যো নেয়া হয়েছে। **'লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং'** প্রকল্পের অধীনে ৫,১২০ তরুণকে পেশাদার আউটসোর্সিং এর ওপর প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজ চলম রয়েছে। এই প্রকল্প শুরু হওয়ার আগে ইতোমধ্যেই ২০,০০০ নারী এবং ১,৯২০ গণমাধ্যম কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তম প্রবৃদ্ধির গতি অব্যাহত থাকলে আইসিটি খাতে ২০২০ সালের মধ্যে ৮৪০ কোটি টাকা এর অধিক আয় করবে। পাশাপাশি ২০২১ সাল থেকে প্রতি বছর নিয়মিতভাবে আইসিটি খাতের মাধ্যমে ২,০০,০০০ কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৫০০ বিপিও সেন্টারের পরিকল্পনা	২০২১ সাল থেকে বার্ষি ২ লক্ষ চাকুরির সুযো
টেক ইন এশিয়াঃ ৭ম জনপ্রিয় আউটসোর্সিং লক্ষ্য	ওডেস্ক এ ৩য় স্থান
এটি কানি'র জিএসএলআই সূচকে ২২তম	

৮. **তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো:**

" আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে।"

—হুওলিন ঝাও, মহাসচিব, ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন, আইটিইউ

জাতীয় উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সম্ভাব্য ক্ষেত্র অন্বেষণ করতে অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে। বাংলাদেশে বিশ্বমানের তথ্য ও প্রযুক্তি অবকাঠামো, সুবিধা ও সেবা নিশ্চিত করতে সরকার ক্রমান্বয়ে প্রতিটি জেলায় হাই-টেক পার্ক, আইটি পার্ক এবং সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক নির্মাণের পরিকল্পনা করছে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

৮.১. **হাই-টেক পার্ক:** বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইটি ইন্ডাস্ট্রি ও একাডেমিয়ার মধ্যে সেতু-বন্ধন তৈরির জন্য এবং এ খাতের গবেষণার সুযোগ তৈরির জন্য দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ২৩টি বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন করেছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আরো ১৫টি ল্যাব স্থাপনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈরে বাংলাদেশের প্রথম হাই-টেক পার্ক নির্মিত হয়েছে।

- সরকারি পর্যায়ে আইটি এবং উদ্ভাবনী সেক্টরে প্রশিক্ষন প্রাপ্তদের সংখ্যা ২৪ হাজার জন।
- আইটি সেক্টরে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মধ্যে প্রাপ্ত কর্মসংস্থানের সংখ্যা ২৬ হাজার জন।
- প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মধ্যে উদ্যোক্তার সংখ্যা ১০ হাজার জন।
- শিক্ষকদের জন্য ICT in Education Literacy, Troubleshooting and Maintenance বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে ৩৬ হাজার ২০ জনকে।

৮.২. **সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক:** ঢাকায় ১২ তলাবিশিষ্ট একটি সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক ইতোমধ্যেই কার্যক্রম শুরু করেছে। ৩০৪.৫ কোটি টাকা ব্যয়ে যশোরের বেজপাড়ায় ২,৩২,০০০ বর্গফুট বিশিষ্ট আরও একটি সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক এর নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। এই সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কগুলো সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, ফ্রিল্যান্সিং, কল সেন্টার এবং গবেষণা ও উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করবে।

৮.৩. **আইটি প্রশিক্ষণ ও ইনকিউবেশন সেন্টার:** ২০১৬ এর জুলাই তে ঢাকায় বাংলাদেশের প্রথম আইটি ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন করা হয়। এই ইনকিউবেশন সেন্টার আইটি ভিত্তিক উদ্যোক্তাদের পরামর্শ প্রদানসহ বিভিন্ন ধরণের সহায়তা দেবে যা থেকে ১ লক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি হবে।

৮.৪. **ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার:** প্রতিটি ইউনিয়নের ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন। ২০০ ধরনের সেবা-

- ✓ সকল ধরনের সরকারি ফর্ম
- ✓ জমির পর্চা
- ✓ পাবলিক পরীক্ষার ফল
- ✓ পাসপোর্ট ভিসা সম্পর্কিত তথ্য
- ✓ কৃষি তথ্য
- ✓ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আইনগত তথ্য ও চাকুরির তথ্য
- ✓ নাগরিকত্ব সনদ
- ✓ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির প্রক্রিয়া
- ✓ ক্রয়-বিক্রয়সহ বিভিন্ন বিল প্রদানের তথ্য

সূত্র : প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

৯. **তথ্য-প্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে বাজেট বরাদ্দ:** তথ্য-প্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় এগিয়ে যাচ্ছে বিশ্ব এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। দেশে প্রথমবারের মতো আংশিক হলেও ডিজিটাল পদ্ধতিতে ২০২০-২১ সালের বাজেট প্রস্তাব পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী। দেশের তথ্য-প্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট ১ হাজার ৪১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করেছেন যা বিদায়ী অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের চেয়ে ১৮.৭ শতাংশ বেশি। বিদায়ী অর্থবছরের মূল বাজেটে তথ্য-প্রযুক্তি বিভাগকে এককভাবে বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল এক হাজার ৯৩০ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ১ হাজার ১৯২ কোটি টাকা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে মঞ্জুরি ও বরাদ্দ দাবিসমূহে বলা হয়েছে, প্রস্তাবিত বরাদ্দের মধ্যে পরিচালন খাতে ৩৬৬ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন খাতে ১ হাজার ৪৮ কোটি ৬৩ লাখ টাকা ব্যয় করা হবে।

১০. **প্রাথমিক শিক্ষায় প্রযুক্তি:** ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাবে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রযুক্তির ওপর গুরুত্বারোপ করেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। দেশের সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুটি করে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরসহ ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হবে বলে বাজেট বক্তৃতায় বলেন অর্থমন্ত্রী। এ ছাড়া বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী বলেন, সেন্টার ফর এক্সিলেন্স গড়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, যেখানে রোবোটিক, ব্লক চেইন, ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি), বিগ ডেটা অ্যানালিটিকস, মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং, থ্রি-ডি পেইন্টিংসহ চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের জন্য লাগসই প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য আইসিটি ইন এডুকেশন লিটারেসি, ট্রাবল শুটিং অ্যান্ড মেইনটেনেন্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে; যেখানে এ অর্থবছরে ৩৬ হাজার ২০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

১১. **সুশাসনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি:** ডিজিটাল বাংলাদেশ এর সুফল দেশের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে দিতে বাংলাদেশ সরকার সরকারি প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড সম্পাদনে এবং জনগণের কাছে সরকারি সেবা পৌঁছে দিতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এখন পর্যন্ত সরকারি ২৪,৯০৭ টি ট্যাবলেট কম্পিউটার প্রদান করা হয়েছে। সারাদেশে ৮০০ এর অধিক ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। সরকারি কার্যালয়ে ইন্টিগ্রেটেড ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (আইএফএমএস) স্থাপন করা হয়েছে, বাংলাদেশের বিচার বিভাগ আধুনিকায়নের প্রাথমিক পর্যায় সম্পন্ন হয়েছে এবং পরবর্তী পর্যায়ের কাজ এগিয়ে চলেছে। ক্রমান্বয়ে সকল সরকারি সেবা অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে এবং ইতোমধ্যেই অধিকাংশ সরকারি সেবা অনলাইনের মাধ্যমে দেয়া হচ্ছে যার মধ্যে-

- ✓ টেন্ডার,
- ✓ প্রকিউরমেন্ট,
- ✓ আয়কর রিটার্ন দেয়া,
- ✓ বিল প্রদান,
- ✓ পরীক্ষার ফলাফল,
- ✓ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি আবেদন,
- ✓ চাকরির আবেদন ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জনপ্রশাসনের কর্মকাণ্ডকে আরও বেশি স্বচ্ছ করার লক্ষ্যে ই-গভর্ন্যান্স এবং ই-প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতির প্রচলন করা হয়েছে। সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ই-সার্ভিস সেন্টর স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে প্রতিটি জেলা ও উপজেলার নিজস্ব ওয়েবসাইট রয়েছে। বর্তমানে সরকার জাতীয় পরিচয় পত্র এর পরিবর্তে স্মার্ট কার্ড প্রদান শুরু করেছে যার মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি সেবা পাওয়া যাবে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

১২. সামগ্রিক উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

"তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশ যেভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করছে তা দেখে আমি অভিভূত।"

— মাইক হন্ডা, ক্যালিফোর্নিয়ার ১৭তম কংগ্রেসনাল মার্কিন প্রতিনিধি, সিলিকন ভ্যালি

৫,২৭৫ ডিজিটাল সেন্টার	২০০ এর বেশি সেবা
এলাকার উদ্যোক্তাদের আয় মাসে ৫ কোটি টাকার বেশি	৪০ লক্ষ মাসিক ব্যবহার

স্থানীয় সরকার ও তৃণমূল পর্যায়ে আধুনিকায়নের সুফল পৌঁছে দিতে বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম প্রধান উদ্যোগটি হচ্ছে ডিজিটাল সেন্টার। ৭ বছরে ইউনিয়ন পর্যায়ে ৫,২৭৫ ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এই ডিজিটাল সেন্টার গ্রামীণ জনপদে ২০০ ধরণের ডিজিটাল সেবা দিয়ে যাচ্ছে। প্রতিমাসে প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষ ডিজিটাল সেন্টার থেকে সেবা নিয়ে থাকে। এই ডিজিটাল সেন্টারগুলো স্থানীয় উদ্যোক্তাদের জন্যও সুযোগ সৃষ্টি করছে। ১০,০০০ এর অধিক উদ্যোক্তা ডিজিটাল সেন্টারগুলোর সাথে সম্পৃক্ত।

১২.১. পোস্ট ই-সেন্টার: ডাক সেবাকে আধুনিকায়নের পাশাপাশি সরকার ৮,৫০০ পোস্ট অফিসকে ই-সেন্টারে রূপান্তরিত কর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার যেখান থেকে গ্রামীণ জনপদের মানুষকে আইটি সেবা দেবে ই-সেন্টারগুলো। বর্তমানে এই পো ই-সেন্টারগুলো বিভিন্ন ই-সেবা প্রদান করেছে যার মধ্যে ইন্টারনেট সেবা, বিদেশ থেকে পাঠানো অর্থ উত্তোলন, পরীক্ষ ফলাফল, অনলাইন আবেদন সেবা, কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য সেবা অন্যতম।

১২.২. ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল: তথ্যসেবাকে আরও অনেক বেশি সহজলভ্য করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার গড়ে তুলেছে বিশ্বের অন্য বৃহত্তম ওয়েব পোর্টাল, ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল। ২৫,০০০ ওয়েবসাইট থেকে সৃষ্ট এই ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল এর মাধ্যমে ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য সেবাসহ বিভিন্ন ধরণের সেবা পাওয়া যাচ্ছে।

বিশ্বের সর্ববৃহৎ ডিজিটাল পোর্টাল	
২৫,০০০ ওয়েবসাইট	২০ লক্ষ কন্টেন্ট

১২.৩. ই-জুডিশিয়ারি: বিচারকাজে সময় ও অর্থ বাঁচাতে নতুন অর্থবছরে ই-জুডিশিয়ারি প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে বাংলাদে সরকার। অর্থমন্ত্রী বলেন, দেশের আদালতগুলোকে আইসিটি নেটওয়ার্কের আওতায় আনতে ই-জুডিশিয়ারি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে প্রতিটি আদালতকে ই-কোর্ট রুমে রূপান্তরিত করা হবে এ প্রকল্পের মাধ্যমে। প্রতিটি আদালত এবং বিচারকার্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভি দফতর যেমন: থানা, হাসপাতাল, কারাগার এবং সম্পৃক্ত ব্যক্তি যেমন: তদন্তকারী, সাক্ষী, আইনজীবী, আসামি সবাই একটি কেন্দ্রী নেটওয়ার্কে যুক্ত থাকবেন, ফলে মামলা ব্যবস্থাপনা আরও দক্ষ হবে।

১৩. ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বীকৃতি ও সম্মাননা: সাম্প্রতিক সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনটি আন্তর্জাতিক সম্মাননা গ্রহণ করেছেন আইসিটি খাতে বাংলাদেশের অসামান্য সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো তাঁকে এ সম্মাননা দিয়েছে। এগুলো হচ্ছে-

(i) Govinsider Innovation Award-২০১৯
(ii) WITSA Global ICT Excellence Award-২০১৯
(iii) DCD-APAC Award-২০১৯

এছাড়াও আইসিটি খাতে-

i. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের সাউথ সাউথ কো-অপারেশন ভিশনারি অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন।
ii. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) আইসিটি সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন।
iii. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন।

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' একটি প্রত্যয়, একটি স্বপ্ন,যা বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। বিরাট এক পরিবর্তন ও ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ এখন এগিয়ে চলছে। একুশ শতকে বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে ৬ জানুয়ারি ২০০৯ শেখ হাসিনা বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দ্বিতীয় বারের মতো শপথ নেন। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালনের বছরে বাংলাদেশকে একটি মধ্য আয়ের দেশ এবং তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণই ছিল তাদের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রধান বিষয়। ভবিষ্যৎ এখানেই' (ফিউচার ইজ হেয়ার) স্লোগান নিয়ে আয়োজিত ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন সেবা, সফটওয়্যার ও তথ্যপ্রযুক্তি সেবা খাতের প্রদর্শনী, সেমিনার, তরুণদের নত উদ্যোগ দেখা ও নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের অভিজ্ঞতা নেওয়ার সুযোগ থাকছে। 'ডিজিটাল প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত "ডিজিটাল বাংলাদেশ" প্রতিষ্ঠা করা ছিল বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার এবং বাংলাদেশ সে লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে।

"বাংলাদেশ প্রবলভাবে প্রযুক্তিকে গ্রহণ করছে।"

— বিল গেইটস, মাইক্রোসফট-এর প্রতিষ্ঠাতা

References:

1. cri.org.bd
2. BASIS
3. ictd.gov.bd
4. অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০২০

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ

"There is one issue that will define the contours of this century more dramatically than any other, and that is the threat of a changing climate."

—Barack Obama on Climate Change, Ex-president of USA

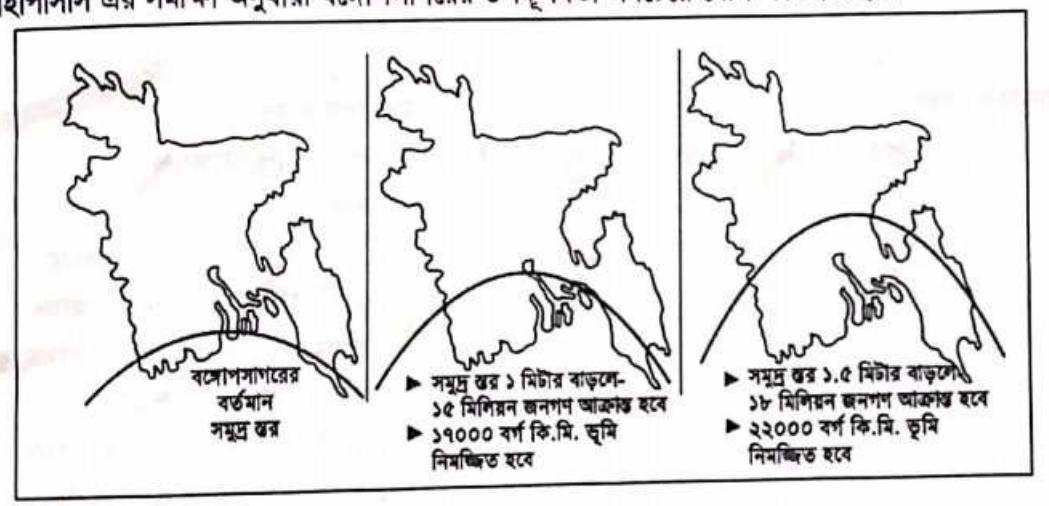
আধুনিক বিশ্বে বর্তমান সময়ে বহুল আলোচিত বিশ্ব বিষয় হচ্ছে 'জলবায়ু পরিবর্তন' যা মূলত বৈশ্বিক উষ্ণায়ন নামেই সমাধিক পরিচিত। জলবায়ু পরিবর্তন মূলত প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট এই দু'কারণে হয়ে থাকে। বৈশ্বিক পরিবেশ আজ সংকটজনক অবস্থানে। প্যারিস **জলবায়ু চুক্তির ৫নং আর্টিকেল (বনায়ন, বনভূমির আয়তন বৃদ্ধি, বনভূমি সংরক্ষণ, CO_2 হ্রাস)** নিয়ে বলা হয়েছে। বাংলাদেশ তার ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকির মুখে পড়েছে। ২০১৪ বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন সূচকে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ষষ্ঠ অবস্থানে। ১৯৬৯ সালে জাতিসংঘের প্রাক্তন মহাসচিব উথান্ট বলেন,

"জাতিসংঘের সকল সদস্যের সামনে আর মাত্র এক দশক কাল অবশিষ্ট আছে, সে সময়ের মধ্যে তাদেরকে সনাতন ঝগড়া বিবাদ ভুলে এগিয়ে অস্ত্র প্রতিযোগিতা দমন করা, পরিবেশ উন্নত করা, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধ করা ও উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে সম্মুখপানে এগিয়ে যাওয়ার বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব অংশনিয়োগ করতে হবে নতুন এ সমস্যাগুলো মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে।"

১. **জলবায়ু পরিবর্তন:** আইপিসিসির মতে-

"জলবায়ু পরিবর্তন হলো, একটি গড় জলবায়ু স্থিতিবস্থা বা গড় পরিবর্তনশীলতা যখন পরিসংখ্যানগত উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয় যা দীর্ঘসময় ধরে অব্যাহত থাকে তাকে জলবায়ু পরিবর্তন বলে।"

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর নিম্নতর অক্ষাংশের দেশগুলোতে দেখা দেবে অতিবর্ষণ। জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্যানেল **আইপিসিসি** এর সমীক্ষা অনুযায়ী বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে-



২. **আবহাওয়া ও জলবায়ু:**

- আবহাওয়া হলো কোনো স্থানের স্বল্প সময়ের বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থা। সাধারণত এক দিনের এমন রেকর্ডকেই আবহাওয়া বলে। আবার কখনও কখনও কোনো নির্দিষ্ট এলাকার স্বল্প সময়ের বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থাকেও আবহাওয়া বলা হয়।
- কোন জায়গার গড় জলবায়ুর দীর্ঘমেয়াদী ও অর্থপূর্ণ পরিবর্তন যার ব্যাপ্তি কয়েক যুগ থেকে কয়েক লক্ষ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে তাকে জলবায়ু পরিবর্তন বলা হয়।





Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

৩. **জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ:** জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ এক বাংলাদেশ তাঁর ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের নির্মম শিকার। জার্মানভি আন্তর্জাতিক সংস্থা **German Watch** জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে তৈরিকৃত প্রতিবেদন- ২০১৭ এ দেখানো হয়েছে :



বৈশ্বিক উষ্ণতার ঝুঁকিতে থাকা ৫টি ক্যাটাগরিতে ৩টি করে দেশের তালিকা:

নং	মরুকরণ	বণ্যা	ঝড়	সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা	কৃষিতে অনিশ্চয়ত
১.	মালাউই	বাংলাদেশ	ফিলিপাইন	সব নিচু দ্বীপ দেশ	সুদান
২.	ইথিওপিয়া	চীন	বাংলাদেশ	ভিয়েতনাম	সেনেগাল
৩.	জিম্বাবুয়ে	ভারত	মাদাগাস্কার	মিশর	জিম্বাবুয়ে

Source: World Bank-20

৪. **জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ:** বিজ্ঞানী ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞগণ জলবায়ু পরিবর্তনে দু' ধরণের কারণ সনাক্ত করেছেন। যথাঃ-

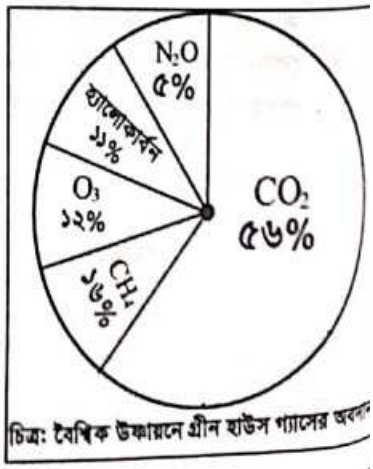
জলবায়ু পরিবর্তন

প্রাকৃতিক কারণ
- প্রাকৃতিক অক্ষরেখার পরিবর্তন
- সূর্যরশ্মির পরিবর্তন
- মহাসাগরীয় পরিবর্তন
- আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত

মনুষ্যসৃষ্ট কারণ
- জনসংখ্যার বিস্ফোরণ
- বৃক্ষনিধন
- রাসায়নিক পদার্থের অপব্যবহার
- অপরিকল্পিত নগরায়ন ও শিল্পায়ন
- পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার, সংঘর্ষ, যুদ্ধ
- জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার
- অপচনশীল দ্রব্যের ব্যাপক ব্যবহার
- বিলাসজাত দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি

৫. **জলবায়ু পরিবর্তনে গ্রিন হাউজ গ্যাস:** সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে শুধু প্রাকৃতিক কারণে গ্রিন হাউজ গ্যাস এর পরিবর্তন হতো বলে বুঝাতো। ১৭৫০ এর শিল্পবিপ্লবের পর থেকে মানুষ মূলত বিলিয়ন বিলিয়ন টন **গ্রিন হাউজ গ্যাস** যোগ করে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব শুরু করে এবং ২০ শতকে এসে মানব সৃষ্ট **গ্রিন হাউজ গ্যাস** -এর কারণে তাপমাত্রা অনেক বেড়ে যায়। গ্রিন হাউজ গ্যাসগুলো হলোঃ- CO_2, CH_4, N_2O, CFC, O_3 ও H_2O।

Green House Gases	নিঃসরণের উৎসমূহ
CO_2	জীবাশ্ম জ্বালানী পোড়ানো, বনভূমি ধ্বংস
CH_4	বর্জ্যপদার্থ, জীবদেহ পোড়ানো বা পঁচন
N_2O	রাসায়নিক সার উৎপাদন, দাবানল, বনভূমি ধ্বংস
CFC	রেফ্রিজারেটর, এয়ারকুলার, স্প্রে



চিত্র: বৈশ্বিক উষ্ণায়নে গ্রীন হাউস গ্যাসের অবদা

উৎস ঃ US Environmental Protecction Agency

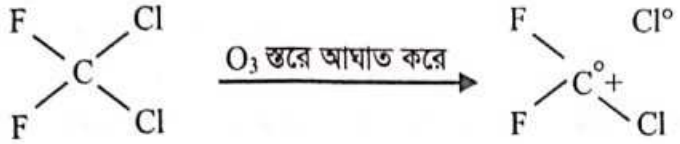
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com
Scan Credit: Job Ninja

৫.১. ওজোন স্তর: বায়ুমণ্ডলের Stratosphere স্তরে অবস্থিত, মেছোগন্ধযুক্ত গ্যাসীয় পদার্থ, O_2 এর একটি রূপভেদ, ৩টি O_2 পরমাণু দ্বারা গঠিত। কাজ→সূর্যের আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি প্রবেশ করতে পারে না।

গ্রিন হাউস গ্যাস -এর সাথে বিক্রিয়ার ফলে:

(i) CO_2 গ্যাসে পরিণত হয়, (ii) আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে; ফলে জলবায়ু পরিবর্তন ঘটে এবং ওজোন স্তরে Cl সব সময় যুক্তমূলক বা Free Radical আকারে যাবে।

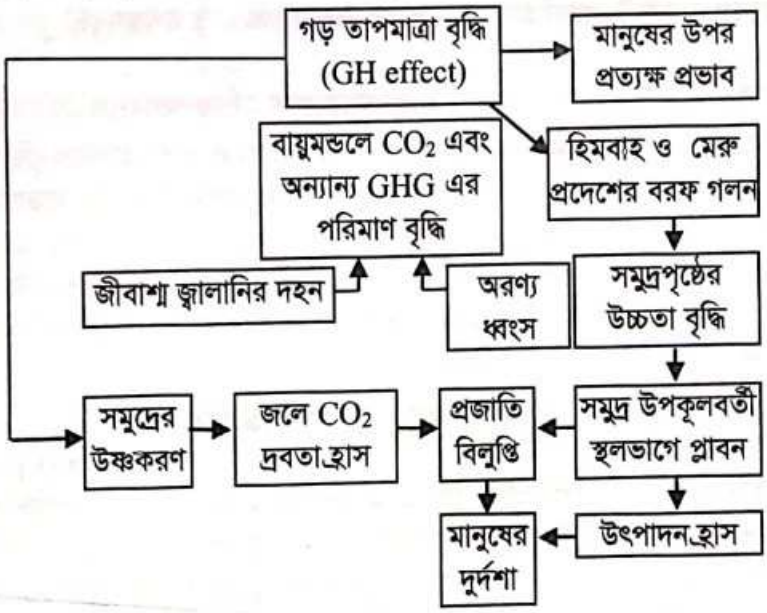
ওজোন গ্যাসের বিক্রিয়া:

(i) 

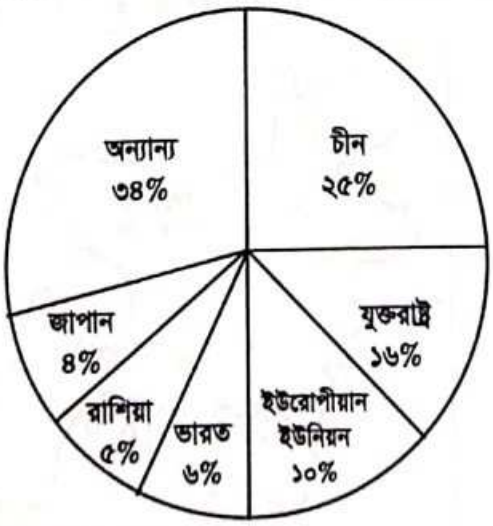
(ii) $O_3 \xrightarrow{\text{CFC Gi AvNvZ}} O_2\,(g) + O^\circ$

(iii) $Cl^\circ + O^\circ \xrightarrow[\text{উচ্চ তাপ ও চাপে}]{} \text{ঈষড় (অস্থায়ী) ক্লোরো অক্সাইড}$

৫.২. পরিবেশ এবং কৃষিখাতে গ্রীণহাউজ প্রক্রিয়ার প্রভাব:



৫.৩. বর্তমানে বিশ্বব্যাপী কার্বন নিঃসরণের চিত্র:



সূত্রঃ Energy Information Admisnistration

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

৬. **বৈশ্বিক উষ্ণায়ন:** সাধারণত গ্রিন হাউস গ্যাসের প্রভাবে বায়ুমণ্ডলে যে ক্রমশ উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বি উষ্ণায়ন। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আইপিসিসি এর ১৯৮০-২০০৭ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বিশ্বের গড় তাপমাত্রা ০.২° সে.-১. সে. পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। আইপিসিসি অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তন পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে ৬২০ জন বিজ্ঞানীর সমন্বয়ে গঠিত বিশে কমিটি সমর্থন করেছে 'গত শতাব্দিতেই পৃথিবীর তাপমাত্রা ০.৭৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গেছে'। এভাবে বাড়তে থাকলে ২০ সালে সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাবে ১৫৩ সে.মি. এবং ২১০০ সালে তা ৪৬০ সে.মি.-এ পৌঁছাবে। তাতে পৃথিবীর সমুদ্র উপকূলব অংশ আগামী ৫০ বছরের মধ্যে সাগরগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। ১৮০০ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ০.৬ ডি সেন্টিগ্রেড বেড়েছে। যার প্রভাব পড়েছে সমগ্রবিশ্বে। বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়েছে ১০-২০ সেন্টিমিটার

৭. **জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশ্বিক প্রভাব:** জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব অত্যন্ত সুদূর প্রসারী। এর নেতিবাচক প্রভাব ইতোমধ্যেই পৃথিবী বিভিন্ন দেশে প্রতীয়মান হয়েছে। নিম্নে জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশ্বিক প্রভাব আলোচনা করা হলো–

৭.১. **অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত জনসংখ্যা ও শরণার্থী বৃদ্ধি:** সারাবিশ্বে বিরূপ জলবায়ুর কারণে অসংখ্য মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। শরণা প্রতিষ্ঠানগুলোর হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে সারাবিশ্বে ১২ - ২৪ মিলিয়ন অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত জনসংখ্যা রয়েছে যারা মানবেতর জী যাপন করছে। বর্তমান পৃথিবীতে ১১-১২ মিলিয়নের অধিক শরণার্থী রয়েছে যা ১৯৭০ সালেও ৩ মিলিয়নেরও কম ছিল।

৭.২. **বায়ুমণ্ডলের উচ্চতা বৃদ্ধি:** প্রচুর পরিমাণে CO_2 গ্যাস নির্গমনের ফলে বায়ু মণ্ডলের তাপ CO_2 ফাঁদে আটকে পড়ে। ফলে শতকে পৃথিবীর Troposphere বায়ুমণ্ডলে দৈনিক গড় তাপমাত্রা সমানুপাতিক হারে বেড়ে চলবে। আগামী ২০৩০-২০ সালের মধ্যে দৈনিক গড় তাপমাত্রা ২°-৫°সে. বৃদ্ধি পাবে।

৭.৩. **লোনা পানির অনুপ্রবেশ ও কৃষি উৎপাদন হ্রাস:** সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি হেতু উপকূলবর্তী কৃষি জমিতে লোনা পানির অনুপ্রবে ঘটাবে। এতে মাটির গুণাগুন নষ্ট হবে। ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে।

৭.৪. **অস্বাভাবিক তাপমাত্রা:** বাংলাদেশ নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার দেশ। কিন্তু জলবায়ুর বৈরিতার কারণে দেশের সর্বোচ্চ গ তাপমাত্রা বেড়েই চলেছে। আবহাওয়া অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায় গত ৫০ বছরে দেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি হার ০.৫° সে.। এমনকি ২০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের তাপমাত্রা গড়ে ১.৪° সে. এবং ২১০০ সাল নাগাদ ২.৪° সে. বাড়বে বলে ধারণা হচ্ছে।

৭.৫. **সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি:** সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে ২০৫০ সাল নাগাদ দেশের প্রায় ৮% এরও বেশি নিম্নাঞ্চল ও প্লাবনভূ আংশিক অথবা স্থায়ীভাবে জলমগ্ন হয়ে পড়বে। UNFCCC-র দেয়া তথ্যমতে, বিংশ শতাব্দীতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১০-২ সেন্টিমিটার বেড়েছে। IPCC এর তথ্যমতে, ২০৫০ সালে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের আ ১৭ হাজার বর্গ কিলোমিটার ভূমি সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাবে।

"সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধিতে ঢাকাও আক্রান্ত হতে পারে।"

— WWF (World Wildlife Fund

বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত তালিকায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে ঝুঁকিপূর্ণ ১২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান **দশম**।

৭.৬. **ভূমিকম্প বৃদ্ধি:** অবস্থানগত কারণেই বাংলাদেশ ব্যাপকভাবে ভূমিকম্প ঝুঁকিতে রয়েছে। তারপর আবার জলবায়ু পরিবর্তন বিরূপ প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ভূমিকম্প সংঘটনের মাত্রা যেন বেড়েই চলেছে। ১৯০০ সাল থেকে ২০০৪ পর্যন্ত বাংলাদেশে ১০০টি বেশি ভূমিকম্প হয়েছে তন্মধ্যে ৬৫টি ঘটেছে ১৯৬০ সালের মধ্যে। এতে বোধগম্য হয় যে গত ৩০ বছরে ভূমিকম্প সংঘটন মাত্রা বেড়েছে। ভূমিকম্প সংঘটনের ঝুঁকির ভিত্তিতে বাংলাদেশকে তিনটি বলয়/ অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে।

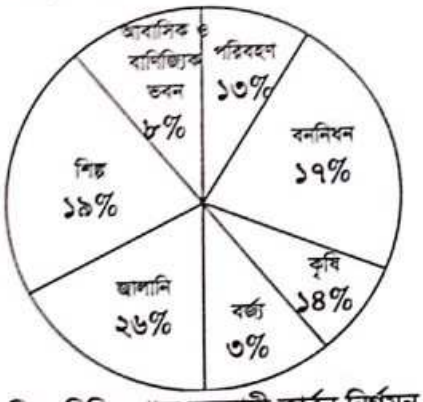


Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

৭.৭ **বজ্রপাত:** জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার এক নতুন রূপ বজ্রপাত। সদ্য দুর্যোগ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া বজ্রপাতে মারা গেছে ১৭০ জন। গত ৭ বছরে শুধু বজ্রপাতেই মারা গেছে ১৭৬০ জন। বিশ্বখ্যাত ন্যাচার সাময়িকীতে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বিশ্বজুড়ে বজ্রপাত বেড়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তনকে দায়ী করা হয়েছে।

এছাড়াও অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, এসিড বৃষ্টি, মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক দূষণ, নিম্নভূমির বনাঞ্চল ধ্বংস, শীতকালের স্থায়িত্ব কমে যাওয়া, খরার প্রবণতা বৃদ্ধি, ভূমি ও পাহাড় ধস, ঘন ঘন ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, বন্যা, ঝড়, টর্নেডো ইত্যাদি প্রাকৃতিক ও দুর্যোগ আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে।

৮. **পরিবেশ দূষণ:** পরিবেশ দূষণের বিভিন্ন কারণগুলো হলো: বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, শব্দ দূষণ, মাটি দূষণ, তেজস্ক্রিয় দূষণ ইত্যাদি। পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পানি সম্পদ রক্ষায় ১৯৯৬ সালে গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদিত হয়। ১৯৯১ সালে প্রণীত জাতীয় পানি নীতি বর্তমান সরকারের পর্যালোচনা করে সময়োপযোগী করবে। ইতোমধ্যে ২০১২ সালে বাংলাদেশ সরকার পানি আইনের খসড়া প্রণয়ন করেছে যা জাতীয় সংসদের অনুমোদন লাভ করেছে। বায়ু দূষণ রোধে ১ জানুয়ারি ২০০৩ থেকে ঢাকা মহানগরীতে দুই স্ট্রোক ইঞ্জিন বিশিষ্ট থ্রি হুইলার মটরযান চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইট ভাটার দূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন Clean Air Sustainable Environment (CASE) প্রকল্পের আওতায় পরিবেশ বান্ধব ইট পোড়ানোর প্রযুক্তি প্রদর্শন ও প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হচ্ছে। দেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় বিদ্যমান পাহাড়সমূহের গুরুত্বপূর্ণ অবদান বিবেচনায় এনে বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত পাহাড়সমূহ অবৈধভাবে কর্তন রোধকল্পে মার্চ, ২০০২ সালে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। দেশে স্থাপিতব্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে যাতে পরিবেশ দূষণ স্থানীয় মাত্রার মধ্যে থাকে তা নিশ্চিত হয়েই পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হচ্ছে। পরিবেশ রক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন বা সংস্থার নাম BELA (Bangladesh Environmental Lawyers Association) এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯২ সালে। আদালতের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষা ও পরিবেশ ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।



চিত্র: বিভিন্ন খাত অনুযায়ী কার্বন নির্গমন

৯. **সরকারের গৃহিত কার্যক্রম:** দূষণমুক্ত সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিতকরণ ও পরিবেশবান্ধব প্রতিবেশ গড়ে তুলতে সরকার কাজ করছে। রূপকল্প-২০২১ এ পরিবেশগত উন্নয়নকে প্রাধান্য দেয়া হয়। Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP)-২০০৯ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড নীতিমালা; জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড আইন, ২০১০; Bangladesh Climate Change Resilience Fund (BCCRF) গঠন করা হয়েছে। ওজোন স্তর রক্ষা ও পরিবেশকে অধিকভাবে দূষণমুক্ত রাখতে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয় কাজ করছে। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ভেতর বাংলাদেশই জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (BCCTF) গঠন করেছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে উক্ত তহবিলে ৩৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী পরিবেশের অবক্ষয় এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রভাবের উপর গুরুত্বারোপ করে বাংলাদেশের মহান জাতীয় সংসদে Planetary Emergency নামে একটি Motion গৃহীত হয়েছে। 'জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮' বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করা হচ্ছে। এই নীতিমালায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও দপ্তর সংস্থার কার্যক্রম নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও ঝুঁকি নিরূপনের লক্ষ্যে 'Assessment of Sea Level Rise and Vulnerability in the Coastal Zone of Bangladesh through Trend Analysis' শীর্ষক একটি গবেষনা সম্পন্ন হয়েছে। 'ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৯ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বায়ুদূষণ কমানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

১০. **আন্তর্জাতিক উদ্যোগে পরিবেশ সংরক্ষণ:** সুইডনের স্টকহোমে UN Conference of the Human Environment ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের ফলে জাতিসংঘ পরিবেশ বিষয়ক কর্মসূচি [illegible] লের রিও ডি জেনোরিওতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলনকে বিশ্ব পরিবেশ সংরক্ষণ ও জল[illegible] উদে[illegible] া হয়। ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত হয় কিয়োটো প্রোটোকল [illegible]

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

১১. **আন্তর্জাতিক উদ্যোগে জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা:** ১৯৯৫ সাল থেকে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন (UNFCCC) এর আওতায় প্রতিবছর Conference of the Parties (COP) অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মূলত UNFCCC এর বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে। ২০১৫ সালে প্যারিসে COP-২১ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ১৯৫ টি দেশ ঐক্যমতের ভিত্তিতে প্যারিস চুক্তি গৃহীত হয়। ২০১৯ সালে স্পেনের মাদ্রিদ শহরে COP-২৫ অনুষ্ঠিত হয়। জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন এর ২৫তম শীর্ষ সম্মেলনের পাঁচটি প্রধান লক্ষ্য ছিলো- ১. আন্তর্জাতিক কার্বন বাজার পুনরায় চালু করা, ২. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বর্তমানে যে যে ক্ষয়-ক্ষতি হচ্ছে তা মোকাবিলায় অর্থ সংস্থান করা, ৩. উন্নত দেশগুলো থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে দীর্ঘমেয়াদি অর্থের জন্য একটি পথনির্দেশ বা রোডম্যাপ তৈরি, ৪. প্যারিস জলবায়ু চুক্তি কার্যকর হওয়ার আগ পর্যন্ত হয়ে যাওয়া জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য উন্নত দেশগুলোকে দায়বদ্ধ করা এবং ৫. সমস্ত জলবায়ু বিষয়ক সমস্ত কর্মকাণ্ডে লিঙ্গ, মানবাধিকার এবং স্থানীয় অধিকারের বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা।

উন্নয়নশীল দেশগুলো এখন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে বর্তমানে যে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে, তা মোকাবিলার জন্য 'লস এবং ড্যামেজ' নামে একটি পৃথক ফান্ড গঠনের জন্য বাংলাদেশ গত কয়েকবছর ধরে জোরালো দাবি তুলে আসছে। যদিও 'লস এন্ড ড্যামেজ ফান্ড' গঠিত হয়নি, তবে ফান্ড গঠনের পথে বড় ধাপ পেরুনো গেছে। এই ফান্ডের জন্য একটি এক্সপার্ট গ্রুপ গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন হয়েছে, গঠিত হবে একটি সান্টিয়াগো নেটওয়ার্ক। ফান্ডের ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা সামনে বছর চলবে।

১২. **জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের ঝুঁকি:** বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চল পৃথিবীর বৃহৎ নদীর মোহনায় অবস্থিত। ৬০% ভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৫ মিটার উপরে। Hadly Centre for Climate Prediction and Research (HCCPR) অনুযায়ী ২০৮১ সালে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৮০ সে.মি. বৃদ্ধি পাবে। জার্মানভিত্তিক 'জার্মান ওয়াচ' এর ২০১৯ সালের গবেষণা প্রতিবেদনে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটতে পারে এমন দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান নবম। Providing Regional Climates for Impact studies (PRCIS) এর প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ১৯৬১-১৯৯০ সালের তুলনায় ২০৩০, ২০৫০, ২০৭০ সাথে যথাক্রমে ৪%, ২.৩% ৬.৭% বৃদ্ধি পাবে। General Circulation Model (GCM) অনুসারে ২১০০ সালে বাংলাদেশর তাপমাত্রা ২.৪ সেলসিয়াস এবং বৃষ্টিপাত ৯.৭% বৃদ্ধি পাবে। Inter-Governmental Panel on Climate Change (IPCC) অনুসারে ২০৫০ সালে বাংলাদেশের ভূমির ১৭ হাজার বর্গ কিলোমিটার এবং খাদ্য উৎপাদনের ৩০% হারিয়ে যাবে। ২০১০ সালে Economics of Adaption to Climate Change: Bangladesh' প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০৫০ সাল নাগাদ ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা মোকাবিলায় বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও আবর্তন ব্যয় বাবদ যথাক্রমে ৫৫১৬ ও ১১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দরকার হবে। উন্নয়নশীল দেশের ভেতর বাংলাদেশ প্রথম জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা BCCSAP নামক সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। BCCSAP-এ ৬টি থিমেটিক এরিয়ায় ৪৪টি কার্যক্রম চিহ্নিত করছে।

১৩. **জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ:** সংবিধানের ১৮ ক অনুচ্ছেদে **পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন** শিরোনামে আলোকপাত করা হয়েছে 'বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন-২০১৭ ' ও 'প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৬' প্রণীত আছে।

National Biodiversity Strategy and Action Plan: এর আওতায় কার্যক্রমসমূহ হলো:

(i) **প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণ:** সরকার ১৩টি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলকার ঘোষণা দিয়েছে।

(ii) **ব্লু-ইকোনমি সংক্রান্ত কার্যক্রম:** সমুদ্র প্রতিবেশ সংরক্ষণ, সমুদ্রদূষণ রোধ, সমুদ্রসম্পদ আহরণ, ও সমুদ্রসম্পদের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ব্লু-ইকোনমি কর্ম-পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। তাছাড়া সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনাকে কার্যক্রমের মূলধারায় আওতাভুক্ত করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

(iii) **সামুদ্রিক দূষণ পরিবীক্ষণ:** মনিটরিংয়ের জন্য বঙ্গোপসাগরের নিম্নোক্ত পয়েন্ট রয়েছে। যথা: (i) কর্ণফুলি মোহনা, (ii) পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত থেকে ১ কিলোমিটার সোজা সমুদ্র অভিমুখী পতেঙ্গা চরপাড়া, (iii) CEPZ থেকে ১ কিলোমিটার সোজা সমুদ্র অভিমুখী পানির গুণাগুণ পরীক্ষা।

(iv) **ওজোন স্তর সংরক্ষণ:** বাংলাদেশ ১৯৯০ সালে মন্ট্রিল প্রটোকলে স্বাক্ষর করে। ১৯৯৫ সালে ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রী সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি গঠন করে। ১৯৯৬ সালে ওজোন সেল গঠন করা হয়। ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধের সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১২ ও ২০১৭ সালে জাতিসংঘ প্রশংসা করে বাংলাদেশের।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

(v) **SDG ও বাংলাদেশ:** SDG এর ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ৩ টি সরাসরি পরিবেশ ও জলবায়ু সংক্রান্ত।

১৩নং অভীষ্টে 'জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবিলা জরুরি কার্যক্রম গ্রহণ এর কথা বলা আছে। এ অভীষ্টের ১ম লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় দুর্যোগকালে প্রতি ১ লক্ষ জনগণের মৃত্যু নিখোঁজ ও সরাসরি দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ২০২০ সালের মধ্যে ৬৫০০ জন, ২০৩০ সালের মধ্যে ১৫০০ জনে নামিয়ে আনতে হবে।

১৪নং অভীষ্টে 'টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার এর বিষয়টি উল্লেখ আছে। ২০৩০ সালের মধ্যে মোট সামুদ্রিক এলাকার ২.৫% সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। SDG-২০১৯ অনুযায়ী ২.৫% সংরক্ষিত এলাকা আছে।

১৫নং অভীষ্টে স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারের পৃষ্ঠপোষকতা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়া মোকাবিলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ, ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধের বিষয়টি উল্লেখ আছে। ২০২০ সালের মধ্যে মোট ভূমির ২০% বনভূমি স্থাপন করতে হবে। বর্তমানে আছে ১৭.৫%।

১৪. বাংলাদেশের পরিবেশ সংক্রান্ত আইন:

- সংবিধানের ১৮ (ক) অনুচ্ছেদ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।
- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন– ১৯৯৫।
- পরিবেশ সংরক্ষণ নীতিমালা– ১৯৯৭.
- Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plans (BCCSAP)– ২০০৯.
- পরিবেশ আদালত আইন– ২০১০.

১৫. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকারের উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতিস্বরূপ:

- জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা উদ্যোগের স্বীকৃতি হিসেবে জাতিসংঘের সর্বোচ্চ পুরস্কার **'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ'** পুরস্কার পেয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
- UNHLPW– UN High level Panel on Water (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক সভায় গৃহীত ৭ দফা কর্মসূচী)

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ। জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির বিষয়টি একটি আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। বাংলাদেশের মতো একটি ক্ষুদ্র দেশের জন্য এর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা ও সামর্থ্য খুবই সীমিত। আর এটি মাথায় রেখেই কৌশলগতভাবে অগ্রসর হতে হবে যাতে দীর্ঘকালীন প্রতিক্রিয়া থেকে জাতিকে রক্ষা করা যায়। সেজন্য যেটি করা আবশ্যক তা হলো দেশের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও পরিবেশবিদদের সমন্বয়ে একটি বিশেষজ্ঞ দল গঠন করা, যারা সার্বক্ষণিকভাবে বিষয়টির প্রতি নজর রাখবে। এছাড়াও পর্যাপ্ত আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ নির্মাণ ও সবুজ বেষ্টনী নির্মাণসহ অন্যান্য কর্মসূচিকে আরো ব্যাপক ও গতিশীল করতে হবে। উচ্চতা রোধ করতে না পারলে সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাবে বাংলাদেশসহ উপকূলবর্তী দেশগুলোর অধিকাংশ এলাকা। এজন্য জনগণকে সচেতন করতে হবে এবং সরকারকে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করতে হবে। আগামী প্রজন্মের বাসযোগ্য পৃথিবী আর নিরাপদ আবাসন নিশ্চিতকল্পে জলবায়ু পরিবর্তন বিরোধী সাজানো পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

" আজকের যে শিশু পৃথিবীর আলোয় এসেছে
আমরা তার তরে একটি সাজানো বাগান চাই।"

— রেনেসাঁ ব্যান্ড

Reference:

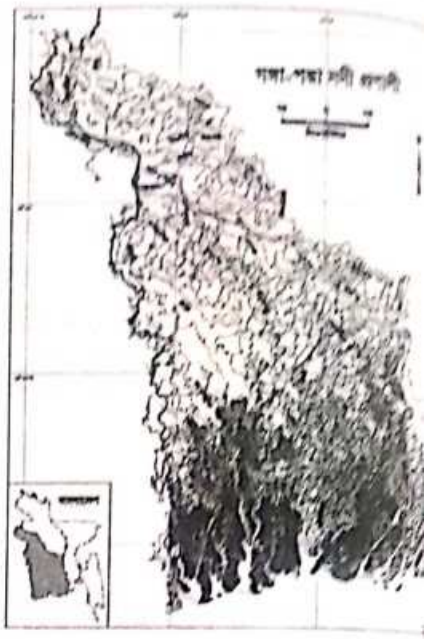
1. cri.org.bd
2. www.modmr.gov.bd
3. UNEP
4. IPCC

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০

"The government has declared the Delta Plan-2100 as a long-term strategy to prevent floods and soil erosion, manage rivers and wastes, and supply water throughout the century."

— HPM Sheikh Hasi



জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকির কারণ কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (NEC) সভায় "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০" নামে একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের অনুমোদন পেয়েছে। উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন ও পানি, জলবায়ু, পরিবেশ ও ভূমির টেকসই ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণসহ ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাংলাদেশের স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা সমূহের সমন্বয় করবে।

১. **ব-দ্বীপ পরিকল্পনা (Delta Plan) কী:** ইংরেজি শব্দ 'Delta' অর্থ 'ব-দ্বীপ'। নদীর মোহনায় অবস্থিত প্রায় ব-অক্ষরের আকারবিশিষ্ট যে দ্বীপ, তাকেই বলা হয় ডেল্টা। বাংলাদেশ বিশ্বের সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপ অঞ্চল। নদীমাতৃক এ দেশের ভবিষ্যত নির্ভর করছে যথাযথ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের ওপর। বাংলাদেশ যখন ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উপনীত হবার স্বপ্ন দেখছে, তখন সঠিক নদীও পানি ব্যবস্থাপনার অভাবে এবং বন্যা, খরা ও আরো নানা প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাকে বাংলাদেশ বারবার পিছিয়ে যাচ্ছে। ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের এই সমস্যা বহুলাংশে কাটিয়ে উঠতে পারে।

২. **ব-দ্বীপ পরিকল্পনার গুরুত্ব:** ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ তে উচ্চতর পর্যায়ের ৩টি জাতীয় অভীষ্ট এবং ব-দ্বীপ সংশ্লিষ্ট ৬টি নির্দিষ্ট অভী নির্ধারণ করা হয়েছে। ব-দ্বীপ সংশ্লিষ্ট অভীষ্টসমূহ উচ্চতর পর্যায়ের অভীষ্ট অর্জনে অবদান রাখবে।

২.১. উচ্চ পর্যায়ের অভীষ্ট ঃ

অভীষ্ট- ১ ঃ ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ;
অভীষ্ট- ২ ঃ ২০৩০ সালের উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন; এবং
অভীষ্ট- ৩ ঃ ২০৪১ সালে নাগাদ একটি সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জন।

২.২. ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০'র নির্দিষ্ট অভীষ্টসমূহ ঃ

অভীষ্ট- ১ ঃ বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিপর্যয় থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
অভীষ্ট- ২ ঃ পানি নিরাপত্তা এবং পানি ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
অভীষ্ট- ৩ ঃ সমন্বিত ও টেকসই নদী অঞ্চল এবং মোহনা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা;
অভীষ্ট- ৪ ঃ জলাভূমি ও বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ এবং তাদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা;
অভীষ্ট- ৫ ঃ অন্তঃ ও আন্ত-দেশীয় পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর প্রতিষ্ঠান ও ন্যায়সঙ্গত সুশাসন গড়ে তোলা; এবং
অভীষ্ট- ৬ ঃ ভূমি ও পানি সম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা।

"যদি কখনও সময় পাও, তবে নেদারল্যান্ড ভ্রমণ করে এসো, কারণ এটি আমাদের মতই নদীমাতৃক দেশ"

— রাশিয়া ভ্রমণকালীন সময়ে কণ্যাদের উদ্দেশ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমা

৩. **ব-দ্বীপ পরিকল্পনা- ২১০০:** ব-দ্বীপ পরিকল্পনাটি হল বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের অধীন General Economic Division (GED) এবং নেদারল্যান্ডস সরকারের অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহায়তার ফসল।

অফিসিয়াল নাম: "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ প্রণয়ণ প্রকল্প"

অর্থনৈতিক সহায়তায়: নেদারল্যান্ডস সরকার

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

কারিগরি সহায়তায়: Dutch-Bangladeshi BanDuDeltAS consortium and Bangladesh Policy Research Institute

সমঝোতা স্মারক: সমঝোতা স্মারক হয় ১৬ জুন, ২০১৫। পানিসম্পদ নিয়ে ১০০ বছরের ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে বাংলাদেশের যৌথ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে।

অনুমোদন: National Economic Council (NEC) 8 সেপ্টেম্বর, ২০১৮তে অনুমোদন দেয়।

মূল লক্ষ্য: "জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো"।

জিডিপিতে অবদান: জিডিপি প্রবৃদ্ধি ১.৫% বৃদ্ধির মাধ্যমে ১০% গিয়ে দাঁড়াবে।

৪. **ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর বিশ্লেষণী কাঠামো:**

১ম পদক্ষেপ (২০২০-২০৩০): এটিতে প্রায় ২,৯৭,৮২৭ কোটি টাকা খরচ নির্বাহ হবে। এর অধীনেই থাকবে ৮০টি প্রকল্প।

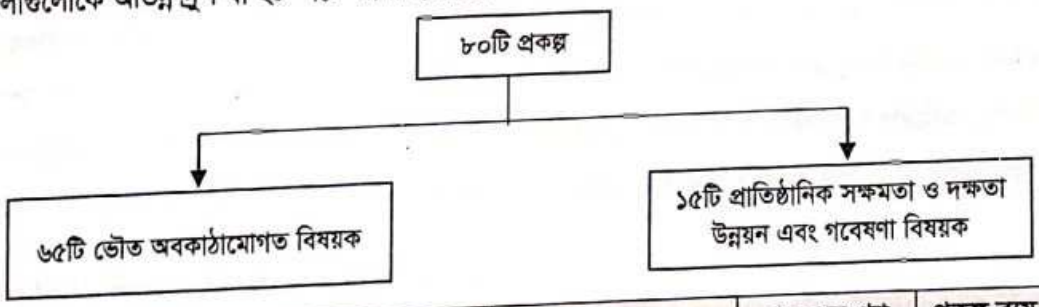
২য় পদক্ষেপ (২০৩১-২০৫০): প্রথম পদক্ষেপ বাস্তবায়নের পর দ্বিতীয় পদক্ষেপের কাজ শুরু হবে।

৩য় পদক্ষেপ (২০৫১-২১০০): পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় পদক্ষেপের পর তৃতীয় পদক্ষেপের কাজ শুরু হবে। এটি ২১০০ সাল পর্যন্ত চলবে।



পরিকল্পিত ১০০ বছরের প্রথম ১০ বছরে, অর্থাৎ ২০২০-৩০ সালের মধ্যে ২ লাখ ৯৭ হাজার ৮২৭ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই অর্থ ব্যয় হবে মোট ৮০টি প্রকল্পে। প্রস্তাবিত ৮০টি প্রকল্পে এই টাকা খরচ করতে পারলে ২০৩০ সালের মধ্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ১.৫% বেড়ে ১০%-এ উন্নীত হবে।

পরিকল্পনা প্রণয়নে দেশের ৮ টি হাইড্রোলজিক্যাল অঞ্চলকে ভিত্তি হিসেবে ধরে প্রতিটি অঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকিতে থাকা জেলাগুলোকে অভিন্ন গ্রুপ বা হটস্পটে আনা হয়েছে। এভাবে দেশে মোট ৬টি হটস্পট চিহ্নিত করা হয়েছে।



ক্রম	হটস্পট	জেলার সংখ্যা	আয়তন	প্রকল্প সংখ্যা	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকা)
১	উপকূলীয় অঞ্চল	১৯	২৭,৭৩৮ বর্গ কি.মি.	২৩	৮৮,৪৩৬
২	বরেন্দ্র এবং খরা প্রবণ অঞ্চল	১৮	২২,৮৪৮ বর্গ কি.মি.	৯	১৬,৩১৪
৩	হাওড় এবং আকস্মিক বন্যা অঞ্চল	৭	১৬,৫৭৪ বর্গ কি.মি	৬	২,৭৯৮
৪	পার্বত্য চট্টগ্রাম	৩	১৩,২৯৫ বর্গ কি.মি.	৮	৫,৯৮৬
৫	নদী অঞ্চল ও মোহনা	২৯	৩৫,২০৪ বর্গ কি.মি.	৭	৪৮,২৬১
৬	নগর এলাকাসমূহ	৭	১৯,৮২৩ বর্গ কি.মি.	১২	৬৭,১৫২
৭	তুলনামূলকভাবে দুর্যোগ মুক্ত অঞ্চল	৬	-	১৫	৬৮,৮৮০
মোট				৮০	২,৯৭,৮২৭

সূত্র: বিডিপি ২১০০ বিশ্লেষণ, জিইডি (২০১৫) এবং উপকূলীয় অঞ্চল নীতিমালা-২০০৫

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

৫. **ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ এর বিনিয়োগ ব্যয় এবং অর্থায়ন:** ব-দ্বীপ পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে মোট মূলধন বিনিয়োগ ব্যয় ৯ লাখ ৭ হাজার ৮২৭ কোটি টাকা। এই তহবিলের সম্ভাব্য উৎস:

১. বাংলাদেশ সরকার;

২. উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ;

৩. পরিবেশ ও জলবায়ু সম্পর্কিত তহবিল (Green Climate Fund) এবং

৪. সরকারি বেসরকারি অংশীদারত্ব (Public Private Partnership-PPP)।

৬. **ডেল্টা চ্যালেঞ্জসমূহ:**

১. জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব (তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বৃষ্টিপাত, বন্যা, খরা, নদী ভাঙ্গন, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এ লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস)।

২. উজানের দেশগুলোর বাঁধনির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড।

৩. জলাবদ্ধতা।

৭. **ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় বাংলাদেশের সম্ভাবনা:**

১. রপ্তানি সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

২. মৎস্য খাতে মূল্য সংযোজন এবং কর্মসংস্থান অনেকাংশে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩. নৌ-পরিবহনের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে।

৪. সুনীল অর্থনীতির বিকাশের অপার সম্ভাবনা।

৫. পর্যটন কেন্দ্রের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন।

জাতীয়ভাবে সুবিবেচিত, সমন্বিত ও সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনশীল কার্যকর কৌশল অবলম্বন এবং পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় ন্যায়সঙ্গ সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত এবং অন্যান্য ব-দ্বীপ সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবিলা করে দীর্ঘমেয়াদে পানি ও খাদ্যনিরাপত্তা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও পরিবেশগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে 'নিরাপদ, জলবায়ু পরিবর্তন অভিঘাত সহিষ্ণু সমৃদ্ধশালী ব-দ্বীপ গড়ে তোলার জন্যই এ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ পরিকল্পনা বাংলাদেশের জন্য অপার সম্ভাবনা বয়ে আনবে।

"In order to illustrate the role of BDP 2100 and its contribution to the long term development of Bangladesh, two policy options are considered. One is called the Business As Usual (BAU) policy and another is Delta Plan-2100"

— Dr. Shamsul Alam

(Senior Secretary, General Economics Division,

Bangladesh Planning Commission and coordinating lead Author of Bangladesh Delta Plan 2100)

Reference:

1. General Economics Division
2. দৈনিক যুগান্তর
3. সংসদীয় বক্তব্য

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

দারিদ্র্য বিমোচন

অথবা, সামাজিক নিরাপত্তায় বাংলাদেশ

"Bangladesh's strong track record of poverty reduction and development shows that with the right policies and actions further progress is possible."

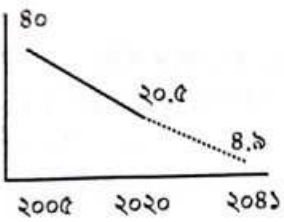
— Qismiao Fan

(Country Director of World Bank for Bangladesh, Bhutan and Nepal)

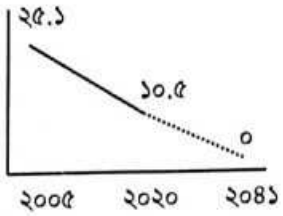
প্রশ্নাতীতভাবে বাংলাদেশ প্রচণ্ডবেগে উন্নয়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এসময়ে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য হারে দারিদ্র্য হ্রাস করেছে, প্রচুর বৈদেশিক বিনিয়োগ এসছে দেশে এবং মানব উন্নয়ন সূচকেও উন্নতি করেছে। ১৬ কোটি জনসংখ্যাকে সাথে নিয়ে গত এক দশকে ৭% উপর মোট দেশজ প্রবৃদ্ধি (GDP Growth) ধরে রেখে বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক উন্নয়ন আইন, বিচার ও সমতা রক্ষায় এগিয়ে চলছে। রূপকল্প-২০২১, ডিজিটাল বাংলাদেশ, রূপকল্প ২০৪১, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০, মধ্যম আয়ের দেশ, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন বিভিন্ন লক্ষ্য সমূহকে সামনে রেখেই বর্তমান সরকার এগিয়ে যাচ্ছে।

১. **বাংলাদেশে দারিদ্র্যের পরিস্থিতির চিত্র:** দারিদ্র্য বিমোচন যে কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির অন্যতম সূচক। সরকারি উন্নয়ন কর্মকান্ড, বেসরকারি বিনিয়োগ এবং বহুবিধ সামাজিক উদ্যোগের সমন্বিত প্রয়াসে গত এক দশকে বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

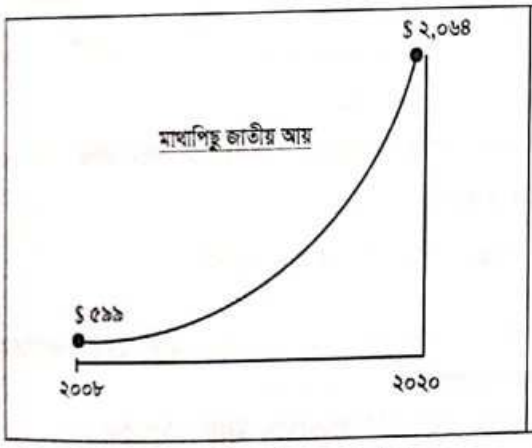
দারিদ্র্য বিমোচন-উচ্চ দারিদ্র্য রেখা (শতকরা হারে)



দারিদ্র্য বিমোচন-নিম্ন দারিদ্র্য রেখা (শতকরা হারে)



সূত্র: অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২০



⇒ ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৫৬.৭ শতাংশ। ২০০৫ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪০ শতাংশ। তবে, অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২০ অনুযায়ী বর্তমানে দারিদ্র্যের হার কমে দাঁড়িয়েছে ২০.৫ শতাংশে।

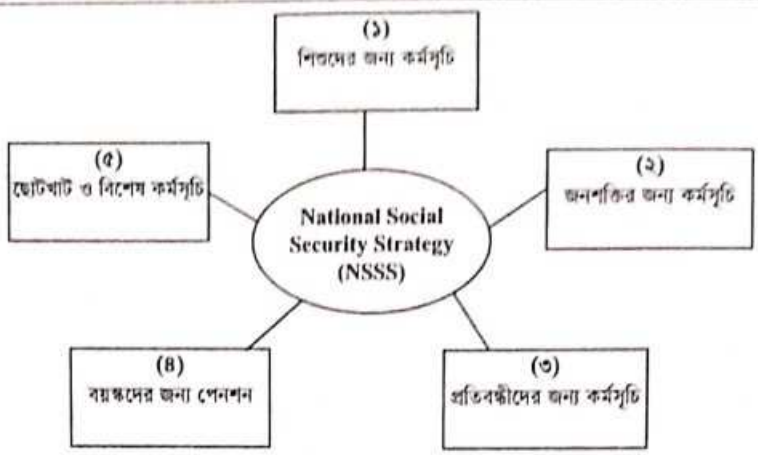
⇒ ২০০৫ সালে বাংলাদেশে চরম দারিদ্র্যের হার ছিল ২৫.১০ শতাংশ। তবে, অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২০ অনুযায়ী বর্তমানে চরম দারিদ্র্যের হার কমে দাঁড়িয়েছে ১০.৫ শতাংশে।

⇒ ২০০৮ সালের $৫৯৯ মাথাপিছু জাতীয় আয় ২০২০ সালে বেড়ে দাড়িয়েছে $২,০৬৪।

২. **দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম:**

- দারিদ্র্য বিমোচন এবং বৈষম্য হ্রাসকরণে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র-২০১৫ প্রণয়ন করা হয়। দারিদ্র্য জনগণের অবস্থা উন্নয়নে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে প্রতিবছর বরাদ্দ বৃদ্ধি করে চলছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এই খাতে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ ছিল ৭৪,৩৬৭ কোটি টাকা যা ২০২০-২১ অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৫,৫৭৪ কোটি টাকা। বর্তমানে দেশের প্রায় এক-চতুর্থাংশ পরিবারকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় নিয়ে এসেছে।
- বাংলাদেশ সরকার "Leaving No one Behind" কে সামনে রেখে প্রণয়ন করেছে "National Social Security Strategy (NSSS)", যার মুখ্য উদ্দেশ্য মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি এবং সাামাজিক নিরাপত্তা আনয়ন। National Social Security Strategy (NSSS) এর আওতায় কর্মসূচিসমূহকে ৫টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com



➤ **সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় পুনর্বাসন:**

১,৪৮,০০০ পরিবার	১,১৫,৭৭৫ পরিবার	২,৫০,০০০ পরিবার
জমিহীন, গৃহহীন দুস্থ পরিবারের পুনর্বাসন (২০১৮ সাল)	দারিদ্র্য পরিবারের জন্য গৃহনির্মাণ	গৃহ ও ভূমিহীনদের জন্য পুনর্বাসন পরিকল্পনা (২০১৯ লক্ষ্য)

আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য সামাজিক সুরক্ষা খাতের আওতা বাড়ানোর প্রস্তাবসমূহ:

- ✓ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সম্মানী ভাতা ১০ হাজার টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১২ হাজার ঢাকায় উন্নীত;
- ✓ বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪০ লক্ষ থেকে ৪৪ লক্ষ জনে বৃদ্ধি;
- ✓ বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতাভোগীর সংখ্যা ১৪ লক্ষ থেকে ১৭ লক্ষে বৃদ্ধি;
- ✓ সকল অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের ভাতা দেয়ার লক্ষ্যে ভাতাভোগীর সংখ্যা ১০ লক্ষ হতে ১৫.৪৫ লক্ষে বৃদ্ধি;
- ✓ প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তির সংখ্যা ৯০ হাজার হতে ১ লক্ষ জনে বৃদ্ধি, উপবৃত্তির হার বাড়িয়ে প্রাথমিক স্তরে ৭০০ টাকা হতে ৭৫ টাকায়, মাধ্যমিক স্তরে ৭৫০ টাকা হতে ৮০০ টাকায় এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৮৫০ টাকা হতে ৯০০ টাকায় বৃদ্ধি;
- ✓ সকল হিজড়াকে অন্তর্ভুক্ত করে হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা ৬০০০ জনে উন্নীত করা;
- ✓ বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উপকারভোগীর সংখ্যা ৬৪ হাজর থেকে ৮৪ হাজারে বৃদ্ধি;
- ✓ ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা ১৫ হাজার থেকে ৩০ হাজারে বৃদ্ধি;
- ✓ চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা ৪০ হাজার হতে ৫০ হাজারে বৃদ্ধি;
- ✓ দরিদ্র মার জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগীর সংখ্যা ৭ লক্ষ হতে ৭ লক্ষ ৭০ হাজার জনে বৃদ্ধি;
- ✓ কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তার আওতায় ভাতাভোগীর সংখ্যা ২ লক্ষ ৫০ হাজার হতে ২ লক্ষ ৭৫ হাজারে বৃদ্ধি।

৩. সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম:

- বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি;
- বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রম;
- দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা;
- কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল;
- মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা;
- অসচ্ছল প্রতিবন্দীদের জন্য ভাতা;
- এতিম শিশুদের খোরাকী ভাতা;
- বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম;
- ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীদের উন্নয়ন ব্যয়;
- হিজড়া জনগোষ্ঠী জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম।

৪. খাদ্য সাহায্য কর্মসূচির আওতায় চলমান বিভিন্ন কর্মসূচি:

- ওএমএস কর্মসূচি;
- কাজের বিনিময় টাকা (কাবিটা) কর্মসূচি;
- ভিডিডি;
- ভিজিএফ;
- জিআর।

৫. অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি:

- আশ্রয়ণ-২ (দারিদ্র্য বিমোচন ও পুনর্বাসন) প্রকল্প;
- গৃহায়ন তহবিল।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

৬. **দারিদ্র্য বিমোচনে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম:**

- আমার বাড়ি আমার খামার;
- সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিজিডিপি)-এর পর্যায়;
- সমবায় অধিদপ্তর;
- বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি);
- বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বোর্ড), কুমিল্লা;
- পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া;
- পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ);
- ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন;
- কর্মসংস্থান ব্যাংক;
- বাংলাদেশে ব্যাংক ঋণ কর্মসূচি;
- পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ);
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ কার্যক্রম।

৭. **বেসরকারি সংস্থাসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম:** সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তায়নে কাজ করছে। মূলত দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানবসম্পদ উন্নয়নে এনজিওগুলো কাজ করছে। নিচে প্রধান ৭টি এনজিও'র সার্বিক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো:

৭.১. **ব্র্যাক:** বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশ্বের সর্ববৃহৎ এনজিও ব্র্যাকের অবদান অপরিসীম। এটি দেশের সবচেয়ে বড় ক্ষুদ্রঋণ দানকারী সংস্থা। ক্ষুদ্রঋণ দানকারী সংস্থা। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ছাড়াও দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে ব্রাক কাজ করছে।

৭.২. **আশা:** ১৯৯১ সালে বিশেষায়িত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আশা কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটির স্বল্প ব্যয় ও টেকসই ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ মডেল হিসেবে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ মডেল হিসেবে পরিচিত পেয়েছে।

৭.৩. **ব্যুরো বাংলাদেশ:** ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্যুরো বাংলাদেশ দেশের ৬৪টি জেলার ৪৪১টি উপজেলায় দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করছে। উপকারভোগীদের প্রায় ৯১ শতাংশই মহিলা।

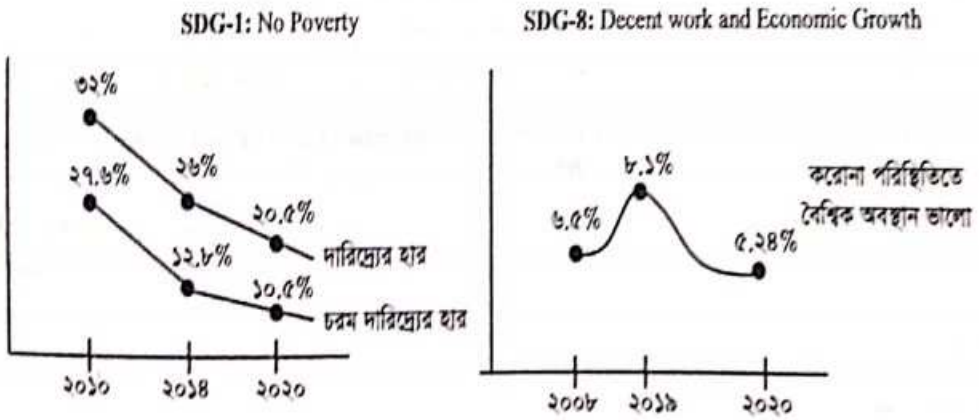
৭.৪. **এসএসএস:** সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নেয়নে সোসাইটি কর সোশ্যাল সার্ভিস (এসএসএস) কাজ করছে। দেশের ৩১ টি জেলার ১৮৬টি উপজেলায় সংস্থাটি কাজ করছে। ঋণ গ্রহিতাদের প্রায় ৯৮ শতাংশই মহিলা।

৭.৫. **শক্তি ফাউন্ডেশন:** ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, কুমিল্লা, বগুড়া ও অন্যান্য বড় শহরের বস্তিতে বসবাসরত সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের ঋণ সুবিধা প্রদানে শক্তি ফাউন্ডেশন কাজ করছে।

৭.৬ **প্রশিকা:** দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখার প্রত্যয়ে ১৯৭৫ সালে মানিকগঞ্জ থেকে প্রশিকার যাত্রা শুরু হয়। ডিসেম্বর ২০১২৮ পর্যন্ত সংস্থাটি মোট ৬,১৯০.৬৮ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে।

৭.৭. **স্বনির্ভর বাংলাদেশ:** ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত স্বনির্ভর বাংলাদেশ তার প্রায় ১৭ লক্ষ উপকারভোগীর মাঝে মোট ২,২৫৬.৬৬ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। সংস্থাটির সেবা গ্রহীতার প্রায় ৮৩ শতাংশই মহিলা।

৮. **MDG ও SDG অধীনে দারিদ্র্য বিমোচন:** MDG এর অধীনে ৮টি লক্ষ্যের প্রথম লক্ষ্য ছিল ক্ষুধা ও অতিদারিদ্র্য নিরসন। Sustainable Development Goals (SDGs) ১৭টি লক্ষ্য (Goals) মধ্যে প্রথমটি হল দারিদ্র সম্পূর্ণরূপে গুণ্যিকরণ। MDG নির্ধারিত লক্ষ্য ছিল দারিদ্র্যের হার ২৯% পর্যন্ত কমিয়ে আনা। বাংলাদেশে সেখানে ২০১৬ সালে ২৪.৩% এবং বর্তমানে ২০.৫% পর্যন্ত দারিদ্র্য কমিয়ে এনেছে।



চিত্র: SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা। উৎস: অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২০

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

৯. দারিদ্র্য বিমোচনে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি:

৯.১. **নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা:** বর্তমানে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশ্বের দেশগুলোকে তাদের আয় এবং সামাজিক সূচকের ভিত্তিতে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে থাকে। বিশ্বব্যাংক ঋণ প্রদানের সুবিধার জন্য অ্যাটলাস মেথড নামক বি পদ্ধতিতে মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় (GNI) পরিমাপ করে। প্রতি বছর ১ জুলাই বিশ্বব্যাংক আনুষ্ঠানিকভাবে মাথাপিছু জাতীয় আয় অনুসারে দেশগুলোকে ৪টি ক্যাটাগরীতে ভাগ করেন। এগুলো হলো–

ক্যাটাগরি	GNI/Capita (USD)
নিম্ন আয়ের দেশ	১,০৩৬ এর কম
নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ	১,০৩৬-৪,০৪৫
উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ	৪,০৪৬-১২,৫৩৫
উচ্চ আয়ের দেশ	১২,৫৩৫ এর বেশি

উৎস: World Bank Data blog country clasifications by income level: 1 July, 2020

বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে ২০১৫ সালে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ২০৩০ সালে বাংলাদেশের লক্ষ্য উচ্চ ম আয়ের দেশে পরিণত হওয়া এবং ক্রমান্বয়ে ২০৪০ সালে উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হওয়া।

৯.২. **উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় বাংলাদেশ:** ১৬ মার্চ, ২০১৮ সালে জাতিসংঘের উন্নয়ন নীতি কমিটি (CDP) বাংলাদেশকে স্বল্পো দেশ থেকে উত্তরণের সকল মানদন্ড পূরণকারী দেশ হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়।

সূচকের নাম	মানদন্ড	২০১৮ সালে বাংলাদেশ
মাথাপিছু জাতীয় আয় (GNI)	$ ১২৩০ (+)	$১২৭২
মানবসম্পদ সূচক (HAI)	৬৬ (+)	৭৩.২
অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক (EVI)	৩২ (–)	২৫.২

১০. দারিদ্র্য এবং বৈষম্য দূরীকরণে সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি:

"এই স্বাধীন দেশে মানুষ যখন পেট ভরে খেতে পারবে, পাবে মর্যাদাপূর্ণ জীবন; তখনই শুধু এই লাখো শহীদের আত্মা তৃপ্তি পাবে।"

— জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সংবিধানের ১৯ (২) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাহীন বিলোপ করার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে নির্দেশনা রয়েছে।

বিশ্বে 'উন্নয়নের বিস্ময়' (Development miracle) হিসেবে বাংলাদেশের নতুন খ্যাতির (branding) মূল রহস্য হলো কার্যকরী পরিকল্প ও নীতিমালা গ্রহণ এবং সেগুলোর বাস্তবায়ন। এর ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনা, ক্ষুধা নিরসন, সামাজিক নিরাপত্তা আনয়ন, শিক্ষ বাসস্থান, চিকিৎসা, নারীর ক্ষমাতয়ন, সমতা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে । সরকার বর্তমান 'সবুজ বিপ্লব' কে সামনে রেখে কৃষিখাতে প্রযু গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে । খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তিতে উন্নয়নের স্বার্থে "রূপকল্প-২০২১" বাস্তাবায়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ২০৩০ সালে মাঝে SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জন এবং মধ্যম আয়ের দেশ উন্নীত হবার উদ্দেশ্যও রয়েছে নব্য এই এশিয়ান টাইগারের (Asian Tiger)। এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য "রূপকল্প-২০৪১" মধ্যদিয়ে দেশকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করা। এছাড়াও পরিবেশগত ঝুঁকি রোধে এবং টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে নিজস্ব তহবিল গঠনের পাশপাশি "ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০" গ্রহণ করেছে।

"As we have started the development jourrney overcoming many obstacles, God-willing, no one can stop this journey anymore."

—*Honorable PM Sheikh Hasina*

References:

১. cri.org.bd;
২. বাজেট ২০২০-২১;
৩. অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২০।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জসমূহ

"এই স্বাধীনতা তখনই আমার কাছে প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ে উঠবে যেদিন বাংলার কৃষক-মজুর ও দুঃখী মানুষের সকল দুঃখের অবসান ঘটবে।"

— জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়তে বঙ্গবন্ধু যে আকাশমান স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্নের একটি ধাপ পূরণ করলো বাংলাদেশ। সীমিত সম্পদ, বিপুল জনসংখ্যার বাংলাদেশ আজ জাতিসংঘ নির্ধারিত "স্বল্পোন্নত দেশ" এর তালিকা থেকে উত্তরণে সক্ষম হয়েছে। তবে এই উত্তরণ তখনই প্রকৃত সাফল্যমণ্ডিত হবে যখন বাংলাদেশ বিশেষ সুবিধাসমূহ ছাড়াই এই সাফল্য অব্যাহত রাখার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারবে।

১. **স্বল্পোন্নত দেশ কী ও এর পটভূমি:** জাতিসংঘ প্রথম স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে পৃথকভাবে শ্রেণিবদ্ধ করে– ১৯৭১ সালে। বিশ্বের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশগুলো আর্থসামাজিক বিভিন্ন মানদন্ডে ক্রমশ পিছিয়ে থাকার প্রেক্ষাপটে এ সমস্ত দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জাতিসংঘ প্রথম স্বল্পোন্নত দেশের ধারণা প্রবর্তিত করে। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার বিভিন্ন সূচকে জাতিসংঘ নির্ধারিত সীমার (Threshold) মধ্যে থাকা দেশগুলো স্বল্পোন্নত। বর্তমানে স্বল্পোন্নত দেশের এর সংখ্যা ৪৭। বাংলাদেশ এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯৭৫ সালে।

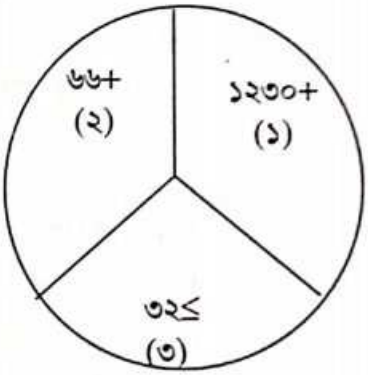
LDC বা স্বল্পোন্নত দেশ: যেসব দেশ সুনিয়ন্ত্রিতভাবে দারিদ্র্যে হার কামানোর ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জনে ব্যর্থ এবং যে সকল দেশের জীবনযাত্রার মান কম ও মানব উন্নয়ন সুচক অপরাপর দেশের তুলনায় নিম্নমুখী, সেগুলো স্বল্পোন্নত দেশরূপে চিহ্নিত। এ সমস্ত দেশোগুলোকেই স্বল্পোন্নত দেশ বলে, যেগুলো তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে উল্লেখযোগ্য হারে শিল্পখাতের প্রসার ও উন্নয়ন ঘটিয়ে প্রয়োজনীয় সম্পর্ক গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে।

২. **LDC অভিগমনের শত ও বাংলাদেশের অর্জন:** বর্তমানে জাতিসংঘ ৩টি শর্তপূরণ সাপেক্ষে একটি দেশকে LDC থেকে মুক্ত ঘোষণা করা হয়–

১. **মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় (GNI):** বিগত তিন বছরের গড় মাথাপিছু জাতীয় আয় ১২৩০ মার্কিন ডলার বা তার চেয়ে বেশি।

২. **মানব উন্নয়ন সূচক (HAI):** স্কোর ৬৬ বা এর বেশি। ৪টি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে গঠিত-

- অপুষ্টির শিকার এমন জনসংখ্যার আধিক্য
- অধিক মাতৃ মৃত্যুহার ও শিশুমৃত্যু হার
- শিক্ষা-স্বাক্ষরতার হার
- স্বাস্থ্য



৩. **অর্থনীতি ভঙ্গুরতার সূচক (EVI):** স্কোর ৩২ বা এর কম। ৪টি বিষয়-

- প্রাকৃতিক দুর্যোগ
- বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক আঘাত
- জনসংখ্যার পরিমাণ
- বিশ্ববাজার থেকে দেশের দূরত্ব

একটি দেশ যেকোনো ২টি সূচক অর্জন করতে পারলে, সেটি স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ ঘটানোর যোগ্যতা অর্জন করে তবে ইচ্ছে করলে কোন দেশ শুধু আয়ের ভিত্তিতে LDC থেকে বেরিয়ে আসার আবেদন করতে পারে। সে ক্ষেত্রে তার মাথাপিছু আয় মূল্যায়নের বছরে নির্ধারিত প্রয়োজনীয় আয়ের দ্বিগুণ হতে হবে। বাংলাদেশ প্রথম দেশ হিসেবে তিনটি সূচকেই লক্ষ্য পূরণে সমর্থ হয়েছে। বাংলাদেশ ১৯৭৫ সালে LDC ভুক্ত দেশের অন্তর্ভুক্তি হয়। ৪৭ বছর আগে এই LDC গঠন করার পরে ৫টি দেশ/দ্বীপপুঞ্জ LDC তালিকা বের হতে পেরেছে। এগুলো হলো–

দেশ	সাল
বতসোয়ানা	১৯৯৪
কেপভার্দে	২০০৭
মালদ্বীপ	২০১১
সামোয়া	২০১৪
ইকুয়েটরিয়াল গিনি	২০১৭
ভানুয়াতু (সুপারিশ পেয়েছে)	২০২০
অ্যাঙ্গোলা (সুপারিশ পেয়েছে)	২০২১

১২-১৬ মার্চ, ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে CDP এর ২০ তম ত্রিবার্ষিক বৈঠকে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের সকল মানদন্ড পূরণের স্বীকৃতি পায়। বাংলাদেশের পাশপাশি LDC থেকে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করে আরো ২টি দেশ-মিয়ানমার ও লাওস। নিম্নে ৩টি সূচকে বাংলাদেশ, মিয়ানমার ও লাওসের অর্জন দেয়া হলো:

Please join our Group: BCS Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

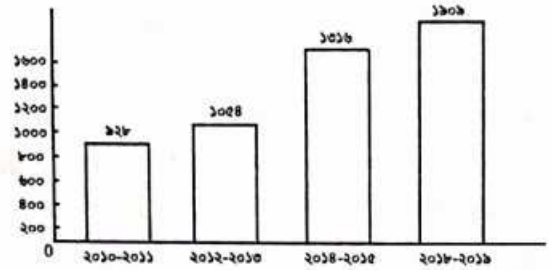
Scan Credit: Job Ninja

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

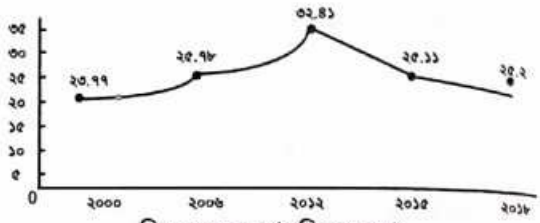
সূচক	মানদন্ড	বাংলাদেশ	মিয়ানমার	লাওস
GNI/Capita (USD)	১২৩০ বা তার বেশি	১২৭৪	১২৫৫	১৯৯৬
মানব সম্পদ (HAI)	৬৬ বা তার বেশি	৭৩.২	৬৮.৫	৭২.৮
অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা (EVI)	৩২ বা তার কম	২৫.২	৩১.৭	৩৩.৭

উৎস: 2018 Triennial review of United Nations Department of Economic And Social Affiars.

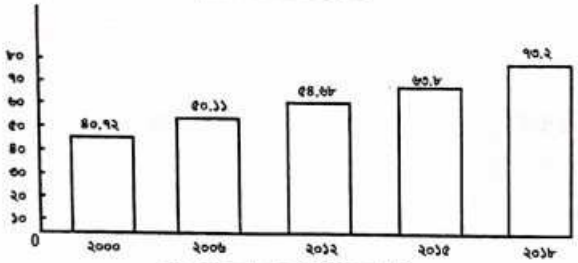
মাথাপিছু ও গড় আয় (মার্কিন ডলার)



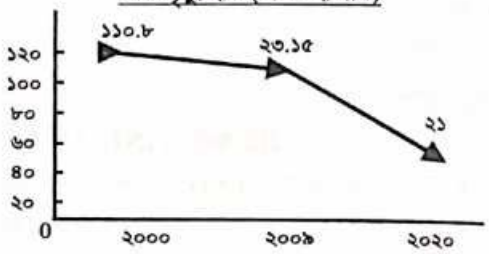
অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক



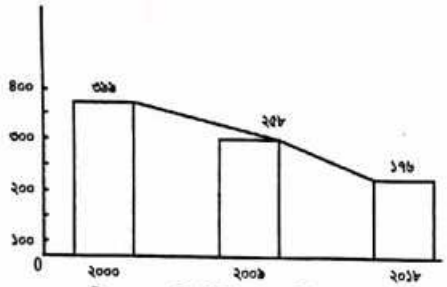
মানবসম্পদ সূচক



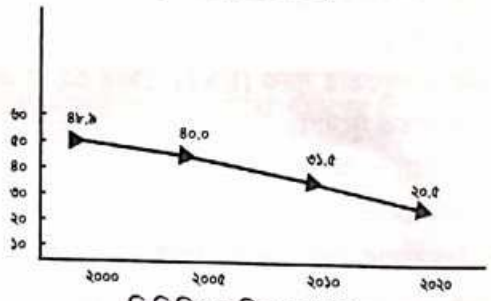
শিশু মৃত্যুহার (প্রতি হাজার)



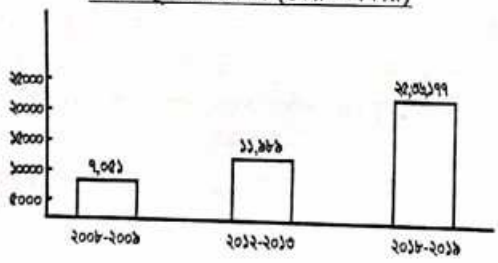
মাতৃ মৃত্যু হার (প্রতি লাখে)



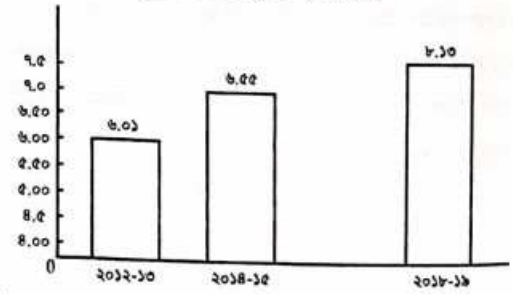
দারিদ্রের হার (%)



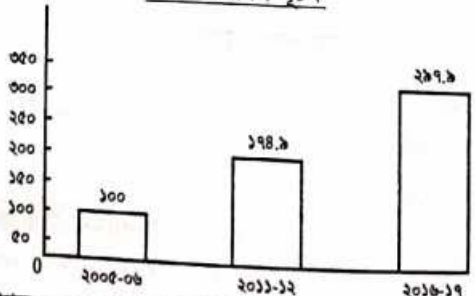
চলতি মূল্যে জিডিপি (কোটি টাকায়)



জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার (%)



শিল্প উৎপাদন সূচক



উৎস: পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং বাংলাদশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

কোনো দেশ প্রথমবার LDC থেকে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করার পরেও আরো ছয় বছর এই উন্নতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হয়। LDC তালিকা থেকে চূড়ান্তভাবে উন্নীত হওয়ার যে মূল্যায়ন, তার দায়িত্ব দেয়া হয় জাতিসংঘের দুটি সংস্থাকে –

- জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলন (UNCTAD) এবং
- জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভাগ (ECOSOC)।

২০১৮ - ২০২১ সাল: CDP-এর পরবর্তী বৈঠক হবে ২০২১ সালে। ততদিন পর্যন্ত এ তিনটি শর্ত পূরণ থেকে বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণে রাখবে এই সংস্থাটি।

২০২১-২০২৪ সাল: ২০২১ থেকে ২০২৪- এই তিন বছরকে বাংলাদেশের জন্য LDC থেকে উত্তরনের 'গ্রেস পিরিয়ড' বলা হবে। এই সময়ে বাংলাদেশ LDC থেকে উত্তরণের কৌশল তৈরি করবে এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে জাতিসংঘের উন্নয়ন নীতিমালা কমিটি (CDP) প্রতি বছর জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC) এর কাছে রিপোর্ট দিবে।

৪. LDC থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জসমূহ:

১. অগ্রাধিকার মূলক বাজার সুবিধা (জিএসপি) হারাবে
২. করমুক্ত ও কোটামুক্ত বাজার প্রবেশের সুবিধা আর থাকবে না;
৩. কম সুদে ঋণ পাওয়ার সুবিধা হারাবে;
৪. রপ্তানি বাণিজ্যে TRIPS মুক্ত সুবিধা আর থাকবে না;
৫. Anti-Dumping duty পরিশোধ করতে হবে;
৬. স্থানীয় শিল্প সুরক্ষায় সম্পূরক কর আরোপের শিকার হবে।

৫. LDC থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য সুপারিশ:

১. উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ, শিল্পায়ন বাড়াতে হবে এবং সে লক্ষ্যে অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন সাধন করতে হবে।
২. অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সম্পদ বাড়ানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে, সে জন্য জ্বালানি ও অবকাঠামোগত ঘাটতি দূর করতে হবে।
৩. রপ্তানি খাতে তৈরি পোশাকের ওপর অধিক নির্ভরতা নয়, রপ্তানিপণ্যের বহুমুখীকরণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে ও বিনিয়োগকারীদের আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।
৪. সর্বোপরি, টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, গণতন্ত্র, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার ইত্যাদি সুনিশ্চিত করতে হবে।
৫. বৈদেশিক বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে।

৬. LDC থেকে উত্তরণে বাংলাদেশের সম্ভাবনা:

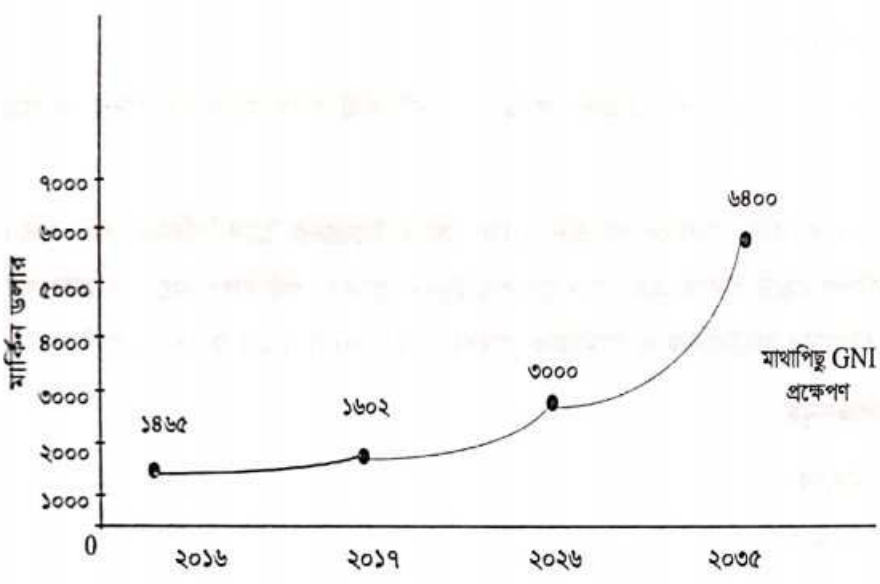
"বাংলাদেশের LDC থেকে বের হওয়া সাম্প্রতিক উন্নয়ন ইতিহাসের একটি অনন্য ঘটনা"

— দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

✓ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ ঘটলে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা বাড়বে। আন্তার্জতিক বিভিন্ন প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে আমরা এক কাতারে দাঁড়াতে পারব।
✓ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের সকল মানদন্ড পূরণকারী দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ায় বাংলাদেশকে এখন আন্তর্জাতিক ফোরামে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা হবে।
✓ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক ক্ষেত্রে এদেশের দর কষাকষির ক্ষমতা বাড়বে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

✓ অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক ও মানব সম্পদ উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের ভালো অবস্থান থাকার স্বীকৃতি পাওয়ার কারণে বিদে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। এটি পরোক্ষভাবে দেশের জিডিপি বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। প্রবৃদ্ধির এই ধারা বজায় থাক ২০৩৫ সাল নাগাদ GNI হবে ৬৪০০ মার্কিন ডলার।



১৯৭৫: Least Developed Country (LDC) স্বল্প উন্ন দেশের স্বীকৃতি-by UNCDP.

↓

২০১৫: Lower Middle Income Country (নিম্ন মধ্য আয়ের দেশের স্বীকৃতি)-by WB.

↓

২০১৮: LDC থেকে মুক্তির যোগ্যতা অর্জন।

↓

২০২৪: LDC থেকে আনুষ্ঠানিক মুক্তি।

↓

২০৩০: বিশ্বে ২৮তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ।

↓

২০৫০: বিশ্বে ২৩তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ।

উৎস: cri.org.bd

বাংলাদেশ ২০২৭ সাল পর্যন্ত ইউরোপিয় ইউনিয়ন (EU) এর Everything But Arms (EBA) সুবিধার আওতায় রপ্তানির ক্ষে শুল্কমুক্ত পণ্য রপ্তানির সুবিধা পাবে। এছাড়া, বাংলাদেশ মানবাধিকার, শ্রম অধিকার, পরিবেশ সুরক্ষা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রযোজ্য শর্তাবলী পূরণ করতে পারলে জিএসপি প্লাস নামে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য সুবিধা পাবে।

২০১৮ সালটিতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সফলতার জন্য নানা সুখবর অপেক্ষা করছিল। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণে যোগ্যতা অর্জন তার মধ্যে একটি। এর ফলে বাংলাদেশে এখন আসছে প্রচুর বৈদেশিক বিনিয়োগ। সফলতার এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখ ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে বিশ্ব অর্থনীতির অন্যতম পরাশক্তি। আর এর জন্য প্রয়োজন দেশের জনগণ ও সরকারের একত্র এবং কর্মনিষ্ঠা।

"সবার আগে বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG) অর্জন করবে। লিফট দিয়ে নয়, সিঁড়ি বেয়ে বাংলাদেশকে ওপরে উঠতে হবে। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে বিশ্বের শীর্ষ ২০ অর্থনীতির দেশের একটি।"

— পরিকল্পনা মন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামা

Reference:

1. un.org
2. ECOSOC
3. উন্নয়ন নীতি কমিটি (CDP)

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিট্যান্স আয়

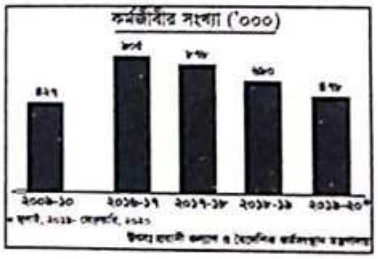
আন্তর্জাতিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে জনশক্তি রপ্তানি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় জনসংখ্যার অসম বণ্টন পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশেষ করে বাংলাদেশে, ভারত, পাকিস্তান, আফ্রিকার দারিদ্র্যপীড়িত কিছু দেশ ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক সামর্থ্যের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি। এসব দেশ সীমিত অর্থনৈতিক সমার্থ্যের দ্বারা বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান করতে পারে না। সর্বোপরি অধিক জনসংখ্যা এসব দেশের জাতীয় অর্থনীতির উপর একটি বড় বোঝা ও জাতীয় উন্নয়নের সবচেয়ে অন্তরায়। তাই এ বিপুল জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে রূপান্তরের কোনো বিকল্প নেই। এ প্রেক্ষাপটে অধিক জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তরের একটি প্রক্রিয়া হিসেবে বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় ১৯৭৬ সাল থেকে। আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের একটি বড় অংশ এখনও বাংলাদেশের শ্রমিকরা দখল করে আছে।

১. **জনশক্তি আমদানিকারক দেশসমূহ:** বিশ্বের অধিকাংশ উন্নত দেশ নিজেরা নিজেদের শ্রমের চাহিদা মিটাতে পারে না। তাই উন্নত দেশগুলো শ্রম রপ্তানিকারক রাষ্ট্রগুলো থেকে জনশক্তি আমদানি করে থাকে। জনশক্তি আমদানিকারক দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণ কোরিয়া। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো মূলত অল্পসংখতক জনশক্তি আমদানি করে থাকে। তবে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার রয়েছে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, ওমান , মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে।

২. **বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাস আয়:** বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ দেশে ক্রমবর্ধমান কর্মসংস্থানের পাশাপাশি বেকার সমস্যা দূরীকরণ, দারিদ্র বিমোচন এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানিতে আর্থিক সহায়তা (ঋণ) প্রদান ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে বিনিয়োগ সুবিধা সম্প্রসারণসহ প্রবাসীদের কল্যাণার্থে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক' তাদের কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করছে। আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে National Skill Development Authority (NSDA) গঠন করা হয়েছে এবং এই NSDA কে কার্যকর করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।



বাংলাদেশের শ্রমশক্তি রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পাওয়া এবং করোনার কারণে প্রবাসী শ্রমিকদের ব্যাপক হারে প্রত্যাবর্তন সত্ত্বেও ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রবাস আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৬.৯৩ লক্ষ যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরের চেয়ে ২১.০৭ শতাংশ কম। পক্ষান্তরে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ছিল ১৬.৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৯.৬০ শতাংশ বেশি। ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১০.৮৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৮.২১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে জনশক্তি রপ্তানি হয়েছিল ৪ লাখ ২৭ হাজার; ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৯ লাখ ৫ হাজার, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৮ লাখ ৭৮ হাজার, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৬ লাখ ৯৩ হাজার জনশক্তি রপ্তানি হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৪ লাখ ৭৮ হাজার জনশক্তি রপ্তানি হয়েছে। মার্চ'২০২০ সালে করোনার কারণে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বন্ধ থাকায় জনশক্তি রপ্তানি হয়নি, তা সত্ত্বেও রেমিট্যান্স প্রবাহের গতিধারা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১০.৮৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।



উল্লেখ্য, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে যথাক্রমে জিডিপির ৫.১১ শতাংশ মোট রফতানি আয়ের ৩৬.৮৫ শতাংশ হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপিতে প্রবাস আয় এবং রফতানি আয়ে প্রবাস আয়ের অনুপাত আগের অর্থবছরের তুলনায় বেড়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রবাস আয়ের পরিমাণ জিডিপি'র প্রায় ৫.৫২ শতাংশে এবং মোট পণ্য রপ্তানির ৫৪.০৬ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে, যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ছিল জিডিপি'র প্রায় ৫.৪৩ শতাংশ এবং মোট পণ্য রপ্তানির ৪০.৫১ শতাংশ। নিচে জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে রেমিট্যান্স দেখানো হলো:

অর্থবছর	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
জিডিপির শতকরা হার	৫.১১	৫.৪৭	৫.৪৩	৫.৫২
রপ্তানির শতকরা হার	৩৬.৮৫	৪০.৮৬	৪০.৫১	৫৪.০৬

[উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক]

Please join our Group: BCS Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Scan Credit: Job Ninja

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

৩. **বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জনশক্তি রপ্তানি এবং রেমিট্যান্সের গুরুত্ব:** বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতির অন্যতম সহায়ক হলো প্রবাসী শ্রমিকদের প্রেরিত রেমিট্যান্স। এছাড়া বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান উৎসও রেমিট্যান্স। যেহেতু বাংলাদেশ আমদানিনির্ভর দেশ তাই বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজনীয় রিজার্ভ জাতীয় অর্থনীতিকে ঝুঁকিমুক্ত রাখে। প্রবাসী শ্রমিকদের প্রেরিত রেমিট্যান্স বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রেমিট্যান্সের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবগুলো আলোচনা করা হলো:

- **বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিতে:** প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিশ্চিত করতে ব্যাপক সহায়তা করে। বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাড়িয়েছে প্রায় ৪২ বিলিয়ন ডলার।
- **অভ্যন্তরীণ পুঁজি প্রবাহ বৃদ্ধিতে:** বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পুঁজির ব্যাপক স্বল্পতা রয়েছে। পুঁজি স্বল্পতার জন্য শিল্পের প্রসার ছাড়া একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান করা যায় না। রেমিট্যান্স বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পুঁজি প্রবাহ অনেকটা বৃদ্ধি করেছে।
- **বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে:** একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিনিয়োগের সাথে সরাসরি জড়িত। প্রবাসীদের প্রেরিত বিপুল পরিমাণ অর্থ বিভিন্ন উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করা হচ্ছে যা আমাদের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক।
- **দারিদ্র্য দূরীকরণ:** বাংলাদেশের একটি বিশাল জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। প্রবাসী প্রেরিত রেমিট্যান্স তাদের পরিবারের দরিদ্রতা দূরীকরণে ব্যাপক সহায়তা করছে।
- **গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা করতে:** প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ হওয়ায় দেশেও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষ করে আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতিতে রেমিট্যান্সের ব্যাপক প্রভাব পড়ছে। এর করে গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হচ্ছে।
- **জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে:** বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গড়ে তোলা, অভ্যন্তরীণ পুঁজি প্রবাহ বৃদ্ধি, সামাজিক বৈষম্য হ্রাস ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে রেমিট্যান্সে অর্থনীতির গতি বৃদ্ধি করে জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছে।
- **কৃষির উন্নয়ন:** বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের অর্থ কৃষক পরিবারগুলোর কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কৃষি অর্থনীতিতে অতিরিক্ত অর্থের এ যোগান সার্বিক কৃষিখাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
- **আমদানি-রপ্তানি ভারসাম্য রক্ষা:** বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের অর্থ দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে তা হলো এ অর্থ দেশের আমদানি-রপ্তানি ভারসাম্য রক্ষায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- **কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে:** দেশীয় অর্থনীতিতে বিদেশে জনশক্তি রপ্তানির প্রত্যক্ষ ফল লক্ষ করা যায় কর্মস্থান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে। বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের প্রেরিত অর্থ তাদের পরিবারের অন্যান্য পূর্ণ ও মৌসুমি বেকারদের কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের প্রেরিত অর্থে গড়া প্রতিষ্ঠানে বাইরের অনেক শ্রমিকেরও কর্মসংস্থান হচ্ছে।
- **বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরশীলতা হ্রাস:** বর্তমানে আমাদের অর্থনীতি বহুলাংশে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরশীল যার কোনো ইতিবাচক ফলাফল বৃহত্তর অর্থনৈতিক পরিসরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না বরং এ ঋণের বোঝা বহন করে জাতীয় অর্থনীতি ভীষণভাবে নাজুক। এমতাবস্থায় বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের পাঠানো অর্থ এ নির্ভরতা হ্রাস করে স্বনির্ভর অর্থনীতির ভিত নির্মাণে সহায়তা করতে পারে।

৪. **রেমিট্যান্স আহরণে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ও করোনা পরবর্তী বৈশ্বিক অবস্থা:** মহামারি করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের মধ্যেও চলতি বছর প্রবাসী আয়ে (রেমিট্যান্স) সারা বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম। ৩০ অক্টোবর, ২০২০ 'অভিবাসনের সাপেক্ষে কোভিড-১৯ সংকট' শীর্ষক বিশ্বব্যাংক ও নোম্যাডের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের হিসাব মতে ২০২০ সালে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স আসবে ২০ বিলিয়ন ডলার। ফলে পরিমাণের দিক থেকে শীর্ষ ১০ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ থাকছে অষ্টম স্থানে।



উৎসঃ *Migrant and Development Brief, World Bank*

রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রথম স্থানে রয়েছে ভারত (৭৬ বিলিয়ন ডলার), দ্বিতীয়তে চীন (৬০ বিলিয়ন ডলার) আর তৃতীয়তে মেক্সিকো (৪১ বিলিয়ন ডলার)। প্রতিবেদনের তথ্যানুসারে, ২০২১ সাল নাগাদ বৈশ্বিক প্রবাসী আয়প্রবাহ ২০১৯ সালের মহামারিপূর্ব পর্যায়ের চেয়ে ১৪ শতাংশ হ্রাস পাবে। বৈশ্বিক অর্থনীতি যেখানে চলতি বছর সংকুচিত হবে, সেখানে প্রবাসী আয়ও স্বাভাবিকভাবেই কমবে। তবে বৈশ্বিক মহামারি সত্ত্বেও এ বছর বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও মেক্সিকোর প্রবাসী আয় বাড়বে।

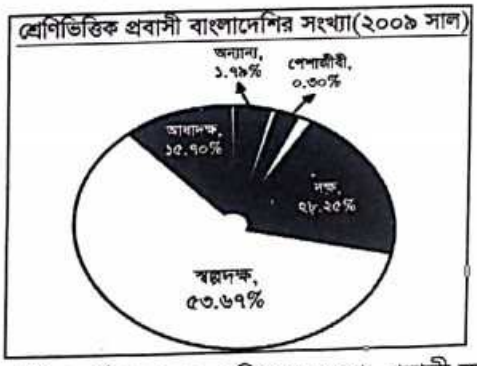
প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	অষ্টম
ভারত (৭৬ বিলিয়ন ডলার)	চীন (৬০ বিলিয়ন ডলার)	মেক্সিকো (৪১ বিলিয়ন ডলার)	বাংলাদেশ (১৮.২১ বিলিয়ন ডলার)

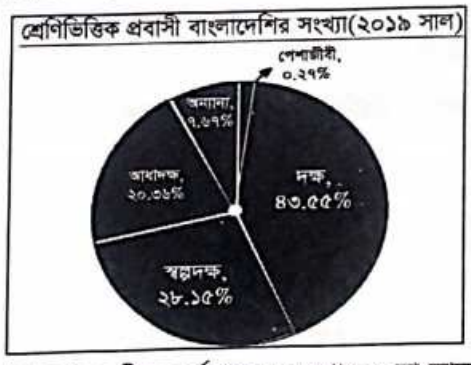
Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

২০২০ সালে বাংলাদেশের প্রবাসী আয় বাড়বে ৮ শতাংশ। বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে এই দেশগুলোর প্রবাসী আয় কমেনি এবং তৃতীয় প্রান্তিকে প্রবাহ বেড়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, করোনার কারণে বিভিন্ন দেশে এখনো ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আছে। এ অবস্থায় আনুষ্ঠানিক চ্যানেলগুলোর পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক চ্যানেল দিয়েও প্রবাসী আয়ের প্রবাহ সচল থাকবে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে হজ্জ বন্ধের প্রভাব ছাড়াও রেমিট্যান্স বাড়ার পেছনে আরও বেশ কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ তুলে ধরেছে বিশ্ব ব্যাংক। রেমিটেন্সে প্রবৃদ্ধির পেছনে বন্যাকেও গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে দেখছে বিশ্বব্যাংক। প্রায় ১০ লাখ ঘরবাড়ি ও ৪৭ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তাদের প্রবাসী স্বজন বেশি টাকা পাঠিয়েছেন। মহামারির মধ্যে এপ্রিল-জুন সময়ে শাটডাউনের কারণে অর্থ জমে যাওয়া ও আন্তর্জাতিক ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা থাকায় অনানুষ্ঠানিক (হাতে হাতে বহন) থেকে আনুষ্ঠানিক বৈধ পথে (ব্যাংকের মাধ্যমে) অর্থ আসাকেও রেমিট্যান্স বাড়ার সম্ভাব্য কারণ হিসেবে দেখছে বিশ্বব্যাংক। এছাড়া বৈধ পথে রেমিটেন্স পাঠালে সরকার যে ২ শতাংশ প্রণোদনা ঘোষণা করেছে, পবৃদ্ধিতে তারও ভূমিকার কথা তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশে ২০১৯ সালে ১৮ দশমিক ২১ বিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা, যা ছিল আগের বছরের চেয়ে ১৮ শতাংশ বেশি। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যে দেখা যায়, চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই-অক্টোবর) প্রায় ৯ বিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৫০ শতাংশ বেশি।



৫. **শ্রেণিভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি:** জনশক্তি রপ্তানির ধরন অর্থাৎ পেশাগত দিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিগত ১০ বছরে স্বল্প দক্ষ জনশক্তির গড়হার মোট জনশক্তি রপ্তানির প্রায় ৪৪.২ শতাংশ। ২০০৯ সালে দক্ষ ও পেশাজীবী জনশক্তি রপ্তানির হার ছিল মোট জনশক্তি রপ্তানির যথাক্রমে প্রায় ২৮.২৫ শতাংশ ও ০.৩০ শতাংশ যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ সালে দাঁড়িয়েছে ৪৩.৫৫ শতাংশ ও ০.২৭ শতাংশ। ২০০৯ এবং ২০১৯ সালের শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যাঃ

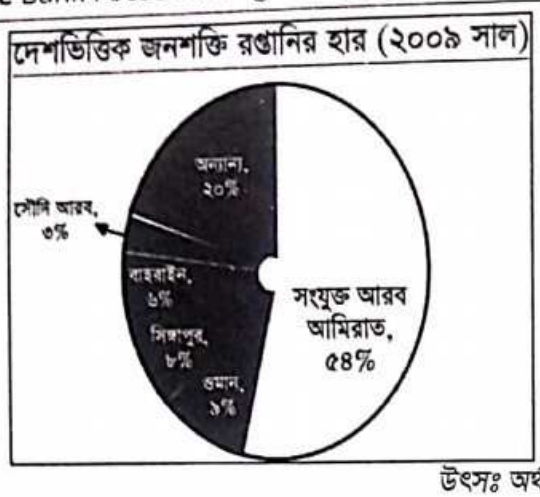


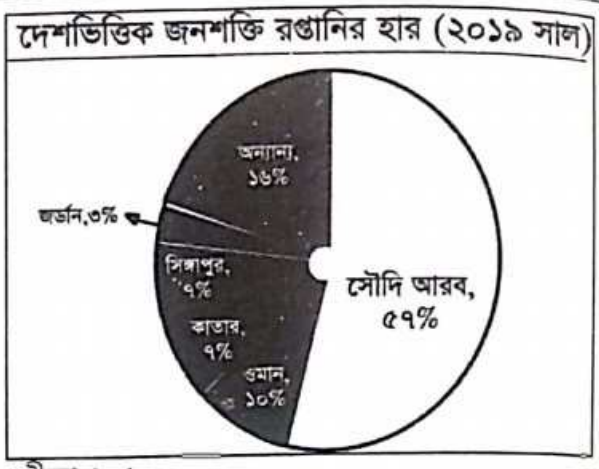


উৎস: জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক

৬. **দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি ও প্রবাস আয়:** বাংলাদেশের প্রবাসী জনশক্তির অধিকাংশই সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, কাতার, ওমান, কুয়েত ও সিঙ্গাপুরে কর্মরত। এছাড়া বাহরাইন, জর্ডান, লেবানন, ইরাক, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রুনাই, মরিসাস, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ইতালিসহ অন্যান্য দেশেও বাংলাদেশি জনশক্তি কর্মরত রয়েছে। বাংলাদেশের বৈদেশিক শ্রমবাজার ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। চলতি দশকে দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। ২০০৯ সালে মোট জনশক্তি রপ্তানির সিংহভাগ ৫৪ শতাংশ হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতে, অথচ ২০১৯-তে এ হার হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ০.৪৭ শতাংশে অন্যদিকে সৌদি আরবে ২০০৯ সালে জনশক্তি রপ্তানি মোট জনশক্তি রপ্তানির মাত্র ৩ শতাংশ হলেও ২০১৯ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ২০০৯ সালে বিদেশগামী নারী কর্মীর সংখ্যা ছিল ২২,২২৪ জন, ২০১৭ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১,২১,৯২৫ জন এ দাঁড়িয়েছে, যা পূর্ববর্তী যে কোনো বছরের তুলনায় সর্বাধিক। ২০১৯ সালে নারী কর্মী গমনের সংখ্যা ১,০৪,৭৮৬ জন, যা মোট কর্মী গমনের প্রায় ১৪.৯৭ শতাংশ।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com





উৎসঃ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২০

প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের সিংহভাগই আসে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ থেকে। এক্ষেত্রে, শীর্ষে অবস্থান করছে সৌদি আরব; এরপর সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং যুক্তরাষ্ট্র। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের মধ্যে সৌদি আরব থেকে সর্বাধিক প্রবাস আয় (২২.০৫%) এসেছে। এরপরের অবস্থানেই রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত (১৩.৫৮%), কুয়েত (৭.৫৪%) এবং ওমান (৬.৭৬%)। পশ্চিমা ও ইউরোপিয়ান দেশসমূহের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র (১৩.২০%), এরপর যুক্তরাজ্যের অবস্থান (৭.৫০%)। সাম্প্রতিক সময়ে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও অন্যান্য কয়েকটি দেশ থেকে প্রবাস আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

▶ **বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রেরণকারী শীর্ষ পাঁচ দেশ হলো:**

#	রেমিট্যান্স প্রেরণকারী শীর্ষ দেশসমূহ	অবদান
১.	সৌদিআরব	২২.০৫%
২.	সংযুক্ত আরব আমিরাত	১৩.৫৮%
৩.	যুক্তরাষ্ট্র	১৩.২০%
৪.	কুয়েত	৭.৫৪%
৫.	যুক্তরাজ্য	৭.৫০%

উৎস: জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক

৭. **বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি সমস্যা:** ১৯৭৬ সন থেকে বাংলাদেশ জনশক্তি রপ্তানি শুরু করলেও এখনও পর্যন্ত জনশক্তি রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো গড়ে তুলতে পারেনি। বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানির জন্য নতুন হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে আরব বিশ্বে জনশক্তি রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশ জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

- শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতা ও দক্ষ শ্রমিকের অভাব
- অবৈধ উপায়ে লোক প্রেরণ
- বিদেশে বাংলাদেশি মিশনগুলোর অসহযোগিতা
- দক্ষতার প্রমাণপত্রের অভাব
- বিদেশে নিয়োগকারীদের হয়রানি
- শ্রমবাজার সম্পর্কে ধারণার অভাব
- রেমিট্যান্স প্রেরণ প্রতিবন্ধকতা

৮. **বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাস আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ:** করোনাভাইরাস মহামারিতে বিশ্বজুড়ে লকডাউন এবং অচলাবস্থার কারণে বহুমাত্রিক সংকট দেখা দিয়েছে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি খাতে। প্রবাসীদের সামগ্রিক কল্যাণ ও সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ, কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে নতুন নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টি এবং ওই বাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে সরকার কাজ করছে। বৈদিশিক কর্মসংস্থান, দক্ষ কর্মী তৈরি ও প্রবাস আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করা হয়েছে:

৮ (ক) শ্রমবাজর সম্প্রসারণ: মধ্যপ্রাচ্য বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান ও সুপরিচিত শ্রম বাজার। প্রচলিত শ্রম বাজার সংরক্ষণসহ বর্তমানে নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে ক্রোয়েশিয়া, আলবেনিয়া, বসনিয়া ও হার্জেগোবিনা, পোল্যান্ড ও রোমানিয়ার মতো ইউরোপীয় শ্রমবাজারে কর্মী প্রেরণ সম্ভব হচ্ছে। জাপান, কম্বোডিয়া ও সিসিলের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হওয়ায় এসব দেশে বিগত এক বছরে ব্যাপক হারে কর্মী প্রেরণ শুরু হয়েছে। বিশেষ করে জাপানের শ্রমবাজারভিত্তিক দক্ষতা ও ভাষা প্রশিক্ষণে গুরুত্ব দেওয়ায় দক্ষ জনশক্তি প্রেরণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন দেশে কর্মী প্রেরণের চাহিদা নিরূপণের জন্য ৫৩টি দেশে শ্রমবাজার গবেষণা করা হয়েছে। নতুন শ্রমবাজারে বাংলাদেশের সম্ভাবনা যাচাই করার জন্য ২০১৯-২০ অর্থবছরে তাজিকিস্তান, গায়ানা ও কেনিয়ার শ্রমবাজার নির্ধারণের জন্য গবেষণা করা হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের শ্রমবাজার আরও বৃদ্ধি পাবে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

৮ (খ) **অভিবাসন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ:** অভিবাসন ব্যয় যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ সম্পর্কিত কিছু উদ্যোগ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- বোয়েসেল এর আওতায় ইপিএস পদ্ধতিতে স্বল্প ব্যয়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মী প্রেরণ করা হয়। ইতোমধ্যে সরকার শ্রমবাজারসমূহে দেশভিত্তিক সর্বোচ্চ অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ করেছে।
- বিদেশে গমনেচ্ছুক কর্মীদের জন্য বিএমইটি'র ডাটাবেজ শক্তিশালীকরণ করা হয়েছে। উক্ত ডাটাবেজ হতে কর্মী প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে মধ্যস্বত্তভোগীদের দৌরাত্ম্য বন্ধ হবে এবং অভিবাসন ব্যয় হ্রাস পাবে।
- অদক্ষ কর্মীর তুলনায় দক্ষ কর্মী চাহিদা ও বেতন বেশি এবং অভিবাসন ব্যয় কম। এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে সরকার অধিক হারে দক্ষ কর্মী সৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করে নতুন নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।
- সৌদি আরব, জর্ডান, লেবাননসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে বিনা খরচে নারীকর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। নারীকর্মীদের বাধ্যতামূলক ১ মাসের প্রশিক্ষণ শেষে বিদেশে প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

৮ (গ) **প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন:** বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অদক্ষ শ্রমিকের তুলনায় দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা বেশি। একারণে বিদেশি গমনেচ্ছু কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের উপর সরকার যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছে। ৬টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি এবং ৬৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৯ সালে উল্লিখিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে ৫৫টি চাকুরিযোগ্য ট্রেডে ৫,৮৩,৭৬৮ জন কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কারিগরি প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বিবেচনায় দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে ৪১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। সৌদি আরব ও হংকং এর সাথে যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে যাতে নারী কর্মীরা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে সরাসরি বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হচ্ছে।

৮ (ঘ) **অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় জিডিটালাইজেশন:** ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিদেশগামী কর্মীদের বাধ্যতামূলক অনলাইন, রেজিস্ট্রেশন, ফিঙ্গার প্রিন্ট সম্বলিত স্মার্ট কার্ড প্রদান, অনলাইন ভিসা যাচাই, প্রতারিত কর্মীদের অনলাইনে অভিযোগ দাখিলের সুবিধা প্রদান করে অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটালাইজড করার মাধ্যমে একে আরো স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক করা হয়েছে। অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ও কর্মীরা ফিঙ্গার প্রিন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম জেলা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণে অভিবাসন প্রক্রিয়া সহজতর হয়েছে। অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে ব্যাপক ডিজডিটালাইজেশন করার মাধ্যমে ডাটাবেজ নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে।

৮ (ঙ) **অভিবাসন খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নতুন আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন:** অভিবাসন ব্যয় কমানো এবং বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের স্বচ্ছলতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি-২০১৬ এবং 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১৩' নামে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩' কার্যকর করার জন্য বেশ কিছু বিধিমালা তৈরি করা হয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১৭ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্স ও আচরণ) বিধিমালা, ২০১৯ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট শ্রেণিবিভাগ) বিধিমালা ২০২০ এর মধ্যে অন্যতম। এছাড়া প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে বিদেশগামী কর্মীদের জন্য বাধ্যতামূলক বীমা কর্যক্রম প্রবর্তন করা হয়েছে।

বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতিবর্গ কিলোমিটারে ১১২৫ জন। বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘাটতি নেই। আমাদের প্রয়োজনেই দেশের এ বিপুল জনসংখ্যাকে কাজে লাগিয়ে দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করতে হবে । দেশের জনসংখ্যা সমস্যাকে জনসম্পদে পরিণত করে দক্ষ শ্রমশক্তি রপ্তানি করে দেশের অর্থনীতিকে আরো বেগবান করতে হবে দেশের জনসাধারণকে সম্মিলিতভাবে, তবেই দেশ হয়ে উঠবে অর্থনৈতিক স্বর্গ।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

ব্লু-ইকোনমি বা সমুদ্র অর্থনীতি

"The blue economy model aims for improvement of human wellbeing and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities."

— Patricia Scotland
(Secretary-General of Commonwealth of Nations)

সমুদ্রের জলরাশি, সমুদ্র সম্পদ ও সমুদ্রকে ঘিরে গড়ে উঠা অর্থনীতিকে বলা হয় "ব্লু-ইকোনমি" বা সমুদ্র অর্থনীতি। বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যে দেশ সমুদ্রকে যত বেশি যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে, সে দেশ তা অর্থনীতিকে তত বেশি এগিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের অংশে রয়েছে ৭১০ কিলোমিটার তটরেখা এবং উপকূল থেকে দেশের প্রায় স্থলভাগের সমান ১,১৮,৮১৩ বর্গকিলোমিটার সমুদ্র অঞ্চল, ২০০ নটিক্যাল মাইলের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং চট্টগ্রাম উপকূল থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানে অবস্থিত সব ধরনের প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের ওপর সার্বভৌমত্ব। এ বিশাল সমুদ্র অঞ্চল বাংলাদেশের ভূকেন্দ্রিক উন্নয়নের কার্যক্রমের পাশাপাশি সমুদ্রভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন আমাদের সামনে খুলে দিতে পারে উন্নয়নের এক নতুন দিগন্ত।

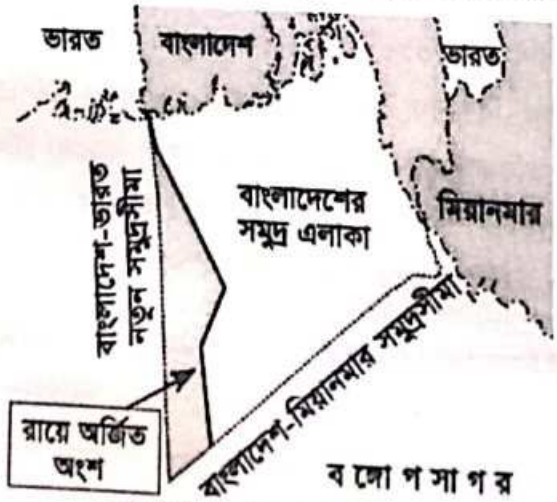


১. **সমুদ্র অর্থনীতির ধারণা ও এর প্রেক্ষাপট:** গুন্টার পাওলি "ব্লু ইকোনমি" বা সমুদ্র অর্থনীতি ধারণাটির জনক। তাঁর রচিত "The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 1000 Million Jobs" বইটিতে প্রথম "ব্লু ইকোনমি" সম্পর্কে উল্লেখ করেন। সমুদ্রের জলরাশি, সমুদ্র সম্পদ ও সমুদ্রকে ঘিরে গড়ে উঠা অর্থনীতিকে বলা হয় "ব্লু ইকোনমি" বা সমুদ্র অর্থনীতি।

২. **সমুদ্রে বাংলাদেশ, ভারত ও মিয়ানমারের দাবি এবং ট্রাইব্যুনালের রায়/বাংলাদেশের সাফল্য:**

দেশ	সংগঠন	বিরোধপূর্ণ এলাকা	বাংলাদেশের অর্জন	সময়
মিয়ানমার	ITLOS	৮০,০০০ বর্গকিলোমিটার	৭০,০০০ বর্গকিলোমিটার	১৪ মার্চ, ২০১২
ভারত	PCA	২৫,৬০২ বর্গকিলোমিটার	১৯,৪৬৭ বর্গকিলোমিটার	৭ জুলাই, ২০১৪

ফলে বাংলাদেশের মোট সমুদ্রসীমা দাঁড়িয়েছে ১,১৮,৮১৩ বর্গকিলোমিটার। রায়ের ফলে বাংলাদেশ এই ১,১৮,৮১৩ বর্গকিলোমিটারের বেশি টেরিটোরিয়াল সমুদ্র, ২০০ নটিক্যাল মাইল একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং চট্টগ্রাম উপকূল থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানের তলদেশে অবস্থিত সব ধরনের প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের উপর সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। এছাড়া মায়ানমার কর্তৃক দাবীকৃত ১৭টি গ্যাস ব্লকের মধ্যে ১২টির মালিকানা নিশ্চিত হয় বাংলাদেশের।



সূত্র: দৈনিক যুগান্তর, ৯ জুলাই ২০১৪

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

৩. সমুদ্র অর্থনীতির বৈশ্বিক গুরুত্ব:

"The coastal state exercises sovereign rights over the continental shelf for exploiting the minerals and other non-living resources of the seabed and subsoil together with living organisms."

— Article 77 of UNCLOS

আলাস্কা উপসাগর নিয়ে আমেরিকা-জাপানের লালসা, ভূ-মধ্যসাগর কিংবা পারস্য উপসাগরের বিশাল জলরাশিকে নিয়ে বিশ্ব রাজনীতির তৎপরতা বিশ্ববাসীর নিকট অজানা নয়। সম্প্রতি দক্ষিণ চীন সাগরে পরাশক্তিদের মহড়া চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় ভূ-রাজনীতির গতিবিধি।

বিশ্বের আমদানি সম্পদের ৮০% হয় সমুদ্র পথে	বৈশ্বিক জিডিপিতে অবদান ৭০ ট্রিলিয়ন ডলার
বিশ্বের গ্যাসের ৩০% যোগান	পৃথিবীর ৪ ভাগের ৩ ভাগ জল
১৪০০ অফশোর তেল ও গ্যাস ফিল্ডস = ৩৪ বিলিয়ন ডলার	খাদ্য হিসেবে মৎস্যের ৪০% যোগান = ৩৫ বিলিয়ন ডলার
সমুদ্রভিত্তিক পর্যটন খাত হতে প্রতিবছর বিশ্বে মোট আয় = ২০০ বিলিয়ন ডলার	বিশ্বের ৮০% জলজপালনে (এ্যাকুয়াকালচার) = ১০০ বিলিয়ন ডলার
৪০% বৈশ্বিক অক্সিজেনের যোগান	বিশ্বের আমিষের ২০% সরবরাহ
২০০০ মিলিয়ন টন লবণের যোগান	পর্যটনের শিল্পের ৭০% সমুদ্র কেন্দ্রিক
ক্যান্সার, রোগ ইত্যাদির ঔষধ তৈরিতে কাচামাল হিসেবে সামুদ্রিক মাছ ও ঊদ্ভিদ	নবায়নযোগ্য শক্তি হিসেবে স্রোত ওয়াইল্ড পাওয়ার হতে ১% বিদ্যুৎ সরবরাহ

৪. বাংলাদেশে সমুদ্র অর্থনীতির গুরুত্ব:

"Focus needs to be placed to build a sustainable blue economic belt in this subcontinent with the help of untapped resources of the sea."

— HPM Sheikh Hasina



চিত্রঃ সমুদ্র অর্থনীতি ও এর খাতসমূহ

(ক) **ভূ-কৌশলগত গুরুত্ব:** সমুদ্র বিশেষজ্ঞরা বলছেন, 'বঙ্গোপসাগর যার নিয়ন্ত্রণে থাকবে, দক্ষিন এশিয়া তার নিয়ন্ত্রণে থাকবে'। এ জন্য পরাশক্তিগুলো বঙ্গোপসাগর দখলে রাখতে নানা পরিকল্পনা করছে'।

(খ) **খনিজ সম্পদের আধার:** বাংলাদেশের সীমায় ২৮টি ব্লকের ১০ ও ১১ নম্বর ব্লকে তেল গ্যাস অনুসন্ধানের কাজ করছে মার্কিন কোম্পানি কনোকো ফিলিপস। কনোককো ফিলিপস জানিয়েছে সেখানে প্রায় ৭ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস মজুদ আছে। শুধু গ্যাসই নয়, বঙ্গেপসারে ১৩ রকমের ভারী খনিজের (হেভি মিনারেলস) সন্ধান পাওয়া গেছে। এর মধ্যে আটটি অত্যন্ত মূল্যবান, যার মধ্যে রয়েছে ইলমেনাইট, টাইটেলিয়াম অক্সাইড, রুটাইল, রিকন, গার্নেট, কোবাল্ট প্রভৃতি।

(গ) **সমুদ্র পরিবহনের সম্ভাবনা:** বিশ্বে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পণ্য পরিবহনের প্রায় ৯০ শতাংশ হয়ে থাকে সমুদ্র পথে। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দর দিয়ে প্রতিবছর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রায় দুই হাজার ৬০০ জাহাজের মাধ্যমে ২৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের আমদানি-রপ্তানি হয়ে থাকে। এসব পণ্যের জাহাজ ভাড়াই বছরে ছয় বিলিয়ন ডলার।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

(ঘ) **জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজভাঙা শিল্প:** দেশে এখন নতুন জাহাজও তৈরি হচ্ছে যা বিদেশেও রপ্তানি করা হচ্ছে। নারায়ণগঞ্জ কক্সবাজারকে কেন্দ্র করে এই শিল্পে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে।

(ঙ) **মৎস্য সম্পদ আহরণ:** বঙ্গোপসাগর এলাকায় প্রতি বছর প্রায় ৮০০ মিলিয়ন টন মৎস্য ধরা পড়ে। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় শতাংশ মানুষ মৎস্য আহরণ করে জীববিকানির্বাহ করে। সমুদ্রসীমা বেড়ে যাওয়ায় মৎস্য সম্পদ আহরণের বিপুল সম্ভাবনা তৈরি হয়ে

(চ) **অজানা সম্পদের খোঁজ:** সমুদ্রের তলদেশেকে তেল, গ্যাস, খনিজ সম্পদ ছাড়াও জানা-অজানা নানা ধরনের সম্পদের আ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সাগরে ফসফরাই, ইডাপোরাইট, পলিমেটালিক সালফাইড, ম্যাঙ্গানিজ, গ্যাস হাইড্রে ম্যাগনেসিয়াম ও লবণ রয়েছে।

(ছ) **পুঁজি প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে:** চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর থেকে ভাড়া বাবদ বাংলাদেশ সরকারের আয়-

আর্থিক বছর	রাজস্ব আয় (কোটি টাকায়)	ব্যয় (কোটি টাকায়)	উদ্বৃত্ত (কোটি টাকায়)
২০০৮-০৯	১১৩৩.৭২	৪৫৭.৫১	৬৭৬.২১
২০১৬-১৭	২৩৮৬.২২	১৩০৩.৭৫	১০৮২.৪৭

(জ) **পর্যটন শিল্প বিকাশে উদ্যোগ ঃ** বর্তমানে বিশ্বব্যাপী পর্যটকের সংখ্যা প্রায় ৯০ কোটি। ধারণা করা হচ্ছে, ২০২০ সাল নাগ এ সংখ্যা দাঁড়াবে ১৬০ কোটি। পর্যটন বিশেষজ্ঞদের মতে এই বিপুল সংখ্যক পর্যটকের প্রায় ৭৩ শতাংশ ভ্রমণ করবে এশিয়ার দেশগুলোতে।

(ঝ) **বিদ্যুৎ উৎপাদন:** সাগর থেকে নবায়নযোগ্য জ্বালানিও পাওয়া সম্ভব। এর মধ্যে রয়েছে বায়ু, ঢেউ ও স্রোত কাজে লাগি বিদ্যুৎ উৎপাদন।

(ঞ) **ড্রাগ তৈরি:** সাগরে মেরিন থেরাপিউটিক পাওয়া যায় যা ড্রাগ তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। সারা পৃথিবীতে সমুদ্র থেকে হাজার কম্পাউন্ড এ ধরনের ড্রাগ তৈরির উপকরণ পাওয়া যায়।

৫. ব্লু-ইকোনমি বাস্তবায়নে সরকারি পদক্ষেপ:

(ক) দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে পায়রা সমুদ্র বন্দরের কাজ।

(খ) দেরিতে হলেও সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের সমুদ্রে কী পরিমাণ মৎস্য সম্পদ, খনিজ সম্পদ, নৌ চলাচল অন্যান্য কি ধরনের অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে ১৯ টি মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছেন।

(গ) 'বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট আইন-২০১৫' পাস হয়েছে।

(ঘ) কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলার জাতীয় সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট তৈরির জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজ সমাপ্ত হয়।

৬. সমুদ্র অর্থনীতি ও আমাদের করণীয় ঃ

১. সমুদ্রসীমা অর্জনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা শীঘ্রই স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। সকল কার্যক্রম মনিটরিং করতে একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করতে হবে।

২. সমুদ্র সম্পদ রক্ষা, সমুদ্রের উপকূলীয় এলাকা ও গভীর সমুদ্র এলাকার নিরাপত্তা বিধানের জন্য কোস্টগার্ড ও বাংলাদে নৌবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৩. সমুদ্র ও নদীর মোহনায় জেগে ওঠা নতুনচর স্থায়ী করার লক্ষ্যে বনায়ন কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

৪. বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার তেল, গ্যাস, মূল্যবান খনিজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ আহরণ ইত্যাদির জন্য দক্ষ জনবল তৈরি করতে হবে।

৫. বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমুদ্র বিজ্ঞানবিষয়ক কোর্স চালু করতে হবে।

৬. দেশের দক্ষিণাঞ্চল বিশেষত বরগুনা জেলায় শিপ বিল্ডিং এবং শিল্প রিসাইক্লিং শিল্প গড়ে তুলতে হবে। সমুদ্র বন্দর থকে নদীপ কন্টেইনার পরিবহন করতে হবে। ফলে মহাসড়কের ওপর চাপ কমবে।

উপরের আলোচনা দেখে সহজেই অনুমেয় যে আমাদের অর্থনীতিতে সমুদ্র অর্থনীতি কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এই অর্থনীতিই আমা আগামী দিনের ভূ-রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এ কারণে এই অঞ্চলটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে এবং এশিয়ার অন্যতম ভূ শক্তি হিসেবে বাংলাদেশ অবস্থান করছে।

"Bangladesh has 120 trillion dollar ocean resource which will make Bangladesh Asian super power."

— Charles Brown Blumberg
(Ocean related researcher)

Reference:

1. General Economic Division, Planing Ministry
2. UNCLOS, ITLOS
3. thecommonwealth.org
4. iora.int

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

মানবসম্পদ উন্নয়ন

"It is about creating an environment in which people can develop their full potential and lead productive, creative lives in according their needs and interest."

—Human development report

বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব নতুন মাত্রা লাভ করেছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়নও তাই বর্তমান সরকারের উন্নয়ন এজেন্ডার মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে সরকার আর্থ-সামাজিক খাতে ২৩.৬৭ শতাংশ হারে বাজেট বরাদ্দ রেখেছে। মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমূহ যেমন-



বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণের ফলে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, 'Human Development Report-২০২০' অনুযায়ী মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান-১৩৩ তম। বিগত কয়েক বছর থেকে মানব উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট খাতসমূহে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানব উন্নয়ন সূচকের হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের অবস্থান-



১. মানব সম্পদ উন্নয়ন কি:

"Human resource development is a complementary approach to other development strategies, particularly employment and reduction of inequalities."

—World Bank

মানব সম্পদ উন্নয়ন একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য উপাদান। মানব সম্পদ ছাড়া উন্নয়নের অন্যান্য উপাদান অর্থহীন হয়ে পড়ে। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, আধুনিক প্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে মানব সম্পদকে অধিকতর দক্ষ ও উৎপাদনশীল করা যায়। কাজেই কর্মক্ষম জনশক্তিকে উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি জ্ঞানে উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে সমৃদ্ধ করার প্রক্রিয়াকে 'মানব সম্পদ উন্নয়ন' বলা যায়। অর্থাৎ এটি নতুন নতুন সামর্থ্য ও সৃষ্টি বোঝায়। সুতরাং উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের কর্মদক্ষতা সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মানুষের অন্তর্নিহিত কর্মগুণ, সুপ্ত প্রতিভা, উন্নত ও বিকশিত করে তোলাই হল 'মানব সম্পদ উন্নয়ন'।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

২. **মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব:** ২০৪১ সাল পর্যন্ত দেশের ৭০ শতাংশ মানুষ কর্মক্ষম থাকবে। দীর্ঘ এই সময়ের মধ্যে সার্বিক উন্নয়ন অন্য উচ্চতায় নিতে চায় সরকার। তাই বাজেটে মানব সম্পদ উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এজন্য মানসম্মত বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা ক্ষেত্রে যথেষ্ট বরাদ্দ থাকবে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বা এডিপি'র জন্য প্রতি বাজেটেই বিশাল অংকের অর্থ রাখা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে ২ লাখ ৫ হাজার ১৪৫ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। পরিকল্পনামন্ত্রী জানালেন, ২০৪১ সালের মধ্যে দীর্ঘ সময় দেশের ৬০ শতাংশ মানুষ কর্মক্ষম থাকবে। তাই বিশাল এই জনগোষ্ঠীকে দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে বাজেটে বরাদ্দ হচ্ছে বলে জানান সাবেক পরিকল্পনা। শিক্ষা ব্যবস্থা আধুনিকায়নের প্রতি গুরুত্বারোপের কথাও জানান তিনি। একটি অর্থনৈতিক জোন সহ মেগা প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দেশের চেহারা বদলে যাবে বলেও জানান সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। যে সকল ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার আবশ্যক-

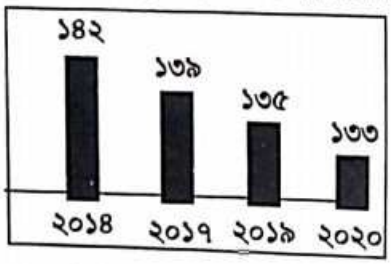
- পল্লী উন্নয়ন
- শিল্প উন্নয়ন
- কৃষি উন্নয়ন
- প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়ন
- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাগ্রিক উন্নয়ন

৩. **মানবসম্পদ উন্নয়নে মন্ত্রণালয়নের বাজেট:**

মন্ত্রণালয়	২০০৯-১০ (কোটি)	২০১৮-১৯ (কোটি)	২০১৯-২০ (কোটি)
শিক্ষা এবং বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	১৬১৭১	৬৭৯৩৫	৭৯৪৮৮
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	৬৮৩৩	২৩৩৮৩	২৫৭৩৩
যুব ও ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি	৫৩০	২০০৮	২০৬৩
শ্রম ও কর্মসংস্থান	৬৯	২২৭	৩১৩
সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	২৮১২	১৩৩৪৩	১৫০৮৩
পার্বত্য, চট্টগ্রাম বিষয়ক	৪৬৫	১৩০৯	১১৯৪
মোট বরাদ্দ (পরিচালন ও উন্নয়ন)	২৬,৮৮০	১,০৮,২০৫	১,২৩,৮৭৪

সূত্র: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

৫. **মানবসম্পদ উন্নয়নের সচিত্র অবস্থান:** মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৭ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৩৯, ২০১৯ সালে অবস্থান দাড়িয়েছে ১৩৩। বাংলাদেশ বিগত বছরগুলোতে মানব সম্পদ উন্নয়ন সূচকে ক্রমান্বয়ে উন্নতি করছে।



বৎসর	২০১৪	২০১৭	২০১৯	২০২০
সূচকের মান	০.৫৮৯	০.৬০৮	০.৬১৪	০.৬৩২

সূত্র: Human Development Report-20

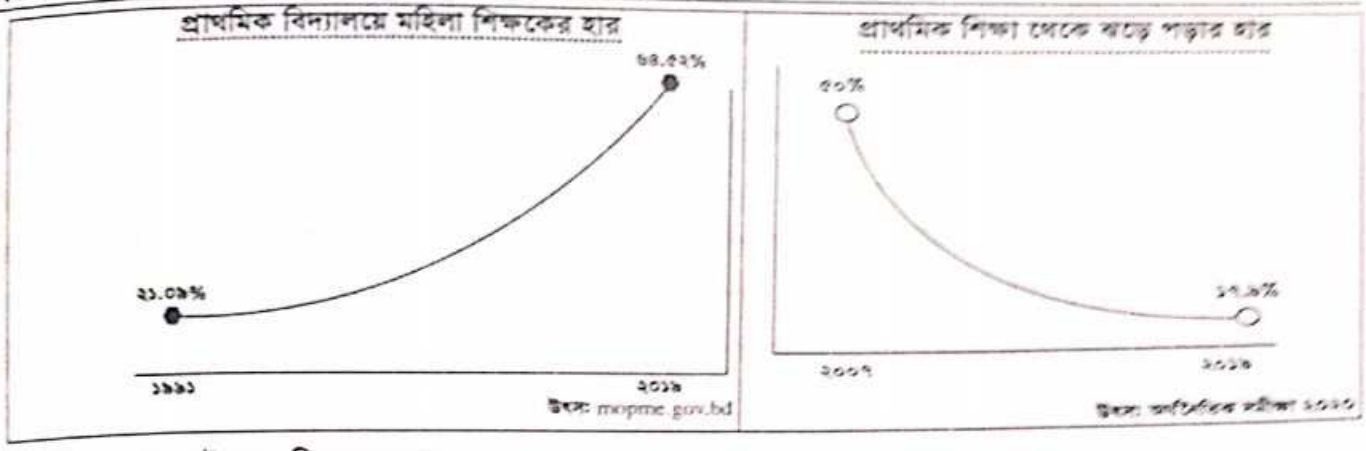
৬. **মানবসম্পদ উন্নয়ন ও শিক্ষা:**

"Education is the process by which people acquire knowledge, skills, habits, values and attitudes. Education is key for the development"

—The world book of Encyclopedia

শিক্ষার সকল স্তরে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি ও শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' প্রণয়নসহ বহুবিদ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। সরকারি প্রাথমকি বিদ্যালয়ে শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বিধি প্রবর্তনের ফলে মহিলা শিক্ষকের হার ১৯৯১ সালে ২১.০৯ শতাংশ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ৬৪.৫২ শতাংশে উন্নতি হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, উপবৃত্তি ও ছাত্র-শিক্ষক সংযোগ ঘন্টা বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

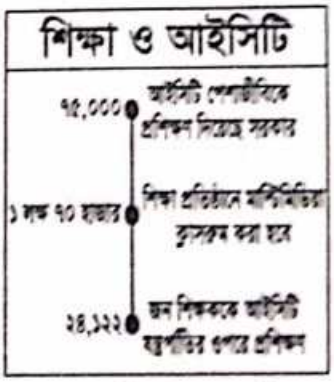


৬.১. **মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব:**

- জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তর।
- কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি।
- নারী উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি।
- তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষতা বৃদ্ধি।
- জ্ঞান ও যোগ্যতা বৃদ্ধি।
- শিক্ষা পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে।
- নিজের উদ্যোগে জ্ঞানার্জনের পথ সুগম করে।
- শিক্ষা মানুষের চিন্তা ও বিচার শক্তির বিকাশ ঘটায়।
- সমাজ সচেতনতা ও ঐক্যবোধ জাগ্রত করে।
- স্বাস্থ্যবোধ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে।
- শিক্ষা জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে স্পৃহা জাগায়।

৭. **মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক খাতে বরাদ্দ:** মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্যখাতসহ সামাজিক খাতসমূহে অধিক বিনিয়োগ অপরিহার্য। এ কারণেই সরকার মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমূহের যথা: শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ, নারী ও শিশু, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান খাতের বাজেট বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মানবসম্পদ উন্নয়ননের সাথে জড়িত এসব খাতসমূহে মোট বাজেটের প্রায় ২৩.৬৭ শতাংশ বরাদ্দ প্রদান করেছে। মানবসম্পদ উন্নয়নের মূল ভিত্তি হিসেবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতকে বিবেচনা করা হয়। তাই জাতীয় বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাত উন্নয়নে সরকার প্রতিবছর পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান করছে। গত অর্থবছরে এ দুই খাতে মোট ৮৬,৮৫৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যা মোট বাজেটের ১৬.৬০ শতাংশ। এর ফলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে বাস্তবসম্মত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। ফলশ্রুতিতে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে লিঙ্গ বৈষম্য বিরূপ করে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সংখ্যাসাম্য অর্জন সম্ভবপর হয়েছে। এছাড়া, প্রজনন হার হ্রাস, শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাস, যক্ষ্মা ও এইডস এর বিস্তার রোধ, গড় আয়ু বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে। ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ও মানবসম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম। ফলে এসব খাতেও বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৮. **শিক্ষায় আইসিটি কার্যক্রম:** শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি সম্পৃক্ত করে একটি দক্ষ ও যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষার সকল স্তরকে সম্পৃক্ত করে ICT in Education Master Plan-প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও বর্তমান বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং আইসিটি জ্ঞান সমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সরকারি কলেজে আইসিটি শিক্ষকের ২৫৫টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের মাধ্যমে আই.সি.টি. জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা সহ শিক্ষাতথ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়া ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন ফান্ড (E.D.C.F)-এর আওতায় শিক্ষা মন্ত্রাণালয়ের আওতাধীন ব্যানবেইস কর্তৃক বাস্তবায়িত 'উপজেলা আই.সি.টি. ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন 'ইউইউটিআরসিই' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ১২৫টি উপজেলায় ইউ.আই.টি.আর.টি.সি.ই. নির্মাণ করে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ICT ট্রেনিং ল্যাব তৈরি করা হয়েছে।

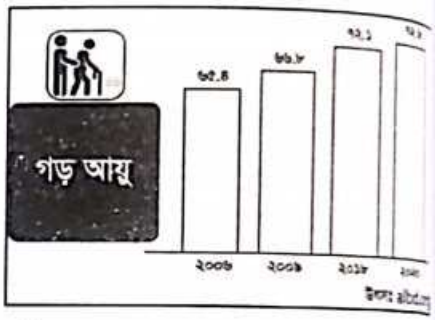


৯. **নারী শিক্ষা উন্নয়ন:** নারী শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি কর্মসূচি চালুর ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে লিঙ্গ বৈষম্য বিলোপ করে ছেলে মেয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সংখ্যাসাম্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত উপবৃত্তি প্রদান, বেতন মওকুফ, বই ক্রয়ের জন্য আর্থিক সহায়তা দেয়া হচ্ছে। পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য নারী শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় ফিও প্রদান করা হয়। তাছাড়া, মেধাবী ছাত্রীদের জন্য সাধারণ মেধাবৃত্তি এবং বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষাবৃত্তির পরিমাপ ও সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

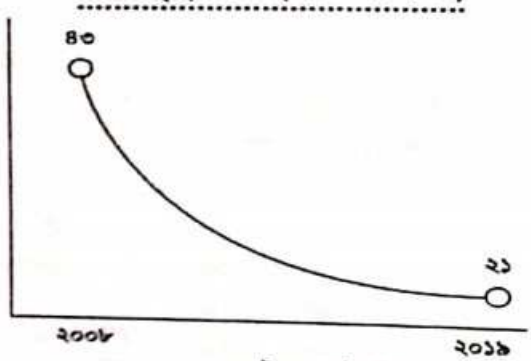
Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

১০. **কমিউনিটি ক্লিনিক:** প্রান্তিক পর্যায়ে মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকারের অন্যান্য উদ্যোগ কমিউনিটি ক্লিনিক প্র কার্যক্রম। তৃণমূল পর্যায়ে সরকারি ও স্থানীয় জনগণের প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো মা ও শিশু ম হার কাঙ্ক্ষিত মাত্রার নিচে নামানোর ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। ১৯৯৮ সালে প্রথমবারের মতো গ্রাম/ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিউ ক্লিনিক সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়। বর্তমানে সারা দেশে ১৩,৯০৭ টি কমিউনিট ক্লিনিক সম্পূর্ণরূপে কার্যকর রয়েছে। প্রতি গড়ে ৪০ জন সেবা প্রার্থী একটি কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে সেবা গ্রহণ করে থাকনে। এ সময়কালে ৬.৮৯ কোটির ও বেশি রো জরুরী প্রয়োজনে ও জটিলতার জন্য উচ্চতর সেবা কেন্দ্রে রেফার করা হয়েছে। 'কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাই (সিইইচসিপি) নিয়োগপূর্বক তাদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষন প্রদান করে এবং পর্যপ্ত ঔষধ ও পরিবার-পরিক সামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে। প্রতিটি প্রায় ৬,০০০-৮,০০০ জনগণকে সেবা প্রদান করছে। এদের ৯৫ শতাংশই নারী ও শি ২০০৯ সাল থেকে শুরু করে ফেব্রুয়ারি,২০২০ পর্যন্ত কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো থেকে ৯৮.১৭ কোটিরও বেশি সংখ্যক বার সেবা গ্র হয়েছে। সারাদেশে প্রায় ৮৮,৭২১ জনের স্বাভাবিক প্রসব সম্পন্ন হয়েছে।

১১. **স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা:** স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে সরকারের নেয়া অগ্রাধিকারভিত্তিক বিভিন্ন কর্মকান্ডের ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই এ সংক্রান্ত সহশ্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ দুবার জাতিসংঘ সাউথ সাউথ এ্যাওয়ার্ড লাভ করে দেশে প্রজনন হার ও মৃত্যু হার কমেছে। গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাতক শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। অপুষ্টির হারও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে সরকার স্বাস্থ্যখাত সংক্রান্ত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) অর্জনে কাজ করেছে। WHO কর্তৃক বাংলাদেশকে পোলিও মুক্ত দেশ হিসে ঘোষণা করা হয়েছে।

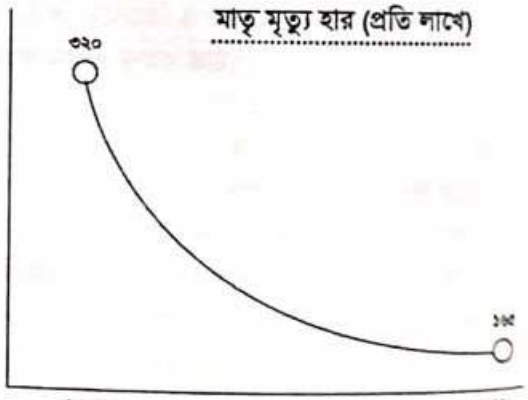


শিশু মৃত্যু হার (প্রতি হাজারে)



উৎস: অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০

মাতৃ মৃত্যু হার (প্রতি লাখে)



উৎস: অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০

▶ **স্বাস্থ্য শিক্ষা:** সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা চালু করার লক্ষ্যে উন্নত চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থা অপরিহার্য। স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি স্বাস্থ্য শিক্ষ প্রসারেও সরকার বদ্ধপরিকর। বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ছাড়াও মেডিমেল কলেজগুলোতে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা হয়েছে পাঠ্যক্রমের কারিকুলাম হালনাগাদ, আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করা হয়েছে। ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত দেশে ৩৬টি সরকারি মেডিকেল কলেজ (আসন ৪,০৬৮টি), ১টি আর্মড সরকারি মেডিকেল কলেজ (আসন ১২৫) ও ৫টি আর্মি মেডিকেল কলেজ (আসন ২৫০), ১টি ডেন্টাল কলেজ ও ৮টি ডেন্টাল ইউনিট (আসন ৫৩২), ২৮টি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইন্সটিটিউশন (আসন ১,৫১৮), ১ মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল (আসন ৮১৮), ১১টি ইন্সটিটিউট অফ হেলথ টেকনোলজি (আসন ২,৫৮৫) এবং ১৪টি নার্সি কলেজ দক্ষ জনশক্তি তৈরির কাজ করছে। একই সাথে বেসরকারি খাতে মোট ৭০টি মেডিকেল কলেজ (আসন ৬,২৮১), ১২টি ডেন্টা কলেজ ও ১৪টি ডেন্টাল ইউনিট (আসন ১,৪০৫), ২০০টি মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল (আসন ১৩,৬৪২), ৯৭টি ইন্সটিটিউ অফ হেলথ টেকনোলজি (আসন ৮,৩৪০), কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

১২. **নারী ও শিশু উন্নয়ন কার্যক্রম:** নারীর কাঙ্ক্ষিত বিকাশ এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১' প্রণয়ন করা হয়েছে। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধে গৃহীত হয়েছে 'পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন-২০১০'। শিশু স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এবং শিশু কল্যাণের লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছে 'জাতীয় শিশু নীতিমালা ২০১১' এবং 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭'। এছাড়া, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ১টি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। নারীর সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে 'মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়' বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হলো-

- ✓ নারীর ক্ষমতায়ন,
- ✓ নারী নির্যাতন বন্ধ,
- ✓ নারী পাচার প্রতিরোধ,
- ✓ কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধান এবং
- ✓ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূলস্রোতধারায় নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি।

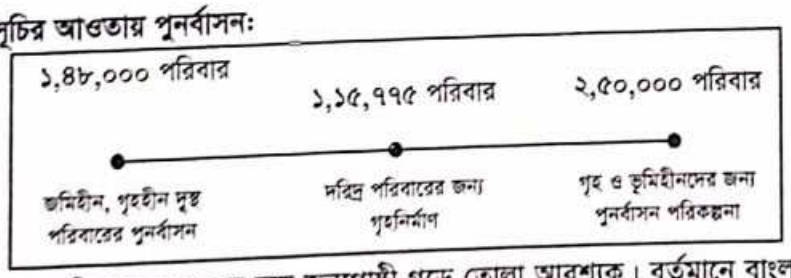
নারীর সুরক্ষা, অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন আইন-কানুন প্রণয়ের পাশপাশি নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকার নানাবিধ কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে। দুঃস্থ ও অসহায় নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় খাদ্য সহায়তাসহ বিভিন্ন ধরনের ভাতাদি প্রদান করা হচ্ছে। দরিদ্র মায়েদের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা এবং কর্মজীবি ল্যাকটিটিং মাদার সহায়তা তহবিলের মাধ্যমে দরিদ্র মায়েদের মাসিক আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হচ্ছে।

১৩. **সমাজকল্যাণ:** দরিদ্র ও অসহায় এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সার্বিক অবস্থার উন্নয়নের উপর দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি বহুলাংশে নির্ভর করে। সামাজিক সুরক্ষা, ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র, অসহায় জনগোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নত জীবনযাত্রা নিশ্চিতকরণের জন্য সরকার ব্যাপক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সরকারের হয়ে কাজ করছে। মন্ত্রণালয়ের আওতায়-

মন্ত্রণালয়ের আওতায়	মন্ত্রণালয়ের কল্যাণ ও সেবামূলক কার্যক্রমের মধ্যে
✓ অপরাধপ্রবণ কিশোরদের সংশোধন, ✓ সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের পুনর্বাসন, ✓ দুঃস্থ ও অসহায় ছেলে-মেয়েদের লালনপালন, ✓ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসহ পুনর্বাসন করা হচ্ছে, ✓ ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান, ✓ নিরাপদ আবাসনসহ বহুবিধ কার্যক্রম দেশব্যাপী বাস্তবায়নাধীন আছে।	✓ হাসপাতাল সমাজসেবা/চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম, ✓ দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, ✓ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি কর্মসূচি ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, ✓ পুনর্বাসন কেন্দ্রের মাধ্যমে সেবামূলক কার্যক্রম প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মাধ্যমে সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কল্যাণ ও সেবামূলক কার্যক্রমের মধ্যে-

▶ **সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় পুনর্বাসন:**



দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা আবশ্যক। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬০ শতাংশই কর্মক্ষম। বিপুল কর্মক্ষম এই জনসম্পদকে কাজে লাগিয়ে জনভিত্তিক লভ্যাংশ আহরণে বাংলদেশ সরকার নানা উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এ প্রেক্ষপটে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচির দ্বারা সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

"মানবসম্পদ উন্নয়ন বলতে এমন এক প্রক্রিয়াকে বুঝায় যার মাধ্যমে কোনো সমাজের সকল মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।"
— ফেডারিক হার্বিসন ও চার্লস এ সসার্স

Reference:

1. অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০২০
2. Human development report
3. World Bank

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

মেগা প্রজেক্ট

"উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে চলেছি দুর্বার এখন সময় বাংলাদেশের মাথা উচু করে দাঁড়াবার।"

বাংলাদেশকে ২০২১ সালে মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করতে বর্তমানে সরকার বেশ কয়েকটি মেঘা প্রকল্প হাতে নিয়েছে। জনগণ বিবেচনায় এই প্রকল্পগুলোকে মেগা প্রজেক্ট হিসেবে আখ্যায়িত করেছে সরকার। এগুলো বাস্তাবয়নের জন্য বাজেট ও বরাদ্দ করা হয়েছে যা বাস্তবায়িত হবে ধাপে ধাপে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণের জন্য ২০১৩ সালে প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি ক "ফার্স্ট ট্র্যাক মনিটরিং কমিটি" নামে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের জ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিবকে সভাপতি করে গঠন করা হয়েছে 'ফার্স্ট' ট্র্যাক টাস্কফোর্স।"

সরকারের মেগা প্রকল্পগুলো হলো–

১. পদ্মা বহুমুখী সেতু।
২. পদ্মা রেলসেতু সংযোগ।
৩. দোহাজারি-রামু কক্সবাজার-গুনদুম রেলপথ।
৪. মেট্রোরেল।
৫. পায়রা সমুদ্রবন্দর।
৬. রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র।
৭. মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র।
৮. রামপাল কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র।
৯. মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর।
১০. এলএন জি (তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস) টার্মিনাল।

১. **পদ্মা বহুমুখী সেতু:** আনুষ্ঠানিক নাম- পদ্মা বহুমুখী সেতু।

গঠন	দ্বি-তলা সেতু
বাহক	যানবাহন, ট্রেন
নদী	পদ্মা নদী
স্থান	লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ এর সাথে শারিয়তপুর, মাদারীপুর
নকশা	AECOM
উপাদান	কংক্রিট, স্টিল
মোট দৈর্ঘ্য	৬.১৫ কি.মি. প্রস্থ: ১৮.১০ মিটার
নির্মান শুরু	ডিসেম্বর ৭, ২০১৪
নির্মাণকারী	চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন কো. লি.
নির্মাণ শেষ	২০২২
পিলার	৪২টি
স্প্যান	৪১টি (১৫০ মিটার)
প্রকল্পের অগ্রগতি	মোট অগ্রগতি ৭৯.৫% সেতুর অগ্রগতি ৮৭.৫%)
Cost	$6.5 billon US dollar

➤ **পদ্মা সেতুর গুরুত্ব:**

বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম নদী বাংলাদেশের পদ্মা অতিক্রম করা বরাবরই এক কঠিন পরীক্ষা। অনির্ভরযোগ্য ও সীমিত যোগাযোগের ফলে এই যাত্রা ক্লান্তিকর ও প্রায়ই ঝুঁকিপূর্ণ। নিয়মিতই জনাকীর্ণ নৌকা ও ফেরিতে ওঠার জন্য দীর্ঘ সারির সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে যথেষ্ট রেল যোগাযোগ নেই। পদ্মা সেতুর এই উপস্থিতি অপরিহার্য রেল অবকাঠামো সৃষ্টির শূন্য পূরণের মাধ্যমে এই অঞ্চলটিকে রেলপথে সংযুক্ত করবে। সেতুর উভয় পাশে সংযোজক রেলপথ থাকবে। বিদ্যমান ঢাকা-মাওয়া দুই লেনবিশিষ্ট সড়ক প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায়ে সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

যেসকল জেলা সেতুর কারণে অর্থনৈতিক সুফল ভোগ করবে সেগুলো তিনটি বিভাগ জুড়ে আছে, যথা: খুলনা বিভাগে খুলনা, বাগেরহাট, যশোর, সাতক্ষীরা, নড়াইল, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মাগুরা; বরিশাল বিভাগের বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা, পটুয়াখালি, বরগুনা ও ঝালকাঠি, এবং ঢাকা বিভাগের গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারিপুর, শরিয়তপুর ও রাজবাড়ি। পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার ফলে এই এলাকার উন্নয়নে যুগান্তকারী রূপান্তর ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই এলাকায় বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে এবং আয় অসাম্য কমে আসবে। আগে যোগাযোগের অভাব যথাসময়ে ও কার্যকর স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষার প্রাপ্যতা ব্যাহত করত এবং গতিশীলতা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বাধা সৃষ্টি করত। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা জনসংখ্যা জাতীয় গড়ের তুলনায় ৫% বেশি। এই অঞ্চলটি দেশের অবশিষ্টাংশ থেকে পিছিয়ে থাকার অন্যতম কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থার ঘাটতি।

যথাযথ গ্যাস সরবরাহ পেলে পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর দক্ষিণাঞ্চল দেশের বৃহত্তম অর্থনৈতিক অঞ্চল হবে বলে আশা করা হচ্ছে। দেশের বাকি অংশের সাথে সড়ক যোগাযোগ এই সেতু নিশ্চয়তা দেবে, ফলে যাতায়াতের সময় ও ব্যয় উভয়ই হ্রাস পাবে।



পদ্মা সেতু খুলনা বিভাগের মূল রপ্তানি পণ্য হিমায়িত মাছ ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি করে অর্জিত মুনাফা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। সেতুটি একীভূত, রেলব্যবস্থার মাধ্যমে দেশীয় পণ্য ও যাত্রী পরিবহন উন্নত করার সাথে সাথে অবশেষে বাংলাদেশকে এশীয় হাইওয়ে নেটওয়ার্কে সংযুক্ত করবে। এর সমগ্র সুফল ঘরে তুলতে সরকার সেতু নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার আগে থেকেই অন্যান্য অপরিহার্য অবকাঠামো নির্মাণ শুরু করেছে।

১. প্রতিবছর ১.৯% হারে দারিদ্র্য হ্রাস পাবে।
২. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বাড়বে ১.২%।
৩. নির্মিত হওয়ার ৩১ বছরের মধ্যে জিডিপি ৬০০০ মিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পাবে এবং ২০৩২ সালের পর বাৎসরিক রিটার্ন ৩০০ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়াবে।
৪. দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১৯ টি উপকূলীয় জেলার সাথে রাজধানী ঢাকাসহ পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ শক্তিশালী হবে বা অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক শক্তিশালী হবে। ফলে ঐ অঞ্চলের কৃষি, যোগাযোগ, শিল্পায়ন, নগরায়ন, জীবনমান বৃদ্ধি পাবে যা দেশের সার্বিক উন্নয়ন ঘটাবে।
৫. বিসিআইএমের রুটের সাথে কানেক্ট থাকায় আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে।
৬. পদ্মা সেতু ও উভয় পাড়ের পর্যটন থেকেই প্রতিবছর কয়েক'শ কোটি টাকা আয় হবে। উভয় পাড়ে সিঙ্গাপুর, হংকং এর আদলে আধুনিক সিটি তৈরি করা হবে।
৭. ১৫৬ মিলিয়ন ডলার মূল্যমানের ৯ হাজার হেক্টর জমি নদী ভাঙ্গন থেকে রেহাই পাবে। পাশাপাশি বন্যার কবল থেকেও রক্ষা পাবে কয়েক লক্ষ মানুষ।
৮. ৫০% ভর্তুকি দিয়ে চালু রাখা ফেরি সার্ভিস বন্ধ হবে এবং আদায়কৃত টোল সম্পূর্ণরুপে সরকার পাবে। ফলে প্রতিবছর সরকারের আয় বাড়বে প্রায় ৪০০০ মিলিয়ন ডলার।
৯. সেতুর উভয় পাশেই ব্যাপক হারে শিল্পায়ন ও নগরায়ন ঘটবে যা অর্থনীতির চাকা সচল রাখবে।
১০. প্রায় ২ কোটির অধিক বেকারের কর্মসংস্থান ঘটবে আশা করা হচ্ছে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

২. পদ্মা রেলসেতু সংযোগ:

পদ্মা	রেলসেতু সংযোগ
প্রকল্প ব্যয়	৩৪,৯৯০ কোটি টাকা
তত্ত্বধায়ক	সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের কনস্ট্রাকশন সুপারভিশন কনসালটেন্ট (CSC)।
পরামর্শক	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)।
দৈর্ঘ্য	১৭২ কি.মি.।
সংযোগ স্থান	ঢাকা, ফরিদপুর, নড়াইল ও যশোর।
রেল কোচ কেনা হবে	১০০টি।
ঋণ দাতা দেশ	চীন (২৪,৭৪৯ কোটি টাকা)।
প্রকল্পের অগ্রগতি	২৪.৪৩% এপ্রিল, ২০২০

৩. দোহাজারি-রামু কক্সবাজার-গুনদুম রেলপথ:

সংযুক্ত করবে	ট্রান্স এশিয়ান- করিডোর
সংযুক্তস্থান	(i) দোহাজারি হতে রামু হয়ে কক্সবাজার। (ii) রামু হতে মিয়ানমারের কাছে গুনদুম পর্যন্ত।
ধরন	ডুয়েল গেজ রেললাইন।
প্রকল্প ব্যয়	১৮,০৩৪ কোটি টাকা।
নির্মাণকারী	(i) প্রথম ভাগ– চায়নার CRC ও বাংলাদেশের তমা কনস্ট্রাকশন যৌথভাবে। (ii) ২য় ভাগ-চায়নার CCECC ও বাংলাদেশের ম্যাক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার লি.
দূরত্ব	১. ১২৮ কি.মি. দোহাজারী- রামু = ৮৮কি.মি. ২. রামু-কক্সবাজার= ১২ কি.মি. ৩. রামু-গুনদুম= ২৮ কি.মি.
অর্থ সহযোগিতাকারী	ADB
শেষ হওয়ার সময়	২০২২ সালে।
প্রকল্পের অগ্রগতি	৩৯% এপ্রিল, ২০২০

৪. মেট্রোরেল:

প্রকল্প দৈর্ঘ্য	প্রায় ২১ কি.মি.।
সহযোগী সংস্থা	JICA জাইকা (জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা)।
প্রকল্প ব্যয় ও অর্থায়ন	২২,০০০ কোটি টাকা প্রায়। ($2.5 billon) অর্থায়নে– জাইকা– ১৬,৫৯৫ কোটি টাকা। @0.01% interest সরকার–→ ৫৩৯০ কোটি টাকা।
সংযোগ	উত্তরা থেকে মিরপুর হয়ে মতিঝিল।
স্টেশন থাকবে	১৬টি (প্রতিটি স্টেশন ১৮০ মিটার লম্বা হবে)।
প্রকল্প শেষ হওয়ার সম্ভাব্য সময়	(i) উত্তরা তৃতীয় ফেজ থেকে আগারগাও পর্যন্ত– ডিসেম্বর, ২০১৯। (ii) আগারগাও থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত– ডিসেম্বর, ২০২০।
উত্তরা থেকে মতিঝিল পৌছাতে সময় লাগবে	প্রায় ৪০ মিনিট।
প্রকল্পের অগ্রগতি	২৬% (উত্তরে ৭৬.৩৭% ও দক্ষিণে ৪৩.৪৬%)

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

➤ **মেট্রো রেলের গুরুত্ব**

- নিরাপদ, দ্রুত, নাগালের মধ্যে আধুনিক নগর পরিবহন
- ২.৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যের অবকাঠামো ২০১৯ সালে চালু
- যানজট ও দূষণ হ্রাস
- ঘণ্টায় ৬০,০০০ যাত্রী বহন করবে

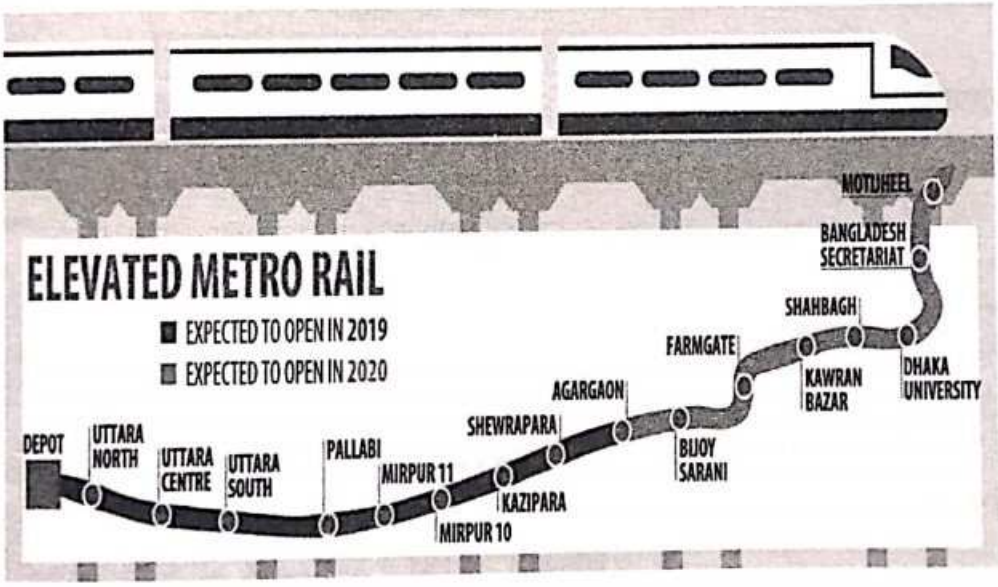
একইসাথে ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট হিসেবেও পরিচিত (কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনায় এমআরটি লাইন ৬ হিসেবে চিহ্নিত)। ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে সরকারি মালিকানাধীন ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ঢাকা মেট্রো রেল–

লাইন ১: দ্বিতীয় পর্যায়ে সম্পন্ন হতে যাওয়া এই লাইন প্রথমে ঢাকা বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর পর্যন্ত লাইন স্থাপন করবে, চূড়ান্ত পর্যায়ে তা গাজীপুর, কমলাপুরকে কেরাণীগঞ্জের ঝিলমিল আবাসিক এলাকার সাথে যুক্ত করবে এবং খিলক্ষেতকে পূর্বাচল আবাসিক এলাকার সাথে যুক্ত করবে। মেট্রো রেল ঢাকা বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর যাতায়াতের সময় কমিয়ে মাত্র ২৩ মিনিটে নামিয়ে নিয়ে আসবে, অন্যদিকে পূর্বাচল থেকে কমলাপুর যেতে সময় লাগবে ৩৯ মিনিট।

লাইন ২: ৪০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের চতুর্থ মেট্রো রেল এমআরটি লাইন ২ নির্মিত হবে আশুলিয়া, সাভার, গাবতলী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন নগর ভবন এবং কমলাপুরকে যুক্ত করতে। এটি ঢাকা ইপিজেড ও কমলাপুর আইসিডিকে সরাসরি যুক্ত করবে।

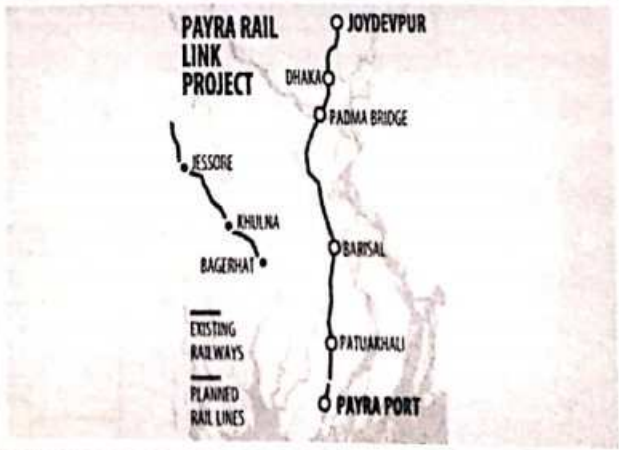
লাইন ৪: ১৬ কিলোমিটার বিস্তার নিয়ে তৈরি হতে যাওয়া এমআরটি লাইন ৪ কমলাপুর ও নারায়ণগঞ্জের মধ্যবর্তী রাস্তাকে বেষ্টন করবে। কিছু অংশ পাতালপথ সহ চতুর্থ ও পঞ্চম মেট্রো রেলের নির্মাণ কাজ ২০৩৫ সালে সমাপ্ত হবে।

লাইন ৫: ভুলতা ও বাড্ডার মধ্যে যুক্ত ৩৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এমআরটি লাইন ৫-এর যাত্রাবিরতি থাকবে মিরপুর, গাবতলী বাস টার্মিনাল, ধানমন্ডি, বসুন্ধরা সিটি শপিং মল এবং হাতিরঝিল লিংক রোডে।



৫. **পায়রা সমুদ্রবন্দর:**

অবস্থান	কলাপাড়া, পটুয়াখালী
চালু হয়	১৩ আগষ্ট, ২০১৬।
কর্তৃপক্ষ	পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ।
প্রকল্পের অগ্রগতি	৩৮.১৮%
উৎপাদন	১৩২০ মেগাওয়াট
ব্যয়	$2 Billon (৩৯৮২ কোটি টাকা)
শেষ হবার সম্ভাব্য তারিখ	ডিসেম্বর ২০২১



Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর: উন্নত বাংলাদেশ গড়তে সরকারের পরিকল্পনার অপরিহার্য অংশ পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল অবহেলিত ছিল বিধায় পায়রা বন্দর এই অঞ্চলের বিপুল সম্ভাবনা বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবে। এই সম্ভাবনা মাথায় রেখে সরকার পায়রার রূপনারায়ণ সমুদ্রবন্দর নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পায়রায় একইসঙ্গে একটি নৌঘাঁটি নির্মিত হচ্ছে এবং এখানে একটি সেনানিবাসও নির্মাণের প্রক্রিয়া এগিয়ে যাচ্ছে। এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নে আরও কিছু প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে, যথা জাহাজনির্মাণ, জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ, অর্থনৈতিক অঞ্চল ও বিদ্যুৎকেন্দ্র।

পায়রা বন্দর দেশের রেল নেটওয়ার্কের সাথেও যুক্ত হবে বিধায় নদীখননের মধ্য দিয়ে বন্দরের নৌপথ ব্রহ্মপুত্র ও ভারতের কমিরগঞ্জ পর্যন্ত প্রসারিত হবে, যা বাংলাদেশ ও প্রতিবেশী দেশসমূহের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি করবে। সরকার বন্দরের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য ধার্য করেছে। স্বল্পমেয়াদে এবছর সরকার ড্রেজিংকারিং, সার ও অন্যান্য বাল্ক জাহাজের বন্দরে নোঙর করতে সহায়তা করবে। মধ্যমেয়াদে ২০১৮ সালের মধ্যে সরকার ১০ মিটার নৌপথ খননের মাধ্যমে একটি বহুমুখী ও টার্মিনাল অবকাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন করবে। ২০২৩ সালের মধ্যে ১৬ মিটার নৌপথের একটি পরিপূর্ণ সমুদ্রবন্দর চালু হবে।

এই বন্দরটি সম্পূর্ণ চালু হওয়ার পর ৮ থেকে ১০ মিটার ড্রাফটসম্পন্ন মাতৃজাহাজসমূহ চট্টগ্রাম বন্দরের চেয়ে দ্রুত পণ্য বোঝাই খালাসের জন্য নোঙর করতে পারবে। বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরই দেশের ৯২% আমদানি-রপ্তানি সামলাচ্ছে। পায়রা বন্দর পরে জন্য আসা পাথর খালাসের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে এক নতুন যুগের সূচনা করবে।

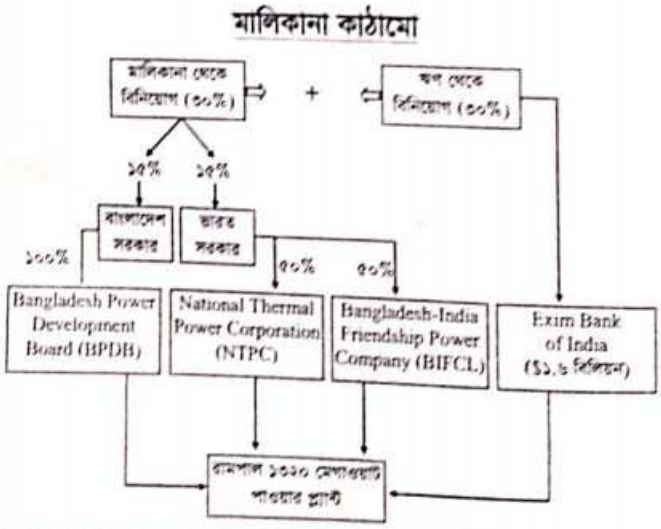
৬. রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র:

উৎপাদন ক্ষমতা	২৪০০ মেগাওয়াট।
অবস্থান	রূপপুর, পাবনা।
নির্মাণ শুরু	২০১৭।
নির্মাণ ব্যয়	১,১৩,০৯২.৯১ কোটি টাকা।
সহায়তাকারী	রাশিয়া।
পরিচালনা	এটমস্ট্রয় এক্সপোর্ট (রাশিয়া)
ইউনিট প্ল্যান্ট	২টি।
বার্ষিক উৎপাদন	২৪০০ মেগাওয়াট
প্রকল্পের অগ্রগতি	২৫% (এপ্রিল)

৭. মাতারবাড়ী, মহেশখালী ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র:

অবস্থান	মাতারবাড়ী, মহেশখালী, কক্সবাজার।
প্রকল্প ব্যয়	$2.8 Billon
অর্থায়ন	জাইকা– ২৯০০ কোটি টাকা। সরকার– ৭,০০০ কোটি টাকা
উৎপাদন ক্ষমতা	১৩২০ মেগাওয়াট।
আয়তন	১৪১৪ একর জমি
চালু	জানুয়ারি, ২০১৮।
প্রকল্পের অগ্রগতি	১৯.৭৫% (২০২০)

৮. রামপাল পাওয়ার প্ল্যান্ট:



Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

➤ মৈত্রী সুপার থার্মাল বিদ্যুৎকেন্দ্র (রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র):

অবস্থান	রামপাল, বাগেরহাট।
প্রকল্প বাস্তবায়নকারী	বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশীপ পাওয়ার কোম্পানি প্রো) লি.
সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং এনটিপিসি (NTPC) লি. ভারত
ইকুইটি অংশ	যৌথভাবে বাংলাদেশ ও ভারত (৫০:৫০)
প্রকল্পের ক্ষমতা	১৩২০ মেগাওয়াট।
প্রযুক্তি	সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি।
প্রকল্প ব্যয়	১৪৫১০ কোটি টাকা।
অর্থ যোগান	ঋণ: ৭০% (ECA) ইকুইটি: ৩০% (BPDB ও NTPC প্রত্যেকে ১৫% হারে।)
চুক্তি	বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সহিত ২৫ বছর মেয়াদি বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি স্বাক্ষর।
কমিশনিং	প্রথম-ইউনিট: ডিসেম্বর ২০১৮। দ্বিতীয় ইউনিট: পরবর্তী ৬ মাস পর।
প্রকল্পের অগ্রগতি	৫০% শারীরিক কাজ

৯. মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর:

মাতারবাড়ি বন্দর হল বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিভাগের, কক্সবাজার জেলার, মাতারবাড়ি এলাকার প্রস্তাবিত গভীর সমুদ্র বন্দর। কক্সবাজার জেলার মহেশখালীতে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য আনা কয়লাবাহী জাহাজ ভেড়ানো জেটিকে সম্প্রসারণ করে পূর্ণাঙ্গ বাণিজ্যিক বন্দর হিসাবে নির্মাণ করা হবে। এই বন্দরে অন্তত ১৫ মিটার গভীরতা বা ড্রাফটের জাহাজ অনায়াসে প্রবেশ করতে পারবে। প্রস্তাবিত মাতারবাড়ি বন্দরের গভীরতা ১৬ মিটার হওয়ায় প্রতিটি জাহাজ ৮ হাজারের বেশি কন্টেইনার আনতে পারবে। বর্তমানে, ৯-মিটারের চেয়ে কম খসড়া গভীরতার জাহাজ দেশের দুটি সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রাম এবং মোংলাতে প্রবেশ করতে পারে। মাতারবাড়ি বন্দর স্থাপনের কাজে প্রায় ১৪.৩ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি নৌ-চ্যানেল তৈরি করছে জাইকা। প্রধান ন্যাভিগেশনাল চ্যানেল ৩৫০ মিটার প্রশস্ত। সে সাথে বন্দরের অর্থায়নে নির্মাণ করা হবে ১০০ মিটার দীর্ঘ জেটি।

২০২৬ সালের নভেম্বর গভীর সমুদ্রবন্দরটির বহুমুখী টার্মিনাল কন্টেইনার জাহাজের জন্য প্রস্তুত হবে এবং ২০২২ সালের আগস্টের মধ্যে একটি কয়লা টার্মিনাল নির্মাণ করা হবে।

অবস্থান	মাতারবাড়ি সমুদ্রবন্দর
গভীরতা	১৬ মিটার
প্রকল্পের অগ্রগতি	কাজ চলমান অবস্থায় রয়েছে
খরচ	১৭ হাজার ৭৭৭ কোটি টাকা
প্রধান ন্যাভিগেশনাল চ্যানেল	৩৫০ মিটার প্রশস্ত
কাজ শেষ হবে	২০২৬ সালে

১০. LNG (তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস) টার্মিনাল:

অবস্থান	মহেশখালী, কক্সবাজার
নির্মাণব্যয়	১৫৬ কোটি মার্কিন ডলার (৭৮ টাকা দার)
ক্ষমতা	দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ভাসমান টার্মিনাল।
চুক্তি	পেট্রোলিয়াম ও এক্সিলেরেট এনার্জি বাংলাদেশ লি.

বাস্তবায়নাধীন মেগা প্রকল্পে স্বপ্ন বুনছে দেশের মানুষ। এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে মোট দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধি (GDP) যেমন বাড়বে, তেমনি বদলে যাবে অনেক হিসাব-নিকাশ এমনটি প্রত্যাশা সবার। কিন্তু সবগুলো প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমান হারে হচ্ছে না। পদ্মাসেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, ও মেট্রোরেল প্রকল্পের অগ্রগতি ভালো হলেও বাকিগুলো চলছে ধীরগতিতে। ফাস্ট ট্র্যাক' হিসেবে এসব প্রকল্পকে গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। বিশ্বব্যাংকের লিড ইকোনমিস্ট ড. জাহিদ হোসেন বলেন, 'বাংলাদেশ এখন অগ্রগতির সিড়িঁতে উঠেছে। তিনি আরো বলেন, এখন শিল্পের ক্ষেত্রে যে সুযোগ তৈরি হয়েছে তা কাজে লাগাতে অবকাঠামো উন্নতি করতে হবে।

References:

১. যোগাযোগ ও সেতু মন্ত্রণালয়
২. বাজেট বক্তৃতা-২০১৯
৩. জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

পর্যটন শিল্প ও বাংলাদেশ

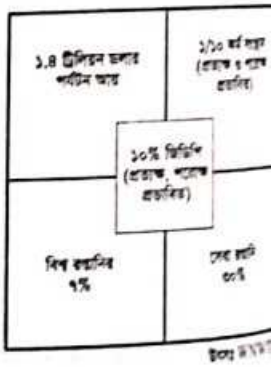
'বিশ্বব্যাপী পর্যটন একটি দ্রুত বিকাশমান খাত যা বৈদেশিক উপার্জন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।'
— মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পর্যটন এক ধরনের বিনোদন। অবসর অথবা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থান কিংবা এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভ্রমণ করাকে বোঝায়। বর্তমান সময়ে বিশ্বে 'পর্যটন শিল্প' হিসেবে পরিণত হয়েছে। এ ছাড়াও বিশ্বব্যাপী অবসরকালীন কর্মকাণ্ডের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। যিনি আমোদ-প্রমোদ বা বিনোদনের উদ্দেশ্যে অন্যত্র ভ্রমণ করেন তিনি পর্যটক নামে পরিচিত। ট্যুরিস্ট গাইড, পর্যটন সংস্থাগুলো, সেবা খাতগুলো পর্যটনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। পর্যটনের মাধ্যমে নিজেদের সংস্কৃতি খাদ্যাভ্যাস, হস্তশিল্প, খেলাধুলা ও উৎসবসমূহ দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরার মধ্যে রয়েছে অফুরন্ত সুযোগ সম্ভাবনা। নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে পর্যটন শিল্পের ভূমিকা খুবই উজ্জ্বল। অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বের অনেক দেশে পর্যটন খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তন্মধ্যে ফ্রান্স, মিসর, গ্রিস, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, স্পেন, ইতালি, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর অন্যতম। এছাড়াও দ্বীপ রাষ্ট্র হিসেবে খ্যাত মরিশাস, বাহামা, ফিজি, মালদ্বীপ, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, ক্যারিবীয় অঞ্চলেও পর্যটনশিল্প ব্যাপকভাবে বিকাশ লাভ করেছে। পর্যটনের মাধ্যমে ব্যাপক পরিমাণ অর্থ মালামাল পরিবহন এবং সে খাতে ব্যয়িত হয় যা বিশ্বের মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রায় ৫%। অর্থনীতির সহায়ক সেবা খাত হিসেবে পর্যটনের সঙ্গে জড়িত রয়েছে ব্যাপক সংখ্যক লোক।

১. পর্যটন শিল্পের ধারণা:

"Activities of human being travelling to and staying in places outside their usual environment for the purpose of education, experiences, enrichment and enjoyment"
—AIEST (Association of International Experts Scientific Tourism

পর্যটন হচ্ছে চিত্তবিনোদনের জন্য বা শিক্ষার উদ্দেশ্যে পরিভ্রমণ। জ্ঞানের পরিধিতে পর্যটন একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। পর্যটনের সঙ্গে মানবমনের সৌন্দর্য প্রিয়তা, কৌতূহলপ্রিয়তা, প্রকৃতি প্রেম, সংস্কৃতিপ্রেম ইত্যাদি জড়িত। পর্যটন যে আমাদের অর্থনীতির একটি বিশাল খাত হতে পারে এ ধারণার বিকাশ ঘটে মূলত পঞ্চাশের দশকে। এরপর ১৯৯৯ সালে পর্যটনকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার পর্যটন কর্পোরেশনের মাধ্যমে এ শিল্পকে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছেন। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে যুগে যুগে বহু পরিব্রাজক এবং ভ্রমণকারী মুগ্ধ হয়েছেন। নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সমৃদ্ধ ইতিহাস, বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি আমাদের দেশকে পরিণত করেছে একটি বহুমাত্রিক আকর্ষণ সমৃদ্ধ অনন্য পর্যটন গন্তব্যে, যা বাংলাদেশকে গড়ে তুলেছে পর্যটকদের জন্য তীর্থস্থান হিসেবে, কিন্তু অবহেলা ও অযত্নে পড়ে থাকা এ অঞ্চলের পর্যটন শিল্প এখনও ইতিহাস গড়তে পারেনি।



▶ **পর্যটন শিল্প হলো অর্থনীতির অমিত সম্ভাবনা:**

- পর্যটন শিল্পে বিশ্বের আয় হলো ১.৪ ট্রিলিয়ন ডলার।
- ১০ ভাগের ১ ভাগ জনগণের কর্মসংস্থান হয়।
- বিশ্বের মোট জিডিপি এর ১০% প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও প্রভাবিত অবদান রাখে।
- বিশ্বের মোট রপ্তানি আয় এর ৭% অবদান রাখে।
- ৩০% সেবা রপ্তানিতে অবদান রাখে

২. আধুনিক বিশ্বে পর্যটন শিল্প: পর্যটন শিল্প বিশ্বের একক বৃহত্তম শিল্প হিসেবে স্বীকৃত। পৃথিবীর সকল দেশে পর্যটন এখন অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার খাতে পরিণত হয়েছে। ২০১৯ সালে বিশ্বব্যাপী পর্যটকের সংখ্যা প্রায় ৯০ কোটি। ২০২১ সাল নাগাদ এই সংখ্যা দাড়াবে ১৬০ কোটি। বিগত ৬৭ বছরে পৃথিবীতে পর্যটকের সংখ্যা বেড়েছে ৫০ গুণ। পর্যটন ১০৯টি শিল্পের সাথে সরাসরি জড়িত। পর্যটনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে এই বিপুল পর্যটকদের ৭৩% ভ্রমণ করবেন এশিয়ার দেশগুলোতে।



Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

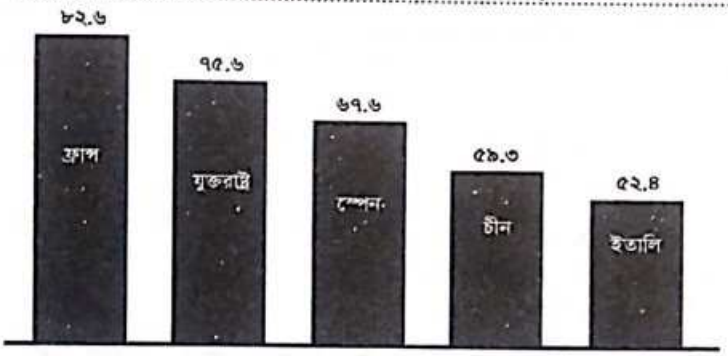
৩. **বিশ্ব অর্থনীতিতে পর্যটন শিল্প:** ভ্রমণপিপাসু লেখকদের বক্তব্য থেকেও পর্যটনের সাথে অর্থনীতির সম্পর্কটির ব্যাপারটি বোঝা যায়। যেমন-

"ভ্রমণের জন্য বিনিয়োগ হচ্ছে নিজের জন্য বিনিয়োগ"

— ম্যাথু কান্ট্রেন

২০১৬ সালে বিশ্ব জিডিপিতে পর্যটন খাতের অবদান ছিল ৪২৮.৯ বিলিয়ন টাকা। যা জিডিপির ২.৬%। ২০২৬ সালে পর্যটন খাতে জিডিপি দাঁড়াবে ৭৩৮.১ বিলিয়ন টাকা। সারা বিশ্বে ১০০ মিলিয়নের বেশী মানুষ তাদের জীবন-জীবিকার জন্য পর্যটন শিল্পের উপর নির্ভরশীল। মালয়েশিয়ার জাতীয় অর্থনীতিতে পর্যটন শিল্পই বছরে অবদান রাখছে প্রায় ২০০০ কোটি ডলার। ২০১৫ সালে থাইল্যান্ড ২৯ মিলিয়ন পর্যটক টানতে সামর্থ্য হয়। বর্তমানে বিশ্বে শীর্ষস্থানীয় পর্যটনকারী দেশ ফ্রান্স যেখানে বছরে ৮২.৬ মিলিয়ন জনসংখ্যা পর্যটক হিসেবে ভ্রমণ করতে যায়। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র যেখানে ৭৫.৬ মিলিয়ন পর্যটক আসে।

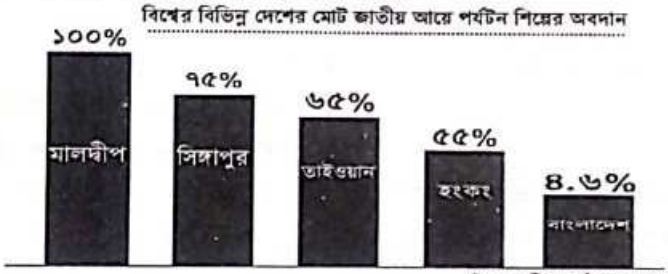
বর্তমানে বিশ্বে শীর্ষস্থানীয় পর্যটন কারী দেশ (মিলিয়ন সংখ্যায়)



উৎস: UNWTO

▶ **বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মোট জাতীয় আয়ে পর্যটন শিল্পের অবদান:**

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মোট জাতীয় আয়ে পর্যটন শিল্পের অবদান



উৎস: বিশ্বপর্যটন সংস্থা

বিশ্বের মোট জাতীয় আয়ে পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে মালদ্বীপ সর্বোচ্চ ১০০% জাতীয় আয় করে থাকে যেখানে বাংলাদেশের আয় বছরে মাত্র ৪.৬%।

৪. **বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পর্যটন ব্যবস্থা:**

দোজখ-ই-পুর-নিয়ামত বা ধন সম্পদপূর্ণ নরক।

চতুর্দশ শতকে সুলতান ফখরুদ্দীন মোবারক শাহের আমলে বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা সোনারগাঁও ভ্রমণ করে মুগ্ধ হয়ে বাংলাকে এই বিশেষণ দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের ক্রমবিকাশমান অর্থনীতিতে পর্যটনখাতের বিশেষ অবদান রয়েছে। বিশ্বের ৮১৮৪টি পর্যটন সমৃদ্ধ দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ৬০ নম্বরে। কিন্তু ১০ বছর পরে বাংলাদেশ ১৮ নম্বরে চলে আসবে। পর্যটন শিল্পের জিডিপিতে ১৭৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পের অবস্থান ১৪২তম। পর্যটন সক্ষমতা বা প্রতিযোগিতার (TTCI-Travel Tourism Competitivenes Index) দিক থেকে–পর্যটন সক্ষমতা বা প্রতিযোগিতায় ১৩৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পের অবস্থান ১২০তম।

"তুলনামূলক কম ব্যয়বহুল হওয়ায় পশ্চিমা ভ্রমণবিলাসীদের কাছে ইন্দোনেশিয়ার অবকাশ কেন্দ্র বালি অথবা থাইল্যান্ডের চমৎকার বিকল্প হতে পারে বাংলাদেশ।"

সূত্র: নিউইয়র্ক টাইমস, ২০০৬

বাংলাদেশে পর্যটনের সূচনা হয় ১৯৬০ এর দশকে। বিদেশ থেকে এখানে পর্যটকেরা আসতো সমুদ্রসৈকতের আকর্ষণে। ১৯৭৩ সালে মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পর্যটন করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত করায় আস্তে আস্তে পর্যটন শিল্প বিকশিত হতে শুরু করে। বাংলাদেশের পর্যটন সম্ভাবনাকে দেশি-বিদেশি পর্যটকের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য প্রয়োজন প্রযুক্তিভিত্তিক প্রচারব্যবস্থা। ১৯৯১ সালে দেশের পর্যটন নীতিমালায় পর্যটনকে শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ায় এই খাতের সম্ভাবনা অনেক উজ্জ্বল হয়েছে। যেমন সরকারে রাজস্ব খাতে আয় হয় তেমনি কর্মসংস্থানের ও সুযোগ সৃষ্টি হয়।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

- বাংলাদেশে এখন ১১ লাখ ৩৮ হাজার ৫০০ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পর্যটন খাতে সম্পৃক্ত। ২০২৬ সালে বাংলাদেশে খাতে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করবে ১২ লাখ ৫৭ হাজার লোক।
- বাংলাদেশে পর্যটন খাতে সরাসরি কর্মরত আছেন প্রায় ১২ লাখ মানুষ। এছাড়া পরোক্ষভাবে ২০ লাখ, যার আর্থিক মূল্য সর্বমোট প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা।
- পর্যটন সক্ষমতা বা প্রতিযোগিতার (TTCI-Travel Tourism Competitivenes Index) দিক থেকে—পর্যটন সক্ষমতা প্রতিযোগিতায় ১৩৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পের অবস্থান ১২০তম।

৫. **পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন:** পর্যটন শিল্পকে অর্থনৈতিক খাত হিসেবে উন্নত ও সমৃদ্ধ করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশানার আলোকে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। যেমন, দেশের পর্যটন সম্ভাবনাময় স্থানসমূহে কেবলমাত্র বিদেশী পর্যটকদের জন্য স্বতন্ত্র পর্যটন এলাকা স্থাপন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রেখে ইকো-ট্যুরিজম পার্ক, দ্বীপভিত্তিক পর্যটন পার্ক ও হোটেল নির্মাণ এবং আগত পর্যটকদের বিনোদনসহ যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কর্পোরেশনের বিদ্যমান স্থাপনাসমূহের আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নতুন নতুন স্থানে আধুনিক পর্যটন সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবে দেশের পর্যটন শিল্প যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে, তা থেকে দ্রুত পুনরুদ্ধারে সরকার সক্রিয় প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে।

৬. **কর্মসংস্থান ও অর্থনীতিতে নতুন জাগরণ: বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প:** বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যটন শিল্প অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে।

- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) এক জরিপ প্রতিবেদনে দেখা গেছে, দেশের কর্মসংস্থানের ১ দশমিক ৪১ শতাংশ প্রায় সাড়ে ৮ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে পর্যটন খাতে।
- এই শিল্পের মাধ্যমে দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ১ দশমিক ৫৬ শতাংশ বা মূল্য সংযোজন হচ্ছে ১৬ হাজার ৪০৯ কোটি টাকা।
- ২০৫০ সাল নাগাদ ৫১টি দেশের পর্যটক আমাদের দেশে আসবে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পর্যটন শিল্প নানাভাবে অবদান রাখতে পারে। যেমন-

• অনুকূল বাণিজ্যিক ভারসাম্য।	• আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি।
• বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি	• ভূমি উন্নয়নে সহায়তা।
• জাতীয় আয় বৃদ্ধি	• রাজস্ব বৃদ্ধি
• ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বেকারত্ব লাঘব।	• অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানি
• প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়ন।	• অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।
• কুটির শিল্প ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন।	• বৈচিত্র্যময় ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সৃষ্টি।

৭. **পর্যটন শিল্পে বাংলাদেশ ও সার্কভুক্ত দেশের অবস্থান:** সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ আয় করে ভারত, যার অবদান ১০৭২৯ মিলিয়ন ডলার। যেখানে বাংলাদেশ ৭৭ মিলিয়ন ডলার আয় করে থাকে। সার্কভুক্ত দেশের পর্যটন শিল্প হতে বার্ষিক আয়ের তালিকা-



৮. **বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের অপার সম্ভাবনা:**

"A Sleeping beauty emerging from mists and water."

— চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং

সপ্তম শতাব্দীতে প্রখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং বাংলাদেশ ভ্রমণে এসে আনন্দে উল্লসিত হয়ে এটি বলেছিলেন। তার এ বর্ণনা সত্য। বাংলাদেশের যে দিকে তাকানো যায় সেদিকেই সবুজের মেলা পরিলক্ষিত হয়। শহর থেকে আরম্ভ করে গ্রাম গ্রামান্তর অরন্যানী সর্বত্র যে পর্যটনের স্থান। দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়ার সংযোগ স্থলে অত্যন্ত তাৎপর্যময় ভৌগোলিক অবস্থান থাকার ফলে বিশ্বের রাজনীতি ভূ-অর্থনীতি এবং পর্যটন আকর্ষণের কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার একটি শর্ত পূরণ করেছে। এছাড়াও দেশটির অনবদ্য প্রাকৃতিক ভূ-দৃশ্যাবলি ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত সাংস্কৃতিক জীবন দেশটিকে পরিণত করেছে একটি বিশেষ পর্যটনের আকর্ষণের সম্ভাবনা। সারা বিশ্বে দ্রুত বর্ধনশীল কয়েকটি পর্যটন মার্কেটের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।



- বাংলাদেশ ২০০৯ সালে পর্যটন খাতে মূলধন বিনিয়োগ করেছিল ৫১ বিলিয়ন টাকা যা ক্রমবর্ধমান হয়ে ২০১৯ সালে ৯০ বিলিয়ন টাকা হয়েছে। WTTC অনুযায়ী ২০২৭ সালে এই খাতে মূলধন বিনিয়োগ হবে ২০১.৮ বিলিয়ন টাকা।
- শিল্পপতি সংগঠন FBCCI এর সভাপতি এক সেমিনারে গার্মেন্টস শিল্পের পরেই পর্যটনকে সর্বাধিক সম্ভাবনার খাত বলে উল্লেখ করেছেন।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

- "রূপকল্প-২০২১" এর ধারাবাহিকতায় ২০২১ সালে বাংলাদেশে ২৫ লাখ পর্যটক আসার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণকল্পে প্রত্যাশিত অবকাঠামো উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক প্রচার প্রচারণা বৃদ্ধি, পর্যাপ্ত বিনোদন বিকাশের সুযোগ, নিরাপত্তা নিশ্চিত করন, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে পারলে, নবদিগন্তের ভোরের সূর্যের আলোর ন্যায় আলোকিত হবে অমিত সম্ভাবনার বাংলাদেশের পর্যটন।
- প্রাক্কলন করা হচ্ছে ২০২০ সালে GDP তে পর্যটনের অবদান হবে ৪.১%, ২০২৩ সাল নাগাদ তা ৬.৮% হবে।



৯. বাংলাদেশে পর্যটন স্থান:

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি"

— প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডি.এল রায়

পাহাড়ে-পর্বতে, নদীতে নৌকা ভ্রমণ, সবুজের মাঝে জ্যোৎস্নার খেলা, এমনকি মেঘের রাজ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলার মতো চোখ জুড়ানো পর্যটন স্থান রয়েছে এই বাংলাদেশে। অপরূপ সৌন্দর্যের এই দেশের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই রয়েছে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান।

৯.১. **সুন্দরবন:** এই বাংলাদেশেই অবস্থিত পৃথিবীর বৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন যার নাম সুন্দরবন। খাল, নদী, সাগর, বেষ্টিত সুন্দরবনের জলে কুমির আর ডাঙায় বাঘ। যে বাঘ ভুবন বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার নামে পরিচিত। এছাড়া আছে চিত্রা হরিণ, বানর, বনমোরগ, ও নানা বন্যপ্রাণী। সুন্দরবনে অবস্থানকালে পর্যটকদের ঘুম ভাঙাবে অগনতি পাখির কল কাকলীতে যা একজন পর্যটককে স্বপ্নীল আবেশে মুগ্ধ করতে পারে।

৯.২. **কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত:** বিশ্বের বৃহত্তম সমুদ্র সৈকতের অবস্থান আমাদের বাংলাদেশের কক্সবাজারে। যার দৈর্ঘ্য প্রায় ১২০ কি.মি.। আধুনিক ট্যুরিস্ট স্পট হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা অন্তত ১০ গুণ বাড়বে। রাজস্ব আয় দাড়াবে ন্যূনতম ২০ হাজার কোটি টাকা।

৯.৩. **কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত:** দক্ষিণাঞ্চলের কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত। যেখানে অবস্থান করে অবলোকন করা যায় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত, যা খুবই বিরল।

৯.৪. **সেন্টমার্টিন দ্বীপ:** আমাদের আছে জগদ্বিখ্যাত প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন। বাংলাদেশের মূল ভূ-খণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন একটি প্রবাল দ্বীপের নামই সেন্ট মার্টিন। নারিকেল বিথীতে ঘেরা যার সৈকত। এখানে রয়েছে পর্যটন শিল্প সমৃদ্ধ করার অপার সম্ভাবনা।



চিত্র: বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ

৯.৫. **কাপ্তাই হ্রদ:** কাপ্তাই হ্রদ বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের রাঙামাটি জেলার একটি কৃত্রিম হ্রদ। কর্ণফুলি পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য ১৯৫৬ সালে কর্ণফুলি নদীর উপর কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করা হলে রাঙামাটি জেলার ৫৪ হাজার একর কৃষি জমি ডুবে যায় এবং এ হ্রদের সৃষ্টি হয়।

৯.৬. **লালবাগের কেল্লা:** লালবাগের কেল্লা (কিলা আওরঙ্গবাদ) ঢাকার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত একটি অসমাপ্ত মুঘল দুর্গ।

৯.৭. **মহাস্থানগড়:** মহাস্থানগড় বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রাচীন পুরাকীর্তি। প্রসিদ্ধ এই নগরী ইতিহাসে পুণ্ড্রবর্ধন বা পুণ্ড্রনগর নামেও পরিচিত ছিল। এক সময় মহাস্থানগড় বাংলার রাজধানী ছিল। ২০১৬ সালে এটি সার্কের সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে ঘোষণা হয়।

৯.৮. **মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত:** মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত, বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ জলপ্রপাত হিসেবে সমধিক পরিচিত যা সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলায় অবস্থিত।

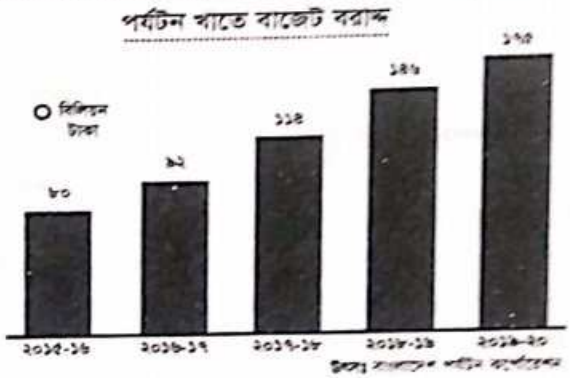
এছাড়াও প্রাচীন বৌদ্ধযুগের বহু ধ্বংসাবশেষ আছে ষাট গম্বুজ মসজিদ, হযরত শাহ জালালের মাজার, কান্তজীর মন্দির, মহামুনি বিহার, জাতীয় স্মৃতিসৌধ, সোনারগাঁও, লোকশিল্প জাদুঘর, নাটোরের দিঘাপাতিয়া রাজবাড়ী-এসবই প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান যা আমাদের দেশ ইতিহাস-ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সভ্যতায় অনেক সমৃদ্ধ হয়ে আছে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

১০. UNESCO স্বীকৃত বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ:

ঐতিহাসিক স্থানসমূহ	অধরা সংস্কৃতি	[illegible]
১. ষাট গম্বুজ মসজিদ, বাগেরহাট-(৩২১ তম)	১. বাউল সংগীত	১. সুন্দরবন
২. সোমপুর মহাবিহার, পাহাড়পুর-(৩২২ তম)	২. জামদানি	২. টাঙ্গুয়ার হাওড়
৩. সুন্দরবন-(৭৯৮ তম)।	৩. মঙ্গল শোভাযাত্রা	
	৪. শীতলপাটি (সিলেট)	

১১. **পর্যটন খাতে বাজেট:** পর্যটন খাতে সরকার প্রতিনিয়ত জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করে চলছে। ২০১৫-১৬ সালে সেখানে মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ ছিল পর্যটন খাতে সেখানে ২০১৯-২০ এই বরাদ্দ এসে দাঁড়িয়েছে ১৭৫ মিলিয়ন টাকায়।



১২. **বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের সমস্যা:**

১২.১ প্রচারের অভাব: আমরা বিভিন্ন টিভি চ্যানেল, বিবিসি, সিএনএন, ডিসকভারী, ন্যাশনাল জিওগ্রাফির মাধ্যমে বিভিন্ন [illegible] সমাজ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যসহ প্রাকৃতিক রূপ অবলোকন করে থাকি। কিন্তু এক্ষেত্রে বাংলাদেশের তেমন কোন প্রচার [illegible] প্রামাণ্য চিত্রের মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের কথা তুলে ধরা যায়।

১২.২ অবকাঠামোগত দুর্বলতা: এই খাতের অবকাঠামো মারাত্মকভাবে দুর্বল। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সত্ত্বেও এখনও [illegible] অনেক দুর্বলতা। রাস্তাঘাট সংকীর্ণ অনেক জায়গায় বিপজ্জনক। পর্যাপ্ত হোটেল ও মোটেল নেই। পর্যটন কেন্দ্রগুলো অবস্থিত এগুলোর সুপরিকল্পিত আধুনিকায়ন ও শুল্কমুক্ত বিপণির অভাব এক্ষেত্রে বড় বাধা।

১২.৩ নিরাপত্তার অভাব: অস্থিতিশীলতা, চুরি, ছিনতাই, হত্যা, রাহাজানি, সহিংসতা, থেকে পর্যটকদের রক্ষা করতে হবে। পর্যটক দিতে হবে নির্বিঘ্নে চলাফেরার নিশ্চয়তা।

১২.৪ উন্নত সেবা ও তথ্যের অভাব: দক্ষ, মার্জিত জনবলের অভাব এ শিল্পে একটা বড় সমস্যা। সেই সঙ্গে রয়েছে উন্নত [illegible] তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থার অভাব।

১৩. **পর্যটন শিল্প বিকাশে করণীয়:**

- পর্যটকদের সেবা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- বাংলাদেশের দর্শনীয় স্থানগুলোর বিস্তারিত বর্ণনাসহ Bangladesh: At a glance এর ব্যবস্থা করা
- পর্যটন নীতিমালার সুষ্ঠ বাস্তবায়ন জরুরী।
- আইন শৃঙ্খলার উন্নয়ন।
- দক্ষ পর্যটক গাইড গড়ে তুলতে হবে।
- হোটেল সার্ভিস সমৃদ্ধি ও প্রসার করা।
- পর্যটন খাতে বাজেট বৃদ্ধি।

১৪. **সাম্প্রতিক সময়ে পর্যটন শিল্প:** সম্প্রতি কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত সাগরের পাড়ে বিশ্বের দীর্ঘতম ৮০ কিলোমিটার মেরিন ড্রাইভ সড়ক নতুন করে পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পাশাপাশি কক্সবাজারে বেড়াতে আসা বিদেশি পর্যটকদের জন্য পৃথক ট্যুরিস্ট জোন করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যটক আকর্ষণে কক্সবাজারে তিনটি পর্যটন পার্ক তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ তিনটি ট্যুরিজম পার্ক হলো-

১. সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক,
২. নাফ ট্যুরিজম পার্ক এবং
৩. সোনাদিয়া ইকো ট্যুরিজম পার্ক।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

১৫. সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অর্জন:

- দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলে অনুষ্ঠিত Korea world Travel Fair (KOFTA) তে Bangladesh Tourism Board কর্তৃক ২০১৪ সালে Best Marketing NTO হিসেবে আন্তর্জাতিক পুরুস্কার অর্জন।
- ২০১৬ সালকে 'পর্যটন বর্ষ' ঘোষণা।
- কক্সবাজারকে আন্তর্জাতিক পর্যটন গন্তব্য হিসেবে প্রচার ও বিপণনের জন্য–"মেগা বিচ কার্নিভাল ডেস্টিনেশন Cox's Bazar আয়োজন।"
- আন্তর্জাতিক সি ক্রুজে বাংলাদেশকে সম্পৃক্ত। (BTB সমন্বয়ক)
- বিটিবি কর্তৃক নির্মিত "Beautiful Bangladesh Land of Stories এবং Beautiful Bangladesh land of Rivers." শীর্ষক টেলিভিশন প্রামান্য চিত্র দুটির যথাক্রমে ০৫টি ও ০২টি মর্যাদাজনক আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন। (রূপময় বাংলাদেশ)
- বিটিবি কর্তৃক ICC World T20-2014 এর সময় টুর্নামেন্টের লোকাল পার্টনার (Local Partner) হিসেবে পর্যটন শিল্পের প্রচার ও বিপণন।
- UNWTO Commission for South Asia (CSA) এবং OIC Tourism Ministers Conference এর ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত।

১৬. পর্যটন শিল্প সম্পর্কিত আইন ও নীতিমালা ঃ

- বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড আইন, ২০১০।
- বাংলাদেশ পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চল আইন, ২০১০।
- জাতীয় পর্যটন নীতিমালা, ২০১০।
- বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, ২০১৫।

এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি উন্নতি করেছে বলে প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। বাংলাদেশের জন্য আশার কথা হলো, প্রাকৃতিক সম্পদ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কারণে এখানকার পর্যটনশিল্পে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবে। পাশাপাশি পর্যটকদের সংখ্যাও দ্রুত বাড়বে। এ দেশের পর্যটন শিল্পের জন্য বেশ কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। যেমন- অনুন্নত পর্যটনসেবা, বায়ুদূষণ ও জলাবদ্ধতার মতো চ্যালেঞ্জগুলোর মুখে রয়েছে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প। বাংলাদেশের পর্যটনের টেকসই বিকাশ এবং উন্নয়নে বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য বৃদ্ধি, প্রাকতিক সম্পদ সংরক্ষণ পর্যটনের বিকাশে গতি আনতে পারে। সেই সঙ্গে দেশের পর্যটন শিল্পের প্রচার ও উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি ট্যুর অপারেটর, হোটেল ও এভিয়েশন সংশ্লিষ্ট সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

"Take only memories

Leave only footprints."

— Chief Seattle

Reference:

1. Bangladesh Tourism Board.
2. World Travel and Tourist Council (WTTC)
3. Bangladesh Parjatan Corporation
4. বিশ্ব পর্যটন সংস্থা
5. UNWTO
6. World Tourism Organization

Scan Credit: Job Ninja

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

যুক্তরাষ্ট্র-চীন বাণিজ্যযুদ্ধ, বিশ্ববাজার ও বাংলাদেশে তার প্রভাব

"A trade war is when a nation imposes tariffs or, quotas on imports and foreign countries retaliate with similar forms of trade protectionism."

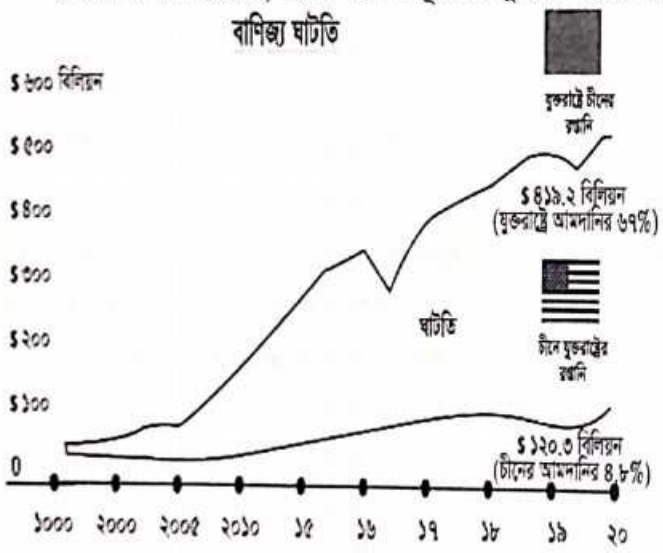
— Oxford Dictionary of Business

বিশ্বের এক নম্বর এবং দুই নম্বর অর্থনীতির মধ্যে বাণিজ্য যুদ্ধের পরিণতি নিয়ে বিশ্ব জুড়ে উদ্বেগ গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। বাণিজ্য যুদ্ধ জয়-পরাজয়ের চিত্র দৃশ্যমান হয় না, এর চিত্র পাল্টে যায় অতি দ্রুত। তাই কে কখন বাণিজ্যযুদ্ধে লাভবান হবে বা ক্ষতির মুখে পড়বে তা বলা যায় না। যদিও সম্প্রতি ১৫ জানুয়ারি, ২০২০ দুই দেশ বাণিজ্য যুদ্ধ অবসানের ঘোষণা দেয়, তবুও ভবিষ্যতে পুনরায় বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু হবার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না।

১. **বাণিজ্যযুদ্ধ:** বাণিজ্যযুদ্ধ হলো এক ধরনের অর্থনৈতিক সংঘাত, যা চরম সংরক্ষণবাদ নীতির ফলে এক দেশ প্রতিপক্ষ দেশের শুল্ক বৃদ্ধির প্রতিশোধ হিসেবে ঐ দেশের আমদানিকৃত পণ্যে নতুন করে শুল্ক বৃদ্ধি বা অন্য কোনোভাবে বাণিজ্য-বাঁধার সৃষ্টি করে। বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বাণিজ্যযুদ্ধ দুই দেশের ভোক্তা ও ব্যবসায়িকদের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে এবং তা অর্থনীতির অন্য ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়তে পারে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে সীমিত করতে সরকারের সংরক্ষণবাদ নীতির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলো বাণিজ্যযুদ্ধ। সরকার সাধারণ অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রতিযোগিতা থেকে সুরক্ষা দিতে সংরক্ষণবাদ নীতি গ্রহণ করে থাকে। বাণিজ্যযুদ্ধে একটি দেশ প্রথমে অন্য আরেকটি দেশ থেকে আমদানি করা পণ্যের উপর শুল্ক আরোপ করে, এরপর আরোপ করা দেশটির পণ্যের উপরও একই ধরনের শুল্ক আরোপ করে অন্য দেশটি।

২. **চীন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যযুদ্ধ:** বাণিজ্যযুদ্ধের উদ্দেশ্য অনেক রকম হতে পারে। যেমন:
   ১. একটি দেশ অন্য দেশের সাথে বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে;
   ২. অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগের উদ্দেশ্যে বা শত্রু রাষ্ট্রের অর্থনীতির দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি সাধন করতে।

মুক্তবাজার অর্থনীতির নীতি অনুসারে, নিট রপ্তানিকারক (যাদের রপ্তানি বেশি, আমদানি কম) দেশের মুদ্রার চাহিদা আন্তর্জাতিক বাজারে বৃদ্ধি পাবে, ফলে ঐ মুদ্রার বিনিময় হার বাড়বে। এতে করে ঐ দেশের পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাবে। ফলে সেই পণ্য আমদানিকারক দেশে বাজার হারাবে, এতে ঘাটতি পূরণের সুযোগ পাবে আমদানিকারক দেশের উৎপাদনকারীরা।





[উৎস: US Censor Board]

বিপরীতে, নিট আমদানিকারক (যাদের আমদানি বেশি, রপ্তানি কম) দেশের মুদ্রার চাহিদা আন্তর্জাতিক বাজারে হ্রাস পাবে, ফলে ঐ মুদ্রার বিনিময় হার কমে যাবে। ফলে দেশটির পণ্য আমদানিতে অধিক খরচ হওয়ায় দেশটি পণ্য আমদানিতে নিরুৎসাহিত হবে ও বাজারে ঐ পণ্যের ঘাটতি তৈরি করবে। ঘাটতি পূরণে দেশীয় উৎপাদনকারীরা বাজার পাবে। আন্তর্জাতিক বাজারে এভাবেই ভারসাম্য সৃষ্টি হওয়ার কথা। কিন্তু চীন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে বেশি রপ্তানি করলেও তারা কৃত্রিমভাবে রেনমেনবির বিনিময় হার স্থির রেখেছে। ১৯৯৫ সালে ১ ডলার ছিল ৮.৩ রেনমেনবি। ২০১৮ সালে এসে যুক্তরাষ্ট্রে চীনের রপ্তানি পাঁচগুণ বাড়লেও রেনমেনবির দাম কমেছে মাত্র ১.৫। এখন ১ ডলার ৬.৮ রেনমেনবি। চীনের মোট রপ্তানির ২০% হয় যুক্তরাষ্ট্রে এবং চীনের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতি প্রায় ৪২ হাজার কোটি মার্কিন ডলার। এ বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি কাটিয়ে উঠতে ট্রাম্প প্রশাসন বাণিজ্যযুদ্ধের আশ্রয় নেয়।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

▶ **চীনের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ:** এ বাণিজ্যযুদ্ধ শুরুর জন্য অনেকে যুদ্ধরাষ্ট্র বা ট্রাম্পের হঠকারিতার বিষয় তুলে ধরলেও বাণিজ্যযুদ্ধের পিছনে যুক্তরাষ্ট্র বেশ কিছু কারণ দেখিয়েছে:

১) যুক্তরাষ্ট্রের মতে, চীন তার বাজার যুক্তরাষ্ট্রের সব পণ্যের জন্য খোলা রাখেনি কিন্তু চীন এর অধিকাংশ পণ্যই যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রবেশাধিকার পাচ্ছে।

২) চীন তার মুদ্রার অবমূল্যায়নের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অবৈধ সুবিধা গ্রহণ করছে।

৩) চীন সরকারি ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে কোম্পানিগুলোকে কম মূল্যে পণ্য উৎপাদনের সুযোগ দেওয়ার মাধ্যমে বাজারে একটা অসম প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করেছে।

৪) যুক্তরাষ্ট্রের যেসব প্রযুক্তিগত কোম্পানি চীনে ব্যবসা করে তাদের থেকে জোরপূর্বক প্রযুক্তিবিদ্যা আদায় এবং চীনের স্থানীয় ফার্মগুলোকে সেসব প্রযুক্তিবিদ্যা হস্তান্তর করা।

৫) চীনের কোম্পানিগুলো গুপ্তচরবৃত্তির সাথে জড়িত।

৬) গ্রন্থস্বত্ব (copyright) লঙ্ঘন।



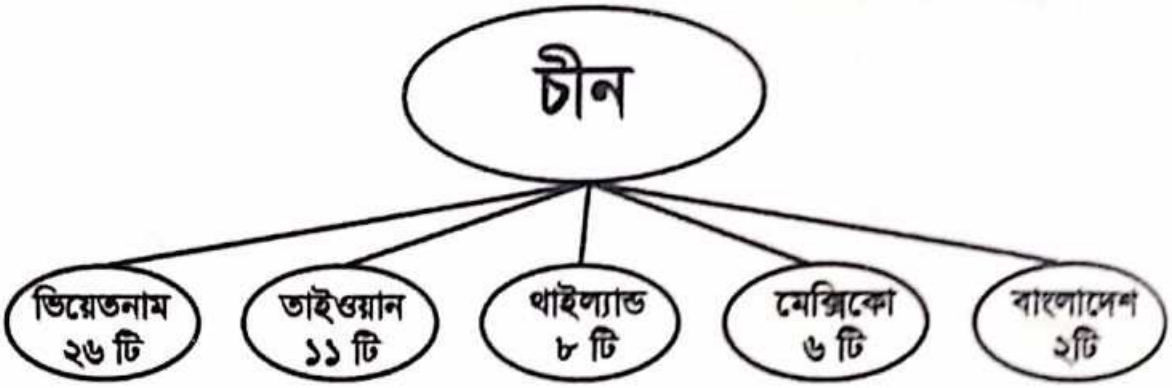
চিত্র: যুক্তরাষ্ট্র-চীন পরস্পর ট্যারিফ আরোপিত পণ্য

৩. **বাণিজ্যযুদ্ধের ফলাফল:** বাণিজ্যযুদ্ধ যদি যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং অন্য দেশ এতে জড়িয়ে না পড়ে তাহলে খুব বেশি ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না। যুক্তরাষ্ট্র বা চীন যেসব পণ্যের উপর শুল্ক আরোপ করেছে সেসব পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠান গুলো কর্মী ছাঁটাই করতে বাধ্য হবে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই বেকারত্ব বাড়বে। তবে এই বাণিজ্যযুদ্ধ যদি অন্যান্য দেশ জড়িয়ে পড়ে তাহলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটবে। এর ফলে পুরো পৃথিবীর শক্তিশালী অর্থনীতিগুলোও আক্রান্ত হতে পারে।

- শুল্ক বসালেই আমেরিকায় স্টিল এবং অ্যালুমিনিয়াম শিল্পে চাকরির সুযোগ নাও বাড়তে পারে;
- বাড়তি শুল্কের ফলে আমেরিকায় পণ্যেও দাম বাড়েছে;
- বাড়তি শুল্কে আমেরিকার মিত্ররাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়;
- চীনের বাজারে আমেরিকান কৃষি পণ্যেও মূল্য বৃদ্ধি;
- অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ওপর প্রভাব।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

৪. **বাণিজ্যযুদ্ধ ও বাংলাদেশ/ বাণিজ্য যুদ্ধের প্রভাবে যেসব দেশ লাভবান হবে:** চীন-যুক্তরাষ্ট্রের চলমান বাণিজ্য যুদ্ধে লাভবান হবে বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, তাইওয়ান ও দক্ষিণ কোরিয়া। চীনে তৈরি পণ্যের ওপর ট্রাম্প প্রশাসনের আরোপ করা শুল্কের পর দেশটি থেকে আমদানি কমিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলো এখন দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর দিকে ঝুঁকছে। ফলে হারানো বাজার ধরার সুযোগ তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর জন্য। যুক্তরাষ্ট্রের যেসব প্রতিষ্ঠান এতদিন চড়া শুল্ক দিয়ে চীনে তৈরি পোশাক আমদানি করে আসছিল, তারা এখন বাংলাদেশে অর্ডার করতে পারে। Asian Development Bank (ADB) প্রেসিডেন্ট Yasuyuki Sawada মতে, শুধু বাণিজ্যে যুদ্ধের প্রভাবেই বাংলাদেশের রপ্তানি বাড়বে $৪০০ মিলিয়ন। জাপানি বিনিয়োগ ব্যাংক নমুরা হোল্ডিংস বাণিজ্যযুদ্ধ শুরুর পর চীন ছেড়ে যাওয়া ৭৯ টি কোম্পানির গন্তব্য বিশ্লেষণ করে দেখায়, এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ২৬টি গেছে ভিয়েতনামে। এর পরে রয়েছে তাইওয়ান ১১টি, থাইল্যান্ড ৮টি, মেক্সিকো ৬টি, ও জাপান ২টি। চীন থেকে বাংলাদেশে এসছে মাত্র ২টি কারখানা ।



চীন থেকে বেরিয়ে যাওয়া কারখানার গন্তব্য

[উৎস: Fox Business Network]

৫. **বাণিজ্যযুদ্ধ শিথিলে চুক্তি:**

- স্বাক্ষরিত স্থান—হোয়াইট হাউস, ওয়াশিংটন, যুক্তরাষ্ট্র।
- স্বাক্ষরিত হয়—১৫ জানুয়ারি, ২০২০।
- স্বাক্ষর করে—মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও চীনের উপপ্রধানমন্ত্রী লিউ হে।

পরিশেষে বলা যায়, মার্কিন-চীন বাণিজ্য যুদ্ধ যে বিশ্ব বাণিজ্যে নতুন মাত্রা যোগ করেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইতোমধ্যে বিশ্বে নতুন মেরুকরণ সৃষ্টি হতে শুরু করেছে। এই মেরুকরণ বিশ্বের জন্য কতটুকু কল্যাণকর হবে তা সময়ই বলে দিবে। তবে ইতিহাস অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, সংঘাতের পথ কখনোই কল্যাণ বয়ে আনে না। তাই এই যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই উচিত এমন একটা পথ বের করা, যার মাধ্যমে পুরো ব্যবস্থায় একটা ভারসাম্য তৈরি হবে। তবে তা হলে বিশ্ব বাণিজ্যের উন্নয়ন সুদূরপ্রসারী হবে।

"Economic history clearly shows that trade wars not only hurt global growth but they are also unwinnable."

— Christine Lagarde (Former Managing Director of IMF)

References:

1. The Guardian
2. The NewYork Times
3. bbc.com

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

মুজিব বর্ষ

"জাতির পিতা রক্ত দিয়ে ঋণ শোধ করে গেছেন, তাঁর রক্তের ঋণ আমাদের শোধ করতে হবে।"

—প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিক উদযাপনের লক্ষ্যে আগামী ২০২০-২১ সালকে 'মুজিব বর্ষ' হিসেবে পালনের ঘোষণা দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০২০ সালের ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী থেকে শুরু করে ২০২১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয়দিবস পর্যন্ত বছরব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ২০২০-২১ সাল 'মুজিব বর্ষ' হিসেবে পালিত হবে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ নিয়েই এসব কর্মসূচি পালন করা হবে।

বঙ্গবন্ধুর আত্মত্যাগের কারণে বাংলাদেশের মানুষ আজ সুখে-শান্তিতে বাস করছে। বাংলাদেশ আজ ক্ষুধামুক্ত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'পৃথিবী আজ দুই ভাগে বিভক্ত-শাসিত ও শোষিত। আমি শোষিত মানুষের পক্ষে।' শোষিত মানুষকে মুক্তি দেওয়ার লক্ষ নিয়েই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

মুজিব বর্ষ কেন এত গুরুত্বপূর্ণ: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যদি ঘাতকের নিষ্ঠুর বুলেটে প্রাণ না হারাতেন তবে ২০২০ সালের ১৭ মার্চ তিনি শতায়ু হতেন। কিন্তু হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ এই বাঙালিকে জাতি হিসেবে আমরা মাত্র ৫৫ বছর ৪ মাস বাঁচতে দিয়েছি।

আজ যখন নানাভাবে প্রহসনের নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে, তখন জাতির সামনে সমহিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিক। আওয়ামী লীগ ইতোমধ্যে ২০২০-২১ সালকে মুজিববর্ষ হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই দুটি সাল জাতির জন্য অতীব তাৎপর্যমণ্ডিত। বঙ্গবন্ধুর শতবর্ষের পরের বছরই ২০২১ সাল পালিত হবে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব। আর এটা ভিশণ ২০২১ সমাপ্তিরও বছর।

প্রসঙ্গত সময়ের কারণে ব্যবধান থাকলেও প্রায় একইভাবে ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা দেওয়ার ৪২ বছর পর ২০০৮ সালে বঙ্গবন্ধুর কন্যার দিন বদলের কর্মসূচি দেশ জাতি ও জনগণকে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করেছে। এই দুই কর্মসূচি হচ্ছে আমাদের জাতীয় জীবনের মোড় পরিবর্তনের দিক নির্দেশক। স্বাধীন স্বদেশ প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে ৬ দফার মূল্যায়ন হয়ে গেছে। এখন 'মুজিব বর্ষ' পালনের ভেতর দিয়ে নিঃসন্দেহে দিন বদলের কর্মসূচির মূল্যায়ন হবে।

'মুজিব বর্ষ' উদযাপন নতুন প্রজন্মকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আদর্শকে সমুন্নত রাখতে অনুপ্রাণিত করবে। দেশ প্রেমে উজ্জীবিত হয়ে দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করতে ভবিষ্যত তরুণদের উৎসাহিত করবে।

দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বারবার জেল জুলুম সহ্য করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়েছেন জাতির পিতা। ইতিহাসের সেই উজ্জ্বল মহিমা থেকে শিক্ষা নেওয়ার সময় এসেছে নতুন প্রজন্মের।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই জন্মশতবার্ষিক একটি বিশেষ সময়ের অর্জন ও গৌরবের সঙ্গে যুক্ত। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিক সমাপনী আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত হবে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী, ডিজিটাল বাংলাদেশ ও মধ্যম আয়ের বাংলাদেশে রূপান্তরে মাইলফলক। জন্মশতবার্ষিক উদযাপনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতি জাতির সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাঁর ভাবমূর্তি সমুন্নত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দেশের জন্য নিবেদিত প্রাণ হতে চাওয়া যেকোন মানুষের জন্যে তাই জাতির পিতার জীবনী পাঠ করা অনেক প্রয়োজনীয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংক্ষিপ্ত জীবনী: মুজিব বর্ষ পালন করার এ সিদ্ধান্ত শেখ হাসিনা সরকারের অভিনব দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ। জাতির জনকের জন্মশত বার্ষিক পালনের এই মাহেন্দ্রক্ষণেই তাঁর জীবনী নতুন করে চর্চা করার সময় এসেছে।

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শেখ লুৎফর রহমান ও মাতা সায়েরা খাতুনের চারকন্যা ও দুই পুত্রের সংসারে তিনি ছিলেন তৃতীয়।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

গোপালগঞ্জের মিশন স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র থাকাকালে তৎকালীন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যোগদানের কারণে প্রথমবারে কারাবরণ করেন শেখ মুজিবুর রহমান।

ম্যাট্রিকুলেশন পাসের পর কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেরে বাংলা এ. কে ফ হকসহ তৎকালীন প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতাদের সান্নিধ্যে আসেন। ওই সময় থেকেই নিজেকে ছাত্রযুবনেতা হিসেবে রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত করেন, যোগ দেন আওয়ামী মুসলিম লীগে, যা পরে অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে আওয়ামী লীগ নাম নেয়।

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে সাধারণ ধর্মঘট পালনকালে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৪৮ থেকে পর্যন্ত তিনি বারবার কারারুদ্ধ হন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬ শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলনসহ বিভিন্ন জনদাবি আদায়ের আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালির অধিকার আ আন্দোলনে শেখ মুজিবকে বারবার কারাগারে যেতে হয়েছে, আর আন্দোলন-সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ তাকে নিয়ে যায় বাঙালির নেতৃত্বে। আ লীগ প্রধান হিসেবে ১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন তিনি। যার ফলে ১৯৬৮ সালে তাকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ক হতে হয়। ১৯৬৯ এর ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ছাত্র-জনতা শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেয়। ১৯৭০ এর নির্বাচনে বাঙালির ক ছয় দফার দাবির পক্ষে অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের ম্যান্ডেট লাভ করে। কিন্তু প শাসকগোষ্ঠী, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালির এ নির্বাচনী বিজয়কে মেনে নেয়নি।

এরপর বঙ্গবন্ধু স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে প্রথমে স্বাধিকার আন্দোলনের রূপ দেন। '৭১ এর মার্চে স অসহযোগ আন্দোলন। ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহারাওয়ার্দী উদ্যান) জনসমুদ্রে তার ঘোষণা 'এবারের সংগ্রাম স্বা সংগ্রাম' বাঙালিকে স্বাধীনতা আন্দোলনের পথে ধাবিত করে। ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর আক্রমণ এবং সেই রাতেই বন্দি হন বঙ্গবন্ধু। তবে তার আগে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যান।

মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময় বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানে কারারুদ্ধ থাকলেও তার নামেই যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করে বাঙালি। মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিব সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন তিনি।

অন্যদিকে স্বাধীনতার ঘোষণা ও বিদ্রোহের অভিযোগ এনে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে গোপন বিচারের নামে প্রহসন শুরু হয় বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে

নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় আসে। এরপর ৮ জানুয়ারি ১৯৭২ পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি বঙ্গবন্ধু। ১৯৭২ এর ১০ জানুয়ারি তিনি পা রাখেন স্বাধীন ভূমিতে।

সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের দায়িত্বভার নিয়ে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু, যদিও ওই স দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র থেমে ছিল না।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু জাতির অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচি ঘোষণা করেন, গঠন করেন বাকশাল। যার ফলে দেশে অন রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হয়, চারটি সংবাদপত্র ছাড়া অন্য সব সংবাদপত্রও বন্ধ করে দেওয়া হয়। তার কিছু দিনের মধ্যে ১৯৭৫ সালের আগস্ট একদল সেনা কর্মকর্তার হাতে নিজ বাসভবনে সপরিবারে নিহত হন বঙ্গবন্ধু।

যে দেশের স্বাধীণতার জন্য রাজপথ কিংবা কারাগারে যার জীবন কেটেছে, সেই দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সাড়ে তিন বছরের মধ্যে অব ঘটে স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়কের এবং তা বাঙালিরই হাতে।

মুজিব বর্ষ উদযাপনের কমিটি গঠন: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিক জাতীয় পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে উদযাপনের দুটি কমিটি গঠন করেছে সরকার।

১. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সভাপতি করে ১০২ সদস্য বিশিষ্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিক উদযা জাতীয় কমিটি' গঠন করা হয়েছে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

২. জাতীয় অধ্যাপক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলামকে সভাপতি করে ৬১ সদস্যবিশিষ্ট 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিক উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি' গঠন করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য সচিব ড. কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরিকে জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব করা হয়েছে। তিনি জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটিতে প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। আর দুটি কমিটিতেই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

১. **'জাতীয় কমিটি' গঠনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:**

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	জাতীয় কমিটিতে পদমর্যাদা
১.	শেখ হাসিনা	প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	সভাপতি
২.	শেখ রেহানা	জাতির পিতার কনিষ্ঠ কন্যা	সদস্য
৩.	ড. শিরিন শারমীন	স্পীকার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ	সদস্য
৪.	সৈয়দ মাহমুদ হোসেন	বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি	সদস্য
৫.	আবুল কালাম আজাদ	এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক	সদস্য
৬.	জনাব আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরি	সাংবাদিক ও লেখক	সদস্য
৭.	অধ্যাপক রেজওয়ানা চৌধুরি বন্যা	রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী	সদস্য
৮.	ড. আতিউর রহমান	অর্থনীতিবিদ ও সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
৯.	জনাব তোরাব খান	সাংবাদিক	সদস্য
১০.	জনাব নাজমুল হাসান পাপন	সভাপতি, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড	সদস্য
১১.	ড. কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরি	সাবেক মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়	সদস্য সচিব

২. **সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়:**

- বর্তমানে ১০ লক্ষ প্রতিবন্ধীকে সরকারি ভাতা প্রদান করা হয়। সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী বর্তমানে নিবন্ধিত প্রতিবন্ধীদের সংখ্যা ১৪ লক্ষ। মুজিব বর্ষে এই ১৪ লক্ষ প্রতিবন্ধীর সকলকে অর্থাৎ শতভাগ প্রতিবন্ধীকে ভাতা প্রদান করা হবে।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ব্রেইল পদ্ধতিতে প্রকাশ করে ২০২০ সালের মার্চ মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন সাপেক্ষে তাঁকে দিয়ে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বই বিতরণ।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিক উপলক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তামূলক বিভিন্ন রকম কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।
- এছাড়াও জাতীয় সংসদের সদস্যবৃন্দ তাঁদের নিজস্ব এলাকাভিত্তিক আয়োজনে ভূমিকা রাখবে।

৩. **গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়:**

- স্ট্যাচু অব লিবার্টির আদলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য নির্মাণ করা হবে।
- ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নামে মান মন্দির স্থাপনের কাজ শুরু হবে।

৪. **প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়:**

- প্রতি বছর মার্চ মাসে প্রাথমিক স্কুল পর্যায়ে আয়োজিত বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ এবং বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ জন্মশত বার্ষিক উদযাপন কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
- প্রাথমিক পর্যায়ে শতভাগ শিশু যেন বাংলা ও ইংরেজি পঠন দক্ষতা অর্জন করতে পারে সেরূপ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

৫. **কৃষি মন্ত্রণালয়:**

- ১৬ অক্টোবর বিশ্ব খাদ্য দিবসের আয়োজন জন্মশতবার্ষিক এর আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত করা হবে।
- মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব বাজেটে ৪৫৬২টি ইউনিয়নে সারা বছরব্যাপী বঙ্গবন্ধু কৃষি উৎসবের আয়োজন করা হবে।

৬. **জননিরাপত্তা বিভাগ:**

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবদ্দশায় তিন বাহিনীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবসে প্রদত্ত ভাষণ সংকলন করে তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা।

৭. **বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র:**

- বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বঙ্গবন্ধু চেয়ার স্থাপন কা; যার কাজ হবে সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিয়ে কারিকুলাম প্রণয়ন করা।
- শান্তি ও উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দর্শন নিয়ে গবেষণা করা।
- বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নামে নির্মিতব্য একটি একাডেমিক ভবন আগামী ১৭ মার্চ ২০২১ সালে উদ্বোধন করা।

বিবিধ: পৃথিবীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরে বঙ্গবন্ধুর জীবনভিত্তিক চিত্রকর্ম, প্রামাণ্য চিত্র, শর্টফিল্ম প্রদর্শনীসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে জাতির জনকের সংগ্রামী কর্মজীবন ও আদর্শ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরা হবে।

- থিম সং, শিশু সংগীত, চিত্রপটে ও দৃশ্যকাব্যে বঙ্গবন্ধু শীর্ষক থিয়োট্রিক্যাল জীবনলেখ্য উপস্থাপন করা হবে।
- বঙ্গবন্ধুর জীবন সংগ্রাম, তাঁর দর্শন, কারাভোগ, স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রাম, জাতি ও দেশগঠন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ, জাতি ও দেশগঠন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির স্বীকৃতি, বিশ্বের শোষিত নিপীড়িত কণ্ঠসর ও মানবমুক্তির এই মহামানবের জীবনী উপজীব্য করে সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, কবিতা প্রভৃতি ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী, বাউল, শিশু শিল্পীদের অংশগ্রহণের আয়োজন করা হবে।
- জন্মশত বার্ষিক উদযাপন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বদের আমন্ত্রণ জানানো হবে উপস্থিত থাকার জন্য।
- বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস, আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিক, ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসের কর্মসূচি, জেলহত্যা দিবসের কর্মসূচিসহ অন্যান্য কর্মসূচি, মুজিব বর্ষের কর্মসূচির সঙ্গে সমন্বিতভাবে পালিত হবে।
- বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে পাকিস্তান সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনের একটি সঙ্কলন প্রকাশ করা হবে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নিয়ে কয়েকটি খণ্ডের একটি সঙ্কলন প্রকাশ করা হবে। এই 'রিপোর্ট' পড়লে বাংলাদেশের ইতিহাস জানার কিছু বাকি থাকবে না।

সারাদেশে বিভাগ, জেলা, উপজেলা এমনকি ওয়ার্ড পর্যায়ে এই কর্মসূচি পালন করা হবে। সরকার ও আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে মুজিব বর্ষে দেশব্যাপী ব্যাপক কর্মসূচী পালন হবে। কৃষক, শ্রমিক, কামার, কুমার জেলেসহ সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে নিয়েও বহুমুখী কর্মসূচি করা হবে। খেলাধুলা, নাটক, আর্টসহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণীর আয়োজন করা হবে।

দেশবাসীর কাছে আমাদের আহ্বান, আসুন সব ভেদাভেদ ভুলে আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জেগে উঠি, দিন বদলের সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হই। শোষণ-বঞ্চনা, বৈষম্য ও দুঃশাসনের চির অবসান ঘটাই। একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ও সহিষ্ণু সমাজ গড়ে তুলি। সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলার সংগ্রামে নবজাগরণ সৃষ্টি করি। 'মুজিব বর্ষ' সামনে রেখে যদি এই ধরনের নবজাগরণ সৃষ্টি করা যায়, তবেই বর্ষটি পালন জাতির জীবনে সফল ও সার্থক হয়ে উঠবে।

"আমরা নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের পাশে আছি। শোষিত মানুষকে বঞ্চনা থেকে মুক্তি দেওয়াই তো আমাদের লক্ষ্য। জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণ করার পথেই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি।"

—প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

রোহিঙ্গা সংকট ও প্রত্যাবাসন: বর্তমান পরিস্থিতি

"বিশ্বের সবচেয়ে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী হচ্ছে রোহিঙ্গা"

— জাতিসংঘ

মিয়ানমারে সামরিক বাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয়ে তিন বছর আগে দলে দলে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে রোহিঙ্গারা। ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট থেকে হাজার-হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আসতে থাকে। রোহিঙ্গা সংকট যে দ্রুততার সাথে বিস্তৃত হয়েছে সেটি বাংলাদেশ সরকারকেও বিস্মিত করে তুলেছিল। সীমান্তে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আশ্রয় দেয়া হবে কিনা সেটি নিয়েও বাংলাদেশ সরকারের মাঝেও দোদুল্যমানতা ছিল। কিন্তু যেভাবে লাখ লাখ রোহিঙ্গা সীমান্তে এসে জড়ো হয়েছিল, তাতে তাদের আটকে রাখা বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর পক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব ছিল না। বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থান করা ১১ লাখ রোহিঙ্গার মধ্যে আট লাখ ৬০ হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গা এসেছে ২০১৭ সালের ২৫ আগস্টের পরে। গত তিন বছরে মিয়ানমারের চরম অনাগ্রহের কারণে ওই রোহিঙ্গারা ফেরত যেতে পারেনি। যদিও রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠাতে বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয়ভাবে সবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। ২০১৮ সালের নভেম্বরে এবং ২০১৯-এর আগস্টে দুই দফায় রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরুর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু রাখাইনে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করতে মিয়ানমার ব্যর্থ হওয়ার কারণে রোহিঙ্গারা ফেরত যেতে অস্বীকৃতি জানায়। বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মিয়ানমার এ বিষয়ে আরও অনাগ্রহ দেখাচ্ছে। ফলে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া কবে শুরু হবে এবং এই রোহিঙ্গাদের ভবিষ্যৎ কী, সে বিষয়ে সবার সন্দেহ দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন বলেন,

"রাখাইনে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার জন্য মিয়ানমার কিছুই করছে না। শুধু তাই না, তারা ফেরত যাওয়ার জন্য সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।"

অন্যদিকে, রোহিঙ্গা গণহত্যার প্রেক্ষাপটে মিয়ানমারের সামরিক জান্তাদের দায়বদ্ধতার জন্য আন্তর্জাতিক বিচারিক আদালত ও আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে কার্যক্রম চলছে। ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক বিচারিক আদালত শুনানির পরে একটি অন্তবর্তীকালীন আদেশ জারি করেছে। আবার আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের আইনজীবীরা আদালতের অনুমতি পাওয়ার পরে তদন্ত কার্যক্রম শুরু করেছেন। দুটি আন্তর্জাতিক আদালতেই বিচারিক প্রক্রিয়া চলমান আছে। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র সচিব বলেন,

"রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে যে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে সেটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডেও অনেক গুরুতর। এ কারণে আন্তর্জাতিকভাবে এ দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।"

১. **রোহিঙ্গাদের তালিকা:** প্রত্যাবাসনের জন্য যাচাই-বাছাই করতে সরকার পাঁচ দফায় আট লাখ ৫৩ হাজার রোহিঙ্গার তালিকা মিয়ানমার সরকারকে দিয়েছিল। প্রথম দফায় আট হাজার ৩২ জনের মধ্যে যাচাই-বাছাই করা হয়েছে পাঁচ হাজার ৩৮৪ জনের। দ্বিতীয় দফার ২২ হাজার ৪৩২ জনের মধ্যে যাচাই-বাছাই হয়েছে মাত্র ৪ হাজার ৬৫০ জনের। অর্থাৎ সাড়ে আট লাখের মধ্যে ১০ হাজারেরও যাচাই বাছাই শেষ করেনি মিয়ানমার।

২. **রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন কমিটি:** রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত কমিটির চতুর্থ বৈঠক ২০১৯ সালের মে মাসে হয়েছে। এরপর বাংলাদেশ আবার বৈঠকের জন্য ফেব্রুয়ারিতে তারিখ ঠিক করার আগ্রহ প্রকাশ করলেও মিয়ানমার এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো কিছু জানায়নি। এদিকে ২০১৮-এর সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘে বাংলাদেশ, চীন ও মিয়ানমার ত্রিপক্ষীয় কমিটিও কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারছে না।

৩. **রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুপারিশমালা:**

- **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পাঁচটি সুপারিশ:** ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বক্তব্য রাখার সময় অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা প্রসঙ্গে পাঁচটি সুপারিশ তুলে ধরেন। সেই পাঁচটি প্রস্তাব গুলো হলো:
  ১. অনতিবিলম্বে এবং চিরতরে মিয়ানমারে সহিংসতা ও 'জাতিগত নিধন' নিঃশর্তে বন্ধ করা।
  ২. অনতিবিলম্বে মিয়ানমারে জাতিসংঘের মহাসচিবের নিজস্ব একটি অনুসন্ধানী দল প্রেরণ করা।
  ৩. জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সব সাধারণ নাগরিকের নিরাপত্তা বিধান এবং এ লক্ষ্যে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে সুরক্ষা বলয় (Safe Zones) গড়ে তোলা।
  ৪. রাখাইন রাজ্য হতে জোরপূর্বক বিতাড়িত সকল রোহিঙ্গাকে মিয়ানমারে তাদের নিজ ঘরবাড়িতে প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা।
  ৫. কফি আনান কমিশনের সুপারিশমালার নিঃশর্ত, পূর্ণ এবং দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

- **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চারটি সুপারিশ:** রোহিঙ্গা সংকটকে আঞ্চলিক নিরাপত্তার হুমকি উল্লেখ করে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে (২৭ সেপ্টেম্বর,২০১৯) চার দফা প্রস্তাব পেশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাতিসংঘ সদর প্রধানমন্ত্রী বলেন,

'এটি দুঃখজনক যে রোহিঙ্গা সংকটের সমাধান না হওয়ায় আজ এ বিষয়টি আমাকে পুনরায় উত্থাপন করতে হচ্ছে

২৭ সেপ্টেম্বর,২০১৯ নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনে প্রস্তাবগুলো পেশ করেন প্রধানমন্ত্রী। চার দফা প্রস্তাবগুলো হলো :

১. রোহিঙ্গাদের টেকসই প্রত্যাবাসন এবং আত্মীকরণে মিয়ানমারকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রতিফলন দেখাতে হবে।

২. বৈষম্যমূলক আইন ও রীতি বিলোপ করে মিয়ানমারের প্রতি রোহিঙ্গাদের আস্থা তৈরি করতে হবে এবং রোহিঙ্গা প্রতিনিধিকে উত্তর রাখাইন সফরের আয়োজন করতে হবে।

৩. আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় থেকে বেসামরিক পর্যবেক্ষক মোতায়েনের মাধ্যমে মিয়ানমার কর্তৃক রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তার ও সুরক্ষা নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে।

৪. আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অবশ্যই রোহিঙ্গা সমস্যার মূল কারণগুলো বিবেচনায় আনতে হবে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন ও অন্যান্য নৃশংসতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে।

৪. **বর্তমানে রোহিঙ্গাদের অবস্থা:** কক্সবাজারের টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় প্রায় ১১ লাখ রোহিঙ্গা আশ্রয় নিয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৯ লাখ ২০১৭-এর আগস্টের পরে এসেছে। এর আগে ২০১৬ সালে মিয়ানমার সেনাবাহিনী অপারেশন শুরু করলে ও ২০১২ সালে রাখাইনে জাতিগত দাঙ্গা শুরু হলে অনেক রোহিঙ্গা পালিয়ে আসে। এর আগে ১৯৯২ সালে যে রোহিঙ্গারা পালিয়ে এসেছিল তাদের মধ্যেও ৩৬ হাজার রোহিঙ্গা এখনও বাংলাদেশে অবস্থান করছে। বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন সংস্থার সাহায্যে এই রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা দিচ্ছে। এ বছর জয়েন্ট রেসপন্স প্ল্যানে ৮৮ কোটি ডলার সহায়তা চাওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা ইতোমধ্যে বেশ কিছু অর্থ দিয়েছে।



কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে যেসব ক্যাম্পে রোহিঙ্গারা রয়েছে সেটির স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আগের যে কোনো সময়ের থেকে উন্নত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সাড়ে তিন হাজারের বেশি টেস্ট করা হয়েছে এবং এর মধ্যে প্রায় ৯০ জনের করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে মারা যান ছয় জন। ক্যাম্পগুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য ফেন্সিং করা হচ্ছে যাতে করে অবৈধ কেউ অনুপ্রবেশ করতে না পারে। নিরাপত্তার কারণে এর আগে মোবাইল নেটওয়ার্ক টুজিতে নামিয়ে আনা হলেও সম্প্রতি ফোরজি নেটওয়ার্ক আবার চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রোহিঙ্গা শরণার্থী সবচেয়ে বেশি অবস্থান করছে কুতুপালং এক্সপানশনে।

৫. **বর্তমানে রোহিঙ্গাদের অবস্থাঃ ভাসানচরে রোহিঙ্গাদের স্থানান্তর:** বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে দুই দশক আগে জেগে ওঠা দ্বীপ ভাসানচরে স্থানান্তরিত রোহিঙ্গা শরণার্থীরা। কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শিবিরের ওপর চাপ কমাতে গত ৪ ডিসেম্বর, ২০২০ নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ডের তত্ত্বাবধানে ১৬৪২ জন রোহিঙ্গাকে ৭টি জাহাজে করে ভাসান চরে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রায় ৬ মাস আগে সাগরে ভাসমান ৩০৩ জন রোহিঙ্গাকে উদ্ধারের পর ভাসানচরে নিয়ে রাখা হয়েছিল নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে। ২২টি আন্তর্জাতিক সংস্থা তাদের মানবিক সহায়তা দিতে ভাসানচরেই অবস্থান করছে। প্রথম কয়েকদিন নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানেই রোহিঙ্গাদের খাবার সরবরাহ করা হবে। ভাসানচরে থাকার জন্য মানসম্মত নতুন পাকা ঘর এবং বসবাসের মতো স্বাস্থ্যসম্মত এলাকা পেয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন রোহিঙ্গারা। কুতুপালং ১৭ নম্বর ক্যাম্প থেকে আসা আরোপা বেগম বলেন,

এক নজরে ভাসানচর

- ভাসানচরের আয়তন প্রায় ১৩০০০ একর।
- বাংলাদেশ সরকার ২৩১২ কোটি টাকা ব্যয়ে এখানে এক লাখ রোহিঙ্গা থাকার ব্যবস্থা করেছে।
- এ মুহূর্তে ভাসানচরে রয়েছে সাগর থেকে উদ্ধার করা ৩০৩ রোহিঙ্গা।
- ভাসানচরে প্রথম দফায় ১৬৪২ জন রোহিঙ্গাকে স্থানান্তর।

"জাগা দেকি, বাসা দেকি ভালা লাগসে। ওহানে পাহাড়, বাচ্চাকাচ্চা খেলাইতো পারে না। গরু চরতে পারে না। এখানে তো সব সমান। ভালো লাগসে।"

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

রোহিঙ্গাদের ভাসানচরে স্থানান্তর করতে ২০১৭ সাল থেকেই দ্বীপটিতে এই আশ্রয়ণ প্রকল্প হাতে নেয় বাংলাদেশ সরকার। ভাসানচরে স্থানান্তর রোহিঙ্গাদের জীবনমানের উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের "আন্তরিক প্রচেষ্টা" বলে মনে করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। রোহিঙ্গাদের পুনর্বাসনের চেয়ে প্রত্যাবাসনের ওপরেই তারা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে।



৬. **বিভিন্ন ঝুঁকি:** রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার কারণে বাংলাদেশের জন্য বিভিন্নমুখী ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র সচিব জানান, টেকনাফ ও উখিয়ায় বাংলাদেশির সংখ্যা ৫ লাখ ৭০ হাজার। কিন্তু রোহিঙ্গাদের সংখ্যা ১১ লাখের মতো। এই রোহিঙ্গাদের জন্য প্রায় সাত একর বনভূমি নষ্ট হয়েছে এবং এর ফলে সেখানকার জীববৈচিত্র্য নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি ভূমিধসের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। কক্সবাজারে জমি কমে যাওয়ায় কৃষিকাজ ব্যাহত হচ্ছে এবং প্রতিদিন বাড়তি পানি ও অন্যান্য পণ্যের চাহিদার কারণে বড় ধরনের সমস্যা তৈরি হচ্ছে বলে তিনি জানান। এর মধ্যে অন্যতম বড় ঝুঁকি হচ্ছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। কারণ রোহিঙ্গারা মানবপাচার, মাদক চোরাচালান, চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ, যৌন ব্যবসাসহ বিভিন্ন অপকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে যা বাংলাদেশের জন্য বড় ধরনের সমস্যা বলে তিনি জানান।

৭. **সরকারের চিন্তাভাবনা:** রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছে যাতে করে তারা দ্রুত রাখাইনে ফেরত যেতে পারে। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র সচিব বলেন, মূলত চারটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেগুলো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে।

প্রথমত, বিষয়টি দ্বিপক্ষীয়ভাবে সমাধানের চেষ্টা চলছে এবং মিয়ানমারের সঙ্গে পুনরায় বৈঠকের সময় চেয়েছে।

দ্বিতীয়ত, পাশাপাশি আঞ্চলিক শক্তিগুলো যেমন আসিয়ান, ভারত, চীন, কোরিয়া ও জাপানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে যাতে করে তারা এ সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসে।

তৃতীয়ত, বহুপক্ষীয় ব্যবস্থায় যেমন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, মানবাধিকার কাউন্সিলসহ অন্যান্য যেসব মেকানিজম আছে সব জায়গায় বাংলাদেশ বিষয়টি সমাধানের জন্য প্রয়াস চালাচ্ছে।

চতুর্থত, মিডিয়া, থিঙ্ক ট্যাঙ্ক, একাডেমিয়া, মানবাধিকার সংস্থা, সুশীল সমাজসহ সবার সঙ্গে সরকার যোগাযোগ রাখছে যাতে করে তারা রোহিঙ্গাদের বিষয়ে আরও বেশি সোচ্চার হয়।

৮. **রোহিঙ্গা ইস্যু ও গাম্বিয়ার মামলা:** ইসলামী সহযোগী সংস্থার (ওআইসি) সদস্য রাষ্ট্র গাম্বিয়া গত নভেম্বর ২০২০ সালে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে এ মামলা দায়ের করেছে। এ অভিযোগে বলা হয়, শুধু আন্তর্জাতিক চুক্তি লঙ্ঘন করে জেনোসাইডই ঘটানো হয়নি, বরং রোহিঙ্গারা এখনও নিরাপদ নয়। আদালত জেনোসাইড বা গণহত্যা হয়েছে কি না সিদ্ধান্ত নেবে। এর পাশাপাশি গাম্বিয়ার দাবি ছিল সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এবং আরো ক্ষতি ঠেকাতে কিছু সাময়িক বিধি-নিষেধ আরোপ করার। গাম্বিয়া মিয়ানমার সরকারকে রোহিঙ্গাদের সহিংসতা থেকে সুরক্ষা এবং সেনাবাহিনীর নৃশংসতা বন্ধের নির্দেশ, জেনোসাইডের সব প্রমাণ সংরক্ষণ এবং চার মাসের মধ্যে এসব ব্যবস্থা গ্রহণের অগ্রগতির প্রতিবেদন আদালতে পেশ করার নির্দেশ দেয়ার আহ্বান জানায়। এতে আদালতের ১৭ জন বিচারক সম্মতি জানান। তাদের মধ্যে মিয়ানমারের নিয়োগকৃত বিচারক জার্মানির ক্লাস ক্রেস এবং চীনের বিচারক শিও হানকিনও রয়েছেন। বিচারকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, মিয়ানমার প্রথম চার মাসের মধ্যে তাদের প্রথম প্রতিবেদন জমা দেয়ার পর মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি ছয় মাস অন্তর এ প্রতিবেদন জমা দেবে। আইসিজে জাতিসংঘের তদন্তকারীদের প্রবেশের সুযোগ দেয়ার নির্দেশ দেননি মিয়ানমারকে। ২০১৭ সালের নিধন অভিযানের তথ্য সংগ্রহের আগে, জাতিসংঘের তথ্য অনুসন্ধানী মিশনের সদস্যদের প্রবেশ করতে দেয়নি মিয়ানমার। উপর্যুক্ত ব্যবস্থাগুলো মেনে নেয়ার আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে মিয়ানমারের। গাম্বিয়া যদি মনে করে মিয়ানমার এ আদালতের রায় মেনে চলছে না, তাহলে তারা নতুন করে দ্বারস্থ হতে পারে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সাহায্যও নিতে পারে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

৯. **রোহিঙ্গা গণহত্যার অভিযোগ: মিয়ানমারকে গণহত্যা রোধে ব্যবস্থা নেবার নির্দেশ দিয়েছে ICJ:** রাখাইনে এখন যে রোহিঙ্গারা আছেন, তাদেরকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য মিয়ানমারকে সব ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ দিয়েছে নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগের আন্তর্জাতিক বিচারিক আদালত (ICJ)। মিয়ানমারের বিরুদ্ধে গাম্বিয়ার দায়ের করা মামলায় কিছুক্ষণ আগে ঘোষণা করা অন্তবর্তীকালীন রায়ে মিয়ানমারের প্রতি চারটি নির্দেশনা দেয় আইসিজে।

i. রাখাইনে বসবাসরত সাড়ে ছয় লাখ রোহিঙ্গা মুসলিম ঝুঁকিতে রয়েছে। তাদের সুরক্ষা দেবার জন্য মিয়ানমার সরকারকে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

ii. মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর লাগাম টেনে ধরতে হবে। আদালত বলেছে, সেনাবাহিনী কিংবা অন্য যে কোন ধরণের নিরাপত্তা বাহিনী যাতে গণহত্যা না চালায় কিংবা উস্কানি না দেয় সেজন্য সব ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

iii. রোহিঙ্গা গণহত্যা সংক্রান্ত যেসব অভিযোগ এসেছে, সে সংক্রান্ত তথ্য-প্রমাণ সংরক্ষণ করতে হবে।

iv. রোহিঙ্গাদের সুরক্ষা দেবার জন্য মিয়ানমার কী ধরণের ব্যবস্থা নিয়েছে সে সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী চারমাসের মধ্যে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের কাছে জমা দিতে হবে। এরপর প্রতি ছয়মাসে একটি করে প্রতিবেদন জমা দিতে হবে। এসব প্রতিবেদন গাম্বিয়ার কাছে তুলে ধরা হবে।

১০. **রোহিঙ্গা সংকট: সমাধানের লক্ষ্যে বিপুল ভোটে প্রস্তাব গৃহীত জাতিসংঘে:** 'মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিম ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার পরিস্থিতি' শীর্ষক প্রস্তাব বিপুল ভোটে জাতিসংঘে গৃহীত হয়েছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে তৃতীয় কমিটিতে চতুর্থবারের মতো গৃহীত হয়েছে প্রস্তাবটি। জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাবাব ফাতিমা প্রস্তাবটিকে ধারাবাহিকভাবে সমর্থন জানানোর জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ১০ লাখেরও বেশি বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাকে আশ্রয়দানকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ অব্যাহতভাবে এই সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ খুঁজছে, যা বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের মধ্যে নিহিত রয়েছে। রোহিঙ্গা সংকটের জরুরি সমাধানের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তা এই প্রস্তাবের মাধ্যমে আরো জোরদার হবে। জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন জানায়, ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি) ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) যৌথভাবে প্রস্তাবটি সাধারণ পরিষদের তৃতীয় কমিটিতে উত্থাপন করে। ১০৪টি দেশ প্রস্তাবে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে। এটি মিয়ানমারে মানবাধিকার লঙ্ঘনসহ অন্যান্য সহিংসতার শিকার নির্যাতিত রোহিঙ্গা মুসলিম ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি বিপুলসংখ্যক জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্রের শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ সমর্থনেরই বহিঃপ্রকাশ। রেজুল্যাশনটির পক্ষে ভোট দেয় ১৩২টি দেশ, বিপক্ষে ৯টি। আর ভোটদানে বিরত থাকে ৩১টি দেশ। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ওআইসির সদস্য রাষ্ট্র ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, সুইজারল্যান্ডসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আন্তঃআঞ্চলিক জোটের সমর্থন ও সহপৃষ্ঠপোষকতা পায় প্রস্তাবটি। আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালতের (ICJ) অন্তবর্তী আদেশ অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতের তদন্ত শুরু এবং রোহিঙ্গা ও অন্য সংখ্যালঘুদের মিয়ানমারের জাতীয় নির্বাচনসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে অব্যাহতভাবে বঞ্চিত করার মতো নতুন বিষয়গুলো উঠে এসেছে এবারের প্রস্তাবে। এ ছাড়া প্রস্তাবটিতে মিয়ানমারকে সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যও আহ্বান জানানো হয়েছে। এগুলো হলো রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারের নাগরিকত্ব প্রদানসহ সংকটের মূল কারণ খুঁজে বের করা, প্রত্যাবর্তনের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করে রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও টেকসই প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করা, প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর পদক্ষেপ হিসেবে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের জবাবদিহি নিশ্চিত করা।

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয়, খাদ্য, নিরাপত্তা যেমন দিতে হবে, তেমনি তারা যাতে নিজ দেশে মর্যাদা নিয়ে ফিরে যেতে পারে, সেজন্য কূটনৈতিক তৎপরতাও জোরদার করতে হবে, অব্যাহত রাখতে হবে। রোহিঙ্গাদের বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নিয়ে মিয়ানমার শান্তিতে থাকতে পারে না এই বার্তা তাদের দিতে হবে বিশ্ব জনমত সংগঠিত করেই। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় শরণার্থীদের জন্য আর্থিক সহায়তা দিতে যতটা তৎপর, রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার পরিবেশ তৈরির জন্য মিয়ানমারের ওপর চাপ দিতে ততটা আগ্রহী নয়। মানবাধিকার নিয়ে সোচ্চার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন মিয়ানমারের ওপর চাপ সৃষ্টির ক্ষেত্রে দৃশ্যমান কোনো ভূমিকা রাখছে বলে মনে হয় না। রোহিঙ্গাদের আবাসভূমি মিয়ানমারে দ্রুত, নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে মিয়ানমারে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে উদ্যোগী হতে মানবাধিকার সংগঠনগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। বাংলাদেশ সরকার যথার্থভাবেই মনে করে যে, রোহিঙ্গা সংকটের টেকসই সমাধান হলো তাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবাসন। কাজেই এই পরিস্থিতিতে মিয়ানমারের সঙ্গে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দায়িত্ব নিয়ে অর্থপূর্ণভাবে কাজ করাই হবে বাস্তবিক উদ্যোগ।

"রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনীর অভিযান হলো
পাঠ্যবইয়ের জাতিগত নির্মূল অভিযানের নৃশংস উদাহরণ"

— জাইদ রাদ আল হুসেইন

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

"If blood is the price of independence,
Bangladesh has paid the highest price in the history"

— London Times (1971)

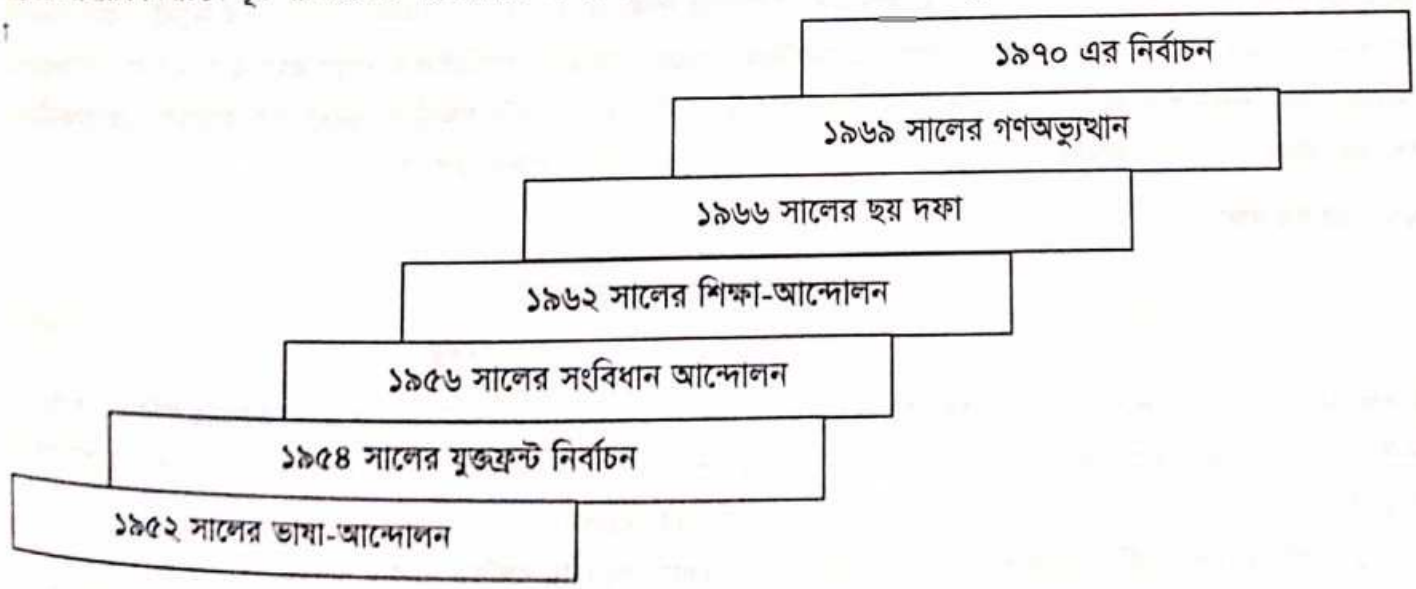
বাঙালির জাতীয় জীবন তথা বাংলাদেশের ইতিহাসে মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা একটি বলিষ্ঠ চেতনা এবং আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ় অঙ্গীকার। প্রখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী বলেছেন, "আলোক ব্যতীত যেমন পৃথিবী জাগে না, স্রোত ব্যতীত যেমন নদী টিকে না, স্বাধীনতা ব্যতীত তেমনি জাতি কখনো বাঁচিতে পারে না।" বাংলাদেশের মানুষও নদীর স্রোতের মতো চিরন্তন সত্যের পথ ধরে ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ছিনিয়ে এনেছিল স্বাধীনতার কাঙ্ক্ষিত সূর্যকে। তিরিশ লাখ প্রাণের বিনিময়ে এদেশবাসী যে স্বাধীনতা অর্জন করেছে তাকে চির সমুন্নত রাখতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আবহমানকাল ধরে প্রেরণা জোগাবে।

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি: স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমরা যে গৌরববোধ করি, এ গৌরব অর্জনের পেছনে এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ইতিহাস বিদ্যমান। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের পরিস্থিতি একদিনে সৃষ্টি হয়নি। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের কবল থেকে পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পরও পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের মানুষ তাদের অধিকার ফিরে পায়নি। পরিবর্তন আসেনি বাঙালিদের জীবনে। ব্রিটিশের পর পাকিস্তানের পশ্চিমা শাসকদের উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল বাংলাদেশ।

সাল	পশ্চিম পকিস্তানের ব্যয় (কোটি রুপিতে)	মোট ব্যয়ে পশ্চিম পাকিস্তান অংশের শতকরা হার	পূর্ব পকিস্তানের ব্যয় (কোটি রুপিতে)	মোট ব্যয়ে পূর্ব পাকিস্তান অংশের শতকরা হার
মোট জনসংখ্যার শতকরা (%)		৩৬.২৩		৬৩.৭৭
১৯৫০-৫৫	১,১২৯	৬৮.৩১	৫২৪	৩১.৬৯
১৯৫৫-৬০	১,৬৫৫	৯৫.৯৫	৫২৪	২৪.০৫
১৯৬০-৬৫	৩,৩৫৫	৭০.৫	১,৪০৪	২৯.৫
১৯৬৫-৭০	৫,১৯৫	৭০.৮২	২,১৪১	২৯.১৮
মোট	১১,৩৩৪	৭১.১৬	৪,৫৯৩	২৮.৮৪

সূত্র: পাকিস্তান আমলের চারটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পা (১৯৫০-৭০)

মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী চেতনা: ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের অভাবনীয় বিজয়, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা দাবী, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা-সব মিলিয়ে অসাধারণ এক চেতনার সৃষ্টি করে।



চিত্র: জাতীয় স্মৃতিসৌধের সাতটি স্তম্ভের প্রতিফলন।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

ওরা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ, যৌক্তিক-অযৌক্তিক উপায়ে শাসনের মোড়কে পেঁচিয়ে শোষণ করে গেছে বছরের পর বছর ধরে। ২৪ বছরের শোষণ-বঞ্চনার জাল ছিঁড়ে বাঙালি জাতি বেরিয়ে আসতে চায় ১৯৭১ সালে। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পরও নির্বাচনের পর ক্ষমতা হস্তান্তরে কালক্ষেপণ করতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তান। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চে বাঙালি স্বাধিকার ও স্বাধীনতার সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন: ১৯৪৭ সালের পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে সব দিক থেকে স্বেচ্ছাচারিতা আর বঞ্চনার শিকার হতে থাকে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশ। এই বঞ্চনার প্রথম চিত্র তারা এঁকে দেয় মাতৃভাষার বুকে। তারা বাংলাকে প্রতিস্থাপিত করতে চায় উর্দু ভাষার মাধ্যমে। কিন্তু ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনে রফিক, শফিউর, বরকত, সালাম, জব্বার প্রমুখ নামে একঝাঁক প্রাণবন্ত তরুণের প্রাণের তেজে ঝলসে যায় তাদের সেই চাওয়া। বাংলা প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে।

সাংস্কৃতিক বৈষম্য:

ভাষা	লোকসংখ্যার (%)
বাংলা	৫৬.৪০%
পাঞ্জাব	২৮.৫৫%
উর্দু	৩.২৭%

[সূত্র:"মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস"- ড. মাহফুজুর রহমান]

১৯৫৪ সালের নির্বাচন: ১৯৫৪ সালের ৮ থেকে ১২ মার্চ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটিয়ে ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২২৩টি পায় যুক্তফ্রন্ট। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ পায় ১৪৩টি আসন। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃতে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিগভা। মন্ত্রিগভা গঠনের দু'মাসের মধ্যেই বিচ্ছিন্নতাবাদের অভিযোগে কেন্দ্রীয় সরকার ৯২(ক) ধারা জারি করে হক মন্ত্রিগভা বাতিল করে পূর্ববঙ্গে কায়েম করে গভর্নরের শাসন। তারা একুশ দফার গণতান্ত্রিক দাবির কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দিলেও স্বাধীন বাংলার স্বপ্নকে সঙ্গী করে মুক্তিকামী বাঙালিরা ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত একের পর এক আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পৌঁছে যায় মুক্তির দ্বারপ্রান্তে।

১৯৬৫ এর সংবিধান আন্দোলন: পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান ১৯৫৬ সালে প্রণীত হয়। এই সংবিধান ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৫৮ সালের সামরিক অভ্যুত্থান পর্যন্ত কার্যকর ছিল। এই সংবিধানের ১৩টি ভাগ, ২৩৪টি অনুচ্ছেদ ও ৬টি তফসিল ছিল। এই সংবিধানের মাধ্যমে পাকিস্তান অধিরাজ্য ইসলামি প্রজাতন্ত্রী পাকিস্তান নাম গ্রহণ করে। ১৯৫৬ সালের সংবিধানের ২১৪ নং অনুচ্ছেদে বাংলা ও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল।

জাতীয় পরিষদে বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব প্রয়োজনের তুলনায় কম ছিল। প্রদেশগুলিকে কোন স্বায়ত্তশাসন গ্রহণ দেওয়া হয় নি। সোনাবাহিনী প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের সূচনাও হয় এই সংবিধানের মাধ্যমে।

১৯৬২ এর শিক্ষা আন্দোলন: ১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ঐতিহাসিক শিক্ষা দিবস। শিক্ষার অধিকার আদায়ে এই দিনেই ঢাকার রাজপথে তৎকালীন পাকিস্তানী শাসকগোষ্টির পুলিশের গুলিতে জীবন উৎস্বর্গ করেছিল মোস্তফা ওয়াজিউল্লাহ, বাবুল প্রমুখ ছাত্র নেতারা। পাকিস্তানের সামরিক শাসক ফিল্ডমার্শাল আইয়ুব খানের শাসনামলে শরীফ কমিশনের নেতৃত্বে একটি শিক্ষানীতি প্রনয়ণ করা হয়েছিল। যে শিক্ষানীতির বেশ কিছু বক্তব্য তৎকালীন পাকিস্তানের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে প্রাসঙ্গিক ছিল না।

১৯৬৬ এর ছয় দফা:

"ছয় দফা আমাদের বাঁচার দাবি"

—বঙ্গবন্ধু

ছয় দফা আন্দোলন বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা। ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর এক সম্মেলনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে "৬ দফা দাবি" পেশ করেন। ছয় দফায় বিধৃত দাবিসমূহ নিম্নরূপ:

১. পাকিস্তানকে একটি ফেডারেশনে পরিণত করতে হবে, যেখানে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার থাকবে;

২. প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্ক ব্যতীত অন্য সব বিষয় ফেডারেশনে অন্তর্ভুক্ত রাজ্যসমূহের হাতে ন্যস্ত থাকবে;

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

৩. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু করতে হবে;
৪. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক হিসাব থাকবে এবং অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা রাজ্যের হাতে থাকবে;
৫. বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক রাজ্যসমূহের হাতে ন্যস্ত থাকবে;
৬. প্রতিরক্ষায় পূর্ব পাকিস্তানের আধা-সামরিক রক্ষীবাহিনী থাকবে।

১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান: ১৯৬৬ সালে ঐতিহাসিক ছয় দফা ঘোষণা করেছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান । ফলে স্বাধিকার আন্দোলনের গতি তীব্র হয়। পাকিস্তানি শাসকেরা একে নস্যাৎ করতে আগরতলা মামলা করে। মামলার প্রধান আসামি শেখ মুজিবসহ অন্যান্যদের মুক্তি ও পাকিস্তানি সামরিক শাসন উৎখাতের দাবিতে ১৯৬৯ সালের ২৪শে জানুয়ারি সান্ধ্যআইন ভঙ্গ করে সাধারণ মানুষ মিছিল বের করে। সেই মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণে প্রাণ হারান কিশোর মতিউর রহমান মালিকসহ চারজন। বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠন ও স্বাধীনতা যুদ্ধে ইতিহাসে একে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচনা করা হয় এই গণআন্দোলনকে।

১৯৭০ এর নির্বাচন: ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসনামলে ১৯৭০ সনে পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলীতে আওয়ামী লীগ ১৬০ টি আসনে জয়লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। সাধারণ নির্বাচনের একই সাথে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় পরিষদ নির্বাচন

দল	আসন সংখ্যা
আওয়ামী লীগ	১৬০
পাকিস্তান পিপল'স পার্টি (পিপিপি)	৮১
অন্যান্য	৫৯
মোট	৩০০

প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন (পূর্ব পাকিস্তান)

দল	আসন সংখ্যা
আওয়ামী লীগ	২৮৮
পাকিস্তান পিপল'স পার্টি (পিপিপি)	২
অন্যান্য	১০
মোট	৩০০

এ নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তান এ্যাসেম্বলীর ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টিতে জয়লাভ করে। পাকিস্তান পিপলস পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানে ১৩৮টি আসনের ৮১টিতে জয়লাভ করে। কিন্তু পাকিস্তান শাসকগণ জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি। ২৫ মার্চ রাতে ঘুমন্ত বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড চলায়। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পূর্বে তিনি ওয়্যারলেস বার্তায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তারপরই শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।

"This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last.

— বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (২৬ মার্চ, ১৯৭১)

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা: পাকিস্তানি শাসনামলে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে বাঙালিদের ওপর শাসনের নামে শোষণ নির্যাতন চালায়। ফলে স্বৈরাচারী শাসকদের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ১৯৭১সালে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ অর্থাৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম। মুক্তিযুদ্ধ ছিল সকল শ্রেণির বাংলাদেশী মানুষের আদর্শ এবং নতুন দিনের পথপ্রদর্শক। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আজও মিশে আছে আমাদের জীবনে, আমাদের সাহিত্যে, সংগীতে, শিল্পককলায়, স্থাপত্যে আর ভাস্কর্য শিল্পে। মিশে আছে আমাদের সংস্কৃতিতে। একে আমরা প্রতিবছর অনুভব করি স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, বুদ্ধিজীবী হত্যা দিবস ইত্যাদি স্মরণীয় দিবসের মধ্য দিয়ে। বহু আত্মত্যাগের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর অর্জিত হয়েছে আমাদের বিজয়ের দিন। সফলতা পেয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিসর: মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এমন এক চেতনা, জীবনের সবগুলো ক্ষেত্র জুড়ে যার ব্যাপ্তি। ব্যক্তি-স্বাধীনতা, নারীমুক্তি, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সাম্য, অর্থনৈতিক মুক্তিসহ সবক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিফলিত হলে দেশের উন্নয়নের ধারা আর পিছিয়ে পড়বে না। একাত্তরের বিজয়ের মতোই জীবনের প্রতিক্ষেত্রে বাজবে বিজয়ের ঘন্টাধ্বনি।

বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা: বাংলাদেশের সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিফলন হয়েছে সবচেয়ে বেশি। মুক্তিযুদ্ধের করুণ কাহিনী আর বীরত্বগাথা দিয়ে রচিত হয়েছে গল্প, উপন্যাস, নাটক, সঙ্গীত, প্রবন্ধ এবং অসংখ্য কবিতা-ছড়া। মাহবুবুল আলমের ভাষায়, "যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের যথেষ্ট প্রতিফলন লক্ষণীয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিতে এখানকার জীবনে যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তা প্রত্যক্ষদর্শী ঔপন্যাসিকগণ উপেক্ষা করতে পারেননি। তাই এখানকার উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের চিত্রাঙ্কনের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধোত্তর কালের জীবনের রূপায়ণেরও নিদর্শন প্রকাশিত হচ্ছে। তাই এখানকার উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের চিত্রাঙ্কনের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধোত্তর কালের জীবনের রূপায়ণেরও নিদর্শন প্রকাশিত হচ্ছে।" শওকত ওসমানের *'দুই সৈনিক'*, সৈয়দ শামসুল হকের *'নীলা দংশন'*, রাবেয়া খাতুনের *'মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী'*, আনোয়ার পাশার *'রাইফের রোটি আওরাত'*, রিজিয়া রহমানের *'রক্তের অক্ষর'*, সেলিনা হোসেনের 'হাঙর নদী গ্রেনেড', ইমদাদুল হক মিলনের *'মহাযুদ্ধ'*, শিরীন মজিদের *'অপু বিজয় দেখেনি'* প্রভৃতি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস। শওকত ওসমানের *'জন্ম যদি তব বঙ্গে'* গ্রন্থের সবগুলো গল্পই রচিত হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে *'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত গল্প সংকলন'*। কল্যাণ মিত্রের *'জল্লাদের দরবার'* নাটক মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। বাংলাদেশের প্রবীণ এবং নবীন প্রায় সকল কবির হাতেই সৃষ্টি হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের কবিতা। জন্ম হয়েছে সাহিত্যের নতুন স্রোতধারা।

সমাজ-বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা: বাংলাদেশের মানুষের যে স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষার মানসে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন হয়নি। স্বাধীনতার পর বারবার সরকার বদল, হত্যা আর রক্তপাতের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখল, দেশি ও বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী তৎপরতা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য, যুবসমাজে সৃষ্ট হতাশা, আইনশৃঙ্খলার অবনতি, ঘুষ, দুর্নীতি ইত্যাদি কারণ মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমাজে বাস্তবায়িত হতে দেয়নি। সত্যিকার অর্থে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রয়োজন দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যবদ্ধ প্রয়াগ এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আন্তরিক পদক্ষেপ।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও দায়িত্ববোধ: মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল চেতনাকে সমুন্নত রাখতে প্রতিক্রিয়াশীলদের সম্পর্কে আমাদেরকে অধিকতর সচেতন ও সর্তক থাকতে হবে। তারা যাতে দেশ ও মানুষের কোনো ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। তাদের সব ষড়যন্ত্র ভেঙে দিয়ে সব বিরুদ্ধে কর্মকাণ্ড প্রতিহত করতে হবে। দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী, কর্মকর্তাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে ব বিরোধ ও বিভক্তির উর্ধ্বে থেকে দেশের অগ্রগতি ও জনগণের কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে হবে। দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচক যাতে ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং দারিদ্র্যমুক্ত, সুশিক্ষিত, উন্নত দেশ গড়ে ওঠে সেজন্য একনিষ্ঠভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। তাহলেই শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি আমরা যথাযথ সম্মানে প্রদর্শন করতে পারব।

মুক্তিকামী বিপ্লবী বাঙালি জনমানসে শৃঙ্খল ভাঙার চেতনা জাগ্রত হয়। আর তারই পথ ধরে বাঙালি ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার সোনালি গর্ব। তবে এ স্বাধীনতা পূর্ণাঙ্গ নয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে আমাদেরকে অর্জন করতে হবে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা। তবেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা হবে গৌরবময়।

"The great revolution in the history of man, past, present and future is the revolution of those determined to be free."

— John F. Kennedy
(35th President of the United States)

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব

"The Fourth Industrial Revolution, finally, will change not only what we do but also who we are. It will affect our identity and all the issues associated with it: our sense of privacy, our notions of ownership, our consumption patterns, the time we devote to work and leisure, and how we develop our careers, cultivate our skills, meet people, and nurture relationships."

— Klaus Schwab (Book: The Fourth Industrial Revolution)

৪র্থ শিল্পবিপ্লব: ডিজিটাল বিপ্লব: ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের জনক বলা হয় ক্লাউস সোয়াব (Klaus Schwab) কে। তিনি ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামের চেয়ারম্যান। তার লেখা দ্যা ফোর্থ ইনডাস্ট্রিয়াল রেভোলেশন নামক বইয়ে তিনি বিষয়টি বিস্তর আলোচনা করেছেন। আগেকার বিপ্লবগুলোর মূলকেন্দ্র ছিল কৃষিপ্রাণী, শক্তি, রাজনৈতিক কারণ,ভূগোলিক পরিবর্তন ইত্যাদি। কিন্তু ৪র্থ শিল্পবিপ্লব অনেকাংশেই ভিন্ন। ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের মূল নিয়ামক হিসাবে কাজ করছে প্রযুক্তি এবং এর ব্যবহার, দক্ষতা, চিন্তাশক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।



চিত্র: চার শিল্পবিপ্লব

চার শিল্পবিপ্লব:

প্রথম: ১৭৮৪ সাল, বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার
দ্বিতীয়: ১৮৭০ সাল, বিদ্যুতের আবিষ্কার
তৃতীয়: ১৯৬৯ সাল, ইন্টারনেটের আবিষ্কার
চতুর্থ: ডিজিটাল বিপ্লব

পূর্ববর্তী শিল্পবিপ্লবসমূহ:

- **প্রথম শিল্পবিপ্লব:**
  মূল প্রভাবক: বাষ্পীয় ইঞ্জিন
  ফলাফল: উৎপাদন শিল্পের সম্প্রসারণ
- **দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব:**
  মূল প্রভাবক: বিদ্যুতের উদ্ভাবন ও ব্যবহার
  ফলাফল: উৎপাদন শিল্পের আমূল পরিবর্তন
- **তৃতীয় শিল্পবিপ্লব:**
  মূল প্রভাবক: কম্পিউটার ও ইন্টারনেট প্রযুক্তি
  ফলাফল: বিভিন্ন শিল্পে অভাবনীয় পরিবর্তন



৪র্থ শিল্প-বিপ্লবের ইতিবাচক প্রভাব:

১। প্রতিনিয়ত নতুন প্রযুক্তি আসছে । যেগুলো আগে বাজারে এসেছে সেগুলোও উন্নত হচ্ছে ক্রমান্বয়ে।
২। জ্ঞানঅর্জন ও জ্ঞান দানের সিস্টেমটাই পাল্টে দিচ্ছে । জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি দক্ষতা অর্জনও সমান গুরুত্ব পাচ্ছে । বিশ্বময় পরিবর্তন হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক। গুরুত্ব পাচ্ছে নতুন উদ্ভাবন । পুঁথিগত বিদ্যার চেয়ে বাস্তবজ্ঞান ও দক্ষতার চাহিদা সব ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পাচ্ছে।
৩। বিপ্লবের প্রভাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি লক্ষ্যণীয়। ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব, ইন্টারনেট ব্যবহারকারী বেড়েছে। অনলাইন মাধ্যমে মত প্রকাশের স্বাধীনতা এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি।
৪। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এখন দোকান বুকিং ,অগ্রিম টাকা প্রদান ,ভাড়া ইত্যাদি পুরাতন পদ্ধতি। বাজার ব্যবস্থা এখন অনলাইন মাধ্যমেই হয়। বাংলাদেশ থেকে ২০১৭ সালেই কর্মাসমার্কেটগুলো বিজ্ঞাপন থেকে আয় করেছে প্রায় ৯০০ কোটি টাকা । ১,৩৩,৫৭১টি অনলাইন ভিত্তিক ওয়েবসাইট থেকে ২০২১ সালের মধ্যে আয় পৌঁছাতে পারে ৭০ বিলিয়নবা ৭ হাজার কোটি টাকায় ।
৫। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রভাব পড়েছে মেডিকেল সাইন্স সেক্টরে। কৃত্রিমবুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির মাধ্যমে জটিল রোগের চিকিৎসা সম্ভব হচ্ছে। যা এই শিল্প-বিপ্লবেরই প্রভাব ।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

৬। কৃষিক্ষেত্রেও রয়েছে এর প্রভাব। গবেষকরা চেষ্টা চালাচ্ছেন বায়ো-ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করার। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞান আশীর্বাদ স্বরূপ নতুন নতুন কৃষিজবীজ উদ্ভাবন, প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্যের উৎপাদন বাড়ানো বড় চ্যালেঞ্জ। Robotic তো এখন কৃষি ক্ষেত্রে নিয়মিতই ব্যবহার হচ্ছে।

৭। জিন-প্রযুক্তি, থ্রিডি প্রিন্টিং, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ব্লকচেইন ছাড়াও অনলাইন মাধ্যমে আউটসোর্সিংয়ের কার্যক্রম চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের অন্য ২০১৬ সালে বিশ্বব্যাংকের World Development Report-এ বর্তমানে ডিজিটাল দুনিয়ার কিছু চমকপ্রদ তথ্য দেয়া হয়েছে। যেমন,

- ইউটিউব দেখা হয় দৈনিক ৮৮০ কোটি বার,
- ই-মেইল পাঠানো হয় দৈনিক ২০ হাজার ৭০০ কোটি,
- আর গুগল সার্চের সংখ্যা দৈনিক ৪২০ কোটি।

৪র্থ শিল্পবিপ্লবের নেতিবাচক প্রভাব: মানুষের অলসতা বৃদ্ধি পেয়েছে। শারীরিক ও মানসিক শক্তি ভোঁতা করে দিচ্ছে। এখন তো আমরা সাধারণ যোগ-বিয়োগ করতেই মোবাইলের ক্যালকুলেটার ব্যবহার করি। ভার্চুয়াল জগৎ গ্রাস করছে আমাদের। এসব ভার্চুয়াল কর্মকাণ্ড নেতিবাচক প্রভাব তো রাখছেই। প্রযুক্তির কল্যাণে প্রায়শই প্রকাশ হচ্ছে আপত্তিকর তথ্য যার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই প্রভাবই আছে। সাইবার ঝুঁকি ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের অংশ। আগামী দিনে আরও হুমকির মুখোমুখি হবে। এ সেক্টরে যেমন চাকরি তৈরি হবে তেমনি নিরাপত্তা ঝুঁকিও বৃদ্ধি পাবে। বায়ো-টেকনোলজি, প্রোগ্রামিং, কৃত্রিমবুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স ধ্বংসাত্মক ও অনৈতিক কাজে ব্যবহার বাড়বে এবং হচ্ছেও তাই। জলবায়ু পরিবর্তন, অভিবাসন সমস্যাকেও বলা হয় বিশ্বময় চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রভাব। এসব সমস্যা আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে।



চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবের আলোচিত প্রযুক্তি:

- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মেশিন লার্নিং
- উন্নত মানের রোবোটিক্স ও অটোমেশন
- ইন্টারনেট অফ থিংস
- ব্লকচেইন প্রযুক্তি
- থ্রিডি প্রিন্টিং
- কোয়ান্টাম কম্পিউটিং
- উন্নত মানের জিন প্রযুক্তি
- নতুন ধরনের প্রযুক্তি

চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ:

১। তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ
২। প্রযুক্তিগত সমস্যায় উৎপাদনে ব্যাঘাত
৩। ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা
৪। ইন্টারনেট ও অন্যান্য প্রযুক্তির মধ্যে অব্যাহত সংযোগ নিশ্চিত
৫। অটোমেশনের কারণে বহু মানুষের কাজের সুযোগ হ্রাস

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সম্ভাবনা:

১। অটোমেশনের প্রভাবে কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি হ্রাস
২। উৎপাদন শিল্পে নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি
৩। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতে বড় পরিবর্তন
৪। বিশেষায়িত পেশার চাহিদা বৃদ্ধি
৫। সামগ্রিক জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

আরো দেখুন

প্রতিদিনের চাকুরীর সার্কুলার পেতে এখানে ক্লিক করুন

প্রতি মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পিডিএফ এখানে ক্লিক করুন

চাকুরীর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিসিএস এর প্রয়োজনীয় পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

প্রতি সপ্তাহের চাকুরী পত্রিকা ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

সকল নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান এখানে ক্লিক করুন

বিডিনিয়োগ.কম দেশের সেরা পিডিএফ কালেকশন

SSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

HSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

সকল ধরনের সাজেশন ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

ORIGINAL
BDNIYOG.COM
COPYRIGHT

বাংলাদেশে ৪র্থ শিল্পবিপ্লব: ভৌগলিক কিংবা অর্থনৈতিক কারণে অন্যান্য বিপ্লবগুলোর মতোই বাংলাদেশে উন্নয়নের ছোঁয়া দেরিতে পৌছায়। সে হিসেবে ৪র্থ বিপ্লবের ধাক্কা বাংলাদেশে পুরোপুরি পৌঁছাতে কিছুটা সময় লাগবে। ৪র্থ শিল্পবিপ্লব মূলত স্মার্ট কারখানার ধারণাকে সংজ্ঞায়িত করে। সেই হিসেবে দিন ফুরাবে কায়িক শ্রমভিত্তিক বাংলাদেশের। ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের নব নব আবিষ্কারকে স্বাগত জানাচ্ছে জীবনকে আরও গতিশীল ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করার জন্য। অন্যদিকে আমরা এখন ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের অনন্য সোনালী সুযোগের মোক্ষম সময়ে অবস্থান করছি। ২০৩০ সাল যেমন জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের আন্তর্জাতিক বছর। আবার সেই সময়টিই আমাদের সর্বোচ্চ কর্মক্ষম মানুষের দেশ (১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সের মানুষ) হওয়ার বছর। এ সুযোগকে আমরা বলি "Golden Opportunity for Banbgladesh"। এ সুবর্ণ সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন সমন্বিত Strategic Workforce Plan বা কৌশলগত শ্রমশক্তি পরিকল্পনা যার ছয়টি স্তর হচ্ছে-

১. কৌশলগত দিক-নির্দেশনা প্রদান
২. কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে যোগ্য জনবলের সরবরাহ বিশ্লেষণ
৩. কর্মসংস্থানের চাহিদার বিশ্লেষণ
৪. সরবরাহ ও চাহিদার ব্যবধান বিশ্লেষণ
৫. সমাধান, সূত্রায়ন, প্রয়োজনীয় ইন্টারভেনশন এরিয়া ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণসহ বাস্তবায়ন
৬. বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ

Strategic Workforce Plan এর ছয়টি স্তরের মধ্যে ১ম স্তরটি বাস্তবায়নে ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে যা সমন্বিত হয়েছে আমাদের বহুল আলোচিত স্বপ্নভিশন-২০২১ ও ভিশন-২০৪১ এর সাথে। এই দিক নির্দেশনা সামনে রেখে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, সংস্থা, শিল্প এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক মিশনসমূহ নির্ধারণ করত টিভিইটি (TVET) এনরোলমেন্ট। ২০২০ সালে ২০%, ২০৩০ সালে ৩০% এবং ২০৪০ সালে অন্তত ৪৫% এ উন্নীত করে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার উপযোগী টিভিইটি (TVET) গ্রাজুয়েট তৈরি ও শ্রমবাজারে যুক্ত করার কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। প্রযুক্তিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য প্রযুক্তির মানুষকে যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে। দক্ষতার যথাযথ মূল্যায়ন করে কারগরি শিক্ষার হার বৃদ্ধি করে সাধারণ শিক্ষার মান উন্নয়নের পাশাপাশি মানসম্মত কারিগরি শিক্ষার সর্বপ্রকার প্রসার ঘটাতে হবে। ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এখনই দেশের চাহিদা ও প্রযুক্তি ভিত্তিক মানব সম্পদ গড়ে তুলতে দেশের সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি বিষয়ক শিক্ষার কোর্স চালু করতে হবে। দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করা ও আর্থিক খাতকে সাইবার নিরাপত্তা প্রদানের জন্য তৈরি করতে হবে উন্নত সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

দক্ষ ও উপযোগী মানব সম্পদ তৈরি করে আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এ ব্যাপারে দেশময় কারিগরি শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়ে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে। প্রযুক্তি নির্ভর সমাজ ব্যবস্থায় দক্ষ মানুষ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে তাল মিলিয়ে চলা সম্ভব নয়।

"বিশ্বের সবচেয়ে বড় ট্যাক্সি কোম্পনি উবারের নিজের কোনো ট্যাক্সি নেই, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মিডিয়া ফেসবুক নিজস্ব কেনো কনটেন্ট তৈরি করেনা, পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান আলিবাবার নিজস্ব কোনো রিয়েল এস্টেট নেই। এসবই সম্ভব হয়েছে আধুনিক প্রযুক্তিগত বিপ্লবের কারণে।"

—টম গুডউইন

(সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, হাবাস মিডিয়া)

References:

1. Prothom-alo.com
2. Ictd.gov.bd

Scan Credit: Job Ninja

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

ই-কমার্স ও বাংলাদেশ

"You can't wait for customers to come to you. You have to figure out where they are, go there and drag them back to your store."

— Paul Graham

তথ্য-প্রযুক্তি এখন মানব জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিশ্বায়নের কল্যাণে উন্নত দেশের খোঁজখবর ঘরে বসেই পাওয়া সম্ভব উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে গিয়ে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যেও প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ অনেকদূর এগিয়ে গেছে বলতেই হয়। তবে এই ক্ষেত্রে বাইরের বিশ্ব যেখানে অনেক অগ্রসর, বাংলাদেশ সেখানে অনেকটা পিছিয়ে আছে। ইন্টারনেট প্রযুক্তির ব্যবহারের কারণে এখন যোগাযোগ ব্যবস্থা হয়ে উঠেছে অনেক সহজ এবং দ্রুততর। ফলশ্রুতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচার ও প্রসার ঘটছে দ্রুত। বর্তমানে বাংলাদেশে যে ডিজিটাল যুগের সূচনা হয়েছে তারই পথ ধরে ই-কমার্স বা ইন্টারনেট ভিত্তিক ব্যবসা বাণিজ্য আরো জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

ই-কমার্স বলতে আমরা কি বুঝি: সহজ ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে ইলেক্ট্রনিক কমার্স। ইন্টারনেটের মাধ্যমে যখন ব্যবসা করা হয় তখন সেটা ই-কমার্স নামে পরিচিত হয়। এটা বিভিন্ন ভাবে গড়ে উঠতে পারে, যেমন:

- দু'টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে (B2B),
- বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে (B2G),
- বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং ক্রেতার মাঝে (B2C),
- এমনকি ক্রেতা এবং ক্রেতার মাঝেও (C2C)।

বাংলাদেশে বি-টু-বি এর প্রচলন সবচেয়ে বেশি। এর কারণ হচ্ছে আমাদের গার্মেন্টস সেক্টর। তৈরি পোশাক শিল্পের ক্রেতাগণ সাধারণত ইন্টারনেটের মাধ্যমেই বিক্রেতার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট থেকে স্যাম্পল সংগ্রহ করে থাকে। উন্নতবিশ্বে বি-টু-সি এবং সি-টু-সি খুবই জনপ্রিয় এবং সহজলভ্য হলেও বাংলাদেশ এই ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছে।

ই-কমার্স খাতের ইতিবাচক দিক: যেসব ক্ষেত্রে আমরা এখন ইন্টারনেটের শরণাপন্ন হচ্ছি তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বিল পরিশোধ, হোটেল বুকিং, বিমানের টিকেট বুকিং, অনলাইন ব্যাংকিং, নতুন-পুরাতন দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়, রিয়াল এস্টেট ব্যবসা, গাড়ি বা অন্যান্য যানবাহন ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি। ঘরে বসেই মানুষ এখন বিভিন্ন সেবার যেমন: গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ, টেলিফোন ইত্যাদির বিল পরিশোধ করতে পারে। এগুলো সম্ভব হয়েছে মোবাইল ব্যাংকিং এর কারণে। এছাড়া সম্প্রতি মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে টাকা পাঠানো জনপ্রিয়তা লাভ করেছে সব শ্রেণীপেশার মানুষের কাছে। বিভিন্ন শপিংমলে এখন ইলেক্ট্রনিকালি বিল পরিশোধের ব্যবস্থা আছে। সুপারমার্কেটগুলোতে কার্ড পেমেন্টের ব্যবস্থা থাকায় ক্রেতারা অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে বাজার করতে পারেন। ফ্রান্সের এক জরিপে দেখা যায় যে, ই-কমার্সের ব্যবসা পরিচালনার প্রকৃতির কারণে একটি চাকুরী হারালে ২.৪ টি নতুন চাকুরি প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়। ই-কমার্স খাতের ইতিবাচক দিকসমূহ হলো:

ক) আন্তর্জাতিক মূল্য প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ততা হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি;
খ) বিশাল বাজারে প্রবেশ ও গবেষণার অবাধ সুযোগ সৃষ্টি;
গ) অভ্যন্তরীণ বাজারের দক্ষতা উন্নয়ন ও বৃদ্ধি;
ঘ) সহজ ও স্বল্প লেনদেন ব্যয়;
ঙ) নতুন রপ্তানী বাজার সৃষ্টি ও রপ্তানী আয় বৃদ্ধি;
চ) SME সহ চাহিদাভিত্তিক নতুন শিল্পায়ন;
ছ) ক্ষেত্রভিত্তিক নতুন ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তা সৃষ্টি;
জ) অধিকতর নতুন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সৃষ্টি।

বাংলাদেশে ই-কমার্স খাতের বর্তমান অবস্থা: বাংলাদেশে ই-কমার্সের এক নম্বর জায়গাটি এরই মধ্যে চীনের আলিবাবার দখলে। আলিবাবা বাংলাদেশের ই-কমার্সে ঢুকে পড়েছে 'দারাজ' (Daraz) কিনে নেয়ার মাধ্যমে। বাংলাদেশ নিয়ে আগ্রহ দেখাচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান আমাজন (Amazon)। বাংলাদেশে বহু বছর ধরেই ওয়াল মার্টের অফিস আছে। পূর্ব ইউরোপের একটি বড় ই-কমার্স কোম্পানি সম্প্রতি বাংলাদেশে ঢুকেছে। এর নাম কুভি। এরা বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। এ ছাড়াও চীনে আলিবাবার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী টেনসেন্ট, তারাও আগ্রহী বাংলাদেশ নিয়ে। তারা বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের মার্কেট যাচাই করছে। তবে এসব প্রতিষ্ঠান কবে আসবে, কিভাবে আসবে, এখনো জানা যাচ্ছে না।

Please join our Group: BCS Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]
Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

বাংলাদেশে ই-কমার্স বাড়ছে খুবই দ্রুত। গত তিন বছর ধরে এই খাতের প্রবৃদ্ধি প্রায় ১০০% ভাগ। অর্থাৎ প্রতি বছর প্রায় দ্বিগুন হয়ে যাচ্ছে এই খাত। ই-কমার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের হিসেব অনুযায়ী এই খাতে মাসে এখন প্রায় ৭০০ কোটি টাকা লেনদেন হচ্ছে। অর্থাৎ বার্ষিক লেনদেন এখন ৮ হাজার কোটি টাকার বেশি। ১০০% প্রবৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকলে সামনের বছর এটি হবে ১৬ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা।

২০১৬ সালে বাংলাদেশের ই-কমার্স খাতে ৭২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ঘটেছে যা বাংলাদেশে ই-কমার্সের ইতিহাসে অত্যন্ত আশাপ্রদ অগ্রগতি। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান মতে, জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ২০১৬-তে মোট ৩.৫৯ বিলিয়ন টাকা (৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) ই-কমার্সের মাধ্যমে লেনদেন হয়েছে যা ২০১৫ সালে রেকর্ড মতে ২.১৬ বিলিয়ন টাকা (৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) ছিল। দেশে ডেবিট কার্ড অপেক্ষা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারীর সংখ্যা অধিক এবং ইন্টারনেটে ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৬০ মিলিয়নের অধিক যা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ।

এ নতুন ব্যবসা পদ্ধতিতে কোনরূপ মধ্যস্বত্বভোগীর সাহায্য ছাড়া শুধুমাত্র আইসিটি এবং ই-বাণিজ্য সম্পর্কিত মৌলিক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে সম্পৃক্ত হওয়া যাবে। এ প্রেক্ষিতে, সরকারের ভিশন-২০২১ : ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া অধিকতর বেগবান হবে এবং সারা দেশে রপ্তানীযোগ্য বহুমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠা, পণ্য বহুমুখীকরণ ও বাজার সম্প্রসারণ, পণ্যের প্রাধিকার নির্ধারণসহ বিভিন্ন কর্মকান্ড গতিশীল হবে।

বাংলাদেশে ই-কমার্সের বড় প্রতিষ্ঠানসমূহ: এই মুহূর্তে বাংলাদেশের ই-কমার্স খাতের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান হচ্ছে দারাজ (Daraz)। চীনের ই-কমার্স জায়ান্ট আলিবাবা (Alibaba) দারাজ কিনে নিয়েছে। দারাজ শতভাগ বিদেশি বিনিয়োগে গড়ে উঠা প্রতিষ্ঠান।

ই-কমার্সে এর পরে যারা আছে তারা সবাই বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান। যেমন আজকের ডিল, বাগডুম, প্রিয় শপ, রকমারি, পিকাবু এবং অথবা।

আমাদের দেশে অনলাইনে কেনাবেচার জন্য বর্তমানে অনেক ওয়েবসাইট রয়েছে যেমন: বিপণি, ই-বিপনন, আইফেরি, রকমারী, প্রিয়শপ, লামুদি, ক্লিকবিডি, এখনি, উপহারবিডি, কারমুদি, গিফটবিডি, সামগ্রী, বিডিহাট, চালডাল ইত্যাদি। এই ওয়েবসাইটগুলো থেকে মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বা উপহার সামগ্রী ঘরে বসেই ক্রয় করতে পারে।

ই-কমার্সে লেনদেনকৃত পণ্য/সেবা: সব ধরণেই পণ্যই এখন বাংলাদেশে অনলাইনে কেনা-বেচা হয়। এর মধ্যে পচনশীল দ্রব্য ফলমূল শাকসব্জি যেমন আছে, তেমনি কাপড়-চোপড় ইলেক্ট্রনিক দ্রব্যও আছে। ভবিষ্যতে ঈদের কেনা-কাটাও অনলাইনে করবে অনেকে।

অনলাইনে অর্ডার দেয়া গেলেও এখনো নগদ অর্থেই লেনদেন বেশি। এটাকে বলা হয় ক্যাশ অন ডেলিভারি (Cash on Delivery)। অর্ডার অনলাইনে দেয়া হলেও কল সেন্টার থেকে ফোন করে সেটি আবার নিশ্চিত করা হয়। ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান পণ্য কাস্টমারের কাছে পৌঁছে দিয়ে ক্যাশ টাকায় পেমেন্ট নিয়ে আসে। কাজেই পূর্ণাঙ্গ ই-কমার্স বাংলাদেশে এখনো সেভাবে চালু হয়নি।

ই-কমার্সের প্রসারে প্রধান বাধাগুলো কী:

১। এখনো পর্যন্ত ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুরোপুরি আস্থায় নিতে পারছেন না মানুষ।
২। বাংলাদেশে নির্ভরযোগ্য ডেলিভারি ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। বাংলাদেশ ডাক বিভাগ সম্প্রতি চেষ্টা শুরু করেছে।
৩। কোন নির্ভরযোগ্য পেমেন্ট সিস্টেমও নেই। দূর্বল প্রযুক্তি ব্যবস্থা এবং ইন্টারনেট ব্যবহারে অনগ্রসরতা এক্ষেত্রে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করছে।
৪। বাংলাদেশের ধীর গতির ইন্টারনেট সার্ভিস কারণেও প্রসার লাভ করছেনা। বড় বড় শহরগুলোতে সীমিত পরিসরে ই-কমার্স চালু করা গেলেও দেশের ৭০ ভাগ গ্রামীণ মানুষ এর আওতার বাইরে।
৫। আমাদের দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা এখনো আশানুরূপ ভাবে নিরাপদ না। অনেক ব্যাংক এখনো অনলাইন ব্যবস্থা চালু করতে পারেনি। সাধারণ মানুষের মাঝে কার্ড ব্যবহারের প্রচলনও কম।
৬। অনেক ক্ষেত্রে পণ্যের গুনাগুণ ঠিক থাকেনা, আবার গ্রাহকের প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কাও থাকে।

গ্রামীণ মানুষকে তাহলে কিভাবে ই-কমার্সের আওতায় আনা সম্ভব: বাংলাদেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে যে ডিজিটাল সেন্টারগুলো আছে, তার মাধ্যমে ই-কমার্সকে সেখানে পৌঁছে দেয়ার একটি উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এই উদ্যোগটির নাম একশপ। ইতোমধ্যে ছয়শত ইউনিয়নে এটি চালু করা হয়েছে। একশপ একটি অনলাইন লজিস্টিক এবং মার্কেটিং নেটওয়ার্ক। এর মাধ্যমে ক্রেতাদের সঙ্গে বিক্রেতাদের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়া হয়।

নানাবিধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অনলাইন কেনাকাটা বাংলাদেশে জনপ্রিয়তা লাভ করছে। মোবাইল ইন্টারনেট এবং ওয়াই ফাই ইন্টারনেটের প্রসারের কারণে সর্বসাধারণের হাতের নাগালে ইন্টারনেট পৌঁছেছে। এখন প্রয়োজন মানুষের মাঝে সচেতনতা তৈরি এবং বিক্রিত দ্রব্যাদির মান নিশ্চিতকরণ। এটা যদি খুব দ্রুত করা সম্ভব হয় তাহলে ই-কমার্সে খুব দ্রুত বিকাশ লাভ করবে বলে আশা করা যায়।

"If you do build a great experience, customers tell each other about that. Word of mouth is very powerful."
— Jeff Bezos (Founder of Amazon.com)

References:
1. Prothom-alo.com
2. BBC.com
3. Ictd.gov.bd

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

একজন মহীয়সী নারী

বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনে যার অসামান্য অবদান। যার সহযোগিতায় 'শেখ মুজিব' হয়ে উঠেছিলেন 'বঙ্গবন্ধু'। তিনি আর কেউ নন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিনী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব। জাতির পিতা নিজে তার সহধর্মিনীর অবদানের স্বীকৃতি দিয়েছেন।

রেণু হয়ে তিনি এলেন এক সংগ্রামী মানুষের জীবনে। যে মানুষ এক গ্রামীণ গৃহস্থের সন্তান, স্বপ্ন দেখেন শ্রেণীহীন এক সমাজের। যার ডাক কণ্ঠের আহ্বানে সাড়া দিয়ে লক্ষ-কোটি জনস্রোত জমা হতো বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। যার ভাষণ সংগ্রামী চেতনা ছড়িয়ে দিতো এ বাংলার আপামর জনসাধারণের হৃদয়ে, যে মানুষ অ্যানিত মানুষকে এক সুতোয় বেঁধেছিলেন, যে মানুষ নিজেই ইতিহাস হয়ে মিশে আছে পদ্মা-মেঘনা-যমুনায়, ভালোবাসা, প্রেম আর মমতায় যে মানুষ 'বঙ্গবন্ধু' হয়ে ওঠেন সমগ্র বাংলার মানুষের। যে ভাস্কর্যের পদতলে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের মানুষ প্রথমবার নিয়েছিলো প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস, যে তর্জনী পর্বতসম উঁচু, যে কণ্ঠ স্লোগানে আগুন ধারা, যে ভাস্কর্য ছায়া হয়ে, মায়া হয়ে মিশে আছে এই বাংলার শাশ্বত প্রাণ বুকে তিনি সেই মুজিব ভাস্কর্যের শিল্পী, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেচ্ছা মুজিব। তিনি যেন সেই নজরুলের বিজয়লক্ষ্মী নারী, শক্তি দিয়ে, সাহস দিয়ে বারবার জয়ী করে যাওয়া পুরুষের তরবারি যিনি একাধারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী, বাঙালির সকল লড়াই-সংগ্রাম-আন্দোলনের নেপথ্যের প্রেরণাদাত্রী, বাংলাদেশের প্রথম ফার্স্ট লেডি এবং সর্বোপরি এই শ্যামল সবুজ বাংলার আবহমান মায়ের প্রতিছবি, আমাদের 'বঙ্গমাতা'।

ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি, ডাকসুর ভিপি এবং রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক সচিব হিসেবে কাজ করার সুবাদে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবকে খুব কাছে থেকে দেখেছেন সাবেক বাণিজ্য মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য তোফায়েল আহমদ।

তিনি বেগম মুজিবকে বর্ণনা করেন একজন 'মহীয়সী নারী' হিসেবে।

এক দীর্ঘ আপোষহীন লড়াই-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ধীরে ধীরে শেখ মুজিবুর রহমান থেকে বঙ্গবন্ধুতে পরিণত হওয়া, বঙ্গবন্ধু থেকে একজন জাতির পিতা এবং বিশ্ব বরেণ্য রাষ্ট্রনায়কে পরিণত হওয়ার পেছনে যার অবদান অনস্বীকার্য তিনি হলেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু তাকে রেণু নামে সম্বোধন করেছেন। আত্মজীবনীর রেণু ব্যক্তি নারীর প্রয়োজনসমূহ অবদমন করে দেশপ্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুর জীবনের মূলমন্ত্র। নেপথ্যের প্রেরণাদাত্রী এই মহীয়সী নারী বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগ্রামে নিজেকে যুক্ত করে নিয়েছিলেন। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থটিও বঙ্গবন্ধু রচনা করেছিলেন এই মহীয়সী নারীর অনুপ্রেরণায়। আর তাই আত্মজীবনীর প্রারম্ভে তিনি লেখেন, 'আমার সহধর্মিণী একদিন জেলগেটে এসে বলল, "বসেই তো আছ, লেখ তোমার জীবনের কাহিনী।" বললাম, "লিখতে যে পারি না; আর এমন কি করেছি যা লেখা যায়! আমার জীবনের ঘটনাগুলি জেনে জনসাধারণের কি কোনো কাজে লাগবে? কিছুই তো করতে পারলাম না। শুধু এটুকু বলতে পারি, নীতি ও আদর্শের জন্য সামান্য একটু ত্যাগ স্বীকার করতে চেষ্টা করেছি।"

শৈশব থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছেন প্রিয় স্বামীকে। ১৯৩০ সালে গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আমাদের বঙ্গমাতা। তিনি যেমন বঙ্গবন্ধুর স্কুল জীবনে খেলার সাথি ছিলেন এবং সমগ্র রাজনৈতিক জীবনে নেপথ্যের প্রেরণাদাত্রী হয়ে তাঁর প্রতিটি রাজনৈতিক কর্মকান্ডে প্রেরণার উৎস হয়েছিলেন। তেমনি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কাল রাতে জাতির পিতার বুকে বুলেটের নির্মম আঘাতে জীবন দিয়েও তিনি বঙ্গবন্ধুর সহযাত্রী হয়েছেন। বঙ্গমাতার পিতা শেখ মোহাম্মদ জহুরুল হক দুই শিশুকন্যা রেখে জিনাতুন্নেছা, ডাকনাম জিন্নি এবং ফজিলাতুন্নেছা, ডাকনাম রেণুকে রেখে পরলোকগমন করেন। পরে মাতা হোসনে আরা বেগমও পরপারে পাড়ি জমান। পিতৃমাতৃহারা শিশু ফজিলাতুন্নেছা বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফুর রহমান আর মাতা সায়েরা খাতুনের আদরে বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সবার সাথে বড় হয়েছেন। তাঁর বৃদ্ধ দাদা শেখ মো. আবুল কাসেম এবং বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফুর রহমান এর সিদ্ধান্তে পারিবারিকভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তাঁরা। তোফায়েল আহমদ বলেন,

"বাংলাদেশ-বঙ্গবন্ধু যেমন সমার্থক, তেমনি বঙ্গবন্ধু-বঙ্গমাতা ছিলেন সমার্থক। জীবনে-মরণে তারা ছিলেন একে অপরের পরিপূরক।' তিনি বলেন, 'বেগম মুজিব সবসময় বঙ্গবন্ধুর পাশে ছিলেন, সেটা হোক সুখে, হোক দুঃখে। সংগ্রামমুখর রাজনৈতিক জীবন বা ঝুঁকিমূলক কোনও কাজে তাকে বাধা দেননি, বরং পাশে দাঁড়িয়েছেন ভরসা আর আশ্রয় হয়ে। জাতির জনক জেল-জুলুম-অত্যাচার সহ্য করেছেন আর পরিবার সামলেছেন বেগম মুজিব। কিন্তু কোনও দুঃখবোধ বা অভিযোগ তার ছিল না।"

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

একজন মহীয়সী নারী

বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনে যার অসামান্য অবদান। যার সহযোগিতায় 'শেখ মুজিব' হয়ে উঠেছিলেন 'বঙ্গবন্ধু'। তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিনী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব। জাতির পিতা নিজে তার সহধর্মিনীর অবদানের স্বীকৃতি দিয়েছেন।

রেণু হয়ে তিনি এলেন এক সংগ্রামী মানুষের জীবনে। যে মানুষ এক গ্রামীণ গৃহস্থের সন্তান, স্বপ্ন দেখেন শ্রেণীহীন এক সমাজের। যার কণ্ঠের আহ্বানে সাড়া দিয়ে লক্ষ-কোটি জনস্রোত জমা হতো বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। যার ভাষণ সংগ্রামী চেতনা ছড়িয়ে দিতো বাংলার আপামর জনসাধারণের হৃদয়ে, যে মানুষ অ্যানিত মানুষকে এক সুতোয় বেঁধেছিলেন, যে মানুষ নিজেই ইতিহাস হয়ে মিশে আছে পদ্মা-মেঘনা-যমুনায়, ভালোবাসা, প্রেম আর মমতায় যে মানুষ 'বঙ্গবন্ধু' হয়ে ওঠেন সমগ্র বাংলার মানুষের। যে ভাস্কর্যের পদতলে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের মানুষ প্রথমবার নিয়েছিলো প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস, যে তর্জনী পর্বতসম উঁচু, যে কণ্ঠ স্রোতের আগুন ধারা, যে ভাস্কর্য ছায়া হয়ে, মায়া হয়ে মিশে আছে এই বাংলার শাশ্বত প্রাণ বুকে তিনি সেই মুজিব ভাস্কর্যের শিল্পী, বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব। তিনি যেন সেই নজরুলের বিজয়লক্ষ্মী নারী, শক্তি দিয়ে, সাহস দিয়ে বারবার জয়ী করে যাওয়া পুরুষের সহধর্মিণী। যিনি একাধারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী, বাঙালির সকল লড়াই-সংগ্রাম-আন্দোলনের নেপথ্যের প্রেরণাদাত্রী, বাংলাদেশের প্রথম ফার্স্ট লেডি এবং সর্বোপরি এই শ্যামল সবুজ বাংলার আবহমান মায়ের প্রতিছবি, আমাদের 'বঙ্গমাতা'।

ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি, ডাকসুর ভিপি এবং রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক সচিব হিসেবে কাজ করার সুবাদে বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিবকে খুব কাছে থেকে দেখেছেন সাবেক বাণিজ্য মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য তোফায়েল আহমদ।

তিনি বেগম মুজিবকে বর্ণনা করেন একজন 'মহীয়সী নারী' হিসেবে।

এক দীর্ঘ আপোষহীন লড়াই-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ধীরে ধীরে শেখ মুজিবুর রহমান থেকে বঙ্গবন্ধুতে পরিণত হওয়া, বঙ্গবন্ধু থেকে একজন জাতির পিতা এবং বিশ্ব বরেণ্য রাষ্ট্রনায়কে পরিণত হওয়ার পেছনে যার অবদান অনস্বীকার্য তিনি হলেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু তাকে রেণু নামে সম্বোধন করেছেন। আত্মজীবনীর রেণু ব্যক্তি নারীর প্রয়োজনসমূহ অবদমন করে দেশপ্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুর জীবনের মূলমন্ত্র। নেপথ্যের প্রেরণাদাত্রী এই মহীয়সী নারী বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগ্রামে নিজেকে যুক্ত করে নিয়েছিলেন। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থটিও বঙ্গবন্ধু রচনা করেছিলেন এই মহীয়সী নারীর অনুপ্রেরণায়। আর তাই আত্মজীবনীর প্রারম্ভে তিনি লেখেন, 'আমার সহধর্মিণী একদিন জেলগেটে এসে বলল, "বসেই তো আছ, লেখ তোমার জীবনের কাহিনী।" বললাম, "লিখতে যে পারি না; আর এমন কি করেছি যা লেখা যায়! আমার জীবনের ঘটনাগুলি জেনে জনসাধারণের কি কোনো কাজে লাগবে? কিছুই তো করতে পারলাম না। শুধু এটুকু বলতে পারি, নীতি ও আদর্শের জন্য সামান্য একটু ত্যাগ স্বীকার করতে চেষ্টা করেছি।"

শৈশব থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছেন প্রিয় স্বামীকে। ১৯৩০ সালে গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আমাদের বঙ্গমাতা। তিনি যেমন বঙ্গবন্ধুর স্কুল জীবনে খেলার সাথি ছিলেন এবং সমগ্র রাজনৈতিক জীবনে নেপথ্যের প্রেরণাদাত্রী হয়ে তাঁর প্রতিটি রাজনৈতিক কর্মকান্ডে প্রেরণার উৎস হয়েছিলেন। তেমনি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কাল রাতে জাতির পিতার বুকে বুলেটের নির্মম আঘাতে জীবন দিয়েও তিনি বঙ্গবন্ধুর সহযাত্রী হয়েছেন। বঙ্গমাতার পিতা শেখ মোহাম্মদ জহুরুল হক দুই শিশুকন্যা রেণু ফজিলাতুন্নেছা, ডাকনাম জিন্নি এবং ফজিলাতুন্নেছা, ডাকনাম রেণুকে রেখে পরলোকগমন করেন। পরে মাতা হোসনে আরা বেগমও পরপারে পাড়ি জমান। পিতৃমাতৃহারা শিশু ফজিলাতুন্নেছা বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফুর রহমান আর মাতা সায়েরা খাতুনের আদরে বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সবার সাথে বড় হয়েছেন। তাঁর বৃদ্ধ দাদা শেখ মো. আবুল কাসেম এবং বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফুর রহমান এর সিদ্ধান্তে পারিবারিকভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তাঁরা। তোফায়েল আহমদ বলেন,

"বাংলাদেশ-বঙ্গবন্ধু যেমন সমার্থক, তেমনি বঙ্গবন্ধু-বঙ্গমাতা ছিলেন সমার্থক। জীবনে-মরণে তারা ছিলেন একে অপরের পরিপূরক।' তিনি বলেন, 'বেগম মুজিব সবসময় বঙ্গবন্ধুর পাশে ছিলেন, সেটা হোক সুখে, হোক দুঃখে। সংগ্রামমুখর রাজনৈতিক জীবন বা ঝুঁকিমূলক কোনও কাজে তাকে বাধা দেননি, বরং পাশে দাঁড়িয়েছেন ভরসা আর আশ্রয় হয়ে। জাতির জনক জেল-জুলুম-অত্যাচার সহ্য করেছেন আর পরিবার সামলেছেন বেগম মুজিব। কিন্তু কোনও দুঃখবোধ বা অভিযোগ তার ছিল না।"

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের দীর্ঘ প্রেক্ষাপটে নেপথ্যে থেকে বেগম মুজিব অসামান্য অবদান রেখেছেন। তিনি দুঃসময়ে বঙ্গবন্ধুকে রাজনৈতিক, পারিবারিক ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন, সাহস যুগিয়েছেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করেছেন। এই অসামান্য দৃঢ়চেতা, আত্মপ্রত্যয়ী নারী তাঁর দূরদর্শী চিন্তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় প্যারোলে মুক্তির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বঙ্গবন্ধুকে পরামর্শ দিয়ে। আমরা জানি এই মামলায় বঙ্গবন্ধুকে প্রধান আসামি করে ৩৫ জন উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করা হয়। এ মামলায় বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হলে বঙ্গবন্ধুসহ সব রাজবন্দির মুক্তির দাবিতে বাঙালি রাস্তায় নামে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজপথ দ্রোহের আগুনে জ্বলে ওঠে। পাকিস্তান সরকার এ সময় লাহোরে গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে প্যারোলে মুক্তি নিয়ে পাক সামরিক সরকারের সঙ্গে বৈঠকে বসতে নিষেধ করেন বঙ্গমাতা। এভাবে তিনি বাংলার স্বাধীনতার পথ খুলে দিয়েছিলেন। রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ৭ই মার্চ এর ঐতিহাসিক ভাষণেও বঙ্গবন্ধুকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন বঙ্গমাতা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর এ সকল অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তখনকার দিনে মেয়েদের স্কুলে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মিশনারি স্কুলে কিছু প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু তারপর আর বেশিদিন স্কুলে যেতে পারেন নি, স্কুলে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল বলে। আর ঐ এলাকায় স্কুলও ছিল না। একটাই স্কুল ছিল, জিটি স্কুল। অর্থাৎ গিমাডাঙ্গা টুঙ্গিপাড়া স্কুল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় এক মাইলের ওপর, প্রায় দেড় কিলোমিটারের কাছাকাছি। দূরে কাঁচা মাটির রাস্তা। একমাত্র কাঁচা মাটির রাস্তা দিয়ে অথবা নৌকায় যাওয়া যায়। কিন্তু মেয়েদের যাওয়া ছিল একদম নিষিদ্ধ।

বাড়িতে পড়াশোনার জন্য টিউটর রাখা হতো। মাস্টার ছিল আরবি পড়ানোর জন্য। কিন্তু বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের পড়াশোনার প্রতি অদম্য একটা আগ্রহ ছিল। বঙ্গমাতার যখন তিন বছর বয়স তখন তাঁর বাবা মারা গেলেন। আপনারা জানেন যে, সে সময় বাবার সামনে ছেলে মারা গেলে মুসলিম আইনে ছেলের ছেলেমেয়েরা কোনো সম্পত্তি পেত না। আমার মায়ের দাদা তখন সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁর দুই নাতনিকে তাঁর নিজেরই আপন চাচাতো ভাইয়ের ছেলেদের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে যান এবং সমস্ত সম্পত্তি দুই নাতনির নামে লিখে দিয়ে আমার দাদাকে মোতাওয়াল্লী করে দিয়ে যান।

এর কিছুদিন পর আমার নানিও মারা যান। সেই থেকে বঙ্গমাতা মানুষ হয়েছেন আমার দাদির কাছে। পাশাপাশি বাড়ি একই বাড়ি, একই উঠোন।

এই ছোট বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়ায়, শ্বশুর-শাশুড়ি দেবর-ননদের সঙ্গেই তিনি বেড়ে ওঠেন ছোটবেলা থেকেই। উনার ছোটবেলায় অনেক গল্প আমরা শুনতাম। আমার দাদা-দাদির কাছে, ফুপুদের কাছে। বাবা রাজনীতি করছেন, সেই কলকাতা শহরে যখন পড়াশোনা করতেন তখন থেকেই। মানবতার জন্য তাঁর যে কাজ এবং কাজ করার যে আকাঙ্ক্ষা, যার জন্য জীবনে অনেক ঝুঁকি তিনি নিয়েছেন। সেই ১৯৪৭-এর রায়তের সময় মানুষকে সাহায্য করা, যখন দুর্ভিক্ষ হয় তখন মানুষকে সাহায্য করা। সব সময়, স্কুলজীবন থেকেই তিনি এভাবে মানুষের সেবা করে গেছেন।

আমরা দাদা-দাদির কাছেই থাকতাম। যখন পাকিস্তান হলো, আব্বা তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলেন। সে সময় চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য আন্দোলন করলেন। ভাষা আন্দোলন করতে গিয়ে গ্রেফতার হলেন। প্রথম ভাষা আন্দোলন, ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ধর্মঘট ডাকা হলো। সেই ধর্মঘট ডাকার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গ্রেফতার হলেন। এরপর ১৯৫৯ সালে ভুখা মিছিল করলেন, তখনও গ্রেফতার।

বলতে গেলে, ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৪৯ সালের মধ্যে ৩-৪ বার তিনি গ্রেফতার হন। এরপর ১৯৪৯ সালের অক্টোবরে যখন গ্রেফতার করা হয়, আর কিন্তু তাঁকে ছাড়েনি। সেই ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিনি বন্দী ছিলেন এবং বন্দিখানায় থেকে ভাষা আন্দোলনের তিনি সব রকম কর্মকান্ড চালাতেন। গোপনে হাসপাতালে বসে ছাত্রলীগের নেতাদের সঙ্গে, আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হতো।

মা শুধু খবরই শুনতেন যে, এই অবস্থা কাজেই স্বামীকে তিনি খুব কম সময় কাছে পেতেন। যদি আমাদের জীবনটার দিকে ফিরে তাকাই এবং বাবার জীবনটা যদি দেখি, কখনও একটানা দুটি বছর আমরা কিন্তু বাবাকে কাছে পাইনি। কাজেই স্ত্রী হিসেবে আমার মা ঠিক এভাবে বঞ্চিত ছিলেন। কিন্তু কখনও কোনোদিন কোনো অনুযোগ-অভিযোগ তিনি করতেন না। তিনি সব সময় বিশ্বাস করতেন যে, তাঁর স্বামী দেশের জন্য কাজ করছেন, মানুষের জন্য কাজ করছেন। যে কাজ করছেন তা মানুষের কল্যাণের জন্য করছেন।

মায়ের দাদা যে সম্পত্তি দিয়ে গেছেন প্রচুর জমিজমা। জমিদার ছিলেন, সব সম্পত্তি মায়ের নামে। এ থেকে যে টাকা আসত, আমার দাদা সব সময় সে টাকা আমার মায়ের হাতে দিয়ে দিতেন। একটি টাকাও মা নিজের জন্য খরচ করতেন না, সব জমিয়ে রাখতেন। কারণ জানতেন যে, আমার বাবা রাজনীতি করেন, তাঁর টাকার অনেক দরকার। আমার দাদা-দাদি সব সময় দিতেন। দাদা সব সময় ছেলেকে দিতেন। তারপরও মা তাঁর ঐ অংশটুকু বলতে গেলে নিজেকে বঞ্চিত করে টাকাটা বাবার হাতে সব সময় তুলে দিতেন। এভাবেই তিনি সহযোগিতা শুরু করেন।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

তখন কতই-বা বয়স! পরবর্তীতে যখন ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন হয়, সে নির্বাচনে নির্বাচনী প্রচারণা থেকে শুরু করে নির্বাচনী কাজে সবার সম্পৃক্ত, আমার মাও সে সময় কাজ করেছেন। নির্বাচনে জয়ী হবার পর আব্বা আমাকে নিয়ে আসেন। আব্বার ইচ্ছা ছিল আমাদেরকে ভালোভাবে স্কুলে পড়াবেন। এরপর উনি মন্ত্রিসভার সদস্য হলেন। আবার মন্ত্রিসভা ভেঙে গেল। আমার এখনও মনে আছে তখন আমরা খুব ছোট, কামাল জামাল কেবল হামাগুড়ি দেয় তখন মিন্টু রোডের তিন নম্বর বাসায় আমরা একদিন সকালবেলা উঠে দেখি মা খাটের ওপর বসে আছেন চুপচাপ, খুব গম্ভীর। আমি তো খুবই ছোট, কিছুই জানি না। রাতে বাসায় পুলিশ এসেছে, বাবাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে।

মা বসা খাটের ওপরে, চোখে দুফোটা অশ্রু। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "বাবা কই?"

বললেন, "তোমার বাবাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে।"

চোখের সামনে থেকে এই প্রথম গ্রেফতার। ১৪ দিনের নোটিস দিয়ে আমাদের বাড়ি থেকে বের করে দিল। মা কোথায় যাবেন? কেবল ঢাকায় এসেছেন, খুব কম মানুষকে চিনতেন। মন্ত্রী থাকা অবস্থায় ঐ বাসায় মানুষে গমগম করত। কিন্তু ঐদিন সব ফাঁকা! আমার আব্বার ফুপাতো ভাই, আমার এক নানা, তাঁরা এলেন। বাড়ি খোঁজার চেষ্টা। নাজিরাবাজারে একটা বাড়ি পাওয়া গেল। সে বাসায় আমাদের নিয়ে উঠলেন মা।

এভাবেই একটার পর একটা ঘাত-প্রতিঘাত এসেছে। কিন্তু একটা জিনিস আমি বলব যে, আমার মাকে আমি কখনও ভেঙে পড়তে দেখিনি। কখনও যত কষ্টই হোক আমার বাবাকে বলেন নি যে, তুমি রাজনীতি ছেড়ে দাও বা চলে আস বা সংসার কর বা সংসারের খরচ দাও। কখনও না।

সংসারটা কীভাবে চলবে সম্পূর্ণভাবে তিনি নিজে করতেন। কোনোদিন জীবনে কোনো প্রয়োজনে আমার বাবাকে বিরক্ত করেন নি। মেয়েদের অনেক আকাঙ্ক্ষা থাকে স্বামীদের কাছ থেকে পাবার। শাড়ি, গহনা, বাড়ি, গাড়ি, কত কিছু!

এত কষ্ট তিনি করেছেন জীবনে; কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলেন নি। চান নি। ১৯৫৪ সালের পরও বারবার কিন্তু বাবাকে গ্রেফতার হতে হয়েছে। তারপর ১৯৫৫ সালে তিনি আবার মন্ত্রী হন। তিনি ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে নির্বাচন করে জয়ী হন, মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। আমরা ১৫ নম্বর আবদুল গণি রোডে এসে উঠি।

আমরা বাংলাদেশের ইতিহাস দেখলে দেখব, সবাই মন্ত্রিত্বের জন্য দল ত্যাগ করে। আর আমি দেখেছি আমার বাবাকে যে, তিনি সংগঠন শক্তিশালী করবার জন্য নিজের মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিলেন। ছেড়ে দিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব নিলেন। কোনো সাধারণ নারী যদি হতেন তা হলে সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগ করতেন, স্বামী মন্ত্রিত্ব কেন ছেড়ে দিচ্ছেন সে

জীবন সংগ্রামের সব কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তিনি পরিবারও সামলেছেন। বঙ্গবন্ধু বারবার গ্রেফতার হয়েছেন, জেল-জুলুমের শিকার হয়েছেন কিন্তু বঙ্গমাতা কখনো ভেঙে পড়েননি বরং কারাগারে সাক্ষাৎ করে বঙ্গবন্ধুর মনোবল দৃঢ় রাখতে সহায়তা করেছেন এবং শক্ত হাতে পরিবারের হাল ধরেছেন। তিনি তাঁর পাঁচ সন্তানকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর অনিন্দ্য আদর্শ ও মূল্যবোধে বড় করেছেন। বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাঙালি যেমন স্বাধীন বাংলাদেশ পেত না- তেমনি শেখ হাসিনার জন্ম না হলে আধুনিক বাংলাদেশ বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে উন্নয়নের রোল মডেল ডিজিটাল বাংলাদেশের খেতাব পেতো না।

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবকে বঙ্গবন্ধুর একজন যোগ্য ও বিশ্বস্ত সহচর এবং বাঙালি মুক্তিসংগ্রামের সহযোদ্ধা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, 'তিনি অসাধারণ বুদ্ধি, সাহস, মনোবল, সর্বসহা ও দূরদর্শিতার অধিকারী ছিলেন। তিনি আমৃত্যু দেশ ও জাতি গঠনে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন।'

দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি জাতির পিতার সঙ্গে একই স্বপ্ন দেখতেন। এ দেশের মানুষ সুন্দর জীবন পাক, ভালভাবে বাঁচুক এই প্রত্যাশা নিয়েই তিনি বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সবসময় ছিলেন সজাগ এবং দূরদর্শী। তাইতো একজন সাধারণ বাঙালি নারীর মতো স্বামী-সংসার, আত্মীয়-স্বজন নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও বাংলাদেশের মহান সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার পর দেশ পুনর্গঠনে তিনি অনন্য ভূমিকা রেখে গেছেন।

বঙ্গমাতার যে আদর্শ ও দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা যুগে যুগে বাঙালি নারীদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে উল্লেখ করে বাণীতে প্রধানমন্ত্রী আশা করেন, শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের জীবনী চর্চার মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

পল্লী উন্নয়ন

"এই স্বাধীন দেশে মানুষ যখন পেট ভরে খেতে পারবে, পাবে মর্যাদাপূর্ণ জীবন; তখনই শুধু এই লাখো শহীদের আত্মা তৃপ্তি পাবে।"

— জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

অভাব আর দারিদ্র্যের কারণে পল্লীর মানুষ আজ জর্জরিত। একটু ভালোভাবে বাঁচার জন্য গ্রামের মানুষ এখন শহরমুখী হচ্ছে। ফলে জনশূন্য হতে চলেছে গ্রামের পর গ্রাম। আজকের বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়নের নির্দিষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে গ্রামীণ বিত্তহীনদের বিশেষ করে পশ্চাৎপদ মহিলা ও শিশুদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে সক্ষম করা এবং সে নিয়ন্ত্রণের ফলশ্রুতি হিসেবে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার যথাযথ বন্টন।

পল্লী উন্নয়ন কী:

"A rural development is a policy of national Development".

—প্রেসিডেন্ট জুলিয়ার নায়ার

পল্লী উন্নয়ন বলতে উৎপাদন বৃদ্ধি, সম্পদের সুষম বন্টন ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনমান উন্নয়নের জন্য এক পরিকল্পিত পরিবর্তনকে বুঝায়। সাধারণত এ পরিবর্তনকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, (১) পল্লী প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও (২) প্রযুক্তিগত। উদার অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিতে এটি পল্লীর জনগণের ক্রমবর্ধমান কল্যাণকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে পরিচালিত ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক প্রয়াসের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনকে বুঝায়। আজকের বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়নের নির্দিষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে গ্রামীণ বিত্তহীনদের, বিশেষ করে পশ্চাৎপদ মহিলা ও শিশুদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে সক্ষম করা, এবং সে নিয়ন্ত্রনের ফলশ্রুতি হিসেবে প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধার যথাযথ বন্টন। বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়নের চাবিকাঠি হলো–

(ক) দারিদ্র্য দূরীকরণ,
(খ) গ্রামীণ দরিদ্রদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন,
(গ) আয় ও সম্পদের সুষম বন্টন,
(ঘ) ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি,
(ঙ) পরিকল্পনা প্রণয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন,
(চ) সুযোগ সুবিধার অংশীদারিত্ব,
(ছ) পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির মূল্যায়নে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ;
(জ) অপ্রতুল সম্পদের ব্যবহার ও বন্টন নিয়ন্ত্রণের জন্য গ্রামীণ জনগণকে অধিকতর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদান।

উপরোক্ত সংজ্ঞাসমূহের আলোকে আমরা বলতে পারি, যে প্রক্রিয়ায় পল্লীর জনগণের উৎপাদন, আয়, বন্টন, ভোগ, বাসস্থান, শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতির গুণগত ও পরিমাণগত উন্নয়ন সাধন হয় তাকে পল্লী উন্নয়ন বলে।

পল্লী উন্নয়নের গুরুত্ব: সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর রাজনৈতিক দর্শনের অন্যতম অংশ ছিল অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক মুক্তি আনয়নের মাধ্যমে সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করা। বাংলাদেশের শতকরা ৭৫ ভাগ মানুষ পল্লী অঞ্চলে বাস করে এবং এদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী অধিকাংশের অবস্থানও পল্লী অঞ্চলে। ফলে এ দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবিকায়ন পল্লীর ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং পল্লীর সার্বিক উন্নয়ন ব্যতীত বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। আমাদের দেশের পল্লী উন্নয়নে যেসব প্রতিষ্ঠান সরাসরি জড়িত-

- ✓ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ,
- ✓ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি),
- ✓ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড,
- ✓ মৎস্য ও পশুপালন দপ্তরসমূহ,
- ✓ কৃষি মন্ত্রণালয়ের দপ্তরসমূহ,
- ✓ পানি উন্নয়ন বোর্ড,
- ✓ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি),
- ✓ ব্যাংক,
- ✓ এনজিও ইত্যাদি।

পল্লী উন্নয়নে সরকারের কয়েকটি সংস্থা ও ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. **'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্প:** 'আমার বাড়ি আমার খামার' একটি স্থায়ী দারিদ্র্য বিমোচন মডেল। প্রতিটি বাড়িকেই অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ভূমিহীন অর্থাৎ শূন্য থেকে ৫০ শতক জমির মালিক, চরাঞ্চল/অনগ্রসর এলাকায় এক একর জমির মালিক, সর্বোচ্চ দরিদ্র বলে সর্বজন স্বীকৃত মানুষই এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত হবে। ২০২০ সালের মধ্যে দেশে দারিদ্র্যের হার ১০ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই প্রকল্পটি গ্রহণ করেন। 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্পের প্রাথমিক জরিপের ভিত্তিতে গ্রামের দরিদ্র মানুষের জন্য সমবায় ভিত্তিক 'গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন সৃষ্টি করে সদস্যদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, ঋণ, অনুদান ও কারিগরি সহায়তা দেওয়া হয় এবং সেই সাথে দরিদ্রদের মধ্যে দুগ্ধবতী গাভী, মৎস্য, হাঁস-মুরগি ও ফসলে বীজ বিতরণ করা হয়।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

আমার বাড়ি আমার খামারের অধীনে শূন্য দারিদ্র্য রোডম্যাপ (২০১০-২০২০)

পর্যায়	বরাদ্দ কোটি টাকা	গ্রামের সংখ্যা	উপকৃত পরিবার	বাস্তবায়নের সময়কাল
১ম পর্যায়	১৪৯২	১৭৩০০	১০.৩৮ লক্ষ	২০১০-১৩
২য় পর্যায়	১৬৭০	২৩২২৭	১৩.৮৮ লক্ষ	২০১৩-১৬
৩য় পর্যায়	১০০০	৪১০০০	২৫ লক্ষ	২০১৫-১৭
৪র্থ পর্যায়	১০০০	৪১০০০	২৫ লক্ষ	২০১৬-১৮
৫ম পর্যায়	ব্যাংকের অর্থ	১,২০,০০০	২৫ লক্ষ	২০১৯-চলমান

[তথ্যের উৎস: www.ebek-rdcd. gov.bd

২. **সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-৩য় পর্যায়:** দেশের দারিদ্র্য পীড়িত এলাকার দারিদ্র্য হ্রাস ও গ্রামীণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং গ্রামকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১০,০৩৫টি সমিতি গঠনের মাধ্যমে নানা ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ৩.৫ লক্ষ লোকের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে।

৩. **সমবায় অধিদপ্তর:** কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমবায়ের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। বর্তমান সারাদেশে ১,৭৫,৩১০টি নিবন্ধিত সমবায় সমিতি রয়েছে। এ সকল সমবায় সমিতির কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ প্রায় ১২,২৮২.৯১ কোটি টাকা।

৪. **বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরইবি):** বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি) হলো বাংলাদেশ সরকারের একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা যার দায়িত্ব হলো বাংলাদেশের গ্রামীণ অঞ্চলে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া, যে কাজ বিআরইবি দেশে ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে করে।

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সাফল্য (৩০ বছর বনাম ১০ বছর):

বিবরণ	১৯৭৮-২০০৮	২০০৯-২০১৯ (সেপ্টেম্বর)	মোট
বিদ্যুৎ সুবিধাভোগী	২৮%	৬৬%	৯৪%
উপকেন্দ্রের সংখ্যা ও ক্ষমতা	৪৯৭ টি (৪,৬৬০ এমভিএ)	(৪৯৬টি ৭৬১৫ এমভিএ)	৯৯৩টি (১২,২৭৫ এমভিএ)
বিদ্যুৎ গ্রহণের ক্ষমতা (মে:ও)	২০০০	৭৭৭৫	৯৭৭৫

সূত্র: reb.gov.bd

৫. **বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি):** বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

৬. **বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা:** পল্লী অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধি, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা ও উন্নয়ন কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানসহ প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে বার্ড জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, পরিবার পরিকল্পনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় মহিলা উদ্যোক্তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নসহ নানা বিষয়ে গবেষণা করছে।

৭. **পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া:** বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা পরিচালনা এবং পরামর্শ সেবা প্রদান প্রতিষ্ঠানটির মূল কাজ। একাডেমির প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ৫,৫২,৮০০ জন এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

৮. **পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ):** ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে পিডিবিএফ গঠিত হয়। দেশের ৫৫টি জেলার ৩৫৭টি উপজেলায় পিডিবিএফের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, এর উপকারভোগী ৯৭ শতাংশই মহিলা। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত পিডিবিএফ মোট ১০,৬৩১.০২ কোটি টাকা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করেছে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

৯. **ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন:** ১৯৯৪ সালে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন পরিবারের বিশেষত মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনই এ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য। ফাউন্ডেশনের আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে মোট ৮১৫.৩৭ কোটি টাকা জামানতবিহীন ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

১০. **কর্মসংস্থান ব্যাংক:** দেশের বেকার জনগোষ্ঠী বিশেষ করে শিক্ষিত বেকার যুবকদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংকটি উৎপাদনমুখী ও আয়বর্ধক কর্মকান্ডে যুব সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করতে ঋণ প্রদান করে। ব্যাংকের নিজস্ব কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ৫,২৮,০৬৫ জন উদ্যোক্তার মধ্যে মোট ৪,৯২৭.৭১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

১১. **বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ কর্মসূচি:** বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তায় পরিচালিত কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত মোট ১০,৮৩৮ জন উদ্যোক্তার মাঝে ২৮৩.২৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

১২. **পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাইন্ডেশন (পিকেএসএফ):** পল্লীকর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক নিরাপত্তা ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণে কাজ করছে। সারা দেশে ২৭৮টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে সংস্থাটি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সহযোগী সংস্থাসমূহের সদস্যদের প্রায় ৯১ শতাংশই মহিলা।

১৩. **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ কার্যক্রম:** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও মোকাবিলায় সহায়তার লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দুর্যোগ মোকাবিলা ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে ভুক্তভোগীদের অগ্রিম শ্রম ও সম্পদ বিক্রি থেকে রক্ষা করতে দ্রুত আর্থিক সুবিধা দিতেই এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এতে করে উপকূল এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠী নানা ধরনের দুর্যোগ ও দুর্যোগ পরবর্তী দুরাবস্থা মোকাবিলায় সক্ষমতা অর্জন করতে পারছে।

১৪. **পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ:** বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। এ মন্ত্রণালয়ের অধীন দুটি বিভাগ রয়েছে যথা– (১) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং (২) স্থানীয় সরকার। দেশের পল্লী এলাকার জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০১০ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত দেশের ৮০ লাখ মানুষ দারিদ্র্যমুক্ত হয়েছে। যার ৯০ শতাংশই হয়েছে গ্রামাঞ্চলে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সার্বিক বাজেট

অর্থবছর	বরাদ্দ (কোটি টাকা)
২০১৭-১৮	২১৯৬.৪১
২০১৯-২০	২৪৪৯.৪৭

উৎস: rdcd.gov.bd

১৫. **স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি):** গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে বর্তমান সরকার। তারই অংশ হিসেবে দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে স্থানীয় প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) গ্রামীণ জনপদের রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট, সুইসগেট, পুকুর খাল, নদী খনন, বাঁধ নির্মাণ থেকে শুরু করে উপজেলা, পৌরসভা, জেলা শহরের নানা উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি যে গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গ্রামীণ সমাজের উন্নয়ন ঘটছে।

সময়কাল	প্রকল্পের সংখ্যা	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	ব্যয় (কোটি টাকায়)
২০০৯-১৩	১০৭	৪৪৪৫২.৩৫	২৩৫৯২.৮২
২০১৪-১৮	১৬৯	৯২৪৫৪.৫৩	৪৯৭৫১.৪০

তথ্যের উৎস: দৈনিক ভোরের কাগজ

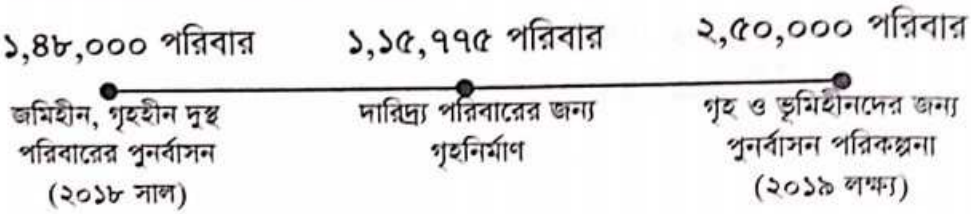
Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

বেসরকারি সংস্থাসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম: সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে কাজ করছে। মূলত দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানবসম্পদ উন্নয়নে এনজিওগুলো কাজ করছে। যে প্রধান ৬টি এনজিও সার্বিক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে তারা হলো:

১. ব্রাক
২. আশা
৩. ব্যুরো বাংলাদেশ
৪. শক্তি ফাউন্ডেশন
৫. প্রশিকা
৬. স্বনির্ভর বাংলাদেশ

পল্লী উন্নয়নে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম:

➢ পল্লী উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং বৈষম্য হ্রাসকরণে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র-২০১৫ প্রণয়ন করা হয়। দারিদ্র্য জনগণের অবস্থা উন্নয়নে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে প্রতিবছর বরাদ্দ বৃদ্ধি করে চলছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এই খাতে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ ৭৪,৩৬৭ কোটি টাকা। বর্তমানে দেশের প্রায় এক-চতুর্থাংশ পরিবারকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় নিয়ে এসেছে।



➢ বাংলাদেশ সরকার "Leaving No one Behind" কে সামনে রেখে প্রণয়ন করেছে "National Social Security Strategy (NSSS)", যার মুখ্য উদ্দেশ্য মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি এবং সামাজিক নিরাপত্তা আনয়ন।

পল্লী উন্নয়নে সমস্যা: বাংলাদেশের পল্লীর আর্থসামাজিক বুনিয়াদের প্রকৃতিই পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে হুমকি হয়ে দেখা দেয়। সেসব বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পুঁজি গঠনের নিম্নস্তর, কৃষি নির্ভর অর্থনীতি, দক্ষ ও শিক্ষিত জনশক্তির অভাব, বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি, বিদেশি সহায়তার উপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, গ্রাম্য রাজনৈতিক দলাদলি, ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অনুন্নত বাজার এবং অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ।

- ✓ পল্লী উন্নয়ন সংস্থাসমূহের গ্রন্থায়িত্ব।
- ✓ অযোগ্য ও দুর্নীতিপরায়ণ নেতৃত্ব।
- ✓ কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক স্থানীয় সরকারগুলোকে অসহযোগিতা।
- ✓ একটি সুবিন্যস্ত পল্লী উন্নয়ন নীতিমালার অভাব।
- ✓ পল্লী উন্নয়নের প্রকল্প থেকে উদ্ভূত সুযোগ-সুবিধার অসম বণ্টন।
- ✓ প্রাকৃতিক ও লব্ধ সম্পদের সীমাবদ্ধতা।
- ✓ পল্লী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও পরিকল্পনায় উচ্চ শ্রেণির আধিপত্য এবং অসহায়ক এক গ্রামীণ সমাজ।

গ্রাম বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে। তাই সরকার এবং মন্ত্রণালয়গুলোর উন্নয়ন উদ্যোগে গ্রাম এবং চরাঞ্চলকেই বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। এই পিছিয়ে পড়া মানুষদের উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় ফেরাতে না পারলে উন্নয়ন টেকসই হবে না। প্রধানমন্ত্রীর যুগান্তকারী পরিকল্পনায় এখন গ্রামে গ্রামে নীরব বিপ্লব ঘটছে। প্রকৃতপক্ষে ২০৪১ সালে আমাদের উন্নত দেশে পৌঁছাতে হলে পল্লী উন্নয়নের বিকল্প নেই।

"উন্নয়নের যে ধারাটা আজকে আমরা সৃষ্টি করেছি সেই ধারাটা অব্যাহত রেখে বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ হিসেবে আমরা গড়ে তুলবো, জাতির পিতার স্বপ্ন আমরা পূরণ করব। এটাই আমাদের লক্ষ্য।"

— প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

References:

1. banglapedia.org
2. Economic Review-2019, 2020

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

আমার বাড়ি আমার খামার

'আমার বাড়ি আমার খামার' একটি স্থায়ী দারিদ্র্য বিমোচন মডেল। প্রতিটি বাড়িকেই অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো-নিজস্ব স্থায়ী পুঁজি সৃষ্টি ও তার স্থায়ী ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি করা।

অর্থহীনে অর্থ ও কর্মহীনে কর্মসৃজন

এ প্রকেক্সের আওতাভুক্ত হবে–

- ভূমিহীন অর্থাৎ শূন্য থেকে ৫০ শতক জমির মালিক,
- চরাঞ্চল/অনগ্রসর এলাকায় এক একর জমির মালিক,
- সর্বোপরি দরিদ্র বলে সর্বজন স্বীকৃত মানুষই এ প্রকেক্সের আওতাভুক্ত হবে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অভীষ্ট-১	'সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান'
টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অভীষ্ট-২	'ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার'

এই লক্ষ্য অর্জনের লক্ষ্যে প্রকল্পটি ৬৪টি জেলার সকল ইউনিয়নের প্রত্যেক ওয়ার্ডে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

▶ ভিশন: লাগসই ও স্থায়ী দারিদ্র্য বিমোচন এবং টেকসই উন্নয়ন।

মিশন:

- স্থানীয় প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- দরিদ্র পরিবারকে পুঁজি গঠনে সহায়তা করা।
- প্রয়োজন ভিত্তিক লাগসই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করা।
- প্রয়োজন অনুসারে জীবিকায়ন নিশ্চিত করা।
- উন্নয়নে নারীর অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা।
- প্রযুক্তিগত সুবিধার সাথে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা।
- সকল কার্যক্রমে সমিতি গঠন ও অনলাইনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা।

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের অর্জন :

ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত সারা দেশে ১,১৫,৪২২ টি সমিতি গঠন করা হয়েছে।	মোট ৫০.৪৫ লক্ষ পরিবারের ২.৫২ কোটি দরিদ্র মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছেন।
প্রকল্পের অধীনে প্রতি মাসে হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালন, মৎস্য ও সবজি চাষ এবং নার্সারির ন্যায় জীবিকায়ন খামার গড়ে উঠেছে।	২০২১ সালের মধ্যে ৫৫ লক্ষ পরিবার তথা ২.৭৫ কোটি মানুষ স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাবে।
প্রকল্পের আওতায় গঠিত গ্রাম উন্নয়ন সমিতি ও তার স্থায়ী তহবিল ব্যবস্থাপনার জন্যে সরকার পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে।	৪৮৫টি উপজেলায় পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- ২০২১ সালের মধ্যে বর্তমান দারিদ্র্যসীমার নিচের কোটি পরিবারকে প্রকল্পভুক্ত করে দারিদ্র্যকে শূন্যের কোঠায় পৌছে দেওয়া।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা'র স্বপ্ন-প্রসূত 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৪২২টি গ্রাম সংগঠনের আওতায় ৫৫ লক্ষ দরিদ্র পরিবারকে সুসংগঠিত করে এদেশ থেকে স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ চলছে।
- কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট ৬৬ হাজার ২৩৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ছিল ৫৯ হাজার ৬৭৭ কোটি টাকা।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

কমিউনিটি ক্লিনিক

গ্রামীণ জনগনের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক হলো প্রথম সেবা কেন্দ্র। সাধারণ মানুষের হাতের নাগালে মধ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পৌছানোর লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের কাজ শুরু করে। ঔষধ ও পরিবার-পরিকল্পনা সামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে এ সকল কমিউনিটি ক্লিনিক সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হয়েছে।

তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা

ভিশন : গ্রামীণ জনপদে দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।

কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবা-

- কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের প্রসবপূর্ব প্রতিষেধক টিকাদানসহ প্রসব পরবর্তী সময়ে নবজাতকসহ মা'কে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়।
- কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে এখন বিনামূল্যে ৩২ ধরনের ওষুধের পাশাপাশি স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি পরামর্শ দেওয়া হয়।
- সময় মতো যক্ষা, ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি, পোলিও, ধনুস্টংকার, হাম, হেপাটাইটিস-বি, নিউমোনিয়া টিকা দানসহ শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়।
- কমিউনিটি ক্লিনিকে যক্ষা, ম্যালেরিয়া, কুষ্ঠ, কালাজ্বর, ডায়রিয়াসহ অন্যান্য সংক্রামক রোগের সীমিত চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে।
- সাধারণ জখম, জ্বর, ব্যথা, বিষক্রিয়া, দংশন, পোড়া, হাঁপানি, চর্মরোগ কৃমি এবং চোখ, দাঁত ও কানের সাধারণ রোগের ক্ষেত্রে লক্ষ ভিত্তিক প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা হয়।
- অস্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সংক্রান্ত বিভিন্ন উপকরণ যেমন- কনডম, পিল, ইসিপি ইত্যাদি সরবরাহ ও বিতরণ করা হয়।

বর্তমানে সারা দেশে ১৩,৯০৭ টি কমিউনিট ক্লিনিক সম্পূর্ণরূপে কার্যকর রয়েছে।	প্রতিটি প্রায় ৬,০০০-৮,০০০ জনগণকে সেবা প্রদান করছে।
প্রতিদিন গড়ে ৪০ জন সেবা প্রার্থী একটি কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে সেবা গ্রহণ করে থাকেন।	সেবা গ্রহণকারীর ৯৫ শতাংশই নারী ও শিশু।
এ সময়কালে ৬.৮৯ কোটির ও বেশি রোগীকে জরুরী প্রয়োজনে ও জটিলতার জন্য উচ্চতর সেবা কেন্দ্রে রেফার করা হয়েছে।	২০০৯ সাল থেকে শুরু করে ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো থেকে ৮৯.১৭ কোটিরও বেশি সংখ্যক বার সেবা নেয়া হয়েছে।
'কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার' (সিইএইচসিপি) নিয়োগপূর্বক তাদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষন প্রদান করে এবং পর্যন্ত ঔষধ ও পরিবার-পরিকল্পনা সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।	সারাদেশে প্রায় ৪,০০০ কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাভাবিক প্রসব সম্পন্ন হয়েছে এবং ২০০৯ সাল থেকে ক্রমান্বয়ে শুরু হওয়া এ ব্যবস্থায় এখন পর্যন্ত প্রায় ৮৮,৭২১ হাজার জনের স্বাভাবিক প্রসব সম্পন্ন হয়েছে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

আশ্রয়ণ প্রকল্প

ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারগুলোকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে গ্রহণ করা হয় আশ্রয়ণ প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে এ পর্যন্ত ১৯১৭টি প্রকল্প গ্রাম তৈরিপূর্বক ১,৫৪,২৩৮ টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়েছে এবং নিজ জমিতে গৃহ নির্মানের মাধ্যমে ১,৪৩,৭৭৭টি পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে এ পর্যন্ত সর্বমোট ২,৯৮,২৪৯টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়েছে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অনুযায়ী সারাদেশের ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের তালিকা প্রণয়নের কাজ সমাপ্তপূর্বক দেশের সমস্ত ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের গৃহ প্রদানের কাজ বৃহত্তর পরিসরে শুরু করা হবে।

বিপন্নে আশ্রয় ও গৃহহীনে গৃহ

প্রকল্পের ভিশন:

- বিপন্ন মানুষের আশ্রয় ও গৃহহীনে আবাসন নিশ্চিত করা।
- আশ্রয়ণ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল, অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন
- ঋণ প্রদান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহে সক্ষম করে তোলা।
- আয়বর্ধক কার্যক্রম সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ।

সরকারের গৃহিত কার্যক্রম:

- ১৯৯৭ সালের ১৯ মে কক্সবাজার জেলাসহ পার্শ্ববর্তী এলাকা ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত হওয়ায় বহু পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়ে। তদানীন্তন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঐ এলাকা পরিদর্শনে যান। তিনি মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েন এবং সকল গৃহহীন পরিবারসমূহকে পুনর্বাসনের তাৎক্ষনিক নির্দেশ দেন। তারই পরিপেক্ষিতে ১৯৯৭ সালে "আশ্রয়ণ" নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।
- সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ১৯৯৭ থেকে জানুয়ারি ২০১৬ সাল পর্যন্ত তিনটি পর্যায়ে আশ্রয়ণপ্রকল্পে ১ লাখ ৪০ হাজারের বেশি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।
- তন্মধ্যে আশ্রয়ণ- ২ প্রকল্পের মাধ্যমে ৭৮৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৩ হাজারের বেশি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়েছে।
- বর্ণিত প্রকল্পের সাফল্য ও ধারাবাহিকতায় ২০১০-২০১৭ (সংশোধিত) মেয়াদে ৫০,০০০ গৃহহীন, ছিন্নমূল পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ ২ প্রকল্প গ্রহণ করেছে সরকার।
- সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত তিন (০৩) টি ফেজে ১৭৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ১,৪০,১২৮টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়।

১. আশ্রয়ণ প্রকল্প (১৯৯৭ - ২০০২) | ২.আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ- ২) (২০০২ - ২০১০) | ৩. আশ্রয়ণ- ২ প্রকল্প (২০১০ - ২০১৭)

- সারাদেশে গ্রামাঞ্চলে ব্যারাক হাউজ এবং বিভাগীয় সদর ও রাজউক, বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন এলাকা, জেলা ও উপজেলা সদর এবং পৌরসভা এলাকায় বহুতল ভবন নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- পুনর্বাসিত ভূমিহীন, গৃহহীন, দুর্দশাগ্রস্ত ও ছিন্নমূল পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে ভূমির মালিকানা স্বত্বের দলিল/কবুলিয়ত সম্পাদন, রেজিষ্ট্রি ও নামজারী করে দেয়া হয়।
- পুনর্বাসিত পরিবার সমূহের জন্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, মসজিদ নির্মাণ, কবর স্থান, পুকুর ও গবাদি পশু প্রতিপালনের জন্য সাধারণ জমির ব্যবস্থা করা হয়। পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন উৎপাদনমুখী ও আয়বর্ধক কর্মকান্ডের জন্য ব্যবহারিক ও কারিগরী প্রশিক্ষণ দান এবং প্রশিক্ষণ শেষে তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় গৃহীত প্রধান প্রধান কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

প্রকল্প বাছাই	প্রশিক্ষণ প্রদান
ভূমি উন্নয়ন	ঋণ প্রদান
ব্যারাক নির্মাণ	বৃক্ষ রোপণ
উন্মুক্ত পদ্ধতিতে উপকারভোগী বাছাই	ঘাটলা ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ
ভিজিএফ (VGF) প্রদান (ব্যারাকে ওঠার পরবর্তী তিন মাস)	টিউবওয়েল স্থাপন

আশ্রয়ণ-২ (দারিদ্র্য বিমোচন ও পুনর্বাসন) প্রকল্প

- ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারগুলোকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে গ্রহণ করা হয় আশ্রয়ণ প্রকল্প।
- ১৯৯৭-২০০২ সাল পর্যন্ত ৩০০.০০ কোটি টাকা ব্যায়ে ৪৭,২১৪০ টি পরিবারকে এ প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসন করা হয়েছে।
- ২০০২-২০১০ মেয়াদে আশ্রয়ণ (ফেইজ-১) প্রকল্পের অধীনে ৬০৮.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৮,৭০৩ টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।
- আশ্রয়ণ প্রকল্প ও আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) প্রকল্পের সাফল্য ও ধারাবাহিকতায় ২০১০-২০১৭ মেয়াদে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় মোট ২.৫ লক্ষ গৃহহীন, ছিন্নমূল পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
- প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেক পরিবারকে ৩০ হাজার টাকা ঋণ দেয়া হয়।
- এখন পর্যন্ত এ প্রকেল্পের আওতায় ৫৩.৭৫ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও বিজিএফ, বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান, নলকূপ স্থাপন, লেট্রিন ও বাথরুম স্থাপনের কাজ করা হচ্ছে এটি একটি সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প।

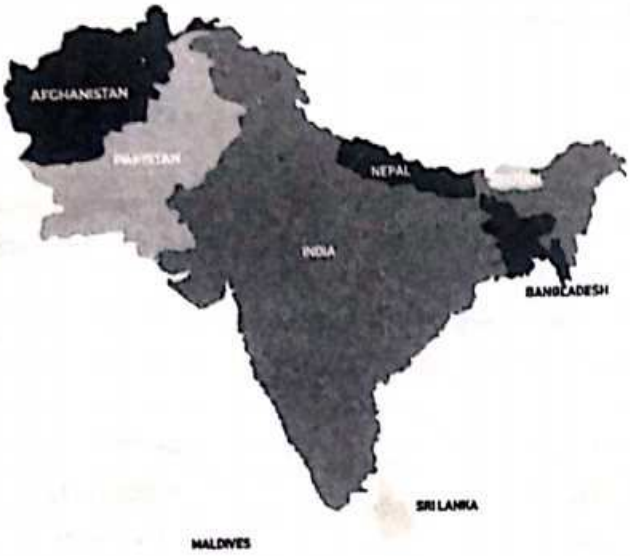
Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

SDG Goals and Bangladesh

"Sustainable development is the pathway to the future we want for all. It offers a framework to generate economic growth, achieve social justice, exercise environmental stewardship and strengthen governance"

— **Ban Ki-moon (Ex-Secretary General of UN)**

The Sustainable Development Goals are the blueprint to achieve a better and more sustainable future for all. They address the global challenges we face, including those related to poverty, inequality, climate change, environmental degradation, peace and justice. The 17 Goals are all interconnected, and in order to leave no one behind, it is important that we achieve them all by 2030.





GDP Growth-the 'King indicator': GDP has emerged more as a policy tool for economic planning than an indicator for socio-economic well-being.

1. **Current Situation of Bangladesh in Achieving SDGs:**

➤ **Goal-1: No poverty**

Sustainable Development Goals-01: The main of this goal is to "End poverty in all its forms everywhere."

There are 7 targets in goal 1. All of the targets are set to be achieved within:

Target 01: Acute poverty reduction is the main target **($1.90 per day).** Acute poverty was 25.1% in the year 2005 in Bangladesh. In the last fiscal year acute poverty rate was 11.3% and in current fiscal year the rate 10.5%. This scenario shows 15% acute poverty has been eradicated in the last era.

Poverty line- The 'Key indicator': Goal 1 calls for an end to poverty in all its manifestations by 2030. The progress on reducing extreme poverty measured by $1.90 a day or by national poverty line is a track.

Year	Poverty rate	Extreme Poverty Rate
2016	24.3%	12.9%
2017	23.1%	12.1%
2018-19	21.8%	11.3%
2019-20	20.5%	10.5%

[**Source**: Bangladesh Bureau of statistics (BBS)]

Target 02: The main target was to reduce poor women, man and child to half. Total poverty was 40% in 2005. In last fiscal year it was 21.8% and in current fiscal year (2019-20) it is 20.5%. As per the plan of 7th 5-year plan, poverty will be reduced to 18.6% by 2020 and 9.7% by 2030.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Target 03: The main to reduce poverty by conducting social safety program. As per article 15 of our constitution, this is one of the principles of running country. Government has taken 73 projects with a budget of 95155 crore Tk.

Social Safety Net Service

2020-21	2020-21	2020-21
73	60	95,155
Projects	Active Projects	Core taka Budget

Target 04: The main target is to equal opportunity for man and women. Old aged allowance, lactating mother allowance and handicap and disabled person allowance are some examples of social safety service.

Target 05: The main target is to enhance capability of poor people to fight against climate change. Bangladesh is mainly integrating SDG Goal 13 with this target. Bangladesh is the first country to establish green climate fund among LDC countries. BDT 3500 crore has been sanctioned till March 2019 for this purpose.

Target 06: Ensure significant mobilization of resources from a variety of sources, including through enhanced development cooperation, in order to provide adequate and predictable means for developing countries, in particular least developed countries, to implement programmes and policies to end poverty in all its dimensions

Target 07: The main target is to develop a policy in national, regional and international sphere with a view to eradicating poverty. The largest project of present government is Delta Plan 2100, BS-1, and 100 Special Economic zones.

➤ **Goal-2: End hunger, achieve food security & improved nutrition, & promote sustainable agriculture.**

There are 8 targets which are promised to be fulfilled by 2030. Notable: 2030 end hunger and ensure access by all people, in particular the poor and people in vulnerable situations including infants, to safe, nutritious and sufficient food all year round and by 2030 end all forms of malnutrition, including achieving by 2025 the internationally agreed targets on stunting and wasting in children under 5 years of age, and address the nutritional needs of adolescent girls, pregnant and lactating women, and older persons.

Food Production

2018	2019	2020
413.25 lacs Metric tons	**415.74** lacs Metric tons	**400** lacs Metric tons

Achievement of Bangladesh: The target of vision 2020 was to make Bangladesh self-sufficient in food production by 2013. It was achieved before the dead line. By 2030 malnutrition will be reduced by 10%.

➤ **Goal-3: Ensure health lives & promote wellbeing for all ages.**

There are 13 targets. Among those targets maternal mortality rate 70/1000000, child mortality rate 12/10000 and less than 5-year-old child mortality rate 25/1000 are the targets.

Achievement of Bangladesh: In 2013 child mortality rate per thousand was 203% which reduced to 1.62% in 2019-20. Child mortality rate of less than year child was 31/1000 in 2013 which reduced to 24/1000 in 2017. Child mortality rate of five-year-old child was 41/1000 which was reduced to 21/1000. To implement goal-2, and 3, ministry of health and family planning has implemented Population & Nutrition Sector Development Plan (HPNSDP). Govt. has initiated 13779 community clinics. Almost 40 people are taking service from this service. Emergency Obstructive Care has been started to reduce child mortality rate to 50%. For this our prime minister was awarded MDG Award-2010. There are also several achievements including National health policy 2011, E-Health service.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

Progress on SDG by indicators maternal mortality ratio (Per 1,00,000 lives birth): The maternal mortality ratio is the number of women who die from any cause related to pregnancy or child birth per 1,00,000 live births.

Year	Maternal Mortality Ratio (Per 1,00,000 live births)
2016	178
2017	172
2018	163
2019-20	165

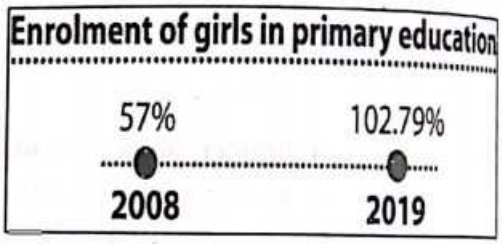
[Source: WHO]

Under-five mortality rate (per 1,000 live births): The under 5 mortality rate is the number of deaths of children under the age of five years for every 1,000 live births.

Year	Under-5 Mortality rate (Per 1,000 live births)
2016	36
2017	33
2018	31
2019	28
2020	21

[Source: World Bank]

➤ **Goal-4: Ensure inclusive & equitable education & Promote lifelong learning opportunities for all.**
There are 10 targets in this goal. Primary & secondary education, pre-primary education, Technical & Vocational & tertiary education, employment & entrepreneurship based education, education for disabled & indigenous, improved literacy rate, ensure cultural, peaceful & global citizenship, effective educational environment, & skilled teacher are notable.



"All the SDGs come down to education..." — Malala Yousafzai

Achievement of Bangladesh: Initiatives taken by govt.
- ❖ National education policy 2010.
- ❖ 2.95 billion Books have been disbursed till 2019-20.
- ❖ Brail designed books have been given also.
- ❖ Primary Education Development Program, School Level Improvement Plan, Upazila Education Plan, Reaching out of Children Program, Second Chance Education Program, Secondary Education Sector Improvement Program.
- ❖ Technical & Vocational Education Teaching Action Plan, Cross boarder Higher Education Act 2014
- ❖ ICT in Education Master Plan

Year	Adult literacy rate of population aged 15 years and above
2016-17	72.3%
2017-18	72.9%
2018-19	73.9%
2019-20	74.4%

[Source: UNESCO]

Assessment on Progress on SDG 4 measured by indicators: Despite progress in primary school enrolment there are still millions of school age children who are out of school.

➤ **Goal-5: Achieve gender equality & empower all women & girls.**
There are 7 targets. Notable: end all forms of discrimination, eliminate all forms of violence, trafficking, sexual exploitation, eliminate all harmful practice such as child early & forced marriage, recognize unpaid domestic work through social protection policy, ensure equal & full political, economic & social leadership participation of women, ensure universal access to sex & reproductive health rights, ensure equal rights in Economic resources, ownership, property, natural resources, enhance ICT capabilities, adopt sound policies & enforceable legislation.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

Achievement of Bangladesh: Bangladesh is now the role model in achieving this goal. Government has taken "National Women plan of action 2013-2025" and gained a lot of praise. Like D. Kalam Memorial International Excellence Award on 16 September, 2019 and Life Time contribution Award on 8 March, 2019 (for Women empowerment, from: Institute of South Asian Woman). Global Women's Leadership Award-2018 (for women education and entrepreneurship, form: Global Summit of Women). Planet 50-50 Champion Award-2016 (for gender equality & women empowerment, from: UN-WOMEN). Peace Tree Award-2014 (for women & child education, from: UNESCO). Agent of change Award-2016 (from: Global Partnership Forum).

Steps to reduce gender gap



Assessment on Progress on Goal 5 by indicators: Bangladesh is the example of a country with dominant leadership of women in the national parliament and Government Country. The speaker of the National Parliament, the Prime Minister and the leaders of the opposition and the deputy leader of the House are all women.

Year	2016	2017	2018	2019
No. of female members	71	72	73	73
No of total seats	350	350	350	350
Percentage	20.29	20.57	20.57	20.85

[**Source:** Bangladesh Parliament Secretariat (BPS)]

Bangladesh is the most gender equal country in south Asia.

Rank	Country	Score
48	Bangladesh	0.721
100	Sri Lanka	0.676
105	Nepal	0.671
108	India	0.665
113	Maldives	0.662
122	Bhutan	0.638
148	Pakistan	0.550

[**Source**: Global Gender Gap Report 2018. World Economic Forum]

For the fourth time in a row. Bangladesh held top position among South-Asian Countries in ensuring gender equality.

Goal-6: Clean water & sanitation.

There are 8 targets in goal 6. Notable: Safe & Affordable drinking water, adequate & equitable sanitation & hygiene, improve water quality from all sorts of pollution, remove water scarcity, implement integrated water resource management, protect water related ecosystem, expand international cooperation capacity building support for developing countries, strengthen local community.

Achievement of Bangladesh: In 2010, 56% people were under sanitation, in 2015 it was 61% and now it is 76.8%. Presently 98% people drink pure water which was 87% in 2015.

Year	Safe drinking water (% of Population)	Safe sanitation (% of Population)
2015-16	87%	61%
2016-17	93%	68.9%
2017-18	98%	76.8%
2019-2020	98.1%	81.5%

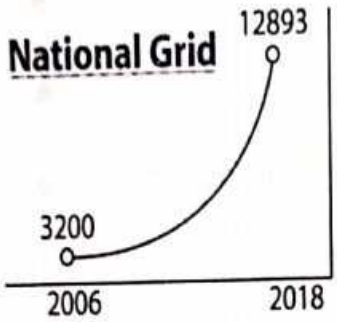
[**Source:** WB]

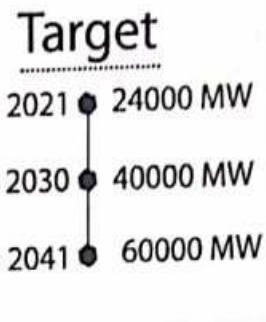
Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

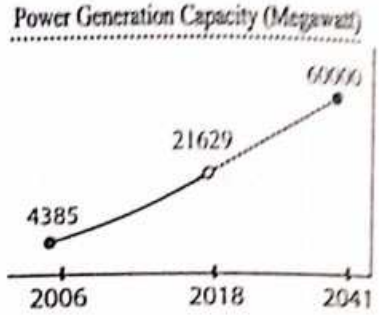
➤ **Goal-7: Affordable and clean energy.**

There are 5 targets. Notable: Ensure access to affordable, reliable, sustainable, renewable & modern energy, double the global rate of improvement in energy efficient, international cooperation, expand infrastructure & upgrade technology. Achievement of Bangladesh:

Achievement of Bangladesh: Bangladesh has been lagging behind in this sector for the last 40 years. From 2009 steps have been taken to gain some success in this sector.







Electricity: 98% people are under electricity service which will be 100% by 2021. System loss was 15.73% which is 8.13% in 2019-20. Govt. has formulated "Sustainable & Renewable Energy Development Authority"

Gas: There are 27 gas field containing 15.94 trillion cubic gas. Total reserve in field is 39.8 trillion cubic gas but usable is 15.94 trillion. 1333000 cubic meter gas was imported in April through LNG terminal in Moheshkhali.

- ❖ Fuel reserve is 13.27 lac metric ton.
- ❖ Govt. has established "Fuel Security Fund" in 2015

Year	Access to electricity
2016	75.92%
2017	85.3%
2018	93%
2019-20	98%
	[Source: WB]

Progress in Access to electricity in Bangladesh: Bangladesh has made significant progress in access to electricity. The World Bank Published Energy Progress Report-2019 mentioned below:

Besides, Bangladesh can reduce Poverty and accelerate growth faster by taking urgent actions to improve the quality of water and sanitation.

➤ **Goal-8: Decent work and economic growth.**

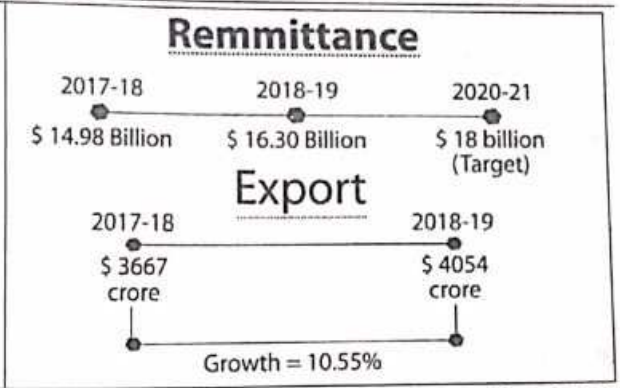
There are 12 targets. Notable: GDP growth 7% for LDC listed countries, achieve level of economic productivity, taking development oriented policy, job creation, entrepreneurship, protect labour rights, increase capacity of domestic financial institutions, increase aid for trade support etc.

Achievement of Bangladesh: "Key indicators for Asia & the Pacific". Report of ADB, September, 2019:

- ➢ In terms of Purchasing Power Parity (PPP) Bangladesh is in 49th position in Asia and 13th largest economy of the world
- ➢ "World Economic Outlook" Report of IMF, April, 2019: said with 7.3% GDP growth Bangladesh is the 2nd fastest country in terms of GDP growth.
- ➢ "World Trade Statistical Review" of WTO (2019): said that Bangladesh is the 2nd country in terms of export growth among advancing economies of the world.
- ➢ Bangladesh stands 30th position in terms of import and 42nd in terms of export
- ➢ In 2015 Bangladesh was elevated to lower middle-income country.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Fiscal year	GDP growth rate
2015-16	7.11%
2016-17	7.24%
2017-18	7.86%
2018-19	8.13%
2019-20	8.15%



[**Source**: Bangladesh Economic Review-2019]

➤ **Goal-9: Build resilient infrastructure, promote inclusive & Sustainable industrialization and foster innovative.**
There are 8 targets in goal no 09.

Achievement of Bangladesh: Achievement has no appeared in this sector but activities have been running to achieve this goal.

Special Economic Zones: As the Bangladesh Government took the initiative to become a developed nation under Vision 2041, the government plans to set up at least 100 public and private SEZs across the country. Bangladesh Economic Zones Authority was founded through the Bangladesh Economic Zones Act 2010 . Already 28 zones are in progress. As per the information of BEZA, 5,740000 employment opportunity will be created. Total 1784 crore Tk. already invested in Bangbandhu Industrial Park.

Mega projects	
1. Padma bridge. 2. Padma Rail connections 3. Metrorail 4. Rooppur nuclear energy plant 5. Rampal Coal power plant	6. Matarbari Coal Energy plant 7. Chattogram Cox-bazar railroad 8. Payra sea port 9. Matarbari Deep sea Port 10. Moheshkhali LNG Terminal

Dhaka Mass Rapid Transit: There will be 5 MRT line.

- ❖ Sub way rail road
- ❖ Karnafuli Tunnel 3.4 km.
- ❖ Dhaka Elevated Express Way 46.73 km from airport to Kutubkhali and 20 km road from airport to Gazipur.

So maximum goals of SDGs will be fulfilled if mega projects are completed timely.

➤ **Goal-10: Reduce inequality within & among Countries.**
There are 10 targets in this goal. Bangladesh is trying to achieve this goal integrating goal no- 1, 2 and 5.

➤ **Goal-11: Make cities & human settlement inclusive, safe, resilient & sustainable.**
The are 10 targets in goal 11. Bangladesh is trying to achieve this goal integrating goal no 1, 2, 5 and 9. Government's **"Amar Gram Amar Shohor"** slogan is sign of fulfilling election manifesto and article 16 of constitution is the basement of this goal.

➤ **Goal-12: Ensure sustainable consumption & production Patterns.**
There are 11 targets in goal 12. Bangladesh is trying to achieve this goal integrating goal no 1, 2, 3 and 6.

➤ **Goal-13: Take urgent action to combat climate change and it's impact.**
There are 15 targets in goal 13. Notable: This goal is related to other goal; that is why targets are less than other goals. Notable:

A) Strengthen resilience & adaption capacity to climate related hazards & natural disaster.
B) Integrate climate change measure into national policies, strategies & Planning.
C) Improve education awareness raising & Human and institutional capacity on climate change mitigation, adoption, impact, reduction and warming.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

D) Fulfil the commitment to provide $100 billion from green Climate Fund by 2020 under UNFCC (From developed to developing)

E) Taking climate related policies concerning women, youth, and marginalized people in LDCs.

➤ **Goal-14: Conserve & sustainably use the ocean, seas & marine resources for sustainable development.**

There are 10 targets in goal 14. Notable: Remove marine pollution by 2025, ensure security of marine & coastal area and save at least 20% of it by 2020, remove acidification of marine areas, sustainable marine fishing, increase economic benefit from marine resources, increase scientific knowledge by marine technology, using marine resources concerning "Future We Want" of UNCLOSEE.

➤ **Goal-15: Life on Land.**

There are 12 targets in goal 15. Notable: Secure territorial & inland Freshwater, forest, mountain, dry land combat desertification, drought, flood, halt the loss of biodiversity & protect the threatened species by 2020, urgent action against illegal poaching & trafficking.

To achieve Goal 13 + 14 + 15, steps taken by government:

- ✓ Article 18(a) has been added to our constitution by 15th amendment.
- ✓ Prime minister was awarded highest award of environment Champions of the earth in 2015 in 70th assembly of United Nations.
- ✓ South-south award was awarded to our prime minister for winning sea areas in 2015.
- ✓ Bangladesh Climate Change Strategy & Action Plan has been composed as part of integrated planning.
- ✓ Under long term planning, National Adaption Plan has been composed under the policy of UNFCCC
- ✓ Delta Plan 2100: This is a sheer example of long-term planning. Netherlands govt. is willing to help us in this project. Dealing with sustainable water, atmosphere, and environment and land management challenges, Bangladesh plans to be middle income country by 2030 and high-middle income country by 2041. Main targets are 6 in this project.
- ✓ With the view to getting fund from Green Climate Fund, National Designed Authority Secretariat has been established. Already IDCOL & PKSF have been recognized as implementation authority in funding climate change fund. Last year Bangladesh was given $85.82 million in 3 projects by this fund.

➤ **Goal-16: Peace, justice and strong institutions.**

There are 12 targets in goal 16. Notable: Reduce violence & death, end abuse, exploitation, trafficking & child torture, promote rule of law at national & international level, reduce illegal financial & arms flow, reduce corruption & bribery, accountable and transparent institutions, legal identity for all, access to information and protect fundamental freedom, combat terrorism an crimes.

Achievement of Bangladesh: This goal is a massive one. Its implementation is not easy.

- Bangladesh signed CAT in 1998. The responsibility of publishing report in every four years was on government.
- Present govt. has presented 7 reports to UN human rights commission. Govt. passed Torture & Death in detention law-2013. Govt. has taken zero tolerance position in this case.
- Punishment has been given to RAB against 94 complaints.
- Article 35 has been reformed according to CAT in 15th amendment

➤ **Goal-17: Partnership for the goal.**

There are 19 targets in goal 17. Notable: To keep the promise of developed countries to provide official development assistance to LDC countries. Increase domestic capacity to improve tax & Revenue collection, assist developing countries to attain long term debt capacity, taking investment promotion regime for LDCs, enhance North-South, South-South & triangular regional & International cooperation, open, non-discriminatory & equitable multilateral trading system under WTO, duty & quota free market access for LDCs.

Bangladesh's achievement: This goal is mainly for developed countries. Yet Bangladesh has contributed to BIMSTEC, SAARC, BBIN, BCIM, ESCAP, D-8 CIRDAP and many other regional forums.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

2. **Challenges:**
   - ⇒ Gender inequality persists in various forms of depriving women and girls of their basic rights and opportunities. The SDG Gender Index 2019 shows that Bangladesh ranked is 110, in sphere of Gender equality.
   - ⇒ Employment is the biggest challenge for Bangladesh in attaining the SDGs.
   - ⇒ The scarcity of data in Bangladesh is a challenge for preparing report. Data is essential for analysing and forecasting future projects. Without proper documentation, summary efforts may go in vain.
     - Asset Acquisition
     - Incorporation of private and public sector
     - Information availability
     - SDGs localization

3. **UNDP's Pivotal Role:**
United Nations Development Programme has been a partner to the government in implementing SDGs, through numerous projects that aim to alleviate poverty, reduce gender discrimination ensure, education, project the environment and reach many other objectives that take Bangladesh one step closer to achieving every sustainable development goal.
Continue to Provide UNDP's Goal is to continue to provide the infrastructure and resources that are necessary to take SDG implementation to every corner of the country and ensure that every Bangladeshi citizen has a better life.
On 24 and 25 September 2019, heads of state and government gathered at the United Nations Headquarter in New York to follow up and comprehensively review progress in the implementation of the 2030 Agenda for sustainable development and the 17 Sustainable Development Goals (SDGs).



Bangladesh has achieved tremendous improvements in MDGs. The success in MDGs will provide some sort of inspiration to achieve SDGs. Already there are some improvements in several goals like removing poverty and others. Yet lot more work to do to cope up with the goals. Over the NEXT eleven years, it must be ensured that the country's economic growth remains sustainable and that it makes equal social progress. There are many private organisations working towards SDGs and proper collaboration is needed to reach the goals sooner.

References:

1. undp.org
2. sustainabledevelopment.un.org
3. Planning Ministry of Bangladesh Govt.
4. General Economic Division

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Liberation War of Bangladesh
Or, Freedom of Bangladesh/Spirit of Liberation War
Or, Muktijuddher Chetona

"If blood is the price of independence,
Bangladesh has paid the highest price in the history"

— London Times (1971)

Bangladesh is a country of red and green, a prestigious country of thousand years. It has a bloody history, a history of liberation, a history of struggle. In the world map Bangladesh is a free and sovereign state. Today, we are the citizens of a free country. But this freedom has not come easily. It has come through a dreadful blood curdling liberation war in 1971. Millions of people laid down their lives for freedom. We achieved it in nine months. No nation of the world has gained freedom in such a short period.



By the end of British rule, two states- Pakistan and India were born in 1947. The state of Pakistan has divided into two parts; West Pakistan (Now Pakistan) and East Pakistan (Now Bangladesh). The 23-year old rules of the West Pakistan regime experienced different struggles. Notable among them-

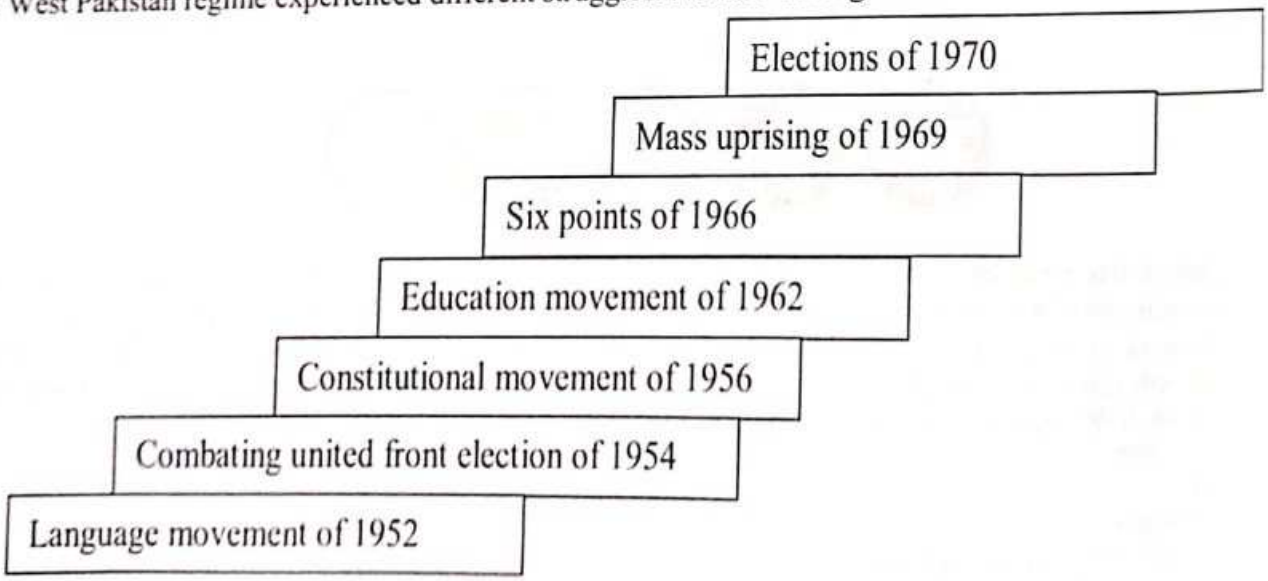


Fig: Seven symbols of National Monument

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

1. **Language Movement of 1952:** In 1948, the Government of the Dominion of Pakistan ordained Urdu as the sole national language, sparking extensive protests among the Bengali-speaking majority of East Bengal. Facing rising sectarian tensions and mass discontent with the new law, the government outlawed public meetings and rallies. The students of the University of Dhaka and other political activists defied the law and organized a protest on 21 February 1952. The movement reached its climax when police killed student demonstrators on that day. The Bengali Language Movement was a political movement in former East Bengal advocating the recognition of the Bengali language as an official language of the then-Dominion of Pakistan. In 1999, UNESCO declared 21 February as International Mother Language Day, in tribute to the Language Movement and the ethno-linguistic rights of people around the world.

Cultural Discrimination

Language	Population (%)
Bangla	56.40%
Panjabi	28.55%
Urdu	3.27%

[Source:"মুক্তিযুদ্ধেও ইতিহাস"–Dr. Mahfuzur Rahman]

2. **East Bengali legislative election-1954:** Legislative elections were held in East Bengal between 8 and 12 March 1954, the first since Pakistan became an independent country in 1947. The United Front was composed of four political parties of East Bengal, namely Awami Muslim League, Krishak Sramik Party, Nezam-e-Islam and Ganatantri Dal. The Front was formed on 4 December 1953 by the initiative of AK FazlulHuq of Krishak Sramik Party, Maulana Abdul Hamid Khan Bhasani and Huseyn Shaheed Suhrawardy of Awami Muslim League. The United Front adopted 21-point package programme in the election manifesto to compete against Muslim League. The opposition United Front won a landslide victory with 223 of the 309 seats. The Muslim League Chief Minister of East Pakistan Nurul Amin was defeated in his own constituency.
3. **Constitutional Movement-1956:** The Constitution of Pakistan of 1956 was adopted by a second constituent assembly elected in 1955. It declared two provinces- East Pakistan and West Pakistan; and two federal languages- Urdu and Bengali. Due to lots of discrepancies, a movement to abolish the constitution was started in East Pakistan.
4. **Education Movement-1962:** In 1959, then president of Pakistan Ayub Khan formed a commission headed by education secretary SM Sharif to make a framework of an education policy. The commission's report was published in 1962 and provoked a student's agitation in former East Pakistan because of some anti-poor biased feature. Finally Ayub Khan suspended activation of that policy.
5. **Six point movement-1966:**

"Six points demand was the survival of the bengals"

— Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

The reason for proposing six points by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was to end Master-slave rule in Pakistan. The inhabitants of East Pakistan (later Bangladesh) made up the majority of the population, but it did not feel they had a proportional share of political power and economic benefits within Pakistan. A statistical overview of economic discrimination is shown in this table:

Year	Spending on West Pakistan (in crore rupees)	Amount spent on West as percentage of total	Spending on East Pakistan (in crore rupees)	Amount spent on East as percentage of total
% of total population		36.23		63.77
1950–55	1,129	68.31	524	31.69
1955–60	1,655	75.95	524	24.05
1960–65	3,355	70.5	1,404	29.5
1965–70	5,195	70.82	2,141	29.18
Total	11,334	71.16	4,593	28.84

[Source: Reports of the Advisory Panels for the Fourth Five Year Plan 1970–75]

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

East Pakistan was facing a critical situation after being subjected to continuous discrimination on a regional basis, year after year. As a result, the economists, intelligentsia, and the politicians of East Pakistan started to raise questions about this discrimination, giving rise to the historic six-point movement. The six points are noted as being:

1) Pakistan should be a state of federation with parliamentary form of government.
2) The federal government should deal with only two subjects: Defense and Foreign Affairs, and all other residual subjects should be vested in the federating states.
3) Two separate, but freely convertible currencies for two wings should be introduced; or if this is not feasible, there should be one currency for the whole country, but effective constitutional provisions should be introduced to stop the flight of capital from East to West Pakistan.
4) The power of taxation and revenue collection should be vested in the federating units.
5) There should be two separate accounts for the foreign exchange earnings of the two wings.
6) East Pakistan should have a separate military or paramilitary force.

6. **Mass uprising in East Pakistan-1969:** The 1969 uprising in East Pakistan consisted of a series of mass demonstrations and sporadic conflicts between government armed forces and the demonstrators. Although the unrest began in 1966 with the six point movement of Awami League, it got momentum at the beginning of 1969 and culminated in the resignation of Field Marshal Ayub Khan, the first military ruler of Pakistan. The uprising also led to the withdrawal of Agartala Conspiracy Case and acquittal of Sheikh Mujibur Rahman and his colleagues from the case.

7. **General Election-1970:** General elections were held in Pakistan on 7 December 1970. They were the first general elections held in Pakistan (East and West Pakistan) and ultimately only general elections held prior to the independence of Bangladesh. Voting took place in 300 parliamentary constituencies of Pakistan to elect members of the National Assembly of Pakistan, which was then the only chamber of a unicameral Parliament of Pakistan. The Awami League won a landslide victory by winning an absolute majority of 160 seats in the National Assembly and 298 of the 310 seats in the Provincial Assembly of East Pakistan. But Pakistani oppressors didn't hand over the power to the rightful representative of the people.

National Assembly

Party	Seats
Awami League	160
Pakistan Peoples Party	81
Others	59
Total	**300**

Provincial Assemblies (East Pakistan)

Party	Seats
Awami League	288
Pakistan Peoples Party	2
Others	10
Total	**300**

Even after Awami League won the majority in the 1970 elections, the West Pakistan ruler didn't transfer power to Awami League, then the father of the nation Bangabandhu Sheik Mujubur Rahman started calling on non-cooperation from 2 March 1971.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Then 7 March Speech came in-

"Remember, Having mastered the lesson of Sacrifice, we shall give more blood. God willing, we shall free the people of this land. The struggle this time is a struggle for emancipation, The struggle this time is a struggle for independence. Joi Bangla!

After that Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was arrested on midnight 25 march 1971. In that time he declared the independence-

"This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last."

— Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman (26 March, 1971)

The declaration of independence of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was of that kind that was not limited only to a clarion call for emancipation of the 75 million people of Bangladesh but his declaration brought about a revolutionary change in the psyche of the nation that persuaded people to snatch away independence from the clutches of West Pakistan.

8. **Spirit of Liberation War in Daily Life:** People of Bangladesh have gained sensation from the liberation war sacrifice, and this sensation is acting as an inspiration in all our running movements. Individual liberation, women liberation movement, women education, mass education, much circulation of the newspapers, and sensation about democratic right – all these have widely extended in society. For this, besides establishing the corruption free ruling system, an ideal glorious history of liberation war should be represented to the running and future generations. In social and national life this ideal, goal and awareness should be well established, it should be our promised.

Through nine-month long freedom struggle, freedom of Bangladesh has emerged, today we are the citizens of a free and sovereign state. By sacrificing millions of lives, we have achieved freedom. Our today's responsibility is to build up our Bangladesh as a happy and enriched land in the world map. So, awareness of this liberation war should be transmitted from generation to generation and all time be remembered.

"The great revolution in the history of man, past, present and future is the revolution of those determined to be free."

— John F. Kennedy

(35th President of the United States)

References:

1. https://cpd.org.bd
2. southasiajournal.net
3. Prothom-alo.com

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Blue Economy and Bangladesh

"The blue economy model aims for improvement of human wellbeing and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities."

— Patricia Scotland
(Secretary-General of Commonwealth of Nations)

Blue economy refers to the sea economy. It encompasses all economic activities associated with the oceans, harbours, ports, coastal zones and other sea based activities. The blue economy envisaged as the integration of ocean economy development with the principles of social inclusion, environmental sustainability and innovative, dynamic business model.

1. **Concept and Background:** Blue economy was brought into light with the book **"The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 1000 Million Jobs"** published in 2010. It was written by Gunter Pauli from his 16 years of experiences. Rio+20 was held by UN in 2012 in Rio de Janerio, Brazil. In this summit, the idea and importance of 'Blue Economy' were explained. Since then, blue economy has been a revolutionary phenomenon in economy.

2. **International Importance of Blue Economy:**

"The coastal state exercises sovereign rights over the continental shelf for exploiting the minerals and other non-living resources of the seabed and subsoil, together with living organisms."

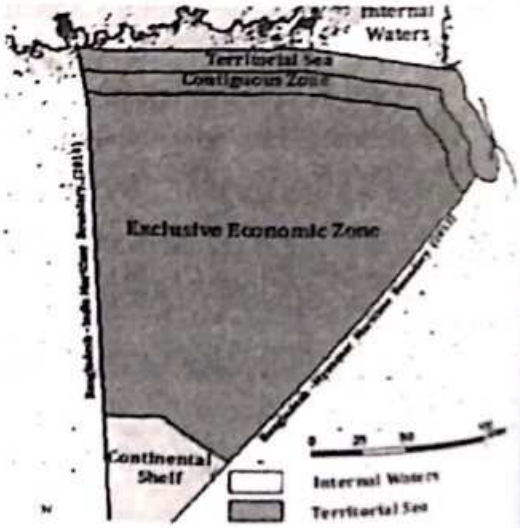
— Article 77 of UNCLOS

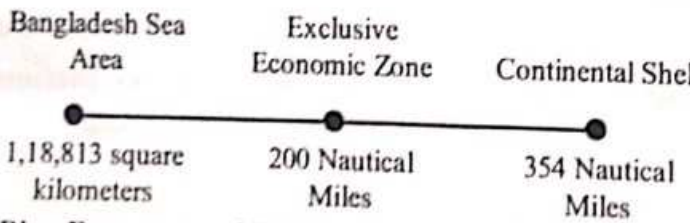
The world has been racked by food, fuel, environmental, financial and economic crises. Ecosystem and biodiversity loss have led to an emerging climate crisis and a looming natural resource calamity. A blue economy is able to deal systematically with so many challenges. Political analists said that the country which controls the Bay of Bengal will control the South Asia; the country which controls South China Sea will control South East Asia, the country which controls Persian Gulf will control Middle East.

3. **Maritime settlement with India and Myanmar:**

Country	Organization	Disputed area	Bangladesh gained	Time
Myanmar	ITLOS	80,000 sq k.m.	70,000 sq k.m.	14th March, 2012
India	PCA	25, 602 sq k.m.	19, 467 sq k.m.	7th July, 2014

In total Bangladesh's territorial area comprises more than 1,18,813 square kilometers of water including 200 nautical miles across the sizeable area and sovereign right in the sea-bed extending as for 354 nautical miles of Chittagong point.





4. **Blue Economy and Bangladesh:**

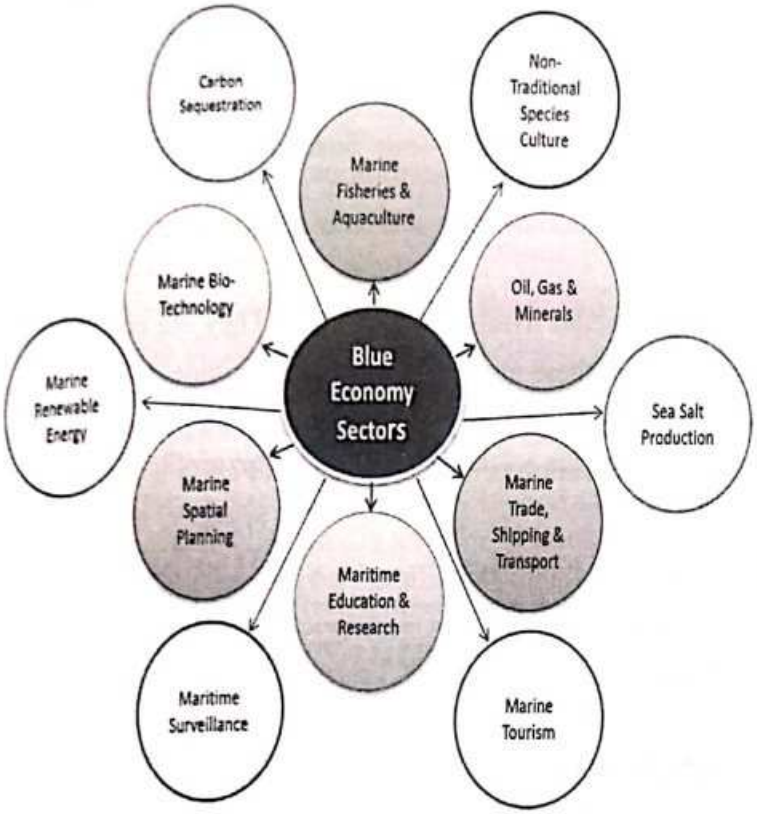
"Focus needs to be placed to build a wide sustainable blue economic belt in this subcontinent with the help of untapped resources of the sea."

— HPM Sheikh Hasina

Estimates suggest around 30 million Bangladeshi directly depend on oceanic economic activities like fisheries and commercial transportation. We need to train our manpower to guard the resources and take the harvest to the shore. South East Asian countries formed BIMSTEC regarding blue economy and its proper use with relevant countries.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

5. **Prospects in Different Sectors:** The Bay of Bengal can emerge as highly prospective source of the blue economy. Bangladesh has to ensure 5 percent contribution of the blue economy to the GDP to achieve the targeted 8 percent economic growth in 2019, 9 percent in 2025 and 10 percent in 2030.



80% of the world economy's transaction is done through sea	Ocean contributes around $70 trillion In worlds GDP
30% gas of the world comes from ocean	¾ th of the world is water
1400 offshore gas and mine= $34 billion dollar	40% of world captured fisheries = $35 billion
Tourism revenue from sea is around $200 billion	80% of world aquaculture
40% Oxygen of world comes from sea	20% Protein of world comes from ocean
2000 million tons of salt is produced from sea water	70% Tourists of the world are sea oriented
Raw materials of medicines for cancer and heart disease	Wind power and current power generates 1% of world electricity

Graph: Major sectors related to blue economy in Bangladesh

5.1. **Exploration of Oil and Gas:** The primary assessment indicates that 40 trillion of gas in few zones are available within our promises. 5 out of 23 blocks of gas exploration in our country is located in the Bay of Bengal.

5.2. **Food security:** Food security is very closely related to the sustainable use of biodiversity particularly where it pertains to the exploitation of wild fisheries.

5.3. **Fisheries Sector:** About 800 million metric tons of fishes are caught every year in the Bay of Bengal. Bangladeshi fisherman can fish only 0.70 million metric tons and the rest are taken away by Thailand, India and others. In such situation, our fisherman need help from government.

5.4. **Ship Building and Ship Breaking:** In Chittagong and Narayangonj, there are abundant opportunities to flourish this industry and the expansion of our coverage over territorial seas will surely promote this opportunity to gain strength in this sector.

5.5. **Port tax or levy:** Every year through Chittagong and Mongla port 26 Billion dollar import-export is done. With this new opening of Blue Economy, obviously, a huge number of ships will anchor in the ports of Bangladesh, and earning from this sector is likely to increase tremendously.

Income and Expenditure of CPA (In Crore Taka)

Fiscal Year	Rev. Income	Rev. Expenditure	Rev. Surplus (Before Tax)
2008-09	1133.72	457.51	676.21
2016-17	2386.22	1303.75	1082.47

Source: Chittagong Port Authority, Ministry of Shipping.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

5.6. **Salt Collection:** Blue economy will open an extended opportunity to export salt to the extent about 1.5 million tons.

5.7. **Marine and coastal tourism:** The Activities directed towards coastal area development and creation of Marine Protected Area (MPA) will open up new avenues of tourism. People would be attracted to visit these special places to enjoy their favorite coastal activities. In turn, their visits will benefit the local economy.

5.8. **Generation of Jobs:** The blue economy can generate jobs for the millions of people and bring about significantly tangible changes in the lives and livelihood of the millions of people living in coastline, islands and across Bangladesh.

5.9. **Heavy minerals:** There are 13 types of heavy minerals available in our sea. They are cobalt, Gorret zineaon, ilmenite, Hanim by any means, withdrawing these minerals we can earn million dollars.

5.10. **Energy Production:** Wind energy, wave energy, tidal energy, ocean energy can be used as green energy. Currently Bangladesh has wind power generation centre at Sonagazi, Feni.

6. **Challenges Ahead of Bangladesh:**

i. Ensuring the sovereignty over the total coastal area.
ii. Establishing marine friendly infrastructure for tourists.
iii. Protecting the area from the international smugglers and fish pirates.
iv. Maintaining marine and coastal ecosystems.
v. Addressing climate change and managing carbon emission.
vi. Maintaining sea level rise and change in ecosystem and temperatures.
vii. Keeping the sea area free from pollution and marine debris.

7. **Government steps to establish Blue Economy:**

(a) Payra deep sea port is being developed.
(b) Bangladesh Demographic Research Institute Act-2015 is passed in the parliament.
(c) In Ramu of Cox's Bazar, the National Ocean Research Institute is established.
(d) Oceanographic Data center is established to research and collect information.
(f) Marine Drive road created by the Govt.
(g) Department for higher education on oceanography has been started in Dhaka University and Chittagong University.

Blue economy is a relatively new jargon in Bangladesh but very common in global economy. This is a hope and means of development in the near future. Experts opine that Bangladesh can rise to a middle income country by using this 'Blue Economy' concept.

"Bangladesh has 120 trillion dollar ocean resources which will make Bangladesh Asian super power."

— Charles Brown Blumberg
(Ocean related researcher)

Reference:

1. General Economic Division, Planing Ministry
2. UNCLOS

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Information And Communication Technology (ICT)

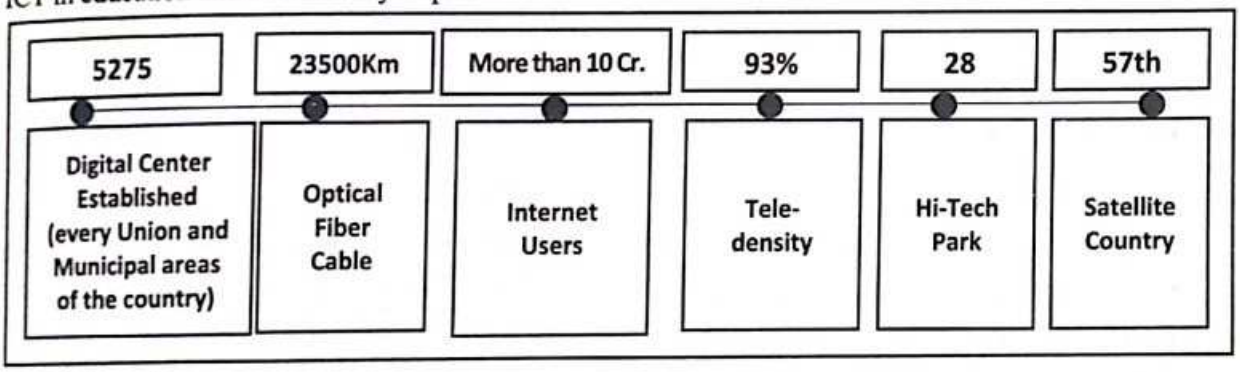
"We can see an industrial revolution lying ahead as a result of the expansion of information and communication technology."

— PM Sheikh Hasina

Bangladesh has been witnessing impressive growth and development Since 2009. The country aspires to reach an upper-middle income status by its 50th birthday in 2021. To achieve the upper-middle income goal, the government has devised the "Perspective plan of Bangladesh (2010-2021); Making Vision 2021 a Reality"- which envisions a nation with high quality living standard, free of poverty and hunger. Through the perspective plan 2021, Bangladesh has breaking records in –

- Earning remittance,
- Attracting foreign direct investment and
- Pilling up foreign exchange reserves.

The country is also implementing the numerous fast track development mega-projects, which are mended to transform the economy. One of the key tools for achieving Vision 2021 was the earmarking of the **'Digital Bangladesh'** policy, the brainchild of Prime Minister Sheikh Hasina and her ICT Affairs Adviser Sajeeb Wazed, to utilize ICT (Information and Communication Technology) as a tool for development and governance in vital sectors. The aim was to transform Bangladesh into a technologically advanced nation by 2021 driven by internet connectivity, mobile phone usage, the use of ICT in education and accessibility of public services. In short-



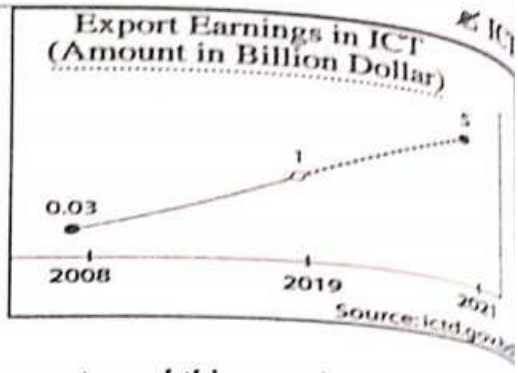
1. **ICT Visionaries:**
   - In the last nine years, owing to the fantastic work done by Honorable Prime Minister Sheikh Hasina and her ICT Affairs Advisor Sajeeb Wazed, several international awards and recognition for ICT have been won by the country.
   - Until over a decade ago, even in 2007. Bangladesh did not feature on the world map as ICT potential country. All that changed, when Prime Minister Sheikh Hasina, with the help of her ICT affairs advisor Sajeeb Wazed, unveiled the Awami League's 'Digital Bangladesh' strategy in 2008. The plan was to transform Bangladesh into a technologically advanced nation by the year 2021.
   - For the first time such an ambitious vision was incorporated into the electoral manifesto of any political party.



2. **ICT sector: A new driver of economic growth:**
   - Around 1.3 million ICT professional, along with, 10,000 ICT entrepreneurs, have become self-reliant, helping the country earn some $300 million since the inception of Digital Bangladesh policy. Given the quick progress of the ICT sector.
   - Bangladesh is emerging as a hub for ICT outsourcing the total size of the ICT market in Bangladesh was merely $26 million in 2008. Today, the market size has grown to a remarkable $1 Billion.
   - Software industry contributes more than 1 percent in GDP of BD.
   - The ICT sector in Bangladesh has grown by 40 percent annually since 2010.- (UNCTAD's assessment).

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

3. **Export earnings from ICT sector:** Bangladesh had exported software and ICT services worth of more than 1 billion dollar in 2019. Bangladesh Association of Software and Information Services (BASIS) and some other software institutions confirmed it. Earlier in 2017 according to government information Bangladesh exported software worth of 800 million dollar.



Telecommunication and ICT Minister Mostofa Jabber told-

"Previously there was a negative perception regarding us. But now we turned this negative perception into a positive one. No one ever thought that our software export would reach to one billion dollar. Still no one won't believe that it will soon reach to five billion dollar. Bangladesh now can dream and can show dream and most importantly can turn it into reality. And its credit goes to young generation."

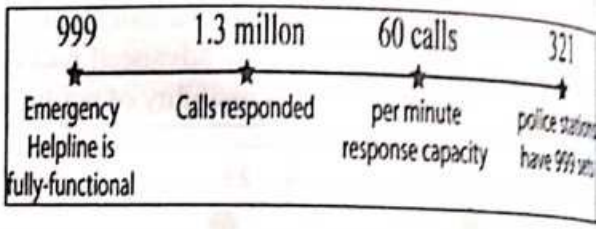
Minister added-

"ICT export of Bangladesh is not just limited in software. Bangladesh is also advancing in hardware."

4. **ICT for Inclusive Public Services:**

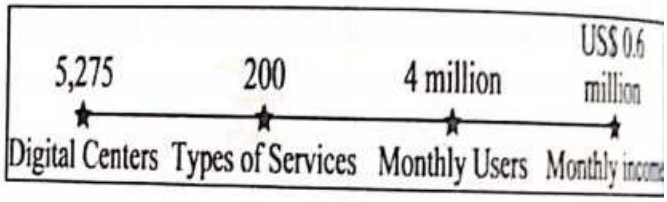
4.1. National Helpdesk:

- 999 Emergency Helpline is fully-functional
- 1.3 million Calls responded
- 60 calls per minute response capacity
- 321 police stations have 999 sets



4.2. Digital Centers:

- 5,275 Digital Centers
- 200 Types of Services
- 4 Million Monthly Users
- US$ 0.6 Million Monthly income



4.3. Post e-Centers:

The government, apart from digitizing the postal service, has also embarked on a project to transform 8,500 post offices, from across the nation, into e-centers for speeding IT services to the rural people. Of the 8,500, 8,000 post offices are at the union level. While the rest are from sub-district level. To test the efficacy of the project, e-services were first provided from 2,500 post offices on a trial basis. Under the post e-Center for Rural community project. These centers are provided rural people with the opportunity to-

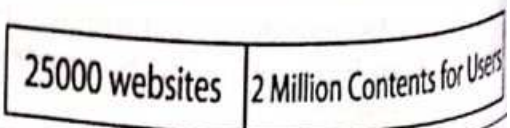
- browse the internet,
- transfer remittance,
- check academic results,
- fill up application forms, and
- gather information about agriculture, education and health.

4.4. 333 Call Center:

- Bangladesh government's digital service innovation wing 'a2i' established the 333 Call center to provide citizens with information on procedures for receiving public services.
- 333 started its journey with the motto "Government information and services, anytime". Locals can 24/7 dial 333 and NRBs can dial to 09666789333 to receive information.

4.5. Bangladesh National Portal:

- 25000 websites
- 2 Million Contents for Users



Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Bangladesh Government's special programme 'Access to information (a2i)' has developed a single platform, the National Web Portal (www.bangladesh.gov.bd), with 235 government E-services including-

- Passport /visa application,
- online jobs & admission application, recruitment,
- police clearance,
- utility bills,
- income tax and ticket booking.

5. **ICT are creating new jobs:**

"ICT sector had created 10 lakh jobs in the last ten years. Total employment in the ICT sector would reach 20 lakh by the year 2021."

– Zunaid Ahmed Palak State Minister of ICT

The ICT sector is natural fit in the country's development goal to create jobs for the 110 million Bangladeshi under the age of 35 in a country of 160 million.

6. **Bangladesh Enters Space Era:**

- A noteworthy advancement in the science and technology sector, is the launch of Bangabandhu-1 Bangladesh's geostationary communications and broadcasting satellite. With the launching of the country's first satellite, the country has entered the space age on 11th May, 2018 (US Standard Time).
- This publication maps the journey of 'Digital Bangladesh' since its inception, especially in terms of its impact in enabling the people.

Bangabandhu-1 Satellite:

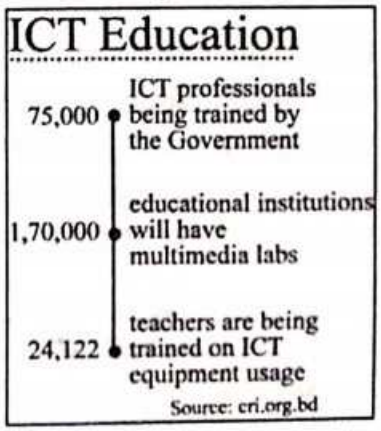
Satellite build by Thales Alania Space	Launched on 11th may (USA time)	Kennedy space Centre Florida	Orbital slot 119.1 degree east	South Asia, Middle East Asia, Indonesia & Philippine

Benefits of Bangabandhu-1 Satellite:

Internet to remote Area	Uninterrupted internet service	Foreign currency income	Effective mersures for national disaster	Fast telecast facilities

7. **Effects of ICT on Education:** The present ruling government has already worked vastly in every wings of education in the mood of ICT oriented and patterns such as-

- ✓ Multimedia classroom have been started in 4500 primary schools and 3300 secondary, higher level institutions.
- ✓ 2 lakhs teachers are engaged with this system and 7.5 million students are getting better classroom performance of teaching-learning techniques.
- ✓ About 20,000 computers labs have been set up, 1700 computers have already been supplied to the institution and many teachers have been given foreign training on ITC.



8. **Digital Connectivity:** On 19 February 2018, Bangladesh started the 4G network service. The government of Bangladesh is now planning to deploy 5G at the spring of 2019.

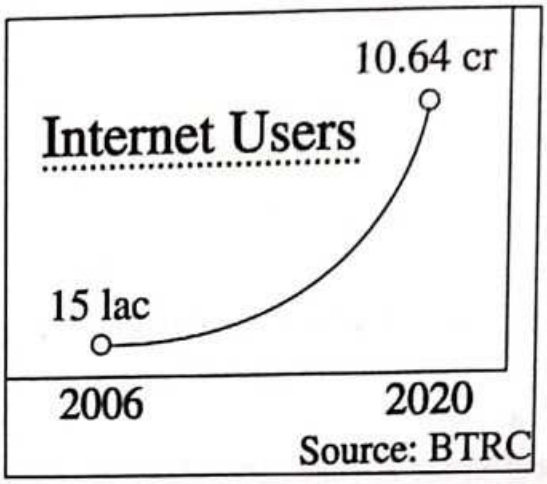
Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

8.1. Internet Users:

"Bangladesh to be the 10th largest internet using country by 2020"

— Group special Mobile Association (GSMA)

The number of internet users in Bangladesh has grown at an astonishing rate. In 2006, there were only 1.5 million internet users in the country. Today, that number has gone up to almost 106.4 Million.

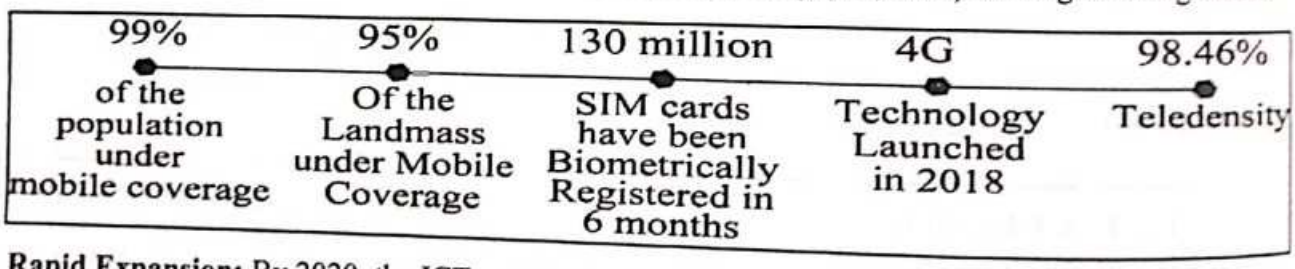


8.2. Second Submarine Cable:

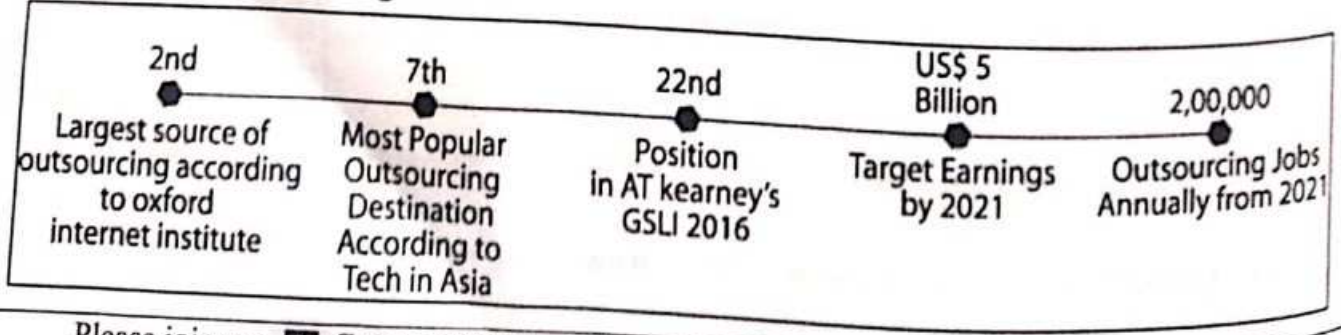
- Since September 2017, Bangladesh has been hooked into to the SEA-MEA-WE 5 optical fiber submarine communication cable system, the second submarine cable to ensure uninterrupted internet connectivity for Bangladesh.
- According to the project paper, the 25,000 kilometer cables are installed under sea from Singapore to Bangladesh at a cost of US$ 84.7 million

8.3. Regional Connectivity: Bangladesh has installed 58km-long fiber optic cable line from panchagarh to Banglabandha.

9. Mobile Technology: Wireless Bradband Network connectivity (4G, LTE) for Digital Bangladesh.

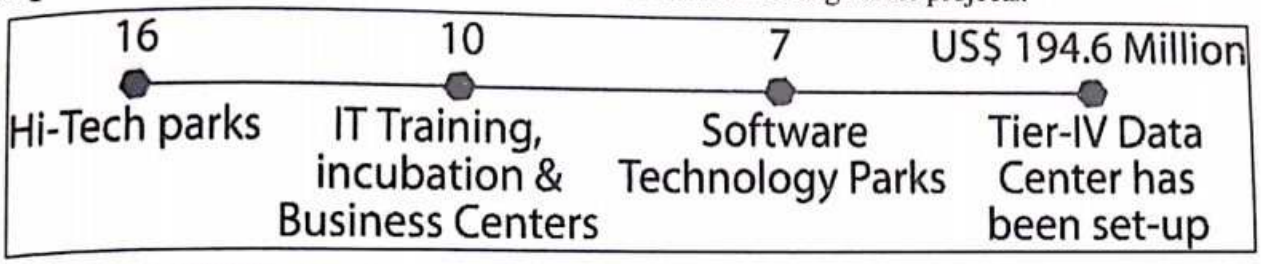


10. Rapid Expansion: By 2020, the ICT outsourcing industry income is projected to be $5 billion. Owing to robust measures to equip the young workforce with soft skill trainings. The country has seen a rapid rise in the outsourcing landscape. Various international ratings put Bangladesh in the league of top ten destinations for tech outsourcing around the globe.



Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

11. **Large Scale Projects:** In alignment with the national growth strategy, construction of various large-scale infrastructure projects is thoroughly underway. To ensure world class IT infrastructure in Bangladesh, the government has planned to establish a high-tech park, an IT park and a software technology park in every district. The government has already implemented or initiated a number of large scale projects.



11.1. Others projects:

- ✓ The government is constructing an 'Electronic City' on 163 acres of land in Sylhet's Companyganj.
- ✓ The Electronic City is being realized on a public-private-partnership (PPP) model, and once completed, the project will create some 45,000 jobs.
- ✓ The government also plans to set up a 'Silicon City' in Rajshahi, and an IT Village in Mohakhali, Dhaka.
- ✓ An academy to provide assistance to the IT innovators and business entrepreneurs will also be established.

11.2. Incentives for investors in Digital Bangladesh:

1. 12 years of tax exemption for developers.
2. 100% profit repatriation for foreign ownership.
3. 10 years tax exemption for IT/ITES companies.
4. Duty free import of capital machineries.
5. No VAT on e-commerce.

12. **Use of ICT in good Governance:**

In order to ensure that the benefits of digitization reach all quarters of the country, a number of initiatives have been taken to digitally equip the administration and civil service. Till date, 24,907 tablet PCs have been distributed among government officials.

The government has built a network of internet protocol telephony by public offices to ensure better communication. A special mobile application has been built to be used by Government officials to communicate.

13. **Digital Bangladesh in Government Plans:**

Bangladesh Perspective Plan (2010-2021) and vision 2021:

As per the promises in the election manifestos of 2014 and 2018, strengthening the ICT sector is a priority to achieve a "Digital Bangladesh". The chapter 7 of the Bangladesh Perspective Plan (2010-2021) titled "Digital Bangladesh within 2021' highlights the significance or increased productivity of every sector for rapid growth. The Perspective Plan 2021 focuses on research and technology to ensure rapid growth. Bangladesh can adopt new technologies that are reshaping the world by emphasizing on 'Knowledge Economy'.

The Vision 2021 is based on the idea of Digital Bangladesh. It envisions that using ICT-based governance, enhanced Public service and skilled human resource development can ensure a poverty-free middle income Bangladesh.

"The Perspective plan 2041 has several nations to realize the Digital Bangladesh aspirations."

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

13.1. ICT in National Development: ICT in National Development Science and technology is not only transforming people's lives, but also regulating global changes. It is reflected in the National Science and Technology Plan 2011.

The main objectives of the Plan are:

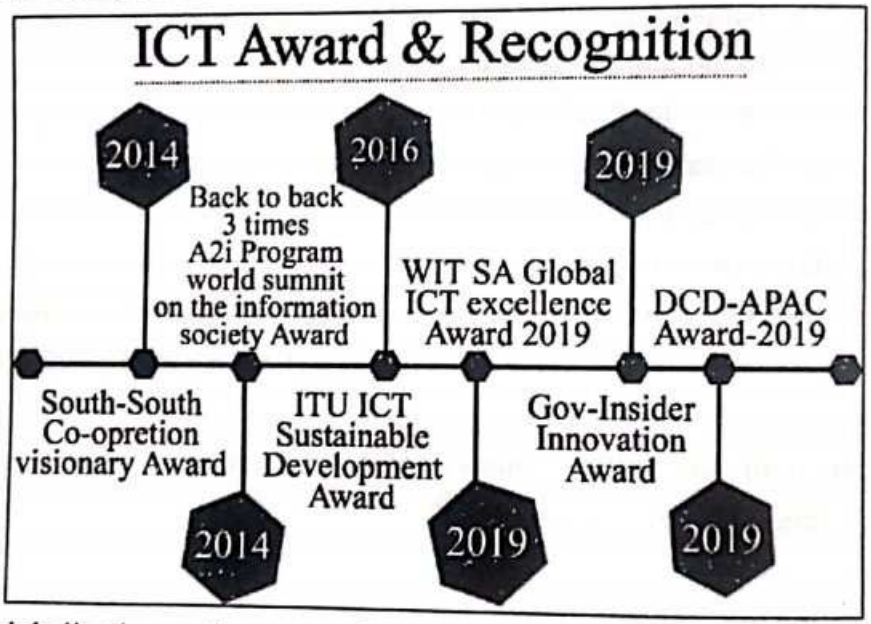
- More science and tech institute will be established
- Increasing share of research and development in GDP
- Increasing Productivity in every sector of the economy including small and medium industries
- Inclusion of ICT in education and research
- Encouraging ICT education and innovation

13.2. The software Market: Government will ensure enhanced software development through proper assistance and training programs. Similar to the Indian success story. Bangladesh is set to make a mark in the global software industry.

To be Achieved by 2021	To be Achieved by 2025
• 100% teledensity • 65% Internet penetration • 50% people will have fixed-broadband • 4,553 unions to have optical fiber connectivity	• Increased internet penetration to 90% of the population • Reaching broadband facilities to 60% • 50% residences and organizations to have optical fiber connectivity

Source: cri.org.bd

14. Awards for Digital Bangladesh



In the world of globalization and open market economy, we will not be able to survive without the development of the information technology. Because information technology is controlling the development of the world. So we must put sufficient effort to run in the super highway of the communication.

"Now is the time to talk about the 4th industrial revolution, because fast-changing technology is bringing vast differences in human lives."

—Sajeeb Wazed Joy

(The prime minister's Information and Communication Technology (ICT) Affairs adviser)

Reference:

1. cri.org.bd
2. BASIS
3. ictd.gov.bd
4. Economic Review-2019

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Bangabandhu Satellite-1: A Leap into Space

"We launched Bangabandhu Satellite-1. With this launching, we've hoisted the Bangladesh flag in the space. The satellite will be a great addition to our information technology, heralding our entry into the Satellite Club of the world"

— Honorable PM Sheikh Hasina

A satellite doesn't necessarily have to be a tin can spinning through space. The word "satellite" is more general than that: it means a smaller, space-based object moving in a loop (an orbit) around a larger object. The Moon is a natural satellite of Earth, for example, because gravity locks it in orbit around our planet. The tin cans we think of as satellites are actually artificial (human-built) satellites that move in precisely calculated paths, circular or elliptical (oval), at various distances from Earth, usually well outside its atmosphere. The first communication satellite of Bangladesh is Bangabandhu-1. With the launch of Bangabandhu-1, Bangladesh became the 57th country in the world and fourth in South Asia-after India, Pakistan and Sri Lanka to have its own satellite in space.

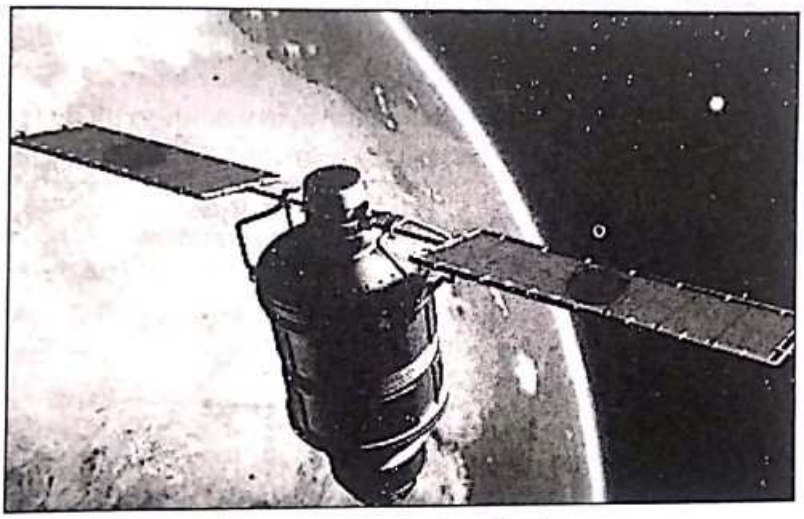


Image: Bangabondhu-1

Income from Bangabondhu Satellite and Expenditure
▪ BDT 2.59 crore from mobile operation in the last fiscal year
▪ BDT 10 crore per month (total 125 crore selling 26% capacity)
▪ Maintenance cost 17.99 crore per year

1. **Definition:** A satellite is a moon, planet or machine that orbits a planet or star. For example, Earth is a satellite because it orbits the sun. Likewise, the moon is a satellite because it orbits Earth. Usually, the word "Satellite" refers a machine that is launched into space and moves around Earth or another body in space. Sputnik to the first satellite in space. The Soviet Union launched it in 1957.

Earth and the moon are examples of natural satellites. Thousands of artificial or man-made satellites orbit Earth. Some take pictures of the planet that help meteorologists predict weather and track hurricanes. Some take pictures of other planets, the sun, black holes, dark matter or faraway galaxies. These pictures help scientists better understand the solar system and universe.

Still other satellites are used mainly for communications, such as beaming TV signals and phone calls around the world. A group of more than 20 satellites make up the Global Positioning System, or GPS. If you have a GPS receiver, these satellites can help figure out your exact location.

Scan Credit: Job Ninja

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

2. **Parts of a Satellite:** Satellites come in many shapes and sizes. But most have at least *two parts* in common.
   1) **An antenna and**
   2) **A power source**

The antenna sends and receives information, other to and from Earth. The power source can be a solar panel or battery. Solar panels make power by turning sunlight into electricity.

Many NASA Satellites carry cameras and scientific sensor. Sometimes these instruments point toward Earth to gather information about its land, air and water. Other times they face toward space to collect data form the solar system and universe.

3. **Types of a Satellite:** Most satellites are launched into space on rockets. A satellite orbits Earth when its speed is balanced by the pull of Earth's gravity. Without this balance, the satellite would fly in a straight line off into space or fail back to Earth. Satellites orbit Earth at different heights, different speeds and along different paths.

The two most common types of orbits are-

1) **Geostationary and**
2) **Polar**

3.1. **Geostationary satellite:** A geostationary satellite travels from west to east over the equator. It moves in the same direction and at the same rate Earth is spinning. From Earth, a geostationary satellite looks like it is standing still since it is always above the same location.

3.2. **Polar-orbiting satellites:** Polar-orbiting satellites travel in a north-south direction from pole to pole. As Earth spins underneath, these satellites can scan the entire glove, one strip at a time.

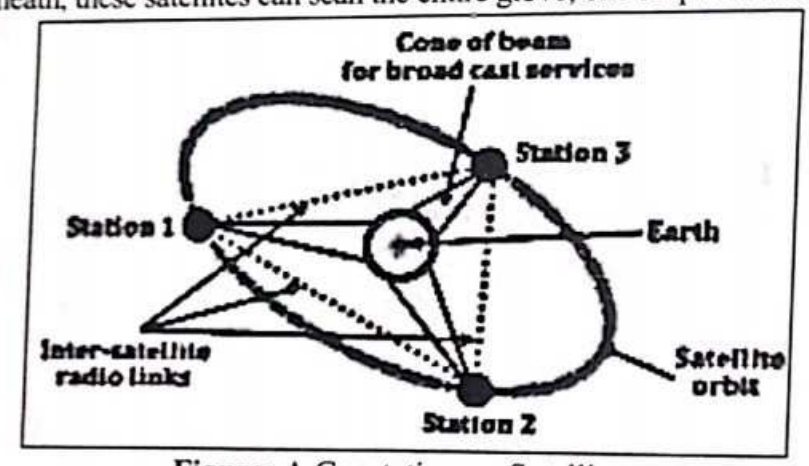


Figure: A Geostationary Satellite

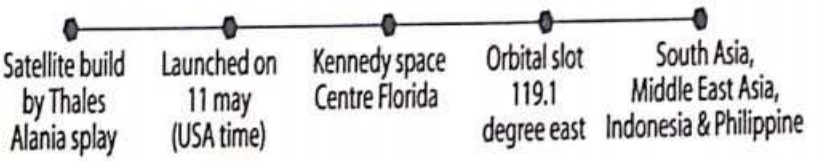
On the basis of use/role satellites can further be classified in different kinds:

- **Weather satellites:** These types of satellites help meteorologists predict the weather or see what's happening at the moment. The Geostationary Operational Environmental Satellite (GOES) is a good example. These satellites generally contain cameras that can return photos of Earth's weather, either from fixed geostationary positions or from polar orbits.
- **Communication satellites:** Communication satellites allow telephone and data conversations to be relayed through the satellites. Typical communications satellites include Telstar and Intelsat. The most important feature of a communications satellite is the transponder -- a radio that receives a conversation at one frequency and then amplifies it and retransmits it back to Earth on another frequency. A satellite normally contains hundreds or thousands of transponders. Communication satellites are usually geosynchronous (more on that later).
- **Broadcast satellites:** They are used to broadcast television signals from one point to another (similar to communication satellites).
- **Scientific satellites:** Scientific satellites, like the Hubble Space Telescope, perform all sorts of scientific missions. They look at everything from sunspots to gamma rays.

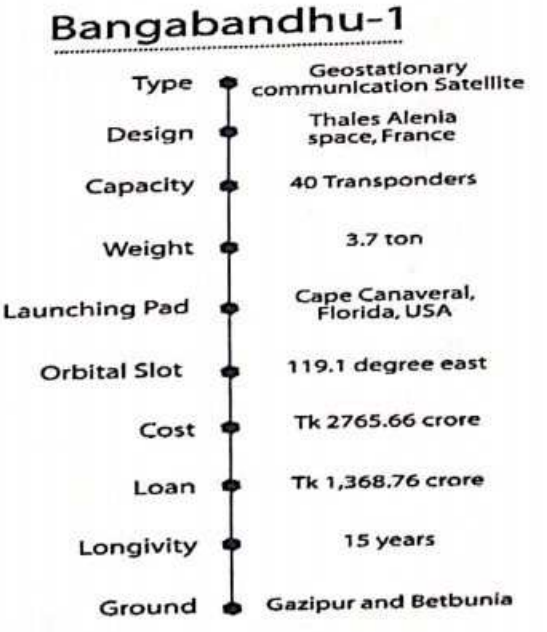
Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

- **Navigational satellites:** These types of satellites help ships and planes navigate. The most famous are the GPS NAVSTAR satellites.
- **Rescue satellites:** They respond to radio distress signals.
- **Earth observation satellites:** These satellites are used to check the planet for changes in everything from temperature to forestation to ice-sheet coverage. The most famous are the Landsat series.
- **Military satellites:** Military satellites are up there, but much of the actual application information remains secret. Applications may include relaying encrypted communication, nuclear monitoring, observing enemy movements, early warning of missile launches, eavesdropping on terrestrial radio links, radar imaging and photography (using what are essentially large telescopes that take pictures of militarily interesting areas).

4. **Background:** Bangladesh began its venture into space in 2008 when Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission sought allocation of orbital slot 102 east from the International Telecommunication Union for launching its own satellite. But about 20 countries filed a large number of complaints saying that the allocation of that particular slot to Bangladesh would hurt business with their existing satellites. The BTRC in 2013 negotiated with the Russian-Intersputnik and rented the 119.1 east orbital slot for Tk. 221 Crore for 15 years. Bangladesh will be able to send three more satellites to the same slot. Bangladesh has also south allocation for 69° east and 135° east. The BTRC in November, 2015, signed a deal with French company Thales Alenia Space to build the satellite within December 16, 2017. Initially, the launch was scheduled for Victory Day 2017. However, it was postponed until March this year after Hurricane Irma and subsequent floods hit Florida, said officials concerned. The launch had been delayed eight times. Brac University has a Nano satellite in orbit having name Onnesha.



5. **Launch:** The falcon-9 rocket of SpaceX propelled the satellite into space at 2:14am Bangladesh time on 12 May 2018, from Cape Canaveral, Florida. Minutes after the launch, the rocket went through Max-Q, which according to SapaceX is the time the rocket is pushing against the atmosphere the hardest. The launch process has two phases. The first is the Launch and Early Orbit Phase which will take 10 days and the second phase is Satellite in Orbit that takes 20 days. The first stage of the rocket separated moments later and the second stage took over to send the satellite hundreds of kilometers above the earth's surface. Around 28 and a half minutes after liftoff, the second stage cut off engines at over 34,000kmph. Around 33 minutes after liftoff, the satellite was detached form the second stage and Bangabandhu-1 was on its way to its new home at 119.1 degree east. "The 3.7-tonne satellite will travel vertically 36,000km up from the launch pet before making adjustments for orbit and it will take 10 days to do that" Mezbahuzzaman said. Once the satellite becomes active at its orbital slot, it will be controlled form three stations in the US, Italy, and South Korea for about a month. It will be controlled and maintained form ground stations in Gazipur and Rangamati later on. In a massage after launch. Prime Minister Sheikh Hasina said. "With this we entered a new ear". She thanked the satellite thanked Russia for rating its orbital slot to Bangladesh. The State Minister for ICT Zunaid Ahmed Palak said. "Digital Bangladesh started off with a set of promises and dreams around nine years ago. And with the launch of our first ever communication satellite, we have moved much closer in realizing yet another dream and fulfilling yet another promise."



Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

6. **Uplinks and Downlinks:** If you want to send something like a TV broadcast from one side of Earth to the other, there are three stages involved. First, there's the uplink, where data is beamed up to the satellite from a ground station on Earth. Next, the satellite processes the data using a number of onboard transponders (radio receivers, amplifiers, and transmitters). These boost the incoming signals and change their frequency, so incoming signals don't get confused with outgoing ones. Different transponders in the same satellite are used to handle different TV stations carried on different frequencies. Finally, there's the downlink, where data is sent back down to another ground station elsewhere on Earth. Although there's usually just a single uplink, there may be millions of downlinks, for example, if many people are receiving the same satellite TV signal at once. While a communication satellite might relay a signal between one sender and receiver (fired up into space and back down again, with one uplink and one downlink), satellite broadcasts typically involve one or more uplinks (for one or more TV channels) and multiple downlinks (to ground stations or individual satellite TV subscribers).

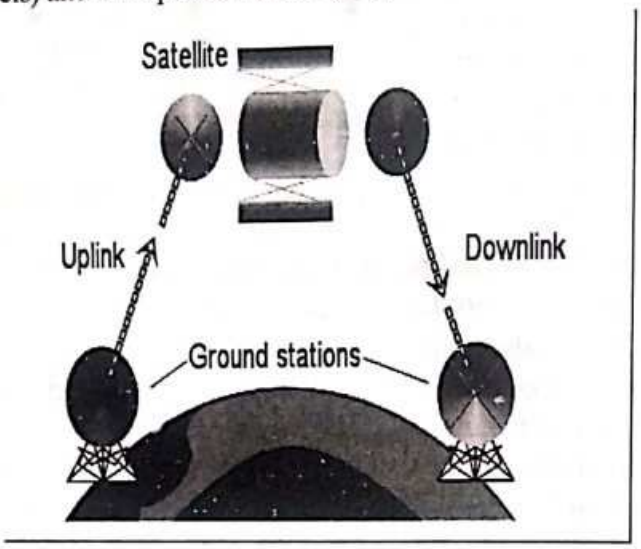


Figure: Uplink and Downlink of a Satellite

Satellites are like any other vehicle in as much as they have two main parts: the generic vehicle itself and the specific thing it carries (the payload) to do its unique job. The "vehicle" part of a satellite is called the bus, and it includes the outer case, the solar panels and batteries that provide power, telemetry (a remote-controlled system that sends monitoring data from the satellite to Earth and operational commands back in the other direction), rocket thrusters to keep it in position, and reflective materials or other systems (heat pipes) to protect it from solar radiation and dissipate heat. The payload might include transponders for a communication satellite, computers and atomic clocks to generate time signals for a navigation satellite, cameras and computers to images back to digital data for a photographic satellite, and so on.

7. **Benefits:** Talking about the benefits of the satellite, project officials said it would immensely contribute to the digital advancement of the country. Currently, Bangladesh meets its demand for satellite connectivity by renting bandwidth from foreign operators, which costs the country about $14 million a year. Bangabandhu-1 could save the foreign currency and its unused capacity could also be rented to other nations.

- Sate owned Bangladesh Communication Satellite Company Ltd. will operate the business of the Bangabandhu-1 and has already started the process of renting out capacity to Indonesia and the Philippines. ".....Our main target is to sell the capacity to Indonesia and the Philippines," said Md. Saiful Isalm, managing director of the company. Two other countries also are on the list of prospective buyers, said Saiful, also the additional secretary of the telecommunications ministry. The satellite will mostly cover South Asian countries and Indonesia, the Philippines, Myanmar, Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkestan and a part of Kazakhstan.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

- Bangabandhu-1, which costs Tk. 2,765.66 crore, is expected to reduce dependence of our TV channels on foreign owned satellites for their broadcasting services. There are also opportunities to earn foreign currency. 26 ku band and 14 C band and a number of them will be used for broadcasting TV channels.
- The country's remote parts- haors, hilly parts, coastal areas and deep-sea zones will get internet service from the satellite. It will also be helpful in distance learning and telemedicine services, said officials concerned.
- "There are more than 750 union parishads in the country with no internet connectivity and we want to ensure broadband internet with this satellite there." said ICT Minister Mustafa Jabbar over the phone on Wednesday.
- It could provide the nation with dedicated emergency telecommunication services during natural disasters if all other services go offline, Jabbar said, adding, "And this will be the major part of the satellite's benefit."
- Bangabandhu-1 will also be a crucial tool for surveillance and ensuring national security and will be a huge stride towards digitization, he said, "There is no doubt that this is the most sophisticated project in the country's history."



8. **Challenges:** Once the satellite will set in the 119.1° E, it will be controlled form the ground stations and the duration of the satellite is 15 years. We have to increase our capability to take the control of ourselves. Some of the challenges are:

- To ensure greater involvement from the skilled, intellectuals and technical officials of your country.
- To increase our self-capability to take the control of ourselves.
- To make up the project cost by renting orbital slot to neighboring countries.
- Within the project duration we have to plan to launch another satellite in future.
- To take effective plan how we can deploy the satellite for DTH, TV broadcasting, disaster alert and commercial purpose.

The Bangabandhu-1 Satellite can truly user our Digital Bangladesh dream. For this we need to have a capable team and fast creation of appropriately trained manpower to take full advantage of it.we must take advantage of this window of opportunity to the best of our ability. HPM Sheikh Hasina rightly claimed:

"The satellite will not only be used for entertainment. We will use it in many ways. We can use it for education, entertainment, medical care and even to gather information on natural disasters."

References:

1. Nasa website (www.nasa.gov)
2. Bangladesh Communication Satellite Company Limited Website (www.bcscl.com.bd)

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

Corruption in Bangladesh

"Corruption is a cancer, a cancer that eats away at a citizen's faith in democracy, Diminishes the instinct for innovation and creativity."
— Joe Biden, former vice president of the United State

Corruption is a vast and complex matter. Corruption means to make or become defiled. Corruption may originate from unsolved problems, unfinished works. Vicious polities, weak administration and many other related or relevant things. According to Indian Sociologist Ramanth Sharma, "In corruption, a person usefully neglects his specified duty in order to have an undue advantage. A corrupted person takes illegal advantages by neglecting duty and misusing power. Bribery, misuse of power, nepotism, abarice for wealth and social condition are the root of corruption. corrupted person can do everything for his own self. Social or state value is fruitless to him.

Origin of corruption: Corruption may originate from unsolved problems, unfinished works, vicious politics weak administration and many other related or relevant things. Bangladesh has the dubious distinction of being one of the defiled or corrupted countries in the present world. The malaise is too deep and wide to be eradicated so much so that the common people in the country have become dependent on them of apathy. It may ascend the highest and topmost of corruption and dishonesty.

Year	Rank (Bd
2001	1st
2002	1st
2003	1st
2004	1st
2006	3rd
2007	7th
2008	10th
2009	13th
2010	12th
2019	13th
2020	14th

Corruption is encouraged: The high officials and their office assistants adopt such technics and pretenses to materialize their ill-motives, ill-purposes, and ill-tendencies which the common and savage people can never imagine. The moneyed men in society in league with the high officials make a wrong a right, a right a wrong, a deserving an undeserving, a legal thing an illegal one, an illegal a legal one etc except a man a woman or vice versa. The ultimate sufferings for corruptions go to the common people who are born to suffer and to be deprived of their legal rights, dues and what not belong to this category. There is no limit to hawalas money laundering and a parallel economy exists there with their blessings. The criminals and culprits ruling the roost because of their high leveled connections, contacts, money and muscle power. There is no exemplary different against corruptions. No corrupted person is hanged so far. The law machine is too slow to grind and punish these political boons. It may take a long time to take cognizance of corruption practices, let alone punishing corrupted persons in top slots.

Causes of corruption: Corruption is an incurable social disease. It is very difficult to find out when and why someone is corrupted. Avarice is the main cause of corruption. Limitless demand of people is another cause of corruption. Besides this, economic insolvency. Ambiguity of laws, unemployment. Political instability. Lack of patriotism are the main causes of corruption. Corruption keeps spreading due to some factors, like-

(i) Relaxation of coercive measures in local administration
(ii) Sentiments of taking grafts as dues of the recipient and above all
(iii) Indulgence of malpractices which has become an order of the day.

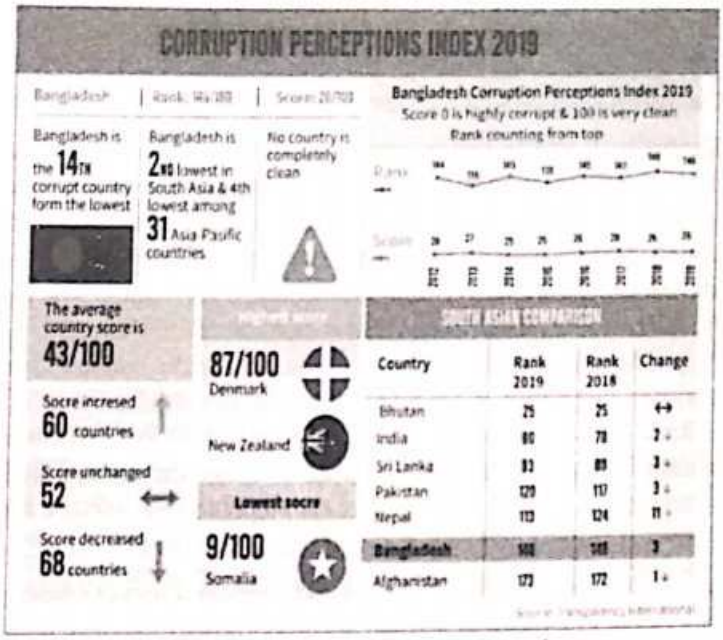
Effects of corruption: Corruption is engulfing our total lifespan at a high speed. It seems that it would be difficult for us to distinguish fair from unfair, in a developing and poor country like Bangladesh. The effect of corruption in politics is very devastation. (Corrupted politicians misuse state power, use power for their own self and party. Bribery, embezzlement, neglecting administrative duty, nepotism etc. are administrative corruptions which create depression and grievance among the common people. Corruption in education system causes disruption in national life. Corrupted people belonging many institutions system causes disruption in national life. Corrupted people belonging to many institutions help the bad students to pass the examination taking bribe or other opportunities. It is a matter of great regret that the educational system of a country is so corrupted. If the backbone of a nation is so corrupted. How they will live – it is a question.

Corruption is the main obstacle to the socio-economic development of a country. A great amount of money for development work is misappropriated by the government staff and political leaders. As a result, the main target of the society and the moral character of the public. When a person observes that through corruption it is easy to get everything in an unlawful way. He will not bother about the meaning of fair and unfair.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

☑ Impact of corruption:

- **Corruption affects every sphere of society**: It causes inequality and instability. It is the reason for the situation where few people cannot meet their basic needs, whereas others make fortunes.
- **Politics:** Today, people believe that politics is based on corruption. Few politicians are exposed, and the remaining ones have a namesake clean chit. One party might be less corrupt than the other, but all are corrupt to some extent. People have lost their trust in the democratic system, the government offices, and institutes.
- **Economy:** The prosperity of a nation is at stake due to the prevalence of rampant corruption in the system. The huge pile of Non-Performing Assets, lack of foreign investments, time and cost overruns of infrastructure projects are the adverse effects on our progress.
  Moreover, we have red tape ridden administrative procedures, and we need to give bribes at every stage. We need a set of documents and have to comply with thousands of rules to start any economic activity.
  It makes us unfriendly and difficult for foreigners to come to invest here.



- **Society:** Social inequality is mainly because of corruption. It hits the poor hard. Not all can pay bribes. Moreover, in our community, there are more projects for pipelines, dams, refineries, but still, the primary needs such as schools, hospitals, and roads are not available for everyone.
  A divided society could be detrimental to the stability of the country. It gives rise to criminals, and they challenge law and order in the system.
- **Environment:** The politicians, administrative officials, and private companies degrade the environment for their benefits. The exploitation of natural resources and non-observance of the rules related to ecological balance result in unexpected consequences. Activities like irregular mining, mindless deforestation can occur due to the bribes accepted by the officials.

Nature of corruption: Bribery, gratification, illegal donations, kidnapping, robbery in the broad daylight, snatching away things, hijacking are now the order of today in Bangladesh. These have become an important part and parcel of our life. In any department either govt. or non-govt. like ministry, office, school, college, university, law court, police station, hospital or in any place of work, corruption exists there. Even accident victims are not left unspared or untouched by corruption they are unmanly robbed and plundered in a very tragic and helpless condition even by those people who are supposed, to be honest, helpful, beneficial, defender of law and order. Corruption has been putting his terrific hand on our vitals despite moral teachings, exhortations, slogans and learned lectures from the political and administrative platforms against corrupt practices. In our country, people in high places are involving or indulging themselves in corruption with impunity.

☑ **Main Forms of Corruption:** Now, here's a list of common illegal acts – you can use it in your "black money" paper. Corruption can take different forms, such as:

- Bribery – the act of receiving money or other valuable things in exchange for using power or influence in an illegal way
- Graft – the use of power or influence for personal purposes
- Extortion – the use of threats or violence to get some benefit
- Kickback – the act of paying commission to a bribe-taker for some service
- Cronyism – the assignment of unqualified friends or relatives to job positions
- Embezzlement – theft of government's money.
- Political Corruption--This is the most common point that students discuss when writing an essay on a corruption topic.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

- Data Corruption--This type of corruption appears when a person somehow damages computer data either intentionally or unintentionally. It's a serious topic in our modern world, and you can easily narrow it down for an effective essay.

Corruption is a slow poison which kills the constitution, the society and the economy of developing nations. In other words, corruption is one of the biggest challenges faced in the contemporary world which clearly shows the difference between good and bad government. The factors that driving corruption and the effects of corruption can vary widely. Sometimes mishandling of policy, may lead to catastrophic situation, where it harms the various sectors of the developing countries.

Remedies (steps to tackle corruption): The eradication of corruption is a crying need for the country's greater interest. To make the country free from corruptions, citizens of all classes should be responsible accountable, dutiful, responsible and considerate. The political leaders should be politically talented, far-sighted, devoted to the nation and the land for the country's sake, large-hearted and constructive. They should not be malicious and rapacious but be friendly to all. They should not shelter any corrupt or encourage corruption. The godfathers of corrupts should severely be dealt with, come what may. The persons in power should have transparency in decision-making and proper implementation of policies. Nepotism, favoritism, red-tapers etc. should be dealt with an Iron hand. There should be no judicial hesitation, hindrance, and procrastination in meeting out the due punishment to corrupts and culprits in proportion to the degree of their offenses. None should be allowed to be above the law and the land. There should be special courts for trial of the corrupts within the minimum possible Limit. To make the country free corruption, citizens of all classes should be responsible, accountable, dutiful and considerate. Nepotism, favoritism, red-tapism etc. should be dealt with an iron hand. Besides, some prominent maintainable aspects are as follows;

1. To ensure worthy, justified and consistent ways to meet the existing cost of living especially for the labor class.
2. Taking steps to reform administrative channels with liability and transparency- by strengthening trained up police force and the rightful discharge of their duties.
3. To execute severe exemplary punishment to corrupt people and miscreant by enforcing impartial, inflexible laws and menacing penal codes.
4. To drive healthy, religious and pragmatic awareness in the minds of people in general against corruption through all mass media.
5. We should sensitize the entire population and bring together all the people who want to fight corruption. We should calculate the total money lost due to corrupt practices and let everybody know about it.
6. It is high time that we keep track of the funds collected by the political parties. The income and assets of the politicians should be made public. The Jan Lokpal bill was a game-changer in the fight against corruption. But as with other measures, it was tweaked to suit the corrupt people.
7. The general public is so used to the malpractices that we now endure injustice and corrupt practices. Businesses and people with a long term view don't like to have fights with bureaucracy. Moreover, the punishment for corruption is not severe, and the conviction rates are low too.
8. We should know that corruption is anti-national, anti-ecological, and anti-poor. We citizens should strive for a corruption-free society. Rooting out corruption can be a difficult task, but all citizens can come together and fight the menace.

Steps taken by Government: Prime Minister Sheikh Hasina announced "zero tolerance for corruption" as a key policy of her new government. This was followed by the release of Transparency International's annual Corruption Perceptions Index, in which—much to the government's annoyance—Bangladesh was ranked below all other South Asian countries except for war-torn Afghanistan. Some important steps:

- Right to information act
- Digitalization
- National Integrity Strategy
- E-tender
- E-filing
- E-gp

We are turning up such a state of life that at times we are surprised to see that corruption is the law. Corruption begets corruption. It should be prevented urgently in all spheres of our life. Otherwise, we will fail to build up a sound and potent generation. We should look forward to ensuring corruption-free society as well as corruption free country. Corruption begets corruption. It urgently needs its prevention in all spheres. If the country is free from corruption, the countrymen will live in peace and happiness. And the country's overall development can be expected up to the mark.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Democracy

"Democracy is a government of the people, by the people, and for the people."

— Abraham Lincoln

Democracy is one of the most buzzing sounds since last century to these days. The world has observed thousands of uproars from Arab world to Africa, from South East Asia to Far East, From Latin America to East Europe for democracy. The fall of Union of Soviet Socialist Republic (USSR), the fall of Yugoslavia, the fall of Czechoslovakia, the incidents of Arab spring (Tunisia, Egypt, Yemen, Syria), North Korea, Zimbabwe, Venezuela, Cuba are the reasons for democracy.

Democracy: Democracy originating from Greek word 'dēmokratiā' (from dēmos 'people' and kratos 'rule') is a form of government in which the people have the authority to choose their governing legislation. Who people are and how authority is shared among them are core issues for democratic theory, development and constitution. Cornerstones include freedom of assembly and speech, inclusiveness and equality, membership, consent, voting, right to life and minority rights.

Democracy vs Republic:

Topic	Democracy	Republic
Rulers	Rule by majority.	Rule by Representatives.
Definition	In a democracy, an individual, and any group of individuals composing any minority, have no protection against the power of the majority.	A republic is similar to a representative democracy except it has a written constitution of basic rights that protect the minority from being completely unrepresented or abused by the majority.
Free choice	Individuals may make decisions for themselves except insofar as a majority faction has limited individuals.	Individuals may make decisions for themselves, especially insofar as there is a constitutional prohibition on interfering with freedom of choice.

Types of Democracy: Generally, the two types of democracy are direct and representative.

(A) **Direct democracy:** Direct democracy is a political system where the citizens participate in the decision-making personally, contrary to relying on intermediaries or representatives. A direct democracy gives the voting population the power to:

1. Change constitutional laws,
2. Put forth initiatives, referendums and suggestions for laws,
3. Give binding orders to elective officials, such as revoking them before the end of their elected term or initiating a lawsuit for breaking a campaign promise.

Direct democracy as a government system currently exists in the Swiss cantons of Appenzell Innerrhoden and Kurdish cantons of Rojava.

(B) **Representative democracy:** Representative democracy involves the election of government officials by the people being represented. If the head of state is also democratically elected then it is called a democratic republic. The most common mechanisms involve election of the candidate with a majority or a plurality of the votes. Most western countries have representative systems.

B (1) **Parliamentary system:** Parliamentary democracy is a representative democracy where government is appointed by, or can be dismissed by, representatives as opposed to a "presidential rule" wherein the president is both head of state and the head of government and is elected by the voters. Parliamentary systems have the right to dismiss a Prime Minister at any point in time that they feel he or she is not doing their job to the expectations of the legislature. This is done through a Vote of No Confidence.

B (2) **Presidential system:** Presidential Democracy is a system where the public elects the president through free and fair elections. The president serves as both the head of state and head of government controlling most of the executive powers. The president serves for a specific term and cannot exceed that amount of time. The president has direct control over the cabinet, specifically appointing the cabinet members.

Elements of Democracy: Democracy consists of four key elements:

1. A political system for choosing and replacing the government through free and fair elections;
2. The active participation of the people, as citizens, in politics and civic life;
3. Protection of the human rights of all citizens;
4. A rule of law, in which the laws and procedures apply equally to all citizens.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Justification: Several justifications for democracy have been postulated. These are the followings:

1. **Legitimacy:** Social contract theory argues that the legitimacy of government is based on consent of the governed, i.e. an election, and that political decisions must reflect the general will.
2. **Better decision-making:** Condorcet's jury theorem is a logical proof that if each decision-maker has a chance to participate in decision making having the largest number of decision-makers, it will result in the best decisions.
3. **Democratic peace:** Democratic peace theory claims, and has successfully proven empirically, that liberal democracies do not go to war against each other.
4. **Economic success:** Democracies are more economically successful because undemocratic political systems tend to limit markets and favor monopolies at the expense of the creative destruction which is necessary for sustained economic growth.

Democracy Index 2019: The twelfth edition of the Democracy Index finds that the average global score has fallen from 5.48 in 2018, to 5.44. This is the worst average global score since The Economist Intelligence Unit first produced the Democracy Index in 2006. Bangladesh ranked 88th with an overall score of 5.57, according to the EIU report.

Top 5		
Rank	**Country**	**Score**
1	Norway	9.87
2	Iceland	9.58
3	Sweden	9.39
4	New Zealand	9.26
5	Finland	9.25

Bottom 5		
Rank	**Country**	**Score**
163	Chad	1.61
164	Syria	1.43
165	Central African Republic	1.32
166	Dem. Republic of Congo	1.13
167	North Korea	1.08

Criticism of democracy:

"The best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter."
— Winston S. Churchill

1. **Political instability:** More recently, democracy is criticized for not offering enough political stability. As governments are frequently elected on and off, there tend to be frequent changes in the policies of democratic countries both domestically and internationally.
2. **Short-termism:** Democracy is also criticised for frequent elections due to the instability of coalition governments. Frequent policy changes with regard to business and immigration are likely to deter investment and so hinder economic growth.
3. **Corruption:** Whilst countries that have high levels of democracy tend to have high levels of corruption. It is also clear that countries with moderate levels of democracy have high corruption, as well as countries with no democracy having very little corruption.
4. **Potential incompatibility with former politics:** Sustained regular inspection from democratic countries are normally not sufficient in preventing the erosion of democratic practices. The new upcoming government may not follow the policies adopted by the former ones.
5. **Disparity or racial discrimination:** Such a system could result in a wealth disparity or racial discrimination. This is because democracy is responsive to the desires of a large middle class increasingly willing to disregard the muted voices of economically marginalized groups within its own borders.
6. **Susceptibility to propaganda:** Voters may not be educated enough to exercise their democratic rights prudently. Politicians may take advantage of voters' irrationality, and compete more in the field of public relations and tactics, than in ideology.

In spite of having lots of limitations, democracy can still be compared to the life of the general people who believe in equal rights, freedom of speech, freedom of thoughts, a self identity in their states. As long as the rights will not be fulfilled, the struggle for the democracy will continue beyond the century throughout the world.

"People shouldn't be afraid of their government. Governments should be afraid of their people."
— Alan Moore (Movie: V for Vendetta)

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Refugee Crisis Around the World

"A bundle of belongings isn't the only thing a refugee brings to his new country."

— Albert Einstein

Refugee crisis has become a common phenomenon in today's world. From ancient to recent times, from poor areas to developed countries, refugees could be seen almost everywhere. Now a days, although the global economy has been developing very fast, the problem of refugee still exists. The number of refugees has kept rising and their geographical distribution has kept widening. Now solving refugee crisis is a cross-century challenge for the whole world.

1. **Who is a refugee:** A refugee is someone who has been forced to flee his or her country because of persecution, war or violence. A refugee has a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, political opinion or membership in a particular social group. War and ethnic, tribal and religious violence are leading causes of refugees fleeing their countries.
2. **What is the 1951 Refugee Convention:** The 1951 Geneva Convention is the main international instrument of refugee law. The Convention clearly spells out who a refugee is and the kind of legal protection, other assistance and social rights he or she should receive from the countries who have signed the document. Another document, the 1967 protocol, expanded the scope of the Convention as the problem of displacement spread around the world.
3. **Number of Refugees around the world:**
   - According to the UN High Commissioner for Refugees, as of January, 2019, 70.8 million people were displaced worldwide.
   - UNHCR's annual Global Trends Report-released on 19 June, 2019-shows that nearly 70.8 million people were displaced at the end of 2018. Some 13.6 million people were newly displaced during the course of the year. Among them are nearly 25.9 million refugees, over half of whom are under the age of 18.
4. **Host countries and countries of origin:**

Host countries: (Top 5, in millions)

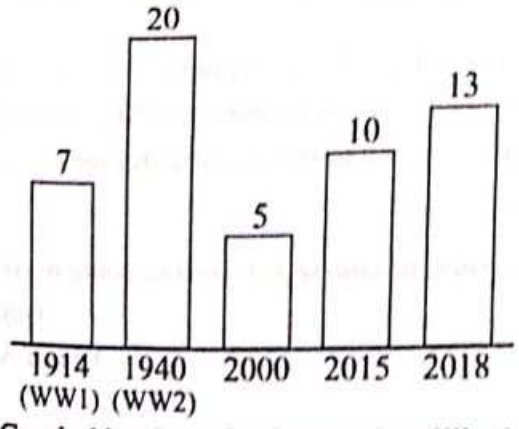
1. Turkey → 3.70
2. Pakistan → 1.40
3. Uganda → 1.17
4. Sudan → 1.07
5. Germany → 1.06

[**Source:** UNHCR, June, 2019]

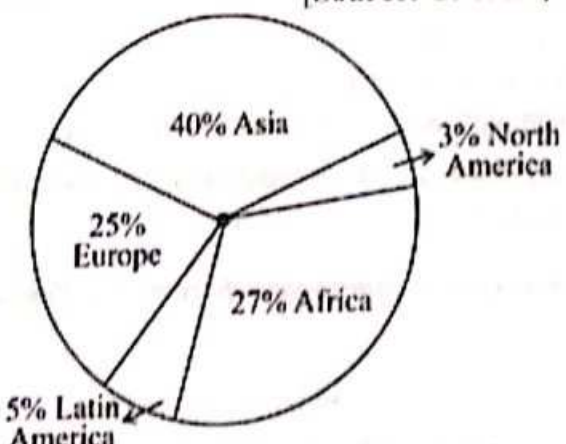
Sources of refugees: (Top 5, in millions)

1. Syria → 6.70
2. Afghanistan → 2.70
3. South Sudan → 2.30
4. Myanmar → 1.10
5. Somalia → 0.95

[**Source:** UNHCR, June, 2019]



Graph: Number of refugees (in million)



Graph: Number of refugees in percentage

[**Source:** UNHCR Report-2019]

Scan Credit: Job Ninja

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

5. **Rohingya refugees in Bangladesh:** According to the UN Refugee Agency (UNHCR), more than 723,000 Rohingya have fled to Bangladesh since 25 August, 2017. On 28 September 2018, at the 73rd United Nations General Assembly, The prime minister of Bangladesh, Sheikh Hasina said there are 1.1 million Rohingya refugees in Bangladesh now.

Year	Rohingya refugees
1972	4,500
1990	25,000
2000	80,000
2015	3,00,000
2018	11,00,000

[Source: The Daily Star]

6. **Major causes behind refugee crisis:** There are many causes for refugee crisis. Among them some are discussed below as follows:
   (a) War and civil war.
   (b) Human rights violations.
   (c) Environment and Climate.
   (d) Poverty and Despair.

7. **Challenges of the World Community:**
   - International terrorist networks will recruit refugees to carry out their operations.
   - Neighboring countries will feel extra burden
   - International borders will be unsafe and risky
   - Receiving countries will have to face food crisis.
   - Overall, peace and stability of the world will be threatened.

8. **Our Responsibilities:**
   - The world community must come to a consensus to discard the old-fashioned idea of war.
   - United Nations should be made more inclusive and participatory so that balance of power may be ensured.
   - The United Nations should show zero-tolerance to the violators of world peace and stability
   - Peaceful bilateral and multi-lateral relations should be encouraged and facilitated.
   - International laws and charters protecting human rights should be followed properly.
   - Poverty in all its form must be eliminated from every corner of the world so that nobody can leave his/her country.

Though refugee crisis is the most dreadful crisis of the present world, this is obviously not a permanent problem to deal with. So, standing on an ethical ground, we all need to focus on human rights, democracy, civil rights, political and economic freedom that can successfully draw an end to this dreadful refugee crisis and can bring peace in this planet.

"If I were in a refugee camp somewhere on the Pakistani border, of course I'd want to come to Australia."
— Tony Abbott
(PM of Australia)

Reference:

1. UNHCR Report-2018
2. Amnesty International

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

E-Governance in Bangladesh

"E-Governance is easy governance, effective governance, and also economic governance. E-governance paves the way for good governance."

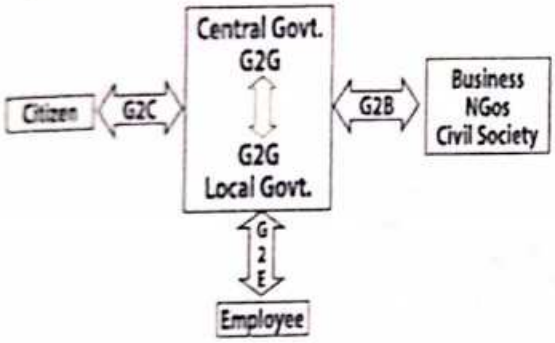
— **Narendra Modi (PM of India)**

From the dawn of micro-electronics revaluation the E-governance has become a favorable issue almost all over the world. E-governance increases the transparency of the government and strengthens the relationship between the mass people and the government. Electronic governance gives the access to the government activities for the people for 24 hours a day 7 days a week without waiting in queues at government offices.

1. **What is the E-Governance:** E-governance or Electronic governance involves the use of Information and Communication Technology (ICT) and its numerous applications by the government for the provision of information and e-services to the citizens of the country.

E-governance, expands to electronic governance, is the integration of Information and Communication Technology (ICT) in all the processes, with the aim of enhancing government ability to address the needs of the general public.

2. **Types of Interactions in E-Governance:**





2.1. **G2C (Government to Citizen):** This is the communication process of individual citizens with the government. Payment of utility bills such as electric bill payment system using mobile phone is a common example of G2C.

2.2. **G2B (Government to Business):** This is the interaction between central government and the commercial business sector to get the businesses information. Most common example of G2B is corporate tax paying system to the government using National Board of Revenue website or applying for trade license from the government to run the business.

2.3. **G2G (Government to Government):** This is the non-commercial interaction between government organization, departments and authorities and other government organizations, departments and authorities. The example of G2G may be a request of allocation of budget by any department of the government. For example city corporation yearly budget depends on central government.

2.4. **G2E (Government to Employee):** The Government to Employee is the internal part of G2G sector. G2E provides online facilities to the employees. Likewise, applying for leave, reviewing salary payment record. The G2E sector provides human resource training and development. So, G2E is also the relationship between employees, government institutions and their management.

3. **Benefits of E-governance:**

- Reduced corruption;
- High Transparency;
- Increased convenience;
- Growth in GDP;
- Direct participation of constituents;
- Reduction in overall cost;
- Expand reach of government;

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

4. Obstacles of introducing e-governance in Bangladesh:

- Lack of political commitment;
- Lack of government interests;
- Shortage of the skilled persons;
- Negligence of the bureaucrats;
- Low penetration of ICT in the country;
- Low internet coverage;
- Poor telecommunication infrastructure
- Shortage of ICT skilled human resources
- Lack of awareness and understanding
- Use of ICT (among officials) very low
- Poor ICT literacy and
- Problem of financing etc.

5. Bangladesh moves up on UN E-Government Development Index (EGDI): Bangladesh made a remarkable improvement in global ranking in implementation of technology based innovations in the field of government services. The United Nations published its E-Government Survey is conducted every 2 years which evaluates

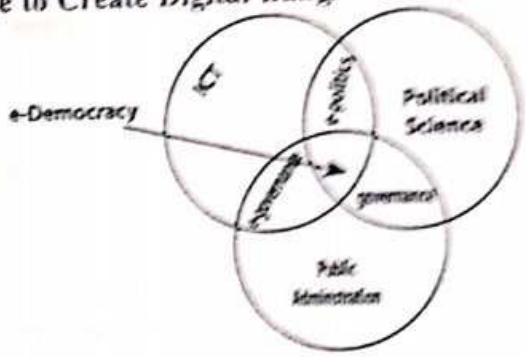
Year	Rank	Score
2012	150	0.2991
2016	124	0.3800
2020	119	0.5189

[**Table:** E-Government Development Index (EGDI) status of Bangladesh.]

E-participation can be seen as part of e-democracy, the use of ICT by governments in general and by officials, media, political parties and interest groups, civil society organization, international organizations or citizens within any of the political processes of states, nation, local and global communities.

[**Source:** e-Democracy.org]

7. The Role of E-governance to Create Digital Bangladesh: The current government of Bangladesh



declared its vision 2021 on their election manifesto in 2008 to build "Digital Bangladesh". After winning the general election of 2008, government is working for implementing e-government in Bangladesh. To nation with well over 120 million mobile subscribers and 43 million internet subscribers, enjoy its fruit of e-governance in numerous areas of activities. The ultimate objective is to make more and more services available to the people with increased digitalization.

E-governance can provide benefits in the form of new employment, better health, better education, knowledge sharing, skill development and capacity building for sustainable development. Quick and fair services eliminate middlemen and save both time and money. If we want to boost the activities of government and increase the access of general public, we must adopt e-governance with proper integration of information and technology.

"E-governance ensures fastest services and participation which ultimately results in good governance"

— Ban Ki-moon
(Ex-UN Secretary General)

Reference:

1. World Bank annual report
2. UNGA Conference
3. publicadministration.un.org
4. statista.com

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Good Governance

"Good governance never depends upon laws, but upon the personal qualities of those who govern. The machinery of government is always subordinate to the will of those who administer that machinery. The most important element of government, therefore, is the method of choosing leaders."

— **Frank Herbert**

Good governance is an indeterminate term used in the international development literature to describe how public institutions conduct public affairs and manage public resources. Governance is "the process of decision-making and the process by which decisions are implemented (or not implemented)". In recent times issues on good governance have received increasingly serious attention from researchers, policy makers and international development community. Good governance now not only occupies central stage in the development discourse but also is considered as the crucial element to be incorporated in the development strategy. Apart from the universal acceptance of its importance and differences it prevails in respect of theoretical formulations, policy prescriptions and conceptualization of the subject itself.

1. **Good Governance:** Before going into details it is relevant to know what governance is. Governance is the manner in which power is exercised in the management of a country's economic and social resources for development. There are three distinct aspects of governance. These are:
   (a) The form of political regime and the legitimacy of government.
   (b) The process in which authority is exercised in the management of a country's economic and social resources and
   (c) The capacity of the government to design, formulate and implement policies and discharge functions. Governance may also be termed as a mechanism through which relationship between those who govern and those who are governed is expressed.

Good Governance is an approach to government that is committed to creating a system founded in justice and peace that protects individual's human rights and civil liberties. According to the United Nations, Good Governance is measured by the eight factors of Participation, Rule of Law, Transparency, Responsiveness, Consensus Oriented, Equity and Inclusiveness, Effectiveness and Efficiency, and Accountability.

1.1. Participation: Participation requires that all groups, particularly those most vulnerable, have direct or representative access to the systems of government. This manifests as a strong civil society and citizens with the freedom of association and expression.

1.2. Rule of Law: Rule of Law is exemplified by impartial legal systems that protect the human rights and civil liberties of all citizens, particularly minorities. This is indicated by an independent judicial branch and a police force free from corruption.



Fig: Components of good governance

1.3. Transparency: Transparency means that citizens understand and have access to the means and manner in which decisions are made, especially if they are directly affected by such decisions. This information must be provided in an understandable and accessible format, typically translated through the media.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

1.4. **Responsiveness:** Responsiveness simply involves that institutions respond to their stakeholders within a reasonable time frame.

1.5. **Consensus Oriented:** Consensus Oriented is demonstrated by an agenda that seeks to mediate between the many different needs, perspectives, and expectations of a diverse citizenry. Decisions needs to be made in a manner that reflects a deep understanding of the historical, cultural, and social context of the community.

1.6. **Equity and Inclusiveness:** Equity and Inclusiveness depends on ensuring that all the members of a community feel included and empowered to improve or maintain their well-being, especially those individuals and groups that are the most vulnerable.

1.7. **Effectiveness and Efficiency:** Effectiveness and Efficiency is developed through the sustainable use of resources to meet the needs of a society. Sustainability refers to both ensuring social investments carry through and natural resources are maintained for future generations.

1.8. **Accountability:** Accountability refers to institutions being ultimately accountable to the people and one another. This includes government agencies, civil society, and the private sector all being accountable to one another as well.

2. **Features of Good Governance:** Good governance is characterized by an accountability government at the top, an independent judicial system, freedom of thought and expression and above all freedom of choice for its citizens. Good governance is epitomized by predictable, open and enlightened policy making, a bureaucracy imbued with professional ethos acting in furtherance of the public good, the rule of law, transparent and a strong civil society participating in public affairs.

Good governance fosters a strong but sharply delimited state capable of sustained economic and social development and institutional growth. Good governance also implies a democratic structures, human rights and free media.

If sustainable development is to occur, a predictable and transparent framework of rules and institutions for the conduct of private and public business must exist. For the private sector, the requirement is that the framework be clear, applied even-handedly and that the intention of the government be predictable and transparent. And regarding government, the need is sound public sector management underpinned by accountability and transparency.

3. **Poor Governance:** Poor governance is characterized by arbitrary policy making, unaccountable bureaucracy, uniformed or unjust legal systems, abuse of political power, a civil society unengaged in public affairs, and widespread corruption. Poor governance also undermines all efforts to improve policy making and create durable institutions. A country like Myanmar and Nigeria may have wealth but still remain poor because of poor governance. The bad governance of Ayub Khan led to the disintegration of Pakistan and the antidemocratic rule of Ershad regime systemically weakened all institutions in Bangladesh through political interference.

4. **The Criteria or Pre-requisites for Good Governance:** The main criteria of good governance are as follows-

- **Corruption-free state** is a pre-requisite for good governance. Corruption amounts to the betrayal of public trust for individual or group gain. A corrupt government involves the moral incapacity of citizens to make disinterested moral commitments to actions, symbols and institutions. In a corrupt state, citizens are unwilling to do anything which does not bring them gratification. Thus corruption stands as an obstacle to good governance.
- **An accountability of bureaucracy** is very vital in good governance. So, the bureaucrats are made accountable by enforcing service rules strictly and bringing them under punishment for bad performance. If needed, all the public accounts and audit reports are made public.
- Good governance also presupposes an **independent, speedy and affordable legal system**. The legal system should be less costly in terms of fees, less time consuming and be within the reach of the generally people. Speedy and timely settlement of disputes is ensured. The judiciary should also be free timely settlement of disputes is ensured. The judiciary should also be free from all kinds of political and executive manipulation.
- **Economic management** is another hallmark of good governance for sustainable economic and social development which depends on the efficient management of the economy. Economic development cannot occur without open, participatory and enlightened policy making, a professional bureaucracy and a strong administration with all behaving under the rules of law.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

- **Political administrative relationship** is another important component of good governance. There should be a certain and well defined relationship between the two groups and bureaucracy should be controlled by the politicians. One is time-bound, namely the political party in power and the other is permanent, namely the bureaucracy. A system of checks and balances of both the political and administrative components of government is, therefore, the necessary prerequisites for good governance.
- **Security of public life** is a yardstick of good governance, because security of public life is the Pre-condition of a civil society. So if we have a look at the statistics about crimes in our society, we shall be able to understand the condition of our government.
- **Justice to the citizens** is another precondition of good governance. More than 2.0 lakh cases are pending before the courts of assistant judges over the country and the number of pending cases before the courts of district judges are more than 1.0 lakh. This figures shows the slow disposal of cases in the civil courts which cause much hardship to the citizens who pray for justice. This is not a sign of good governance, because justice delayed is justice denied.

5. **Shortcomings:** In spite of the efforts taken by the democratic government to improve the prevailing condition of the country, it is constrained with some shortcomings which are-
   - Law and order situation needs further improvement.
   - In banks and corporations, the CBAs hold the management as hostages
   - Privatization is very slow
   - Many foreign investors fear to come due to political unrest
   - About 80% of the poor still remain outside the safety net program.
   - The civil bureaucracy stands divided
   - There is political deadlock in the parliament.
6. **Recommendations:** There are some recommendations for the government to move into good governance. The government of Bangladesh to be rated as good governance has to ensure the following:
   - Administrative neutrality should be protected.
   - Administration should be kept free from political pressure.
   - Size of the government should be reduced by one-third, private sector should be expanded.
   - Rules of business should be amended giving more administrative and financial powers to departments and corporations.
   - Administration should be decentralized making districts as the center of development and planning. The chairman of Zilla Parishad should be made the coordinator of development programmes in a district.
   - Public servants should be trained adequately in administrative ethics.
   - There should be vision for a patriotic and incorruptible bureaucracy.
   - Nationalism and religious values should be protected.
   - Promotion at all levels should be based on merit and quality only.
   - NGO programmes should be closely monitored and they should be allowed only a complementary role.
   - Poverty alleviation programmers like Grameen model should be encouraged and reliance on foreign aid should be reduced in phases.
   - Education should be given the highest priority so that 100% literacy rate could be achieved by 2015.
   - Rule of law should be applied strictly irrespective of political allegiance, caste, creed and religion.

Good governance is about the processes for making and implementing decisions in order to ensure socio-economic emancipation of this poor nation, all major political parties, civil servants, academics, private sectors, and above all, all the conscious citizens have to come to a consensus on the issue of working for the nation. So the objective of all of us should be in creating a just and egalitarian society that protects the poor and weak, and does not limit itself to serve only a small interest group.

"Good Governance depends on ability to take responsibility by both administration as well as people."
— Narendra Modi

References:

1. Prothom-alo.com
2. www.governancepro.com
3. https://www.osce.org

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Social Media & Its Impact

"Engage, Enlighten, Encourage and specially...just be yourself. Social media is a community effort, everyone is an asset".

— Susan Cooper

Social media can be very influential on society in both positive and negative ways. It gives people a way to stay in touch with people who live far away. It lets people share fun, interesting and informative content. It gives businesses a way to engage with customers.

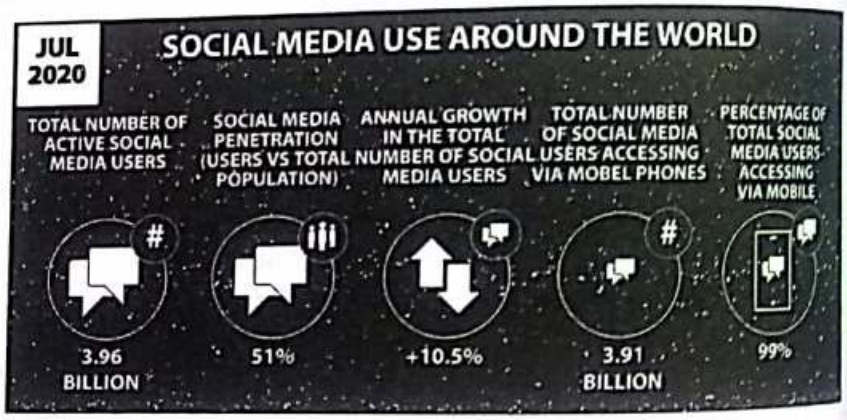
One of the problems, however, is that anybody can share anything, including material that may not be accurate. In some cases, real harm is done when people spread inflammatory, unverified or outright false information. This can harm private individuals, as when someone is bullied online. It can also have a harmful impact on society as a whole.

Social Media: Social media is a collective term for websites and applications which focus on communication, community-based input, interaction, content-sharing and collaboration. Different types of social media are normally dedicated to forums, microblogging, social networking, social bookmarking, social curation, and wikis are among the.

Types of Social Media: Here are some examples of popular social media platforms:

• Facebook • Twitter • Wikipedia	• LinkedIn • Reddit • Pinterest

The Rise of Fake News Sites: Social media has made it very easy to spread information quickly. Because Facebook and Twitter timelines move so quickly, viewers don't often verify what they've seen. A great deal of content is also spread through images and memes, which may or may not be based on valid information. Of course, many memes are created to be funny, cute or outrageous. Others, however, are intended to influence our thinking. Even links to real articles can be misleading. It's safe to say that most people who see a headline and link never read the whole article. Of course, most fake news stories don't tell you that they're fake.



The Harmful Impact of Fake News: In some cases, false information can have a strong impact on society. During the previous election, for example, many questionable or fake news stories circulated. Social media stories, whether true or not, often go viral. The more outrageous and newsworthy something is, the more likely that many people will share it.

Why People Share Information: A fascinating study by the New York Times Consumer Insight Group revealed the motivations that participants cited for sharing information on social media. These include a desire to reveal valuable and entertaining content to others; to define themselves; to grow and nourish relationships and to get the word out about brands and causes they like or support.

☑ **Stress:** People use social media to vent about everything from customer service to politics, but the downside to this is that our feeds often resemble an endless stream of stress. In 2015, researchers at the Pew Research Center based in Washington DC sought to find out if social media induces more stress than it relieves.

☑ **Mood:** A good or bad mood may also spread between people on social media, according to **researchers from the University of California**, who assessed the emotional content of over a billion status updates from more than 100 million Facebook users between 2009 and 2012.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

☑ **Anxiety:** A **study** published in the journal Computers and Human Behavior found that people who report using seven or more social media platforms were more than three times as likely as people using 0-2 platforms to have high levels of general anxiety symptoms.

☑ **Depression:** While some studies have found a link between depression and social media use, there is emerging research into how social media can actually be a force for good.
Researchers found higher levels of depressive symptoms among those who reported having more negative interactions.

☑ **Sleep:** Humans used to spend their evenings in darkness, but now we're surrounded by artificial lighting all day and night. Research has found that this can inhibit the body's production of the hormone melatonin, which facilitates sleep – and blue light, which is emitted by smartphone and laptop screens, is said to be the worst culprit.

☑ **Addiction:** Despite the argument from a few researchers that tweeting may be **harder to resist** than cigarettes and alcohol, social media addiction isn't included in the latest diagnostic manual for mental health disorders.

☑ **Self-Esteem:** Women's magazines and their use of underweight and Photoshopped models have been long maligned for stirring self-esteem issues among young women. But now, social media, with its filters and lighting and clever angles, is taking over as a primary concern among some campaigning groups and charities.

☑ **Well-Being:** In a **study** from 2013, researcher's texted 79 participants five times a day for 14 days, asking them how they felt and how much they'd used Facebook since the last text. The more time people spent on the site, the worse they felt later on, and the more their life satisfaction declined over time.
But other research has found, that for some people, social media can help **boost their well-being**.

☑ **Relationships:** If you've ever been talking to a friend who's pulled their phone out to scroll through Instagram, you might have wondered what social media is doing to relationships. Even the mere presence of a phone can interfere with our interactions, particularly when we're talking about something meaningful, according to **one small study**.

☑ **Envy:** In a **study involving** 600 adults, roughly a third said social media made them feel negative emotions – mainly frustration – and envy was the main cause. This was triggered by comparing their lives to others', and the biggest culprit was other people's travel photos. Feeling envious caused an "envy spiral", where people react to envy by adding to their profiles more of the same sort of content that made them jealous in the first place.

☑ **Loneliness:** A **study published** in the American Journal of Preventive Medicine last year surveyed 7,000 19- to 32-year-olds and found that those who spend the most time on social media were twice as likely to report experiencing social isolation, which can include a lack of a sense of social belonging, engagement with others and fulfilling relationships. Spending more time on social media, the researchers said, could displace face-to-face interaction, and can also make people feel excluded.

Internet users in Bangladesh	Social media users in Bangladesh
▪ There were **99.84 million** internet users in Bangladesh in January 2020. ▪ The number of internet users in Bangladesh **increased** by **5.8 million** (+9.5%) between 2019 and 2020. ▪ Internet penetration in Bangladesh stood at **41%** in January 2020.	▪ There were **36.00 million** social media users in Bangladesh in January 2020. ▪ The number of social media users in Bangladesh **increased** by **3.0 million** (+9.1%) between April 2019 and January 2020. ▪ Social media penetration in Bangladesh stood at **22%** in January 2020.

☑ **Impact of Social Media**

1. **The Impact of Social Media on Politics:** A new study from Pew Research claims that 62 percent of people get their news from social media, with 18 percent doing so very often. In comparison to other media, social media's influence in political campaigns has increased tremendously.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

☑ **Anxiety:** A **study** published in the journal Computers and Human Behavior found that people who report using seven or more social media platforms were more than three times as likely as people using 0-2 platforms to have high levels of general anxiety symptoms.

☑ **Depression:** While some studies have found a link between depression and social media use, there is emerging research into how social media can actually be a force for good.
Researchers found higher levels of depressive symptoms among those who reported having more negative interactions.

☑ **Sleep:** Humans used to spend their evenings in darkness, but now we're surrounded by artificial lighting all day and night. Research has found that this can inhibit the body's production of the hormone melatonin, which facilitates sleep – and blue light, which is emitted by smartphone and laptop screens, is said to be the worst culprit.

☑ **Addiction:** Despite the argument from a few researchers that tweeting may be **harder to resist** than cigarettes and alcohol, social media addiction isn't included in the latest diagnostic manual for mental health disorders.

☑ **Self-Esteem:** Women's magazines and their use of underweight and Photoshopped models have been long maligned for stirring self-esteem issues among young women. But now, social media, with its filters and lighting and clever angles, is taking over as a primary concern among some campaigning groups and charities.

☑ **Well-Being:** In a **study** from 2013, researcher's texted 79 participants five times a day for 14 days, asking them how they felt and how much they'd used Facebook since the last text. The more time people spent on the site, the worse they felt later on, and the more their life satisfaction declined over time.
But other research has found, that for some people, social media can help **boost their well-being.**

☑ **Relationships:** If you've ever been talking to a friend who's pulled their phone out to scroll through Instagram, you might have wondered what social media is doing to relationships. Even the mere presence of a phone can interfere with our interactions, particularly when we're talking about something meaningful, according to **one small study**.

☑ **Envy:** In a **study involving** 600 adults, roughly a third said social media made them feel negative emotions – mainly frustration – and envy was the main cause. This was triggered by comparing their lives to others', and the biggest culprit was other people's travel photos. Feeling envious caused an "envy spiral", where people react to envy by adding to their profiles more of the same sort of content that made them jealous in the first place.

☑ **Loneliness:** A **study published** in the American Journal of Preventive Medicine last year surveyed 7,000 19- to 32-year-olds and found that those who spend the most time on social media were twice as likely to report experiencing social isolation, which can include a lack of a sense of social belonging, engagement with others and fulfilling relationships. Spending more time on social media, the researchers said, could displace face-to-face interaction, and can also make people feel excluded.

Internet users in Bangladesh	Social media users in Bangladesh
▪ There were **99.84 million** internet users in Bangladesh in January 2020. ▪ The number of internet users in Bangladesh **increased** by **5.8 million** (+9.5%) between 2019 and 2020. ▪ Internet penetration in Bangladesh stood at **41%** in January 2020.	▪ There were **36.00 million** social media users in Bangladesh in January 2020. ▪ The number of social media users in Bangladesh **increased** by **3.0 million** (+9.1%) between April 2019 and January 2020. ▪ Social media penetration in Bangladesh stood at **22%** in January 2020.

☑ **Impact of Social Media**

I. **The Impact of Social Media on Politics:** A new study from Pew Research claims that 62 percent of people get their news from social media, with 18 percent doing so very often. In comparison to other media, social media's influence in political campaigns has increased tremendously.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

2. **On Society:** Almost a quarter of the world's population is now on Facebook. In the USA nearly 80% of all internet users are on this platform. Because social networks feed off interactions among people, they become more powerful as they grow.
3. **The Impact of Social Media on Commerce:** The rise of social media means it's unusual to find an organization that does not reach its customers and prospects through one social media platform or another. Companies see the importance of using social media to connect with customers and build revenue.
4. **The Impact of Social Media on the World of Work:** Social media has had a profound effect on recruitment and hiring. 19 percent of hiring managers make their hiring decisions based on information found on social media. According to CareerBuilder's 2016 social media recruitment survey, 60 percent of employers use social networking sites to research job candidates.
5. **The Impact of Social Media on Training and Development:** Job candidates who develop skills in the latest and most advanced social media techniques are far more employable. A 2013 survey by Pearson Learning Solutions reported a significant increase in the use of social media in learning. Over half the educators who were interviewed agreed that social sharing encourages interaction, providing an environment that fosters learning.
6. **The Impact of Social Media on Relationships:** One of the effects of social media is encouraging people to form and cherish artificial bonds over actual friendships. The term 'friend' as used on social media lacks the intimacy identified with conventional friendships, where people actually know each other, want to talk to each other, have an intimate bond and frequently interact face to face.

Positive Effects of Social media	Negative Effects of social media
➢ It is a cost-effective medium of communication	➢ Too much screen time
➢ A platform for e-learning	➢ Lack of quality time
➢ Seamless operation	➢ Poor face-to-face interaction
➢ A community of likeminded friends	➢ Interrupted family time
➢ Home security systems	➢ Limited outdoor activities
➢ Parents engaging apps in school	➢ Setting Wrong Example
➢ Virtual presence with video call	➢ harmful effects on health

The Challenges of Social Media: Social media has been blamed for promoting social ills such as:

☑ ***Cyberbullying:*** Teenagers have a need to fit in, to be popular, and to outdo others. This process was challenging long before the advent of social media. Add Facebook, Twitter, Snapchat, and Instagram into the mix and you suddenly have teenagers being subjected feeling pressure to grow up too fast in an online world.

☑ **Lack of Privacy:** Stalking, identity theft, personal attacks, and misuse of information are some of the threats faced by the users of social media. Most of the time, the users themselves are to blame as they end up sharing content that should not be in the public eye. The confusion arises from a lack of understanding of how the private and public elements of an online profile actually work.

It's clear that in many areas, not enough is known yet to draw many strong conclusions. However, the evidence does point one way: social media affects people differently, depending on pre-existing conditions and personality traits. As with food, gambling and many other temptations of the modern age, excessive use for some individuals is probably inadvisable.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Globalization and its Influences on Bangladesh

"Where globalization means, as it so often does, that the rich and powerful now have new means to further enrich and empower themselves at the cost of the poorer and weaker, we have a responsibility to protest in the name of universal freedom."

— Nelson Mandela

Globalization is a world-wide process. It combines one regional economy, society, and culture with others. It creates a global network of political ideas through communication, transportation, and trade. It turns national economy into international economy. It opens a new horizon for trade, foreign direct investment, capital flows, migration, the spread of technology, and military enterprises. Globalization takes place because of economic, technological, socio-cultural, political, and biological reasons. It spreads our ideas, languages and culture beyond the boundary of any country.

1. **What is Globalization:** Globalization is a much talked issue in recent times. It has many dimensions. It is a process of pervading everywhere and all the time. It is inevitable and there is nothing alternative to it. Marshall McLuhan was the exponent of globalization. Globalization has multiple meanings. Sometimes it stands for making the world smaller. Sometimes it stands for worldwide working policy. So it carries a significant meaning in this modern world of international relations. It is the result of technological development in the present world. It makes the far near and the large small. It fosters unity among mankind. It brings comfort, peace and riches to all the human beings.

"It is associated not only with an increasing cross border movement of goods, services, capital, technology, information and people, but also with an organization of economic activities which crossed national boundaries."

— Professor D. Nayyar

So, we see that globalization is a force linking people around the world with increased trade, investment, technology, education, information and communication. Globalization has an influence on both domestic and international affairs of the countries. However, globalization has brought mixed effects on national economy, politics, society, ecology and family of a developing country like ours.

2. **Characteristics of Globalization:**
   - 2.1. **Free travel:** In the field of communication, media has given the people opportunity to travel freely. It allows persons anywhere on earth to have merely immediate contact with each other.
   - 2.2. **Expansion of business:** The late 20th century has witnessed an expansion of business enterprise, civic associations and regulatory agencies that work as trans-border operations.
   - 2.3. **Movement of goods:** In respect of trade, much movement of goods and services between countries today falls within a trans-world marketing exercise.
   - 2.4. **Spread of money:** In terms of finance, globalization occurs with spread of money and economic instruments that electronically circulate anywhere and everywhere across the world instantly.
   - 2.5. **Environmental of Globalization:** Concerning ecology, globalization brought about a number of anthropological changes for the environment that are not constrained by distance or circumscribed by border.
3. **Foundation of Globalization:** Foundation of globalization is strong nowadays. Electronic exchange of information through the internet has brought the countries of the world closer to each other. Information technology has developed in many countries resulting in trading network. Worldwide money transfer and transaction of business have now become a matter of clicking of the mouse of a computer. Electronic medium can transfer money in the quickest possible time throughout the length and breadth of the world. Digital or electronic transmission makes some products tradable, say for example software and TV programs can now easily be bought and sold with the help of electronic mail.
4. **Influence of Globalization:** Globalization is not only connected with business trade and international relations but also with economic, political, cultural and religious matters. Globalization without connection is no globalization at all. Any information emanating from one part of the world can spread instantly in all parts of the world. Satellite TV channels and internet help people exchange different customs and culture of different countries. There is the gradual integration of global cultures under the impact of globalization. Every independent nation has its own traditions, social and political values, beliefs and attitudes. But globalization intrudes upon these values, beliefs cultures and attitudes.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

5. **Exploitation of labor:** The idea of global trade inherent in capitalism has become universal. Globalization depends on capitalism and it brings a lot of benefits to the developed countries. But developing countries do not get the opportunity of globalization. The industrially developed and capitalist countries are cruelly exploiting the cheap labour available in poor countries. Global strategy of development promises not only greater employment opportunity to the poor countries but also high returns to the people of capitalist countries.
6. **Global treatment:** Globalization has both its merits and demerits. The exploited workers of the developing countries are no match for a globalizing powerful capitalism. The gap between the poor and the rich capitalists is widening. In the real sense, it has put people into the same vessel but into different cabins. A few people travel in luxurious cabins furnished with modern amenities. They enjoy nutritious food, pure drinking water, advanced medical facilities and a luxurious life. Yet, it helps integration of culture and civilization. It also fosters brotherhood among all the nations of the world.
7. **Global Language:** Globalization needs a common language worldwide for communication of ideas. English has become the most important international language for various reasons. It is spoken all over the world. It has become the language of global village. So English is a must to make the basis of globalization strong.
8. **Usefulness:** Globalization is essential to bring about unity among all the nations of the world. The nation is mankind and the state is the world state. It will save the exploited for the clutches of exploiters. It will instill modern thoughts into orthodoxy and conservatism to remove racial discrimination. It is a process of expanding trade and commerce all over the world by creating new markets. It leaves a far-reaching effect on many aspects of human life. With the development of information technology, media and transportation facilities, all the countries of the world have come closer to one another. The world is a village and the nations are families. The nations can share their joys and sorrows like the next-door neighbors.
9. **Impact of Globalization in Bangladesh:** (Both positive and negative)
   - **9.1. Impact on Economy:** There has been huge expansion in the world trade, foreign direct investment and cross border economic flows. Due to political restlessness and law and order situation in Bangladesh, globalization could not bring us the expected result.
   - **9.2. Impact on Politics:** As a result of globalization, democracy, human rights, and capitalism have become major concerns at both national and international relations. People of Bangladesh have started their journey of parliamentary democracy in 1991 after independence. Keeping the position of Ombudsman in our constitution reveals the striking feature of globalization to ensure good governance.
   - **9.3. Impact on Society:** Globalization has not influenced much directly in social life of Bangladesh. But it has started to persuade the young generation to think with a new outlook. The gap between the aristocratic people and the traditional village people have increased as the aristocratic society keeps faith in western education method and nuclear culture. So, social unrest is worsening and unity breaking down especially among the younger generation.
   - **9.4. Impact on Education:** To promote globalization in Bangladesh, various international organizations have responded significantly with their generous assistance in our education sector. There are about 53000 non-formal schools run by NGOs. The government of Bangladesh has supported more than 120 NGOs through their non-formal education programs.
   - **9.5. Impact on Environment:** Bangladesh is tremendously facing environmental hazards. Many low-laying areas have gone under water due to climate change. It is the misdirect impact on Bangladesh. Bangladesh has to come under the shade of Kyoto protocol to combat global warming and climate change.
   - **9.6. Impact on Family:** Family structure of Bangladesh has broken down. Traditional family ties are no longer found in towns. Even the village people want to become urbanized and commercialized to meet his basic needs. As a result, the number of nuclear families has increased both in towns and in villages. Individualism is the sole authority of society rather than a single man's influence over the society. In addition, the social norms, values and outlooks within the family have greatly changed.

Globalization can bring happiness for mankind when all the people of the world can sink and float together without any racial discrimination, live peacefully under the same sky, and participate in human welfare activities irrespective of caste and creed.

"It has been said that arguing against globalization is like arguing against the laws of gravity."
— Kofi Annan

References:

1. www.pile.com
2. Nationalgeographic.org

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Terrorism

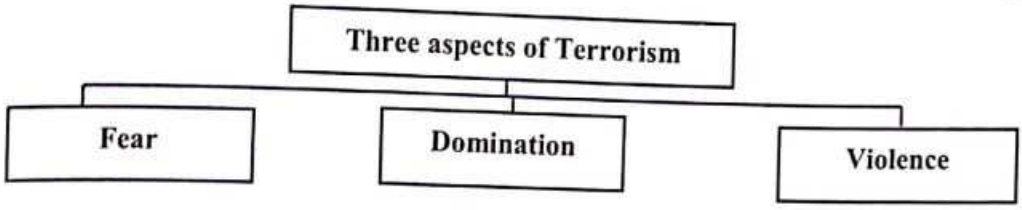
"Terrorism is the threat to change political environment or impose power"

— Professor Jainkum.

Terrorism is one of the most denting emotive and controversial issues of the world today. It has appeared throughout the world as a severe threat to humanity and security. According to the speech of our Prime Minister Sheikh Hasina delivered in the 70th US general assembly to global challenges pose the greatest threat to the sustainability of human kind. Terrorism and Violent extremism and climate change. According to the global terrorism index (GTI) Bangladesh is also at the risk of higher level of terrorism.

"Terrorism will spill over if you don't speak up."

—Mallala Yousfzai



"Premeditated, politically motivated violence against innocents"

— USA national security agency

Bangladesh holds 31th position in terrorism-Economic & Peace review

1. **Reasons for Terrorism:**

There are some specific factors and circumstances responsible for terrorism.

A. Socio-Economic Causes	B. Political Causes
1. Injustice 2. Illiteracy 3. Poverty 4. Food Integrity 5. Dissatisfaction	1. Non-Democratic set-up. 2. Improper government set up. 3. Absence of law and Failure of law endowment agencies.

2. **History of terrorism:**

The term terrorism dates from 1793-94 in fresh revolution but has taken an additional meaning in the country. Terrorism by radicals and by nationalist become widespread after world war II , Acts of terrorism brave been associated with Italian Red Brisaden, Irish Republican Army, Peru's shining path, SriLankan's LTTE Al-Qaueda Japan's Aum Shinriky.

After 9/11, 2001 Twin Tower attack terrorism word has been so widespread that leaders to call war on terrorism".

3. **Types of terrorism:**

According to the USA based National Advisory committee on criminal justice standards and Goals, there are six distinct types of terrorism. They are-

a. **Domestic Terrorism:** It defines any violent action initiated by an existing government to achieve a particular goal. Most often this goal involves a conflict within the country.
b. **International terrorism:** (9/11 attack)
c. **Civil disorder:** It refers to a form of collective violence interfering with peace, security, and normal functioning of the community.
d. **Political Terrorism:** It is used by one political faction to intimidate another.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

e. **Non Political Terrorism:** It is perpetrated by a group or groups for any other purpose rather than a political objective most after of an ideological nature.
f. **Quasi-Political Terrorism:** It refers to a violent act that utilizes the same methods terrorist employ, but does not have the same motivating factors?
g. **Limited Political Terrorism:** Its acts are to make a political or ideological statement. The Goal is not to overthrow the government, but to protest a governmental policy or action.
h. **Technological Terrorism (cyber-attack):** All the types' show the common traits of being violent acts that destroy property invoke fear and attempt to harm the lives of civilians.
i. **Physical terrorism** : 9/11, Rail station
j. **Left wing terrorism:** FARC, Columbia
k. **Right wing:** a Nazi legacy

4. **Terrorism in the world:**

Organization	Country
ISIS/ISIL	Iraq-Syria
Hezbollah	Lebanon
Boko-Haram	Nigeria
Taliban	Pakistan
Al-Qaeda	Afghanistan
Al-Shabab	Somalia
JMB	Bangladesh

4.1. Top most Terrorist Organizations:

1. **ISIS/Islamic state:** The dramatic rise of terrorist in Syria is indirect result of the Syrian civil war. Islamic state officially known as ISIL or ISIS. (Islamic state of Iraq and Levant/Syria). Islamic state controls northern Parts of Iraq and the western parts of Syria. Within which it has formed its own government. ISIS is founded by Abu-Bakar-Al-Baghdedi. ISIS aspires to control the Levant region which includes Israel, Iraq, Jordan, Lebanon and Syria.

   ISIS: Establishment — 2013
   Capital —RAKA (Syria)
   Founder — Abu Bakar al Baghdadi
   Purpose — To establish Islamic state

2. **Boko Haram:** Boko Haram is a Nigerian based Terrorist group founded in 2002. Their Slogan is 'Western education is sin or Civilization is forbidden'. The boko haram is still fighting with the Nigerian Government in order to implement Islamic regime.

   Boko Haram:
   Established: 2002
   Slogan: "Western education is sin"
   Country: Nigeria
   Abducted: 200 school girl (recently)

   From 15th January 2015 to 15th July, 2016, they organized 2658 terrorist attack all over the world.

3. **Al-Qaeda:** Al-Qaeda, the extremist Islamic Group, is one of the brutal terrorist groups in the world was founded by Osama bin Laden in 1989. It is supposed that under his leadership the Al-Qaeda carried out the 9/11 attacks on US.

   Al-Qaeda:
   The "biggest brand" name of terrorism
   Founded — 1989
   Founder — Osama Bin laden

4. **FARC:** The Marxist guerrilla Group. Revolution Armed Forces to Colombia-People's army (FARC) has been formed in 1960s.

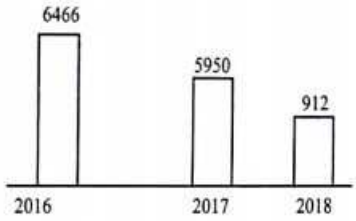
Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

5. **Taliban:** The Taliban is an Islamic fundamentalist political movement in Afghanistan. The Taliban formed a government from 1996 to 2001. With Kandahar as the Capital. Taliban is founded by Mohammed Omar in 1994.

4.2. Some recent terrorist attacks of the terrorist organizations:

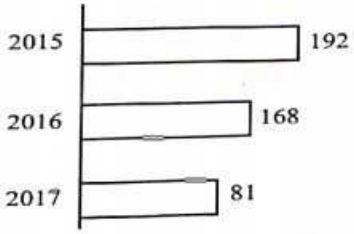
1. **Srilanka attacks:** On 21 April 2019 three churches in Srilanka and three luxury hotels in the commercial capital Colombo were attacked by terrorist suicide bombings. 253 people were killed including at least 42 foreign nationsls and 3 police officers and at least 500 were injured.
2. **Christchurch Mosque shooting:** The Christchurch mosque shooting were two consecutive terrorist attacks at mosque in Christchurch, New Zealand, during Friday prayer on 16 March 2019. The attacks begat at the Al Noor mosque at 1.40 pm and at the line wood Islamic centre about 1.55 pm. The gunman live the first attack on Facebook live. The attacks killed 51 people and injured 40 Death.
3. **Mosul Attacks (01-06-2017):** Snipers opened fire on civilians in Zanjil neighbourhood, Mosul, Iraq, Death 163. Responsible Terrorist Organization: ISIL.

5. **Trends in Terrorism:** This is the third consecutive year that the number of deaths from terrorism has crossed that of previous years.



[Graph: Number of Terrorist deaths occurred in Iraq Nigeria and Pakistan.]

The lethality of terrorist attacks has declined as the operational capacity of groups like ISIL has fallen. Over the past three years 20% of terrorist attacks were unsuccessful in 2017, compared to just over 12% in 2014. For the past 20 years bombing and armed assets have been the most common form of terrorist attack every year. In 2017, 24 people were killed per attacks. Death tolls in Western Europe fell by 52%.



[Graph: Number of death took by terrorist attack in Western Europe.]

Some attacks by ISIS:

Date	Place	Death
10th, Nov, 2015	French	89
15th, July, 2016	Turkey	216
3rd July, 2016	Iraq	300
17 Feb, 2016	Istanbul	34
14 July, 2016	France	84

Dhaka attack aftermath:

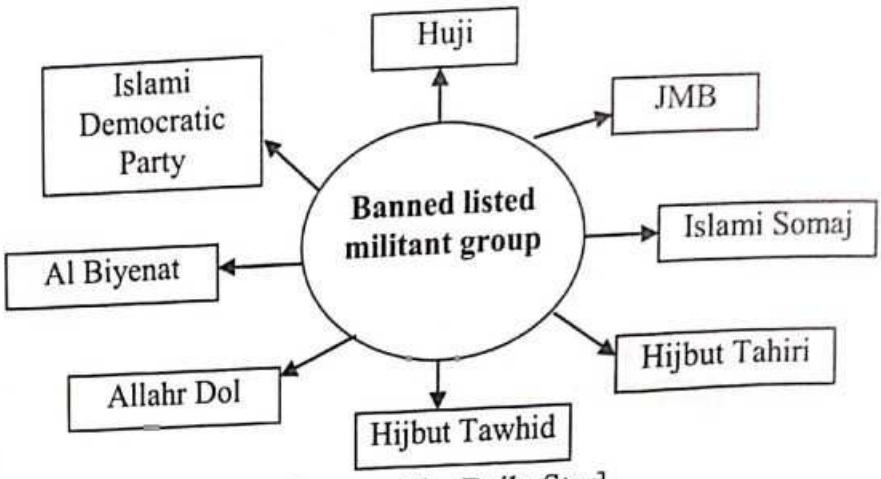
Attack —Holy Artisan (Goshen)
Date —1st, July -2016
Operation — Operation thunderbolt
Death — 28 innocent people, 5 armed terrorist.
Arrest and charges: Between July and august 2016, 293 suspects were arrested from JMB, Huji and Ansarullah Bangla team and Hijbut Tahiri.

Country/Region	No. of Attack	Death
Europe and America	46	658
Rest World	2063	28031

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

6. Terrorism in Bangladesh:

"There world be no room for militancy and terrorism in Bangladesh"
— HPM Sheikh Hasina



[Source: The Daily Star]

➤ **Major attacks and fatalism:** From 2005 to 2018/1505 people are dead due to terrorist attack including civilians and terrorists.

Major Incident of Terrorist Violence

Year-2018 (Till May 27)

SL.	Date	Place (District)	Killed	Injured
1	January 12	Three JMIB Militants were killed when the RAB busted a hideout only 500 meters away from the PMO in Dhaka city. Two RAB Officials were injured as well. RAB recovered there suicide vests, two pistols, 14 IEDs and detonators, four containers of explosive gel and equipment to make IEDs form the from the militants had been staying in.	3	2
		Total	3	2

Year-2017

SL.	Date	Place (District)	Killed	Injured
1	March 16	Five persons, including a women and toddler, were killed in a police raid on a Neo-JMB den at a two-story building at Sitakunda in Chittagong District. An explosion injured two policemen. Police recovered 10 bombs, three suede vests and explosive substance possible to make 40 to 50 powerful bombs.	5	2
2	March 25	Three person killed and 43 others injured in a powerful bomb explosion on Sylhet-Fenchuganj road in Gutrtick area Sylhet District around 7.00pm. The deceased are Whidul Islam Opu, Kadim Shah-and Jannatul Fahim (18). Islamic Sate claimed responsibility for the bombing.	3	43
3	March 25	Three persons killed, including two policemen, were killed in a powerful bomb explosion bomb explosion at around 8:00 pm close to Atia Mahal in Sylhet District. The dead are Chowdhury Abu Mohammad Kaiser, an Inspector of Court Place in Sylhet, Monirul Islam, Inspector (Investigation) of Jalalabad Police Station and Shahidul Islam, a Businessman of Dariapara in Sylhet city. Islamic State claimed responsibility for the bombing.	3	0
4	March 30	Body parts of seven, including those of four children, two women and one man, were recovered from a Neo-JMB den at Nasirpur village in Moulvibazar District. Police said the militants may have blown themselves up to avoid arrest when SWAT and CTTC teams launched an assault codenamed "Operation Hit Back" on the den.	7	0

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

5	April 1	Security Forces, under Operation Maximus, stormed an Islamist militant hideout killing three militants (two males and a female) at Borohat in Moulvibazar District. Police suspect the "Militants" killed themselves by exploding bombs. Some powerful explosives, including IEDs, were also recovered and then defused inside the building.	3	0
6	April 27	Four Neo-JMB militants holed up at a den in Shibnagar Trimohoni of Chapainawabganj District was killed as operation Eagle Hunt Concluded. Rafiqul Islam alias Abu was among the dead. Police said all the four persons were killed in suicide bomb explosions. Abu's pregnant wife Sumaiya Begaum and their six-year-old daughter Khadiza were rescued from the den. Police recovered IEDs, bombs and pistols from the den.	4	0
7	May 11	Five suspected militants and one fire-fighter were killed in a militant hideout in Benipur village of Rajshai District, Five militants, including Sazzad, his wife Beli, their sons Alamin, 30, and Soheb, 25, and daughter Karima, 18, died in the suicide bomb explosions. While fire-fighter Abdul Motin died when taken to Rajshahi Medical College Hospital Shazzad's another daughter Sumiya and her two hildren have surrendered. Locals say they were all involved with the politic of Jel.	6	0
8	November 28	Three JMB militants below themselves up during an anti-terror operation by RAB at a remote char in Chapainawabganj District. Three IEDs, seven detonators, 12 packs of explosives gel and two pistols were recovered from the spot.	3	0
		Total	**34**	**45**

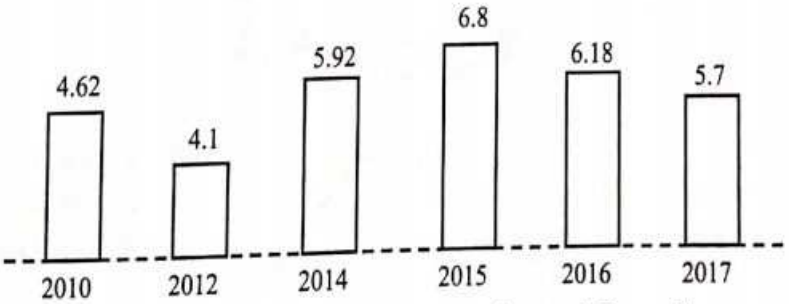
[Source: South Asia Terrorism Portal]

7. **Terrorism Scenario in Bangladesh:** Terrorism has a lower impact in Bangladesh Then in the USA in 2017, according to a recently published report by Australian think tank institute of economics and peace.

The Report titled "Global Terrorism Index-2018" ranked Bangladesh as 25th in terms of the impact of terrorism in 2017.

As per the report Bangladesh dropped by four ranks as compared to 2016, meaning the country has had a lower impact from terrorism in 2017.

Terrorism index in Bangladesh decreased 5.70 in 2017 form 6.18 in 2016. Terrorism in Bangladesh Averaged 5.14 form 2002 until 2017. All time high was in 2015 with 6.48 and time low record was in 2012 with 4.10.



[Source: Institute for economics and Peace]

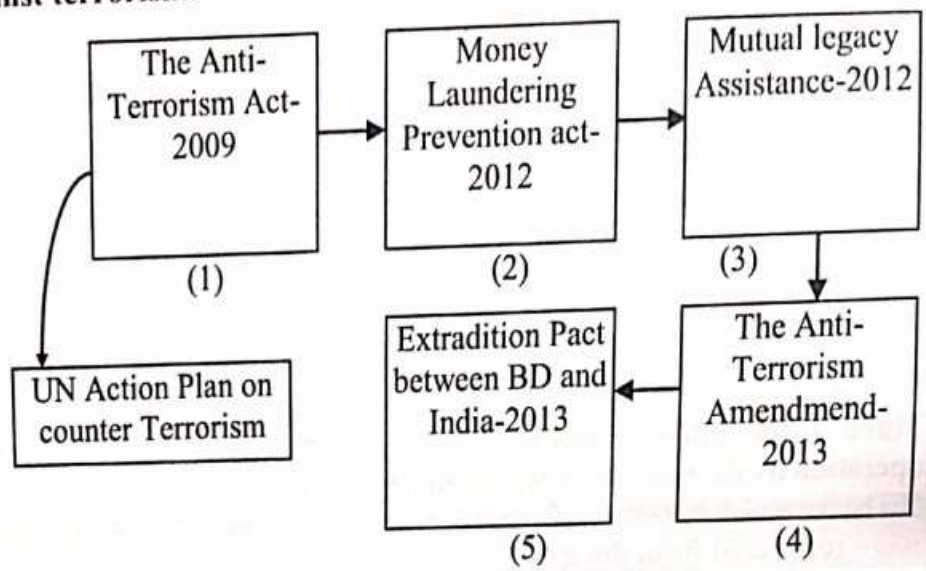
8. **Reasons for terrorisms:**
   - ✓ Frustration
   - ✓ Poverty
   - ✓ Corrupt political parties
   - ✓ Religious and racial fanaticism
   - ✓ Unemployment
   - ✓ Political unrest
   - ✓ Plural confects
   - ✓ Party conflicts

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

9. How to prevent terrorism:

- ✓ Poverty alleviation
- ✓ Eradications of political conflict
- ✓ Good governance
- ✓ Ensuring equal opportunities
- ✓ Ensuring rule of law
- ✓ Employment opportunities
- ✓ Elimination of tiny conflicts
- ✓ UN Should take the central role in every case.

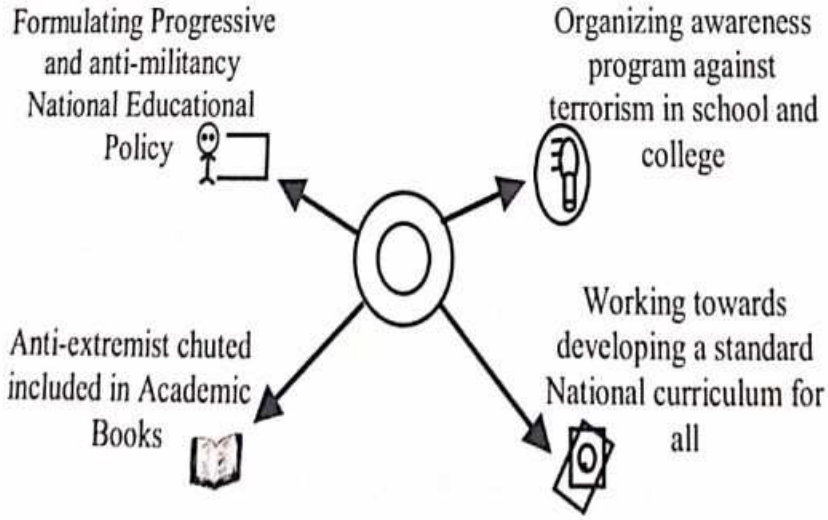
10. Initiatives against terrorism:



- ➢ In 2011, the government formulated counter terrorism unit and also formulated counter terrorism strategy.
- ➢ In August, 2011 Bangladesh acceded Palermo convening against transnational organized crimes.

➤ **Education against terrorism:**

In 2010, the government has formulated a strong anti-militancy education policy which highlights the need for reforming madrassa curriculum.



➤ **High level committee:**

In 2009, "National committee on militancy resistance and prevention" was founded communizing 17 members headed by prime minister.

National committee for intelligence coordication-8 members, headed by prime minister.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

➤ **Social measures:**



➤ **Global terrorist index:**

Rank	Country	Score
1.	Iraq	9.4
2.	Afghanistan	9.4
3.	Nigeria	8.7
4.	Syria	8.3
5.	Pakistan	8.2
6.	Somalia	8.02
7.	India	7.6
8.	Yemen	7.5
9.	Egypt	7.3
10.	Libya	7.2

"Everyone's worried about stopping terrorism, well, there is really an easy way: stop participating in it."

—Noam Chomsky.

Terrorism is a disease, a menace, an evil and a crime against humanity. It destroys peace of mind as well as peace of society. The overall economic development of a country is hampered due to terrorism. The world communities are taking counter-terrorism progress to stop it. Bangladesh has already signed the UN Convention on terrorism. We hope that one day the world will be free from terrorism and people will be able to live in peace.

"Terrorism has no religion"

—Vladimir Putin

References:

1. Counter terrorism and transnational crime unit.
2. South Asian terrorism portal
3. A report on Bangladesh: Countering terrorism and unlined Extremism.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Green Economy

"We all must move from a greed economy to a green economy."

— Susilo Bambang Yudhoyono
(Former President of Indonesia)

Green economy is tied to environment. In a green economy, growth in income and employment is driven by public and private investments that reduce carbon emission and pollution, enhance energy and resource efficiency, and prevent the loss of biodiversity and ecosystem services. In the long run, green economy will decide which nation will lead the environment friendly world.

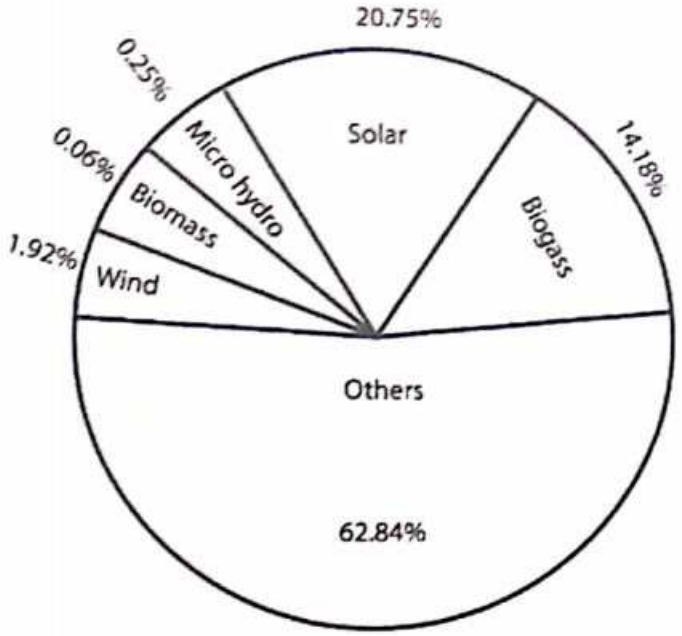
1. **What is Green Economy:** 'Green Economy in the context of sustainable Development and poverty eradication' is one of the themes of the UN conference on Sustainable Development (Rio+20).
   A green economy is a vehicle to achieve sustainable development and eradicate poverty.
   According to United Nations Environment Programme (UNEP), "A Green Economy can be defined as one that results in increased human well-being and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities."
2. **Importance of Green Economy in the World:** As a third world country like Bangladesh green economy is very important. The resources are limited, a vast population, so it is tough to balance supply and demand.
   By 2030 in this world-
   - Global energy demand up by 45%
   - Oil price up to US$ 180 per barrel (IEA)
   - Greenhouse gas emissions up by 45%
   - Global average temperature up to 6^0C
   - Sustained losses equivalent to 5-10% of Global GDP
   - Poor countries will suffer costs in Excess of 10% of their GDP
   - 1 billion people living on less than US$ 1 a day and 3 billion living on less than US$ 2 a day by 2015 [ILO]

   [**Source:** World Resource Institute and Climate Analysis Indicators Tool (CAIT)]
3. **Importance of Green Economy in Bangladesh:** Bangladesh is called vatir-desh or ebb-tide country. Day by day its sea level has been increasing. If world's CO_2 giving out is not controlled, then melting down of the pole also continues. For which our coastal area may go under water. This threat is the upcoming risk for Bangladesh. Natural calamity is the familiar phenomenon in Bangladesh. Cyclones, excessive rain, floods, draughts, river erosion which hampered the development procedure of Bangladesh. So, to protect and save our economy and environment we need to emphasis on green economy.
4. **Pathways to a Green Economy in Bangladesh:** The development of the global economy is intricately linked to the environment. So we need to protect our ecosystem and biodiversity as well as to invest in it. Over the last two years, the concept of a 'green economy' has moved into the mainstream media, planning commission and government higher authorities.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

The present situation of Bangladesh and the sectors of green economy are discussed below:

4.1. Renewable (green) Energy: Green economy includes green energy generation based on renewable energy to substitute for fossil fuels and energy conservation for efficient energy use.



[**Source:** researchgate.net]

Fig: ratio of different renewable energy sector.

Bangladesh government has plan to develop 24,000 MW energy by 2021, 40,000 MW by 2030 and 60,000 MW by 2041. The government of Bangladesh has set up a plan to generate at least 10% of the country's total electricity from renewable sources within 2020. However, within 2015, the country has been able to generate 3.5% of the total electricity from renewable sources.

Category	Achievement by 2018 (MW)	Achievement by 2019 (MW)
Solar Home System (SHS)	350.74	1150.74
Wind Energy	2.90	782.90
Biogas based electricity	1.08	8.58
Hydro	230.00	235.00
Total	**584.72**	**2,177.22**

4.2. Green Buildings: A green or sustainable building increases the efficiency of the use of energy, water and materials. It is the result of a design which conserves resources and reduces negative impacts on human health and the environment throughout the building's construction and operation.

4.3. Green Transportation: Transport systems have significant impacts on the environment accounting for between 20% and 25% of world energy consumption and CO_2 emissions. A green vehicle or clean vehicle or eco-friendly vehicle is a road motor vehicle that produces less harmful impacts to the environment.

4.4. Green Water Management: Considering the importance of water resource conservation, sustainable consumption has been identified as one of the major goals in the 17 SDGs. The government has taken the issue of water security very seriously, for which the government has signed a MOU with the Netherlands on 'Bangladesh Delta Plan-2100' is a cosignatory of the MOU.

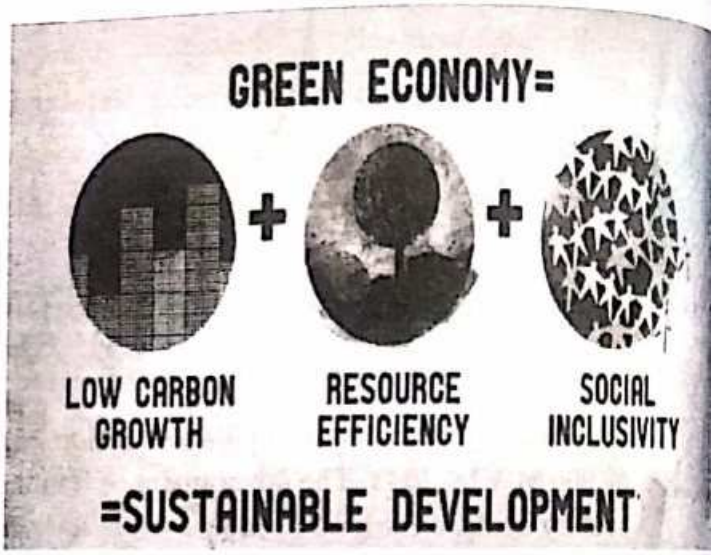
Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

4.5. **Green Waste Management:** There have been recent developments in Bangladesh to improve waste management, especially in urban cities. However, currently, there are still insufficient incentives to improve the standard of waste management across all relevant sectors, especially for industrial waste and medical waste.

4.6. **Green Employment:** Commitments to greening economic sectors such as energy, agriculture, waste management, manufacturing and transport cannot advance into concrete change if the necessary skills are not available, if we want to handle correctly we should create more and better green jobs.

4.7. **Green Agriculture:** Reduce the use of chemical fertilizers, pesticides, producing safe agricultural products, increasing the use of bio fertilizers are included in green agriculture.

5. **Green Economy and Sustainable Development:** On 20-22 June, 2012, Brazil organized the United Nations Conference on Sustainable Development known as Rio+20 conference. The two key themes of Rio+20 are the green economy in the context of sustainable development and poverty eradication in context of sustainable development. The concept of green economy does not replace sustainable development, but there is a growing recognition that achieving sustainability rests almost entirely on getting the economy right.



Today green economy offers a lot of opportunities for Bangladesh and other developing countries to attract investments in environmental assets and renewable energy which will go in the long run benefits from development, eradication of poverty and creation of employment. Green economy will take the lead in future sustainable development.

"The environment and the economy are really both two sides of the same coin. If we cannot sustain the environment, we cannot sustain ourselves."

— Wangari Maathai

Reference:

1. greeneconomycoalition.org
2. sustainabledevelopment.un.org
3. Power Division
4. www.unenvironment.org

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Role of Electricity in Rural Development

"An electricity connection enhances education of children, improves the quality of life, and helps households to move out of poverty."

— Dr Akhter Ahmed (country representative of the Washington-based think tank)

Rural Electrification a major component of overall rural infrastructure aimed at accelerating the pace of socio-economic development of Bangladesh. In rural sector, it is identified by the policy planners of the country as a key programme for development. In the vision statement of the government it is stated that by the year 2020, electricity would be made available to all the citizens of the country.

Present Situation of Rural Electrification: Within a span of two decades there has been a dramatic five-fold increase in access to electricity in rural Bangladesh but, there remain still a large number of poor rural households out of the benefits of power connectivity.

Year	Access to electricity in rural area
1996-98	12.90%
2018-19	58.60%

[**Source:** Dhaka Tribune, 21 April, 2019]

While the richest quintiles in rural Bangladesh enjoy 82.2% electricity connectivity, the percentage of electricity connection is as low as 37.1% among the poorest quintiles, reflecting an uneven distribution of power among people belonging to different income brackets.

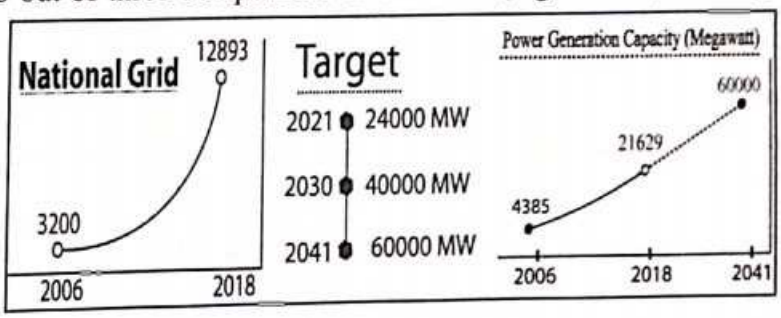
Country	Rural electrification
Sri Lanka	100%
Bhutan	95%
Pakistan	98%
Afghanistan	77%
India	78%
Bangladesh	59%

[**Source:** Dhaka Tribune, 21 April, 2019]

An International Food Policy Research Institute (IFPRI) publication – Global Food Policy Report 2019 – launched in Dhaka last week stated that "South Asian governments have increased their commitment to providing basic services in rural areas in recent years, and their efforts are showing results for rural residents. About 80 percent of the region's rural population now has access to electricity, a big increase from 57 percent in 2007.

Overall Situation of Electrification in Bangladesh: Bangladesh has been lagging behind in this sector for the last 40 years. From 2009 steps have been taken to gain some success in this sector. 94% people are under electricity service which will be 100% by 2021. System loss was 15.73% which is 10.9% in 2018-19. Govt. has formulated"Sustainable & Renewable Energy Development Authority".

Importance of Rural Electrification: The two out of three components of our GDP (Agriculture, Industry, and Service) is directly dependent on rural area. People who mostly work in agricultural sector live in villages. And the raw materials of industry mainly comes from rural areas. If abundant supply of electricity is not provided in rural areas, agricultural products may get hampered. Due to lack electricity water pumps can't be operated. For the same reason raw materials of different industry can't be produced. And it will ultimately impact our economy and Gross Domestic Product badly. Hence for a sound economy and overall development of the country, rural electrification is a prerequisite.



Organization Working for Rural Electrification: The rural electrification board (REB) was established in 1978 to expedite development efforts. Under the Rural Electrification Board Ordinance of 1977, all the areas of the country, except the municipal areas of Dhaka, Narayanganj, Mymensingh, Gazipur, Narsingdi districts, rajuk areas, industrial areas, divisional towns of Chittagong, Rajshahi, Khulna, Sylhet and Barisal with other district towns, cantonments and universities which are already electrified by Bangladesh Power Development Board (BPDB) under the jurisdiction of REB. Based on the universal principle of cooperative, Palli Biddut Samities (PBS) of REB are formed as democratic, decentralized and autonomous organizations where the member consumers enjoy equal opportunities and are entitled to exercise equal rights.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Continuous support from the government and donor agencies and the people associated with the programme and comparative transparent and accountable system of the PBS has helped to set a high standard of performance of the organisation. The owners of PBSs are its customer members and PBS management is accountable to a locally elected Board of Directors and the overall performances of the PBSs are controlled by REB.

Fund Collection of BREB: REB is basically running on funding from the government and development partners. Some of the PBSs are still not financially self reliant as most of their consumers are residential connection holders. A 'PBS Revolving Fund' was established with the help of financially sound Samities for the PBSs which are yet to be self reliant to reduce their dependence on government and development partners. This fund is expected to play a positive role in expansion and operation of the weaker Samities. REB has been receiving continuous support and generous assistance from development partners of Bangladesh in all phases of the programme. National Rural Electric Cooperative Association of USA made the feasibility study for the rural electrification programme in 1976. Immediately after that United States Agency for International Development (USAID) provided funds of $79.2 million for constructing distribution system and other infrastructures for 13 PBSs to electrify 54 upazilas in the first phase of rural electrification. Since then USAID and the bilateral and multinational assistance continued to come forward with generous assistance. Among the bilateral/multinational fund providers USAID, KFAID, IDA, JDRG (Japan), OECF (Japan), IDB, OPEC, CIDA, SFD, ADB, NORAD and the government assistance from Finland, Saudi Arabia, France, Netherlands, and China are significant.

Initiatives Taken by BREB: Apart from taking electricity supply from national power grid, REB has taken initiatives to use solar photovoltaic (PV) cells for producing electricity for remote and isolated islands like Karimpur and Nazarpur unions located by the river Meghna in Narsingdi under Narsingdi Palli Biddut Samiti-1. The Unions are far from the national grid and were selected for the pilot project to provide electricity through Solar Photovoltaic Systems with a French grant of $6.4 million and local currency support of about Tk 26.3 million. Under this programme about 1,000 members of various categories of solar power consumers were targeted for electricity supply. The Narsingdi Solar PV Pilot Project, the first of its kind in the country is designed to test technical and socio-economic prospects of solar PV Systems is Bangladesh. Since the rural network is characterized by a comparatively lower consumer density, it often becomes difficult and uneconomic to extend power lines to certain remote locations within the jurisdiction of a PBS. Some remote areas are not likely to be covered by grid network due to inaccessibility and low consumer density. Renewable energy technologies are considered as viable technical options for such remote areas especially for ensuring equitable development of all areas and different cross sections of socio-economic groups. REB is actively reviewing its Solar PV System achievements.

Performance of BREB: Distribution and revenue collection performances of REB are so far impressive. The ratio of revenue collection of PBSs is more than 96% and the system loss is 16% compared to national power sector system loss of 35%.

Bangladesh is a third world country having tremendous potentiality with several socio-economic achievements. The country is now trying to have a balanced development for its all classes of citizens irrespective of their identities. In that case, people in rural area are still lagging behind in enjoying different state facilities. And access to electricity can reduce the gap.

"Access to electricity also indicates the extent to which a household is 'connected' in a broader sense to roads, markets, and communications infrastructure (information technology in particular), and the resulting income-earning opportunities"

— Dr Akhter Ahmed

References:

1. https://mpemr.gov.bd/power
2. banglapedia.org
3. https://www.dhakatribune.com

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Role of the Anti-Corruption Commission in Bangladesh

"Corruption is the true enemy of development."

— Elbegdorj (Former President of Mongolia)

Corruption is a global scourge. It represents a huge loss to taxpayers and governments around the world struggling to provide adequate services for their citizens. It is particularly damaging in developing countries. South Sudan, North Korea, Bangladesh and different third world countries are now suffering from this problem which results in lagging behind the development.

Definition of Corruption: Corruption is a form of dishonesty or criminal offense undertaken by a person or organization entrusted with a position of authority, to acquire illicit benefit or abuse power for one's private gain. Corruption may include many activities including bribery and embezzlement, though it may also involve practices that are legal in many countries.

"Corruption is operationally defined as the misuse of entrusted pore for private gain."

— Transparency International

"Corruption sabotages policies and programs that aim to reduce poverty. So attacking corruption is critical to poverty reduction."

— World Bank

Measure of Corruption: The Anti-corruption commission (ACC) states that corruption exists in both public and private sectors. The Transparency International (TI) measures the degree of political and administrative corruption by the Corruption Perception Index (CPI) that ranges between hundred (highly non-corrupted) and zero (highly corrupted). Bangladesh has been identified as the highest corrupted country in the world during 2001 to 2005.

Formation of the Anti-corruption Commission: Anti Corruption Commission (ACC) was formed through an act promulgated on 23 February 2004 that came into force on 9 May 2004. Although initially, it could not make the desired impact, but immediately following its reconstitution in February 2007, the ACC began working with renewed vigor and impetus duly acceding to the United Nations' convention against corruption that was adopted by the General Assembly away back on 31 October 2003. Its framework and function are governed by Anti-Corruption Commission Act, 2004. It gains further vigor and impetus duly acceding to the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) on 27 February 2007

Formed	February 23, 2004
Constituting instrument	Anti-corruption Commission Act, 2004
Headquarters	Segun Bagicha, Dhaka 1000

Justice Sultan Hossain Khan was the first chairman of the independent Anti-corruption commission. After his resignation, Lt. General Hasan Moshud Chowdhury and Golam Hassan were the Chairman of this Commission. Md. Badiuzzaman is the current chairman of this commission.

Vision of the Anti-corruption Commission: ACC has formulated some indicators of the vision to create a strong anti-corruption culture that permeates throughout the whole society. These are:

- No bribery in business
- No bribery to jump the queue
- Merit matters, not greasing of palm
- No bribery to escape from the reach of law or to any government officials
- No bribery to enjoy the basic amenities such as health and education, etc.

Functions of the Commissions: The following are the key functions that the Anti-corruption Commission performs:

- To perform any function assigned to the Commission by any Act in respect of corruption.
- To file cases on the basis of enquiry or investigation and conduct cases.
- To enquire into and conduct investigation of offences mentioned in the schedule.
- To determine the procedure of enquiry, investigation, filling of cases and also the procedure of according sanction of the Commission for filing case against corruption.
- To hold enquiry into allegations of corruption on its own motion or on the application of aggrieved person or any person on his behalf.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

- To undertake research, prepare plan for prevention of corruption and submit to the President recommendations for action based on the result of such research.
- To perform any other duty as may be considered necessary for prevention of corruption.
- To review any recognized provisions of any law for prevention of corruption and submit recommendations to the President for their effective implementation.

Corruption Crisis in Bangladesh and Role of ACC: Corruption has taken an epidemic form in the developing and densely populated countries. Bangladesh, being a developing country, is gripped by different types of corruption in all the sectors of the country. Corruption may originate from want. It may also rise from one's immorality, lack of transparency, lack of transparency vicious politics, weak administration and many other relevant things. Bangladesh has the negative distinction of being the top most corrupted country in the present world. All the sectors of the Government and the administration are corrupted severely as well.

There are different types of social problems in Bangladesh like bribery, gratification, illegal donations, kidnapping, robbery in broad daylight, snatching away things, hijacking, etc. These are our constant companions in our everyday life. No department, either government or non-government, e.g. ministries, offices, schools, colleges, universities, Law courts, police stations, hospitals etc. is beyond the reach of corruption. Even the victims of an accident and the dying patients are not left untouched by corruption.

In our country, influential people indulge themselves in corruption with impunity. Corruption prevails in all the levels of society and administration. Even the judicial department of the country which is an independent body is not at all free from corruption. It has become customary in our country that nothing is done without the intervention of corruption.

After all, the commission is playing an important role in stopping corruption. The commission has already taken pragmatic steps reading steps regarding corruption. It has taken courageous action against the corrupted officers.. It has sent powerful corrupted officers into jail. Even the former Prime Ministers Begum Khaleda Zia and Sheikh Hasina were sent to jail because of its charge sheet.

Outcomes of Corruption: Corruption has a terrible influence on all the parts of a society. Most of the government and administrative bodies become unproductive and futile due to the large scale practice of corruption. Education, trade and commerce, economy, politics and all other sectors of a state become perverted and stagnant because of corruption. Corruption leads the country to anarchism. Law and order situation deteriorates for corruption. Difference between the poor and the rich widens day by day.

How ACC works: ACC first sends letters to the corrupted officers in order to submit their documents of all income sources to the commission. After submitting this, the members of the commission investigate into it. If they find any discrepancy, they give charge sheet against the alleged officers.

Ways to lessen corruption: The Anti-corruption Commission has a set of ways to lessen the corruption across the country which are as follows:

- Evaluate the merit but discourage the sycophancy;
- Limit the prevalence of bribery in business;
- Cope with corruption for longer period;
- Keep the government officials out of corruption and take them under the law;
- Uproot corruption in the field of health and education to ensure basic rights of people.

Criticism: Anti Corruption Commission was formed through an act in 2004, but is considered to be largely ineffective in investigating and preventing corruption because of governmental control over it To check the rampant corruption of Bangladesh, the need of an independent Anti-corruption commission is inevitable. That is why; the government, civil society organizations, general people, practitioners and development donor agencies have reached a consensus that the Anti-corruption commission should function independently to combat corruption. Actually to make our country corruption-free, every conscious citizen will have to come forward. The commission alone will not be able to stop corruption.

"The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything."

— Albert Einstein

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Cultural Heritage of Bangladesh

"We should feel empowered by where we came from and who we are, not hide it. It is important to acknowledge that everything we do affects our ancestors as much as they have affected us."

— **Lorin Morgan-Richards**

Bangladesh is a land of cultural beauty. Bangladesh has got the reputation of being at the crossroads of many cultures. The remains of glorious cities and monuments left behind in many parts of the country by the disappearing dynasties of rulers still bear testimony to the richness of its cultural heritage. Bangladesh has always been known as a land full of nature's bounties as evident from the vast expanses of its lush crop fields, borderland hills thickly covered with virgin forests and innumerable rivers and their tributaries, marking it the world's largest delta. Ancient chronicler's virgin forests and innumerable rivers and their tributaries, marking it the world's largest delta. Ancient chronicler have described it as **"a land of emerald and silver", "a garden fit for kings", or as "a paradise among countries"**. It is no wonder then that this country has always attracted settler, traders, and conquerors who turned the land into a vast melting pot of diverse races and cultures.

1. **Arena of Culture:** The culture of Bangladesh refers to the way of life of the people of Bangladesh. It has evolved over the centuries and encompasses the cultural diversity of several social groups of Bangladesh. The Bengal Renaissance of the 19th and early 20th Centuries, noted Bengali writers, saints, authors, scientists, researchers, thinkers, music composers. Painters and film-makers have played a significant role in the development of Bengali culture. The Bengal Renaissance contained the seeds of a nascent political Indian nationalism and was the precursor in many ways to modern Indian artistic and cultural expression. The culture of Bangladesh is composite and over the centuries has assimilated influences of Islam, Hinduism, Buddhism and Christianity.

2. **Music, Dance and Dram:** The music and dance styles of Bangladesh may be divided into three categories:
   - Classical
   - Folk and
   - Modern

   Bangladesh was once part of Pakistan and it was called East Pakistan. The classical style has been influenced by other prevalent classical forms of music and dances of the Indian subcontinent and accordingly, show some influenced dance forms like Bharatnatyam and Kathak.

   Several dancing styles in vogue in the northeastern part of the Indian subcontinent, like Manipuri and Saotali dances are practiced but Bangladesh has developed its own district dancing styles. Bangladesh has a rich tradition of folk songs, with lyrics rooted in vibrant tradition and spirituality, mysticism and devotion. Such folk songs revolve around other themes, including love. The most prevalent folk songs and music traditions include Bhatiali, Baul, Marfati, Murshidi and Bhawaiya. Lyricists like Lalon Shah., Hason Raja, Kangal Harinath, Romesh Shill, Abbas Uddin, and many unknown anonymous lyricists have enriched the tradition of folk songs of Bangladesh.

   In a relatively modern context, Robindro Shongit and Nazrul Giti from Precious cultural heritage of Bangladesh. Recently, western influences have given rise to quality rock bands, particularly in urban centers like Dhaka. Several musical instruments, some of them indigenous, are used in Bangladesh, and major musical instruments used are the bamboo flute *(bashi)*, drums *(tabla, dhol)*, a single stringed instrument named **Ektara**, a four-stringed instrument called *dotara*, and a pair of metal bawls used for rhythm effect called *mandira*, are important in the culture of Bangladesh. Currently, musical instruments of western origin like guitars, drums and the saxophone are used, sometimes along with traditional instruments (Muajj).

Scan Credit: Job Ninja

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

3. **Media and Cinema:** The Bangladeshi press is diverse, outspoken and privately owned. Over 200 newspapers are published in the country. Bangladesh Betar is the state-run radio service. The British Broadcasting Corporation operated the popular BBC Bangla news and current affairs service. Bengali broadcast from Voice of America are also very popular. Bangladesh Television (BTV) is the state-owned television network. There more than 20 privately owned television networks, including several news channels. Freedom of the media remains a major concern, due to government attempts at censorship and harassment of journalists.

The cinema of Bangladesh dates back to 1898, when films began screening at the Crown Theatre in Dacca. The first bioscope in the subcontinent was established in Dacca that year. The Dhaka Nawab Family patronized the production of several silent films in the 1920s. In 1931, the East Bengla cinematograph Society released the first full-length feature film in Bangladesh, titled the Last Kiss. The first feature film in East Pakista, *Mukh O Mukhosh,* was released in 1956. During the 1960s, 25-30 films were produced annually in Dacca, by the 2000s, Bangladesh produced 80-100 films a year. While the Bangladeshi film industry has achieved limited commercial success; the country has produced notable independent film makers. Zahir Raihan was a prominent documentary-maker who was assassinated in 1971. The late Tareque Masud is regarded as one of Bangladesh's outstanding directors due to his numerous productions on historical and social issues. Masud was honored by FIPRESCI at the Cannes Film Festival in 2002 for his film the Clay Bird. Tanvir Mokammel, Mostofa Sawar Farooki, Late Humayun Ahmed, Alamgir Kabir, Subhash Dutta and Chasi Nazrul Islam are other prominent directors of Bangladesh cinema.

4. **Festivals and Celebrations:** Festivals and celebrations are an integral part of the culture of Bangladesh. Muslim festivals of

- Eid-ul-Fitr
- Eid-ul-Adha
- Milad un Nabi
- Muharram
- Chand raat,
- Shah-e-Baraat
- Biswa Ijtema

Hindu Festival of–

- Durga Puja
- Janmashtamir

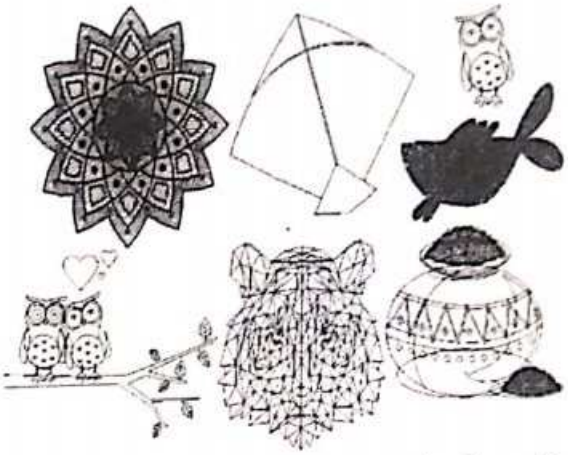
Buddhist Festival of Buddha Purnima Christian festival of Christmas and secular festivals like **Pahela Boishakh**, Language Movement Day, Independence Day, Rabinadra Jayanit, Nazrul Jayanti witness widespread celebrations and are national holidays in Bangladesh.

5. **Eid-ul-Fitr:** As the most important religious festival for the majority of Muslims, the celebration of Eid-ul-Fitr has become a part of the culture of Bangladesh. The government of Bangladesh declares the holiday for three days on Eid-ul-Fitr. But practically, all schools, colleges and offices remain closed for a week. This is the happiest time of the year for most of the people in Bangladesh. All outgoing public transport from the major cities have become highly crowded and in many cases the fares tend to rise in spite of government restrictions. On Eid day, the Eid prayers are held all over the country, in open areas like fields, Eidgahs or inside mosques. After The Eid prayers, people return home, visit each other's home and eat sweet dishes called *Shirini, Sheer Khurma* and other delicacies like biryani, korma, haleem, kabab etc. throughout the day people embrace each other and exchange greetings. It is also customary for junior members of the society to touch the feet of the seniors and seniors returning blessings (sometimes with a small sum of moony as a gif).

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

6. **Eid-ul-Adha:** Eid-ul-Adha is the second most important religious festival. The celebration of this festival similar to Eid-ul-Fitr in many ways. The only big difference is the *Kurbani* or sacrifice of domestic animals. Numerous temporary market places of different sizes called hat operate in the big cities for sale of Qurbani animals (Usually cows, goats and sheep). In the morning on the Eid day, immediately after the prayer, affluent people thank God for the animal and then sacrifice it. Less affluent people also take part in the festivity by visiting houses of the affluent who are taking part in Kurbani. After the Kurbani, a large portion of the meat is given to the poor people and to the relatives and neighbors. Although the religious doctrine allows the sacrifice anytime over a period of three days string from the Eid day, most people prefer to perform the ritual on the first day of Eid.

7. **Pahela Boishakh:** Pahela Boishakh is the first day of the Bengali calendar. It is usually celebrated on 14 April. Pahela Boishakh marks the start day of the crop season. Usually on Pahela Boishakh, the home is thoroughly scrubbed and cleaned; people bathe early in the morning and dress in fine clothes. They spend much of the day visiting relatives, friends and neighbors and going to the fair. Fairs are arranged in many parts of the country where various agricultural products, traditional handcrafts, toys, cosmetics and well as various kinds of food and sweets are sold. The fairs also provide entertainment, with singers, dancers and traditional plays and songs. Horse races, bull races, bull-fights, cock-fights, flaying pigeons and boat racing were once popular. All gatherings and fairs consist a wide spread of Bengali food and sweets. The most colorful New Year's Day festival takes place in Dhaka. Large numbers of people gather early in the morning under the banyan tree at Ramna Park where *Chhayanat* artists open the day with Rabindranath Tagore's famous song, **"Esho, he Boishakh, Esho esho (come, year, come, come)"** A similar ceremony welcoming the New Year is also held at the Institute of Fine Arts (Dhaka) and University of Dhaka. Students and teachers of the institute take out a colorful programes. Newspapers bring out special supplements. There are also special programmes on radio and television. Prior to this day, special discounts on clothes, furniture, electronics and various deals and shopping discounts are available. Special line of saree, usually cotton, white sarees with red print and embroidery is sold before this day as everyone dresses up for this day. Jasmine and marigold flowers are also a huge sale for this event which adorns the women's hair.



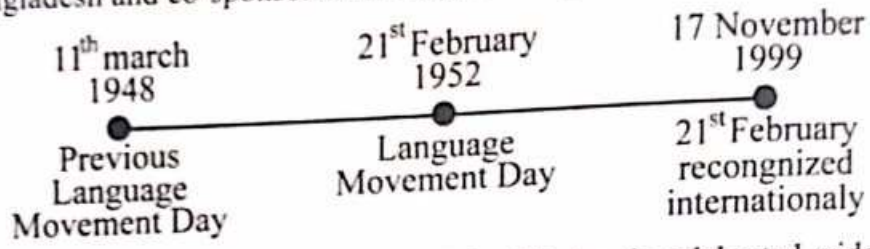
8. **Language Day:** In 1952, the emerging middle classes of East Bengal underwent an uprising known later as the Bangla Language Movement. Bangladeshis (then East Pakistanis) were initially agitated by a decision by the Central Pakistan Government to establish Urdu, a minority language spoken only by the supposed elite class of West Pakistan, as the sole national language for all of Pakistan. The situation was worsened by an open declaration that **"Urdu and only Urdu will be the national language of Pakistan"** by the governor, Khawaja Nazimuddin.

Cultural Discrimination	
Language	**Population (%)**
Bangla	56.40%
Panjabi	28.55%
Urdu	3.27%

[Source: "মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস"– Dr. Mahfuzur Rahman]

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

Police declared Section 144 which banned any sort of meeting. Defying this, the students of University of Dhaka and Dhaka Medical College and other political activists started a procession on 21 February 1952. Near the current Dhaka Medical college Hospital, police fired on the protesters and numerous people, including Abdus Salam, Rafiq Uddin Ahmed, Sofiur Rahman, Abul Barkat and Abdul Jabbar Died. The movement spread to the whole of East Pakistan and the whole province came to a standstill. Afterwards, the Government of Pakistan relented and gave Bengali equal status as a national language. This movement is thought to have sown the seeds for the independence movement which resulted in the liberation of Bangladesh in 1971. To commemorate this movement, Shaheed Minar, a solemn and symbolic sculpture, was erected in the place of the massacre. The day is revered in Bangladesh and to a somewhat lesser extent in West Bengal as the Martyr's Day. This day is the public holiday in Bangladesh. UNESCO decided to observe 21st February as International Mother Language Day. The UNESCO General Conference took a decision to that took effect on 17 November 1999 when it unanimously adopted a draft resolution submitted by Bangladesh and co-sponsored and supported by 28 other countries.



9. **Durga Puja:** Durga Puja, Largest religious festival for Hindus, is celebrated widely across Bangladesh. Thousands of pandals (mandaps) are set up in various villages, towns and cities. durga Puja is a grand cultural celebration in the capital city of Dhaka. Major Pujas of Dhaka are held in numerous pandals but the biggest celebration takes place at dhakeswari Temple wher several thousand devotees and onlookers stream through the premises for four days. Special boat race on Buriganga River is arranged and it attracts a large crowd. A five-day holiday is observed by all educational institutions, while Bijoya Dashami is a public holiday. On Bijoya Dashami, effigies are paraded through the streets of Shankhari Bazar in Old Dhaka in loud, colorful processions before being immersed into the rivers. Thousands of Muslims take part in the secular part of festivities in celebration of Bengali solidarity and culture.

10. **Architecture and Heritage:** Bangladesh has appealing architecture from historic treasures to contemporary landmarks. It has evolved over centuries and assimilated influences from social, religious and exotic communities. Bangladesh has many architectural relics and monuments dating back thousands of years.
    - 1752 kantajew Temple-prominent Hindu architecture of Bangladesh.
    - Lalbagh Fort-a-Mughal architecture of Bangladesh.
    - Ahasan Manzil in Dhaka-Indo-Saracen Revival architecture of Bangladesh.
    - Jatiyo Sangsad Bhaban- the house of the parliament of Bangladesh.

11. **World Heritage Sites:**

Table: List of world Heritage Sites in Bangladesh

Site	Location	Criteria	Year
Historic Mosque City of Bagerhat	Bagerhat District, Khulna Division	Cultural	1985
Ruins of the Buddhist Vihara at Paharpur	Naogaon District, Rajshai Division	Cultural	1985
The Sundarbans	Khulna Division	Natural	1997

Table: Lists of UNESCO Intangible Cultural Heritage Lists

Heritage Name	Year Inscribed
Baul songs	2008
Traditional art of Jamdani weaving	2013
Mangal Shobhajatra on Pahela Baishakh	2016
Traditional art of Shital Pati weaving of Sylhet	2017

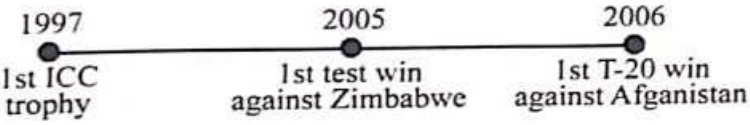
Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

12. **Memory of the world Register:** 7th March Speech of Bangabandhu

13. **Geographical Indicative Products:** The GI indication of goods acts as the "claim to fame" for a state. Bangladesh made the GI law - the Geographical Indicative Products (Registration and Protection) Act - in 2013. A GI policy was made in line with the law after another two years. The DPDT registered Jamdani saree as the first GI product of Bangladesh in 2016. Hilsa, a fish popular for its taste and flavor, received the recognition in 2017.

GI Products	Year Inscribed
Jamdai	2016
Hilsha Fish	2017
Khirshapati Mango	2019

14. **Sports:** Cricket is the most popular sport in Bangladesh, followed by football. Kabaddi is the national sport in Bangladesh. Cricket is a game which has massive and passionate following in Bangladesh. Bangladesh has joined the elite group of countries eligible to play Test Cricket since 2000. The Bangladesh national cricket team goes by the nickname of the Tigers– after the royal Bengal tiger. The People of Bangladesh enjoy watching live spots. Whenever there is a cricket of football match between popular local teams or international teams in any local stadium significant number of spectators gather to watch the match live. The people also celebrate major victories of the national teams with great enthusiasm for the live game. Victory processions are the most common element in such celebrations. A former Prime Minister even made an appearance after an International one day 2007, football legend Zinedine Zidane paid a visit to local teams and various events thanks to the invite of Nobel Peace Prize winner Dr. Muhammad Younus. Some traditional sports of Bangladesh include Nouka Baich, Kho Kho, Boli Khela and Lathi Khela etc.



15. **Religion:** Bangladesh is ethnically homogeneous, with Bengalis comprising 98% of the population. Bangladesh is a Muslim-majority country. Muslims constitute around 87% of the population in Bangladesh while Hindus and Buddhists are the most significant minorities of the country. Christians, Sikhs and atheists form a very minuscule part of the population. The government has declared National Holidays on all important religious festivals of the four major religions. Eid-ul-Fitr, Durga Puja, Christmas and Buddha Purnima are celebrated with enthusiasm in Bangladesh. All of these form an integral part of the cultural heritage of Bangladesh. People form several tribal communities like Chakma, Garo, Khasi, Jaintia, Marma, Santhal, Manipuri, Tripuri, tanchangya, Mru, Mandi, Kuki, Bawm, Oraon, Khinang, Chak, Dhanuk, Munda, Rohingya also have their own respective festivals, Apart from these religious and tribal celebrations there are also several secular festivals, Pahela Boishakh is the biggest cultural event among all the festivals in Bangladesh. Bangladesh also observes 21st February as Shaheed Dibas, 26 March as Independence Day and 16 December as Victory Day.

16. **Cuisine:** Bangladesh is famous for its distictive culinary tradition, delicious food, snacks, and savories, Steamed rice constitutes the staple food, and is saved with a variety of vegetables, fried as well curry, thick lentil soups, egg, fish and meat preparations of chicken, mutton, beef, duck, Sweetmeats of Bangladesh are mostly milk based and consist of several delights including rasgulla, shondesh, rasmalai, gulab jam, kala jam and chom-chom. Several other sweet preparations are also available, Benglai cuisine is rich and varied with the use of many specialized spices and flavors. Fish is the dominant source of protein, cultivated in ponds and fished with nets in the fresh-water Rivers of the Ganges delta. More than 40 types of mostly freshwater fish are common, including carp, varieties like rui (rohu), katal, magur (catfish), chingri (prawn or shrimp), as well as shutki machh (dried sea fish) are popular. Salt water fish Ilish is very popular among Bengalis, can be called an icon of Bengali cuisine.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

17. **Clothes:** Bangladeshi people have unique dress preferences. Bangladeshi men traditionally wear Panjabi on religious and cultural occasions. Bangladeshi men wear lungi as casual wear (in rural areas) and shirt, pant or suits on formal occasions. Shari is the main and traditional dress of Bangladeshi women also and some young female also wear Salwar kameez. In urban areas, women can also be seen wearing Western clothes. The women also have a different preference to which types of Sharee or any other popular dress like Salwar kameez they would like to wear. Whether it may be silk sharis, georgette sharis, or designer Sharis, each particular fabric contributes to representing the culture overall. Weaving the fabric for these dresses is a traditional art in Bangladesh.

18. **Positive impact of Globalization on our Culture:** Due to Globalization, Westernization is spreading out all over the world. Westernization has been placed in different countries because of globalization of needless to say, it has had an implant on the Bangladesh way of life. It has out-rooted the traditional Bengali culture and the rate at which westernization is happening to Bangladesh is surprising. Regional languages are on the process of redefined. In many ways instating of regional language people have been used to English especially in urban areas youngsters. It had started get fixing with western clothing, western languages, western mannerisms and everything else westernized. Besides, the festival of Pahela Baishak, people is now celebrating like other western cultural festivals especially in young group such as:

- Valentine's Day.
- Friendship Day.
- Mother's Day.
- Father's Day.
- And other International celebrations.

19. **Negative impact of Globalization on our culture:** At the side of the positive, Bangladeshi people are involving day by day with negative activities which our own culture because of following western culture. However on matter have occurred by this way, what people are doing in our society.

With Globalization and westernization of our culture, Bangladesh now has access to things like adult movies, pornographic material, sex toys and other sexual content form all around the world especially in young group of people. Bangladeshi's population has been corrupted thanks by easy access which has been brought about by westernization. In fact, this has gone to such limits that now pornographic material is even made in Bangladesh also. These perverted habits have raised a population who sometimes are so full of hunger for that they choice to rape. It is a fact that rape cases have risen since the spread of globalization. So that, western dress is another factor that creates an imbalance in our society especially for woman group (whenever girls wear a shirt, t-shirt, and pant in our society, due to feel or sensation of comfortable) which does not permit within our culture as majority of Muslim nationality.

Everything has its own negative and positive sides. Globalization has it's too. Because of globalization western culture has affected our culture to a great extent. Western culture is not a curse to our society but it can bring a slot of negative effects. We must understand that the young generations are the future face of your country. So, it is necessary to enlighten them about our own cultural values which will make our nation proud. Without having own cultural values a nation becomes rootless.

References:

1. Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh.
2. Asiatic Society of Bangladesh.
3. Ministry of Cultural Affairs.
4. UNESCO Website (en.unesco.org)

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

বাংলাদেশে খেলাপি ঋণের সংকট (Non-performing Loan-NPL Crisis in Bangladesh)

"A nonperforming loan (NPL) is one in which payments of either interest or principal have not been made for a set number of days, for whatever reason."

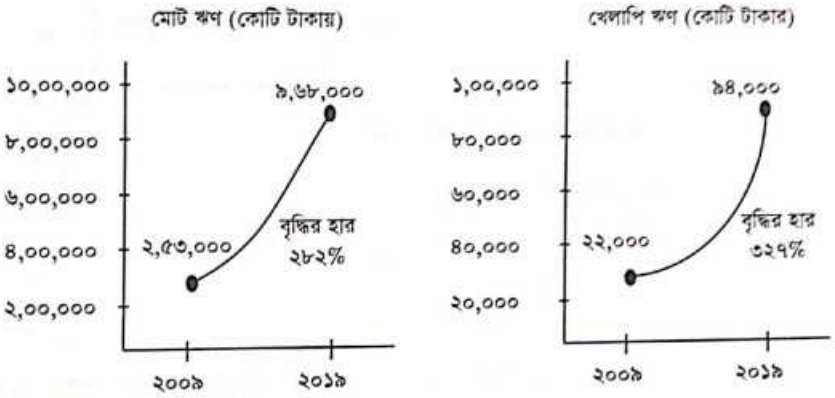
— International Money Fund (IMF)

ফেলেছারি, জালিয়াতি, হলমার্ক, বেসিক ব্যাংক, ফারমার্স ব্যাংক, খেলাপি ঋণ এরকম বেশ কিছু শব্দ ও নামের সাথে কম বেশি হয়ত অনেকেই পরিচিত। এর কবলে পড়ে বাংলাদেশের ব্যাংক খাত গত কয়েক বছর ধরে চরম সংকটে রয়েছে।

বাংলাদেশে খেলাপি ঋণের সংকট: আমাদের বর্তমান ব্যাংকিং সংস্কৃতিতে কয়েকটি প্রবণতা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। মুনাফা বৃদ্ধি করার তীব্র প্রতিযোগিতায় ব্যাংকগুলো পূর্বাপর বিবেচনা এবং প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত প্রয়োজন নিরূপণ না করে কেবল ঋণ বৃদ্ধির জন্য যে হারে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ঋণ বিতরণ করে আসছে, সেটিই খেলাপি ঋণ বৃদ্ধির প্রধান কারণ। অবাধ ঋণ লাভের সুযোগ নিয়ে বহু প্রতিষ্ঠান ঋণের অর্থ ভিন্ন খাতে সরিয়ে ফেলে হারিয়ে ফেলেছে পরিশোধের ক্ষমতা।

সাল	খেলাপি ঋণ (টাকা)
২০০৯	২২,১২৪ কোটি
২০১১	২২,৬৪৪ কোটি
২০১৩	৪০,৫৮৩ কোটি
২০১৫	৫১,৩৭১ কোটি
২০১৭	৭৪,৩০৩ কোটি
২০১৯	৯৪,৪২৫ কোটি

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক



সাল	মোট ঋণ	খেলাপি ঋণের পরিমাণ	বৃদ্ধির হার
২০০৯	২ লাখ ৫৩ হাজার কোটি টাকা	২২,১২৪ কোটি টাকা	যেখানে ঋণ বৃদ্ধির হার ২৮২%, সেখানে খেলাপি ঋণ বৃদ্ধির হার ৩২৭%
২০১৯	৯ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকা	৯৪,৪২৫ কোটি টাকা	

২০০৯ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত মোট খেলাপি ঋণ ২২ হাজার কোটি টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, পরের বছরেই তা প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে ৪৩ হাজার কোটিতে উন্নীত হয়। ২০১২ সালে ঋণ পুনঃতফসিলীকরণের জন্য বিশেষ ছাড় দেওয়ার কারণে ২০১৩ সালে খেলাপি ঋণ ৪০ হাজার কোটিতে নেমে এসেছিল, তার পরের বছর থেকে বাড়তে বাড়তে ২০১৮ সালে দেখা যায়, অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ ১ লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে।

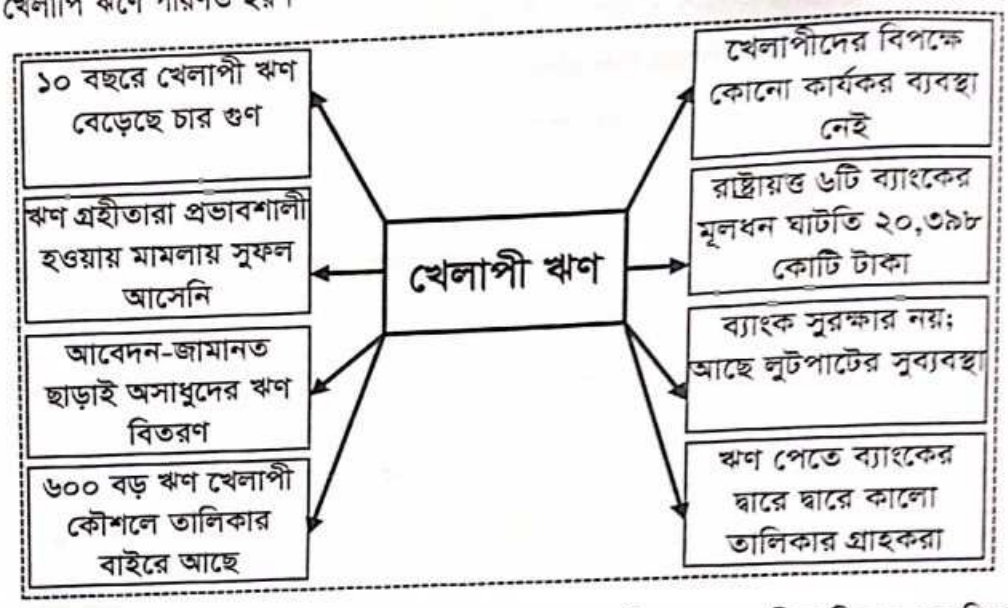
খেলাপি ঋণ সৃষ্টির কারণসমূহ:

- ✓ ব্যাংকগুলোর অদক্ষ ব্যবস্থাপনা, বাচবিচারহীনভাবে ঋণ প্রদান এবং কর্তৃপক্ষের চাপিয়ে দেয়া অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের টার্গেট খেলাপি ঋণ সৃষ্টির জন্য অনেকাংশে দায়ী।
- ✓ আবার দেখা যায় একজন গ্রাহক তার গ্রহণকৃত ঋণ থেকে বিরাট একটি অংশ অন্য কাজে যেমন জমি কেনা, দামি গাড়ি কেনা এবং বিলাসবহুল বাড়ি তৈরির জন্য ব্যয় করে। ফলে প্রয়োজনীয় এবং পুরোপুরি অর্থ যথাযথভাবে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ব্যয় না হওয়ার কারণে উক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান যথাসময়ে উৎপাদনে যেতে পারে না। ফলে ঐ শিল্প দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ঋণগ্রহীতা যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ করতে পারে না। এ অবস্থায় খেলাপি ঋণের সৃষ্টি হয়।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

✓ প্রয়োজনের তুলনায় কম ঋণ প্রদান ও অনেকক্ষেত্রে খেলাপি ঋণ সৃষ্টি করে। কারণ পরিমাণমত ঋণ না পাওয়ায় গ্রাহক প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করতে পারেন না। ফলে আয় হয় না এবং গ্রাহক ব্যাংকের ঋণ শোধ করতে পারেন না। ফলে এখানেও খেলাপি ঋণের সৃষ্টি হয়।

✓ ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতা ও ব্যাংকের পরিচালকদের প্রভাবও খেলাপি ঋণ সৃষ্টির জন্য অনেক সময় দায়ী। সরকারি ব্যাংকগুলোতে সিবিএ এবং রাজনৈতিক দলের নেতারা ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রভাব সৃষ্টি করেন। আর বেসরকারি ব্যাংকগুলোতে সিবিএ এবং রাজনৈতিক প্রভাব না থাকলেও এখানে প্রভাব বিস্তার করেন ব্যাংকের প্রভাবশালী পরিচালকরা। ফলে অনেক যথাযথ প্রতিষ্ঠানের পেছনে ঋণ প্রদান না করে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের পেছনে ঋণ প্রদান করা হয়। এসব ঋণ সময়ের ব্যবধানে খেলাপি ঋণে পরিণত হয়।



✓ ব্যাংক কর্তৃপক্ষের চাপিয়ে দেয়া অত্যাধিক মুনাফা অর্জনের টার্গেট এবং মুনাফা অর্জনের অসম প্রতিযোগিতাও খেলাপি ঋণ সৃষ্টির জন্য দায়ী।

✓ খরা, বন্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ব্যবসায়ীরা যখন ক্ষতিগ্রস্ত হন, তখনও তার প্রভাবে খেলাপি ঋণের সৃষ্টি হয়।

✓ ঋণ খেলাপিদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের জন্য পর্যাপ্ত আইন নেই। অর্থাৎ আইনের আশ্রয় নিয়ে খেলাপি ঋণ আদায় করাটা কষ্টকর। এ অবস্থায় ব্যাংকের পক্ষ থেকে ব্যাংক কর্মকর্তা খেলাপি ঋণ আদায়ের জন্য প্রচণ্ড চাপে থাকেন। একই সাথে ব্যাংক কর্মকর্তাকে ঋণ গ্রহীতার প্রভাবকে মোকাবেলা করতে হয়, যা আরো কষ্টকর।

✓ খেলাপি ঋণ আদায়ের জন্য সরকার অর্থঋণ আদালত গঠন করলেও তা খেলাপি ঋণ আদায়ে খুব বেশি গতি আনতে পারেনি। মামলা বেশি হওয়ার কারণে এখানেও জট লেগে আছে। তাছাড়া অর্থঋণ আদালতের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

✓ নিলামের মাধ্যমে বন্ধকীকৃত সম্পদ বিক্রি করাও অনেক সময় সম্ভব হয় না। বন্ধকিকৃত সম্পত্তি বিক্রির জন্য ব্যাংকের পক্ষ থেকে নিলাম আহ্বান করা হলেও, তা অধিকারে যেতে পারবে না মনে করে ক্রেতারা কিনতে কম আগ্রহ দেখান। কোনো ক্রেতা আগ্রহী হলেও তিনি ঐ সম্পত্তির জন্য অপেক্ষাকৃত কম মূল্য দিতে চান। ফলে খেলাপি ঋণ যথাযথভাবে আদায় করাটা সম্ভব হয় না আর এর পরিমাণ কেবল বাড়তেই থাকে।

ঋণ খেলাপিতে ব্যাংকের দুর্বলতা: ঋণ খেলাপের জন্য ব্যাংকের দায়দায়িত্বও উপেক্ষা করার উপায় নেই। সেগুলো এ রকম হতে পারে:

✓ ঋণগ্রহীতা নির্বাচনে ভুল সিদ্ধান্ত,

✓ গ্রহীতার দেওয়া বিবিধ তথ্যের সত্যতা যাচাই না করে ঋণ অনুমোদন করা,

✓ গ্রাহকের প্রয়োজন নিরূপণ না করে শুধু প্রতিষ্ঠানের সুনামের ওপর ভিত্তি করে প্রয়োজনাতিরিক্ত ঋণ দেওয়া,

✓ জামানত হিসেবে দেওয়া সম্পত্তির দলিলপত্রের সত্যতা ও মালিকানা সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে বন্ধক গ্রহণ করা,

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

✓ বিতরণকৃত ঋণের অর্থের সঠিক ব্যবহারের ওপর নজরদারি না রাখা এবং

✓ ঋণদানে অযোগ্য গ্রাহকের সঙ্গে ব্যাংককর্মীর অশুভ আঁতাত।

ঋণের একটি বড় অংশে খেলাপি হয়ে গেলে সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। যেমন-

✓ গ্রাহক ন্যায্য মুনাফা থেকে বঞ্চিত হয়;

✓ ব্যাংকগুলো মূলধন ঘাটতিতে পড়ে;

✓ প্রভিশনিংয়ের ফলে মুনাফা কমে যায়;

✓ ঋণগ্রহীতার ঋণ দ্রুত ক্লাসিফায়েড ঋণে পরিণত হয়;

✓ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের উপর চাপ বাড়ে এবং অনেক সময় তাদের ইনসেন্টিভ বোনাস প্রদানের ক্ষেত্রে কাটছাট করা হয়।

✓ রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ঋণগ্রহীতা যথাযথভাবে ব্যবসা পরিচালনা করতে না পারায় কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জনে ব্যর্থ হয়। তাই ঋণ পরিশোধে ঋণগ্রহীতা ব্যর্থ হয়ে ঋণখেলাপিতে পরিণত হয়;

✓ ঋণের বিপরীতে বন্ধক রাখা সম্পদ নিলামে বিক্রি করা কঠিন হয়ে পড়ে।

ব্যাংকিং খাতে ঋণ খেলাপির সংখ্যা কমিয়ে আনার উপায়সমূহ নিম্নরূপ:

✓ ঋণ খেলাপি হলে তার এসেট নিলামের জন্য একটা কেন্দ্রীয় অকশন হাউজ খুলতে পারে বাংলাদেশ ব্যাংক।

✓ ঋণগ্রহীতার ব্যবসায়িক পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে যৌক্তিকভাবে প্রয়োজনীয় ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ করা।

✓ গৃহীত ঋণের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য গ্রহীতার ওপর নিবিড় নজরদারি রাখা।

✓ খেলাপি ঋণ গ্রহীতাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পুনরায় ঋণ গ্রহণের সক্ষমতা অর্জন না করা পর্যন্ত কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেয়া হতে বিরত রাখা।

✓ অনুমোদিত লোন অডিটে স্ট্যান্ডার্ড পয়েন্ট রেটিং চালু করা যা ব্যাংকগুলোর লোন দেবার স্বচ্ছতাকে প্রকাশ করবে।

✓ বড় অংকের লোনের ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে অর্থ দেয়া এবং নির্দিষ্ট সময়ে ডাউন পেমেন্ট না করতে পারায় অর্থ সরবরাহ বন্ধ করা এবং এসেট নিলামে তোলার প্রক্রিয়া শুরু করা।

✓ ঋণের বিপরীতে যেসব সম্পত্তি বন্ধক নেয়া হয় সেগুলো ভালভাবে তদন্ত করতে হবে সঠিক আছে কিনা।

✓ প্রায় সব লোনের বিপরীতেই সহায়ক জামানত হিসেবে জমিজমা থাকে। রেজিস্টার্ড মর্টগ্যাজের পাশাপাশি RIGPA করা স্বত্ত্বেও অর্থ ঋণ আদালত মামলায় নিষ্পত্তি হতে অনেক সময় লাগে। কম সময়ের মধ্যে এইসব মামলা নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে হবে।

✓ টাস্কফোর্স গঠন করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, জড়িত ব্যাংক কর্মকর্তাদের চাকরিচ্যুত করার ব্যবস্থা করা।

✓ খেলাপি ঋণ শাস্তিদান, সম্পদ বাজেয়াপ্ত ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

✓ ব্যাংক প্রতিষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।

✓ বাসেল আইনের (Basel convention- I, II, III) প্রতিষ্ঠা করা।

✓ রাজনৈতিক ঋণ লাভ থেকে ব্যাংকগুলোকে মুক্ত করতে হবে।

✓ কিছু সুদ মওকুফ করে ঋণ আদায়ের চেষ্টা করা।

✓ অর্থঋণ আদালতে মামলা করে খেলাপী ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করা।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতে সুশাসন চর্চা অতি গুরুত্বপূর্ণ। ঋণ প্রদান, পর্যবেক্ষণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ভাল গ্রাহক সেবা, পর্যাপ্ত অটোমেশন, স্বচ্ছতা এবং স্টেকহোল্ডারদের সম্পদ ও মান বৃদ্ধি অর্জন করার জন্য ব্যাংকের ঋণ নীতিমালায় সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

মুদ্রানীতি

"মুদ্রানীতি হতে হবে তথ্যনির্ভর, অর্থের আদান-প্রদানের সুসম্পর্কিত বিবরণী এবং সর্বোপরি এটাই নিশ্চিত করবে যে, এই নীতি মুদ্রাস্ফীতির অস্থিরতাবর্জিত।"

— গীতা গোপিনাথ (প্রধান অর্থনীতিবিদ, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল)

মুদ্রানীতি হল একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য দেশের আর্থিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত নীতি যা দেশের অর্থনীতিতে অর্থ সরবরাহ নিশ্চিত ও নিয়ন্ত্রণ করে। মুদ্রানীতি দেশের মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে সুদের হার এবং অর্থ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে। একটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা স্বাধীন কোন প্রতিষ্ঠান আর্থিক কর্তৃপক্ষ হিসেবে মুদ্রানীতি প্রণয়ন করে। যেমন বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশের এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক ভারতের আর্থিক কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকে। দেশের সরকারের পক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও পরিচালনা করে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সামষ্টিক, অভ্যন্তরীণ এবং বৈশ্বিক অর্থনীতির অবস্থা বিবেচনা করে এবং বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে ভবিষ্যৎ অর্থনীতির অবস্থা অনুমান করে মুদ্রানীতি প্রণয়ন করে থাকে।

মোটামুটিভাবে প্রায়োগিক দিকসমূহ বিবেচনায় মুদ্রানীতি অন্য তিনটি নীতির উপর নির্ভর করে:

(ক) রাজস্বনীতি (Fiscal policy),
(খ) লেনদেন ভারসাম্যনীতি (Balance of payment Policy) এবং
(গ) ব্যক্তিখাতে ঋণ সরবরাহনীতির (Private Sector Credit Policy) উপর।

দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনে মুদ্রানীতি এবং উল্লেখিত এই নীতিগুলোর মাঝে সমন্বয়ের প্রয়োজন পড়ে। আবার এই নীতিগুলো কেমন হবে, কেমন এদের মধ্যকার সমন্বয় হবে, তা নির্ভর করে দেশটি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কোনো অর্থনৈতিক বা অনার্থনৈতিক অভিঘাতের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে কিনা তার উপর। যদিও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের অনুমান অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থ বছরের প্রবৃদ্ধির চক্র প্রায় সব দেশেই সচল হবে। বিশ্বের গড় প্রবৃদ্ধি বাড়বে ৫ দশমিক ৪ শতাংশ। আর উদীয়মান ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে তা বেড়ে ৫ দশমিক ৯ শতাংশ হবে। এই অনুমানের পেছনেও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের শঙ্কা রয়েছে।

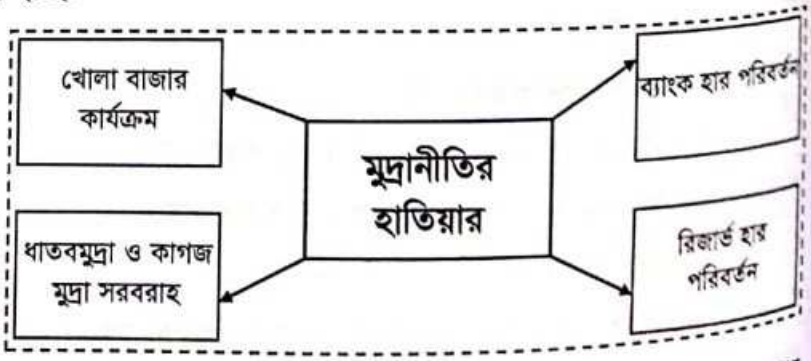
মুদ্রানীতির মূল দুইটি লক্ষ্য হচ্ছে:

(ক) নির্দিষ্ট সিলিং এর ভেতর মূল্যস্ফীতি সীমিত রাখা এবং
(খ) প্রকৃত জিডিপির প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করা।

তাই, সাধারণভাবে মূল্যস্ফীতি, প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ও মুদ্রা চাহিদার প্রবৃদ্ধি নির্ধারণ করে কোন বছরে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের (Broad money) প্রবৃদ্ধি কতটা হবে। তাই, সাধারণভাবে বলা হয়- যেকোনও অর্থবছরে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের (Broad money) প্রবৃদ্ধি নমিনাল জিডিপির সমান হওয়াটাই কাঙ্খিত। এই নমিনাল জিডিপির প্রবৃদ্ধির সাথে মুদ্রা চাহিদার প্রবৃদ্ধি সমন্বিত হয়েও কখনও ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি নির্ধারণ করা হয়।

মুদ্রানীতির লক্ষ্যসমূহ: সকল দেশের মুদ্রানীতির লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এক নয়। মুদ্রানীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত তা মূলত দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। যেমন একটা উন্নত দেশের মুদ্রানীতি ও একটা অনুন্নত দেশের মুদ্রানীতি একরকম হবে না। তবে সাধারণত, প্রায় সকল দেশের মুদ্রানীতির প্রধান লক্ষ্যগুলো হচ্ছে:

- মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা;
- যুক্তিসঙ্গত মূল্য স্থিতিশীলতা;
- ব্যবসায় চক্র স্থিতিশীল রাখা;
- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তরান্বিত করা;
- বিনিময় হার স্থিতিশীলতা;
- সুদের হার নিয়ন্ত্রণ এবং
- বেকারত্ব হ্রাস করা।



দেশের আর্থিক কর্তৃপক্ষ বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক মূলত এই লক্ষ্য নিয়ে মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও পরিচালনা করে। যখন মূল্যস্ফীতি এবং সুদের হার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়, তখন বেকারত্ব হ্রাস পায় অর্থাৎ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। সেই সাথে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় থাকে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

মুদ্রানীতির কার্যকারিতা: বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতির আলোকে কর্মসূচি বাস্তবায়নে যে সকল নীতিগত পদক্ষেপ নিয়েছে তা হলো,

- উৎপাদনশীল বিনিয়োগে ব্যক্তিগত ঋণ বৃদ্ধির সুযোগ সুবিধা বাড়ানো;
- বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের জন্য তারল্য বৃদ্ধি নিশ্চিত করবে যাতে উৎপাদনশীল খাতের বিনিয়োগ বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত না হয়;
- বাংলাদেশ ব্যাংক সুদের হার মনিটর করবে যাতে এই হারের বৃদ্ধি একমাত্র এসএমই ছাড়া অন্য খাতে ৫ শতাংশের নিচে থাকে;
- ভবিষ্যৎ নতুন বহিঃখাতের সাথে লেনদেনে ভারসাম্য রক্ষার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক আমদানি চাহিদা যৌক্তিকরণ করবে;
- দেশের সঞ্চয় যাতে দরিদ্র বান্ধব হয়। সেই অনুযায়ী প্রবৃদ্ধি কৌশল বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ব্যাংক কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে
- বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির চেষ্টা করতে নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

মুদ্রানীতি ২০২০-২১

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতি অর্থ বছরে একবার মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও প্রকাশ করে। সর্বশেষ ২৯ জুলাই, ২০২০-২১ অর্থবছরের মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। সর্বশেষ মুদ্রানীতির আলোকে রেপো, রিভার্স রেপো এবং ব্যাংক রেটে নির্ধারিত সুদহার কমানো হয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে নির্ধারিত যে সুদহারে অর্থ সংগ্রহ করে, তাই হচ্ছে রেপো রেট এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গৃহীত ঋণের সুদহার নির্দেশ করে রিভার্স রেপো রেট।

বিষয়	পূর্বের হার	বর্তমান হার
রেপো হার	৫.২৫ শতাংশ	৪.৭৫ শতাংশে
রিভার্স রেপো হার	৪.৭৫ শতাংশ	৪.০০ শতাংশে
ব্যাংক হার	৫ শতাংশে	৪ শতাংশে

ব্যাংকগুলো যখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ধার করে, তখন তার সুদহার ঠিক হয় রেপোর মাধ্যমে। মুদ্রানীতিতে রেপোর হার ৫০ বেসিস পয়েন্ট কমিয়ে ৪ দশমিক ৭৫ শতাংশ করা হয়েছে। রিভার্স রেপোর মাধ্যমে ব্যাংকগুলো তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখে। এক্ষেত্রে সুদহার ৭৫ বেসিস পয়েন্ট কমিয়ে ৪ শতাংশ করা হয়েছে। রেপো বা রিভার্স রেপোর মাধ্যমে সাধারণত এক দিনের জন্য ধার করা বা জমা রাখা হয়। একে বলা হয় ব্যাংকিং খাতের নীতি উপাদান (পলিসি টুলস)। এর সুদ হারকে বলা হয় নীতি সুদ হার (পলিসি রেট)। এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজারে তারল্য ও বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করে। রেপোর সুদ কমলে ব্যাংকগুলো কম খরচে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে তহবিল পাবে। তাতে তারা কম সুদে ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের ঋণ দিতে পারবে। অন্যদিকে রিভার্স রেপোর সুদ হার কমানোর অর্থ হলো, ব্যাংকগুলোকে চাপ দেওয়া, যাতে তারা কেন্দ্রীয় ব্যাংকে টাকা ফেলে রেখে মুনাফা না তুলে ব্যবসা ও উদ্যোগে বিনিয়োগ বাড়ায়। উল্লেখ্য যে, বাণিজ্যিক ব্যাংকের নির্ধারিত সুদহার দেশে ১৭ বছর পর পরিবর্তন করা হলো। এর আগে সর্বশেষ পরিবর্তন করা হয়েছিল ২০০৩ সালে।

মুদ্রানীতি বিবৃতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ২০২১ অর্থবছরে ভোক্তাপর্যায়ে ৫.০৪ থেকে ৫.৯৩ শতাংশ পর্যন্ত মূল্যস্ফীতির অনুমান করছে। ২০২২ অর্থবছরে ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যস্ফীতি ৫.০০ থেকে ৫.৯৪ শতাংশ পর্যন্ত হওয়ার আভাস দিয়েছে দেশের শীর্ষ আর্থিক খাত নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানটি। তবে বেসরকারিতে ঋণ প্রবৃদ্ধির সীমা পূর্ববর্তী লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে ১৪.৮ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। গত মুদ্রানীতিতেও (২০১৯-২০) বেসরকারি খাতের ঋণপ্রবাহের প্রবৃদ্ধি ১৪ দশমিক ৮ শতাংশ ধরা হয়েছিল। কিন্তু, মহামারির ধাক্কায় এই প্রবৃদ্ধি ও যাবতকালের সর্বনিম্ন: ৮ দশমিক ৬১ শতাংশে পর্যায়ে নেমে এসেছে। অবশ্য সরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ৪৪.৪%। তবে গত অর্থ বছরে এক লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও অর্জন হয়েছে মাত্র ৮.৬০%- যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক কম।

মুদ্রানীতি ২০২০-২১ এর মূলসার:

- বাণিজ্যিক ব্যাংকের নির্ধারিত সুদহার ১৭ বছর পর পরিবর্তন করা হলো যা সর্বশেষ ২০০৩ সালে পরিবর্তন করা হয়েছে।
- একই সাথে সুদহার ৫% থেকে নামিয়ে ৪% এ নিয়ে আসা যায়।
- উল্লেখযোগ্য মূল্যস্ফীতির চাপ সৃষ্টি করবে না বলেই জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।
- মূল্যস্ফীতির অনুমান:

  ২০২১ → [৫.০৪ → ৫.৯৩]

  ২০২২ → [৫.০০ → ৫.৯৪]
- বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির সীমা:

  (২০১৯-২০) → ১৪.৮০

  (২০২০-২১) → ১৪.৮০

এবারের মুদ্রানীতির মূল লক্ষ্য কোভিড-১৯ মহামারীর প্রতিকূলতা থেকে অর্থনীতির পুনরুদ্ধার এবং অর্থনীতির উৎপাদন ক্ষমতা পুনর্বহালের পাশাপাশি জনগণের সাধারণ জীবিকা পুনরুদ্ধারসহ পর্যাপ্ত স্থিতিশীলতা এবং মান সম্মত প্রবৃদ্ধির দ্বৈত লক্ষ্য বজায় রাখা। দেশের আর্থিক কর্তৃপক্ষ বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক মূলত এসব লক্ষ্য নিয়ে মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও পরিচালনা করে। তবে এসব লক্ষ্য অর্জনে চ্যালেঞ্জ কম নয়।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

বর্তমান মুদ্রানীতির লক্ষ্য অর্জনের চ্যালেঞ্জসমূহ:

১. করোনা ২য় ঢেউ এর কারণে মুদ্রানীতি বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে উঠতে পারে
২. করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক যেসব প্রণোদনা, ঋণ ও বিনিয়োগ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সেগুলো যথাযথভাবে উৎপাদন এবং কর্মসৃষ্টি সহায়ক উপায়ে বাস্তবায়িত না হলে মন্দ ঋণ বৃদ্ধিসহ অনাকাঙ্ক্ষিত মূল্যস্ফীতি সৃষ্টির সম্ভাবনা
৩. বৈশ্বিক চলমান অর্থনৈতিক মন্দার দীর্ঘসূত্রতার কারণে দেশের রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহে নেতিবাচক প্রভাবের সম্ভাবনা
৪. নতুন নতুন জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হওয়া মুদ্রানীতি বাস্তবায়নকে আরো জটিল করে তুলতে পারে।

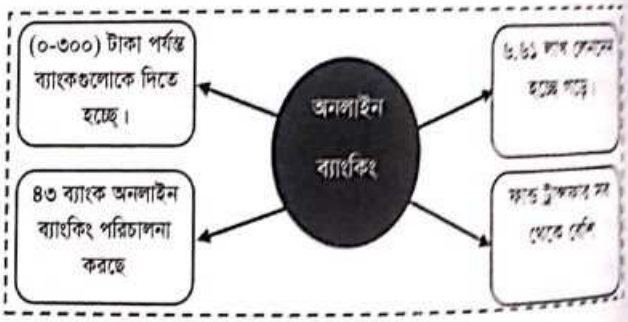
কোভিড-১৯ এর প্রেক্ষিতে যেভাবে আর্থিক পরিধির বিস্তৃতি ঘটেছে তা থেকে মূল্যস্ফীতি ও টাকার অবমূল্যায়নের চাপ সৃষ্টি হতে পারে। দেশ ও জাতির প্রয়োজনে অতীতে যেভাবে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে, কোভিড-১৯ সৃষ্টি অনিশ্চয়তা মোকাবেলায় বাংলাদেশ ব্যাংক সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করবে। কোভিড-১৯ আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে- আমাদের, পৃথিবীর উন্নয়ন হতে হবে দারিদ্র-বান্ধব, বন্ধু বান্ধব, পরিবেশ-বান্ধব। আশা করি, মুদ্রানীতি ২০২০-২০২১ হবে সে স্বপ্নের নকশি-কাঁথা বুনন।

অনলাইন ব্যাংকিং

বাংলাদেশে গত এক দশকে অনলাইন ব্যাংক সেবা ব্যাপকভাবে বেড়েছে। সাম্প্রতিক সময়ের ব্যাংক কার্যক্রম সনাতন রীতি থেকে বেরিয়ে ডিজিটাল ডিভাইস নির্ভর হয়ে পড়ছে। বাংলাদেশে তিনটি ধাপে চলছে ডিজিটাল ব্যাংকিং। এর মধ্যে সীমিতসংখ্যক ব্যাংকেই রয়েছে ইন্টারনেট ব্যাংকিং। এরপরই রয়েছে 'প্লাস্টিক মানি' সেবা। বাড়ছে সেলফোনের মাধ্যমে অর্থ লেনদেনের সুবিধা। ইন্টারনেট ব্যাংকিং ইন্টারনেটে সংযুক্ত হয়ে ব্যাংকের নির্দিষ্ট সুরক্ষিত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে গ্রাহক তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করেন।

অনলাইন বা ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে গ্রাহকরা ব্যাংকের যে কোন শাখায় লেনদেন করতে পারছে। এ্যাকাউন্ট ব্যাংকের যে কোন শাখায় থাকুক না কেন, দেশের যে কোন স্থান থেকেই টাকা উত্তোলন বা জমা দেয়া যাচ্ছে। জানা গেছে, দেশে কার্যত সকল ব্যাংক পুরোপুরি অনলাইন ব্যাংকিংয়ের আওতায় এসেছে। বাকি ব্যাংকগুলো আংশিক এ সেবা চালুর প্রক্রিয়ায় রয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোই পিছিয়ে রয়েছে। ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে শহরের বাসিন্দারা যে কোন সুপার শপ কেনাকাটা করতে পারছেন। এ ছাড়া তাৎক্ষণিক ঋণ সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে। ডেবিট কার্ড থাকলে যে কেন সময় নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা ঋণ সুবিধা পাওয়া যায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংক থেকে। তবে পল্লী অঞ্চলে ব্যাংকগুলোর বুথ ও সুপার শপ না থাকায় এ সুবিধা এখনও কার্যকর হয়নি।

প্রযুক্তি ব্যবহারে এজেন্ট ব্যাংকিং উদ্ভব: প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে নতুন ধারণা উদ্ভব হয়েছে। যেসব স্থানে ব্যাংকের শাখা নেই সেখানে এজেন্ট নিয়োগ করে গ্রাহকদের ব্যাংকিং সেবা দিচ্ছে ব্যাংকগুলো। এসব প্রতিষ্ঠানে বিশাল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এজেন্ট ব্যাংকিং পরিচালনায় প্রায় লক্ষাধিক ব্যক্তি কাজ করছে।



ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে অনলাইন ব্যাংকিং: বাংলাদেশ ব্যাংকের অগ্রাধিকার খাত এসএমই ঋণে অনলাইন সুবিধা ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশেষ কার্ডের মাধ্যমে আগ্রহী গ্রহীতা সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা পাচ্ছেন। এ পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাংকের জনবল ও আমলাতান্ত্রিকতা কমে যাওয়ায় সুদের হারও তুলনামূলক কমছে।

অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স: দেশে কার্যরত বিভিন্ন ব্যাংক আন্তর্জাতিক পেমেন্ট সংস্থাগুলোর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে বিশ্বের প্রায় সব দেশ থেকেই এখন প্রবাসীদের রেমিটেন্স সংগ্রহ করছে। আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারগুলো থেকে প্রবাসীদের রেমিটেন্স সংগ্রহ করতে এখন শুধু নয় ব্যাংক কাজ করছে।

অনলাইন ব্যাংকিং এর সুবিধা:

- দিনে রাতে যে কোন সময় একাউন্ট খোঁজ করতে ও লেনদেন করতে পারবেন।
- আপডেট তথ্য প্রদান করে।
- একবার কোনো তথ্যে প্রবেশ করে বের হয়ে আসলে পরবর্তী সময়ে ঐ তথ্যের আপডেট একাই কার্যকরী হয়ে যায়।
- ইলেকট্রনিক ফান্ড ও ইলেকট্রনিক মানি ব্যবহারের ফলে গ্রাহকের ব্যবসায়িক লেনদেন সহজতর হয়েছে
- একই ব্যাংকের মধ্যে এক একাউন্ট থেকে অন্য একাউন্টে টাকা আদান-প্রদান করা যায়।
- ২৪ ঘণ্টা, ৩৬৫ দিন একাউন্টে প্রবেশের সুবিধা পাওয়া যায়।
- ইউটিলিটি বিল পরিশোধ (যেমন: বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, ফোন, মোবাইল, ইন্টারনেট ইত্যাদি) করা যায়।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

অনলাইন ব্যাংকিং-এ অসুবিধা:

- অনলাইন ব্যাংকিং তৈরি এবং ব্যবহার করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়।
- অনেক ব্যাংক সীমিত এলাকার সেবাদানের জন্য এ কার্যক্রম দিয়ে থাকে।
- অনেক সময় হিসাবধারীর চাওয়া এবং পাওয়ার মধ্যে সময়ের ব্যবধান অনেক বেশি থাকে। ফলে অর্থ চাওয়া এবং পাওয়ার মধ্যে সময়ের পার্থক্যের কারণে হিসাবধারীকে অর্থ না পেলেও অতিরিক্ত সুদ প্রদান করতে হয়।
- অনেক ব্যাংক আছে যারা ভ্রমণকারী চেক এবং হিসাবরক্ষকের চেক ইস্যু করতে পারে না। পারলেও অনেক অসুবিধা দেখা দেয়।

অন্যদিকে আধুনিক ব্যাংকিং সেবা দিতে সব ধরনের তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে আসা হলেও জালিয়াতির ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে প্রযুক্তির ব্যবহার। প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্রাহকদের টাকা হাতিয়ে নেয়াসহ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল লুটে নেয়ার ঘটনাও ঘটছে। মোবাইল এ্যাকাউন্ট ও অনলাইন এ্যাকাউন্ট থেকে গ্রাহকদের টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ রয়েছে। প্রযুক্তি নির্ভর ব্যাংকিংয়ের বিপ্লব ও ভবিষ্যত ব্যাংক ব্যবসায় এর ভূমিকা নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গবর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, 'প্রযুক্তি সেবায় বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়েছে। ব্যাংকিং সেবায় শিল্প, কৃষি ও পোশাক শ্রমিকরা উৎসাহ নিয়ে সম্পৃক্ত হচ্ছে। সম্পৃক্ত হচ্ছে শিক্ষার্থীরাও। এর ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ব্যাংকিং সেবার সুফল পৌঁছছে। প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দারিদ্র্যের হার কমানো সম্ভব। প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে উন্নত ব্যাংকিং সুবিধা সাধারণ মানুষের ব্যয়সীমার মধ্যে চলে আসে। এ পদ্ধতি ব্যাংকিং কার্যক্রমকে সহজ ও ব্যয়সাশ্রয়ী করতে সাহায্য করায় মানুষের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবণতা বাড়াতে সহায়তা করছে।'

ব্যাংকিং খাতে সুশাসন ও জবাবদিহিতা

বাংলাদেশের অর্থনীতি ব্যাংকভিত্তিক। ব্যাংকিং খাত বিপর্যস্ত হলে অর্থনীতির জন্য করোনা-পরবর্তী পরিস্থিতিতে উঠে দাঁড়ানো অত্যন্ত কঠিন হবে। উন্নত দেশগুলোর মতো নয়, বরং বাংলাদেশের বেসরকারি পর্যায়ের বিনিয়োগ সম্পূর্ণরূপে ব্যাংকিং খাতের ওপর নির্ভরশীল। সরকারি খাতও ব্যাংকিং খাতকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ঋণের উৎস হিসেবে ব্যবহার করে এসেছে। সারা বিশ্বে শেয়ারবাজারের ধস আর্থিক খাত বিপর্যয়ের প্রাথমিক সংকেত। বাংলাদেশের ছোট আকারের আর্থিক বাজার এবং এর দরপতনের প্রভাব অর্থনীতির জন্য ভয়াবহ মনে না হলেও সার্বিক পরিস্থিতি মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। প্রকৃতপক্ষে ব্যাংকিং খাতে এ ধরনের অর্থনৈতিক মন্দা ও বিপর্যয়ের প্রভাব একটু দেরিতে প্রকাশিত ও প্রতিফলিত হয়। সুতরাং বিশ্ব ও বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের জন্য এ পরিস্থিতি শুধু শুরুর ধাক্কা। করোনা পরিস্থিতির সমূহ ভয়াবহতা ব্যাংকিং খাতকে বড় ধরনের বিপর্যয় মোকাবেলা করাতে বাধ্য করতে পারে। ঋণঝুঁকি মোকাবেলা সংক্রান্ত পরিস্থিতিতে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো বেশ নাজুক সময় অতিবাহিত করছে। এ খাত সংশোধন ও পরিবর্ধন প্রচেষ্টার মাঝেই করোনা পরিস্থিতি নীতিনির্ধারকদের অর্থনৈতিক ও আর্থিক খাত থেকে করোনা প্রতিরোধে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বাধ্য করছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য ব্যাংকিং খাতের সংশ্লিষ্টতা উন্নত দেশের সঙ্গে তুলনীয় নয়, যেখানে দেশের আর্থিক খাত বলতে মূলত ব্যাংকিং খাতকে বোঝানো হয়। এ পরিস্থিতিতে সংবেদনশীল এ খাতটিকে আগলে রেখে করোনা-পরবর্তী পরিস্থিতি সামলে উঠবে বাংলাদেশের অর্থনীতি, এমনটাই কাম্য।

বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাতের বর্তমানের চিত্র:

- আন্তর্জাতিক মানের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত।দেশের ব্যাংকগুলোর অবস্থান আন্তর্জাতিক মানের তুলনায় অনেকটা দুর্বল অবস্থানে রয়েছে যেসব সূচকে:

খেলাপি ঋণের হার	মূলধনের যোগান	সুদহার	তারল্য পরিস্থিতি	মুদ্রার বিনিময় হার

এই পাঁচটি সূচকে ব্যাংকিং খাতের এই দুর্বলতার কারণে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে লেনদেনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার জন্য বাড়তি ফি দিতে হচ্ছে।

- ব্যাংকিং খাতে মূলধন ঘাটতি, মাত্রাতিরিক্ত খেলাপি ঋণ, তারল্য ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা, সুদহার ও মুদ্রা বিনিময় হারে ব্যাপক ওঠানামায় সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতের দুর্বলতাই ফুটে ওঠে। আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাংকগুলোর ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদের বিপরীতে মূলধন সংরক্ষণের হার থাকতে হবে কমপক্ষে সাড়ে ১২ শতাংশ।
- আন্তর্জাতিকভাবে খেলাপি ঋণের হার ৩ শতাংশের নিচে হলে ঝুঁকিপূর্ণ আওতার বাইরে ধরা হয়। বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের হার অনেক বেশি।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

- আন্তর্জাতিকভাবে সুদহার কমানো বা বাড়ানোর ক্ষেত্রে একটি ধারাবাহিকতা রাখতে হয়। খুব সামান্য হারে কমাতে বা বাড়াতে হয়। ফল আমানত ব্যবস্থাপনা এমনভাবে করতে হয়, যাতে তারল্য পরিস্থিতি সবসময় স্বাভাবিক থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে বেশির ভ সময়ই এটি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকছে না। ব্যাংকিং খাতের তারল্য ব্যবস্থাপনার এই প্রবণতাকে বড় ধরনের ঝুঁকি বলে মনে করা হয়।
- মুদ্রার বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখার মাধ্যমে আমদানি ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, রফতানি আয়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা, রেমিট্যান্স প্রবাহের গ স্বাভাবিক রাখার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখা সম্ভব হয়; যা পুরো অর্থনীতিতে ভারসাম্য রক্ষা করে। ফলে দেশের বৈদেশিক খ আয়-ব্যয়ে ভারসাম্য রক্ষিত হয়। কয়েক বছর ধরে ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার অতিরিক্ত মাত্রায় ওঠানামা করছে। এ বৈদেশিক মুদ্রার আয়-ব্যয়ে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

সুশাসন ও জবাবদিহিতার গুরুত্ব: ব্যাংকিং খাত আজ সমস্যায় জর্জরিত। সবচেয়ে বড় সমস্যার নাম সুশাসনের ঘাটতি। ব্যাংকিং খা কারসাজি, খেলাপি ঋণ বৃদ্ধি, পরিচালকদের মধ্যে আন্তঃব্যাংক ঋণ আদান-প্রদান, ব্যাংক পরিচালনা থেকে শুরু করে নানা চ্যালেঞ্জ রয়ে ব্যাংকিং খাতে। এসব সমস্যা সমাধানে ব্যাংক মালিকদের সংগঠনের আরো সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রত্যাশা করে সবাই। ব্যাংকিং খাতের জ যেসব নীতিমালা, আইনকানুন, আন্তর্জাতিক রীতি আছে, সেগুলো সঠিকভাবে পালন করা হচ্ছে না। দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয় ব্যাংকিং খাত জড়িত। ভুললে চলবে না, ব্যাংকিং খাতে সুশৃংখলা প্রতিষ্ঠা ছাড়া মহামারী মোকাবেলা করে অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিশ্চিত ক যাবে না। আর্থিক কাঠামো দুর্বল হবে। ব্যাংকিং খাতের এই দুর্দশা একদিনে সৃষ্টি হয়নি। সঠিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে এ সেক্টরকে নিয়ে আস এখন খুবই জরুরি।

- খেলাপি ঋণ আদায়ে ব্যাংকের বড় শক্তি ব্যয় করতে হবে। নতুন ব্যবসা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে খেলাপি ঋণ আদায় হতে হবে প্রধান লক্ষ্য। আইনের প্রয়োগসহ সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নিতে হবে। সামাজিকভাবে তাদের চিহ্নিত করে রাখা, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সব সুযো সুবিধা থেকে তাদের দূরে রাখা, আর যেসব ঋণখেলাপি পরিস্থিতির শিকার, তাদের প্রণোদনা এবং আর্থিক ও ব্যবস্থাপনা সাপোর্ট দিয়ে বাঁচিয়ে তোলা দরকার।
- ব্যাংকিং সেক্টর ভালো করতে হলে অনেক ক্ষেত্রেই যথাযথ ও প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। গড়পড়তা বেতন কমিয়ে আনা অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত হবে। যারা সত্যিকারের যোগ্য, তাদের পুরস্কৃত করতে হবে। অযোগ্যদের যোগ্যতা বাড়ানোর সুযোগ তৈরি করতে হবে এ যদি তারা তা না পারেন, তখন বাদ দেয়ার চিন্তা করা যেতে পারে। ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান এটি বলে।
- প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও বিশ্বায়নের কারণে সবকিছু দ্রুত বদলে যাচ্ছে। তার সঙ্গে টিকে থাকতে হলে মানবসম্পদের গুণগত পরিবর্তন অতিজরুরি। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো কর্মীদের পেশাদারিত্ব উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের পেছনে পয়সা খরচ করতে খুব অনিচ্ছুক। বেসিক ব্যাংক লিমিটেড, পদ্মা ব্যাংক লিমিটেডসহ বেশকিছু ব্যাংক ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে আছে। সরকারের বিশেষ সুরক্ষায় বেঁচে থাকতে পেরেছে বেসিক ও পদ্মা; অন্যথায় অস্তিত্ব টিকে থাকা সম্ভব হতো বলে বিশ্বাস করা কঠিন। এটি সরকারের সঠিক সিদ্ধান্ত বলে মনে হয় না। ভেন্টিলেটরের সাহায্যে মৃতপ্রায় কোনো ব্যাংক বাঁচিয়ে রেখে অযথা চাপ তৈরি করে লাভ নেই। বাজার অর্থনীতিতে যোগ্যরাই টিকবে, অযোগ্যরা টিকবে না।

ব্যাংকিং খাতের চলমান সমস্যা নিরসনকল্পে ব্যাংকের মাঠ পর্যায়ে অভিজ্ঞতা রয়েছে, সঙ্গে সততা, দক্ষতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা রয়েছে এমন ব্যক্তিকে প্রধান করে একটি শক্তিশালী ব্যাংক কমিশন গঠন করা যেতে পারে এই মর্মে যে সেই কমিশনের সাজেশন সরকার গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে। ব্যাংকের চলমান সংকট ও নভেল করোনাভাইরাস-পরবর্তী যে অভিঘাত আসছে, তার ফলে বেশকিছু ব্যাংকের অবস্থ টিকে থাকার মতো থাকবে কিনা, সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। সেক্ষেত্রে শক্ত ব্যাংকিং খাত নিশ্চিত করার জন্য সরকারের উচিত হবে মার্জার ও অ্যাকুইজিশনের উদ্যোগ নেয়া।

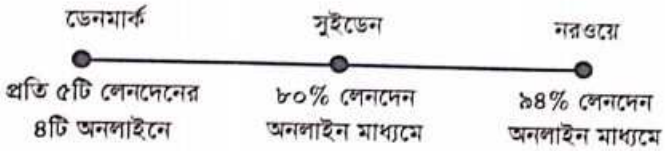
Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

ডিজিটাল লেনদেন

"A digital transaction is a seamless system where transactions are effected without the need for cash."

প্রায় তিন হাজার বছর ধরে, মানুষ অর্থ বলতে নগদ অর্থই বুঝে এসেছে। কিন্তু সেই বাস্তবতার পুরোটাই এখন ক্রমে বদলে যাচ্ছে। গত এক দশকে বিশ্বজুড়ে ডিজিটাল লেনদেনের জয় জয়কার দেখা যাচ্ছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, হয়তো কিছুদিন পর নগদ অর্থের জায়গা হবে জাদুঘরে!

নানা ধরনের লেনদেন ডেবিট-ক্রেডিট কার্ড বা মোবাইলের ব্যবহার এখন একটি নিয়মিত ও স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়। ধনী দেশগুলোতে নগদ অর্থের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে কমছে। স্বল্পোন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোতেও নগদ অর্থের ব্যবহার কমছে। ব্লুমবার্গের করা নিউ ইকোনমিক ফর্ম পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী নগদ অর্থ ব্যবহারের পরিমাণ ২০১৮ সালে ছিল ৬৫ শতাংশ।



বাংলাদেশেও বিভিন্ন মোবাইল ব্যাংকিং এর ফলে নগদ লেনদেনের পরিমাণ ক্রমহ্রাসমান। এক্ষেত্রে Visa card, B-kash ও Rocket অবদান সর্বাধিক। চীনে ডিজিটাল লেনদেনের পরিমাণ ২০১২ সালে ছিল মোটে ৪ শতাংশ। কিন্তু ২০১৮ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪২ শতাংশে। ভারতেও সরকারের পক্ষ থেকেই ডিজিটাল লেনদেনে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। তাতে ফলও মিলছে।

ডিজিটাল লেনদেনের সুবিধা :

১) অর্থের দ্রুত ও নিরাপদ হস্তান্তর।
২) নগদ অর্থ বহনের ঝুঁকি নেই।
৩) আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যয় সাশ্রয়।
৪) অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন বন্ধ করা যায়।
৫) লেনদেনের প্রতিটি ধাপ চিহ্নিত।

ডিজিটাল লেনদেনের অসুবিধা:

১) **সাইবার আক্রমণের আশঙ্কা:** ডিজিটাল লেনদেনের প্রতিটি ধাপ চিহ্নিত এবং রেকর্ড করা যায়। ফলে এই বিপুল তথ্যের নাগাল অনাকাঙ্ক্ষিত যদি কেউ পেয়ে যায়, তবে সর্বনাশের কারণও হতে পারে।
২) **গোপনীয়তার চ্যালেঞ্জ:** সরকারি কর্তৃপক্ষও চাইলে যে কোনো ব্যক্তির আয়-ব্যয়ের হিসাব জানতে পারে। জানতে পারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগত তথ্যও। ফলে গ্রাহকের তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ছে।
৩) **অর্থ খোয়া যাওয়ার ভয়:** পরিচয় চুরি করলে যা প্রয়োজনীয় পাসওয়ার্ড পেলেই যে কেউ অন্যের পরিচয় ধারণ করতে পারে।

ন নগদ অর্থ জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে:

১) তথ্যপ্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি এবং ইন্টারনেটে ও মোবাইল ফোনের প্রসারও এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। নরওয়ে ও ডেনমার্কে প্রায় ৯৭ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে থাকে এবং এই পরিস্থিতি দেশ দুটিতে নগদ অর্থের ব্যবহার কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ। মোবাইল ফোনের প্রসারের ফলে মানুষ মোবাইলভিত্তিক ডিজিটাল লেনদেনের আওতাভুক্ত হতে পারছে। যেমন চীনে এরই মধ্যে 'মোবাইল ওয়ালেট' ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১০০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে।
২) আগে নগদ অর্থের একাধিপত্যের যুগে ব্যাংক বা বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে নানা ধরনের অবকাঠামো রক্ষা করে চলতে হতো, রাখতে হতো অজস্র কর্মী। এখন তা পুষিয়ে দিচ্ছে ইন্টারনেট, কম্পিউটার প্রোগ্রাম, সার্ভার ইত্যাদি। ফলে অবকাঠামো ও কর্মী ধরে রাখার ব্যয়বহুল কর্মযজ্ঞ থেকে সরে আসতে পারছে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো। এই কারণে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোও নগদ অর্থের ব্যবহার কমিয়ে বেশি ঝুঁকছে ডিজিটাল লেনদেনের দিকে।
৩) নগদ অর্থের উৎপাদন, বাজারে সরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণও ব্যয়বহুল। এক হিসাবে দেখা গেছে, ধনী দেশগুলোতে মুদ্রা উৎপাদন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং বাজারে সরবরাহের পেছনে মোট জিডিপির প্রায় ০.৫ শতাংশ খরচ হয়। কিন্তু ডিজিটাল লেনদেন ব্যবস্থায় সেই সমস্যা নেই, সুরক্ষিতও বেশ।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

৪) ডিজিটাল লেনদেন ব্যবস্থায় ব্যবহারকারী ও দোকানপাটে অর্থ চুরির আশঙ্কাও কম থাকে।

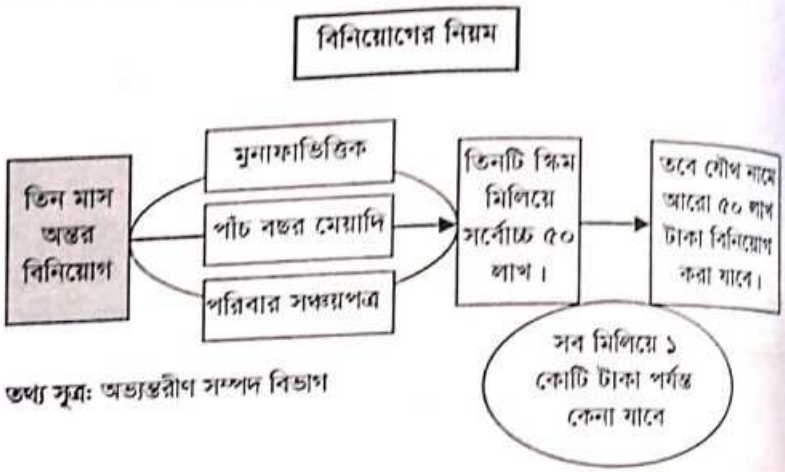
৫) দেশের সরকারের পক্ষে ডিজিটাল লেনদেন ব্যবস্থায় কর আদায় করাও সহজ হয়। কারণ ডিজিটাল লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রতিটি লেনদেনের রেকর্ড থাকে; ফলে কর ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হয় না।

৬) ডিজিটাল লেনদেন ব্যবস্থায় কেউ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন করলে তার রেকর্ড দেখে পালের গোদাসহ পুরো চক্রকে খুঁজে পাওয়া যায়।

সুতরাং বলা যায়, যতই দিনে যাবে নগদ অর্থের ব্যবহার কমতে থাকবে। তবে নগদ অর্থকে পুরোপুরি নিকেশ করা কঠিন। কারণ এখনো পৃথিবীতে অনেক জনবহুল ও অনুন্নত দেশ রয়েছে। ডিজিটাল লেনদেনে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের মানুষকে সম্পৃক্ত করা এবং গ্রাহকদের আস্থা ধরে রাখাই বড় চ্যালেঞ্জ।

সঞ্চয়পত্র ও সুদের হার

বাংলাদেশে অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্র এমনিতেই খুবই সীমিত। প্রথমত, ব্যাংকে আমানত রাখা যায়। তবে ব্যাংক আমানতের সুদের হার সাধারণত কমই থাকে। আরেকটি ক্ষেত্র হচ্ছে নানা ধরনের জাতীয় সঞ্চয়পত্র। সাধারণ মানুষ, অবসর নিয়েছেন যারা, গৃহিণী, কিছুটা অসহায় এসব মানুষের জন্য দেশে সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে এই স্কিম। কারণ, সঞ্চয়পত্রের মুনাফার হার কিছুটা বেশি এবং নিরাপদ। যারা ঝুঁকি নিতে চান না, তারাই সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ করেন বেশি। আর যারা ঝুঁকি নিতে জানেন, তাদের জন্য রয়েছে শেয়ারবাজার। তবে বাংলাদেশে শেয়ারবাজার এখনো কারসাজির বড় বাজার, যেখানে নজরদারির অভাব প্রচন্ড। এর বাইরে অন্যান্য দেশে সাধারণ মানুষের জন্য থাকে বন্ড বাজার। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত একটি ভালো বন্ড বাজার তৈরি করা সম্ভব হয়নি।



তথ্য সূত্র: অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

সঞ্চয়পত্রের নাম	আগে	পরে
সাধারণ হিসাব	৭.৫%	৫%
তিন বছর মেয়াদি	১১.২৮%	৬%
মেয়াদপূর্তির আগে	১০.২%	৫%
দুই বছর মেয়াদি	১০.৭%	৫.৫%

বিশ্ব এখন অর্থনৈতিক মন্দার আশঙ্কার মধ্যে আছে। সব দেশই এখন বিনিয়োগ বাড়াতে তৎপর। এজন্য সুদহার কমানোর উপায়ও খুঁজছে অনেক দেশ। তবে তা অর্থনৈতিক নীতির মধ্যে থেকেই। সুদহার কমাতে হবে এটা বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশ। ইতোমধ্যে আমানতের সুদের হার কমে এসেছে ৬ শতাংশে। এপ্রিল, ২০২০ থেকে ৯ শতাংশ ঋণের সুদ কার্যকর হয়েছে। অর্থাৎ ব্যাংকগুলো ৬ শতাংশ সুদে আমানত সংগ্রহ করে ৯ শতাংশ সুদে ঋণ হিসেবে প্রদান করবে। এটি ঠিক যে ব্যাংকের বাইরে সব ধরনের সঞ্চয় কর্মসূচির সুদহার বেশি থাকলে খুব কম মানুষই ব্যাংকের কাছে যাবে। আবার উচ্চ সুদে সঞ্চয়পত্র বিক্রি করার অর্থই হলো সরকারের সুদ পরিশোধের দায় বাড়ছে। আর দীর্ঘ বছর ধরে এই দায় বাড়তে বাড়তে এখন সংকটজনক পর্যায়ে চলে গেছে। এখন মোট রাজস্ব ব্যয়ের ১৮ দশমিক ৩ শতাংশই ব্যয় হয় সুদ পরিশোধে।

সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের যোগ্যতা:

সঞ্চয়ত্রের ধরণ	বিনিয়োগের যোগ্যতা
একক নামে পরিবার সঞ্চয়পত্র	• ১৮ বছর ও তার বেশি বয়সী যেকোনো নারী। • প্রতিবন্ধী নারী ও পুরুষ • ৬৫ বছর ও তার বেশি বয়সী নারী ও পুরুষ
পেনশনার সঞ্চয়পত্র	• অবসরভোগী কর্মকর্তা ও কর্মচারী • পেনশন সুবিধাভোগী স্বামী, স্ত্রী ও সন্তানের
পাঁচ বছর মেয়াদি সঞ্চয়পত্র	সবার জন্য উন্মুক্ত
তিন মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র	সবার জন্য উন্মুক্ত

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

বর্তমানে চার ধরনের সঞ্চয়পত্র চালু রয়েছে। নিচে দেওয়া হলো:

পাঁচ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র	পরিবার সঞ্চয়পত্র	তিন মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র	পেনশনার সঞ্চয়পত্র

ডাক অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ডাকঘরে কয়েকভাবে টাকা রাখা যায়। ডাকঘর থেকে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরে সঞ্চয়পত্র কেনা যায়, ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকে মেয়াদি হিসাব (অ্যাকাউন্ট) ও সাধারণ হিসাব খোলা যায়। আবার ডাক জীবন বীমাও করা যায়। এবার সুদের হার কমেছে ডাকঘরের সঞ্চয় স্কিমের মেয়াদি হিসাব ও সাধারণ হিসাবে। ডাকঘর সঞ্চয়ে এক বছর, দুই বছর ও সাধারণ হিসাবেও সুদহার কমানো হয়েছে।

করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় ব্যাংকের ভূমিকা

একটি দেশের অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্যখাতের সংকট সমাধানে এবং পুনর্গঠনের জন্য ব্যাংকিং খাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের অর্থনীতি যখন করোনা ভাইরাসের কারণে ভগ্নপ্রায়, তখন এই সংকট উত্তরণে এগিয়ে এসেছে ব্যাংকিং খাত। অর্থনৈতিক কার্যক্রমে গতি ফেরাতে এবং চাকরি হারানো মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা করতে ব্যাংকিং খাত সবচেয়ে বড় অনুঘটক হিসেবে কাজ করতে পারে।

পৃথিবীর যেকোনো মহামারির ৩টি পর্যায় রয়েছে:

১) স্বাস্থ্যগত বিপর্যয়
২) অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং
৩) মানবিক বিপর্যয়।

বিপর্যয় মোকাবিলায় অতীতে বাংলাদেশ ব্যাংক: বাংলাদেশ ব্যাকের ২০০৬-১০ সালের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার (Subprime Mortgage Crisis) পিছনে বড় কারণ ছিল কমার্শিয়াল ব্যাংক এবং রিয়েল স্টেট কোম্পানিগুলোর ষড়যন্ত্র। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক Federal Reserve System নীতিমালার ত্রুটিকে কাজে লাগিয়ে আমেরিকা, ইউরোপের বড় বড় ব্যাংক সে সময়ে যাচাই- বাছাই না করে রিয়েল স্টেটে লোন দিয়েছে। সৃষ্টি হয়েছিল কৃত্রিম তারল্য সংকট। তখন বাংলাদেশের অর্থনীতিকে রক্ষা করেছিল বাংলাদেশ ব্যাংক। বাংলাদেশ সরকারের রাজস্বনীতি (Fiscal Policy) এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি (Monetary Policy) তারল্য সরবরাহ ঠিক রেখে এবং সুদের হার কমিয়ে অর্থনৈতিক চাকা সচল রেখেছিল।

করোনার বর্তমান পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয়ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম:

১. **CRR ও SLR কমিয়ে আনা:** কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোকে বিনিয়োগ ও ঋণ দানে প্রণোদনা দিতে বাংলাদেশ ব্যাংক CRR ৫.৫% থেকে ৪.০% কমিয়ে এনেছে।
২. **সরকারের নির্দেশনা:** বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা অনুসরণে বাংলাদেশ ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকগুলোকে কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য ঋণ দিতে জোরারোপ করতে পারে।
৩. **বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বন্ড ইস্যু:** রেমিট্যান্স এবং রপ্তানি আয় কমার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক বন্ড ইস্যু করতে পারে। এতে অর্থনীতিতে অর্থের মোট পরিমাণ কমিয়ে মুদ্রার মান ধরে রাখতে পারে। এতে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পাবে।
৪. **অনলাইন সেবা বাড়ানো:** দূরত্ব বজায় রেখে কাজ চালিয়ে যেতে ব্যাংকগুলোকে অনলাইন নির্ভরতা বাড়িয়ে ক্যাশ নির্ভরতা কমাচ্ছে। এতে যেমন মানুষ বিরূপ পরিস্থিতিতে বাহিরে যেতে হচ্ছে না, তেমনি অর্থনৈতিক কার্যক্রম হচ্ছে সাবলীল।
৫. **ADB ও WB এর সহায়তা:** করোনা মোকাবিলায় Asian Development Bank (ADB) বাংলাদেশকে ১০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ অনুমোদন করে। অন্যদিকে একই সংকট মোকাবেলায় World Bank (WB) বাংলাদেশকে ১০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দিচ্ছে।

বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতোমধ্যে প্রায় ১ লাখ কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা করেছেন। সরকার চলতি বছরের এপ্রিল থেকে ব্যাংকগুলোতে সুদের হার ৯ শতাংশে নির্ধারণ করেছে; তার ফলে ব্যাংকগুলো অনেক টাকার মুনাফা হারাবে যা ব্যাংকের দিক থেকে অনেক বড় ত্যাগ বলতেই হবে। ছোট ব্যাংকগুলো গড়ে ২০ থেকে ২৫ কোটি টাকা এবং বড় ব্যাংকগুলো ১৫০ থেকে ২০০ কোটি টাকা লোকসান দিতে হবে চলতি বছরে।

করোনার কারণে সৃষ্ট মহামারিতে একদিকে যেমন মানুষের জীবন মানের প্রশ্ন, আরেক দিকে তেমনি অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ঝুঁকি। এমন পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক সংকট নিরসনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক ও কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোকে শক্ত হাতে হাল ধরতে হবে। তাই বলা যায়, আগামী ৪ মাসের অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, ভ্যাকসিনের সহজলভ্যতা এবং ব্যাংক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম বাংলাদেশের অর্থনীতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে দেবে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

সাইবার নিরাপত্তা ও বাংলাদেশ

সাইবার নিরাপত্তার শীর্ষ ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকায় আবারও উঠে এসেছে বাংলাদেশের নাম। সাইবার নিরাপত্তা সেবাদাতা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান ক্যাসপারেস্কির চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকের প্রতিবেদনে ব্যক্তিগত কম্পিউটারে (ডেস্কটপ ও ল্যাপটপ) ভাইরাস আক্রমণে বাংলাদেশ তালিকার এক নম্বরে রয়েছে। আর স্মার্টফোনে ম্যালওয়্যার আক্রমণে রয়েছে তৃতীয় স্থানে। আন্তর্জাতিক সাইবার নিরাপত্তা-সংক্রান্ত একাধিক গবেষণা প্রতিবেদনে এ দেশকে সাইবার নিরাপত্তায় অত্যধিক ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকায় রাখা হয়েছে। আগের বছরে কম্পিউটারে ভাইরাস আক্রমণে শীর্ষে এবং স্মার্টফোনে আক্রমণের ক্ষেত্রে ঢাকা ছিল চতুর্থ। এ বছরে এসে দেখা যাচ্ছে, স্মার্টফোনে আক্রমণ আগের চেয়ে বেড়েছে।



সাইবার নিরাপত্তা জরুরি হওয়ার কারণ:

- বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশে দ্রুত স্মার্টফোন এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ছে। স্মার্টফোন ব্যবহার করে অর্থনৈতিক লেনদেন এবং ব্যাংকিং কার্যক্রমের ক্ষেত্রে পাসওয়ার্ড চুরি হয়ে যাওয়াসহ তথ্য চুরি হওয়ার ঝুঁকি প্রবলতর হচ্ছে।
- সাইবার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিশ্বজুড়ে এখন সবচেয়ে বেশি আলোচিত হচ্ছে মোবাইল ব্যাংকিং বা অনলাইনে আর্থিক লেনদেনে ঝুঁকির বিষয়টি।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে মোবাইল ব্যাংকিংয়ে লেনদেন মাসে প্রায় এক হাজার ১০০ কোটি টাকা। এর পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে।
- বিশ্বব্যাপী সব ধরনের আন্তর্জাতিক ব্যাংক এখন অনলাইন ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান সাইবার ভেনচারসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এ মুহূর্তে বিশ্বে ১২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় হচ্ছে আর্থিক খাতে সাইবার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য। ২০২০ সালের মধ্যে এই বাজার ১৫০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে যেতে পারে।
- ক্যাসপারেস্কি ল্যাবের প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ এ অঞ্চলের দেশগুলোতে অনলাইন ব্যাংকিং বা মোবাইল ভিত্তিক লেনদেন দ্রুত জনপ্রিয় হচ্ছে।
- বেশিরভাগই সশরীরে আর্থিক বা ব্যাংকিং লেনদেনের পরিবর্তে অনলাইনকেই পছন্দ করছেন। তবে সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত ঝুঁকির মধ্যেই থেকে গেছে।
- দেশে এখন পর্যন্ত অনলাইন ব্যাংকিং বাড়ছে। মোবাইল ভিত্তিক অর্থনৈতিক কার্যক্রমও বাড়ছে। এ কার্যক্রমে প্রতারণার অভিযোগও দিন দিন বাড়ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকে সাইবার হামলা: ২০১৬ সালে হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে অর্থ সরিয়ে নেয় আন্তর্জাতিক জালিয়াত চক্র। ওই সময় হ্যাকাররা প্রায় ১০০ কোটি ডলার চুরি করার ষড়যন্ত্র করেছিল। তবে তারা ১০ কোটি ১০ ডলার চুরি করতে পারে। এর মধ্যে ২ কোটি ডলার শ্রীলঙ্কার একটি অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হয়। এর মধ্যে বানান ভুলের কারণে শ্রীলঙ্কার অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা অর্থ ফেরত আসে। ২০১৬ সালের আগস্টে ফিলিপাইনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক চুরির অর্থ স্থানান্তর বন্ধে ব্যর্থতার কারণে আরসিবিসি ব্যাংককে রেকর্ড পরিমাণ ১৯ মিলিয়ন ডলার বা ১ কোটি ৯০ লাখ ডলার জরিমানা করে।

সাইবার নিরাপত্তায় করণীয়:

- দুই স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ব্যবহার
- শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার
- পাবলিক ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক ব্যবহারে সতর্কতা
- নিজের ডিভাইস ছাড়া অন্য কোনো ডিভাইস থেকে লগইন না করা
- লিঙ্ক থেকে দূরে থাকা
- অ্যান্টি-ম্যালওয়্যার এবং অ্যান্টি-ভাইরাস ব্যবহার

বাংলাদেশে সাইবার নিরাপত্তার ঝুঁকিগুলোকেই সঠিকভাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে না। বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বড় সাইবার ঝুঁকি অর্থনৈতিক লেনদেন নিরাপত্তার বিষয়। সেটিকে সামনে রেখে বাকি সব বিষয়ে চিন্তা করা দরকার।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধিতে ই-পাসপোর্ট

বিশ্বের ১১৯ তম দেশ এবং দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে ২২ জানুয়ারি ২০২০ বাংলাদেশ ই-পাসপোর্ট যুগে আনুষ্ঠানিকভাবে পদার্পণ করলো। ই-পাসপোর্ট হল একটি পাসপোর্ট যাতে ইলেক্ট্রনিক মাইক্রো প্রসেসর চিপ লাগানো থাকে। আপাতত দৃষ্টিতে পাসপোর্ট বইটি দেখতে অনেকটা MRP পাসপোর্টের মতই। কিন্তু ভিতরে সংযুক্ত চিপটি এম আর পি (মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট) আর ই পাসপোর্টের মধ্যেকার প্রধান পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। এই চিপের মধ্যে আছে বায়োমেট্রিক তথ্য যা পাসপোর্টধারীর যাবতীয় তথ্য বহন করে।

যা যা থাকছে...	
নিরাপত্তা	৩৮ লেয়ার বিশিষ্ট
তথ্য	৪১ ধরনের
মেয়াদ	১০ বছর

বর্তমানে ই পাসপোর্টে পাসপোর্টধারীর ৩ ধরনের ছবি, ১০ আঙ্গুলের ছাপ এবং চোখের আইরিশের প্রতিচ্ছবি রাখা হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে জার্মান কোম্পানি ভেরিডোসের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর। প্রকল্প বিবরণী অনুযায়ী, ৪ হাজার ৫৪৯ কোটি টাকা এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট অপেক্ষা ই-পাসপোর্ট অধিক নিরাপদ কারণ ই-পাসপোর্টে একজন ব্যক্তির বায়োমেট্রিক ও বায়োগ্রাফিক ৪১টি তথ্য থাকবে। এরমধ্যে ২৬টি তথ্য খালি চোখে দেখা যাবে। ২টি বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে, যা বিশেষ যন্ত্র ছাড়া পাঠ করা যাবে না।

"যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক নাগরিকত্ব ও পরিকল্পনা বিষয়ক সংস্থা হেনলি অ্যান্ড পাসপোর্ট পার্টনার্সের করা ২০১৯ সালের বৈশ্বিক পাসপোর্টের র‍্যাঙ্কিংয়ের সূচকে ১০৪ টি দেশের অবস্থানের মধ্যে বাংলাদেশ ৯৭ তম স্থানে রয়েছে। বাংলাদেশের সাথে একই অবস্থানে রয়েছে ইরান ও দক্ষিণ সুদান।"

এছাড়াও ই-পাসপোর্টের অন্যান্য সুবিধাসমূহ হলো:

- ই-পাসপোর্টের মেয়াদ পাঁচ এবং দশ বছরের জন্য হবে।
- জার্মান কোম্পানি ভেরিডোসের দুই মিলিয়ন ই-পাসপোর্ট তৈরি করবে। যারা প্রথমে আবেদন করবেন তাদের পাসপোর্ট জার্মানি থেকে তৈরি করা হবে।
- খুব দ্রুত ও সহজে ভ্রমণকারীরা যাতায়াত করতে পারবেন। ই-গেট ব্যবহার করে তারা যাতায়াত করবেন। ফলে বিভিন্ন বিমানবন্দরে তাদের ভিসা চেকিংয়ের জন্য লাইনে দাঁড়াতে হবে না। এর মাধ্যমে দ্রুত তাদের ইমিগ্রেশন হয়ে যাবে।
- ভ্রমণকারী ই-পাসপোর্ট ব্যবহার করে যাতায়াত করবেন, সঙ্গে সঙ্গে সেটি কেন্দ্রীয় তথ্যাগারের (পাবলিক কি ডাইরেক্টরি-পিকেডি) সঙ্গে যোগাযোগ করে তার সম্পর্কে তথ্য জানতে পারবে।
- এই পদ্ধতিতে ৩৮ লেয়ার বিশিষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকায় কোন জাল বা সমস্যা যুক্ত পাসপোর্টধারী এই নিরাপত্তা বলয় অতিক্রম করতে পারবে না। এতে করে সন্ত্রাসবাদ সহ অন্যান্য অপরাধ প্রবণতা অনেকাংশেই কমে যাবে এটা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়।

দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে ই-পাসপোর্টের জগতে নাম লেখালো বাংলাদেশ।

- এই সিস্টেম পরিচালিত হবে ইন্টারন্যাশনাল সিভিল অ্যাভিয়েশন অরগানাইজেশন (আইসিএও) দ্বারা। একারণে সেন্ট্রাল ডাটাবেজ থেকে দেশের পুলিশ প্রশাসন, ইন্টারপোল ও বিভিন্ন বিমান বন্দর ও স্থলবন্দর অথোরিটি সহজেই এই সব তথ্য যাচাই করতে পারবে।
- দীর্ঘদিনের প্রবাসী বাঙ্গালিদের বিমানবন্দর হয়রানির বিষয়টি অনেকাংশেই লাঘব হবে আশা করা যায়। ই-পাসপোর্ট ব্যবহার করতে সারাদেশে বিভিন্ন স্থল, নৌ ও বিমানবন্দর মোট ৫০টি 'ই-গেট' স্থাপন করা হবে। এরমধ্যে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ২৬টি, চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৮টি, সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৮টি, বেনাপোল স্থলবন্দরে ৪টি, বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরে ৪টি ই-গেট স্থাপন করা হবে। প্রাথমিকভাবে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৯টি ই-গেট চালু করা হচ্ছে।

ই-পাসপোর্ট একটি অত্যন্ত নিরাপত্তা সংবলিত একটি ব্যবস্থা। যে কারণে বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ এখন ই-পাসপোর্ট ব্যবহার শুরু করেছে। আমরাও সেই তালিকায় যুক্ত হতে হয়েছি। ফলে, এর মধ্য দিয়ে সারাবিশ্বে বাংলাদেশের পার্সপোর্টের গ্রহণযোগ্যতা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

বাংলাদেশে একুশ শতকের ব্যাংকিং সেবা

"Banking is fascinating. Not only does it provide the lifeblood of capitalism -- namely, credit -- but its history is uniquely coherent. Railroads, automobiles, telephones, airplanes, oil companies, and technology firms all came after banks."

—John Maxfield

ব্যাংক হলো একটি দেশের অর্থনীতির ধারক ও বাহক। যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বড় চালিকাশক্তি হলো সেই দেশের ব্যাংকিং খাত। বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত আর্থিক খাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক খাত। এ খাতের আওতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। একই সঙ্গে বাড়ছে ব্যাংকিং খাতের সার্বিক সেবা মান।

সারা বিশ্বের ব্যাংকগুলো তাদের সেবা বেশ আগে থেকেই ডিজিটাল পদ্ধতিতে নেওয়ার সুবিধা চালু করছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নেতৃত্বে ব্যাংকগুলো তাদের সেবা দানের কার্যক্রমকে সহজ ও আধুনিক করছে। নিম্নে ব্যাংকের সেবাসমূহ তুলে ধরা হলঃ

১. **এজেন্ট ব্যাংকিং:** যেসব প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাংকের শাখা নেই- সেখানে মানুষের কাছে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দিতে ২০১৩ সালের ১ ডিসেম্বর এজেন্ট ব্যাংকিং নীতিমালা জারি করে বাংলাদেশ ব্যাংক। ২০২০ সালের মার্চ পর্যন্ত কার্যক্রম শুরুর মাত্র ৬ বছরেই এজেন্ট ব্যাংকিং সেবার গ্রাহক দাঁড়িয়েছে ৬৪ লাখ ৯৭ হাজার। এসব হিসাবের ৮৬% গ্রামে ও ১৪% শহরে। বর্তমানে সারা দেশে ২২টি ব্যাংক এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা দিচ্ছে। আর সারা দেশে সেবা দিচ্ছে ৮ হাজার ২৬০ এজেন্ট ও ১১ হাজার ৮৭৫ টি আউটলেট। এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের গ্রাহক হিসাবে ২০২০ সালের মার্চের শেষে জমাকৃত অর্থের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৮ হাজার ৫৩৫ কোটি টাকায়। ঋণ বিতরণ হয়েছে ৩০০ কোটি টাকা। আর এজেন্টেদের মাধ্যমে বিতরণ হয়েছে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকার প্রবাসী আয়।

২. **ডেবিট, ক্রেডিট কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং:** বর্তমানে ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডের গ্রাহক প্রায় এক কোটি ৮৬ লাখ। এর মধ্যে ক্রেডিট কার্ডের গ্রাহক সাড়ে ১৪ লাখ। আর মোবাইল ব্যাংকিংয়ের গ্রাহক সাত কোটি ৮৫ লাখ। ১ কোটি ৮৬ লাখ ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডে ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে লেনদেন হয়েছে ১৩ হাজার ৭৩৪ কোটি টাকা। প্রায় সব ব্যাংকেরই রয়েছে ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড। গ্রাহকের সঞ্চয়ী হিসাবের বিপরীতে ডেবিট কার্ড ইস্যু করে ব্যাংক। আর ঋণ হিসাবের বিপরীতে ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করা হয়। অনলাইন কেনাকাটায় ডেবিট-ক্রেডিট কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের ব্যবহার বাড়ছে।

৩. **ই-ওয়ালেট:** বাংলাদেশ ব্যাংক বেশ কয়েকটি ই-ওয়্যালেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দিয়েছে। গ্রাহক নির্দিষ্ট ই-ওয়ালেটের গ্রাহক হলে সেই পেমেন্ট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের যেসব ব্যবসা ও সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের চুক্তি রয়েছে, সেখান থেকে ই-পেন্টের মাধ্যমে কেনাকাটা করতে পার।

৪. **ডিজিটাল ব্যাংক:** 'ডিজিটাল ব্যাংক' মাধ্যমে যে কেউ ঘরে বসে বিভিন্ন সেবা নিতে পারবে। ডিজিটাল ব্যাংক যুক্ত থাকবে ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইট অভ বাংলাদেশের (এনপিএসবি) সঙ্গে। এর মাধ্যমে ডিজিটাল ব্যাংকের গ্রাহকেরা সহজেই অন্য ব্যাংকের বিভিন্ন সেবাও নিতে পারবেন। বাংলাদেশে 'ডিজিটাল ব্যাংক' ব্যবস্থা সর্বপ্রথম চালু করেছে ব্যাংক এশিয়া।

৫. **বুথ সুবিধা:** সবার কাছে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দিতে ২১টি ব্যাংক বুথ থেকে টাকা উঠানোর সুবিধা চালু রেখেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুসারে, সারা দেশে ২১টি ব্যাংকের মোট ৩৫৫ টি বুথ চালু হয়েছে। সর্বোচ্চ বুথ রয়েছে ডাচ বাংলা ব্যাংকের।

৬. **অ্যাপস সেবা:** সম্প্রতি সোনালী ব্যাংক 'সোনালী ই-সেবা' নামের নতুন অ্যাপস চালু করেছে। এই অ্যাপস থেকে টাকা স্থানান্তর, বিল পরিশোধ, সরকারি ভাতা ও ভর্তুকি গ্রহণসহ ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের সব সুবিধা মিলছে। এই অ্যাপের মাধ্যমে দুই মাসে প্রায় ৩০ হাজার নতুন গ্রাহক তৈরি করেছে ব্যাংকটি। একই পথ অনুসরণ করছে অন্যান্য ব্যাংকসমূহও।

৭. **ইউটিলিটি বিল পরিশোধ:** ব্যাংকের মাধ্যমে গ্রাহকগণ বিদ্যুৎ বিল, পানির বিল, গ্যাস বিল ইত্যাদি পরিশোধ করতে পারে।

৮. **অনলাইন ব্যাংকিং:** বর্তমানে সারা দেশে বিভিন্ন ব্যাংকের মোট ১০,১০৯টি শাখা রয়েছে যার মধ্যে ৮,৮৯৯ শাখাই অনলাইনে সেবা দিতে সক্ষম। বিদেশি ব্যাংকগুলোর শতভাগ শাখা অনলাইনে। সরকারি ব্যাংকগুলো ৯৮%, বেসরকারি ব্যাংকগুলোর ৯৬% ও বিশেষায়িত সরকারি ব্যাংকগুলোর ৩০% শাখা অনলাইনে সেবা দিচ্ছে।

৯. **অন্যান্য সেবাসমূহ:** ঢাকা ব্যাংকের হোয়াটস অ্যাপে ব্যাংকিং সেবা, ইবিএলের ক্যাশলেস পে, সিটি ব্যাংকের ডিজিটাল ঋণ, MTB এর গ্রিন পিন, ট্রাস্টের মানি অ্যাপ ও অন্যান্য।

বিশ্ব এখন প্রতিনিয়ত আধুনিক হচ্ছে। যুগের সাথে তাল মেলাতে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতিমধ্যে একটি ইনোভেশন সেন্টার খুলেছে যা নতুন নতুন প্রস্তাবগুলো পর্যালোচনা করে এবং সেগুলোর মান অনুসারে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়। তাই বলা যায় একুশ শতকে এসে ব্যাংকসমূহ মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে করেছে গতিশীল এবং সহজ যার ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মানও হয়েছে উন্নত।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে বাংলাদেশ

"বাংলাদেশ জাতিসংঘের এক মডেল সদস্য"

—বান কি মুন

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের নাম উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো জ্বলছে। দেশের লাল-সবুজ পতাকা অশান্ত দেশগুলোর মানুষের কাছে পরিচিত হয়েছে 'বাংলা বন্ধু' দেশের পতাকা হিসাবে। অশান্ত দেশগুলোতে শান্তি ফেরাতে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা মিশনে সাফল্যের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাদের সাফল্যের কারণে বাংলাদেশের সম্মান দিন দিন বেড়েই চলেছে। সম্প্রতি জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে, বাংলাদেশ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসাবে এক নম্বর স্থানে উঠে এসেছে। বিভিন্ন মিশনে তারা রাস্তা-ঘাটসহ অবকাঠামো নির্মাণ কাজ করে যাচ্ছে। দক্ষিণ সুদানে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীদের তৈরি একটি রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে 'বাংলাদেশ রোড'। অন্যদিকে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের দিক থেকেও দেশের অর্থনীতিতে বড় অবদান রাখছেন।

দেশ	মোট মিশন	বাংলাদেশের অংশগ্রহণ	চলমান
৪০টি	৫৬টি	৫৪টি	১০টি

বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার মহান ব্রত নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জাতিসংঘ। পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা মানব সমাজকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে অনুপ্রাণিত করে। এই অনুপ্রেরণা থেকেই উদ্ভব হয় জাতিসংঘের। জাতিসংঘের ৬টি মূল অঙ্গ সংস্থা এবং অনেকগুলি সহযোগী সংস্থা বিশ্বশান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বৈরিতার অবসান ঘটিয়ে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে শান্তি স্থাপনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জাতিসংঘের এই কার্যক্রমের এক গর্বিত অংশীদার।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশন: বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা জাতিসংঘের প্রধান কাজ। এক দেশের সাথে অন্য দেশের বিরোধ নিরসন ও মধ্যস্থতায় জতিসংঘ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু অনেক দেশের অভ্যন্তরীণ বিরোধ এবং জাতিগত দাঙ্গা মোকাবিলায় এরূপ পদ্ধতি পুরোপুরি কার্যকরী নয়। সেখানে নিরাপত্তার প্রশ্নে সামরিক শক্তি প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয়তা থেকেই জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন গঠিত হয়েছে।

মিশনের পরিচিতি: জাতিসংঘের নিজস্ব কোনো বাহিনী নেই। সদস্য দেশগুলোর প্রেরিত সামরিক সদস্যরাই এর প্রধান শক্তি। নিরাপত্তা পরিষদের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন দেশের সামরিক, বেসামরিক ও আধা-সামরিক লোকজন নিয়ে এই বাহিনী গঠিত হয়। ১৯৪৮ সালে মধ্যপ্রাচ্য সংকটকে (ইসরাইল-ফিলিস্তিন) কেন্দ্র করে প্রথম শান্তিরক্ষী বাহিনী গঠন করা হয়। এর পর থেকে যেখানে প্রয়োজন হয়েছে সেখানেই জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণ করেছে। অভাবক্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর নিকট ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষকে সহায়তা করা এবং যুদ্ধ বিধ্বস্ত বিভিন্ন দেশের পুনর্গঠনে শান্তিরক্ষী বাহিনী জীবনের ঝুকি নিয়ে কাজ করছে। প্রাপ্ত তথ্যমতে জাতিসংঘ এ পর্যন্ত ৬৫ টি মিশন পরিচালনা করেছে এবং এর মধ্যে চলমান আছে ১৫টি মিশন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী ১৯৮৮ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করে।

শান্তিরক্ষী মিশনের কাজ: জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশন যে কাজ করে তার মধ্যে প্রধান হলো- বিরোধপূর্ণ অঞ্চলে উত্তেজনা প্রশমন, যুদ্ধবিরতি চুক্তি তদারকি ও কার্যকর করা, স্থিতাবস্থা বজায় রাখা ও গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচন পরিচালনা করা, বিবাদমান গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সমঝোতা ও চুক্তি স্বাক্ষরে রাজি করানো, ভূমি আইন অপসারণ করা, যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের অবকাঠামো পুনর্গঠনে সহায়তা করা, অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, শরণার্থী ও উদ্বাস্তুদের মানবিক সাহায্য প্রদান ইত্যাদি।

- নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ
- সামরিক পর্যবেক্ষক
- মাইন উদ্ধার
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা
- নির্বাচন পরিচালনায় সহায়তা করা
- মানবিক সহায়তা প্রদান
- অবকাঠামো উন্নয়ন



Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

শান্তিরক্ষা মিশন ও বাংলাদেশ: জাতিসংঘের বিশ্বশান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ বরাবরই সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। শান্তিরক্ষা মিশনে জাতিসংঘের আহবানে বাংলাদেশ প্রথম অংশগ্রহণ করে ১৯৮৮ সালের ইরান-ইরাক যুদ্ধে। সে যুদ্ধে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভূমিকা ছিল প্রশংসাযোগ্য। এর পর দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে (২০১৩ সাল পর্যন্ত) বাংলাদেশের বিভিন্ন বাহিনী যেমন- সেনা, নৌ, বিমান, পুলিশ প্রভৃতি কৃতিত্বের সাথে এই মহতী দায়িত্ব পালন করে আসছে। বাংলাদেশি এসব বাহিনী দৃঢ় মনোবল, উন্নত শৃঙ্খলা, কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বাংলাদেশ বর্তমানে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের ১৫টি মিশনের মধ্যে ১২টিতে কাজ করছে। সব মিলে ৫৪টি মিশনে বাংলাদেশের বিভিন্ন বাহিনী অংশগ্রহণ করেছে।

জাতিসংঘের প্রতিবেদনে বলা হয়, জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি সামরিক ও পুলিশ সদস্য পাঠানো দেশগুলোর মধ্যে প্রথম অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশের ৬ হাজার ৪৭৭ জন পুরুষ ও ২৫৫ জন নারী মিলিয়ে মোট ৬ হাজার ৭৩২ জন শান্তিরক্ষী জাতিসংঘ মিশনে দায়িত্ব পালন করছেন। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ইথিওপিয়া, এ দেশটির শান্তিরক্ষীর সংখ্যা ৬ হাজার ৬৬২ জন। রুয়ান্ডার রয়েছে ৬ হাজার ৩২২ জন। নেপাল ৫ হাজার ৬৮২ জন নিয়ে চতুর্থ অবস্থানে নেপাল, ৫ হাজার ৩৫৩ জন নিয়ে পঞ্চম অবস্থানে ভারত, পাকিস্তান ৪ হাজার ৪৪০ জন নিয়ে ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে। মিশর ৩ হাজার ৯৩ জন শান্তিরক্ষী নিয়ে সপ্তম অবস্থানে রয়েছে।

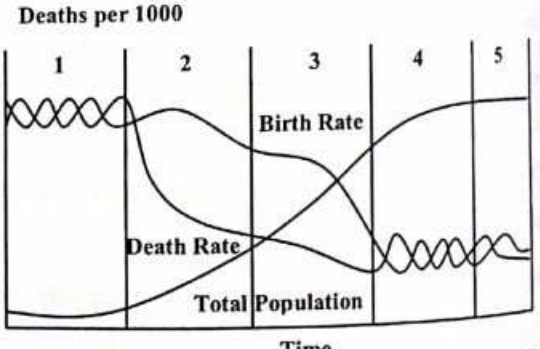
জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বিভিন্ন দেশের অবস্থান		
১ম	বাংলাদেশ	৬,৭৩২ জন
২য়	ইথিওপিয়া	৬,৬৬২ জন
৩য়	রুয়ান্ডা	৬,৩২২ জন
৪র্থ	নেপাল	৫,৬৮২ জন
৫ম	ভারত	৫,৩৫৩ জন

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী নানা জাতি-গোষ্ঠী থেকে আসা। ভিন্ন সংস্কৃতি আর ভাষার এসব শান্তিরক্ষীর একমাত্র লক্ষ্য থাকে ঝুঁকিপূর্ণ মানবগোষ্ঠীকে রক্ষা করা। সহিংসতা থেকে শান্তির পথে আসা দেশগুলোকে সহযোগিতা করা। জাতিসংঘের শান্তি মিশনে বাংলাদেশ অন্যতম বৃহৎ শান্তিরক্ষী জোগানদাতা দেশ। বাংলাদেশ এখন জাতিসংঘে শান্তিরক্ষী জোগানে এক নম্বর বৃহত্তম দেশ বলে জাতিসংঘ ঘোষণা করেছে।

বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর ভূমিকা: জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের বিভিন্ন বাহিনী অংশগ্রহণ করলেও সেনাবাহিনীর ভূমিকাই প্রধান। বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর মূলমন্ত্র হলো 'শান্তিতে আমরা, সমরে আমরা, সর্বত্র আমরা দেশের তরে'। কিন্তু আন্তর্জাতিক মিশনে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর অবদান দেখলে মনে হয় সারা বিশ্বের সব দেশই যেন বাঙালি সেনাবাহিনীর নিজ দেশ। সকল দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাই যেন তাদের কাজ। আর তাইতো বাংলাদেশ বর্তমানে শান্তিরক্ষী বাহিনীতে সর্বোচ্চ সংখ্যক সেনা প্রেরণকারী দেশ।

জাতিসংঘের বিভিন্ন কার্যক্রমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উল্লেখ-যোগ্য কার্যক্রমসমূহের বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো-

- নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ
- সামরিক পর্যবেক্ষক
- মাইন উদ্ধার
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা
- নির্বাচন পরিচালনায় সহায়তা করা
- মানবিক সহায়তা প্রদান
- অবকাঠামো উন্নয়ন



বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবদানের স্বীকৃতি: জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবদানের স্বীকৃতি দিয়েছে জাতিসংঘ। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অনেক সদস্য গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন সম্মাননায় ভূষিত হয়েছে।

২৯ বছরে আয়	৪ হাজার কোটি টাকা
আয়ের খাত	৩য় বৃহত্তম

জাতিসংঘের মহাসচিব বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সিয়েরা লিওন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়েছে, লাইবেরিয়া একটি সড়কের নাম রেখেছে বাংলাদেশ স্ট্রীট। এর থেকেও বড় স্বীকৃতি ও প্রাপ্তি হলো যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশসমূহের সাধারণ মানুষের মুখে ফুটিয়ে তোলা হাসি ও তাদের ভালোবাসা।

বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশন যে অবদান রেখে চলছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এই কার্যক্রমে বাংলাদেশের বিভিন্ন বাহিনীর ভূমিকা এবং সাফল্য আমাদেরকে গর্বিত করেছে। এর মধ্যে আবার বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভূমিকাই মুখ্য। এ পর্যন্ত শতাধিক বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীর মৃত্যু হয়েছে। তারপরও বাঙালিদের শৃঙ্খলাবোধ, পেশাদারীত্ব এবং দক্ষতা স্থানীয় জনগণের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। এটি দেশ ও জাতির নিকট অত্যন্ত গৌরবের বিষয় বলে বিবেচিত।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

জনসংখ্যার বোনাস যুগে বাংলাদেশ

বাংলাদেশে এখন চলছে জনসংখ্যার বোনাস যুগ। এর মানে হচ্ছে, এখন দেশে কর্মক্ষম বা কর্মোপযোগী মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, অন্যদিকে নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর সংখ্যা সবচেয়ে কম। সর্বোচ্চ কর্মক্ষম জনসংখ্যার কালকেই বলে জনসংখ্যার 'ডিভিডেন্ড' বা 'বোনাসকাল'। জনসংখ্যা একটি দেশের সম্পদ। জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করেই একটি দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় হয়। জনসংখ্যাবিদগণ একটি দেশের জনসংখ্যা কাঠামোকে বয়সের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করেন। তাদের এই বিভক্তিকরণে দেখা যায় কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর আধিক্য ঘটলে দেশের নির্ভরশীল জনসংখ্যার হার কমতে থাকে। ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি ঘটে। কোনো দেশ যদি এ সুযোগকে ভালভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়, তাহলে সে দেশ সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়। জনসংখ্যাবিদগণ জনসংখ্যা কাঠামোর এ অবস্থাকে Demographic Dividend বা জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকাল হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকাল: হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডেভিড বুলুম এবং ডেভিড ক্যানিং প্রথম Demographic Dividend বা জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকাল প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন। তাদের মতে, জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকাল হলো জনসম জনসংখ্যার আধিক্য ঘটায়। জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকাল হলো কোনো দেশের কর্মক্ষম জনসংখ্যার (১৫-৬৭ বছর বয়সী) আধিক্য। জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকালে একটি দেশের অধিকাংশ মানুষ কর্মক্ষম বয়সের মাঝে অবস্থান করে। জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিলের (UNFP) সংজ্ঞা অনুযায়ী, যখন কোনো দেশের কর্মহীন মানুষের চেয়ে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা বেশি থাকে এবং সেটা যখন অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে তখন তাকে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকাল বলা হয়।

জনসংখ্যাবিদ জন রস বলেন, জনসংখ্যার বয়স কাঠামো পরিবর্তনের এক পর্যায়ে যখন জন্মহার ও মৃত্যুহার হ্রাসের মাধ্যমে একটি দেশের অর্থনীতি দ্রুত উন্নতি লাভ করে, তখন তাকে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকাল বলে। জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকালের ফলে একটি দেশের কর্মক্ষম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়।

জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকালের পর্যায়: জনসংখ্যাবিদগণের মতে, জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকালের দুটি পর্যায় রয়েছে:

১. প্রথম পর্যায় ও

২. দ্বিতীয় পর্যায়।

প্রথম পর্যায়: জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকালের প্রথম পর্যায়টি সাধারণত ৫০ বছর কিংবা তারও বেশি সময় চলতে থাকে। এ দীর্ঘ সময়ে একটি দেশের জন্মহার, মৃত্যুহার কমতে থাকে। জন্মহার ও মৃত্যুহার হ্রাস পাওয়ায় বিপুল সংখ্যক তরুণ জনগোষ্ঠী কর্মক্ষম হয়ে উঠে। ফলে সরকারকে নির্ভরশীল জনসংখ্যার প্লেইনে তেমন রাজস্ব ব্যয় করতে হয় না। এ সময় সরকার জনসংখ্যাকে দক্ষ করে তুলতে বেশি রাজস্ব ব্যয় করতে পারে। ফলে দেশে একটি স্থিতিশীল কর্মক্ষম জনশক্তি বিরাজমান থাকে, যারা দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখে। এতে দেশের প্রবৃদ্ধির হার দ্রুত বৃদ্ধি পায়। জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকালের প্রথম পর্যায়ে একটি দেশে পর্যাপ্ত জনশক্তি থাকায় শিল্পকারখানায় উৎপাদন ও বিনিয়োগ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। এ সময় নারীরা ঘরের বাইরে কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে। এ সময় জনগণের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয় পর্যায়: জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকালের প্রথম পর্যায় শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকালের দ্বিতীয় পর্যায়ে একটি দেশের অর্থনীতি সবচেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়। এ সময় একটি দেশের সবচেয়ে বেশি জনশক্তি কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত থাকে। এ সময় জনগণের মধ্যে সঞ্চয়ের স্পৃহা বৃদ্ধি পায়। শিল্পক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি ও বিদেশি বিনিয়োগ ব্যাপকহারে বাড়তে থাকে। ফলে দেশে ব্যাপকহারে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। এছাড়াও দেশের বাইরে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি করা সম্ভব হয়। এতে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছতে সক্ষম হয়। এ পর্যায়ের শেষ দিকে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী বয়স্ক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়। তারা কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর নেয়। ফলে বিপুল ঐ জনগোষ্ঠীর চিকিৎসা, অবসর ভাতা, সামাজিক নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন খাতে সরকারকে প্রচুর রাজস্ব ব্যয় করতে হয়।

জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকাল ও বাংলাদেশ: ২৬ এপ্রিল ২০১৬ জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচির (UNDP) এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ এখন তরুণ জনগোষ্ঠীর রাষ্ট্র। এ অঞ্চলের ৪৫টি দেশের জনসংখ্যাভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণ করে সংস্থাটি বলছে, বাংলাদেশ এসব দেশের মধ্যে সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অর্থনীতির নিখুত সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এ দেশের কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা ১০ কোটি ৫৬ লাখ, যা মোট জনসংখ্যার ৬৬.৭৬%।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অনুযায়ী, 'জনসংখ্যার বোনাসকালে' বাংলাদেশ প্রবেশ করেছে ২০১২ সালে। আর এটা বহাল থাকবে আগামী ২০৩৩ সাল পর্যন্ত। এ সময়টাতে মোট জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা থাকবে ১৫ থেকে ৬৪ বছরের মধ্যে। বোনাসকালটা পেরিয়ে গেলে অর্থাৎ ২০৩৩ সালের পর দেশে আবার নির্ভরশীল জনসংখ্যা বাড়তে থাকবে।

এক নজরে...

- বাংলাদেশ জনসংখ্যার বোনাস যুগে প্রবেশ করে: ২০১২ সালে
- BBS অনুযায়ী শ্রমশক্তি মানুষ: ৬ কোটি ৩৪ লাখ [বিশ্বে ষষ্ঠ বৃহত্তম]
- শ্রমশক্তি/ কর্মক্ষম মানুষ: ১৫-৬৪ বছর বয়সী
- ২০১৬ সালে শ্রম জরিপে বেকার: ২৬ লাখ ৭৭ হাজার
- ২০৩৩ সালের পর দেশে আবার নির্ভরশীল জনসংখ্যা বাড়তে থাকবে।

সরকারি হিসাবে, বর্তমানে দেশে ৬০ বছরের উর্ধ্বে জনসংখ্যার হার হচ্ছে ৭ শতাংশ। ৬৫ বছরের উর্ধ্বে এই হার মাত্র ৪ দশমিক ৬ শতাংশ। কিন্তু বোনাসকাল পেরিয়ে গেলে এই চিত্র আর থাকবে না। পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে জনসংখ্যা বোনাসের কাল শুরু হয়েছিল তিন দশক পূর্বে। এখন সেখানে বোনাসের সময় শেষ হয়ে বার্ধক্য জনসংখ্যার হার বাড়ছে। জনসংখ্যার বোনাসকাল শেষ হয়ে যাওয়ার পর কোনো কোনো দেশে নির্ভরশীল জনসংখ্যার হার ২০ থেকে ২৮ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশ (চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, শ্রীলংকা ও ভারত) জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকালের সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা তৈরি করে সে অনুযায়ী কাজ করে সফল হয়েছে। তাই বাংলাদেশকেও বিশ্ববাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ: যুগের চাহিদা অনুযায়ী উদ্যোগ গ্রহণে ব্যর্থ হলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা স্থবির হয়ে যেতে পারে। শ্লথ হয়ে যেতে পারে প্রবৃদ্ধি অর্জনের গতি। তাই অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

- **বিনিয়োগ বৃদ্ধি:** সরকারকে বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সরকারকে অবকাঠামোগত উন্নয়নে জোর দিতে হবে। বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য সরকারকে অবশ্যই আমলাতান্ত্রিক ও অন্যান্য জটিলতা নিরসনে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- **দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি:** জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকালের সুবিধা অর্জনে বিশ্ব বাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের বিপুল কর্মক্ষম মানুষকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে হবে। দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে প্রত্যেকটি জেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।
- **কর্মসংস্থান সৃষ্টি:** দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদকে দেশের উন্নয়নে অংশীদার করতে প্রয়োজন পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান। চাহিদা অনুযায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে না পারলে দেশে বেকারত্বের মাত্রা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। তাই সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ব্যাপক হারে কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রয়োজন।
- **উদ্যোক্তা সৃষ্টি:** সরকারি কিংবা বেসরকারি উদ্যোগে দেশের সকল মানুষের চাহিদানুযায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। তাই দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে সঠিক প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এর মাধ্যমে মানুষ চাকরির পেছনে না ছুটে নিজেই নিজের কর্মসংস্থান করতে পারবে। এমনকি তারা অন্যের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করতে পারবে।
- **শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন:** বাংলাদেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা বৈশ্বিক মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ শিক্ষাব্যবস্থা দিন দিন দেশে উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। তাই জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকালের সুবিধা অর্জনের জন্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তন আনা অত্যন্ত জরুরি। আন্তর্জাতিক রীতি অনুযায়ী, একটি দেশের মোট জিডিপির অন্তত ৬ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করার কথা। কিন্তু বাংলাদেশের জিডিপির মাত্র ২ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হয়। তাই শিক্ষাব্যবস্থাকে বৈশ্বিক মানে উন্নীত করতে হলে অবশ্যই শিক্ষাখাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থবরাদ্দ দিতে হবে।
- **কারিগরি শিক্ষার প্রসার:** প্রতিটি নাগরিকের কর্মসংস্থানের জন্য কারিগরি শিক্ষার প্রসার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় সকল নাগরিকের কর্মসংস্থান সম্ভব নয়। তাই মাধ্যমিক পর্যায় থেকেই কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে একজন শিক্ষার্থী শিক্ষা জীবন শেষ করেই কর্মজীবনে প্রবেশ করতে পারে।
- **নারী সমাজের উন্নয়ন:** দেশের মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধেক নারী সমাজকে উপেক্ষা করে কোনোভাবেই জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকালের সুবিধা অর্জন করা সম্ভব হবে না। নারী সমাজকে সম্পদে পরিণত করতে হলে তাদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষাজীবন শেষ করে একজন নারী যাতে নির্বিঘ্নে কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে পারে তার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

- **প্রবাসী আয়-বৃদ্ধি:** বর্তমানে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয়ের খাত প্রবাসীদের আয়। দেশের প্রায় এক কোটি প্রবাসী শ্রমিক বিভিন্ন দেশে নিয়োজিত রয়েছে। দক্ষতার অভাবে আমাদের দেশের প্রবাসীরা অন্যান্য দেশের তুলনায় কম আয় করছে। তাই জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকালের সুবিদা অর্জনে প্রবাসীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে দক্ষ করে তুলতে হবে।
- **মানবসম্পদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা:** সুষম মানবসম্পদের ব্যবস্থাপনা ছাড়া একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। আমাদের দেশে এমনও দেখা যায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে পাশ করে কেউ একটি প্রতিষ্ঠানের হিসাব রক্ষকের কাজ করেন কিংবা কম্পিউটার সায়েন্স-এ পড়াশোনা করে কেউ বায়িং হাউজে চাকরি করছেন। তাই মানব সম্পদের সুষম ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চাহিদা ও সময় উপযোগী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন : বৈশ্বিক চাহিদা অনুযায়ী সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্বে অবশ্যই গবেষণার মাধ্যমে এর উপযোগিতা যাচাই করে দেখতে হবে।

একটি জাতির জীবনে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকাল আশীর্বাদ হিসেবেই আবির্ভূত হয়। এ সময় দেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকায় জাতীয় জীবনে সার্বিক উন্নতি সাধিত হয়। বিশ্বব্যাংকের গবেষণা অনুযায়ী, ২০৪১ সালে বাংলাদেশে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকালের সুযোগ শেষ হবে। তাই এ সুবিধা ভোগ করতে হলে বাংলাদেশকে অবশ্যই সুষম পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে হবে। অন্যথায় রূপকল্প ২০২১, টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন স্বপ্ন এবং ২০৪১ সালে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন বাংলাদেশের জন্য অধরা থেকে যাবে। এছাড়াও দেশের জনগণ দেশের সম্পদে পরিণত না হয়ে বোঝা হিসেবে আবির্ভূত হবে।

বেকারত্ব সমস্যার বিস্তার এবং উত্তরণের উপায়

"Unemployment is a great tragedy. The man who goes about hopelessly seeking work in order to earn bread for his children is a living reproach to civilization."

— Carlos Saavedra Lamas

কোনো দেশের জনশক্তির তুলনায় কর্মসংস্থানের স্বল্পতার ফলে সৃষ্ট সমস্যাই বেকার সমস্যা। বর্তমান বাংলাদেশে এই সমস্যা জটিল ও প্রকট আকার ধারণ করেছে। যা বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল একটি দেশের অর্থনীতির জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। কর্মহীন এই বিশাল উদ্বৃত্ত জনশক্তি না পারছে দেশের অর্থনীতিতে কোনো অবদান রাখতে, না পারছে নিজের সুন্দর-সমৃদ্ধ ভবিষ্যত নির্মাণ করতে। বেকারত্বের অসহ্য যন্ত্রণায় তারা জড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ডে। ফলে রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বত্র দেখা দিচ্ছে বিশৃংখলা। ক্রমবর্ধমান এই সমস্যা সমাধানে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে অর্থনৈতিক অবকাঠামো যেকোনো সময় ভয়াবহ ভাঙনের মুখে পড়বে।

বেকার সমস্যা কী: বেকারত্ব বলতে মূলত বোঝায় কর্মক্ষম শ্রমশক্তির পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের অভাব। বাংলাদেশের শ্রমশক্তি সম্পর্কিত জরিপে (এলএফএস) বেকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এমন ব্যক্তিকে যার বয়স ১০ বছর কিংবা তার বেশি; কাজের জন্য প্রস্তুত থেকে সক্রিয়ভাবে কাজের অনুসন্ধান করেও যে কাজের সুযোগ পায়নি বা কাজ করতে পারেনি।

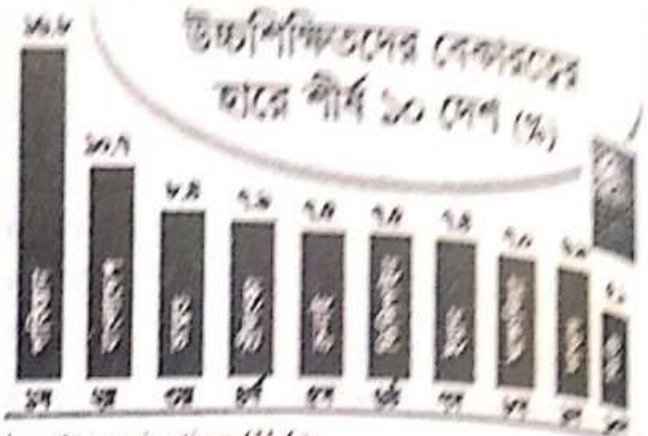
"Unemployment (or joblessness) occurs when people are without work and actively seeking work."

— International Labor Organization (ILO)

বেকার সমস্যা ও বাংলাদেশ: বর্তমান বাংলাদেশে বেকার সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, কমনওয়েলথসহ একাধিক সংস্থার সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী গত এক দশকে বাংলাদেশে বেকারত্বের হার বেড়েছে ১.৬ শতাংশ, যেখানে কর্মসংস্থান প্রবৃদ্ধির হার ২ শতাংশ। এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে ২০২২ সালে মোট বেকারের সংখ্যা দাঁড়াবে ৭ কোটিতে। আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার (আইএলও) সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বর্তমানে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ বেকার। এই বিশাল বেকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষিত বেকারের হারই বেশি। পরিসংখ্যান ব্যুরোর সূত্র মতে, বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

দেশ	কর্মোপযোগী বেকার (১৫-৬৪ বছর)	তরুণ বেকারত্বের হার (২০১৯)	তরুণ বেকারত্বের হার (২০২০)
ভারত	১ কোটি ১ লাখ	১৩.৩%	১৩.৭%
পাকিস্তান	৩৭.৬৪ লাখ	৮.৯%	৯১.৫%
ইন্দোনেশিয়া	৩১.৪৪ লাখ	১৭.০%	১৩.৭%
বাংলাদেশ	২৭.৯২ লাখ	১১.৯%	১৪.৮%
ফিলিপাইন	১৭.০৬ লাখ	৬.৮%	১৯.৫%
থাইল্যান্ড	১১.৪৮ লাখ	৪.১%	১১.১%



উৎস: International Labor Organization (ILO)

বেকারত্বের কারণ: বাংলাদেশে বেকার সমস্যা সৃষ্টির পেছনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানাবিধ কারণ রয়েছে। কিছু কারণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১) **অধিক জনসংখ্যা:** বাংলাদেশে বেকার সমস্যার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপও এর জন্য প্রধানত দায়ী। যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে, সেই অনুপাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ছে না।

২) **শিক্ষা ব্যবস্থায় অসঙ্গতি:** বাংলাদেশের শিক্ষার হার কম। তদুপরি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা বাংলাদেশের অর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এতে নেই বৃত্তিমূলক, কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ। বছর বছর লাখ লাখ শিক্ষিত জনশক্তি তৈরি হচ্ছে কিন্তু তৈরি হচ্ছে না যোগ্য ও দক্ষ জনশক্তি।

৩) **অপরিকল্পিত উৎপাদন ব্যবস্থা:** কৃষকের অসচেতনতা ও অপরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার বেকার সমস্যার অন্যতম কারণ। জমির উর্বরতা হ্রাস, কোনো কোনো ক্ষেত্রে জমি উৎপাদন শক্তিহীন হয়ে যাওয়ায় নষ্ট হয় কাজের সুযোগ।

৪) **ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব:** ২০০ বছর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক এবং ২৪ বছর পাকিস্তানি শাসনের সময় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন চরমভাবে অবহেলিত হয়েছে। উপরন্তু তারা শোষণ করে নিয়ে গেছে এদেশের মূল্যবান সম্পদ। ফলে আজই ছেয়ে পড়ে অর্থনৈতিক অবকাঠামো আর বেড়েছে বেকারত্বের চাপ।

৫) **শিল্পবিপ্লবের প্রভাব:** শিল্পবিপ্লবের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে অধিক উৎপাদনমুখী যন্ত্রের আবিষ্কার হয়েছে। ফলে অধুনিক কৃষিক্ষেত্রে জনশক্তির পরিবর্তে কৃষিযন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। শ্রমিকের প্রয়োজন যন্ত্রে পূরণ করায় সৃষ্টি হচ্ছে বেকার সমস্যা।

৬) **মুক্তিযুদ্ধোত্তর চাপ:** ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো চরমভাবে ভেঙে পড়ে। যুদ্ধের পর দেশে শিল্পায়নে গতিহীনতা, সঠিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে অদক্ষতার দরুণ বিশাল একটি জনগোষ্ঠী বেকার হয়ে পড়ে। যার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বাংলাদেশকে এখনও তাড়িয়ে ফিরছে।

৭) **কায়িক শ্রমে অনীহা:** কায়িক শ্রমের প্রতি অনীহা বেকার সমস্যার একটি অন্যতম প্রধান কারণ। অভাব অনটন সত্ত্বেও এদেশের মানুষ কায়িক পরিশ্রম করতে আগ্রহী নয়। প্রাতিষ্ঠানিক চাকরি না পেয়ে বেকার হয়ে বসে থাকে, কিন্তু নিজেই আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে ভাগ্যোন্নয়নে উদ্যোগী হয় না।

৮) **রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোগত দুর্বলতা:** সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে উদ্যোগহীনতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, অটনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, সীমাহীন দুর্নীতি প্রভৃতি কারণে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। যার ফলে বাড়ছে বেকারত্বের চাপ।

বেকারত্বের নেতিবাচক প্রভাব: বেকারত্ব একটি অভিশাপ। ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে সর্বত্র এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। বেকারত্বের ভয়াল থাবায় দুর্বল হয়ে পড়ে রাষ্ট্রকাঠামো। বেকারত্বের কারণে কোনো কাজ না পেয়ে মানুষ নানা অবৈধ ও অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়। সমাজে খুন-গুম, রাহাজানি, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পায়। স্থবির হয়ে যায় অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা। দেখা দেয় শাসনতান্ত্রিক বিশৃংখলা। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে প্রভাবশালী দেশগুলো। ফলে দেশের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

বেকারত্ব কারনের প্রভাব: করোনা ভাইরাসের কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে যে বিরূপ প্রভাব পড়ছে তাতে ৩৮০ কোটি কর্মক্ষম মানুষের চাকরি বা পুরোপুরি বেকার হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া ২০২০ সালে ১ম প্রান্তিকে বিশ্বব্যাপি প্রতিষ্ঠানগুলো ৬.৭৪% কর্মঘন্টা কমিয়ে দিতে পারে বলে মনে করছে উপরোক্ত সংস্থাটি। এটি প্রায় ২০ কোটি পূর্ণকালীন কর্মজীবী মানুষের চাকরী হারানোর বাস্তবতা সৃষ্টি করবে। বাংলাদেশে বর্তমান বেকারের সংখ্যা প্রায় ৩০ লাখ। বাংলাদেশে বেকারত্বের হার ৪.২% হলেও যুব বেকারত্বের হার ১১.৬%। করোনাভাইরাসের কারণে জুন ২০২০ সাল নাগাদ সেটি কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) তথ্য অনুযায়ী, করোনাভাইরাস সংকটে বিশ্বে প্রতি ৬ জনের ১ জন বেকার হয়েছে আর বাংলাদেশের প্রতি ৪ জন যুবকের মধ্যে ১ জন কর্মহীন বা বেকার হয়েছে।

বেকারত্ব দূরীকরনের উপায়: বাংলাদেশের বেকারত্ব সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে। যথা-

- দেশের জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে সে তুলনায় কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় বেকারত্ব বাড়ছে, তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে বেকার সমস্যার সমাধান করতে হবে।
- বড় পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে বৃহৎ প্রকল্প গ্রহণে গ্রামীন এবং শহুরে জনগণকে আর্থিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা করে বেকারত্ব সমাধানের চেষ্টা করতে হবে।
- যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তর করতে হবে।
- বৃত্তিমূলক, কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ তৈরি করতে হবে। নারী শিক্ষার সম্প্রসারণে যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।
- বেঁচে থাকার কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।
- কোন কাজকেই তুচ্ছ না ভেবে কায়িক পরিশ্রমের মর্যাদা দিতে হবে।
- পরিকল্পিত শিল্পকারখানা গড়ে তুলে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।
- বাংলাদেশের বেকারত্ব দূর করতে কুটির শিল্পের পুনরুদ্ধার একান্ত প্রয়োজন যাতে এদেশের দরিদ্র জনগণ তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে আংশিক বেকারত্বের সময় উপার্জনের সুযোগ লাভ করতে পারে।
- আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ শ্রমশক্তি গড়ে তুলতে হবে।
- ভাষাগত দুর্বলতা দেশি-বিদেশি শ্রমবাজারে কর্মসংস্থান প্রাপ্তিতে একটি বড় সমস্যা। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিকদের ভাষাগত দুর্বলতা কাটিয়ে তুলতে হবে।
- দক্ষতম শ্রমিকদের বিদেশে কাজের ব্যবস্থা করতে হবে।
- শিক্ষিত যুবসমাজকে গ্রামমুখী করতে হবে।
- তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে ইন্টারনেটে আউটসোর্সিং হতে পারে বেকারত্ব হ্রাসের আরেকটি উপায়।
- সমাজের দুর্বল ও নড়বড়ে অর্থনৈতিক কাঠামোর উন্নয়ন সাধন করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। সেইজন্য উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কাঠামোকে সুদৃঢ় করতে হবে।

বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে হলে সমগ্র জাতিকেই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলীয়করণের সকল প্রভাব পরিহার করে মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মে নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করা জরুরি। রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোর গুণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে বেকারত্ব থেকে উত্তরণের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

"Unemployment is not the situation to blame your fate on others... It's time to believe in yourself and unveil-new-employment."

— Shashank Rayal
(Indian Civil Engineer)

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

আরো দেখুন

প্রতিদিনের চাকুরীর সার্কুলার পেতে এখানে ক্লিক করুন

প্রতি মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পিডিএফ এখানে ক্লিক করুন

চাকুরীর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিসিএস এর প্রয়োজনীয় পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

প্রতি সপ্তাহের চাকুরী পত্রিকা ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

সকল নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান এখানে ক্লিক করুন

বিডিনিয়োগ.কম দেশের সেরা পিডিএফ কালেকশন

SSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

HSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

সকল ধরনের সাজেশন ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

ORIGINAL
BDNIYOG.COM
COPYRIGHT

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

প্রতিপাদ্য→ "কাউকে পিছনে ফেলে নয়"

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোসেপ স্টালিন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ধারণাটি গ্রহণ করে। তাই বিশ্বে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নকারী দেশ রাশিয়া। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি নতুন করে গড়ে তুলতে ১৯৭৩ সালে প্রথম পাঁচসালা বা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু। দারিদ্র্য দূর করা, সবার জন্য কর্মসংস্থান, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার মতো মৌলিক চাহিদা পূরণ, এবং কৃষির আধুনিকায়নের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়ানোই ছিলো প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য। কালের পরিক্রমায় জনগণের চাহিদা, দেশের উন্নয়ন বিবেচনায় বিভিন্ন সময়ের সরকার আরো সাতটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এসেছে যার ধারাবাহিকতায় বর্তমানে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক (২০২০-২০২৫) পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে সরকার।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বিনিয়োগের মূল ভিত্তি। এ পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন লক্ষ্য নির্ধারিত হয়। বিনিয়োগের ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর থেকে বাংলাদেশ ও সমান্তর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বিনিয়োগের মূল ভিত্তি। এ পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন লক্ষ্য নির্ধারিত হয়। বিনিয়োগের ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে চলছে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদকাল : জুলাই, ২০২০ থেকে জুন, ২০২৫।

পরিকল্পনা	সময়কাল
প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	১৯৭৩-১৯৭৮
দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৭৮-১৯৮০
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	১৯৮০-১৯৮৫
তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	১৯৮৫-১৯৯০
চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	১৯৯০-১৯৯৫
পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	১৯৯৭-২০০২
ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	২০১০-২০১৫
সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	২০১৫-২০২০
অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	২০২০-২০২৫

দেশের অর্থনীতিতে কভিড-১৯ মহামারীর প্রভাবকে সামনে রেখে সরকার অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। চলতি বছর ৩০ জুনে সপ্তম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদ শেষ হয়েছে।

কোভিড-১৯ মহামারীর প্রভাব মূল্যায়নের বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন একটি স্টাডি সম্পন্ন করছে। ওই স্টাডির ফলগুলো অষ্টম পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রতিফলিত হবে। স্টাডিতে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি করোনাভাইরাস সংকটের ফলে দারিদ্র্য হ্রাস কার্যক্রম এবং প্রবৃদ্ধি কীরূপ প্রভাবিত হবে তা বিশেষ গুরুত্বসহকারে মূল্যায়ন করা হবে।

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের 'আমার গ্রাম, আমার শহর' -এর অঙ্গীকার অনুযায়ী ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে গ্রামীণ রূপান্তর। অর্থাৎ শহরের সুবিধা পৌঁছানোর মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির বৈচিত্র্যায়ন করা হবে। ২০২১ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়নের জন্য এই পরিকল্পনার যে ধারণাপত্রটি তৈরি করা হয়েছে সেখানে এই বিষয়গুলো উঠে এসেছে।

জিইডির সদস্য (সিনিয়র সচিব) ড. শামসুল আলম বলেন, '৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি তৈরি করা হবে দুটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে। এগুলো হচ্ছে - ত্বরান্বিত সমৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি। ইতোমধ্যেই উভয়ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। দ্রুত প্রবৃদ্ধি মাথাপিছু আয়ের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে।

নগর ও গ্রামাঞ্চল উভয় ক্ষেত্রেই আয় বেড়েছে। রেমিটেন্সের ব্যাপক প্রবাহের পাশাপাশি বাণিজ্য, পরিবহন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসহ বিভিন্ন সেবাখাতের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় অনেক গ্রামেই অ-কৃষি খাতে কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে কৃষি কর্মসংস্থান দিন দিন কমে যাচ্ছে। কৃষি শ্রমিকদের মজুরি আগের তুলনায় বেড়েছে। এছাড়া ক্রমবর্ধমান আয় বাড়ার কারণে গ্রামীণ রূপান্তর চলমান রয়েছে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

৪. আলম আরও বলেন, 'আধুনিক পরিবহন ও তথ্য প্রযুক্তিসেবা গ্রাম এবং নগরের মধ্যে ব্যবধান কমাতে সাহায্য করছে। রূপান্তরের এই গতিকে আরও ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি টেকসই করা হবে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে'।

পরিকল্পনায় বেসরকারি বিনিয়োগে মন্দাভাব প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বেসরকারি বিনিয়োগকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। সেই সঙ্গে ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত বেসরকারি বিনিয়োগের হার জিডিপির ২২ শতাংশ থেকে ৩২ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো লক্ষ্য রয়েছে। তবে বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে শুধু ২৩ শতাংশ।

এই মন্দাভাব কাটিয়ে ওঠার জন্য সরকারি বিনিয়োগ হার বৃদ্ধি করা হলেও সামগ্রিক বিনিয়োগ প্রচেষ্টা ৯ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বেসরকারি এবং মোট বিনিয়োগ হার বাড়ানোর জন্য অধিক প্রচেষ্টা চালানো হবে। সেই সঙ্গে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) প্রবাহ বাড়ানোর ওপর জোর দেয়া হচ্ছে।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তিনটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়া হবে—

১) কর্মসংস্থান তৈরিতে প্রবৃদ্ধি বা জিডিপি গ্রোথ,
২) সবার সমান সুবিধা নিশ্চিত করতে সাম্য ও সমতা।
৩) জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা করা।

কিন্তু এসবের জন্য প্রয়োজন জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করা।

বাজার উপযোগী কারিগরি শিক্ষা ও দক্ষতার উন্নয়নের মাধ্যমে এ চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। আমাদের দরকার উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে উচ্চ কারিগরি শিক্ষা, যার মাধ্যমে আমরা চতুর্থ শিল্পবিপ্লব মোকাবিলা করতে পারব। সরকার আগামী পাঁচ বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনা করলেও বেসরকারি খাতকে ভবিষ্যতের প্রয়োজন মাথায় রেখে বিনিয়োগ করতে হবে। তা হতে হবে অন্তত ১৫-২০ বছরের কথা চিন্তায় রেখে। লক্ষ রাখতে হবে পরিকল্পনা, বিনিয়োগ যা-ই হোক না কেন, সবকিছু দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী সমন্বিত পদ্ধতিতে যেন হয়।

করোনায় চরম আঘাত এসছে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের কর্মসংস্থানে। সেই সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক খাতেও এর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। তাই কর্মসংস্থানের বিষয়ে বলা হয়েছে, পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ-২০১৭ অনুসারে দ্রুত প্রবৃদ্ধির পরও কর্মসংস্থান সৃষ্টি সন্তোষজনক ছিল না। বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৬ শতাংশের বিপরীতে ২০১০ এবং ২০১৭ সালের মধ্যে কর্মসংস্থান ১ দশমিক ৭ শতাংশ হারে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি জিডিপি প্রবৃদ্ধির তুলনায় শূন্য দশমিক ২৬ শতাংশ।

কিন্তু ইতিবাচক দিক হল কৃষিতে কর্মসংস্থান ৪৮ শতাংশ থেকে কমে ৪১ শতাংশ হয়েছে।অন্যদিকে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে কর্মসংস্থান ১২ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০ শতাংশ হয়েছে। তারপরও নারী শ্রমশক্তির উচ্চতর অংশগ্রহণ, জনসংখ্যাগত রূপান্তর থেকে উঠে আসা ক্রমবর্ধমান শ্রমশক্তির প্রয়োজনের তুলনায় ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার খুবই কম।

এছাড়া কৃষি ও অনানুষ্ঠানিক সেবা খাতেও কর্মসংস্থান কম। নির্মাণ কাজ এবং ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে প্রযুক্তি প্রবর্তনের ফলে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র কমে যাচ্ছে সেই সঙ্গে দক্ষতার অভাব একটি গুরুতর সমস্যা। প্রযুক্তির পরিবর্তন এবং দক্ষতার সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে দ্রুত কর্মসংস্থান সৃষ্টির চ্যালেঞ্জগুলো অন্তর্ভুক্ত করে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সেগুলো সমাধানে গুরুত্ব দেয়া হবে।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যসমূহ:

১. উচ্চমধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূর করাই হল মূল লক্ষ্য।
২. ৭৫ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
৩. ৭৭ লাখ কোটি টাকা বিনিয়োগ। যার ৭৬% বেসরকারি খাতের।
৪. ভেল্টা ২১০০ প্ল্যানের কার্যক্রম শুরু।
৫. ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮.৫% অর্জন।
৬. দারিদ্র্যের হার ১২.১৭% এ নামিয়ে আনা।
৭. বৈচিত্র্যের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর ওপর জোর প্রদান।
৮. জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা করা।
৯. কর্মসংস্থান তৈরিতে প্রবৃদ্ধি বা জিডিপি গ্রোথ, সবার সমান সুবিধা নিশ্চিত করতে সাম্য ও সমতা।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় আগামী পাঁচ বছরে ৭৭ লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সেই লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে সহায়তা চেয়েছে বাংলাদেশ। বলা হয়েছে, এই পরিকল্পনার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ও সরকারের দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনার বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে। কিন্তু করোনার কারণে স্থবির হয়ে আছে পূর্ব পরিকল্পনা এবং ফলে নতুন করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে যাচ্ছে সরকার। যেকোন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে চাই সহযোগিতা ও জবাবদিহিতা, আর এই দুটো নিশ্চিত করা গেলে সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সফল ও স্বার্থক হবে।

ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়নে মোট পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থাকছে ৪টি। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হচ্ছে এর প্রথম। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এবং সরকারের ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহার অনুসরণ করা হবে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে নিম্ন আয়ের মর্যাদা অর্জন করেছে এবং স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে প্রাথমিক উত্তরণের ভিত্তি স্থাপন করেছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২৪ সালের মধ্যে এলডিসি থেকে উত্তরণ এবং এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক হবে।

করোনা মোকাবেলায় প্রণোদনা প্যাকেজে অর্থনীতির চিত্র

'সকল প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে বাংলাদেশের মানুষ ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম।' তিনি আরোও বলেন, 'বাংলাদেশের মানুষের রয়েছে অফুরন্ত এমন সহনশীল ক্ষমতা এবং ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে দ্রুত ঘুরে দাঁড়ানোর সক্ষমতা। ১৯৭১ সালে জাতির পিতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে যে জাতি মাত্র ৯ মাসে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে, সে জাতিকে কোনো কিছুই দাবিয়ে রাখতে পারবে না।

— শেখ হাসিনা

করোনার প্রাদুর্ভাবে দেশের ছোট-বড় সব উদ্যোক্তা কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তিন মাসের লকডাউনে শিল্পকারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্য হয়ে পড়েছিল স্থবির। অনেক মানুষ কাজ হারিয়ে শহর ছেড়ে গ্রামে যেতে বাধ্য হয়েছেন। এখন পর্যন্ত সরকার ১৩.২৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ২১টি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। যা দেশের মোট জিডিপির ৪.০৩ শতাংশের সমান। বিভিন্ন গোষ্ঠীর ও খাতকে দেয়া এসব টাকা সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনীতিকে ভালোভাব ঘুরে দাঁড়াতে সহায়তা করেছে। করোনাকালে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট মোকাবিলায় সরকার ১ লাখ ১১ হাজার ১৩৭ কোটি টাকার ২০টি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে। এর মধ্যে ৮৫ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা দেওয়ার কথা ঋণ আকারে ব্যাংকিং চ্যানেলে। ব্যাংক ভিত্তিক তথ্যে জানা যায়, প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় সোনালী ব্যাংক ১ হাজার ২৬৬ কোটি টাকা (লক্ষ্যমাত্রার ৭৭.৬৩ ভাগ), জনতা ব্যাংক ৪৫৮ কোটি টাকা (৯৩.৪৭ ভাগ), অগ্রণী ব্যাংক ৬৮২ কোটি টাকা (৬৬.৬৬ ভাগ), রূপালী ব্যাংক ৩০৩ কোটি টাকা (৩৭.১৩ ভাগ) এবং বেসিক ব্যাংক ৩৪ কোটি টাকা (লক্ষ্যমাত্রার ৩২ ভাগ) বিতরণ করেছে।

"ক্ষতিগ্রস্ত বড় শিল্প ও সেবা খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ৩৩ হাজার কোটি টাকার ঋণ প্যাকেজের মধ্যে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রায় ২৪ হাজার ৬৪৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। শতাংশের হিসাবে বিতরণের হার প্রায় ৭৮ শতাংশ। এ ছাড়া বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সকে সোনালী ব্যাংক এক হাজার কোটি টাকা দিয়েছে এ প্যাকেজ থেকে। বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি ১১৫ কোটি, বিসি সুগার ইন্ডাস্ট্রিজ ৫০ কোটি এবং আবুল খায়ের স্টিল ৩৫ কোটি টাকা পেয়েছে।"

অন্যদিকে কুটির, অতি ক্ষুদ্র ও মাঝারি বা সিএমএসএমই উদ্যোক্তাগণ খুব কমই ঋণ পেয়েছেন। অনেক ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা জানিয়েছেন, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেওয়ার পরও ব্যাংকগুলো থেকে তাঁরা কোনো সাড়া পাননি। হয়রানি ও টালবাহানার শিকার হচ্ছেন। কৃষিঋণ পেতেও কৃষকেরা একই রকম ভোগান্তিতে আছেন।

ছোট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তাদের ঋণ না পাওয়ার বিষয়টি নীতিনির্ধারকদেরও দৃষ্টি এড়ায়নি। অতি সম্প্রতি অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক ভার্চুয়াল বৈঠকে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এ খাতে ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ বিতরণ শতভাগ বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংককে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। করোনার কারণে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটি চলাকালে ৫ এপ্রিল প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়।

- **বড় শিল্প ও সেবা খাতের জন্য ঋণ সুবিধা:** বড় শিল্প ও সেবা খাতকে রক্ষায় সরকার ৩০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে। পরে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা দিতে যোগ করা হয় আরো তিন হাজার কোটি টাকা। সব মিলিয়ে ৩৩ হাজার কোটি টাকার মধ্যে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত ২৩ হাজার ৪০০ টাকা কোটি বিতরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ঋণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে ১৭ হাজার ৯৯৬ কোটি টাকা। বাকি পাঁচ হাজার ৪০৪ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে বেতন-ভাতা পরিশোধ বাবদ। বৃহৎ শিল্প মালিকরা শ্রমিকদের বেতন-ভাতা বাবদ জুন মাসে নিয়েছেন দুই হাজার ৫০০ কোটি টাকা। এবং জুলাই মাসে নিয়েছেন দুই হাজার ৯০৪ কোটি টাকা।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

- **ক্ষুদ্র (কুটির শিল্পসহ) ও মাঝারি শিল্পের জন্য ঋণ:** করোনাকালে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলোর। এ খাতকে সুরক্ষা দিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেন। ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে এই ঋণ বিতরণের কথা রয়েছে। এই ঋণ পেতে ট্রেড লাইসেন্স, মালিকানার ধরনের সনদসহ বিভিন্ন ধরনের কাগজপত্র লাগে। ফলে অনেক প্রতিষ্ঠানই ঋণের জন্য আবেদন করতে পারছে না। আবার ব্যাংকও জামানত ছাড়া ঋণ দেবে না। কারণ ঋণের টাকা আদায় না হলে এর দায় ব্যাংকগুলোকে নিতে হবে। ফলে আগস্ট পর্যন্ত ব্যাংকগুলো ২০ হাজার কোটি টাকার মধ্যে মাত্র তিন হাজার ৭০০ কোটি বিতরণ করতে পেরেছে। এর মধ্যে ক্ষুদ্র শিল্পগুলো পেয়েছে মাত্র ৮০ কোটি টাকা।
- **রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের (ইডিএফ) আকার বৃদ্ধি:** রপ্তানিকারকরা যাতে সহজ শর্তে ঋণ পান সে জন্য রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের আকার ৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন থেকে পাঁচ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা হয়। এর ফলে ১ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ অতিরিক্ত ১২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা ইডিএফ তহবিলে যুক্ত হয়েছে। ঋণের সুদ হারও কমিয়ে মাত্র ২ শতাংশ করা হয়। এই প্যাকেজের আওতায় এখন পর্যন্ত এক হাজার ৭১৯ কোটি ২৮ লাখ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এক হাজার ১০৯ জন সুবিধাভোগীকে এই ঋণ দেওয়া হয়েছে। রপ্তানিমুখী শিল্পের শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধ : তৈরি পোশাক খাতসহ রপ্তানিমুখী শিল্প যাতে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা দিতে পারে সে জন্য পাঁচ হাজার কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়। এ পর্যন্ত ১৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১১৪ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।
- **কৃষি পুন:অর্থায়ন স্কিম:** করোনা দুর্যোগ থেকে দেশের কৃষি খাতকে সুরক্ষা দিতে পাঁচ হাজার কোটি টাকার বিশেষ পুন:অর্থায়ন তহবিল গঠনের ঘোষণা আসে। ধান, গমসহ সব ধরনের শস্য, অর্থকরী ফসল, শাকসবজি ও কন্দাল (আলু, কচু) জাতীয় ফসল চাষে ৪ শতাংশ রেয়াতি সুদে কৃষকরা এই তহবিল থেকে ঋণ পাবেন। এই তহবিলের মেয়াদ শুরু হয়েছে ১ এপ্রিল থেকে। শেষ হবে আগামী বছরের ৩০ জুন। আগস্ট পর্যন্ত এর বাস্তবায়নের হার খুবই নগণ্য। মাত্র ৫০ কোটি টাকা বিতরণ হয়েছে ১৭ হাজার ৯৮০ জন সুবিধাভোগীর অনুকূলে। নিম্ন আয়ের পেশাজীবী কৃষক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুন:অর্থায়ন স্কিম : নিম্ন আয়ের পেশাজীবী বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যাতে আবারও ঘুরে দাঁড়াতে পারেন সে জন্য তিন হাজার কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়। এখন পর্যন্ত ৩৬ জন সুবিধাভোগীর অনুকূলে ২৬৬ কোটি টাকা পুন:অর্থায়ন সুবিধা দেওয়া হয়েছে।
- **দুই মাসের ঋণের সুদ 'বয়কট হিসাবে' স্থানান্তর:** পরিস্থিতি বিবেচনায় ব্যাংকের সব ধরনের ঋণের ওপর ১ এপ্রিল থেকে ৩১ মে পর্যন্ত আরোপিত/আরোপযোগ্য সুদ 'সুদবিহীন বয়কট হিসাবে' স্থানান্তরের নির্দেশ দেওয়া হয়। সরকার ঘোষণা দেয়, সুদের টাকা ভর্তুকি দেওয়া হবে। এ জন্য দুই হাজার কোটি টাকা রাখা হয়। সুদ/মুনাফা ভর্তুকি প্রাপ্তির জন্য ব্যাংকের আবেদন পাওয়ার শেষ সময় ছিল ১৫ জুলাই। কিন্তু সব ব্যাংক আবেদন করেনি। ফলে সময় বাড়ানো হয়েছে। সব ব্যাংকের আবেদন পাওয়ার পর বাংলাদেশ ব্যাংক তা অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠাবে। তাই এখনো এই প্যাকেজ থেকে কোনো অর্থ বের করা হয়নি।

এ ছাড়া রপ্তানিকারকদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পাঁচ হাজার কোটি টাকার একটি প্রাক-জাহাজীকরণ পুন:অর্থায়ন তহবিল (প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট রিফিন্যান্স স্কিম) গঠন করার কথা ছিল। সেটি এখনো গঠিত হয়নি বলে অর্থ মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এই ঋণের সুদের হার হবে ৬ শতাংশ। এই তহবিলের আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংকগুলো বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ৩ শতাংশ সুদহারে পুন:অর্থায়ন সুবিধা পাবে। আর গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার হবে সর্বোচ্চ ৬ শতাংশ।

যেসব খাতে প্রণোদনা ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী	
প্যাকেজ	**তহবিল (কোটি টাকায়)**
বৃহৎ শিল্প ও সেবাশিল্পে ওয়ারর্কিং ক্যাপিটাল	৩০,০০০
এসএমই ও কুটির শিল্পে ওয়ারকিং ক্যাপিটাল	২০,০০০
রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল	১২,৭৫০
প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট রিফাইন্যান্স স্কিম	৫,০০০
রপ্তানি খাতে প্রণোদনা	৫,০০০

মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়া করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখতে এসব প্যাকেজ ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন, 'আশা করি, পূর্বে এবং আজকে ঘোষিত আর্থিক সহায়তার প্যাকেজসমূহ দ্রুত বাস্তবায়িত হলে আমাদের অর্থনীতি পুনরায় ঘুরে দাঁড়াবে এবং আমরা কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কাছাকাছি পৌঁছতে পারবো, ইনশাআল্লাহ।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

করোনায় বিশ্ব অর্থনীতি

বিশ্ব অর্থনীতির জন্য আরও বড় দুঃসংবাদ দিয়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) বলেছে, করোনাভাইরাস মহামারির কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ২০২০ সালের অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রায় ৫% হ্রাস পাবে, যা এপ্রিলের পূর্বাভাসের প্রায় দ্বিগুণ। এর ফলে যুক্তরাজ্যের অর্থনীতি ১০% অবনমন হতে পারে। আর ইউরোপের দেশ ইতালি, ফ্রান্স ও স্পেনের অবস্থা আরও খারাপ হবে।

সংস্থাটির মতে, করোনার কারণে বিশ্ব অর্থনীতি ১২ ট্রিলিয়ন ডলার (৯ দশমিক ৬ ট্রিলিয়ন পাউন্ড) ক্ষতির সম্মুখীন হবে। যুক্তরাজ্যসহ উন্নত দেশগুলোতে ২০২০ সালে এরই মধ্যে এর নিম্নমুখী প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। খবর বিবিসি ও দ্য গার্ডিয়ানের।

তারা বলছে, ২০১৯ সালের শেষের দিকে শুরু হওয়া এ অর্থনীতির ধাক্কা সামলাতে বিশ্বের দুই বছর সময় লাগবে। একই সঙ্গে সংস্থাটি সতর্ক করে দিয়েছে, ভংগুর অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে সরকারগুলোকে তাদের আর্থিক সহায়তা অপসারণ সম্পর্কে সতর্ক হওয়া উচিত।

এপ্রিল,২০২০-এ প্রকাশিত এক পূর্বাভাসের আপডেটে আইএমএফ জানিয়েছে, বৈশ্বিক অর্থনীতিকে এ বছর প্রত্যাশিত সংকোচন প্রায় ৫% (৪.৯%) হবে, যেটি ৩% নামবে বলে এপ্রিলে প্রত্যাশা করা হয়েছিল।

সংস্থাটি বলছে, ২০২০ সালের প্রথমার্ধে করোনাভাইরাস মহামারিটি প্রত্যাশার চেয়ে আরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে এবং বৈশ্বিক অবস্থা পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া আরও ধীর হবে বলে ধারণা করা হয়েছে। বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি ২০২১ সালে ৫.৪% হওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে, যা এপ্রিল মাসে পূর্বাভাস করা ৫.৮% এর চেয়ে কম। তবে পরের বছরের প্রথম দিকে করোনা মহামারির দ্বিতীয় তরঙ্গের ফলে এ প্রবৃদ্ধি শূন্যে নেমে যেতে পারে।

আইএমএফের অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা গীতা গোপিনাথ বলেন, "কোভিড-১৯ মহামারি অর্থনীতিগুলোকে একটি বড় ধরনের লকডাউনে ঠেলে দিয়েছে, যা ভাইরাস সংক্রমণ ঠেকাতে ও জীবন বাঁচাতে সহায়তা করেছে। কিন্তু এটি মহামন্দার পরে সবচেয়ে খারাপ মন্দা ডেকে এনেছে।"

তিনি উল্লেখ করেন, ২০২০ সালের অর্থনৈতিক অবনমনের ফল ১৯৩০ এর দশকের মহামন্দার গোড়ার দিকের চেয়ে অর্ধেক খারাপ হতে পারে। তবে এই বছর ৯৫% দেশের জীবনযাত্রার মান হ্রাস পাবে।

সংস্থাটি বলছে, এই বছর বিশ্বব্যাপী অর্থনীতির অবনমন ৫% এর কাছাকাছি হবে, যার প্রভাব ২০০৯ সালে রেকর্ড করা ০.১% অবনমনের চেয়ে অনেক গভীর হবে। আইএমএফ আগেই বলেছিল, ১৯৩০ সালের মহামন্দার পরে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে খারাপ বছর হতে যাচ্ছে ২০২০।

এদিকে নতুন পূর্বাভাসে ২০২০ সালে যুক্তরাজ্যের অর্থনীতি ১০.২% হ্রাস পাবে, এপ্রিলের পূর্বাভাসে যা ৬.৫% বলা হয়েছিল। আর এ অবস্থা ২০২১ সালে আংশিক পুনরুদ্ধার হবে। এছাড়া ফ্রান্স ও ইতালিতে অর্থনৈতিক কার্যক্রম যথাক্রমে ১২.৫% এবং ১২.৮% হ্রাস পাবে বলে নতুন এ পূর্বাভাসে বলা হয়।

কোভিড ও এসডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অবস্থান

বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারির কারণে চ্যালেঞ্জের মুখে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)। ইতোমধ্যে পার হয়ে লক্ষ্যমাত্রার চার অর্থবছর। দারিদ্র্যের হার শূন্যে নামানো, ক্ষুধামুক্ত করা, সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ-জ্বালানি সুবিধা, বৈষম্য কমানো, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের গুণগত মান নিশ্চিতে সদস্য রাষ্ট্রের প্রতি ২০১৫ সাল থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছিল জাতিসংঘ। কিন্তু সাম্প্রতিক করোনা ভাইরাসের সংকট মোকাবিলায় বিপর্যস্ত বিশ্ব নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এসডিজি বাস্তবায়নেও বড় ধরনের ঝুঁকির মধ্যে পড়বে এমন আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের। তাদের মতে, এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো আরো বেশি চ্যালেঞ্জে পড়বে।

১৯৯৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ২০ বছরে বিশ্বব্যাপী ১২ হাজার জলবায়ু সম্পর্কিত মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটেছে এবং এতে প্রায় পাঁচ লাখ প্রাণহানি ও ৩৫৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের সম্পদের ক্ষতি হয়েছে।

বাংলাদেশ এই সময়ে প্রায় ২০০টি বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, বর্তমান হারে কার্বন নিঃসরণ অব্যাহত থাকলে ২০৩০ সালের মধ্যে মারাত্মক দুর্যোগের ঘটনা দ্বিগুণ এবং ২০৫০ সালের মধ্যে ৪-৫ গুণ হবে। প্যারিস চুক্তি অনুযায়ী তাপমাত্রা ১-৫ ডিগ্রি বৃদ্ধি পেলে ২১০০ সালের মধ্যে ৫৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার সম্পদের ক্ষতি হবে। আর তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি হারে বাড়তে থাকলে ৬৯ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার সম্পদের ক্ষতি হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে বন্যা, নদীভাঙন, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ভূমিধস, বরফ গলন, তুষারপাত, কভিড-১৯ ইত্যাদি নজিরবিহীন ঘটনা ঘটছে। জলবায়ুর বিরূপ প্রভাবের দিক থেকে বাংলাদেশ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

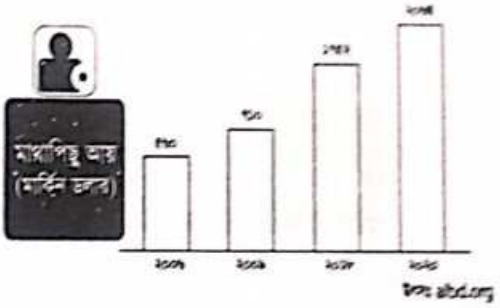
দেশ	এসডিজি সূচকে অবস্থান	স্কোর
বাংলাদেশ	১০৯	৬৩.৫১
ভারত	১১৭	৬১.৯২
পাকিস্তান	১৩৪	৫৬.১৭
আফগানিস্তান	১৩৯	৫৪.২২

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

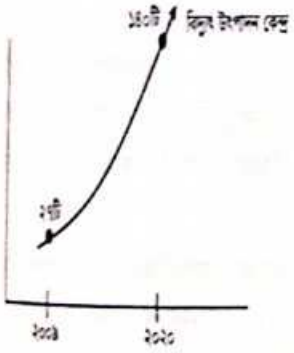
'জার্মান ওয়াচ' নামে একটি জার্মান গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশকে তাদের ২০২০ সালের প্রতিবেদনে বিশ্বের সপ্তম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে বিবেচনা করেছে। এই প্রতিবেদন অনুসারে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রভাব মোকাবিলার ক্ষেত্রে অনুকরণীয় অগ্রগতি দেখিয়েছে। দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয় হলেও ২০১৮ সালের জলবায়ু সহনশীল সূচক অনুযায়ী শীর্ষ দশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান নেই।

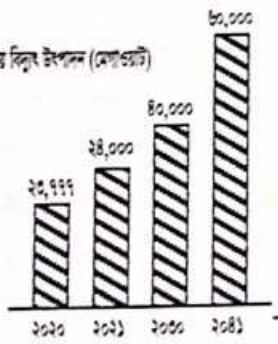
২০১৯ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্যের হার ছিল ৮ দশমিক ২ শতাংশ, যা করোনার জন্য বৃদ্ধি পেয়ে ৮ দশমিক ৮ শতাংশে হয়েছে। করোনার জন্য বিশ্বব্যাপী কমপক্ষে সাত কোটি ১০ লাখ মানুষ চরম দারিদ্র্যসীমায় যুক্ত হয়েছে। শুধু দক্ষিণ এশিয়ায় করোনার জন্য তিন কোটি ২০ লাখ মানুষ অতিদরিদ্রের কাতারে শামিল হয়েছে।

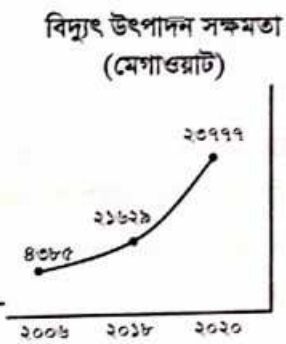
এই প্রেক্ষাপটে আমরা বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-এসডিজি বাস্তবায়নের বিষয় বিবেচনা করছি। জাতিসংঘের স্বপ্ন টেকসই উন্নয়নের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বের ১৯৩টি দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সম্মান ও উচ্চ মর্যাদার সঙ্গে বাঁচার জন্য বিশ্বকে তৈরি করা। আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে দ্রুতগতির সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছি।

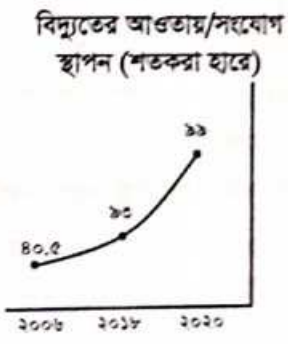


- ২০০৮-২০ সাল পর্যন্ত বিগত ১০ বছরে সাক্ষরতার হার ৫৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৪ দশমিক ৭ শতাংশ হয়েছে। মাথাপিছু আয় ২০০৮ সালে ৬৮৬ ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০ সালে ২০৬৪ ডলারে দাঁড়িয়েছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার মহামারির আগে ছিল ৮ দশমিক ১৫ শতাংশ, যা বর্তমানে ৫.২৪ (করোনা পরিস্থিতিতে বৈশ্বিক অবস্থান ভালো)।
- গড় আয়ু ৬৯ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭২ দশমিক ৬ বছর হয়েছে। ২০০৮ সালের রপ্তানি আয় এক লাখ ১২ হাজার কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে তিন লাখ ২০ হাজার কোটি টাকারও বেশি। বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ ছিল মাত্র ছয় হাজার কোটি টাকা, যা ২০১৯ সালে দাঁড়িয়েছে ৩১ হাজার কোটি টাকা।
- ২০০৯ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল মাত্র ৩৩৬০ মেগাওয়াট। এটি ২০২০ সালে সাত গুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ২৩৫০০ মেগাওয়াটে। এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের তিনটি সূচক যথা- মাথাপিছু বার্ষিক জাতীয় আয়, মানবসম্পদ সূচক এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক অনুযায়ী ২০১৮ সালে বাংলাদেশকে নিম্নআয়ের দেশ থেকে উত্তরণের সুপারিশ করা হয়েছে।









আমরা আশা করি, ২০২১ সালের পর্যালোচনায় বাংলাদেশ ২০২৪ সালের মধ্যে এলডিসি থেকে উত্তরণে জাতিসংঘের দ্বিতীয় সুপারিশ পাবে এবং ২০২৭ সাল পর্যন্ত এলডিসির সব সুবিধা পাওয়ার সুযোগ অব্যাহত থাকবে। এলডিসি অর্জনের ধারাবাহিকতা রক্ষায় একটি পথনকশা প্রস্তুত করা হচ্ছে।

২০০০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-এমডিজি বাস্তবায়ন করার সময় প্রায় সব সূচক যেমন দারিদ্র্য হ্রাস, স্বল্প ওজনের শিশু জন্মগ্রহণ রোধ, মাতৃমৃত্যু নিয়ন্ত্রণ, ৫ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যু কমানো; শিক্ষা, এইচআইভি, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন কর্মসূচিতে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে।

এসব উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইউনিসেফসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক 'সাউথ-সাউথ কো-অপারেশন', 'চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ', 'প্ল্যানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন', 'এজেন্ট অব চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড'সহ অনেক অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হয়েছেন।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

২০১৫ সালে এসডিজি দলিলে স্বাক্ষর করার সময় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন-

'আমি আত্মবিশ্বাসী যে, বাংলাদেশ এমডিজি অর্জনের মতো এসডিজি অর্জনেও সক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারবে।'

আমরা সবাই জানি, এসডিজিতে ১৭টি অভীষ্টের অধীনে ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা এবং ২৩২ সূচক (সংশোধিত) রয়েছে। এসডিজির রয়েছে ৫টি মূলনীতি। এসডিজি বাস্তবায়নে টেকসই উন্নয়ন হচ্ছে মূল প্রতিপাদ্য এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে 'কাউকে পশ্চাতে রেখে নয়'। এসডিজিতে নির্ধারিত ১৭টি অভীষ্ট-



মহিলা ও শিশু, বৃদ্ধ, হিজড়া, আদিবাসী, প্রতিবন্ধী এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষ, দ্বীপ ও হাওরে বসবাসকারী লোকজন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঝুঁকিপূর্ণ। বাংলাদেশের জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশল হচ্ছে 'কাউকে পেছনে না ফেলা' নিশ্চিত করা।

- প্রত্যেক জেলা ও উপজেলা কাউকে পেছনে না রাখা সম্পর্কিত অন্তত একটি সূচক চিহ্নিত করেছে। এ লক্ষ্যে সরকার শক্তিশালী সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি চালু করেছে। ২০১৬ সালে ২৮ দশমিক ৭ শতাংশ পরিবার সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় সুবিধাভোগী হয়েছে।
- আমাদের বাজেটের ১৫ শতাংশ সামাজিক সুরক্ষা এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচিতে ব্যয় করা হয়েছে। নাগরিক সুবিধা প্রদানে অনলাইন পেমেন্ট সিস্টেম এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
- জনগণের দোরগোড়ায় সেবা প্রদানের জন্য ৫ হাজার ৮৭৫টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সার্ভিস সেন্টার এবং ৮ হাজার ৫০০ পোস্ট ই-সেন্টার নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সব শ্রেণি-পেশার অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজ, পেশাদার গোষ্ঠী, ব্যবসায়ী, মিডিয়া, নারী নেটওয়ার্ক ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের সঙ্গে মিল রেখে জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন; ২০২১ ও ২০৪১-এর পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। সে মোতাবেক এসডিজি বাস্তবায়নকারী বিভাগ ও মন্ত্রণালয়গুলো একীভূতভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

এসডিজির যাত্রা শুরুর সময় ২০১৬-২০ সাল পর্যন্ত আমাদের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চলমান ছিল এবং এতে এসডিজির ৫৬টি লক্ষ্যমাত্রা সরাসরি ও ১০২টি লক্ষ্যমাত্রা আংশিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলাদেশের সব মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের লক্ষ্যমাত্রাগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সপ্তম, অষ্টম এবং নবম- এই তিনটি পঞ্চবার্ষিকীর মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ এসডিজি বাস্তবায়ন করবে।

শুরু থেকেই বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা কমিটি রয়েছে। এসডিজির সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাগুলো বাংলায় অনুবাদ করে সব বিভাগ বা মন্ত্রণালয়কে পথনকশার আওতায় এনে মন্ত্রণালয়গুলোর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। তথ্য ও সম্পদের প্রয়োজনীয়তা এবং এগুলোর ঘাটতির দিকে নজর দিয়ে উপযুক্ত কর্মপরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। এখন অবধি এসডিজি বাস্তবায়নে একটি প্রশিক্ষণ সহায়িকা, এসডিজির স্থানীয়করণের জন্য কর্মপরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো এবং এসডিজি টেকার প্রস্তুত করা হয়েছে। যার মাধ্যমে এসডিজি অর্জনের অগ্রগতি পরিমাপ করা হচ্ছে।

এসডিজি পথনকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিভাগ বা মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছে। সর্বোপরি প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় চলছে এসডিজি বাস্তবায়ন।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

নবায়নযোগ্য জ্বালানির সমস্যা, কারণ এবং সরকারের পদক্ষেপসমূহ

জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত ও কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ কমানোর অন্যতম উপায় হলো নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার। আগামী ২০২১ সালের মধ্যে এ খাত থেকে ১০ শতাংশ ও ২০৩১ সালে ২০ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য শক্তি বা জ্বালানি হলো এমন শক্তির উৎস যা স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পুনরায় ব্যবহার করা যায় এবং এর ফলে শক্তির উৎসটি নিঃশেষ হয়ে যায় না। বিশেষ করে গ্রিড বিদ্যুৎবঞ্চিত এলাকায়। এ পর্যন্ত প্রায় ২৮ লাখ সোলার হোম সিস্টেম বিক্রি হয়েছে।

❑ সমস্যাসমূহ :

১. বর্তমানে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের সবচেয়ে বেশী অংশ পানি বিদ্যুৎ যার ফলে বৈশ্বিক ক্ষমতা ১০০০ গি.ওয়াটে পৌঁছেছে। কাপ্তাই এ একমাত্র পানিবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হয় যার বর্তমান ক্ষমতা ২৩০ মে.ওয়াট। বাংলাদেশে কোথায় বাতাসের প্রবাহ বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপযোগী, তা এখনো নির্ধারণ করা হয়নি।
২. নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ প্রচলিত বিদ্যুতের চেয়ে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বেশি।
৩. জমিস্বল্পতার দেশে সৌর বিদ্যুতের সম্ভাবনা এখনো সীমিত।
৪. উইন্ডমিলের জন্য অনেক জায়গার প্রয়োজন, সাথে প্রয়োজন অনেক বাতাস। বাংলাদেশে সেই পরিমাণ বাতাসও নেই। নেই সেই পরিমাণ জায়গা।
৫. সেটআপে অনেক টাকা লাগে।
৬. নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ জমা রাখতে হয় ব্যাটারিতে।

❑ করণীয়সমূহ :

১. একটি বিনিয়োগবান্ধব নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি প্রণয়ন করতে হবে।
২. বাংলাদেশে কোথায় বাতাসের প্রবাহ বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপযোগী, তা নির্ধারণ করা।
৩. নবায়ণযোগ্য জ্বালানি থেকে ব্যাপক পরিমাণ বিদ্যুতের জন্য সরকারি বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।
৪. প্রত্যন্ত এলাকায় বিদ্যুৎ নিয়ে যাওয়া খুব ব্যয়সাপেক্ষ। এ জায়গাগুলোতে আমরা সহজেই নবায়ণযোগ্য বিদ্যুতের কথা ভাবতে পারি।
৫. উদ্যোক্তা এক্ষেত্রে বিনিয়োগ ঝুঁকি নেবে-যদি সরকার বা কোনো প্রতিষ্ঠান বাড়তি দামে সে বিদ্যুৎ কেনার দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি নিশ্চিত করে।
৬. বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন নবায়নযোগ্য উৎসের বিদ্যুৎ কত মূল্যে কেনা সংগত, তা নির্ধারণ করে দিতে হবে।

❑ সরকারের পদক্ষেপসমূহ :

১. ২০০৮ সালে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন নীতিমালায় ২০১৫ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুতের ৫ শতাংশ এবং ২০ সালের মধ্যে ১০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে নেয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেয়া আছে।
২. নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিভিন্ন উৎস বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হলেও বাংলাদেশে প্রধানত সৌরশক্তি ও বায়ুশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাস্তবানুগ বিবেচনা করা হচ্ছে।
৩. নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদন ক্ষমতায় প্রায় ৩১০ মেগাওয়াট যোগ করতে বাংলাদেশ সরকার বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে ১৮৫ মিলিয়ন ডলারের ঋণচুক্তি সই করেছে, যা নির্ভরযোগ্য ও সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ এবং পরিচ্ছন্ন বায়ু পেতে অবদান রাখবে। প্রতি ডলার সমান ৮৫ টাকা ধরে বাংলাদেশি মুদ্রায় যা ১ হাজার ৫৭২ কোটি ৫ লাখ টাকা।
৪. নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি ২০১৪-এর খসড়া প্রকাশ করা হয়েছে।
৫. বড় ধরণের পানি বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য সাংগু (১৪০ মে. ওয়াট) এবং মাতামুহুরীতে (৭৫ মে.ওয়াট) দুইটি স্থান সনাক্ত করেছে। তাছাড়া বাংলাদেশের সমতল ভূমির জন্য পানি বিদ্যুতের সম্ভাবনা সীমিত হয়ে পড়েছে। কয়েকটি সমীক্ষার মাধ্যমে কয়েকটি স্থান সনাক্ত করা হয়েছে যার সম্ভাবনা ১০ কি.ওয়াট থেকে ৫ মে.ওয়াট।
৬. নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় জ্বালানির মূল উৎস হিসেবে সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, হাইড্রো, বায়ো ফুয়েল, জিও থার্মাল, নদী স্রোত, সমুদ্রের ঢেউ ইত্যাদি শনাক্ত করা হয়েছে।

সরকারের লক্ষ্য: ২০২১ সালে– ২৪,০০০ MW; ২০৩০ সালে– ৪০,০০০ MW এবং ২০৪১ সালে– ৬০,০০০ MW

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

সরকারের এই লক্ষ্য পূরণে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে পারে সহায়ক। আর নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে সরকারের লক্ষ্য নিম্নরূপ:

প্রযুক্তি	২০১৮ সাল পর্যন্ত উৎপাদন (MW)	২০১৯ সাল পর্যন্ত উৎপাদন (MW)
সৌর শক্তি	৩৫০.৭৪	১১৫০.৭৪
বায়ুশক্তি	২.৯০	৭৮২.৯
বায়ুগ্যাস	১.০৮	৮.৫৮
হাইড্রো	২৩০	২৩০
মোট	৫৮৪.৭২	২১৭৭.২২

প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত তাই আমাদেরকে এর ব্যবহারে যত্নবান হতে হবে। জ্বালানি নীতিমালা অনুসারে ২০২০ সালের মধ্যে মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ১০% অর্থাৎ ২০০০ MW বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদন করার টার্গেট ছিল।

পদ্মা সেতুর অর্থনৈতিক গুরুত্ব

"Bangladesh's largest river bridge is expected to bolster the country's economy through a landmark connection between capital Dhaka and the country's southern region."

—Financial Express

বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করতে বর্তমানে সরকার বেশ কয়েকটি মেগা প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এর গুরুত্ব বিবেচনায় এই প্রকল্পগুলোকে মেগা প্রজেক্ট হিসেবে আখ্যায়িত করেছে সরকার। এগুলোর মধ্যে পদ্মাসেতু অন্যতম।

এক নজরে পদ্মা সেতু	
গঠন	দ্বি-তলা সেতু
বাহক	যানবাহন, ট্রেন
নদী	পদ্মানদী
স্থান	লৌহজং, মুন্সিগঞ্জএর সাথে শরিয়তপুর, মাদারীপুর
সংযোগ	মাওয়া (মুন্সিগঞ্জ), মাদারিপুর
নকশা	AECOM
উপাদান	কংক্রিট, স্টিল
দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ	দৈর্ঘ্য– ৬.১৫ কিলোমিটার এবং প্রস্থ– ১৮.১০ মিটার
নির্মাণ শুরু	ডিসেম্বর ৭, ২০১৪
নির্মাণকারী	চায়না মেজরব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন কো. লি.
নির্মাণ শেষ	২০২২
পিলার	৪২টি
স্প্যান	৪১টি (১৫০ মিটার)
প্রকল্পের অগ্রগতি	৮১%
প্রকল্প ব্যয়	৬.৫ বিলিয়নডলার
জিডিপিতে অবদান	অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বাড়বে ১.২৩%

১. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন:** একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভরকরে সেই দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের উপর। পদ্মা সেতু নির্মিত হলে দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের সাথে সারাদেশের যোগাযোগ অনেক সহজ হয়ে আসবে। দেশের বাকি অংশের সাথে সড়ক যোগাযোগ এই সেতু নিশ্চয়তা দেবে, ফলে যাতায়াতের সময় ও ব্যয় উভয়ই হ্রাসপাবে। পদ্মাসেতুর ফলে দেশের জিডিপির হার বাড়বে ১.২৩% এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে জিডিপি হার বাড়বে ২.৩%।

২. **শিল্পায়ন:** উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শিল্পায়নের প্রাণ বলা হয়। কেননা কাঁচা মালের সহজলভ্যতা এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের জন্য প্রয়োজন উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। তাই পদ্মা সেতু নির্মিতহলে দেশের শিল্পউন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। যথাযথ গ্যাস সরবরাহ পেলে পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর দক্ষিণাঞ্চল দেশের বৃহত্তম অর্থনৈতিক অঞ্চল হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

৩. **কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন:** কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের অর্থ দেশের উন্নয়ন। পদ্মা সেতু নির্মিত হলে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সহজলভ্যতা কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ফলে শাকসবজি চাষ বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে ১০২ শতাংশ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে।

৪. **কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি:** শিল্পায়ন, ব্যবসা খাতের পরিবহণ ও বাণিজ্য বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করবে পদ্মা সেতু। এতে করে ব্যাপক নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। প্রায় ২ কোটির অধিক বেকারের কর্মসংস্থান ঘটবে আশা করা হচ্ছে।

৫. **দারিদ্র্য হ্রাস:** দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে দারিদ্র্য সীমার নিচে থাকা জনসংখ্যা জাতীয় গড়ের তুলনায় ৫% বেশি। এই অঞ্চলটি দেশের অবশিষ্টাংশ থেকে পিছিয়ে থাকার অন্যতম কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থার ঘাটতি। পদ্মা সেতু নির্মিত হলে বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য কমবে ০.৮৪% এবং স্থানীয় পর্যায়ে ২% দারিদ্র্য কমবে। এর ফলে বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটবে।

৬. **সরকারি ব্যয় হ্রাস:** ৫০% ভর্তুকি দিয়ে চালু রাখা ফেরি সার্ভিস চালু রাখা বন্ধ হবে এবং আদায়কৃত টোল সম্পূর্ণরূপে সরকার পাবে। ফলে প্রতিবছর সরকারের আয় বাড়বে প্রায় ৪০০০ মিলিয়ন ডলার।

৭. **নদী ভাঙন রোধ:** পদ্মা সেতু বাস্তবায়নের জন্য যে নদী শাসন হবে তার ফলে ১৫৬ মিলিয়ন ডলার মূল্যমানের ৯ হাজার হেক্টর জমি নদী ভাঙন থেকে রেহাই পাবে। পাশাপাশি বন্যার কবল থেকেও থেকেও রক্ষা পাবে কয়েক লক্ষ মানুষ।

৮. **অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন:** পদ্মা সেতু নির্মিত হলে দেশের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে। এই অঞ্চলের জনগণের উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ ও রাজধানী ঢাকায় আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণের সযোগ তৈরি হবে। সহজতর যোগাযোগ ব্যবস্থা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ ব্যবস্থাকে আরও বিকশিত করার মাধ্যমে মানব সম্পদকে আরও শক্তিশালী করবে।

৯. **দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের উন্নয়ন:** দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১৯ টিউপকূলীয় জেলার সাথে রাজধানী ঢাকাসহ পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ শক্তিশালী হবেবা অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক শক্তিশালী হবে। ফলে ঐ অঞ্চলের কৃষি, যোগাযোগ, শিল্পায়ন, নগরায়ন, জীবনমান বৃদ্ধি পাবে যা দেশের সার্বিক উন্নয়ন ঘটাবে।

১০. **আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি:** পদ্মা সেতু নির্মিত হলে দেশের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সহজ হবে। পদ্মা সেতু দিয়ে বাংলাদেশ ট্রান্স এশিয়ান হাইওয়ে এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত হবে। ফলে প্রতিবেশি দেশগুলোর সাথে আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার হবে।

সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, পদ্মাসেতু বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে এক বিশাল আশির্বাদ। একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অর্জনগুলোর একটি এই পদ্মাসেতু নির্মাণ।

শূন্য শুল্কে চীনের সাথে বাংলাদেশের রপ্তানি সম্পর্ক

"We still import more than export from China, the recent pact will create more possibilities to minimize the trade deficit,"

— Md. Obaidul Azam
(Additional Secretary, Bangladeshi Commerce Ministry)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন "Friendship to all, malice to none"। তার এই নীতিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ কূটনীতিতে একটি নিরপেক্ষ দেশ হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিবেশী দেশ সহ সকলের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক রাখার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর সুফলও পাচ্ছে বাংলাদেশ।

Asia Pacific Trade Agreement (APTA) অধীনে চীনের বাজারে বাংলাদেশ এখন ৩,০৯৫টি পণ্যে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাচ্ছে। ১ জুলাই, ২০২০ থেকে সেখানে যুক্ত হচ্ছে আরো ৫,১৬১টি পণ্য। সব মিলিয়ে সংখ্যাটি দাঁড়াল ৮,২৫৬ টিতে। চীন সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে দেশটির বাজারে বাংলাদেশ যত পণ্য পাঠাবে তার ৯৭ শতাংশই শুল্ক মুক্ত সুবিধা পাবে। এটাকে এক অর্থে শত ভাগ শুল্কমুক্ত সুবিধাও বলা যায়। কারণ বাংলাদেশ থেকে যত ধরনের পণ্য চীনে রপ্তানি হয় তার মধ্যে মাত্র তিনটি বাদে সবই বিনা শুল্কে চীনের বাজারে ঢুকতে পারবে।

চুক্তিতে বাংলাদেশের নতুন সুবিধা:

শুল্কমুক্ত সুবিধার বিবরণ	পণ্য সংখ্যা
Asia Pacific Trade Agreement (APTA) অধীনে চীনের বাজারে বাংলাদেশি পণ্য	৩,০৯৫
নতুন চুক্তি মোতাবেক চীনের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের প্রবেশাধিকার	৫,১৬১
মোট	৮,২৫৬

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে সম্পাদিত প্রায় ১১ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্যের মধ্যে ১০ বিলিয়ন ডলারই চীনের রপ্তানি আয়। বাকি ১ বিলিয়ন ডলারের পণ্য দেশটিতে রপ্তানি করে বাংলাদেশ। এখন সিংহভাগ পণ্যে শুল্ক ছাড় পাওয়ায় বাংলাদেশের সামনে বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। বর্তমানে চীনে রপ্তানি হওয়া বাংলাদেশি পণ্যের মধ্যে রয়েছে তৈরি পোশাক, পাট ও পাটজাত পণ্য, চামড়া, মাছ ও কাঁকড়া, পাস্টিক পণ্য, ফুল, সবজি, ফল, মসলা, তামাক ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে পিছিয়ে থাকা দেশগুলোকে নিয়ে ১৯৭১ সালে জাতিসংঘ স্বল্পোন্নত দেশ বা এলডিসি তালিকা তৈরি করে। বর্তমানে বাংলাদেশসহ মোট ৪৭টি দেশ রয়েছে এতে। ২০০৫ সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এলডিসি দেশগুলোকে অন্তত ৯৭ ভাগ পণ্য শুল্ক ছাড় দিতে বাধ্য উন্নত দেশগুলো। অন্যদিকে এই সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলক না হলেও উন্নয়নশীল দেশগুলোও সাধ্যমত এই সুবিধা দিতে সম্মত হয়েছিল।

এই সুবিধার কারণ: ১৭ জুন, ২০২০ লাদাখে চীনের সৈন্যদের সঙ্গে সংঘাতে ভারতের ২০ সেনা নিহত হয়। এ নিয়ে শুরু হয় দুই দেশের মধ্যে চরম উত্তেজনা। তার দুই দিন পরেই চীন বাংলাদেশকে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেয়ার খবর এল। ভারতীয় কয়েকটি গণমাধ্যমের খবরে বলা হচ্ছে চলমান পরিস্থিতিতে চীন বাংলাদেশকে কাছে টানতেই পদক্ষেপটি নিয়েছে। তবে বাংলাদেশি অর্থনীতিবিদদের মতে, যেহেতু বাংলাদেশ ২০২৪ সাল পর্যন্ত স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় থাকছে, তাই এই সুবিধা বাংলাদেশের প্রাপ্য।

চীনের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি বহু বছরের পুরানো খবর। নতুন এই চুক্তিতে বাংলাদেশ কিছুটা হলেও বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর সুযোগ পাবে। কিন্তু, কোন কোন পণ্যে বাংলাদেশ শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে তা নিশ্চিত হয়নি। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের কাজ হবে, চীনের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করে শতভাগ শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা অর্জন করা। তবেই হয়ত ভবিষ্যতে চীনের সাথে বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

"Defiantly, it's a good sign in pandemic. And we for a long time were examining the access and working with the country, and will work to nourish the bilateral relationship."

— Borhan Uddin

(Director-general, East Asia and Asia-Pacific in the Bangladeshi Foreign Ministry)

অর্থনীতিতে করোনার প্রভাব: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট

করোনার প্রভাবে বিশ্ব অর্থনীতি আজ অবরুদ্ধ। ধেয়ে আসছে মহামন্দা। আশঙ্কা করা হচ্ছে এই মহামন্দার মাত্রা ১৯২০ সালের মহামন্দা থেকেও ভয়াবহ হতে পারে। বিশ্বের বড় বড় এবং শক্তিশালী অর্থনীতির দেশগুলোর সরকার প্রধানদের কপালে দুশ্চিন্তার কালো ছাপ স্পষ্ট। এটা যতটা কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যার এবং এর ফলে মৃত্যু হারের উর্ধমুখী জন্য, ঠিক ততটাই অর্থনীতিতে মহামন্দার আশঙ্কা নিয়ে। এই দুশ্চিন্তায় জার্মান অর্থমন্ত্রী থমাস শেফার আত্মহত্যা করেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। বড় অর্থনীতি না হলেও যে কটি দেশে প্রবৃদ্ধি হবে, তার মধ্যে আছে বাংলাদেশ। তবে করোনায় মানুষের আয় কমেছে। ফলে দারিদ্র্য বেড়েছে। উৎপাদন কমেছে।

বড় ধরনের অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছে সারা বিশ্ব। করোনার কারণে দেশে দেশে এই সংকট তীব্র হচ্ছে। ধনী-গরিব সব দেশেই এর প্রভাব পড়েছে। বেশির ভাগ দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) সংকোচন হবে বলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা পূর্বাভাস দিয়েছে। কর্মহীন হয়েছেন কোটি কোটি মানুষ। এমন দুর্গতির মধ্যেও বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি নিয়ে আশার কথাই শুনিয়েছে বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ), এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)। অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোর আভাসও পাওয়া যাচ্ছে।

গত শতাব্দীর ত্রিশের দশকে মহামন্দায় বড় বড় অর্থনৈতিক পরাশক্তিগুলো বিপাকে পড়েছিল। দশকজুড়ে চলে মহামন্দা। নব্বইয়ের দশকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর অর্থনীতিতে আসে দুর্যোগ। আর ২০০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের আবাসন খাত থেকে শুরু হওয়া মন্দা উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু করোনার মতো এমন সর্বজনীন মন্দা আর দেখা যায়নি। বিশ্বের প্রায় সব দেশেই প্রভাব পড়েছে। কিন্তু এই মহামন্দায় বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ কোথায়, কোন খাত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এ নিয়ে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবিসহ দেশি গবেষণা সংস্থাগুলোর পূর্বাভাস ও মূল্যায়ন নিয়ে এবারের আয়োজন।

জিডিপি প্রবৃদ্ধি: করোনায় বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি বেশ কমেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সাময়িক হিসাবে, বিদায়ী অর্থবছরে (২০১৯-২০) ৫ দশমিক ২৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে বলে জানিয়েছে। চলতি অর্থবছরে ৮ দশমিক ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য ধরেছে সরকার। এমন অবস্থায় সব দাতা সংস্থাই বলছে, এত প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়। অর্থনীতি আগের জায়গায় ফিরে যেতে সময় লাগবে। এ ছাড়া করোনার দ্বিতীয় ঢেউ কতটা গভীর হয়, এর ওপর নির্ভর করছে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কতটা ত্বরান্বিত হবে। তাই ওই সব সংস্থা চলতি অর্থবছরের প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস কমিয়ে দিয়েছে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

আইএমএফ বলছে, চলতি ২০২০ সালে ৩ দশমিক ৮ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি হতে পারে। ক্যারিবীয় অঞ্চলের দেশ গায়ানা ও দক্ষিণ সুদানের পর বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি হবে। তবে আইএমএফ এ ও বলছে, করোনার আগের মতো ৭-৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে বাংলাদেশকে আরও চার বছর অপেক্ষা করতে হবে।

৮ অক্টোবর প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের সাউথ এশিয়ান ইকোনমিক ফোকাস প্রতিবেদনের আগাম পূর্বাভাস, চলতি অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ১ দশমিক ৬ শতাংশে নেমে আসতে পারে। বিশ্বব্যাংক কারণ হিসেবে দেখিয়েছে, অর্থনীতিতে শ্লথগতি। অনানুষ্ঠানিক খাতের কর্মজীবীদের আয় কমে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবে ভোগ করার প্রবণতা কমে গেছে। এ ছাড়া রপ্তানি ও প্রবাসি আয় কম হবে। আর বেসরকারি বিনিয়োগে অনিশ্চয়তা আছে। তবে আগামী অর্থবছরে পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি হবে। ওই বছর ৩ দশমিক ৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হতে পারে বলে মনে করছে এই দাতা সংস্থাটি।

আরেক দাতা সংস্থা আইএমএফ জিডিপি পূর্বাভাসের ক্ষেত্রে সব সময় একটু রক্ষণশীল থাকে। অবশ্য এই দাতা সংস্থাটি পঞ্জিকাবর্ষ ধরে জিডিপির হিসাব করে থাকে। আইএমএফ বলছে, চলতি ২০২০ সালে ৩ দশমিক ৮ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি হতে পারে। ক্যারিবীয় অঞ্চলের দেশ গায়ানা ও দক্ষিণ সুদানের পর বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি হবে। তবে আইএমএফ বলছে, করোনার আগের মতো ৭-৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে বাংলাদেশকে আরও চার বছর অপেক্ষা করতে হবে।

২০২৫ সালে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হতে পারে। আইএমএফের এবারের পূর্বাভাস হলো, ২০২০ সালে মাত্র ২২টি দেশে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি হবে। যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, জার্মানি, জাপানের মতো দেশে জিডিপি সংকোচন হবে। এর মানে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হবে।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) বেশ ভালো পূর্বাভাস দিয়েছে। সংস্থাটি মনে করে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে। তাই চলতি অর্থবছরে (২০২০-২১) বাংলাদেশে ৬ দশমিক ৮ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে এই দাতা সংস্থাটি। চীন, ভারত ও মালদ্বীপের পরই সবচেয়ে প্রবৃদ্ধি হবে বাংলাদেশে।

প্রবৃদ্ধিতে চতুর্থ শীর্ষ দেশ বাংলাদেশ। আগামী বছরের শুরুতে অর্থনীতি আরও বেগবান হবে বলে মনে করে এডিবি। করোনা সংকট বেশি দিন ধরে বিরাজমান থাকলে তা কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনের পথে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করে এডিবি। গত সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত ওই ডেভেলপমেন্ট আউটলুকে এডিবি প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি সুখ সূচকও দেখিয়েছে। সেখানে আমাদের জন্য ভালো খবর নেই।

এডিবি বলছে, বাংলাদেশ ৩০ দেশের মধ্যে ২৬তম। বাংলাদেশের পেছনে আছে ভারত, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার ও আফগানিস্তান। এই তালিকায় শীর্ষে আছে তাইপে।

এর পরেই সিঙ্গাপুরের অবস্থান। বাংলাদেশের নাগরিকেরা কতটা ভালো আছেন, তা দেখা যাক। এডিবি বলছে, বাংলাদেশ ১০০-এর মধ্যে ৫৩ পয়েন্ট পেয়েছে। এর মানে ভালো থাকার মানে মাঝামাঝি অবস্থানেও নেই বাংলাদেশ।

দারিদ্র্য পরিস্থিতি: করোনার কারণে দেশে-বিদেশে দরিদ্র লোকের সংখ্যা বেড়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের পভার্টি অ্যান্ড শেয়ারড প্রসপারিটি ২০২০ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, করোনার কারণে বিশ্বের অতি দারিদ্র্যের হার ৮ শতাংশ থেকে ৯ শতাংশের বেশি হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের পূর্বাভাস ২০২০ ও ২০২১, এই দুই বছরে সারা বিশ্বের ১১ কোটি থেকে ১৫ কোটি লোক নতুন করে গরিব হয়ে যেতে পারেন। এর মধ্যে শুধু ২০২০ সালেই ৮ কোটি ৮০ লাখ থেকে সাড়ে ১১ কোটি লোক এমন বিপাকে পড়বেন। চলতি অক্টোবরে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের আরেক সাউথ এশিয়া ইকোনমিক ফোকাস প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, করোনাকালে বাংলাদেশে গরিব লোকের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। দারিদ্র্য হার সাড়ে ১২ শতাংশ থেকে বেড়ে ২২ শতাংশ হয়েছে। যাঁরা দৈনিক ১ দশমিক ৯০ ডলার আয় করতে পারেন না, তাঁদের দরিদ্র হিসেবে ধরে বিশ্বব্যাংক।

করোনাকালে বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি কতটা খারাপ হয়েছে, তা নিয়ে সরকারি ও বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর একাধিক গবেষণা আছে। সব প্রতিষ্ঠানই বলেছে, দারিদ্র্য বেড়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) বলেছে, মার্চ এপ্রিল থেকে জুলাই মাসের মধ্যে দারিদ্র্য হার ১৯ থেকে বেড়ে ২৯ শতাংশ হয়েছে। কমবেশি ১ কোটি ৬৪ লাখ নতুন করে গরিব হয়েছেন। এ ছাড়া আগে থেকেই সাড়ে তিন কোটি মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করত। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) বলেছে, করোনায় দারিদ্র্য হার ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। গত জুন মাসে পিপিআরসি ও বিআইজিডির যৌথ গবেষণায় এসেছে, দারিদ্র্য হার দ্বিগুণের বেশি হয়ে ৪৩ শতাংশে পৌঁছেছে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

আয় ও কর্মসংস্থান: দারিদ্র্য বেড়েছে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর করোনায় শ্রমজীবী মানুষের আয় কমেছে। লাখ লাখ কর্মজীবী বেকার হয়ে গেছেন। সরকারি তথ্য-উপাত্ত সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) করোনায় মানুষের আয়-ব্যয়ে কী ধরনের প্রভাব পড়েছে, তা জানতে গত সেপ্টেম্বরে একটি জরিপ করেছে। সেই জরিপে দেখা গেছে, করোনায় আয় কমেছে ২০ শতাংশ। করোনার আগে গত মার্চে প্রতি পরিবারে মাসিক গড় আয় ছিল ১৯ হাজার ৪২৫ টাকা। আগস্টে তা কমে দাঁড়ায় ১৫ হাজার ৪৯২ টাকা। পাঁচ মাসের ব্যবধানে পরিবারপ্রতি আয় কমেছে প্রায় চার হাজার টাকা।আড়াই শতাংশ বেকারত্ব হার পৌঁছে দাঁড়ায় ২২ দশমিক ৩৯ শতাংশ। অর্থনীতি খুলতে শুরু করায় জুলাই থেকে বেকার পরিস্থিতির উন্নতি হয়। সেপ্টেম্বরে এসে বেকারত্বের হার আবার ৪ শতাংশে নেমে আসে। এত দ্রুত বেকার পরিস্থিতির উন্নতি হওয়া নিয়ে প্রশ্ন আছে। কারণ করোনার প্রথম তিন-চার মাস যত বেকার হয়েছেন, তাঁদের অনেকেই এখনো কাজ পাননি। চাকরির বাজার এখনো আগের পর্যায়ে ফিরে আসেনি।

পিপিআরসি ও বিআইজিডি গবেষণায় বলা হয়েছে, করোনার প্রথম দিকে অর্থাৎ এপ্রিল-জুন মাসে ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে দীর্ঘ মেয়াদে ছুটি ও লকডাউনের প্রভাবে গত এপ্রিল মাসে গরিব মানুষের আয় ৭৫ শতাংশ কমেছে। আর গরিব হওয়ার ঝুঁকিতে থাকা মানুষের আয় ৬৫ শতাংশ কমেছে।

গত এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত তিন মাসে সেই তৈরি পোশাকের উৎপাদন অর্ধেকের বেশি কমেছে। বিবিএসের হিসাব অনুযায়ী, গত এপ্রিল-জুন সময়ে ৩২ হাজার ৬৫৮ কোটি টাকার পোশাক উৎপাদন হয়েছে।

শিল্পোৎপাদন: গত এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত দেশের উৎপাদন খাত সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় ছিল। সাবান, ডিটারজেন্টসহ স্বাস্থ্য সুরক্ষাসামগ্রী, ওষুধসহ হাতে গোনা কয়েকটি পণ্যের উৎপাদন বাড়লেও অন্য সব শিল্পপণ্যের উৎপাদনে ব্যাপক ধস নামে। বেশির ভাগ কলকারখানা বন্ধ ছিল কিংবা উৎপাদন কমিয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শিল্পপণ্য হিসেবে তৈরি পোশাককে ধরা হয়। এটি আমাদের প্রধান রপ্তানিপণ্য এবং অর্থনীতির চালিকা শক্তি।

গত এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত তিন মাসে সেই তৈরি পোশাকের উৎপাদন অর্ধেকের বেশি কমেছে। বিবিএসের হিসাব অনুযায়ী, গত এপ্রিল-জুন সময়ে ৩২ হাজার ৬৫৮ কোটি টাকার পোশাক উৎপাদন হয়েছে। ২০১৯ সালের একই সময়ে ৬৯ হাজার ৩৮৯ কোটি টাকার পোশাক বানানো হয়েছিল। করোনা এভাবেই আমাদের শিল্প খাতে ক্ষত চিহ্ন রেখেছে।

সামাজিক জীবনে করোনা ভাইরাসের প্রভাব

করোনা ভাইরাস এর ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকট এর চেয়ে সামাজিক সংকট এর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী । করোনা ঝড়ের কবলে পড়ে পুরো বিশ্ব আজ স্থবির। চীনের উহান থেকে ছড়িয়ে পড়া এই ভাইরাস ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন। বিরাজ করছে যুদ্ধ-বিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ, বিপ্লব কিংবা বিদ্রোহ কালের পরিবেশ। থমকে দাঁড়িয়েছে সবকিছু। সবাই ভীত-বিহ্বল, উদভ্রান্ত। আজ থেকে ছয় মাস আগেও এই নিষ্ঠুর বাস্তবতার কথা মানুষ হয়তো কল্পনাও করতে পারেনি। কিন্তু আজ! প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে বদলে যাচ্ছে চিরচেনা পৃথিবীর চেহারা। যার করালগ্রাসের প্রভাব পড়ছে আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে। পৃথিবীতে যে মানবিক সংকট তৈরি হয়েছে এর প্রভাব অনেক গভীরে। এজন্য সভ্যতার গতি শুধু থেমেই যাবে না বরং পিছিয়ে দেবে কয়েক দশক।

তবে নিয়মানুযায়ী, এই পৃথিবীতে কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। একদিন হয়ত সংশয়, নিস্তব্ধতা কেটে যাবে। এটাই সত্য যে, 'রাত যত গভীর হয়, প্রভাত তত নিকটে আসে।' এই প্রবাদটি কিছুটা হলেও আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে দেবে।

হ্যাঁ, পৃথিবী থেকে করোনা একদিন থেমে যাবে। তবে মানুষকে ভুলতে দেবে না এর প্রভাব। রেখে যাবে অনেক ভয়ানক চিহ্ন। এখন সবচেয়ে বড় উপলব্ধির বিষয় হচ্ছে- কেমন হতে পারে করোনা পরবর্তী পৃথিবী? কী কী পরিবর্তন আসতে পারে আমাদের সামগ্রিক জীবনাচরণে? কিংবা করোনাউত্তর পরিস্থিতিতে সামাজিক সম্পর্ক, সমাজ কাঠামো ও সামাজিকীকরণের নতুন বিন্যাস কেমন হবে? দেখা যাক, এসব জিজ্ঞাসার প্রতিউত্তরে কি পাওয়া যায়?

সামাজিক জীব হিসেবে মানুষে মানুষে যে কাছে আসা কাঙ্ক্ষিত, করোনাকালে দেখছি সেই কাছে আসা নিয়েই ভয়! কারণ, করোনা মানুষ থেকে মানুষেই সংক্রমিত হয়। ফলে পরস্পরের শারীরিক দূরত্ব জরুরি। সেক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি অনুসারে সঙ্গত কারণেই সকলকে সামাজিক বা শারিরীক দূরত্ব বজায় রাখতে হয়। এ থেকে পরস্পরকে ছয় ফুট দূরত্ব বজায় রাখার অভ্যাস গড়ে তুলতে হচ্ছে। ফলস্বরুপ, সামাজিক জীবনযাপনের নতুন অনুষঙ্গ হতে যাচ্ছে 'সামাজিক দূরত্ব' বা 'পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা'। এ থেকে আমাদের মনের ভেতরে গেঁথে গেছে এক অজানা আতংক। আগামীতে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, সভা-সমাবেশ, শপিংমলে যাওয়া এমনকি গণপরিবহনে চড়াও কমিয়ে দেবেন অনেকেই।

বহু শতাব্দী ধরে চলে আসা মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের বন্ধন অটুট ও দৃঢ় হতে কিছু সামাজিক মিথস্ক্রিয়া মাধ্যম হিসেবে কাজ করতো। এখন ভাবার বিষয় যে, হাত মেলানো, কোলাকুলি, ঘাড়ে হাত দেয়াসহ কিছু সামাজিক ঘনিষ্ঠতার আচরণগুলো কি পরিবর্তিত হবে? নাকি সম্পর্ক দৃঢ় করতে অন্য মাধ্যম অবলম্বন করতে হবে? যেখানে একে অপরকে দূরত্ব বজায় রাখার অভ্যাস গড়ে তুলতে হচ্ছে।

অন্যদিকে সামাজিক এ মিথস্ক্রিয়াগুলো সত্যিই যদি অদৃশ্য হয়ে যায়, তাহলে এগুলোর বিকল্প কী হবে, তা নিয়েও সংশয় রয়েছে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

কিছু গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ:

১. অমর্ত্য সেনের ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ নিয়ে গবেষণার দেখা গেছে যে দুর্ভিক্ষ বছরে খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পায়নি। প্রকৃতপক্ষে, লোকেরা খাবার ক্রয় বা অতিরিক্ত ক্রয়ের ক্ষমতাটি অভাব ছিল। জাতিসংঘসহ অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা ইতোমধ্যে দুর্ভিক্ষের আভাস দিয়েছে, ফলে সামাজিক অস্থিরতা ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পাবে।

২. বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাঙালি দেশে ফিরে এসেছে, আরো আসবে বলে ধারনা করা হচ্ছে। জনসংখ্যা বাড়তি চাপ বেকারত্ব যেমন বাড়িয়ে দেবে তেমনি চুরি, ছিনতাই, সন্ত্রাসের মত অপরাধমূলক কর্মকান্ড অনেক বেড়ে যাবে।

৩. অক্সফামের গবেষণায় দেখা গেছে যে করোনা কালীন সময়ে বাংলাদেশে দারিদ্রের হার ২০% থেকে ৩৪% পৌছেছে। করোনা দুর্যোগের আগে যে পরিবারগুলোর আয় জাতীয় দারিদ্র্যসীমার বেশ উপরে ছিল, তাদের ৮০% এর বেশি বর্তমানে দারিদ্র্যেসীমার নিচে নেমে এসেছে। ফলে অনেক পরিবারই অসহায় হয়ে পড়েছে, সরকার কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে না পারলে সামাজিক ভাঙন ঘটবে।

৪. করোনা উত্তর বিশ্বজুড়ে সামাজিকতা ও সম্পর্কের নতুন বিন্যাস এবং অনলাইন নির্ভরতাও অনেক বেশি বাড়বে। বিরূপ প্রভাব পড়বে পর্যটনে।

৫. মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইত্যাদি নানামুখী চাপ থেকে মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবাদ, বর্ণবাদ, সহিংসতা, রক্ষণশীল রাজনীতি ইত্যাদি আরও বাড়তে পারে।

সবকিছু স্বাভাবিক হওয়ার পর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় খুলে দেয়া হল, ক্লাস শুরু হল। সহপাঠীদের কারো একজনের করোনার লক্ষণ দেখা দিলে ক্লাসের সবাই আতংকিত হবে। আর পজিটিভ হলে তো সবাইকেই বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে। এতে করে শিক্ষার পরিবেশ ব্যাঘাত ঘটবে। শুধু সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেই নয়। শিশুদের মানসিক বিকাশ ও সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রেও এর প্রভাব লক্ষ্যনীয়। বর্তমানে করোনা রোধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ। স্কুল বন্ধ থাকায় বন্ধুদের সঙ্গে দেখা নেই, খেলা নেই, ঘরের চার দেয়াল ছাড়া কোথাও বেড়াতে যাওয়ার উপায় নেই। যা শিশুর মনোজগতের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলবে। শিশুদের প্রতি বাবা-মায়ের মানসিক চাপ বাড়বে। এতে বাবা-মায়ের ওপরও শিশুদের ক্ষোভ তৈরি হতে পারে, সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। শিশুদের ওপর যৌন নির্যাতনও বেড়ে যেতে পারে। আর দরিদ্র পরিবারের শিশুরা নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সংস্পর্শে আসতে পারে। সবমিলিয়ে ক্ষুধা, অপুষ্টি, শিশু শ্রমের সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের মনে নিশ্চিতভাবেই দীর্ঘমেয়াদি একটা ট্রমা রেখে যাবে করোনা ভাইরাস সৃষ্ট মহামারি।

একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে যেখানে কোটি কোটি দরিদ্র মানুষ বাস করে, সেখানে সমাজ জীবনে মহামারীর নেতিবাচক প্রভাব যেন একটু বেশিই পড়ে। ফলে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে নৈতিক অবক্ষয়ের ঘটনা ইতোমধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে। করোনা রোগীর প্রতি সামাজিক অবহেলা, ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মীদের বাসা থেকে উচ্ছেদ, খাদ্য মজুদ, নকল করোনা রিপোর্ট, পিপিই চুরিসহ অসংখ্য নৈতিক অবক্ষয়ের ঘটনা ঘটেছে। একথা অস্বীকার করা উপায় নেই করোনা একটি স্বার্থপর সমাজের জন্ম দিচ্ছে।

এছাড়াও নতুন প্রজন্মের একটা অংশ বাস্তব জীবন থেকে ভার্চুয়াল জগতের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ছে। প্রাতিষ্ঠানিক কাজকর্মে অনলাইন নির্ভরতা বাড়ছে। শুধু করোনাভাইরাসই এক ধাক্কায় এতকিছু পরিবর্তন করে দিচ্ছে। কিন্তু ছয় ফুট দূরত্ব বজায় রেখে বা অনলাইন কেন্দ্রীক প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পর্ক উন্নয়ন একটু কঠিন হবে না? সাধারণত পারস্পরিক স্পর্শগত মিথস্ক্রিয়তায় ভাব প্রকাশের পরিবর্তে মৌখিক যোগাযোগে তা পরিণত হবে। পিঠে, মাথায় বা কাঁধে হাত দিয়ে উৎসাহ দেয়া, স্নেহ করা বা আবেগপূর্ণ পরিস্থিতিতে সান্ত্বনা দিতে জড়িয়ে ধরা প্রকৃতিগতভাবে সম্পর্ককে আরো মজবুত করে। কিন্তু এর বৈপরীত্যের চাপ স্পষ্ট। সঙ্গরোধ ও সামাজিক দূরত্বের বিধান মানতে গিয়ে মানুষ নানাভাবে আক্রান্ত হবে। প্রতিষ্ঠিত সামাজিক নীতি, নৈতিকতা ও প্রথায় ফাটল দেখা দিবে। চিন্তা-ভাবনার মধ্যেও চলে আসবে নানা বিভ্রান্তির বেড়াজাল। মানুষের মনস্তাত্ত্বিকতাও বিপন্ন হবে। ফলে সর্বত্র বিরাজমান এক গভীর অসুস্থতার ছাপ সমাজ ও মানুষের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে হলেও প্রকাশ পাচ্ছে।

আমাদের দেশে সামাজিক শিক্ষা ও সামাজিক দায়িত্ব বোধের অভাব রয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে করোনাভাইরাস প্রভাব। ফলে সামাজিক দূরত্ব আরো বাড়ছে এবং মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। মানুষের মধ্যে আতঙ্ক, হতাশা, নিঃসঙ্গতা বোধের একধরনের সুপ্ত চাপ বিরাজ করছে। সমাজে মানবিক সংকটের কিছু চিত্র স্পষ্ট দৃশ্যমান হচ্ছে। যেগুলো আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। ত্রাণের চাল চুরি, বাড়িওয়ালা কর্তৃক ভাড়াটিয়া নিগৃহীত, করোনা আক্রান্তদের প্রতি নানা সামাজিক নিগ্রহ ও অসৌজন্যমূলক আচরণ, সন্তান মাকে জঙ্গলে ফেলে যাওয়া, মৃতদের দাফনে বাধা প্রদান, ত্রাণের কথা বলে ধর্ষণসহ যত অমানবিক, অসামাজিক কাজ আছে সবই লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

তবে এতো কিছুর মধ্যে কিছু বিষয় আশার সঞ্চার করছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনেকেই এ মাহাবির্পযয়ে এগিয়ে এসেছে। নাগরিক দায়িত্ববোধ পালনের প্রবণতা ব্যাপকতর হচ্ছে।

এটাই বাস্তবতা যে, করোনাকে সঙ্গে নিয়েই আমাদের জীবনধারণ করতে হবে। করোনা এই পৃথিবীতে কতদিন থাকবে তা অনুধাবন করা খুবই দুষ্কর। ভ্যাকসিন উদ্ভাবনের আগ পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের মাধ্যমে জীবনসংগ্রামে এগিয়ে যাওয়াই প্রধান কর্তব্য। পাশাপাশি করোনাকালে সমাজ কাঠামো, সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা ও মানুষের সুরক্ষার জন্যেও সচেষ্ট হতে হবে; যা উপলব্ধি করা সকলের জন্যই জরুরি।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

ডিজিটাল মুদ্রা: ক্রিপ্টোকারেন্সি

"A cryptocurrency is a digital or virtual currency designed to work as a medium of exchange."

ডিজিটাল মুদ্রা (ইলেকট্রনিক মুদ্রা) এক ধরনের মুদ্রা, যা শুধু ডিজিটাল রূপে পাওয়া যায়, বাস্তবে নয়। এটি ভৌত মুদ্রার অনুরূপ বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে, তবে এটি তাৎক্ষণিক লেনদেন এবং সীমান্তহীন মালিকানা হস্তান্তর এর সুযোগ করে দেয়। ডিজিটাল মুদ্রার বিনিময়ে ব্যবহার করা হয় 'ক্রিপ্টোগ্রাফি' নামের একটি পদ্ধতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গোপনে ও নিরাপদে যোগাযোগের জন্য ক্রিপ্টোগ্রাফি পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছিল। গাণিতিক তত্ত্ব ও কম্পিউটার বিজ্ঞানের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে ক্রিপ্টোগ্রাফিরও উন্নতি হয়েছে। এতে অনলাইনে ডিজিটাল মুদ্রা সংরক্ষণ ও আদান-প্রদানের বিষয়টি আরও নিরাপদ হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছিল।

সারা পৃথিবীতে প্রায় হাজারেরও উপরে সাংকেতিক মুদ্রা রয়েছে। যেমন:

মুদ্রার প্রকারভেদ	বিবরণ
বিটকয়েন	এখন পর্যন্ত চালু থাকা ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় বিটকয়েন। এর বিনিময় মূল্যও সবচেয়ে বেশি। সাতোশি নাকামোতো ২০০৯ সালে বিটকয়েন তৈরি করেন। ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বিটকয়েনের বাজার পুঁজির পরিমাণ ছিল প্রায় ২৩০ বিলিয়ন ডলার।
এথেরিয়াম	২০১৫ সালে তৈরি হয় এথেরিয়াম। বিটকয়েনের মতো এই মুদ্রারও নিজস্ব হিসাবব্যবস্থা আছে। বিনিময় মূল্যের দিক থেকে এটি দ্বিতীয় অবস্থানে আছে। জনপ্রিয়তার দিক থেকে বিটকয়েনের পরই আছে এথেরিয়াম। গত ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এই ভার্চুয়াল মুদ্রার বাজারে পুঁজির পরিমাণ প্রায় ৬৭ বিলিয়ন ডলার।
রিপল	২০১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় রিপল। শুধু ক্রিপ্টোকারেন্সি নয়, অন্যান্য ধরনের লেনদেনও করা যায় এই ব্যবস্থায়। প্রচলিত ধারার বিভিন্ন ব্যাংকও এই ডিজিটাল মুদ্রা ব্যবহার করছে। বাজারে ১০ বিলিয়ন ডলারের পুঁজি আছে রিপলের।
লাইটকয়েন	বিটকয়েনের সঙ্গে বেজায় মিল আছে লাইটকয়েনের। তবে বিটকয়েনের চেয়ে দ্রুত লেনদেন করা যায় লাইটকয়েনে। এর বাজার মূল্য প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলার।
অন্যান্য	মোনেরো, ড্যাশ, ডোজকয়েন ইত্যাদি।

বিশ্বের বহুদেশে অনলাইন কেনাবেচার জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি বেশ জনপ্রিয়। ইউকিপিডিয়া, ওয়ার্ডপ্রেস, মাইক্রোসফটের মতো প্রায় ৩০ হাজারের বেশি প্রতিষ্ঠান ক্রিপ্টোকারেন্সি গ্রহণ করে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার বিটকয়েনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এর পেছনে রয়েছে বেশ কিছু নেতিবাচক দিক। আবার গ্রাহকদের নিকট এই নেতিবাচক দিকগুলোই ইতিবাচক হিসেবে কাজ করে।

- এই মুদ্রাগুলোর ব্যবহার সীমিত করা হয়, যেমন অনলাইন বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। যেমন– বাংলাদেশেও যেকোনো ধরনের ডিজিটাল মুদ্রা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক স্বীকৃত নয়।
- ক্রিপ্টোকারেন্সি এক ধরনের সাংকেতিক মুদ্রা। এর অস্তিত শুধু ইন্টারনেট জগতেই আছে। যার কোন বাস্তব রূপ নেই। এটি ব্যবহার করে লেনদেন শুধু অনলাইনে সম্ভব।
- ক্রিপ্টোকারেন্সি এক ধরনের পিয়ার টু পিয়ার ব্যবস্থা। এতে তৃতীয় পক্ষের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তাই কে কার কাছে ডিজিটাল মুদ্রা বিনিময় করছে তা অন্য কেউ জানতে পারে না।
- এক্ষেত্রে এনক্রিপটেড লেজার সব লেনদেনকে ঝুঁকিপূর্ণ হওয়া থেকে নিয়ন্ত্রণ করে।
- ক্রিপ্টোকারেন্সির ভ্যালুর উপর কোন দেশের সরকারেরই হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা নেই। তাই পৃথিবীর অনেক দেশেই এ ডিজিটাল মুদ্রার উপর সে দেশের সরকারের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

ক্রিপ্টোকারেন্সির বৈশিষ্ট্য:

- এটি লেনেদেনের দ্রুততম প্রক্রিয়া।
- প্রত্যেক ব্যবহারকারী তার ডিজিটাল মুদ্রার মালিক। অন্য কেউ তার মালিকানা নিতে পারবে না।
- একজন ব্যবহারকারী কয়েকটি একাউন্ট খুলতে পারেন। এসবের জন্য নাম, ঠিকানা বা ব্যক্তিগত তথ্যের প্রয়োজন হয় না।
- ব্লকচেইনে জমা থাকা লেনদেনের তথ্য পৃথিবীর যেকোনো জায়গা থেকে দেখা যাওয়ায় দুর্নীতির সুযোগ নেই।
- এটি সম্পূর্ণ অফেরতযোগ্য। ভুল ঠিকানা থেকে আর ফেরত পাওয়া যায় না।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

ক্রিপ্টোকারেন্সির নেতিবাচক দিক:

১) হ্যাকিং ও ম্যালওয়ার আক্রমণের হুমকি থেকে রয়েছে ডিজিটাল অর্থ চুরির শঙ্কা। ৩৪ বছরের ইতিহাসে এ পর্যন্ত ৪০টিরও বেশি চুরির শিকার হয়েছে বিটকয়েন।

২) ক্রিপ্টোকারেন্সি অপব্যবহারের ঝুঁকিতে রয়েছে। কারণ ক্রিপ্টোকারেন্সি সংরক্ষণের জন্য কেনো সংরক্ষণাগার নেই। তাই ব্যাকআপ থাকলে কম্পিউটার ক্রাশের মাধ্যমে মুছে যেতে পারে তথ্য উপাত্ত।

ডিজিটাল মুদ্রার ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় দিকই রয়েছে। যেহেতু এর উপর কোন রাষ্ট্র বা সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই, তাই পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশই এটিকে স্বীকৃতি দিবে না। সুতরাং ক্রিপ্টোকারেন্সির ভবিষ্যৎ সর্বদা অনিশ্চিত।

শিল্পায়ন হতে হবে পরিবেশবান্ধব

"৭০০ কোটি মানুষের অপার স্বপ্ন, একটি বিশ্ব, করি না নিঃশ্ব।"

— জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি

সম্পদের ভোগ ও উপভোগ যাতে পৃথিবীর প্রাণশক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে এবং প্রকৃতিকে বিরূপ করে না তোলে, সে জন্যেই এমন স্লোগান **জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির**।শিল্পায়ন আধুনিক সভ্যতার এক অনবদ্য উপাদান। মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ, নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন শিল্পায়নকে করছে আরও বেগবান। নতুন কলকারখানা স্থাপনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে অপরিকল্পিত নগরায়ন। উন্নয়ন অগ্রযাত্রা সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চললেও চারদিকে পড়ছে এর ক্ষতিকর প্রভাব। অতিরিক্ত জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ফলে যানবাহন ও কলকারখানার কালো ধোঁয়ায় দূষিত হচ্ছে বায়ু, অপরিশোধিত বর্জ্যে বিষাক্ত হচ্ছে নদী ও জলাশয়। সুপেয় পানির আধারগুলো অযোগ্য হয়ে উঠছে দিন দিন। সেই সঙ্গে ধ্বংস হচ্ছে জলজ জীববৈচিত্র্য। বিপন্ন হচ্ছে দেশী প্রজাতির বিভিন্ন মাছ ও অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদ। এছাড়া রাসায়নিক বর্জ্য মানুষের শরীরে ঢুকে সৃষ্টি করছে ক্যান্সার,স্নায়ুবিক বৈকল্য, চর্মরোগ, হাঁপানিসহ নানা কঠিন ও জটিল রোগ। অপরিকল্পিত নগরজীবনে ব্যবহৃত নিষিদ্ধ পলিথিন, প্লাস্টিক সামগ্রী ও গৃহস্থালি বর্জ্য সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে দূষিত হচ্ছে পরিবেশ। যত্রতত্র পলিথিন ফেলার কারণে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, ধ্বংস হচ্ছে মাটির উর্বরাশক্তি।

শিল্পায়নে বাংলাদেশের চিত্র: জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বিশ্বজুড়ে চলছে আলোচনার ঝড়। মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের জন্যই পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরিকল্পিত শিল্পায়ন, গাছপালা ও বনভূমি উজাড়, কৃষিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার, ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনিয়ন্ত্রিত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার, যানবাহন, ইটের ভাটা ও কলকারখানা থেকে নিঃসরিত কালো ধোঁয়া তাপমাত্রা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। আর জলবায়ুর সবচেয়ে বড় শিকার হচ্ছে বাংলাদেশ। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস যেন দেশটির নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিবেশের ক্ষতি হবে কী হবে না তা না ভেবেই মানুষ আগে উন্নয়নমূলক কাজ করত। বর্তমানে সে ধ্যান-ধারণা পাল্টেছে। এখন কোনো উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের আগে পরিবেশের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে মাথায় রাখা হয়। তাই পরিবেশবান্ধব নগরায়ন, শিল্পায়ন, পাশাপাশি যানবাহন ব্যবহার এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনেও পরিবেশকে প্রাধান্য দিতে হবে। শহরের পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরের জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করতে হবে গ্রামের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে। ফসলি জমির সুষম ব্যবহার, পরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণ, পুকুর ও অন্যান্য জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং জনসচেতনতার মাধ্যমে উন্নয়নভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবি।

গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড	
সংস্থা	বাংলাদেশ ব্যাংক
ফান্ডের আকার	২০ কোটি ইউরো
বাংলাদেশি মুদ্রায়	১৮৩২ কোটি টাকা
সুদের হার	১%

সরকারের পদক্ষেপসমূহ:

- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী বেজা সারা দেশে পরিবেশবান্ধব অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার জন্যে কাজ করে যাচ্ছে। এখানে, BEZA ৫% গাছ রোপন করবে এবং কারখানা মালিকরা বাকি ৫% রোপণ করবে।
- উপকূলীয় অঞ্চলে পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় আগামী পাঁচ বছরে সোনাদিয়াতে বিভিন্ন জাতের প্রায় ১৫ লাখ গাছের চারা রোপণ করবে।
- পরিবেশ বান্ধব শিল্পের বিনিয়োগের জন্য গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড (জিটিএফ) গঠন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ফান্ডের আকার ২০ কোটি ইউরো। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ ১৮৩২ কোটি টাকা।"
- সুদের হার হবে ১%। গ্রাহক পর্যায়ে ২% এর বেশি সুদ কাটতে পারে না।

প্রধানমন্ত্রী শিল্পকারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতি মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। দেশে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় শিল্পায়ন যত এগোচ্ছে পরিবেশও তত বিপন্ন হচ্ছে। শিল্পোদ্যোক্তাদের একাংশ যেভাবেই হোক মুনাফার অঙ্ক স্ফীত করার দিকে নজর দেওয়ায় উপেক্ষিত হচ্ছে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়টি। পরিবেশের ওপরও তার বিরূপ প্রভাব পড়ছে। প্রধানমন্ত্রী এই আত্মঘাতী ধারা থেকে বেরিয়ে আসতে ব্যবসায়ীদের উদ্বুদ্ধ করছেন।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

পরিবেশ বান্ধব করতে করণীয়:

- প্রতিটি শিল্প এলাকায় একটি করে জলাধার রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বৃষ্টির পানি সেখানে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- যতগুলো স্থাপনা হবে সর্বত্র বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। অগ্নিকান্ডসহ বিভিন্ন দুর্ঘটনায় এ পানি ব্যবহার সম্ভব হবে।
- শিল্পকারখানা স্থাপনে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার যে তাগিদ দিয়েছেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।
- শিল্পায়ন পরিবেশের ওপর কতটা অভিশাপ বয়ে এনেছে রাজধানীর নদ-নদীগুলোর অবস্থা তা চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। শিল্পবর্জ্য যাতে জলাশয়গুলোকে বিষাক্ত করে না তোলে সে ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে।
- অস্তিত্বের স্বার্থেই পরিবেশ সুরক্ষায় সরকার, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, সাধারণ মানুষ সবাইকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে।

পরিবেশের সার্বিক অবস্থা নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক সামাজিক অবস্থা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ওপর। পরিকল্পিত উন্নয়ন ব্যবস্থা যেমন মানুষের কল্যাণ বয়ে আনে তেমনি হয় পরিবেশবান্ধব। অপরদিকে অপরিকল্পিত উন্নয়ন সাময়িকভাবে মানুষের উপকারে এলেও পরিণামে পরিবেশে বিপর্যয় ডেকে আনে। তাই পরিবেশ এবং মানুষ উভয়ের জন্যই প্রয়োজন সুষম উন্নয়ন ব্যবস্থা।

"পরিবেশবান্ধব সবুজ শিল্পায়ন সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার। আমরা পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নের উপর গুরুত্ব দিয়ে আসছি। এ ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা ও নীতি সহায়তার দিক নির্দেশনা ও রয়েছে।"

— সাবেক শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু

ভিশন ২০২১/রূপকল্প ২০২১: সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

"এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়।
এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়।
এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণী আছে তারা চাকুরি না পায় বা কাজ না পায়।"

— জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ভিশন ২০২১ কি: জাতিসংঘ যেমন মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (MDGs)-এ ইশতেহার বাস্তবায়নে কাজ করা শুরু করে, বাংলাদেশ তেমনি এই বৈশ্বিক উন্নয়ন-শোভাযাত্রায় সহযাত্রী হিসাবে অংশ নিতে ভিশন ২০২১-এর ব্যানার নিয়ে এগিয়ে আসে এই রাজনৈতিক স্বপ্ন-দর্শনের কথা প্রথমে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে উচ্চারিত হলেও পরে ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ক্ষমতায় এলে তা সরকারি রূপ পরিগ্রহ করে। ২০২১ সালে বাংলাদেশ পঞ্চাশ বছরে পা রাখবে। সুবর্ণ জয়ন্তীর এ লগ্নে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশকে আমরা কোন অবস্থানে দেখতে চাই, সেটাই বস্তুত ভিশন ২০২১-এর মূল কথা। নতুন সহস্রাব্দে পদার্পণের পর ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত এক নিরাপদ বিশ্ব গড়ার প্রত্যয়।

ভিশন ২০২১ এর লক্ষ্য: ভিশন ২০২১-এর প্রধান লক্ষ্য হলো নির্ধারিত সময়ে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা যেখানে চরম দারিদ্র্য সম্পূর্ণভাবে বিমোচিত হবে। সেজন্য একগুচ্ছ সহায়ক কাজ নিশ্চিত করতে হবে। কেমন-

- গণতন্ত্র ও কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা করা
- ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ এবং জনপ্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক অবকাঠামো বিনির্মাণ করা;
- রাজনৈতিক পক্ষপাতবর্জিত আইনের শাসন নিশ্চায়ক সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা;
- রাজনৈতিক সংস্কৃতির উন্নয়ন করা;
- দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা;
- নারীর ক্ষমতায়ন এবং সমঅধিকার পূরণের নিশ্চয়তা থাকে,
- জনগণ ও শ্রমশক্তির সুরক্ষার বন্দোবস্ত থাকে,

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

- দারিদ্র্য দূরীকরণের ব্যবস্থা থাকে,
- খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে,
- জ্বালানি ও বিদ্যুৎতের নিশ্চয়তা থাকে,
- ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, আবাসন, পরিবেশ,
- পানিসম্পদের নিরাপত্তা থাকে, এবং সার্বিকভাবে জনজীবন ও সম্পদের সুরক্ষা থাকে;
- বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় করা যাতে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত থাকে, জাতীয় সংস্কৃতি ও পররাষ্ট্র নীতি দৃঢ়তর হয়।

ভিশন ২০২১ বা রূপকল্প-২০২১-এর ২২টি লক্ষ্যমাত্রা: রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে যে ২২টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে:

১। প্রতি গ্রামে সমবায় সমিতি গড়ে সমিতির সদস্যদের সন্তান কিংবা পোষ্যদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা। এভাবে ২০১০ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে ভর্তির হার ১০০ ভাগ নিশ্চত করা।

২। ২০১০ সালের মধ্যে দেশের সব মানুষের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা।

৩। ২০১২ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা।

৪। ২০১৩ সালের মধ্যে প্রতিটি বাড়িকে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থার আওতায় আনা।

৫। ২০১৩ সালে বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার হবে ৮ শতাংশ। ২০১৭ সালে এই হার ১০ শতাংশে উন্নীত করে অব্যাহত রাখা।

৬। ২০১৩ সালে বিদ্যুতের সরবরাহ হবে ৭ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০১৫ সালে ৮ হাজার মেগাওয়াট। ২০২১ সাল নাগাদ দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা ২০ হাজার মেগাওয়াট ধরে নিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৭। ২০১৩ সালে পর্যায়ক্রমে স্নাতক পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

৮। ২০১৪ সালে নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

৯। ২০১৫ সালের মধ্যে সকল মানুষের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা কর।

১০। ২০১৫ সালে জাতীয় আয়ের বর্তমান হিস্যা কৃষিতে ২২ শিল্পে ২৮ ও সেবাতে ৬০ শতাংশের পরিবর্তে হবে যথাক্রমে ১৫, ৪০ এবং ৪৫ শতাংশ করা।

১১। ২০২১ সালে বেকারত্বের হার বর্তমান ৪০ থেকে ১৫ শতাংশে নেমে আসবে।

১২। ২০২১ সালে কৃষি খাতে শ্রমশক্তি ৪৮ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়াবে ৩০ শতাংশ।

১৩। ২০২১ সালে শিল্পে শ্রমশক্তি ১৬ থেকে ২৫ শতাংশে এবং সেবা খাতে ৩৫ থেকে ৪৫ শতাংশে উন্নীত হবে।

১৪। ২০২১ সাল নাগাদ বর্তমানে দারিদ্র্যের হার ৪৫ থেকে ১৫ শতাংশে নামবে।

১৫। ২০২১ সালে তথ্য প্রযুক্তিতে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে বাংলাদেশ পরিচিত লাভ করবে।

১৬। ২০২১ সালের মধ্যে দেশের ৮৫ শতাংশ নাগরিকের মানসম্পন্ন পুষ্টি চাহিদা পূরণ নিশ্চিত হবে।

১৭। ২০২১ সালের মধ্যে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য প্রতিদিন নূন্যতম ২১২২ কিলোক্যালরির উপর খাদ্য নিশ্চিত করা হবে।

১৮। ২০২১ সালের মধ্যে সকল প্রকার সংক্রামক ব্যাধি সম্পূর্ণ নির্মূল করা।

১৯। ২০২১ সালে গড় আয়ুষ্কাল ৭০ এর কোঠায় উন্নীত করা।

২০। ২০২১ সালে শিশু মৃত্যুর হার বর্তমান হাজারে ৫৪ থেকে কমিয়ে ১৫ করা।

২১। ২০২১ সালে মাতৃমৃত্যুর হার ৩.৮ থেকে কমে ১.৫ শতাংশ হবে।

২২। ২০২১ সালে প্রজনন নিয়ন্ত্রণ ব্যবহারের হার ৮০ শতাংশে উন্নীত করা।

এই ২২ টি লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন সম্ভব হলে সত্যিকার অর্থে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নে সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Scan Credit: Job Ninja

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

ভিশন ২০৪১/রূপকল্প ২০৪১

শিরোনাম: শান্তি, গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির বাংলাদেশ

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী-২০২১: বর্তমান সরকারের উন্নয়নের সূচকগুলোর বিস্ময়কর অগ্রগতি এবং আপামর মানুষের জীবন-জীবিকার ব্যাপক পরিবর্তন আত্মবিশ্বাস ও সাহস এমন পর্যায়ে উন্নীত করেছে যে, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশে রূপান্তর সম্ভব। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর লক্ষ্য অর্জন করতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে স্বাধীনতার ৭০ বছরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের দিকে অগ্রসর হতে হবে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা, সুদূরপ্রসারি কৌশল ও ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

- এই পরিকল্পনায় অঙ্গীকার অনুযায়ী ২০১৯-২৩ সময়কালের লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মসূচির সাথে সাথে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রাকে সমন্বয় করা হবে, যাতে দেশ ধারাবাহিকভাবে সুদূরপ্রসারি লক্ষ্য অভিমুখে অগ্রসর হয়। বাংলাদেশ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ২০২১ পালনকালে হবে নিম্ন আয়ের দেশ, ২০৩০ সালে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে উন্নত দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াবে।
- এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০৩০ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় হবে ৫ হাজার ৪৭৯ ডলারেরও বেশি।
- এই পরিকল্পনায় ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের সার্বিক দারিদ্র্যের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে।
- ২০২১ থেকে ২০৪১, অর্থাৎ ২০ বছর বাংলাদেশকে প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির গড় হার ১০ শতাংশ ধরে রাখতে হবে। গত অর্থবছর ৮.১৫ শতাংশের প্রবৃদ্ধির হার প্রমাণ করে, জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত সরকার এ লক্ষ্য অর্জনে সঠিক পথেই এগিয়ে যাচ্ছে।

সামষ্টিক অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকে ভিত্তি বছর (২০০৫-০৬) পরবর্তী অর্জন এবং আগামী মেয়াদে (২০১৮-২৩) লক্ষ্যমাত্রা:

নির্দেশক	২০০৫-০৬	২০১৮-১৯	২০২৩-২৪ লক্ষ্যমাত্রা
জিডিপি প্রবৃদ্ধি	৫.৪	৮.১৩	১০
মাথাপিছু আয় (মার্কিন ডলারে)	৪২৭	১৯০৯	২৭৫০
জাতীয় সঞ্চয় (জিডিপির শতাংশে)	২৭.৭	৩০.২	৩৭
বিনিয়োগ (জিডিপির শতাংশে)	২৪.৭	৩১.৬	৩৭
বাজেট (কোটি টাকায়)	৬৪,৩৮৩	৫,২৩,১৯০	১০,০০,০০০
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (বিলিয়ন মার্কিন ডলারে)	৩.৮৮	৩৪	৫০
রপ্তানি আয় (বিলিয়ন মার্কিন ডলারে)	১০.০৫	৪০.৫৩	৭১
আমদানি (বিলিয়ন মার্কিন ডলারে)	১৪.৭	৫৮.৯	১১০
দরিদ্র জনসংখ্যা (শতকরা হারে)	৪১.৫১	২১.৮	১২.৩
অতি দরিদ্র জনসংখ্যা (শতকরা হারে)	২৫.১	১১.৩	৪.৫
বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	৩,৭৮২	২১৬২৯	২৮,০০০

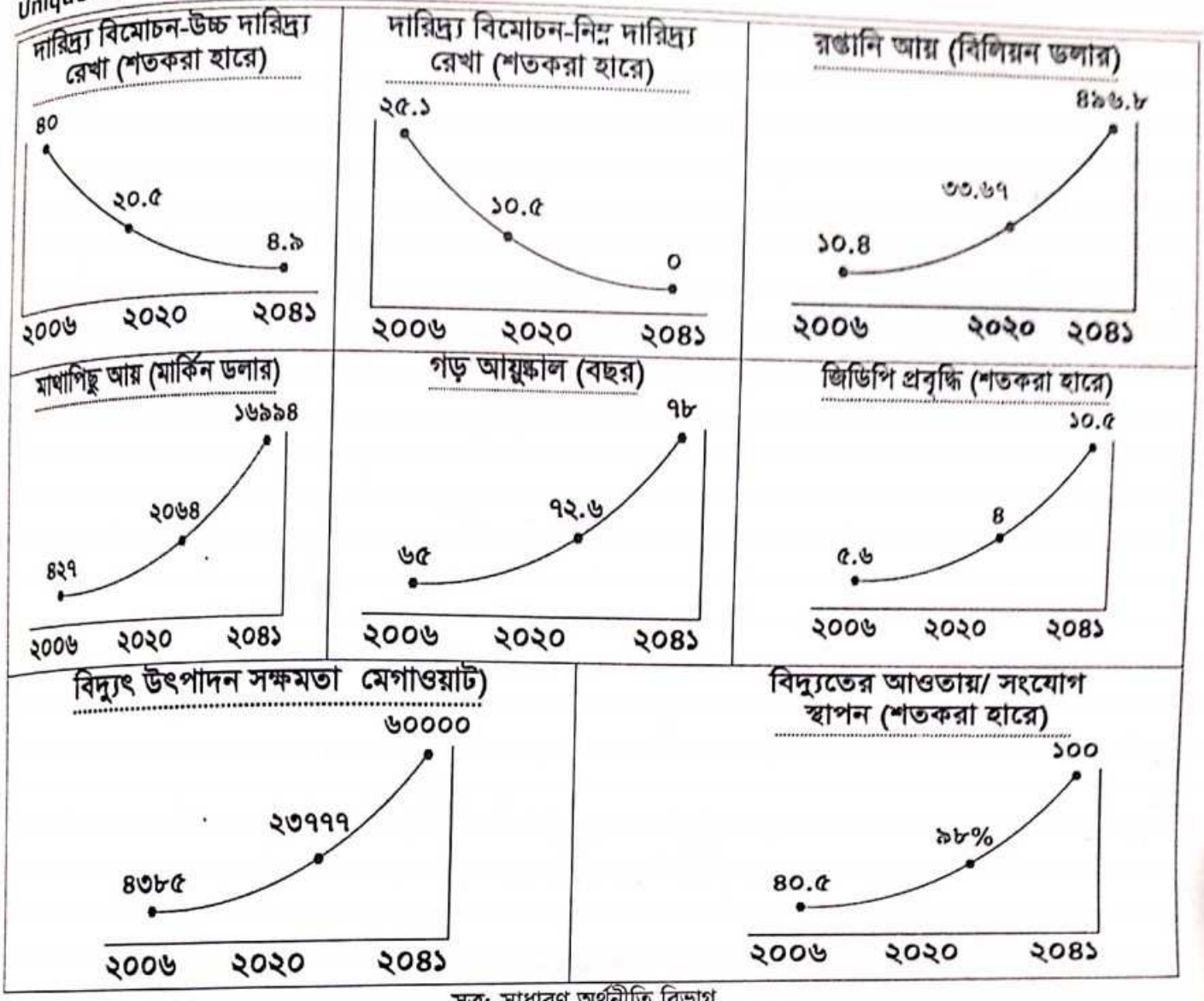
যে সকল বিষয়গুলোর উপর বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে:

১. আমারগ্রাম আমার শহর: প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ
২. তারুণ্যের শক্তি – বাংলাদেশের সমৃদ্ধি : তরুণ-যুবসমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর ও কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা
৩. দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ
৪. নারীর ক্ষমতায়ন, লিঙ্গ সমতা ও শিশু কল্যাণ
৫. পুষ্টিসম্মত ও নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা
৬. সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদ ও মাদক নির্মূল
৭. মেগা প্রজেক্টসমূহের দ্রুত ও মানসম্মত বাস্তবায়ন
৮. গণতন্ত্র ও আইনের শাসন সুদৃঢ় করা
৯. দারিদ্র্য নির্মূল
১০. সকল স্তরে শিক্ষার মান বৃদ্ধি
১১. সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি
১২. সকলের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবার নিশ্চয়তা
১৩. সার্বিক উন্নয়নে ডিজিটাল প্রযুক্তির অধিকতর ব্যবহার
১৪. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তার নিশ্চয়তা
১৫. আধুনিক কৃষি-ব্যবস্থা - লক্ষ্য যান্ত্রিকীকরণ
১৬. দক্ষ ও সেবামুখী জনপ্রশাসন
১৭. জনবান্ধব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা
১৮. ব্লু-ইকোনমি – সমুদ্র সম্পদ উন্নয়ন
১৯. নিরাপদ সড়কের নিশ্চয়তা
২০. প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ও অটিজম কল্যাণ
২১. টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন – সমৃদ্ধ বাংলাদেশ

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Scan Credit: Job Ninja

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com



সূত্র: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

সুশাসন ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে এখন একটি বিশ্ব মডেল। রূপকথার ফিনিক্স পাখির উপমা তুলে ধরা হয় বাংলাদেশের এ সাফল্যের জন্য। ভস্মের মধ্য থেকে উড়াল দেওয়ার সক্ষমতা দেখিয়েছে রূপকথার ফিনিক্স পাখি। বাংলাদেশের বাস্তবতা ছিল অভিন্ন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ ছিল বিশ্বের শীর্ষ দরিদ্র দেশের একটি। মুক্তিযুদ্ধে কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও বুড়িগঙ্গা পাড়ের এ দেশটি। দেশের এক কোটি মানুষ ঘরবাড়ি সহায়-সম্পত্তি ছেড়ে প্রতিবেশী দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। দেশের মধ্যে অন্তত দুই কোটি মানুষও নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেয়। ভিটেমাটি ছেড়ে যারা পালাতে বাধ্য হয়েছেন তাদের সহায় সম্পত্তি লুটপাটের শিকার হয়। মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ হারায় ৩০ লাখ মানুষ। হাজার হাজার বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়। রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট পরিণত হয় ধ্বংসস্তূপে। চাষাবাদে ব্যবহৃত বলদের বেশির ভাগ দখলদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের ভূরিভোজের জন্য ব্যবহৃত হয়। স্বাধীনতার পর শূন্য হাতে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু।



Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

'সুশাসন' বা গুড গভর্নেন্স মূলত একটি পশ্চিমা অভিধা। দেশে সুশাসন ও সুশীল সমাজ সংক্রান্ত সাম্প্রতিক অনেক ধারণাই গত শতকের নব্বইয়ের দশকে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলো এবং তাদের পলিসি এজেন্ডা থেকে উদ্ভূত। দাতা সংস্থাগুলো প্রায়ই সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার শর্ত জুড়ে দেয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। আসলে সুশাসনের কোনো সুনির্দিষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ সজ্ঞা নেই। সুশাসন মানে ভালোভাবে দেশ পরিচালনা বিষয়টিকে এ ভাবে সরলীকরণ করা যেতে পারে। যেমন- মানবাধিকার ও আইনের শাসন, দেশ পরিচালনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও পর্যায়ে মানুষের অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রক্রিয়া বহুমুখী অংশীদারিত্ব, রাজনীতিতে নানা মতের চর্চা, একটি সক্ষ ও কার্যকর সরকারি খাত, শিক্ষা, তথ্য ও অন্যান্য জ্ঞান আহরণের সুযোগ, জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, সমতা ও ন্যায় বিচার, দায়িত্বশীলতা, ঐক্য ও সহনশীলতা উৎসাহিত হয় এমন আচরণ ও মূল্যবোধ ইত্যাদি। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক ভূতপূর্ব কমিশন **ইউএনসিএইচআরের ২০০০/৬৪** নম্বর প্রস্তাবে সুশাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধানে সুশাসন: আধুনিক রাষ্ট্রসমূহ কল্যাণমূখী। আর রাষ্ট্রকে কল্যাণমূখী করতে সুশাসন বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই। সুশাসন বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সংবিধানে বেশকিছু অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হয়েছে।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ	বিবরণ
অনুচ্ছেদ ১১	এখানে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। যেহেতু গণতন্ত্র হল সুশাসনের প্রাণ। তাই বলা যায়, এই অনুচ্ছেদে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের স্বীকৃতির মাধ্যমে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে।
অনুচ্ছেদ ৭৭	এই অনুচ্ছেদে সরকারি কর্মচারিদের দুর্নীতি প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা হিসেবে ন্যায়পাল এর বিধান যুক্ত করা হয়েছে। ন্যায়পাল তার উপর অর্পিত ক্ষমতা বলে সরকারের যেকোন সংস্থার কার্যাবলি তদন্ত করার ক্ষমতা রাখেন। ১৮০৯ সালে সুইডেনে সর্বপ্রথম ন্যায়পালের বিধান জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮০ সালে বাংলাদেশের সংবিধানে এই বিধান যুক্ত করা হয়।তবে এটি এখন পর্যন্ত কার্যকর করা হয় নি।
অনুচ্ছেদ ২৬-৪৭	নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে
অনুচ্ছেদ ১২৭-১৩২	সরকারি অর্থের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের জন্য মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের বিধান যুক্ত করা হয়েছে।

সুশাসন ও গণতন্ত্রের বিষয়ে ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের অ্যাডজাংকট ফেলো ড. মির্জা হাসানের মতে, গণতন্ত্র ও সুশাসন নিয়ে বিশ্বব্যাংক ও দেশের অর্থনীতিবিদরা একটি 'ব্ল্যাক বক্স' তৈরি করেছেন। তিনি বলেন, এখনো কিছু লোকের সুবিধার কারণে বাজার সঠিক নিয়মে কাজ করছে না। যা পেশীশক্তি ও রাজনৈতিক সংযুক্তি যত বেশি, সে তত সুবিধা পাচ্ছে। রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের লেনদেন হচ্ছে, যা স্বাভাবিক নয়।

সুতরাং বলা যায়,দেশে সুশাসন বাস্তবায়নের সকল প্রকার সাংবিধানিক নিশ্চয়তা আমাদের সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুপুরের খাবার

শিশুদের পুষ্টি নিশ্চিত করতে পর্যায়ক্রমে সারাদেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা হবে। ২০২৩ সালের মধ্যে দেশের সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীকে এক বেলা খাবার দেওয়া হবে। খাবার হিসেবে বিস্কুট, রান্না করা খাবার বা ডিম, কলা খাওয়ানো হবে। এই ব্যবস্থা রেখে 'জাতীয় স্কুল মিল নীতি ২০১৯' এর খসড়া অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা।

বর্তমানে পরীক্ষামূলকভাবে দেশের ১০৪টি উপজেলার ১৫,৩৪৯ টি বিদ্যালয়ে এই খাবার দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে তিনটি উপজেলায় রান্না করা খাবার দেওয়া হচ্ছে। বাকিগুলোতে বিস্কুট দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে সারা দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে প্রায় ৬৬ হাজার। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব গিয়াস উদ্দিন আহমেদ বলেন,

"খাবার দেওয়ার ফলে দেখা যাচ্ছে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বেড়েছে। এর মধ্যে রান্না করা খাবার দিলে ১১ শতাংশ উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়। আর বিস্কুট দিলে ৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।"

এক নজরে...

- উদ্দেশ্য: শিশুদের পুষ্টি নিশ্চিত করা
- এই সংক্রান্ত নীতিমালা: জাতীয় স্কুল মিল নীতিমালা-২০১৯ [১৯ আগস্ট, ২০১৯]
- দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই কর্মসূচির আওতায় আসবে: ২০২৩ সালের মধ্যে
- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংখ্যা: ৬৬ হাজার
- শিক্ষার্থী: ১ কোটি ৩৪ লাখ

গিয়াস উদ্দিন বলেন, সরকারি পরিকল্পনা হলো, যে এলাকায় যে ধরনের খাবারের প্রয়োজন সে ধরনের খাবার দেওয়া হবে। প্রতিদিন একই খাবার না দিয়ে খাবারে বৈচিত্র্য থাকবে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান করতে নীতিমালার খসড়া অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই নীতিমালা অনুযায়ী কমপক্ষে ৭৫ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী হলে প্রতিবন্ধী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান করার সুযোগ রয়েছে। এ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতি পাঁচজন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক নিয়োগ করা যাবে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিষ্ঠার জন্য নির্ধারিত কমিটির মাধ্যমে যাচাই শেষে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিতে হবে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমপিওভুক্ত (বেতন-ভাতা বাবদ মাসিক সরকারি অনুদান) করা হবে।

স্কুল ফিডিং এর ইতিহাস: এ উপমহাদেশে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি প্রথম চালু হয় ১৯২০ সালে মাদ্রাজ করপোরেশনের একটি স্কুলে। পরে আরও তিনটিতে কর্মসূচিটি সম্প্রসারিত হয়। এতেই আটকে ছিল। এরপর স্বাধীন ভারতের সে রাজ্যের ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৩-এ ১০ বছর দুই মেয়াদে মুখ্যমন্ত্রী কুমারস্বামী কামরাজ গোটা শিক্ষাব্যবস্থায় বড় ধরনের বিপ্লব আনেন। উল্লেখ্য, ভারতের বিখ্যাত এ রাজনীতিক পিতার মৃত্যুর পর ১১ বছর বয়সে স্কুল থেকে ঝরে পড়েন। তাঁর শিক্ষা ও জ্ঞান ছিল অপ্রাতিষ্ঠানিক। তিনি গোটা রাজ্যে বিনা মূল্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা এবং বিনা মূল্যে দুপুরে স্কুলে রান্না করা খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেন। তখন স্কুলে ছুটিছাটা কমিয়ে দেওয়া হয়। বাড়ানো হয় কর্মঘণ্টা। দ্বিগুণ করা হয় শিক্ষকদের বেতন। বিপ্লবের সূচনা হয় শিক্ষা সম্প্রসারণে। তাঁর দায়িত্ব নেওয়ার সময় রাজ্যের শিক্ষিতের হার ছিল শতকরা ৭। আর যখন দায়িত্ব ছাড়লেন তখন ৩৭ জন। আর সেটাও গুণগত শিক্ষা। তাঁর এই সাহসী পদক্ষেপে শুধু মাদ্রাজ (আজকের তামিলনাড়ু) নয়, গোটা দক্ষিণ ভারতে নয়া যুগের সূচনা হয়। শিক্ষা, বিশেষ করে গুণগত শিক্ষায় তারা সারা ভারতে অগ্রণী। এ সামাজিক খাতে বিনিয়োগ সুদূরপ্রসারী ও টেকসই সুফল দেয়। বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। আমাদের দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়ে একটি স্থানে এসে অতি ধীরে চলছে। আর গুণগত মান নিম্নমুখী বলে নিরন্তর বিভিন্ন মহল করছে অভিযোগ।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর-কবিতাখানি:
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'
সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের।

— কবি নির্মলেন্দুগুন

একটি ভাষণের জন্য একটি দিন ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে এমন উদাহরণ দ্বিতীয়টি নেই। একটি মাত্র ভাষা একটি জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেছে, স্বাধীনতার স্মারক হয়ে রয়েছে এমন নজিরও নেই। ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ কেবল একটি জ্বালাময়ী বক্তৃতাই নয়, এটি বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ।বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে পাকিস্তান সরকারের নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে পুরো জাতিকে সোচ্চার করে মুক্তির সংগ্রামে উজ্জীবিত করেছিলেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এ ভাষণ পরাধীন জাতিকে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করে। বিশ্বের বিখ্যাত সব সরকার প্রধান ও বিশ্ব মিডিয়া এই ভাষণকে নিয়ে গেছে নিয়মিতই। ৩০ অক্টোবর ২০১৭ সালে ভাষণটি স্থান পেয়েছে ইউনেস্কোর বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের তালিকায়।

- **নতুন দেশের অভ্যুদয় বার্তা:** ৭ মার্চ হচ্ছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রথম পদক্ষেপ। ভাষণের 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' কথাগুলো ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়, এটি মূলত পৃথিবীর মানচিত্রে একটি নতুন দেশের অভ্যুদয় বার্তা।
- **স্বাধীনতার মূলমন্ত্র:** বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূলমন্ত্র এই ৭ মার্চের ভাষণ। বঙ্গবন্ধু মুখে উচ্চারিত এই ভাষণ সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে শুধু ঐক্যবদ্ধই করেনি, তাদের মুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার মন্ত্রেও দীক্ষিত করেছিল। কারণ এই ভাষণই ছিল মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা।

৭ মার্চ ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- সাতই মার্চের ভাষণের কোন লিখিতরূপ ছিলনা।
- মাত্র উনিশ মিনিট স্থায়ী ছিলো।
- জাতীয় পরিষদে যাওয়ার জন্য চারটি শর্ত দেন।
- ভাষণটি রেকর্ড করেন জেড এম এ মবিন ও এম এ রউফ।
- ভাষণটি সংরক্ষণে ভূমিকা রাখেন আবুল খায়ের।
- পাকিস্তানিদের হাত থেকে ঐতিহাসিক এ ভাষণ সংরক্ষণ করতে পালিয়ে যান– আমজাদ আলী খন্দকার।
- ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর UNESCO ঐতিহাসিক প্রামাণ্য দলিলে স্বীকৃতি দেয়।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

- **বহুমাত্রিক ভাষণ:** বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের গুরুত্ব বহুমাত্রিক। বিশ্ব প্রেক্ষাপটে বিচার করলেও এ ভাষণ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে পরিগণিত হয়, যার মধ্যে নিহিত রয়েছে মুক্তি, স্বাধীনতা, অত্যাচারীদের শোষণ থেকে স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়। কেউ কেউ এ ভাষণকে আব্রাহাম লিংকনের গেটিসবার্গ অ্যাড্রেস বা মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের 'আই হ্যাভ এ ড্রিম'-এর সঙ্গে তুলনা করেন।
- **অর্থনৈতিক মুক্তি:** বঙ্গবন্ধুর এ স্বাধীনতার ডাক দেয়ার পেছনে ছিল বাঙালি জাতির মুক্তি। আর এ মুক্তি হচ্ছে অর্থনৈতিক মুক্তি। ১৯৬৬ সালের ১৮ জানুয়ারি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমি জেলে বসে বলেছিলাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম। কিন্তু মানুষ মুক্তি পাবে সেই দিন, যেদিন অর্থনৈতিক মুক্তি দেয়া হবে বাংলার মানুষকে।' ১৯৭২ সালের ৯ এপ্রিল ঢাকায় আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে সভাপতি হিসেবে দেয়া ভাষণে বঙ্গবন্ধু উল্লেখ করেন, '...অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত না হলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যায়।
- **স্বাধীনতার স্পষ্ট ধারণা:** ৭ই মার্চের ভাষণে আমাদের কাছে বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন বাংলাদেশ স্বাধীন করার 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু- আমি যদি বন্ধ দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। সাত কোটি মানুষকে দাবায়া রাখতে পারবা না।' বস্তুত তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু আমাদের বাংলাদেশ স্বাধীন করার দিকনির্দেশনা ও পন্থা বলে দেন।

৭ মার্চের ভাষণ ছাড়া আর অন্য কোনো ভাষণে একই সঙ্গে এত বিষয় সন্নিহিত হয়নি। আজও দেশের প্রত্যেক মানুষের গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায় এই ভাষণ শ্রবণে।সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে তিনি চারটি শর্ত দিয়েছিলেন তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীকে:

- অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে,
- সকল সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরে যেতে হবে,
- সকল হত্যাকান্ডের তদন্ত হতে হবে,
- নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

রিজিওনাল কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ (RCEP)

রিজিওনাল কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ (আরসিইপি) বা আঞ্চলিক সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারি শীর্ষক এই বাণিজ্য চুক্তি ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক পরিসর চমকে দেওয়ার মতোই বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা ও ২৯ শতাংশ জিডিপি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো-কানাডা বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের চেয়েও এটি বড়। ফলে এটি হবে বিশ্বের বৃহত্তম মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল। বিবিসি সূত্রে এই সংবাদ পাওয়া গেছে।

অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ ইস্ট এশিয়ান নেশনস বা এই চুক্তিতে সই করছে। প্রাথমিকভাবে ভারতও এই চুক্তির আলোচনা প্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিল। কিন্তু চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হলে শুল্ক কমাতে হবে এবং তাতে স্থানীয় উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই আশঙ্কায় ভারত গত বছর এই চুক্তির আলোচনা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয়।

আগামী ২০ বছরে নিজেদের মধ্যকার আমদানিতে বিভিন্ন প্রকারের শুল্ক উঠিয়ে দেওয়া এই (আরসিইপির) লক্ষ্য। এ ছাড়া বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ, টেলিযোগাযোগ, আর্থিক সেবা, ই-কমার্স ও অন্যান্য পেশাদারি সেবাও এর আওতাভুক্ত হবে।

চুক্তির নাম	রিজিওনাল কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ (আরসিইপি)।
দেশ	আসিয়ানের ১০টি দেশ, চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড।
জনসংখ্যা	বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ।
জিডিপি	২৯%

কিন্তু ধারণা করা হচ্ছে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার রুলস অব অরিজিনাল বিধি এই চুক্তিতে সবচেয়ে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। চুক্তিবদ্ধ দেশগুলোর অনেকেই ইতিমধ্যে নিজেদের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করে রেখেছে। কিন্তু এর আবার নানা সীমাবদ্ধতা আছে। আরসিইপির সঙ্গে বিদ্যমান এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিগুলো ব্যবহার করা জটিল হয়ে উঠতে পারে, যেমন ইন্দোনেশিয়ায় তৈরি কোনো পণ্যে অস্ট্রেলীয় যন্ত্রাংশ থাকলে আসিয়ান মুক্ত বাণিজ্য এলাকায় তা শুল্কের মুখে পড়তে পারে। অন্যদিকে (আরসিইপির) অধীনে যেকোনো সদস্য দেশের যন্ত্রাংশ সমমর্যাদা পাবে। এতে সদস্য দেশগুলোর কোম্পানিগুলো অঞ্চলের মধ্যে সরবরাহকারী খুঁজতে অনুপ্রাণিত হতে পারে।

ব্যবসা বিষয়ক পরামর্শক সংস্থা আইএইচএস মারকিটের এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রধান অর্থনীতিবিদ রাজিব বিশ্বাসকে উদ্ধৃত করে বার্তা সংস্থা এএফপি বলছে..

"এই অঞ্চলে বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের উদারীকরণে এই চুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অগ্রগতি। কারণ, তার মতে, "আরসিইপি বিশ্বের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অঞ্চলে পরিণত হবে।"

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

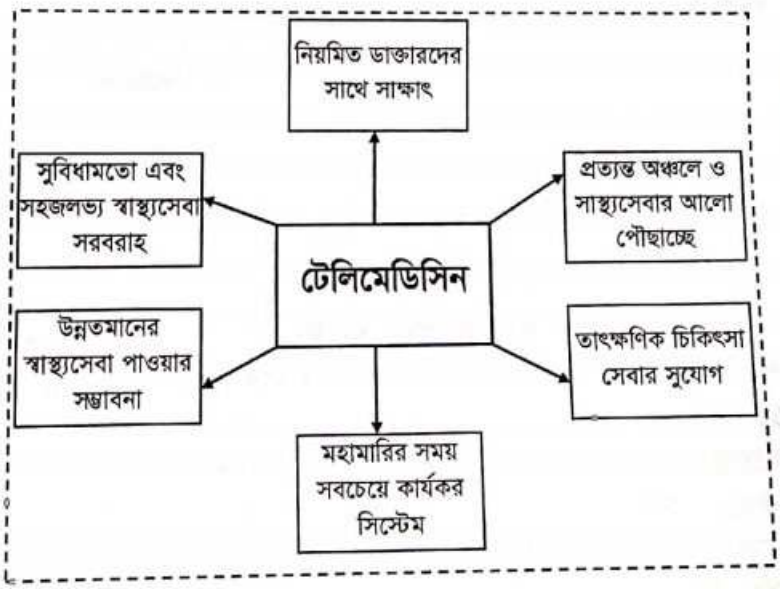
কোন পরিণতির দিকে 'বাণিজ্য যুদ্ধ': দীর্ঘদিন চীনের তৎপরতার ফল হিসেবে এই চুক্তি হতে যাচ্ছে। বিশেষকরে মনে করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ট্রান্স প্যাসিফিক পার্টনারশিপ (টিপিপি) চুক্তির বিকল্প হিসেবে চীন এই চুক্তির দৌড়ঝাঁপ করেছে, যদিও ট্রাম্পের অধীনে যুক্তরাষ্ট্র ২০১৭ সালে এই চুক্তি থেকে বেরিয়ে যায়। তবে বিশ্বের এই বৃহত্তম মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলের রাজনৈতিক রসায়নটা খুব ভালো নয়। চীন ও জাপানের বিবাদ দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক। অন্যদিকে সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গেও বিবাদে জড়িয়েছে চীন। এমনকি ভারত ও এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের প্রভাব খর্ব করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও ভারত অনানুষ্ঠানিক কৌশলগত ফোরাম গঠন করেছে। ফলে আরসিইপির এই গঠন বৈচিত্র্য বিশ্লেষকদের মনে যথেষ্ট কৌতূহলের জন্ম দিয়েছে। অন্যদিকে মার্কিন নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরাজয় এবং জো বাইডেন বিজয়ী হওয়ার মধ্য দিয়ে নীতি ও কৌশলগত কী পরিবর্তন আসে, তার দিকেও তাকিয়ে থাকবেন বিশেষকেরা।

টেলিমিডিসিনের সম্ভাবনা ও বাংলাদেশ

টেলিমেডিসিন নতুন নয়। অতীতে পরিচিত চিকিৎসকের কাছ থেকে মানুষ টেলিফোনে নানা পরামর্শ নিতেন। মুঠোফোন চালু হওয়ার পর থেকে মানুষ রোগব্যাধিতে পরামর্শ পাওয়ার পাশাপাশি খুদে বার্তায় ব্যবস্থাপত্র পেতে শুরু করেন। চিকিৎসাপ্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এর সুবিধা নিচ্ছেন চিকিৎসক ও রোগীরা। কিন্তু এটা এত দিন ছিল বিকল্প ব্যবস্থা। মহামারির সময় বেশি মানুষের কাছে প্রধান ব্যবস্থা হয়ে উঠেছে টেলিমেডিসিন।

টেলিমিডিসিন সিস্টেম: টেলিমেডিসিন বলতে ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহার করে রোগীর লক্ষণগুলির মূল্যায়ন করতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসাসহ চিকিৎসা সম্পর্কিত তথ্য বিনিময়কে বোঝায়। এটি ভিডিও চ্যাটের মাধ্যমে করা হয়, তাই রোগীকে ক্লিনিকে সরাসরি ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে হবে না। ফলে তারা অন্য লোকের সংস্পর্শে যাওয়ার ঝুঁকি এড়াতে পারেন। রোগীর করোনভাইরাস থাকার সন্দেহ থাকলে চিকিৎসক সেটা স্বাস্থ্য বিভাগকে অবহিত করবেন। এছাড়া ডাক্তার প্রয়োজন মনে করলে রোগীকে পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে পাঠানো কিংবা কোয়ারেন্টাইনের নির্দেশ দিতে পারেন। ভার্চুয়াল এই পদ্ধতি বর্তমান করোনাভাইরাসের ছড়িয়ে পড়া রোধে অনেকটা সফল বলে মনে করছেন ডাক্তাররা।

টেলিমেডিসিন যেভাবে আশার আলো: মহামারী করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে বিশ্ব টালমাটাল। বিপর্যস্ত অর্থনীতি থেকে সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। এক ধরণের লকডাউনের মধ্যে সবার জন্য সামাজিক দূরত্ব রক্ষা অপরিহার্য। চিকিৎসকরাও নিজে এবং রোগীর কথা বিবেচনা করে এই মহামারী থেকে বাঁচতে চেম্বারে রোগী দেখা বন্ধ করে দিয়েছেন। এ অবস্থায় সময়ের প্রয়োজনে চিকিৎসা সেবায় নতুন ধারার সৃষ্টি হয়েছে; সেটা হলো টেলিমেডিসিন সেবা। এই টেলিমেডিসিন সেবা হলো ভিডিও কলের মাধ্যমে রোগী দেখা এবং রোগীদের ব্যবস্থাপত্র দেয়া। করোনাই মূলত এই পথ দেখিয়েছে। দেশে টেলিমেডিসিন সেবায় কার্যত বিপ্লব ঘটে গেছে।



- প্রযুক্তি আমাদের সবকিছু সহজ করে দিয়েছে। প্রযুক্তির ছোয়ায় বর্তমান লকডাউনের মধ্যেও গ্রামের একজন সাধারণ মানুষও টেলিফোনে রাজধানীর একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সেবা পাচ্ছেন।
- এটা বর্তমান সময়ে বড় একটি সেবা। যা চিকিৎসা সেবাকে অনেকটা সহজ করে দিয়েছে। প্রত্যেকটা দুর্যোগে ক্ষতির পাশাপাশি সম্ভাবনাও দেখা দেয়। আর করোনা আমাদেরকে টেলিমেডিসিনের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দিয়েছে।
- একই সঙ্গে এটা আমাদের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য খুবই উপকারি হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ডা. কনক কান্তি বড়ুয়া বলেন, আমাদের সাধারণ সেবার পাশাপাশি যে সব রোগী বাসা থেকে বের হতে পারেন না তাদের জন্য টেলিমেডিসেন সেবা চালু করেছি।
- করোনার কারণে অধিকাংশ হাসপাতাল সীমিত পরিসরে চালু রাখা হয়েছে। আবার অনেক হাসপাতাল করোনা থেকে বাঁচতে রোগী ভর্তিসহ ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি অন্যান্য সেবা কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছেন। এতে বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপি বিপাকে পড়েছে করোনার উপসর্গ থাকা রোগী থেকে সাধারণ ডায়াবেটিস, কিডনী, হৃদরোগ, ক্যান্সারসহ বিভিন্ন অসুখে ভোগা রোগীরা। এসব রোগীরা স্বাভাবিক সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন। টেলিমেডিসিনের ফলে সব ধরণের রোগীদের সেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

- এছাড়া শুধু করোনার সময়েই নয়: মফস্বল শহর বা পল্লী অঞ্চলের একজন দরিদ্র অসহায় রোগী যার ঢাকা শহরে এসে পয়সা খরচ করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দেখানোর সামর্থ নেই অথবা কোন জটিল রোগী যাকে অনেক দূর থেকে চিকিৎসকের কাছে আনতে দেরি হয়ে যাবে- এমন পরিস্থিতিতে দ্রুত চিকিৎসার স্বার্থে ইন্টারনেটের মাধ্যমে মোবাইলে ঘরে বসেই দূর-দুরান্তের রোগীরা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছ থেকে চিকিৎসা সেবা নিতে পারছেন।
- রোগীরা যাতে করোনার সময়েও স্বাভাবিক সেবা পেতে পারেন সে ব্যবস্থা করে দিয়েছে প্রযুক্তি। টেলিফোনে, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার, ফেসবুক ছাড়াও ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে টেলিমেডিসিন সেবা চালু করেছে সরকারি বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে শুরু করে প্রাইভেট হাসপাতাল, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী-সামাজিক সংগঠন, ব্যাংক ও বিভিন্ন সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান।
- চিকিৎসক রোগীর সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থাপত্র দিচ্ছেন, কখনো এক্সরে বা পরীক্ষার সুপারিশ করছেন। রোগী পরীক্ষার ফলাফল ম্যাসেঞ্জারে, হোয়াটসঅ্যাপে বা ইমেইলে পাঠাচ্ছেন। চিকিৎসকও সেই মাধ্যম ব্যবহার করে ব্যবস্থাপত্র পাঠাচ্ছেন।

টেলিমেডিসিন সেবা বৃদ্ধিতে করণীয়: এ ব্যাপারে করণীয় অনেক কিছুই আছে। করণীয় সম্পর্কে নিচে বর্ননা করা হলো:

- টেলিমেডিসিন নীতিমালা চূড়ান্ত হলে তা ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- টেলিমেডিসিন সেবার ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করার দায়িত্ব গণমাধ্যমেরও আছে।
- একাধিক রোগ থাকা করোনা রোগীদের টেলিমেডিসিনসেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে।
- এই সেবার ব্যয়েরও মূল্যায়ন হওয়া দরকার।
- টেলিমেডিসিনের ঝুঁকির বিষয়গুলো জরুরি ভিত্তিতে চিহ্নিত করে তা দূর করার উদ্যোগ নিতে হবে।
- টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে কতটা আরোগ্য সম্ভব, তাও মূল্যায়ন দরকার।

বলাবাহুল্য, বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও এখন রয়েছে মোবাইল এবং ইন্টারনেট সুবিধা। আর এসব সুবিধা কাজে লাগিয়ে সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে টেলেমেডিসিন সেবাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই বিষয়ে বলেন, "গ্রামাঞ্চলের মানুষের স্বাস্থ্য সেবায় বর্তমানে ১৩ হাজারের বেশি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু রয়েছে। এসব ক্লিনিকে প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তাদের ল্যাপটপ ও ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়েছে।"

সুন্দরবনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

সুন্দরবন একটি গতিশীল ও সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যের আধার। প্রায় প্রতি বছর বাংলাদেশে একটা উল্লেখযোগ্য ও আলোচিত বিষয় থাকে পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য নির্বাচনে সুন্দরবনকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করা। সুন্দরবন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় একক ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল। এটি বঙ্গোপসাগরের উপকূল ঘিরে অবস্থিত। এর একটা বড় অংশ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল এবং কিছু অংশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি অঞ্চল নিয়ে গঠিত। বাংলাদেশের খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী ও বরগুনার জেলার অংশ বিশেষ নিয়ে সুন্দরবন অবস্থিত। বাংলাদেশে সুন্দরবনের পরিমাণ ৬০-৬৫% এবং অবশিষ্ট অংশ ভারতে মধ্যে পড়েছে। সুন্দরবনের ১০,০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকার মধ্যে ৬০১৭ বর্গকিলোমিটার বাংলাদেশে অবস্থিত। এ বনে বৃক্ষ প্রজাতির মধ্যে সুন্দরী, গেওয়া, গরান, কেওড়া, গোলপাতা, বাইন ইত্যাদি প্রধান। তাছাড়া এখানে রয়েছে বিশ্ব খ্যাত বাংলার ঐতিহ্যবাহী প্রাণী রয়েল বেঙ্গল টাইগার ও বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, সরীসৃপ, বানর ও চিত্রা হরিণসহ নানা বন্যপ্রাণি। সুন্দরবনের মধ্যে দিয়ে প্রায় ৪০০ এর মত নদ-নদী, খাল ও বিল প্রবাহিত হয়েছে যা বনের মধ্যে জালের মত ছড়িয়ে রয়েছে। এ সব নদ-নদী বা খাল-বিল গুলো সুন্দরবনকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অংশে বিভক্ত করেছে। এ বনের পূর্বদিকে বলেশ্বর নদী, পশ্চিম দিকে রায়মঙ্গল নদী বয়ে গেছে। এ বনে বিভিন্ন রকম গাছের মধ্যে সুন্দরী গাছ বেশি থাকায় কালের বিবর্তনে এর নামকরণ হয়েছে সুন্দরবন। যদিও এ সম্পর্কে বিভিন্ন জনের ভিন্ন মত রয়েছে। সুন্দরবনের একক প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের জন্য ১৯৯৭ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক সুন্দরবনকে ৫২২ তম "বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান" হিসেবে ঘোষণা করা হয়। রামসার সাইটেও সুন্দরবনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সুন্দরবনের আকর্ষণীয় প্রাণী হল রয়েল বেঙ্গল টাইগার যা বর্তমানে পৃথিবী বিখ্যাত।

এক নজরে সুন্দরবন

অবস্থান	২১°৩০′- ২২°৩০′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°০০′- ৮৯°৫৫′ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যবর্তী স্থানে।
আয়তন	৬,০১৭ বর্গ কিঃমিঃ।
ব-দ্বীপ	বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ।
রামসার এলাকা	জলাভূমি হিসেবে ১৯৯২ সালে সুন্দরবনকে ৫৬০ তম রামসার এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ	UNESCO ১৯৯৭ সালে ঘোষণা দেয়।
নামকরণ	সুন্দরী গাছ থেকেই এ নামের উৎপত্তি।
এলাকা	খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, বরগুনা, পটুয়াখালী।
বৃক্ষ	সুন্দরী, গেওয়া, গরান, কেওড়া।
প্রাণী	বাঘ, কুমির, হরিণ, বানর, কুমির।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

কিন্তু বর্তমানে পরিতাপের বিষয় হলো যে, সুন্দরবনের জাতীয় সম্পদ আজ ধ্বংস হচ্ছে কতিপয় অসাধু, অবিবেচক এবং চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় বিবেকহীন মানুষের যোগসাজশে। যে বনের সাথে একটি দেশের একটি জাতির অস্তিত্বের সম্পর্ক রয়েছে তা চোখের সামনে ধ্বংস হতে দেওয়া যায় না।

বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ দেশ। কয়েক বছর আগে বড় বড় ঘূর্ণিঝড় যেমন সিডর, আইলা বাংলাদেশের ওপর বয়ে গিয়েছে অথচ হেলেছিল। যার ক্ষয়ক্ষতি এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশ কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বিশেষ করে সাতক্ষীরা জেলার সুন্দরবন সংলগ্ন কয়েকটি উপজেলার বসবাসকারী মানুষ ভয়ঙ্কর সিডর ও আইলার কথা আজও ভোলেনি। এসব ঘূর্ণিঝড় ঘন্টায় ২৮০ কি.মি এর বেশি বেগে উপকূলে আঘাত হেনেছিল এবং তা সুন্দরবন সংলগ্ন অংশে এসে হালকা হয়ে পড়ে। যা সুন্দরবনের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। সুতরাং এ দেশের উন্নয়নের জন্য প্রাকৃতিক তথা পরিবেশের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। সুন্দরবন বাংলাদেশের কালের সাক্ষী হয়ে নিরবে উপকার করে যাচ্ছে। ফলে সুন্দরবনের কারণে ঘূর্ণিঝড়ের বেশির আঘাত থেকে অনেকটা রক্ষা পেয়েছিল লোকালয়। তাছাড়া এ বন থেকে বাংলাদেশ সরকারের প্রায় ৪৫% রাজস্ব আয় আসে। এ বনের সাথে সুন্দরবন সংলগ্ন প্রায় ১০ লক্ষ লোকের জীবন ও জীবিকা নিবিড় ভাবে সম্পর্কযুক্ত। সুন্দরবনের এতো ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেক সরকার এ বনের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সব সময় উদাসীন থাকে।

এ বনের উপকারিতা:

১. সুন্দরবন একটা একক ম্যানগ্রোভ বা উপকূলীয় বনাঞ্চল যা উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনীর ন্যায় বাংলাদেশের উপকূলকে রক্ষা করে।
২. অত্যাধিক জোয়ার বা জলোচ্ছ্বাসের হাত থেকে উপকূলের জনপদকে রক্ষা করে।
৩. ভূমির লবণাক্ততা রোধে এ বনের বিশাল ভূমিকা রয়েছে।
৪. নদী ও সাগরের মিলনস্থলে "ডেলটা ফরমেশনে" এর মাধ্যমে স্থলভাগের পরিমাণ বৃদ্ধি করছে।
৫. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ও দূষণ রোধে ভূমিকা রাখছে।
৬. সূর্যের অতি বেগুনী রশ্মি, কার্বনডাই অক্সাইড শোষণের বিশাল আধার হিসেবে কাজ করছে।
৭. বিভিন্ন শিল্প-কারখানার কাঁচামালের উৎস, সরকারের রাজস্ব আয়ের উৎস ও স্থানীয় লোকজনের আয়ের উৎস হিসেবে অবদান রাখছে।
৮. বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে কাজ করছে।
৯. পর্যটন শিল্পের ভান্ডার হিসেবেও এ বন বিশেষ ভাবে বিবেচিত হতে পারে।

যথাযথ ভাবে পর্যটন খাতকে বিকশিত করতে পারলে এ বন থেকে যে রাজস্ব আয় করা সম্ভব তা বাংলাদেশ সরকারের যোষিত বাজেটের অর্থেরও বেশি হবে বলে আমরা মনে করি। যা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে পারবে।

সুন্দরবন ধ্বংসের কারণসমূহ: এ বন ধ্বংসের অনেক কারণ রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান কারণ হলো মানব সৃষ্ট কারণ। নির্বিচারে গাছ কাটার ফলে এ বন আজ মারাত্মক হুমকির মুখে। প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াও আরো কিছু কারণ রয়েছে-

১. বনদস্যুদের অপতৎপরতা
২. অসাধু বনকর্মকর্তা ও স্থানীয় কিছু লোভী ব্যক্তি
৩. সরকারের উদাসীন মনোভাব
৪. প্রয়োজনীয় দক্ষ লোকবল নিয়োগ না দেওয়া।
৫. বনে অগ্নি সংযোগ
৬. বাঘ হত্যা ও হরিণ শিকার করা

আরো উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে বিষ দিয়ে মাছ নিধন করা। আমরা জানি সুন্দরবন একটি জটিল "ইকোসিস্টেম" তথা বাস্তু তন্ত্রের মাধ্যমে পরিচালিত। এর যে কোন একটি উপাদানের ক্ষতি কিংবা ধ্বংস সাধন করার অর্থ হচ্ছে সমস্ত "ইকোসিস্টেমের" ক্ষতি সাধন করা। বিষ দিয়ে মাছ নিধনের ফলে অনেক জলজ প্রাণী যেমন সরীসৃপ, কাকড়া জাতীয় প্রাণী (আর্থপ্রোডা) ও বিভিন্ন ধরনের জলজ কীটপতঙ্গ মারা যাচ্ছে এবং বিনষ্ট হচ্ছে এদের আবাসস্থল। অন্যদিকে জলজ প্রাণীর উপর নির্ভরশীল বিভিন্ন প্রজাতির পাখি খাদ্যের অভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। অধিক কীটনাশকযুক্ত নদীর পানি জোয়ারের কারণে বনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। যার ফলে ঘাস, লতা-পাতা, ফলমূল না জন্মানোর কারণে উদ্ভিদভোজী প্রাণী হরিণের স্বাভাবিক প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হচ্ছে। স্বাভাবিক সংখ্যার হরিণ না থাকলে হরিণের উপর নির্ভরশীল বাঘের সংখ্যা হ্রাস পায়। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে জীববৈচিত্র্যের কি পরিমাণ ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে সুন্দরবনের সমগ্র জীববৈচিত্র্য মারাত্মক হুমকির পড়বে এটা নিশ্চিত করে বলা যায়। তাই যে কোন মূল্যে সরকারকে অবশ্যই এ ধরনের বিপদজনক ও অবৈধ কর্মকান্ড বন্ধের জন্য সুদৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

সুন্দরবনকে রক্ষায় নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গুলো নেওয়া যেতে পারে:

১. সুন্দরবনকে যথাযথ ভাবে পর্যবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করতে হবে।
২. জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য "বন্যপ্রাণি সংরক্ষণ" আইন প্রনয়ন কিংবা সংস্কার করতে হবে।
৩. বন্যপ্রাণির প্রাচুর্যের ভিত্তিতে বনের ভিতর অভয়াশ্রম করতে হবে।
৪. সুন্দরবন সংলগ্ন স্থানীয় লোকজনের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।
৫. সম্প্রতি প্রস্তাবিত তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করতে হবে।
৬. গনসচেতনতা ও শিক্ষার প্রসার করতে হবে।
৭. খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বনের উন্নয়নের জন্য অত্যাধুনিক ও যুগোপযোগী নিশ্চমানের গবেষনাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
৮. খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরেস্ট্রি এন্ড উড টেকনোলজি এবং এনভায়রনমেন্ট সায়েন্স ডিসিপ্লিনকে সুন্দরবন ব্যবস্থাপনার জন্য আধুনিকায়ন করতে হবে।
৯. লোকালয়ে বাঘ যাতে হত্যা করা না হয়, সে জন্য সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় পর্যাপ্ত অফিস স্থাপন করতে হবে। যাতে ট্রাংকুইলারের (যে দিয়ে দুর থেকে বাঘ অজ্ঞান করা যায়) ব্যবস্থা থাকতে হবে।
১০. অবাধে বনের মধ্যে ঢুকে গাছ কাটা বন্ধ করতে হবে। এজন্য ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে দক্ষ জনবল নিয়োগ দিতে হবে।
১১. সুন্দরবনকে সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন ব্লকে বা স্টেশনে ভাগ করতে হবে। এ জন্য ওয়াচ টাওয়ার নির্নয় করা যেতে পারে।
১২. পর্যটন খাতকে আধুনিকায়ন করতে হবে এবং পর্যটকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।
১৩. বনের সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য দক্ষ, কর্মঠ, সৃজনশীল, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, আধুনিক ও উন্নত মন মানসিকতা সম্পন্ন তরুণ বনকর্মকর্তা নিয়োগ দিতে হবে।
১৪. অতিলোভী, অসাধু ও দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের অচিরেই চাকরি থেকে বহিঃস্কার করতে হবে।

এলএনজি যুগে বাংলাদেশ

তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস বা এলএনজি আমদানি শুরুর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জ্বালানি খাত এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। সরকার বেশ আগেই এলএনজি আমদানির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আমদানিকৃত এই গ্যাসের দাম দেশে উৎপাদিত প্রাকৃতিক গ্যাসের তুলনায় অনেক বেশি হবে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই গ্যাস ব্যবহারকারী বা ভোক্তারা চিন্তিত। বাংলাদেশে অর্থনৈতিক অগ্রগতি, গত তিন দশকে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার এবং শেষ পর্যন্ত কেন আমরা এলএনজি আমদানির পথে গেলাম, তা একটু বিচার বিশ্লেষণের দাবি রাখে। চাহিদার তুলনায় দেশে উৎপাদিত প্রাকৃতিক গ্যাসের স্বল্পতা এর কারণ। তদুপরি প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা যে গতিতে বাড়ছে, এর উৎপাদন সেই গতিতে বাড়ছে না বা বাড়বে না। এর কারণ, আমাদের অপ্রতুল প্রাথমিক উত্তোলনযোগ্য মজুত, দেশীয় বিনিয়োগের অভাব বা অক্ষমতা, বিদেশি বহুজাতিক তেল ও গ্যাস কোম্পানিগুলোর বড় আকারের বিনিয়োগে অনিচ্ছা।

এল এন জি যুগে যে কারণে বাংলাদেশ:

- গত দুই দশকে বিদ্যুৎ, শিল্প ও গৃহস্থালি ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা ও ব্যবহার বেড়েছে, অন্যদিকে সার উৎপাদন কমেছে
- দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি,
- অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন
- শিল্পায়ন ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির কারণে

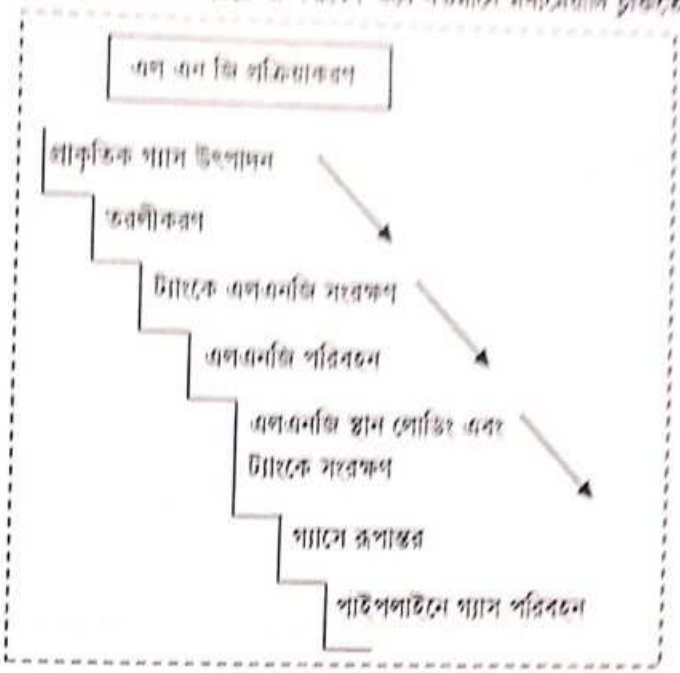
অক্সফোর্ড জ্বালানি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ২০১৩ সালে এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের অপূর্ণ চাহিদার পরিমাণ প্রতিবছর ৯ দশমিক ৭ বিলিয়ন ঘনমিটার থেকে ১২ দশমিক ৫ বিলিয়ন ঘনমিটার (এলএনজির হিসাবে ৭ দশমিক ৪৬ থেকে ৯ দশমিক ৬২ মিলিয়ন টন) বলে হিসাব করেছিল। নিজস্ব উৎপাদন বৃদ্ধি বা আমদানির মাধ্যমে এই চাহিদা মেটাতে হবে।

এল এন জি নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- বাংলাদেশ সরকারের গ্যাস সেক্টর মাস্টারপ্ল্যান ২০১৭ অনুযায়ী, দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদার তুলনায় ঘাটতির পরিমাণ বছরে প্রায় ১ বিলিয়ন কিউবিক মিটার (এলএনজির হিসাবে যা দাঁড়ায় ৭ দশমিক ৭৫ মিলিয়ন টন)। ২০১৮ সালে গ্যাসের মোট চাহিদার ১৭ ভাগ এলএনজি আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা হবে, যা ২০২৩ সালে দাঁড়াবে ৪০ ভাগ, ২০২৮ সালে দাঁড়াবে ৫০ ভাগ এবং ২০৪১ সালে দাঁড়াবে ৭০ ভাগ। পরিকল্পনা অনুযায়ী, সেই হিসাবে ২০৪১ সালে এলএনজি আমদানির পরিমাণ প্রতিবছর ৩০ মিলিয়ন টন হতে পারে। জ্বালানিবিষয়ক পরামর্শ ও গবেষণা ব্যবসায়ী কোম্পানি উড ম্যাকেঞ্জি ২০১৭ সালের এক প্রতিবেদনে পূর্বাভাস দিয়েছে যে ২০২০,২০২৫ ও ২০৩০ সালে প্রতিবছর বাংলাদেশের এলএনজির চাহিদার পরিমাণ হবে ৪ মিলিয়ন টন, ৮ মিলিয়ন টন ও ১১ মিলিয়ন টন।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

- কাতার ও ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশ এলএনজি আমদানির দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি সই করেছে বা করবে। তবে বর্তমানে মধ্যমেয়াদি চুক্তিতে এবং খোলাবাজারেও (স্পট মার্কেটে) প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে পর্যাপ্ত এলএনজি সহজলভ্য। আমাদের অঞ্চলে ওমান, মালয়েশিয়া, পাপুয়া নিউগিনি ও অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশগুলোও এলএনজি রপ্তানি করে। দেখেশুনে ও বাজার যাচাই করে আমাদের সুবিধামতো এলএনজি কেনার উদ্যোগ নিতে হবে।



- ২০১৬ সালে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, ভারত ও তাইওয়ান ছিল পৃথিবীর সর্বোচ্চ এলএনজি আমদানিকারক প্রথম পাঁচটি দেশ। এ ছাড়া আমাদের অঞ্চলে পাকিস্তান ও থাইল্যান্ড তাদের জ্বালানি চাহিদা মেটানোর জন্য এলএনজি আমদানি করে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশ যদি ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশ হতে চায়, তবে আগামী ২০ বছর ধরে বাংলাদেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ১০ শতাংশ হতে হবে। এর অর্থ, আরও দ্রুত শিল্পায়ন ও জ্বালানি চাহিদা বৃদ্ধি।
- সরকারের মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে দেশের স্থলভাগে ও সমুদ্রসীমায় ব্যাপক আকারে প্রাকৃতিক গ্যাসের অনুসন্ধান ও উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে এবং শুধু ঘাটতির ক্ষেত্রে আমদানির মাধ্যমে পূরণ করতে হবে। এভাবেই দেশে এলএনজি আমদানি সীমিত রাখা যাবে। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের জন্য প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি করতে হলে আমাদের ভয় পাওয়ার বা পেছনে ফিরে তাকানোর অবকাশ নেই। তবে এ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি, দক্ষ জ্বালানি প্রযুক্তি এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি ক্ষেত্রগুলোকে। সেই সঙ্গে ভোক্তাদের ওপর যেন জ্বালানির উচ্চমূল্যের কারণে অন্যায্য বা অনভিপ্রেত চাপের সৃষ্টি না হয়।

প্রাকৃতিক গ্যাস বা এলএনজি কয়লার তুলনায় অনেক বেশি পরিবেশবান্ধব, সুতরাং আমাদের প্রাকৃতিক গ্যাস বা এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ও শিল্পকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে সামনের দিনগুলোতে কয়লার ব্যবহার কমবে এবং প্রাকৃতিক গ্যাস ও এলএনজির ব্যবহার বাড়বে। আর ২০৫০-এর মধ্যেই নবায়নযোগ্য জ্বালানি হবে বিশ্বময় অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। আমাদেরও সেই পথেই যেতে হবে।

কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে কৃষি ঋণ

বর্তমানে দেশের জিডিপি প্রায় ৮ শতাংশ হারে বাড়ছে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালনকালে বাংলাদেশ হবে মধ্যম আয়ের দেশ। ২০৩০ সালে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে উন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াবে।সেই লক্ষ্যে ২০২১ থেকে ২০৪১ সাল পর্যন্ত জিডিপি প্রবৃদ্ধির গড় হার ১০ শতাংশে উন্নীত করতে হবে। দারিদ্র্য নির্মূল করতে হবে। সবার জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে হবে। নগরের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে প্রতিটি গ্রামে।আমাদের ৮৭,২২৩টি গ্রামকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেই এ সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। এজন্য সব আগ্রহ ও ঐকান্তিকতা দিয়ে আমাদের গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হবে। শুধু আক্ষরিক অর্থে নয়, সত্যিকারভাবেই বাস্তবায়ন করতে হবে 'আমার গ্রাম, আমার শহর' স্লোগান।

কৃষি তহবিল, সুদের হার ও ভর্তুকি	
কৃষি খাতের তহবিল	= ৫০০০ কোটি টাকা
সুদের হার	= ৪%
ঋণ প্রদান করা হয়	= ৪৭.৪৪%
পূর্বে সুদের হার	= ৬%
ভর্তুকি হার	= ৫%

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২১,৮০০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে যা বিগত অর্থবছরের চে ৬.৮৬% বেশি। কৃষি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকগুলো বেঁধে দিয়েছে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা। উল্লেখ্য, গত অর্থ বছরে প্রায় ৩১ লা কৃষক ও প্রান্তিক চাষী কৃষি ঋণ পেয়েছেন। তাছাড়া ব্যাংকগুলো নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার ঋণ বিতরণ না করলে অনর্জিত লক্ষ্যমাত্রার সমপরি অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক জমা রাখতে বাধ্য। কৃষি ঋণ দানের এই বাধ্যবাধকতা কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে।

কৃষি ঋণ বিতরণে ব্যাংকসমূহ (কোটি টাকায়)	
১. বাংলাদেশ ব্যাংক	১,০২৭
২. রাকাব	৩২২
৩. কৃষাণি ব্যাংক	১৬
৪. সোনালী ব্যাংক	৫১
৫. জনতা ব্যাংক	৩২

কর্মসংস্থানের মূল উৎস হতে হলে গ্রামকে উন্নত করতে হবে। গ্রাম উন্নয়ন বলতে গ্রামীণ অর্থনীতি, কৃষি ও কুটির শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো, সংস্কৃতি ও পরিবেশ- সবকিছুরই উন্নয়ন বোঝায়। এর আধুনিকায়ন মানে সব ক্ষেত্রে নয়া প্রযুক্তির প্রসার ও বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণার বাস্তবায়ন। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি গ্রামে শহরের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের বিষয়টিও জড়িত। এ ক্ষেত্রে গ্রামবাংলার প্রকৃত রূপ অটুট রাখতে হবে। গ্রামের নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, পুকুর-ডোবা, গাছপালা, বনবীথি, ক্ষেতখামার আর দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ যথাযথভাবে অক্ষুণ্ন রেখেই এগুলো করতে হবে সব উন্নয়ন পরিকল্পনা।

গ্রামীণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে কৃষি ঋণের ভূমিকা নিম্নে আলোচিত হলো:

- কৃষি ও কৃষিবহির্ভূত গ্রামীণ খাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে।
- গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিশীলতা আসবে। মানুষের আয় বাড়বে, বৈষম্য কমবে গ্রামীণ ও শহর জীবনে।
- খাদ্যশস্যবহির্ভূত ফসল যেমন- শাকসবজি, ডাল, তেলবীজ, মসলা ও ফলমূলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জোরদার করা দরকার গবেষণা ও সম্প্রসারণ কর্মসূচিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে।
- গ্রামে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং সবার জন্য বিদ্যুৎ নিশ্চিত হবে যার ফলে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে।
- কৃষি ঋণ গ্রহণ করে কৃষি বিষয়ক ট্রেনিং নিয়ে কাজে নেমে যেতে পারে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী।
- কৃষি ঋণ প্রদান পদ্ধতি সহজ হলে তথা ব্যাংকিং কৃষি বান্ধব হলে কৃষকেরা মূলধনের অভাবে চাষাবাদ বন্ধ রাখবে না। যা পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানকে সচল রাখা বোঝায়।
- আবহমান কাল ধরে হস্তচালিত তাঁত, তেলের ঘানি, বাঁশ-বেত ও মাটির কাজ গ্রামের মানুষের সম্পূরক আয়ের ব্যবস্থা করছে। এগুলো প্রযুক্তিনির্ভর হলে কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে।
- ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য অর্জন করতে হলে কৃষি ঋণ কাজে লাগিয়ে গ্রামগুলোকেও ডিজিটাল কর্মযজ্ঞ আওতায় আনতে হবে।

গ্রামীণ অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি কৃষি। আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের কৃষি এখন বেশ অগ্রসরমান। কিন্তু কালক্রমে কৃষি একটি কম লাভজনক পেশা হিসেবে দাঁড়িয়েছে। কৃষি হতে পারে বাংলাদেশের অর্থনীতির সবচেয়ে বড় খাত, জিডিপিতে যার অবদান ১৮.৭ শতাংশ (বিবিএস, ২০১২-১৩)। এ খাত এখনো শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবিকা নির্বাহের প্রধান উৎস। বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল এবং স্বল্পোন্নত দেশে আশংকাজনক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি (বাৎসরিক ১.৩৭ শতাংশ) দৈনন্দিন পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিকূলতা হিসেবে বিবেচিত। এই বিশাল জনসংখ্যার ভরণ পোষণের জন্য খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষির টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিতভাবে কৃষি জমির হ্রাস (বাৎসরিক ১.০ শতাংশ হারে) এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি জলবায়ুর প্রভাব খাদ্য উৎপাদনে বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)

কোন একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রক্ষেপিত সরকারি খাতের উন্নয়ন নীতিমালা, কর্মসূচি, বিনিয়োগ এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ পরিচালনা ও অর্জনের জন্য ঐ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কোন একটি নির্দিষ্ট বছরে বাস্তবায়নযোগ্য বিভিন্ন খাতের প্রকল্পসমূহের তালিকা এবং তাদের জন্য আর্থিক বরাদ্দসহ প্রণীত কর্মসূচি। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রতিটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে লক্ষ্য অর্জনের সুবিধার্থে পাঁচটি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিভক্ত করা হয় এবং প্রত্যেকটি প্রকল্পের জন্য স্থানীয় ও বৈদেশিক উভয় মুদ্রায় বরাদ্দ রাখা হয়। প্রতি বছরের এডিপি সে বছরের জন্য জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত উন্নয়ন বাজেটের ভিত্তিতে প্রণীত হয়। একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বর্ণিত ও নির্ধারিত মৌলিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহের আলোকে দেশের পরিকল্পনা কমিশন বাংলাদেশ সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খসড়া প্রণয়ন করে। অতঃপর প্রণীত খসড়া জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়। নির্বাহী কমিটির (একনেক) অনুমোদন পাওয়ার পর পরিকল্পনা কমিশন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বিস্তারিতভাবে মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নকালে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত খাত এবং প্রকল্পসমূহ অধিকতর গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় মুদ্রা ও বৈদেশিক উৎস হতে প্রাপ্ত তহবিল ব্যবহার করা হয়। ঐতিহাসিকভাবে বৈদেশিক মুদ্রার তহবিলের জন্য বাংলাদেশ বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভর করে। এর ফলে এডিপি প্রণয়নের সময় বৈদেশিক মুদ্রার প্রাপ্যতার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ২০২০-২১: করোনা পরিস্থিতির কারণে আগামী অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) বেশি টাকা ব্যয় করতে চায় সরকার। গত পাঁচ অর্থবছরে প্রতিবছর মূল এডিপির আকার ১১ থেকে ৪১ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। এবার তা হচ্ছে না। এবার নতুন এডিপিতে টাকার পরিমাণ বাড়ছে না বললেই চলে।পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, আগামী অর্থবছরে মূল এডিপির আকার দাঁড়াচ্ছে ২ লাখ ৫ হাজার ১৪৫ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের মূল এডিপির আকার ২ লাখ ২ হাজার ৭২১ কোটি টাকা। সেই হিসাবে মূল এডিপির আকার বাড়ছে মাত্র ১ দশমিক ২ শতাংশ। এডিপির আকার কম বৃদ্ধির দিক থেকে একটি রেকর্ডও বটে। কাঙ্ক্ষিত হারে প্রকল্প বাস্তবায়ন না হওয়ায় অবশ্য চলতি অর্থবছরে সংশোধিত এডিপির আকার কমিয়ে ১ লাখ ৯২ হাজার ৯২১ কোটি টাকা করা হয়েছে।

এক নজরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	
আকার	: ২ লাখ ৫ হাজার ১৪৫ কোটি টাকা
নিজস্ব তহবিল	: ১ লাখ ৩৪ হাজার ৬৪৩ কোটি টাকা
উন্নয়ন সহযোগী	: ৭০ হাজার ৫০২ কোটি
বরাদ্দ বাড়ছে	: স্বাস্থ্য, কৃষি ও সামাজিক নিরাপত্তা
মেগা প্রকল্প	: ৩৭ হাজার ১১৬ কোটি টাকা
অনুমোদিত প্রকল্প	: ১,৫৮৮ টি

এই বিষয়ে পরিকল্পনা সচিব নুরুল আমিন বলেন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এডিপির আকারের প্রস্তাব চূড়ান্ত করেছে। এবার ২ লাখ ৫ হাজার ১৪৫ কোটি টাকার মূল এডিপির আকার খসড়াভাবে চূড়ান্ত করা হচ্ছে। সাধারণত ১৫ মে'র মধ্যে এডিপি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) সভায় পাস করা হয়। তিনি আরও বলেন, এবার ভিন্ন পরিস্থিতিতে এডিপি তৈরি করতে হচ্ছে। করোনার কারণে সরকারের সম্পদ আহরণের বিষয়টি মাথায় রাখতে হচ্ছে। তার পরও এ বছরের সংশোধিত এডিপির চেয়ে আকার বড়ই হচ্ছে।জানা গেছে, আগামী অর্থবছরের এডিপিতে স্বাস্থ্য ও কৃষি খাতের প্রকল্পগুলোকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে বরাদ্দ দেওয়া হবে। নতুন প্রকল্পের তালিকায় এই দুটি খাতকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া বড় বড় প্রকল্প অর্থাৎ সরকারের অগ্রাধিকারের প্রকল্পে বরাদ্দ বেশি দেওয়া হবে। কোন প্রকল্পে কত বরাদ্দ দেওয়া হবে, তা নিয়ে এখন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কাজ করছে। সব মিলিয়ে এবার প্রকল্প সংখ্যা দেড় হাজারের মতো হবে।

সর্বোচ্চ গুরুত্বের বিবেচনায়: (কোটি টাকায়)			
পদ্মা সেতু	→ ৫,০০০	পরিবহণ	→ ৫২,১০০
রূপপুর	→ ১৫,৬৯১	বিদ্যুৎ	→ ২৪,৮০০
মাতারবাড়ি	→ ৩,৩৭০	শিক্ষা	→ ২৩,৪০০
মেট্রোরেল	→ ৪,৩৭০	স্বাস্থ্য	→ ১৩,০৩৩
পায়রা	→ ৩,৬০০	কৃষি	→ ৮,৪২৫

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

মানবিক কূটনীতিতে বাংলাদেশের সাফল্য

রোহিঙ্গা কূটনীতিতে সবচেয়ে বেশি ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মানবিক কূটনীতির নতুন ইতিহাসের জন্ম দিয়েছেন তিনি। পরিস্থিতি অনুকূল কিংবা প্রতিকূল না ভেবে তিনি বিপন্ন অসহায় মানুষের জরুরি সেবা নিশ্চিত করার বিষয়টি তুলে ধরেন। রাজনীতি ও কূটনীতি যে নিরেট নিষ্ঠুর না হয়ে মানবতার মমতায় পরিপূর্ণ হতে পারে, সেটা তিনি সবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। এখানেই আমাদের কূটনীতির সফলতা। আজকে মিয়ানমারকেও বলতে হচ্ছে, তারা রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেবে। মিয়ানমারের সমর্থক জান্তার কট্টর সমর্থক চীন-রাশিয়াকেও আজ জাতিসংঘ নিরাপত্তা কাউন্সিলে গলা নামিয়ে কথা বলতে হচ্ছে। আর বাংলাদেশ প্রশংসিত হয়েছে লাখ লাখ বিপন্ন মানুষকে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা দিয়ে। এ দৃষ্টান্ত সত্যিই বিশ্বকে নাড়া দিয়েছে। বিশ্ববিবেক এখন জাতিগত নিধনযজ্ঞ ও গণহত্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার। অতএব আমাদের কূটনীতি ব্যর্থ বলার সুযোগ নেই। যুদ্ধ, সংঘাত আর হত্যার কূটনীতির বিপরীতে জয় হোক মানবিক কূটনীতির।

আমাদের পরীক্ষিত বন্ধু ও প্রতিবেশী ভারত রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে দোটানায় আছে বেশ বোঝা যায়। বাংলাদেশ ও মিয়ানমার উভয়ই ভারতের প্রতিবেশী এবং ভালো বন্ধু। যেহেতু বাংলাদেশ-মিয়ানমারের ভেতর রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে কূটনৈতিক লড়াই চলছে,সে কারণেই হয়তো ভারত কৌশলী। তাই ভারত একদিকে রাখাইনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার ঘোষণা দিয়েছে, অন্যদিকে রোহিঙ্গা সংকট ইস্যু নিয়ে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে দেওয়া ভারতের বিবৃতিতে জোর দিয়েই রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের কথা বলা হয়েছে। বিবৃতিতে ভারত রাখাইনে নিষ্ঠুরতা ও সংঘাত বন্ধে কফি আনান কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের বিষয়টিও জোর গলায় বলেছে। রোহিঙ্গাদের কারণে বাংলাদেশের ওপর বিরাট চাপ ও মানবিক বিপর্যয় মোকাবেলার বিষয়টিও ভারতের বিবৃতিতে এসেছে। তবে ভারতের কাছে বাংলাদেশের পরীক্ষিত বন্ধু হিসেবে বাংলাদেশের পাশে থাকবে ভারত। রোহিঙ্গা সমস্যাটিকে বন্ধুদেশের সমস্যা হিসেবে দেখবে। কেননা রোহিঙ্গা সংকট জিইয়ে থাকলে সৃষ্ট পরিস্থিতি এ অঞ্চলের জন্য ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে।

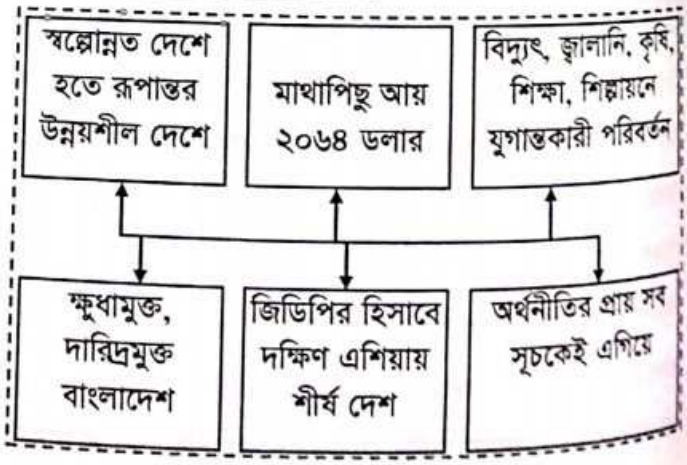
প্রধানমন্ত্রীর চার দফা প্রস্তাবগুলো হলো:

জাতিসংঘের ২০১৯ সালের সাধারণ অধিবেশনে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন নিয়ে উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব পেশ করে প্রধানমন্ত্রী মানবিক কূটনীতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। প্রস্তাবগুলো হলো :

- রোহিঙ্গাদের টেকসই প্রত্যাবাসন এবং আত্মীকরণে মিয়ানমারকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে রাজনৈতিক সদিচ্ছার পূর্ণ প্রতিফলন দেখাতে হবে।
- বৈষম্যমূলক আইন ও রীতি বিলোপ করে মিয়ানমারের প্রতি রোহিঙ্গাদের আস্থা তৈরি করতে হবে এবং রোহিঙ্গা প্রতিনিধিদের উত্তর রাখাইন সফরের আয়োজন করতে হবে।
- আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় থেকে বেসামরিক পর্যবেক্ষক মোতায়েনের মাধ্যমে মিয়ানমার কর্তৃক রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তার ও সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে।
- আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অবশ্যই রোহিঙ্গা সমস্যার মূল কারণগুলো বিবেচনায় আনতে হবে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন ও অন্যান্য নৃশংসতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে।

স্বাধীনতার আসন্ন সুবর্ণ জয়ন্তী ও আমাদের প্রত্যাশা

বাংলাদেশ এ বছর স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে পদার্পণ করেছে। স্বাধীনতার সঙ্গে যে ব্যক্তি নাম সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত হচ্ছে সে মহান নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। যা একটি জাতির জন্য সত্যিই গর্বের। তার হাসি, তার আঙুল তুলে বজ্রকণ্ঠের ভাষণ, তার ইতিহাসের মহানায়ক হওয়ার পরিচয় বহন করে আমাদের কাছে। এ দেশকে যত দেখি তার অপর পিঠে আমরা বঙ্গবন্ধুকে দেখতে পাই। এ মহান নেতার কারণে আমরা স্বাধীন দেশ পেয়েছি। এ স্বাধীন দেশের বয়স মহাকালের বিচারে ৪৯ বছর খুব বড় সময় নয়। তবে এ সময়ের ব্যবধানে কোনো কোনো জাতির অনেক দূর এগিয়ে যাওয়ার নজিরও আছে।



আমাদের এ স্বাধীন দেশও স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে। পরিণত হচ্ছে সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্রে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশ:

- অনেক সূচকে দক্ষিণ এশিয়াকে ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ। ফলে আজকের বাংলাদেশ সারাবিশ্বের কাছে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।
- স্বাধীনতার পর গত ৪৯ বছরে ধান উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ৪ গুণ, যা বিশ্বে চতুর্থ।
- শাকসবজি উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বের তৃতীয়।
- প্রাকৃতিক উৎস থেকে আসা মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়, যা চীন-ভারতের পরই রয়েছে।
- মাছ রপ্তানি বেড়েছে ১৩৫ গুণ।
- FAO পূর্বাভাস দিয়েছে, ২০২২ সাল নাগাদ বিশ্বের যে চারটি দেশ মাছ চাষে বিপুল সাফল্য অর্জন করবে, তার মধ্যে প্রথম দেশটি হচ্ছে বাংলাদেশ। আলু উৎপাদনে সপ্তম এবং প্রতি বছরই উদ্বৃত্ত থাকে বিপুল পরিমাণে।
- এছাড়া আম উৎপাদনে বিশ্বে সপ্তম এবং পেয়ারায় অষ্টম।
- ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেছেন। এছাড়া দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নে আরো অর্থনৈতিক অঞ্চলের অনুমোদন দিয়েছে সরকার।
- শুধু তাই নয়, দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বাড়াতে আগামী পনের বছরে সারাদেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হবে। এর ফলে দেশের রফতানি আয় বৃদ্ধি পাবে অতিরিক্ত ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে প্রায় ১ কোটি মানুষের।
- চলমান মেগা প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে পদ্মা বহুমুখী সেতু, মেট্রোরেল, পায়রা সমুদ্রবন্দর, সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, মাতারবাড়ী কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র, মৈত্রী সুপার থার্মাল বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং এলএনজি টার্মিনাল।

উন্নয়নের অগ্রযাত্রা: সরকারের টানা নয় বছরে দেশের রাজনীতিসহ সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ শেখ হাসিনার হাতে থাকলেও সে পথ মসৃণ ছিল না। বর্তমান সরকারের সময়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি, ক্রীড়া, পরিবেশ, কৃষি, খাদ্য, টেলিযোগাযোগ, সংস্কৃতি, সামাজিক নিরাপত্তা, মানবসম্পদ উন্নয়ন এমন কোনো খাত নেই যে খাতে অগ্রগতি সাধিত হয়নি। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে গত কয়েক বছরে দেশে অবকাঠামো উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, পুষ্টি, মাতৃত্ব এবং শিশু স্বাস্থ্য, প্রাথমিক শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। যা দেশের গণ্ডি পেরিয়ে প্রশংসিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মহলেও।

এগিয়ে সব সূচকে: দেশ আর্থ-সামাজিক সূচকসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রত্যাশাজনক সাফল্য অর্জন করেছে এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিসহ এখন মেগা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের কাজ অব্যাহতভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের মাথাপিছু আয় ৮৪৩ থেকে ২ হাজার ৬৪ মার্কিন ডলার, বিনিয়োগ ২৬.২৫ শতাংশ থেকে ৩০.২৭ শতাংশ, রফতানি ১৬.২৩ থেকে ৩২.৮৩ বিলিয়ন ডলার, রিজার্ভ ১০.৭৫ থেকে ৪২ বিলিয়ন ডলার।

সাহসী সিদ্ধান্ত বড় প্রকল্পে: নিজস্ব অর্থে পদ্মার ওপর ৬ দশমিক ১ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ করার সাহস দেখাচ্ছে বাংলাদেশ। বিশ্বব্যাংক অর্থায়ন থেকে সরে যাওয়ার পর বিশাল এ প্রকল্প হাতে নেয়ার ঘটনা অনেক দেশ ও সংস্থার সন্দেহ ও বিস্ময় প্রকাশ করলেও সে স্বপ্ন এখন দৃশ্যমান। এক লাখ ১৩ হাজার কোটি টাকা খরচ করে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করছে বাংলাদেশ। দেশ এখন বিশ্বের ৩১তম পারমাণবিক শক্তিধর দেশের তালিকায়। ২০৪১ সালে উন্নত দেশে উন্নীত হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে দ্বিতীয় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগও চলমান। রয়েছে মহাকাশ জয়ের ও ইতিহাস। দেশের প্রথম স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু-১' মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। দুই হাজার ৯৬৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এ উপগ্রহ সফলভাবে মহকাশে উৎক্ষেপণের ফলে বিশ্বের ৫৭তম দেশ হিসেবে নিজস্ব স্যাটেলাইটের মালিক হয়েছে বাংলাদেশ। বছরে সাশ্রয় হবে ১৪ মিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ ছাড়াও ব্যবহার করবে সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশ, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, মিয়ানমার, তাজিকিস্তান, কিরগিজস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমিনিস্তান ও কাজাখস্তানের কিছু অংশ।

এ ছাড়া মেট্রোরেল, এলিভেটেট এক্সপ্রেসসহ আরো কিছু বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সরকার। দেশের প্রথম ৬ লেনের ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের আগেই সম্পন্ন হয়েছে। দেশের আইটি খাতের নতুন সম্ভাবনা যশোরে 'শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক' প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন। মাতারবাড়িতে ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল) সুমিতোমোর নেতৃত্বাধীন জাপানি কনসোর্টিয়ামের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

আন্তর্জাতিক অর্জন: বর্তমান সরকারের শাসন আমলেই কোনো রকম যুদ্ধ-সংঘাত বা বৈরিতা ছাড়াই দুই প্রতিবেশী ভারত ও মিয়ানমারের বিপক্ষে সমুদ্র বিজয় নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ। বঙ্গোপসাগরে এক লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটারের বেশি টেরিটরিয়াল সমুদ্র, ২০০ নটিক্যাল মাইল এলাকায় একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং চট্টগ্রাম উপকূল থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপান এলাকার প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের ওপর সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়া স্বাধীনতার পরপর ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যে ছিটমহল সমস্যার সমাধান করা বাংলাদেশের বড় অর্জন বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। সীমান্ত চুক্তি হয়েছিল সম্প্রতি তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে। সর্বশেষ রোহিঙ্গা ইস্যুতেও আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসা পেয়েছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘসহ বিশ্বের প্রায় সকল দেশ ও সংস্থা এই ইস্যুতে বাংলাদেশের ভূয়সী প্রশংসা করে পাশে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পেয়েছেন 'মাদার অফ হিউম্যানিটি' উপাধি। তলাহীন ঝুড়ি বাংলাদেশ আজ ১০ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেয়ার পাশাপাশি খাদ্য, বস্ত্র-চিকিৎসার দায়িত্বও পালন করছে।

শেখ হাসিনার স্বীকৃতি: পিপলস অ্যান্ড পলিটিকস, বিশ্বের পাঁচজন সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানকে চিহ্নিত করেছেন, যাদের দুর্নীতি স্পর্শ করেনি, বিদেশে কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই, উল্লেখ করার মতো কোনো সম্পদও নেই। বিশ্বের সবচেয়ে সৎ এই পাঁচজন সরকারপ্রধানের তালিকায় তৃতীয় স্থানে আছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ ছাড়াও কাজের অবদানের জন্য তাকে নানা পুরস্কারে ভূষিত করা হয় আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে।

২০১৪ সালে ইউনেস্কো তাকে **'শান্তির বৃক্ষ'** ও ২০১৫ সালে **উইমেন ইন পার্লামেন্টস গ্লোবাল ফোরাম** নারীর ক্ষমতায়নের জন্য তাকে রিজিওনাল লিডারশিপ পুরস্কার এবং গ্লোবাল সাউথ-সাউথ ডেভলপমেন্ট এক্সপো-২০১৪ ভিশনারি পুরস্কারে ভূষিত করে। বাংলাদেশের কৃষির উন্নয়নে অব্যাহত সমর্থন, খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে অবদানের জন্য আমেরিকার কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৫ সালে তাকে সম্মাননা সনদ প্রদান করে। জাতিসংঘ পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি দেশে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিবেশ এবং টেকসই উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখার জন্য লিডারশিপ ক্যাটাগরিতে শেখ হাসিনাকে তাদের সর্বোচ্চ পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ-২০১৫' পুরস্কারে ভূষিত করেছে।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও ডিজিটাল বাংলাদেশ: মুক্তিযুদ্ধকালীন মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িতদের বিচার কাজে সফলতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ। টানা দুই মেয়াদের ক্ষমতায় বিভিন্ন প্রভাবশালী দেশ ও গোষ্ঠীর চাপ সত্ত্বেও শীর্ষস্থানীয় অপরাধীদের বিচার শেষে রায় কার্যকর করা হয়েছে। এই বিচার করতে পারা স্বাধীন বাংলাদেশকে কলঙ্কমুক্ত করার ক্ষেত্রে বড় সাফল্য। সেই সঙ্গে গত কয়েক বছর ডিজিটাইজেশনে বাংলাদেশের অগ্রগতি বিশ্বে উদাহরণ সৃষ্টি করছে। ভূমি ব্যবস্থা ডিজিটাইজেশনের ফলে মানুষের দুর্ভোগ কমছে। ই-টেন্ডারিং, ই-জিপির ফলে দুর্নীতি কমছে। ১০ টাকায় কৃষক ও স্কুলের শিক্ষার্থীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার সুযোগ, মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করার ঘটনাও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উদাহরণ হিসেবে কাজে লাগছে।

ভূমধ্যসাগরে তুরস্ক-গ্রীস দ্বন্দ্ব এবং লুজান চুক্তি

"Any attack on a Turkish ship exploring for oil and gas in disputed Mediterranean waters would incur a "high price" and Turkey had already acted on that warning."

— President Recep Tayyip Erdogan (Republic of Turkey)

দ্বন্দ্বের সূত্র: Exclusive Economic Zone (EEZ) অনুসারে ভূমধ্যসাগরের বিভিন্ন দ্বীপগুলো গ্রীসের অনুকূলে থাকায় বিশাল সমুদ্রসীমা থাকার পরেও তুরস্কের সমুদ্রে প্রবেশাধিকার খুব কম। তাই তারা UNCLOS স্বাক্ষর করেনি বরং নিজস্ব পদ্ধতিতে সামুদ্রিক ম্যাপ তৈরি করে। যা থেকে এই দ্বন্দ্বের উৎপত্তি।

সাম্প্রতিক বিবাদের মূল কারণঃ তুরস্ক এবং গ্রীস দুটি দেশই নেটোর সদস্য। কিন্তু পূর্ব ভূমধ্যসাগর এলাকা থেকে জ্বালানি আহরণের প্রতিযোগিতায় তারা হয়ে উঠেছে পরস্পরের প্রতিপক্ষ। সম্প্রতি সাইপ্রাস দ্বীপের উপকূলে সাগরে বিশাল ৩.২ ট্রিলিয়ন গ্যাসের মজুত আবিষ্কৃত হয়। এর পরই গ্রীস সমর্থনপুষ্ট সিপ্রিয়ট সরকার, গ্রীস, ইসরায়েল এবং মিশর এই সম্পদ ব্যবহারের জন্য একসাথে কাজ করতে উদ্যোগী হয়। অন্যদিকে তুরস্ক, তুর্কি সমর্থনপুষ্ট উত্তর সাইপ্রাস প্রজাতন্ত্র এবং লিবিয়ার জাতিসংঘ সমর্থিত ফায়েজ-আল-সিরাজ সরকার একজোট হয়। এ কাজের উদ্দেশ্যে তুরস্ক সাইপ্রাসের নিকট ড্রিলিং জাহাজ পাঠালে দ্বন্দ্ব চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে।



চিত্রঃ গ্রিস ও তুরস্কের সমুদ্র সীমা (EEZ)

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

- সাইপ্রাসের অধিকার নিয়ে গ্রীস ও তুরস্কের মধ্যে যুদ্ধ হয়- ১৯৭৪ সালে।
- সাইপ্রাসকে গ্রিসের সঙ্গে যুক্তকরণের আন্দোলনের নাম- ইনোসিস (Enosis)।
- গ্রিসের বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম— একাতিরিনি শাকেল্লারোপাউলো (গ্রিসের ইতিহাসে প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট)।
- গ্রিসের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম- কিরিয়াকস মিটসোটাকিস।

সেভার্স চুক্তি (১৯২০)	প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অটোমান সম্রাজ্য পরাজয়ের পর মিত্রশক্তির সাথে ১৯২০ সালে যে চুক্তি করতে বাধ্য হয় তাই ইতিহাসে সেভার্স চুক্তি নামে পরিচিত। এই চুক্তিতে তুরস্কের জন্য কিছু ক্ষতিকর দিক ছিল: ✓ বসফরাস প্রণালীর মধ্য দিয়ে বিদেশী জাহাজ চলাচলে তুরস্ক শুল্ক আরোপ করতে পারবে না; ✓ নিজভূমি হতে তুরস্ক তেল উত্তোলন করতে পারবে না; ✓ কুর্দিদের জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই চুক্তিতে কুর্দিদের জন্য একটি স্বাধীন ভূ-খণ্ড প্রতিষ্ঠা করার কথা থাকলেও পরবর্তীতে লুজান চুক্তির কারণে তা বাস্তবায়িত হয়নি।
লুজান চুক্তি (১৯২৩)	১৯২৩ সালের সুইজারল্যান্ডের লুজানে স্বাক্ষরিত লুজান চুক্তির মাধ্যমে তুরস্কের বিকাশ ও সমৃদ্ধি অর্জনের চেষ্টাকে শৃঙ্খলিত করে ফেলা হয়। ২০২৩ সালে লুজান চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে। এই চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো হল: ✓ তুরস্কের আধুনিক রাষ্ট্রের সীমানার স্বীকৃতি দেয়া হবে। ✓ মিত্র শক্তি তুরস্কের সশস্ত্র বাহিনীর ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ চাপাবে না। ✓ মিত্ররা তাদের তুরস্কের কুর্দিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি পরিত্যাগ করবে। ✓ তুরস্ককে এজিয়ান সাগরের অনেক দ্বীপপুঞ্জ গ্রিসের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। ✓ তুরস্ক তার আগের আরব প্রদেশগুলোর ওপর কোনো দাবি জানাবে না। ✓ সাইপ্রাসে ব্রিটিশদের দখল এবং ডোডেকানিজ দ্বীপপুঞ্জের ওপর ইতালীয় অধিকারকে স্বীকৃতি দেবে। ✓ তুরস্ক আর্মেনিয়ার স্বত্ব ত্যাগ করবে।

সাম্প্রতিক দ্বন্দ্বে গ্রীস ফ্রান্স ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সমর্থন পায়। ফ্রান্স গ্রীসের সমর্থনে ভূমধ্যসাগরে রাফায়েল বিমান পাঠায় এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তুরস্কের উপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ নিয়ে আলোচনা করে। সর্বশেষ খবর পর্যন্ত দেশ দুটি সাম্প্রতিক বিরোধকে কেন্দ্র করে সামরিক যুদ্ধে জড়ায়নি।

জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য

২০১২ সালে ব্রিটেনের ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট নামের একটি সাময়িকী কর্তৃক প্রকাশিত গ্লোবাল ফুড সিকিউরিটি ইনডেক্স শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিশ্বে পেছনের কাতারে রয়েছে বাংলাদেশ। খাদ্য সহজলভ্যতার সূচকে বিশ্বের ১০৫টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের স্থান ৮১তম। আর দক্ষিণ এশিয়ার খাদ্য নিরাপত্তাহীন দেশগুলোর তালিকায় শীর্ষে বাংলাদেশ। এ ছাড়া প্রতিদিনের খাদ্য ঘাটতি, খাদ্য বৈচিত্র্যের অভাব, কৃষি খাতে কম বরাদ্দসহ আটটি ঝুঁকির মধ্যে এ দেশের মানুষ বসবাস করছে বলে প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে একজন মানুষ প্রতিদিন প্রয়োজনের তুলনায় ২৯০ কিলোক্যালরি কম পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করে। আশা করা যায়, গত তিন বছরে এ অবস্থার উন্নতি ঘটেছে। ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ থেকে কার্যকর হয়েছে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন ২০১৩। এ আইনের আওতায় একজন ভুক্তভোগী খাদ্য গ্রহণের কোনো পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলে সরাসরি মামলা করতে পারবেন।

খাদ্য নিরাপত্তা আইন ও প্রয়োগ: আমাদের দেশে কার্যকর রয়েছে নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩। এ আইন কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আইনটির ৯০ ধারা অনুসারে পিওর ফুড অর্ডিন্যান্স ১৯৫৯ রহিত হয়েছে। বাংলাদেশে খাদ্যে ভেজাল রোধ কার্যক্রমের সঙ্গে বেশকিছু আইন সম্পৃক্ত থাকলেও মূল আইনটি ছিল পিওর ফুড অর্ডিন্যান্স ১৯৫৯। আইনের বাস্তবায়নের পাশাপাশি নাগরিক উদ্যোগে ভেজালের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা নাগরিক সমাজের দায়িত্ব। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও খাদ্য ভেজালমুক্ত করতে হলে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের সেতুবন্ধন জরুরি। পচাবাসী এবং পুরোনো খাবার বিক্রি করা আমাদের দেশের অনেক ব্যবসায়ীর প্রবণতা, যা একটি মুসলিম প্রধান দেশ হিসেবেও কাম্য হতে পারে না। মুসলিম জাতির জন্য এটা চরম লজ্জাজনক। তাছাড়া কোনো ধর্মই ভেজালকে প্রশ্রয় দেয় না। ধর্মীয় মূল্যবোধ মানুষের কাছে গৌরবের ও মর্যাদার বিষয়, তা যে ধর্মেরই হোক।

খাদ্য ও কৃষি সংস্থা ১৯৯৬ সম্মেলনে খাদ্য নিরাপত্তাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়, যা মানুষের সব সময়ের জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের লভ্যতা। ফলে তারা তাদের পথ্যের অভাব ও খাদ্যের অভিরুচি এবং অগ্রাধিকার মিটিয়ে একটি কর্মঠ ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করতে পারে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে করণীয়:

- ভেজাল প্রতিরোধে বিএসটিআই বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন(পণ্যমান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান)-এর কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে। ভেজাল প্রতিরোধে প্রশাসনকে আরো কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।
- তাছাড়া জাতীয় ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরকে কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে নকল ও ভেজালসহ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ধারায় অভিযান জোরদার করে জরিমানা কার্যক্রম আরো কঠোর করতে হবে।
- টিসিবি (ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ)-কে আরো শক্তিশালী করলে ইতিবাচক পরিবর্তন আশা করা যেতে পারে।
- জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটির কার্যক্রম আরো জোরদার এবং জেলায় নিয়োজিত জাতীয় ভোক্তা অধিদপ্তর কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে গণসচেতনতা কার্যক্রম বৃদ্ধি করা গেলে ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব।

পরিশেষে বলব, অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যভিত্তিক গবেষণা সেন্টার ফর ইকোনমিকস অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চ (সিইবিআর) কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যে বলা হয়েছে, ২০৩২ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের ২৪তম অর্থনীতির দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। তখন অর্থনীতির আকারে আমাদের পেছনে থাকবে সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, মালয়েশিয়ার মতো অনেক দেশ। নিরাপদ খাদ্য আমাদের এ অর্জনের পেছনে বড় ভূমিকা রাখতে পারবে, কারণ নিরাপদ খাদ্যের মাধ্যমেই আমরা পাব অর্থনীতির চালিকাশক্তি এবং সুস্থ, সবল, কর্মঠ ও দক্ষ মানবসম্পদ।

বাঙালীর বাঙলা

বাঙালী যেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে বলতে পারবে– "বাঙালীর বাংলা" সেদিন তারা অসাধ্য সাধন করবে। সেদিন একা বাঙালীই ভারতকে স্বাধীন করতে পারবে। বাঙালীর মতো জ্ঞান-শক্তি ও প্রেম-শক্তি (ব্রেন সেন্টার ও হার্ট সেন্টার) এশিয়ায় কেন, বুঝি পৃথিবীর কোনো জাতির নেই। কিন্তু কর্ম-শক্তি একেবারে নেই বলেই তাদের এই দিব্যশক্তি তমসাচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাদের কর্ম-বিমুখতা, জড়ত্ব, মৃত্যুভয়, আলস্য, তন্দ্রা, নিদ্রা, ব্যবসা-বাণিজ্যে অনিচ্ছার কারণ। তারা তামসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে চেতনা শক্তিকে হারিয়ে ফেলেছে। এই তমঃ, এই তিমির, এই জড়ত্বই অবিদ্যা। অবিদ্যা কেবল অন্ধকার পথে, ভ্রান্তির পথে নিয়ে যায়; দিব্যশক্তিকে নিস্তেজ, মৃতপ্রায় করে রাখে। যারা যত সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন, এই অবিদ্যা তাদেরই তত বাধা দেয় বিঘ্ন আনে। এই জড়তা মানবকে মৃত্যুর পথে নিয়ে যায়। কিছুতেই অমৃতের পানে আনন্দের পথে যেতে দেয় না। এই তমঃ শাসন করতে পারে একমাত্র রজঃগুণ, অর্থাৎ ক্ষাত্রশক্তি। এই ক্ষাত্রশক্তিকে না জাগালে মানুষের মাঝে যে বিশ্ব-বিজয়ী ব্রহ্মশক্তি আছে তা তাকে তমঃগুণের নরকে টেনে এনে প্রায় সংকার করে ফেলে। বাঙালী আজন্ম দিব্যশক্তিসম্পন্ন। তাদের ক্ষাত্রশক্তি জাগলো না বলে দিব্যশক্তি কোনো কাজে লাগলো না– বাঙালীর চন্দ্রনাথের আগ্নেয়গিরি অগ্নি উদগীরণ করল না। এই ক্ষাত্রশক্তিই দিব্য তেজ। প্রত্যেক মানুষেই ত্রিগুণান্বিত। সত্ব, রজঃ ও তমঃএই তিন গুণ। সত্ব গুণ ঐশীশক্তি অর্থাৎ সৎশক্তি সর্ব অসৎ শক্তিকে পরাজিত করে পূর্ণতার পথে নিয়ে যায়। এই সত্ব গুণের প্রধান শত্রু তমঃগুণকে প্রবল ক্ষাত্রশক্তি দমন করে। অর্থাৎ, আলস্য, কর্ম-বিমুখতা, পঙ্গুতা আসতে দেয় না। দেহ ও মনকে কর্মসুন্দর করে। জীবনীশক্তিকে চির-জাগ্রত রাখে, যৌবনকে নিত্য তেজ-প্রদীপ্ত করে রাখে। নৈরাশ্য অবিশ্বাস, জরা ও ক্লৈব্যকে আসতে দেয় না। বাঙালীর মস্তিষ্ক ও হৃদয় ব্রহ্মময়, কিন্তু দেহ ও মন পাষাণময়। কাজেই এই বাংলার অন্তরে-বাহিরে যে ঐশ্বর্য পরম দাতা আমাদের দিয়েছেন, আমরা তাকে অবহেলা করে ঋণে, ব্যাধিতে, অভাবে, দৈন্যে দুর্দশায় জড়িয়ে পড়েছি। বাংলার শিয়রে প্রহরীর মতো জেগে আছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গিরি হিমালয়। এই হিমালয়ের গভীর হৃদয়-গুহরে অনন্ত স্নেহধারা বাংলার শত শত নদ-নদীরূপে আমাদের মাঠে মাঠে ঝরে পড়েছে। বাংলার সূর্য অতি তীব্র দহনে দাহন করে না। বাংলার চাঁদ নিত্য স্নিগ্ধ। বাংলার আকাশ নিত্য প্রসন্ন, বাংলার বায়ুতে চির বসন্ত ও শরতের নিত্য মাধুর্য ও শ্রী। বাংলার জল নিত্য প্রাচুর্যে ও শুদ্ধতায় পূর্ণ। বাংলার মাটি নিত্য উর্বর। এই মাটিতে নিত্য সোনা ফলে। এত ধান আর কোনো দেশে ফলে না। পাট শুধু একা বাংলার। পৃথিবীর আর কোনো দেশে পাট উৎপন্ন হয় না। এত ফুল, এত পাখি, এত গান, এত সুর, এত কুঞ্জ, এত ছায়া, এত মায়া আর কোথাও নেই। এত ধর্মবোধ– আল্লাহ, ভগবানের উপাসনা, উপবাস, উৎসব পৃথিবীর আর কোথাও নেই। বাংলার কয়লা অপরিমাণ, তা কখনো ফুরাবে না। বাংলার সুবর্ণ রেখার বালিতে পানিতে স্বর্ণরেণু। বাংলার অভাব কোথায়? বাংলার মাঠে মাঠে ধেনু, ছাগ, মহিষ। নদীতে ঝিলে বিলে পুকুরে ডোবায় প্রয়োজনের অধিক মাছ। আমাদের মাতৃভূমি পৃথিবীর স্বর্গ, নিত্য সর্বৈশ্বর্যময়ী। আমাদের অভাব কোথায়? অতি প্রাচুর্য আমাদের বিলাসী ভোগী করে শেষে অলস কর্ম-বিমুখ জাতিতে পরিণত করেছে। আমাদের মাছ ধান পাট, আমাদের ঐশ্বর্য শত বিদেশি লুটে নিয়ে যায়, আমরা তার প্রতিবাদ তো করি না, উলটো তাদের দাসত্ব করি; এ লুণ্ঠনে তাদের সাহায্য করি।

বাঙালী শুধু লাঠি দিয়েই দেড়শত বছর আগেও তার স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখতে চেষ্টা করেছে। আজো বাংলার ছেলেরা স্বাধীনতার জন্য যে আত্মদান করেছেন, যে অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে, ইতিহাসে তা থাকবে স্বর্ণ-লিখায় লিখিত। বাংলা সর্ব ঐশীশক্তির পীঠস্থান। হেথায় লক্ষ লক্ষ যোগী মুনি ঋষি তপস্বীর পীঠস্থান, সমাধি ও সহস্র সহস্র ফকির দরবেশ ওলী-গাজীর দর্গা পরম পবিত্র। হেথায় গ্রামে হয় আযানের সাথে শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি। এখানে যে শাসনকর্তা হয়ে এসেছে সেই স্বাধীনতার ঘোষণা করেছে। বাংলার আবহাওয়ায় আছে স্বাধীনতা-মন্ত্রের সঞ্জীবনী শক্তি। আমাদের বাংলা নিত্য মহিমময়ী, নিত্য সুন্দর, নিত্য পবিত্র।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

আজ আমাদের আলস্যের, কর্ম-বিমুখতার পৌরুষের অভাবেই আমরা আছি সকলের চেয়ে দীন। যে বাঙালী সারা পৃথিবীর লোককে দিনের পর দিন নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে পারে তারাই হচ্ছে সকলের দ্বারে ভিখারী। যারা ঘরের পাশে পাহাড়ের অজগর বনের বাঘ নিয়ে বাস করে, তারা আজ নিরক্ষর, বিদেশির দাসত্ব করে। শুনে ভীষণ ক্রোধে হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠে, সারা দেহ মনে আসে প্রলয়ের কম্পন, সারা বক্ষ মন্থন করে আসে অশ্রুজল। যাদের মাথায় নিত্য স্নিগ্ধ-মেঘ ছায়া হয়ে সঞ্চরণ করে ফিরে, ঐশী আশীর্বাদ অজস্র বৃষ্টিধারায় ঝরে পড়ে, শ্যামায়মান অরণ্য যাকে দেয় স্নিগ্ধ শান্তশ্রী, বজ্রের বিদ্যুৎ দেখে যারা নেচে উঠে – হায় এই অপমান এই দাসত্ব বিদেশি দস্যুদের এই উপদ্রব নির্যাতনকে কী করে সহ্য করে! ঐশী ঐশ্বর্য – যা আমাদের পথে ঘাটে ছড়িয়ে পরে আছে তাকে বিসর্জন করে অর্জন করেছে এই দৈন্য, দারিদ্র্য, অভাব লাঞ্ছনা। বাঙালী সৈনিক হতে পারলো না। ক্ষাত্রশক্তিকে অবহেলা করলো ব'লে তার এই দুর্গতি, তার অভিশপ্তের জীবন। তার মাঠের ধান পাঠ রবি ফসল, তার সোনা তামা লোহা কয়লা – তার সর্ব ঐশ্বর্য বিদেশি দস্যু বাটপাড়ি করে ডাকাতি করে নিয়ে যায়, সে বসে দেখে। বলতে পারে না, "এ আমাদের ভগবানের দান, এ আমাদের মাতৃ-ঐশ্বর্য। খবরদার, যে রাক্ষস একে গ্রাস করতে আসবে, যে দস্যু এ ঐশ্বর্য স্পর্শ করবে – তাকে 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়' দিয়ে বিনাশ করবো, সংহার করবো।"

বাঙালীকে, বাঙালীর ছেলেমেয়েকে ছেলেবেলা থেকে শুধু এই মন্ত্র শেখাও :

"এই পবিত্র বাংলাদেশ
বাঙালীর – আমাদের।
দিয়া 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়'
তাড়াব আমরা, করি না ভয়
যত পরদেশী দস্যু ডাকাত
'রামা'দের, 'গামা'দের।"

বাঙলা বাঙালীর হোক! বাঙলার জয় হোক! বাঙালীর জয় হোক।

— কাজী নজরুল ইসলাম

কৃষকদের কল্যাণে জননেত্রী শেখ হাসিনার বিশেষপ্রণোদনা প্যাকেজ

১. পেঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদাসহ মসলাজাতীয় কিছু উৎপাদন করলে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে মাত্র ৪% সুদে ঋণ দেওয়া হয়। এটাও অব্যাহত থাকবে।

২. কৃষক যেন বোরো ধানের ন্যায্য দাম পায়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে খাদ্য মন্ত্রণালয় গতবছরের চেয়ে ২ লক্ষ মেট্রিক টন বেশি ধান চাল ক্রয় করবে।

৩. কৃষি মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে ধান কাটা ও মাড়াইয়ের কাজে যান্ত্রিকীকরণের জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। আরও ১০০ কোটি টাকা এ খাতে বরাদ্দ দেওয়া হবে।

৪. ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মাঝে বীজ ও চারা বিতরণের জন্য ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হবে।

৫. সারে ভর্তুকি বাবদ আগামী অর্থবছরের বাজেটে ৯০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হবে।

৬. গ্রামীণ কৃষকদের জন্য ৫,০০০ কোটি টাকার একটি তহবিল করা হবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি চাষিরা এ তহবিল থেকে সর্বোচ্চ ৫% সুদে ঋণ পাবে।

দেশে প্রথম বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ

বিশ্বের প্রায় সব উন্নত দেশে থাকলেও দেশে প্রথমবারের মতো ঘটনা এটি। বর্জ্য থেকে উৎপন্ন হবে বিদ্যুৎ। আর কারখানা হবে ঢাকায়। তুরাগ নদীর কাছাকাছি ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের আওতাধীন আমিন বাজার এলাকায়। কারখানা করবে চায়না মেশিনারি ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন (সিএমইসি)। ৪২ দশমিক ৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন এ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে ব্যয় হবে ১৫ হাজার ৩২৫ কোটি টাকা।

কাজ পেয়েছে চীনা কোম্পানি। ৪২ দশমিক ৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন এ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে ব্যয় হবে ১৫,৩২৫ কোটি টাকা। প্রতি কিলোওয়াট বিদ্যুতের দাম পড়বে ১৮ দশমিক ২৯৫ টাকা। প্রয়োজনীয় বর্জ্য সরবরাহ করতে না পারলে চীনা কোম্পানিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

এক নজরে...	
উৎপাদন	৪২ দশমিক ৫ মেগাওয়াট
ব্যয় হবে	১৫,৩২৫ কোটি টাকা
প্রতি কিলোওয়াট বিদ্যুতের দাম পড়বে	১৮ দশমিক ২৯৫ টাকা
মেয়াদ	২৫ বছর

অতিরিক্ত সচিব আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল জানান, এটি নতুন ধরনের পদ্ধতি। বর্জ্য পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে। প্রতি কিলোওয়াট বিদ্যুতের দাম পড়বে ১৮ দশমিক ২৯৫ টাকা। প্রকল্প স্থাপন করা হবে ২৫ বছর মেয়াদি। বিদ্যুৎ বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

জানা গেছে, টীনা কোম্পানি নিজ ঝুঁকিতে প্ল্যান্ট স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে। উৎপাদিত বিদ্যুৎ বিক্রি করবে বিদ্যুৎ বিভাগের কাছে। বিনি করপোরেশন দেবে প্রয়োজনীয় জমি। নিয়মিত বর্জ্য সরবরাহও করবে সিটি করপোরেশন। প্রতিদিন তিন হাজার টন বর্জ্য লাগবে।

বিদ্যুৎ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, প্রয়োজনীয় বর্জ্য সরবরাহ করতে না পারলে উত্তর সিটি করপোরেশনকে প্রতি টন ঘাটতি বর্জ্যের জন্য ৫ হাজার টাকা হারে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়ন হলে পরে দেশের সব সিটি করপোরেশন, পৌরসভা এবং জেলা পর্যায়েও বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা চিন্তা করবে সরকার।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

আয়ুর প্রথম হৃদয়মথিত শব্দ
মনুষ্যত্বের প্রথম দীক্ষা যে উচ্চারণে
তারই সম্মানের জন্য তারা যুথিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

— হাসান হাফিজুর রহমান

একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির চির প্রেরণা ও অবিস্মরণীয় একটি দিন। এটি শুধু বাংলাদেশের নয়, এখন এটি সারা বিশ্বের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে।জাতির জীবনে শোকাবহ, গৌরবোজ্জ্বল, অহংকারে মহিমান্বিত চিরভাস্বর এই দিনটি। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ছিল ঔপনিবেশিক প্রভুত্ব ও শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রথম প্রতিরোধ এবং জাতীয় চেতনার প্রথম উন্মেষ দিন। মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রাখতে গিয়ে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছিল রফিক, জব্বার, সালাম, বরকত ও সফিউররা। পৃথিবীর ইতিহাসে মাতৃভাষার জন্য রাজপথে বুকের রক্ত ঢেলে দেয়ার প্রথম নজির এটি। সেদিন তাদের রক্তের বিনিময়ে শৃঙ্খলযুক্ত হয়েছিল দুঃখিনী বর্ণমালা ও মায়ের ভাষা। আর এর মাধ্যমে বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের যে সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল তা মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় পথ বেয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে।একুশে ফেব্রুয়ারি তাই বাঙালির কাছে চির প্রেরণার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। একুশের প্রথম প্রহর থেকেই জাতি কৃতজ্ঞ চিত্তে ভাষা শহীদদের স্মরণ করে। হৃদয়ের সবটুকু আবেগ ঢেলে দিয়ে সবার কণ্ঠে বাজে একুশের অমর শোকসঙ্গীত–

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি .....।

একুশে ফেব্রুয়ারি ভাঙালি জাতিসত্তার শেকড়ের অনুপ্রেরণার দিন। এই দিনটি ঐতিহ্যের পরিচয়কে দৃঢ় করেছে। বাংলা ভাষার রত্ন হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বের দরবারে সম্মানের আসন লাভ করেছে। এ ভাষার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অমর কাব্যগ্রন্থ 'গীতাঞ্জলী' রচনা করে বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন ১৯১৩ সালে। এ ভাষার অসাধারণ প্রজ্ঞাবান মানুষ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে জাতিসংঙ্গের সাধারণ পরিষদে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে বাংলাকে নিয়ে গেছেন বিশ্ব পরিমণ্ডলে।১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক বাংলাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃত এবং ২০১০ সালে জাতিসঙ্গের সাধারণ পরিষদ 'এখন' থেকে প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মার্তৃভাষা দিবস হিসাবে পালিত হবে' প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। আর এভাবেই বাংলা ভাষার বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া চলমান।

বিশ্ব দরবারে বাংলা ভাষার গুরুত্ব:

- ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের গণপরিষদ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে তা সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপিত হয়।
- ১৯৫৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান জাতীয় সংসদ বাংলা এবং উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে সংবিধান পাস করে।
- বাংলা আজ শুধু বাংলাদেশের ভাষা নয়, এটি বিশ্বের কাছে এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টিকারী পরিচিত ভাষা। আর এই পরিচয় দেয়ার প্রথম অবদানটুকু হলো বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। ১৯১৩ সালে তার অমর কাব্য গীতাঞ্জলি তাকে এনে দেয় 'নোবেল পুরস্কার' আর এর মাধ্যমে বিশ্ববাসী জানতে পারে বাংলা ভাষার কথা, শুরু হয় বাংলা ভাষার বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া।
- জাতিসংঘে কার্যক্রম পরিচালিত হয় পাঁচটি ভাষায়। সব দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী তথা জাতিসংঙ্গের নিযুক্ত প্রতিনিধিরা উক্ত পাঁচটি ভাষার যেকোনো একটি ভাষায় ভাষণ দেন। একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালের ২৩ মার্চ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে বাংলায় ভাষণদান করার ফলে বিশ্ববাসী জানতে পারে বাংলা ভাষার মহত্ব।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

- ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে ইউনেস্কো কর্তৃক বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি বিশ্বদরবারে এনে দিয়েছে এক বিশাল খ্যাতি। 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে বিশ্বজুড়ে অমর একুশের উদযাপন নিঃসন্দেহে এক বিশাল জাতীয় গৌরব ও সম্মানের। ২০০০ সাল থেকে ইউনেস্কো এর সদস্য রাষ্ট্রগুলো এ দিবসটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করে।
- ২০০১ সালের ১৫ মার্চ বিশ্বের সব মাতৃভাষার গবেষণা, উন্নয়ন ও সংরক্ষণে কাজ করার উদ্যোগে জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুনের উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ঢাকার সেগুনবাগিচায়। বর্তমানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভাষাসংক্রান্ত গবেষণা,ভাষা সংরক্ষণ ও প্রশিক্ষণের পাশাপাশি এটি ভাষার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে যা বাংলা ভাষাকে বিশ্বমর্যাদায় আসীন করতে ভূমিকা রাখছে।
- রাষ্ট্রীয় পর্যায় বাংলা ভাষা ব্যবহারকারী দেশের সংখ্যা মূলত একটি-বাংলাদেশ। সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। এর বাইরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা প্রদেশ, আসাম প্রদেশের বরাক উপত্যকার অন্যতম প্রশাসনিক ভাষা বাংলা, ফলে ভারতের ক্ষেত্রে বাংলা একটি প্রদেশিক ভাষা। ভারত উপমহাদেশের বাইরে একমাত্র আফ্রিকার সিয়েরালিওনে বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষার মর্যাদা দেয়া হয়েছে। সম্প্রতি ২০১৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার সংসদ বাংলাকে স্বীকৃতির বিল পাস করে। ফলে বাংলা ভাষা লাভ করে এক অনন্য মর্যাদা।
- এই মুহূর্তে বহির্বিশ্বে ৩০টি দেশের ১০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু রয়েছে বাংলা বিভাগ, সেখানে প্রতি বছর হাজার হাজার অবাঙালি পড়ুয়া বাংলাভাষা শিক্ষা ও গবেষণার কাজ করছে। এছাড়া চীনা ভাষায় রবীন্দ্র রচনাবলির ৩৩ খণ্ডের অনুবাদ এবং লালনের গান ও দর্শন ইংরেজি ও জাপানি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে।

একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপিত হয় সারা পৃথিবীতে একুশে আমাদের মননের বাতিঘর হিসেবে। একুশ এখন সারা বিশ্বের ভাষা ও অধিকারজনিত সংগ্রাম ও মর্যাদার প্রতীক। সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের অহংকার 'শহীদ মিনার' ।কিছু ঘটনা চেতনার আলো ছড়ায় সারা বিশ্বে। সে চেতনার দৃপ্ত শপথজুড়ে আছে আমাদের ভাইয়েরা, আমাদের ভাষা শহীদরা। সঙ্গে আছে সেই ঢাকা মেডিকেল প্রাঙ্গণ, সেই রক্তের ইতিহাস ।মাতৃভাষার সুরক্ষা, বিকাশ এবং অনুশীলন ছাড়া কোনো জাতি অগ্রসর হতে পারে না, বাঙালি জাতি তো নয়ই। আর এভাবেই বাংলা ভাষা দিনে দিনে হয়ে উঠছে বিশ্বায়নের অন্যতম মাধ্যম।

গিগ ইকোনমি

গিগ ইকোনমি বা শেয়ারড অর্থনীতির ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। রাইড শেয়ারিং, ই-কমার্স, অনলাইন মার্কেটপ্লেস, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও অ্যাপভিত্তিক নানা কাজে যুক্ত হচ্ছেন দেশের তরুণেরা। দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে গিগ অর্থনীতির দিক থেকে ভারতের পরেই বাংলাদেশের অবস্থান বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এই গিগ অর্থনীতির বিষয়টি বেশ কিছুদিন ধরেই প্রযুক্তি দুনিয়ায় আলোচিত হচ্ছে।

গিগ ইকোনমির সংজ্ঞায় বলা হচ্ছে, 'গিগ ইকোনমি' এমন একটা পরিবেশ, যেখানে অস্থায়ী চাকরির ছড়াছড়ি থাকবে আর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্বল্পমেয়াদি চুক্তিতে স্বতন্ত্র কর্মীদের (ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওয়ার্কার্স) নিয়োগ দেবে। তারা ফুল টাইম কর্মীদের চেয়ে ফ্রিল্যান্সারদের গুরুত্ব বেশি দেবে এবং বেশির ভাগ কাজ এই ফ্রিল্যান্সারদের দিয়েই করাবে। এই ধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার ক্ষমতাকে বা এই রকম ফ্রিল্যান্স দক্ষতাগুলোকে বলা হচ্ছে, 'গিগ ক্যাপাসিটি'। যেই দেশ বা শহর যত বেশি প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত ও গতিশীল, সেই দেশে বা শহরে এই 'গিগ ক্যাপাসিটিসম্পন্ন' লোকবলের দরকার বেশি হবে। মজার ব্যাপার হলো, এই গিগস রাই কিন্তু হবে শহুরে অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, উন্নত বিশ্বে এই ধারা ইতিমধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং ধারণা করা যাচ্ছে, ২০২০ সালের মধ্যে প্রায় ৪০ ভাগ আমেরিকান চাকরির এই ধারা (ট্রেন্ড) দ্বারা প্রভাবিত হবেন, যা আস্তে আস্তে পুরো বিশ্বে ছড়াবে। বাংলাদেশও ইতিমধ্যে গিগ অর্থনীতিতে শক্তিশালী অবস্থানে চলে এসেছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, শুধু ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসে সাড়ে ছয় লাখ ফ্রিল্যান্সার কাজ করছেন।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও অর্থনীতিবিদ হোসেন জিল্লুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, নতুন প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে গিগ ইকোনমির মতো বিষয়গুলোতে আগ্রহ বাড়ছে। গিগ ইকোনমিতে কাজের বিষয়গুলো কতটা সংগতিপূর্ণ বা টেকসই হচ্ছে কি না, তা ভেবে দেখতে হবে। ফ্রিল্যান্সারদের হাত ধরে বাংলাদেশে গিগ ইকোনমির ধারাটি শুরু হয়েছে। এটা কতটা প্রভাব ফেলবে তা গবেষণা জরুরি। বিশ্বের অনেক দেশে এখন গিগ অর্থনীতি ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলছে। অনেক কাজ হচ্ছে ঘরে বসে। বাজার অনেক প্রতিযোগিতামূলক আর দ্রুত পরিবর্তনশীল। দেশের গিগ ইকোনমি কোন পর্যায়ে, এখন তা জানাটা জরুরি। যে অর্থনীতির দিকে আমরা যাচ্ছি, তার আয় বণ্টন কেমন হবে, শ্রমিকেরা কতটুকু পাবেন, নতুন ধারা নিয়ে কাজ করতে হবে। তবে এটা যে দেশের অর্থনীতির অন্যতম ধারা হবে, তা নিয়ে দ্বিমত নেই। তবে উদ্বেগের জায়গা হচ্ছে, মানসম্মত কর্মসংস্থান। এটা নিয়ে গবেষণা করে তার ফলাফলের ভিত্তিতে নীতিমালা তৈরিতে জোর দিতে হবে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা প্রতিষ্ঠান এডিসন রিসার্চের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে ২০১৪ সালের তুলনায় বর্তমানে ফ্রিল্যান্সারের সংখ্যা ৩০০ গুণ বেড়েছে। প্রায় ৬ কোটি আমেরিকান বর্তমানে ফ্রিল্যান্সের সঙ্গে যুক্ত। এটা ধারণা করা হচ্ছে যে ২০২৭ সালের মধ্যে আমেরিকার বেশির ভাগ কর্মীই ফ্রিল্যান্সের সঙ্গে যুক্ত হবেন।

ফ্রিল্যান্সিং প্ল্যাটফর্ম আপওয়ার্ক ও ফ্রিল্যান্সার্স ইউনিয়নের সাম্প্রতিক গবেষণা অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের মোট শ্রমশক্তির চেয়ে তিন গুণ দ্রুত বাড়ছে ফ্রিল্যান্সিং শ্রমশক্তি। এ ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি ব্লক চেইন, বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোকে ফ্রিল্যান্সিং কর্মী নিয়োগের ইচ্ছা বড় ভূমিকা রাখবে।

দূরনিয়ন্ত্রিত কর্মীদের চাহিদাও এখন বাড়ছে। ফ্লেক্সজবস নামের অনলাইন প্ল্যাটফর্মের কর্মকর্তারা মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্রে ১৭০টি ভার্চুয়াল কোম্পানি কাজ করছে। ২০১৪ সালে এ সংখ্যা ছিল মাত্র ২৬। এর মধ্যে রয়েছে অটোমেটিক, আনসার কানেক্ট, ইনভিশন ও টপটালের মতো বড় প্রতিষ্ঠান।

গিগ ইকোনমির দিক থেকে বিবেচনায় এশিয়ার মধ্যে শীর্ষে রয়েছে ভারত। কিন্তু ভারতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে এশিয়ার অন্যান্য দেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

বৈশ্বিক ফ্রিল্যান্সিং অ্যান্ড ফ্রিল্যান্সার ডটকমের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ ও ভারতে গিগ অর্থনীতি দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটির ২০১৬ সালের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, গিগ অর্থনীতির দিক থেকে ভারত বিশ্ব ও এশিয়া অঞ্চলে নেতৃত্ব দেবে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশও সম্ভাবনাময়। বাংলাদেশের গিগ ইকোনমি এগিয়ে নিতে ফ্রিল্যান্সার ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা বড় ভূমিকা রাখছেন।

তরুণ প্রজন্মের প্রচণ্ড আগ্রহ
ভালো আয়, কর্মসময়ের নমনীয়তা
বাংলাদেশে প্রায় ৫.৫ লাখ ফ্রিল্যান্সার কাজ করছে
আউটসোর্সিং কাজে বাংলাদেশ ৭ম গন্তব্য

অক্সফোর্ড ইন্টারনেট ইনস্টিটিউট (ওআইআই) ডিজিটাল গিগ ইকোনমি নিয়ে ২০১৭ সালে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ওই তালিকায় গিগ ইকোনমিতে এশিয়ার দেশগুলোর প্রাধান্য দেখা যায়। ওই প্রতিবেদনে ছয়টি দেশের কথা তুলে ধরা হয়। এ ছয়টি দেশ গ্লোবাল ফ্রিল্যান্সিং ইকোসিস্টেমের অনলাইন জবগুলোর অধিকাংশ পেয়ে থাকে।

ওই তালিকায় বাংলাদেশ ভালো অবস্থানে রয়েছে। বৈশ্বিক বিবেচনায় বাংলাদেশ সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং সাপোর্ট কাজগুলো ভালোভাবে করে। বাংলাদেশের সফটওয়্যার নির্মাতাদের সংগঠন বেসিস সূত্রে জানা গেছে, দেশে এখন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, গ্রাফিকস ডিজাইনসহ বিভিন্ন ধরনের বেশি আয়ের কাজগুলো বাড়ছে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ আরও দক্ষ কর্মী সরবরাহ করতে সক্ষম হচ্ছে।

অক্সফোর্ড ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের (ওআইআই) ওই সমীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্বে অনলাইনে শ্রমদাতা (আউটসোর্সিং) দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। অক্সফোর্ড ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ভারত অন্য সব দেশের চেয়ে এগিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। তৃতীয় হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। অনলাইনে শ্রমদান বা অনলাইনে কাজের ক্ষেত্রে ভারত ২৪ শতাংশ অধিকার করেছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ১৬ শতাংশ ও যুক্তরাষ্ট্র ১২ শতাংশ অধিকার করেছে। শুধু যুক্তরাষ্ট্রই নয়, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, যুক্তরাজ্য, কানাডা, জার্মানি, রাশিয়া, ইতালি ও স্পেন বাংলাদেশের পেছনে অবস্থান করছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ইন্টারনেট ফ্রিল্যান্স কাজ করা এবং ডিজিটালি তা ছাড় করানোর জন্য বৈশ্বিক বাজার সৃষ্টি করেছে এবং এই বাজার দ্রুত বাড়ছে। শীর্ষ পেশাদারির ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লেখন ও অনুবাদ গুরুত্ব পাচ্ছে। অন্যদিকে, ভারতীয় উপমহাদেশে সফটওয়্যার উন্নয়ন ও প্রযুক্তি গুরুত্ব পাচ্ছে।

ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, অনলাইনে ফ্রিল্যান্স কাজের ক্রেতা-বিক্রেতাদের চারটি বৃহত্তম প্ল্যাটফর্ম থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে এই তথ্যচিত্র তৈরি করা হয়েছে।

'অনলাইন লেবার ইনডেক্স ওয়ার্কার সাপ্লিমেন্ট' চারটি অনলাইন লেবার প্ল্যাটফর্ম, তথা অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং বা অনলাইন আউটসোর্সিং প্ল্যাটফর্ম থেকে সংগ্রহ করা হয়। এগুলো হচ্ছে ফাইভার, ফ্রিল্যান্সার, গুরু ও পিপলপার আওয়ার।

সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি ক্যাটাগরিতে ভারতীয় উপমহাদেশের কর্মীদের প্রাধান্য দেখা যায়, যা এই খাতের ৫৫ শতাংশ। প্রফেশনাল সার্ভিস ক্যাটাগরিতে যুক্তরাজ্যের কর্মীদের প্রাধান্য দেখা যায়, যা এই খাতের ২২ শতাংশ।

সার্বিক বিবেচনায় 'অনলাইন লেবার'-এ 'সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি, ক্রিয়েটিভ, মাল্টিমিডিয়া, ক্ল্যারিক্যাল, মাল্টিমিডিয়া ও ডেটা এন্ট্রির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানসহ বিপণন সহায়তায় বাংলাদেশ অন্য সব দেশের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে।

গিগ অর্থনীতির বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট: বৈশ্বিক ফ্রিল্যান্সিং বাজারের বড় একটি গন্তব্য বাংলাদেশ। এ খাতের কর্মী সরবরাহে বাংলাদেশ ১৬ শতাংশ বাজার দখল করে আছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এখানে মাসে ৬০ মার্কিন ডলার মতো মাসিক আয়। সেখানে গিগ অর্থনীতি বা আউটসোর্সিং আর্থিক স্বাধীনতা ও আয় বাড়ানোর জন্য বড় সুযোগ। দেশের তরুণ জনগোষ্ঠী সে সুযোগ নিচ্ছে।

দেশে বসেই বিদেশের চারটি প্রতিষ্ঠানের জন্য কর্মী নিয়োগ দেওয়া, মানবসম্পদ বিভাগ দেখাসহ প্রতিষ্ঠানের গুরুদায়িত্ব পালন করছেন মেরিলিন আহমেদ। অনলাইনের একটি মার্কেটপ্লেস থেকেই তাঁর মাসে গড়ে দুই লাখ টাকা আয় হয়। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অনলাইন মার্কেটপ্লেস আপওয়ার্কে কাজ করা মেরিলিন বলেন, ঘরে বসে বাইরের এ কাজে দেশের তরুণদের মধ্যে উৎসাহ বাড়ছে। অনেকেই উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে খণ্ডকালীন কাজ করছেন।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

গিগ অর্থনীতি বা ফ্রিল্যান্সিং কাজের সুযোগ খুঁজে দেয় বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান সেবা এক্সওয়াইজেড। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা ঈশা আবরার বলেন, কয়েক বছর ধরে ফ্রিল্যান্সিং কাজে আগ্রহ বাড়তে দেখা গেছে। তাঁদের সাইটে এ ধরনের কাজের ব্যবহারকারীর বেড়েছে ধারাবাহিকভাবে। যাঁরা এ ধরনের কাজের জন্য একা বা কয়েকজন মিলে উদ্যোগ নেন, তাঁদের বলে উদ্যোক্তা। ২০১৬ সালে তাঁদের সাইটে ছিলেন ১৪২ জন উদ্যোক্তা। ২০১৭ সালে তা ১ হাজার ৫০৮ জন, যা ২০১৮ সালে দাঁড়িয়েছে ১৬ হাজারে। ভালো উদ্যোক্তারা মাসে ৫ থেকে ৮ লাখ টাকা আয় করছেন।

'অনলাইন লেবার ইনডেক্স ওয়ার্কার সাপ্লিমেন্ট'এর তথ্য অনুযায়ী, গিগ অর্থনীতিতে পাকিস্তানের চেয়ে দ্বিগুণ ভালো অবস্থানে আছে বাংলাদেশ। গ্লোবাল গিগ অর্থনীতির ৮ শতাংশ পাকিস্তানের।

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসের (বেসিস) সভাপতি সৈয়দ আলমাস কবীরের ভাষ্য, বিশ্বে আউটসোর্সিং তালিকায় কর্মী সরবরাহে বাংলাদেশ তৃতীয় অবস্থানে। এখানে প্রায় সাড়ে ছয় লাখ ফ্রিল্যান্সার রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে পাঁচ লাখ কাজ করেন মাসিক আয়ের ভিত্তিতে। বিশাল এ জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ তরুণ। তাঁরা চাকরির বদলে ফ্রিল্যান্সিংকেই পেশা হিসেবে নিয়েছেন। বাংলাদেশে ১৬ শতাংশ তরুণের মধ্যে এখন ঘরে বসে ইন্টারনেটে আয় বা অনলাইনে কাজ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। চাকরির চেয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ নিয়ে অনেকেই এখন ঝুঁকছেন ফ্রিল্যান্সিংয়ে।

ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসগুলোর তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে ২ লাখের বেশি ফ্রিল্যান্সার কাজ করছেন। ২০২০ সাল নাগাদ ফ্রিল্যান্সারদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ২০ কোটিতে। কাজের সুবিধার কথা মাথায় রেখে প্রচলিত কাজ ছেড়ে অনেকেই ফ্রিল্যান্সিংয়ে ঢুকছেন। ফ্রিল্যান্সিংয়ের বাজারে বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করেছে। মার্কেটপ্লেসগুলোতে দক্ষ ফ্রিল্যান্সারদের চাহিদা বেশি। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

ফ্রিল্যান্সিং খাতে আরও এগিয়ে যেতে দক্ষতা উন্নয়নের ওপর জোর দেন তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ। তিনি বলেন, 'প্রতিবছর আমরা এখন ৩০ হাজার তরুণকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। আগামী ২০২১ সালে আমরা এক লাখ তরুণকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার টার্গেট নিয়েছি। প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর এই তরুণেরা জনশক্তিতে পরিণত হবেন।'

অর্থনীতিবিদ হোসেন জিল্লুর বলেন, 'গিগ ইকোনমিতে অস্থায়ী কাজ হওয়ায় এ ক্ষেত্র ঘিরে উদ্বেগও কম নয়। এ ক্ষেত্রে কর্মীদের অধিকার ও পারিশ্রমিক ঠিকমতো হচ্ছে কি না, তা দেখা জরুরি। এ ক্ষেত্রে মানসম্মত কর্মসংস্থানের বিষয়টি বিবেচনায় ধরতে হবে। যেহেতু এ খাতে তরুণেরা জড়িয়ে পড়ছেন, এটি কতখানি আমাদের দেশে প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে বিস্তর গবেষণা করাও জরুরি।'

পরিকল্পিত পরিবার, সুরক্ষিত মানবাধিকার

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০১৮ এর প্রতিপাদ্য ছিল **'পরিকল্পিত পরিবার, সুরক্ষিত মানবাধিকার'**। জাতিসংঘের সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলোর নারীরা জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণে আগ্রহী। বিশ্বের ২২২ মিলিয়ন নারী গর্ভধারণ এড়াতে চায় কিংবা দেরিতে গর্ভধারণ করতে চায়কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তারা কার্যকর পরিবার পরিকল্পনা সেবা পাচ্ছে না এবং সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে প্রতিদিন প্রাণ হারান গড়ে ৮০০ নারী। পরিবার পরিকল্পনা সেবা দিয়ে প্রতিদিন এই ৮০০ নারীর মানবাধিকার তথা বেঁচে থাকার অধিকার নিয়ে জোরালো করে ভাবতে হবে।

বাংলাদেশের পরিবার পরিকল্পনা পরিসংখ্যান: বাংলাদেশ বর্তমানে ডেমোগ্রাফিক ট্রানজিশনের তৃতীয় পর্বে অবস্থান করছে, দেশে জন্মহার ও মৃত্যুহার দুই-ই হ্রাস পাচ্ছে এবং কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর (১৫-৪৫ বছর) হার মোট জনগোষ্ঠীর ৬২ শতাংশ। এখানে একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, ইউরোপ ও পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের শিখরে পৌঁছার পর ডেমোগ্রাফিক ট্রানজিশনের তৃতীয় পর্বে প্রবেশ করে। পক্ষান্তরে বাংলাদেশ বিগত দশকে ক্রমাগত উন্নতি করলেও কাঙ্খিত লক্ষ্য থেকে এখনও অনেক দূরবর্তী অবস্থানে থেকে ডেমোগ্রাফিক ট্রানজিশনের তৃতীয় পর্বে প্রবেশ করেছে, যার পরবর্তী অবধারিত অবস্থা হল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা হ্রাস এবং বয়োবৃদ্ধ জনগোষ্ঠী বৃদ্ধি পাওয়া। সুতরাং এই বিশাল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড হিসেবে দেশের উন্নয়নের কাজে লাগাতে পরিকল্পনামাফিক এগোতে হবে এবং তা করতে হবে অত্যন্ত দ্রুত। বয়সকাঠামোয় পরিবর্তনের কারণে প্রাপ্ত এই কর্মক্ষম জনসংখ্যাকে দক্ষ জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরে ভালো কাজ বা হোয়াইট কলার জব এর সুযোগ তৈরী করতে হবে। আমাদের মোট জনগোষ্ঠীর ২৩ শতাংশের বয়স ১৪-১৯ বছর, যারা পপুলেশন মোমেন্টাম এফেক্ট হিসেবে ক্রমান্বয়ে প্রজনন বয়সে প্রবেশ করবে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে ২০৩১ সাল পর্যন্ত।

খ্রিস্টপূর্ব ৩৪০ সালে অ্যারিস্টেটল তার **'দ্য পলিটিক্স'** গ্রন্থে উল্লেখ করেছিলেন যে, একটি নগরের জনসংখ্যা ততটুকুই হওয়া উচিত যতটুকু সেই নগর ধারণ করতে পারে।

খ্রিস্টপূর্ব ৩৬০ সালে **প্লেটো** জনসংখ্যা বিষয়ে লিখতে গিয়ে উল্লেখ করেন, জনসংখ্যাধিক্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, যা গণতন্ত্রের জন্য সহায়ক নয়।

অর্থনীতিবিদ **অ্যাডাম স্মিথের** মতে, ভূমি সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হবে তখনই যখন ভূমির সঙ্গে শ্রম যুক্ত হয়, অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি একে অপরের পরিপূরক ও সহায়ক।

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Scan Credit: Job Ninja

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে যত ভাবনা:

সাল	পরিকল্পনা
১৯৭৩-১৯৭৮	বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জনসংখ্যাকে উন্নয়নের প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়
১৯৭৫	'যদি আমাদের প্রত্যেক বৎসর ৩০ লক্ষ লোক বাড়ে তা হলে ২৫/৩০ বৎসরে বাংলার কোনো জমি থাকবে না হালচাষ করার জন্য। সে জন্য আমাদের পপুলেশন কন্ট্রোল, ফ্যামিলি প্ল্যানিং করতে হবে'। -ভাষণে শেখ মুজিব
১৯৭৬	এ সালে প্রণীত প্রথম জনসংখ্যা নীতিতে জনসংখ্যাকে দেশের এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে তা নিয়ন্ত্রণের জন্য সমন্বিত উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে।
২০০৮-বর্তমান	বাংলাদেশের বর্তমান সরকার 'জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ' থেকে 'পরিকল্পিত জনসংখ্যা'র দিকে দৃষ্টিপাত করছে এবং বর্তমান জনগোষ্ঠীর 'ডিভিডেন্ট' কে কাজে লাগিয়ে স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীলতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

পরিকল্পিত পরিবার গড়তে করণীয়: মনে রাখত হবে, কেবল পরিকল্পিত জনসংখ্যাই জনশক্তি। আর পরিবার পরিকল্পনা সেবা দেওয়া মানে আসলে মানবাধিকার সেবাই সমুন্নত রাখা। আমরা এমন একটি বাংলাদেশ চাই যেখানে প্রতিটি গর্ভধারণ হবে কাঙ্ক্ষিত, প্রতিটি শিশুর জন্ম হবে নিরাপদ, মাতৃমৃত্যু হবে রূপকথার গল্পে শোনা কোন বিষন্ন ঘটনা।

- পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে গুণগত সেবা ও সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করা জরুরি
- সেবাগ্রহীতার পছন্দ অনুযায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিগুলোর নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- নারী পুরুষ উভয়কে বিয়ের আগে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রজননস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।
- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির অপূরণীয় চাহিদা মেটাতে নববিবাহিত দম্পতি ও প্রসব পরবর্তি নারীদের কাছে তথ্য ও সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।
- পরিবার পরিকল্পনা খাতে সরকারের প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ জরুরি ।
- একটি সন্তান জন্মের পর কমপক্ষে দুই বছর বিরতির জন্য দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে।

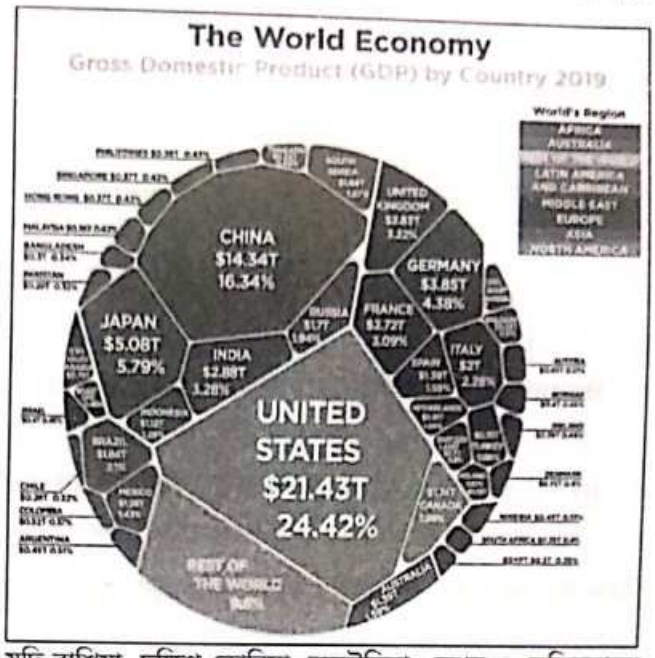
বিশ্ব জিডিপিতে বাংলাদেশের অবস্থান

'বিশ্বের মোট জিডিপিতে বাংলাদেশের অংশ দশমিক ৩৪ শতাংশ।'

বাংলাদেশ ও ভারতের অর্থনীতি নিয়ে খুব আলোচনা হচ্ছে। মাথাপিছু মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) ভারতকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে বলে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) অনুমান নিয়েই এই আলোচনা। ভারত বড় অর্থনীতির দেশ। সে তুলনায় বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার বেশ ছোট। তারপরও বড় অর্থনীতির একটি দেশকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেকের মধ্যেই বেশ কৌতূহলের জন্ম দিয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে অবশ্য ভারত একটি বড় অর্থনীতির দেশ হিসেবেই পরিচিত। সে তুলনায় বাংলাদেশ অনেক পেছনে। যেমন বিশ্বের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) ভারতের অংশ হচ্ছে ৩ দশমিক ২৮ শতাংশ। দেশটির মোট জিডিপি ২ দশমিক ৮৮ ট্রিলিয়ন ডলার। এক ট্রিলিয়ন হচ্ছে এক হাজার বিলিয়ন। আর এক বিলিয়ন ১০০ কোটি। অন্যদিকে বাংলাদেশের জিডিপি দশমিক ৩ ট্রিলিয়ন ডলার। অর্থ বিশ্বের মোট জিডিপিতে বাংলাদেশের অংশ দশমিক ৩৪ শতাংশ। এই হিসাব ২০১৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী। হাউমাচ ডটনেট নামের একটি প্রতিষ্ঠান বিশ্ব জিডিপির একটি হিসাব নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে। ২০১৯ সালের জুলাই পর্যন্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকাশিত তথ্য তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে, এই ৬ মাসে বাংলাদেশ খানিকটা এগিয়েছে। যেমন ৬ মাস আগের বিশ্ব জিডিপিতে বাংলাদেশের অবদান ছিল দশমিক ২৭ ট্রিলিয়ন ডলার, যা মোট বিশ্ব জিডিপির দশমিক ৩২ শতাংশ। তখন অবশ্য বাংলাদেশ সামান্য পিছিয়ে ছিল পাকিস্তান থেকে। যেমন সে সময় বিশ্ব অর্থনীতিতে পাকিস্তানের অংশ ছিল দশমিক ৩৬ শতাংশ। এবার তারা কমে হয়েছে দশমিক ৩২ শতাংশ।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

১১ ট্রিলিয়ন ডলারের বিশ্ব: বিশ্ব অর্থনীতি এখন ৮৮ ট্রিলিয়ন ডলারের, ৬ মাস আগে যা ছিল ৮৬ ট্রিলিয়ন ডলারের। অবশ্য পরের ৬ মাসে যে বিশ্ব জিডিপি কমেছে, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, করোনার প্রভাবে বিশ্ব অর্থনীতির জিডিপি সাড়ে ৪ শতাংশ কমবে বলে প্রক্কলন করা হচ্ছে।



জিডিপির দিক থেকে বিশ্ব অর্থনীতিতে সবচেয়ে বড় দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাদের অংশ ২৪ দশমিক ৪২ শতাংশ। আর পরিমাণ হচ্ছে ২১ দশমিক ৪৩ ট্রিলিয়ন ডলার। আর পরের স্থানে থাকা চীনের অংশ ১৬ দশমিক ৩৪ শতাংশ (১৪ দশমিক ৩৪ ট্রিলিয়ন ডলার)।

এবার সম্পদ ও আয়বৈষম্যের একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে, উচ্চ আয়ের দেশগুলোর মোট জিডিপি পরিমাণ ৫৪ দশমিক ১ ট্রিলিয়ন ডলার, যা বিশ্বের মোট জিডিপির ৬৩ দশমিক ১ শতাংশ। অন্যদিকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশগুলোর জিডিপি ২৪ দশমিক ৪ ট্রিলিয়ন ডলার বা ২৮ দশমিক ৪ শতাংশ।

যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের পরেই শীর্ষ ১০ বড় অর্থনীতির দেশের তালিকা করলে তা হবে যথাক্রমে জাপান (৫.৭৯%), জার্মানি (৪.৩৮%), ভারত (৩.২৮%), যুক্তরাজ্য (৩.২২%), ফ্রান্স (৩.০৯%), ইতালি (২.২৮%), ব্রাজিল (২.১%) এবং কানাডা (১.৯৮%)। এখন এর সঙ্গে যদি রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, স্পেন ও মেক্সিকোকে যুক্ত করা হয়, তাহলে বিশ্ব অর্থনীতিতে এ ১৫টি দেশের অংশ হচ্ছে ৭৫ শতাংশ।

ধনীদের হাতেই সব: এবার সম্পদ ও আয়বৈষম্যের একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে, উচ্চ আয়ের দেশগুলোর মোট জিডিপি পরিমাণ ৫৪ দশমিক ১ ট্রিলিয়ন ডলার, যা বিশ্বের মোট জিডিপির ৬৩ দশমিক ১ শতাংশ। অন্যদিকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশগুলোর জিডিপি ২৪ দশমিক ৪ ট্রিলিয়ন ডলার বা ২৮ দশমিক ৪ শতাংশ। নিম্নমধ্যম আয়ের দেশগুলোর জিডিপি ৬ দশমিক ৭ ট্রিলিয়ন ডলার বা ৭ দশমিক ৮ শতাংশ। আর নিম্ন আয়ের দেশগুলোর জিডিপি দশমিক ৬ ট্রিলিয়ন ডলার, যা মোট বিশ্ব জিডিপির দশমিক ৭ শতাংশ। তাহলে দেখা যাচ্ছে, বিশ্ব জিডিপিতে দরিদ্র ৭০ কোটি ৫০ লাখ মানুষের অবদান মাত্র দশমিক ৬ শতাংশ।

সবার উপরে মানুষ সত্য

মানুষ এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তার চেয়ে বড় আর কেউ নেই, কিছু নেই। মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাস বলেছেন- 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' এটি একটি আপ্তবাক্যের মতো চিরকালীন সত্যকে প্রকাশ করে। নিঃসন্দেহে মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষ মহৎ এবং ভালো কাজ করতে পারে, অন্য কোনো প্রাণী তা পারে না। পৃথিবীর অন্য কোনো প্রাণী সৃষ্টিশীল নয়। অন্য কোনো প্রাণী বুদ্ধি ও মননের অধিকারী নয়। সুতরাং মানুষের আসন সবার উপরে।

মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্ব তার আচরণে, তার কর্মে, তার মন ও মননে, তার চিন্তায় প্রতিফলিত হয়েছে। এজন্য মানুষ সবার ওপরে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন-২০২০

পরিচিতি	রিপাবলিকান	ডেমোক্র্যাট
প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী	ডোনাল্ড ট্রাম্প	জো বাইডেন
রানিং মেট	মাইক পেন্স	কমলা হ্যারিস
দলীয় প্রতীক	হাতি	গাধা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও আসন বিন্যাস:

কংগ্রেস	আসন সংখ্যা
সিনেট (উচ্চ কক্ষ)	১০০
হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ (নিম্নকক্ষ)	৪৩৫
সংরক্ষিত আসন	৩
মোট	৫৩৮



ছবি: ডোনাল্ড ট্রাম্প ও জো বাইডেন

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

- **Electoral System:** এই ৫৩৮টি সদস্যই ইলেকটোরাল কলেজ বা ইলেকটার নির্বাচিত হন। নভেম্বর মাসের ২-৮ তারিখের মধ্যেই মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এবছর ৩ নভেম্বর দিনটি নির্ধারিত হয়। প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য কমপক্ষে ২৭০টি ইলেকটোরাল ভোটের প্রয়োজন হয়। যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে Popular Vote বিবেচিত হয় না। Popular Vote বলতে বুঝায় রাষ্ট্রের সর্বমোট ভোট সংখ্যা।

সবচেয়ে বেশি ইলেকটোরাল ভোট সংখ্যা	ক্যালিফোর্নিয়া (৫৫টি), টেক্সাস (৩৮টি), নিউ ইয়র্ক (২৯টি), ফ্লোরিডা (২৯টি), পেনসেলভেনিয়া (২০টি), ইলিনয়িস (২০টি)
সবচেয়ে কম ইলেকটোরাল ভোট সংখ্যা	আলাস্কা, নর্থ ডাকোটা, সাউথ ডাকোটা, ডিসট্রিক্ট অব কলম্বিয়া, ডেলওয়্যার, ভারমন্ট, উয়োমিং (প্রত্যেকটিতে ৩টি করে)

- **Running Mate:** প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর running mate বলতে বুঝায় সেই ব্যক্তিকে যাকে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে ভাইস প্রেসিডেন্ট বানাবেন।
- **Bradley Effect:** যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে বৈষম্য বিষয়ক একটি তত্ত্ব। শ্বেতাঙ্গ ভোটাররা মুখে জরিপকারীদের কাছে অ-শ্বেতাঙ্গ প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার কথা বললেও শেষ পর্যন্ত তারা পছন্দ করবেন একজন শ্বেতাঙ্গকেই।

নির্বাচনের ফলাফল: ৫৩৮টি ইলেকটোরালের মধ্যে ৩০৬টি ইলেকটোরালে জয় লাভ করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন জো বাইডেন। ডেনাল্ড ট্রাম্প পেয়েছেন ২৩২টি ইলেকটোরাল।

১. আমেরিকার ৪৬তম প্রেসিডেন্ট হলেন জো বাইডেন। আর কমলা হ্যারিস আমেরিকার প্রথম নারী ভাইস প্রেসিডেন্ট।
২. বাইডেন পপুলার ভোট পেয়েছেন ৭কোটি ৪৪ লাখ ৪৬ হাজার। এই ভোট যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। বাইডেন পপুলার ভোট এবং ইলেকট্রোরাল ভোট উভয় ক্ষেত্রেই জয়লাভ করেছেন।
৩. ইতিহাসে প্রথম বারের মতো আমেরিকায় সারাহ ম্যাকব্রাইড নামে তৃতীয় লিঙ্গের একজন মানুষ সিনেটর নির্বাচিত হয়েছে।
৪. বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ডেমোক্র্যাট পদপ্রার্থী শেখ রহমান দ্বিতীয়বারের মতো জর্জিয়ার সিনেটর নির্বাচিত হয়েছেন।
৫. ডেমোক্র্যাট দল থেকে সোমালিয়ান বংশোদ্ভূত ইলহান ওমর মিনেসোটা অঙ্গরাজ্য হতে এবং ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত রশিদা তালিব মেশিগান অঙ্গরাজ্য হতে পুনরায় হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ নির্বাচিত হয়েছেন।

ট্রাম্প থেকে বাইডেনের পলিসিগত পার্থক্য যেসব যায়গায়:

১. **অভিবাসন নীতি (Immigration Policy):** অভিবাসন বা ইমিগ্রেশনের তিনটা পলিসি রয়েছে।

Catch and Release	যারা সীমান্ত দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে চায় অথবা লিগ্যাল উপায়ে যুক্তরাষ্ট্রে বাস করতে চায় তাদেরকে প্রথমে একটা সেন্টারে নিয়ে সবকিছু যাচাই করে, তারা কোনো ক্রিমিনাল কিনা, চোরাচালান বা মাদক ব্যাবসায়ি কিনা। যদি এসব না হয় তাহলে তাদেরকে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসের অনুমতি দেওয়া হতো। বারাক ওবামা প্রেসিডেন্ট থাকাকালীল এই পলিসি ছিল। বর্তমানে জো বাইডেন আরো কিছু নিয়ম যোগ করা সাপেক্ষে এটাকেই সমর্থন করছে। ট্রাম্প ও রিপাবলিকানরা জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়ে এটার প্রচন্ড বিরোধিতা করেন।
Family Detention	এই নীতি টা হলো মেক্সিকো সীমান্ত দিয়ে যারাই আসতো তাদেরকে ডিটেনশন সেন্টারে বন্দী রাখা হয়। মেক্সিকো সীমান্ত দিয়ে যারা আসতো তারা অধিকাংশই সপরিবারে, ছোট বাচ্চা বা সন্তানাদি নিয়ে আসতো। এখন বিষয় হলো শিশুরা বা ছোট বাচ্চারা তো নিরপরাধ। এখন বিনা অপরাধে শিশুদের জেলে আটক রাখা কতটা যৌক্তিক? ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার দেড় বছর পর্যন্ত এই পলিসি ছিল। পরবর্তীতে ডেমোক্র্যাট ও সিভিল সোসাইটির কঠোর সমালোচনায় এই পলিসি থেকে সরে গিয়ে তৃতীয় পলিসিটি গ্রহণ করেন।
Family Separation	এই তৃতীয় পলিসিটি হলো যারা পরিবার সহ সীমান্তে আটক হবে তাদের মধ্যে শুধু প্রাপ্তবয়স্কদেরই আটক রাখা হবে, সাথে যেসকল ছোট বাচ্চা বা শিশু থাকবে তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। এখন ডেমোক্র্যাটদের প্রশ্ন হলো পিতামাতার কাছ থেকে সন্তানেদেরকে আলাদা করার অধিকার কারো নেই। এখানে সন্তানদের পিতামাতার সাথে বসবাসের অধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

২. **ট্যাক্স বা শুল্ক নীতি:** এই পলিসি বুঝতে হলে ট্যাক্সের প্রকারগুলো আগে জানা আবশ্যক। ট্যাক্স সাধারণ তিন প্রকার, যথা-

Progressive tax	আয়ের অনুপাতে ট্যাক্স। আয় বাড়লে ট্যাক্সের হার বাড়বে। আয় কমলে ট্যাক্সের হার কমবে।
Regressive tax	আয় যত বাড়বে ট্যাক্স তত কমবে।
Proportionate tax	এটা সাধারণত একটা নির্দিষ্ট ধার্যকৃত ট্যাক্স। অনেক সময় সরকার কিছু স্পেসিফিক কারখানা বা কর্পোরেটের উপর এটা ধার্য করে। আয় হোক বা না হোক, ব্যাবসায় লাভ লোকসান যাই হোক না কেন, বছর শেষে নির্দিষ্ট পরিমাণ ট্যাক্স সরকারকে দিতেই হবে। এটা উভয় দলই সমর্থন করে।

(ক) ডেমোক্র্যাটদের অবস্থান: জো বাইডেন ও ডেমোক্র্যাটরা সাধারণত Progressive tax এর পক্ষে। তাদের মতে যে কর্পোরেশন যত বেশি আয় করবে সে কর্পোরেট তত বেশি ট্যাক্স দিবে। তা না হলে দেশে আয় বৈষম্য (Income inequality) বৃদ্ধি পাবে।

(খ) রিপাবলিকানদের অবস্থান: ট্রাম্প ও রিপাবলিকানরা মনে করে একটা কোম্পানি বা কর্পোরেশনের যত বেশি আয় হবে, তত বেশি ইনভেস্টমেন্ট বাড়বে, আর যত ইনভেস্টমেন্ট বাড়বে তত কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। তাই এসব বড় কোম্পানিগুলোর উপর ট্যাক্স কমিয়ে দিলে অনেক চাকুরি সৃষ্টি হবে, সাথে বেকারত্বের হার কমবে।

৩. **অর্থনৈতিক কর্মপরিকল্পনা (Economic Policy):**

Supply Side Economy	ডোনাল্ড ট্রাম্প "Supply Side Economy" কে সমর্থন করেন। সাপ্লাই সাইড ইকোনমি হলো যেসকল কর্পোরেশন পণ্যদ্রব্যে তৈরি করে বা যোগান দেয় সেইসব কলকারখানার উপর অধিক পরিমাণে ট্যাক্স ধার্য না করতে উৎসাহিত করে। ট্রাম্প ও রিপাবলিকানরা সবসময় মনে করেন একটা দেশের অর্থনীতি নির্ভর করে ঐ দেশের বড় বড় কর্পোরেশন/কলকারখানার উপর। কারণ এধরণের কর্পোরেশনগুলো অসংখ্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। তাই রিপাবলিকানরা সবসময় কর্পোরেট ট্যাক্স কমানোর পক্ষে। তারা মনে করেন যদি এসব কর্পোরেশনের উপর অধিক পরিমাণে ট্যাক্স আরোপ করা হয় তাহলে ট্যাক্সের বোঝা বহন করতে না পেরে অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে যায়, কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে চাকুরি কমে যায়। ফলস্বরূপ বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। তাই দেখা যায় যে, ট্রাম্প সমসময় তার ডিবেট বা ক্যাম্পেইনে অসংখ্য বার এই "Job" শব্দটি উচ্চারণ করেন। ঠিক একইভাবে যেহুতু এসব কলকারখানায় কারণে পরিবেশ দূষণ বা জলবায়ু পরিবর্তন হয় সেহেতু ট্রাম্প Climate change নিয়ে তেমন কোন পলিসি নেয় না। ট্রাম্প মনে করেন জলবায়ু পরিবর্তনে মানুষের হাত নেই। এটা প্রাকৃতিক। প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে বের হয়ে যাওয়া তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। (রিপাবলিকানরা মিল্টন ফ্রিডম্যান ও হাইকের "Liberal Economy" দ্বারা অনেকটা প্রভাবিত)
Demand Side Economy	জো বাইডেন "Demand Side Economy" কে সমর্থন করেন। ডিমান্ড সাইড ইকোনমি সাধারণত কর্পোরেট ট্যাক্সকে সমর্থন করে। ডেমোক্র্যাটরা মনে করেন দেশে কর্পোরেট জায়ান্ট বা ধনীক শ্রেণী হলো মুষ্টিমেয়। আর যারা ভোক্তা বা কনজিউমার তারা অধিকাংশই মধ্যম আয়ের পরিবার। তাই অধিকাংশ ভোক্তারা টাকার অভাবে পণ্য ক্রয় করতে পারে না। তাই কর্পোরেট সেক্টর থেকে অধিক পরিমাণে ট্যাক্স নিয়ে এসকল মধ্যবিত্ত পরিবারদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। জো বাইডেন সহ ডেমোক্র্যাটরা সবসময় Middle Class, Climate change এসব নিয়ে কথা বলেন। (ডেমোক্র্যাটরা সাধারণত জন মেইনার্ড কেইনসের "Interventionist Economy" দ্বারা অনেকটা প্রভাবিত)

৪. **সামাজিক নীতি (Social policy):**

সামাজিক পলিসি গুলোকে অনেকে আবার "kitchen Table Issues"ও বলে। রান্না বা খাবার ঘরে বসে আমরা যে সকল বিষয় আলোচনা করে থাকি। যেমন -খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি।

(ক) ডেমোক্র্যাটদের অবস্থানঃ জো বাইডেন বা ডেমোক্র্যাটরা সাধারণত স্বাস্থ্য বীমা বা কম খরচে চিকিৎসা সেবা, বয়স্ক বা বেকার ভাতা, শিক্ষা ক্ষেত্রে খরচ কমানো বা Free School Bussing এসবের পক্ষে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় যেটাকে "Welfare State" বলে।

(খ) রিপাবলিকানদের অবস্থানঃ রিপাবলিকানরা সাধারণত স্বাস্থ্য বীমা এর বিপক্ষে, মিডল ক্লাস ফ্যামিলির চেয়ে তারা বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে পুঁজিপতিদের।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

৫) বৈদেশিক নীতি (Foreign policy):

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকানদের পলিসি গত মিল রয়েছে। যেমন - রাশিয়া, চায়না, ইরান এসকল দেশকে ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকান উভয় দলেরই শত্রু। একইভাবে ইসরায়েল, সৌদি আরব, ভারত উভয় দলেরই মিত্র রাষ্ট্র। কিন্তু এসব রাষ্ট্রগুলোর সাথে উভয় দলের কিছু আচরনগত পার্থক্য রয়েছে। যেমন- ডোনাল্ড ট্রাম্প যা করেন তা স্পষ্ট বলে দেন, Hard Power ব্যবহার Economic Sanctions এসবের ভয় সরাসরি দেখিয়ে কাজ আদায় করে নেন। কিন্তু ডেমোক্রেটিক বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে সবকিছু প্রকাশ্যে কিছু না বলে কূটনীতি, রাউন্ড টেবিল মিটিং, নেগোসিয়েশন ইত্যাদিকে বেশি প্রাধান্য দেয়। বারাক ওবামার বিদায় ভাষণে তাই পররাষ্ট্র নীতি তাই বলে।

নাগারনো কারাবাখ নিয়ে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের যুদ্ধঃ সংকটের অবসান

"The Patriotic War is over. Azerbaijan has achieved a brilliant victory in this war, our lands have been liberated from occupation, and we have banished the occupiers from our lands."

— Azerbaijani President Ilham Aliyev

নাগর্নো কারাবাখ:

- ২০২০ সালের ১২ জুলাই থেকে সীমান্ত এলাকায় বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ ঘটছে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের দুই রিপাবলিক আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের মধ্যে। এর মধ্যে বেশ কয়েকবার অস্ত্রবিরতি হলেও কোনো শান্তি চুক্তি হচ্ছিল না।
- আর্মেনিয়রা নাগার্নো কারাবাখসহ বেশ কিছু অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিলো। তবে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ আজারবাইজান তাদের হৃত পুনরুদ্ধারে তুরস্কের সহযোগিতায় অভিযান শুরু করে এবং সফলও হয়।
- শেষ দিকের ছয় সপ্তাহের তুমুল লড়াইয়ের পর ৯ নভেম্বর ২০২০ অবশেষে চুক্তি হলো।
- চুক্তির পক্ষ তিনটি দেশ: (১) আর্মেনিয়া, (২) আজারবাইজান, (৩) রাশিয়া
- চুক্তি স্বাক্ষরকারী: (১) আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট- ইলহাম আলিয়েভ, (২) আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী- নিকোল পাশিনিয়ান এবং (৩) রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।
- তারিখ: ১০ নভেম্বর ২০২০ থেকে চুক্তিটি কার্যকর হয়েছে।



চিত্র: নাগারনো কারাবাখ

চুক্তির প্রতিক্রিয়া:

- ✓ আজারবাইজানের হাতেই থাকবে নাগোর্নো কারাবাখ।
- ✓ আর্মেনিয়া আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে নিকটবর্তী আরও কিছু এলাকা থেকে সরে যাবে।
- ✓ সব অর্থনৈতিক ও যোগাযোগ সংযোগে উন্মুক্ত হবে।
- ✓ আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী পাশিনিয়ান বলছেন-"এটা কোনো বিজয় নয় কিন্তু নিজেকে পরাজিত না ভাবলে এখানে কোনো পরাজয় নেই।"

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

দ্বন্দ্বের সূত্র: নাগর্নো কারাবাখ নিয়ে ১৯৮৮ সালে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর সংঘর্ষ আরো ছড়িয়ে পড়লে নাগর্নো কারাবাখে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয় আর্মেনিয়রা। ১৯৯৪ সালে রাশিয়ার মধ্যস্থতায় আর্মেনিয়া-আজারবাইজান অস্ত্রবিরতি চুক্তি (বিশকেক প্রোটোকল) স্বাক্ষরিত হলেও উভয় দেশে একে অপরের বিরুদ্ধে গুলি ছোড়ার অভিযোগ করে আসছে।

বিরোধের কারণ: জাতিগতভাবে নাগারনো কারাবাখের বেশির ভাগ জনসংখ্যা আর্মেনীয়। তবে আন্তর্জাতিকভাবে এই অঞ্চল আজারবাইজানের হিসেবে স্বীকৃত। যেকারণে উভয় দেশ এই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিতে চায়।

মিনস্ক গ্রুপ:

- ✓ ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE) যা মিনস্ক গ্রুপ নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে যার নামকরণ করা হয় Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)।
- ✓ এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো- নাগর্নো কারাবাখ সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে।
- ✓ মিনস্ক গ্রুপের কো-চেয়ারম্যানশিপ ৩টি দেশের- (১) আমেরিকা, (২) রাশিয়া এবং (৩) ফ্রান্স
- ✓ মিনস্ক গ্রুপের সদস্য ৮টি দেশ- (১) আর্মেনিয়া, (২) আজারবাইজান, (৩) বেলারুশ, (৪) জার্মানি, (৫) ফিনল্যান্ড, (৬) ইতালি, (৭) সুইডেন ও (৮) তুরস্ক।

নাগর্নো কারাবাখ:

- ✓ নাগর্নো কারাবাখ মানে হলো উঁচু কালো পাহাড়। এটি দক্ষিণ ককেশাসের একটি স্থলবেষ্টিত ভূখণ্ড। এর আয়তন- ৪,৪০০ বর্গ কি.মি.। এই ভূখণ্ডটি অবস্থিত আজারবাইজানের ভিতরে। আন্তর্জাতিকভাবে আজারবাইজানের অংশ হিসেবেই অধিক স্বীকৃত।
- ✓ কিন্তু এখানে আর্মেনিয় জাতিগোষ্ঠী আর্টসাখ প্রজাতন্ত্র (Republic of Artsakh) নামে একটি দেশ গঠন করেছে।
- ✓ নাগোর্নো-কারাবাখের রাজধানী স্টেপানাকার্টের কাছে পাহাড়ের ওপর গড়ে উঠেছে শুশা (Susha) শহর। এর ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া সড়ক যুক্ত হয়েছে আর্মেনিয়ার সঙ্গে।

ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থার স্বরূপ ও প্রকৃতি

সুদভিত্তিক আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার সূচনা হয় ষোড়শ শতকে। এরপর চলে যায় কয়েক শতাব্দী। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ১৯৬৩ সালে ড. আহমদ নাজ্জারের উদ্যোগে মিশরের মিটগামারে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামী ব্যাংক। বাংলাদেশে এর সূচনা হয় ১৯৮৩ সালে। এরপর শুরু হয় ক্রমবিকাশ। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে অদ্যাবধি এ স্বল্প সময়ে ইসলামী ব্যাংকগুলোর সাফল্য ঈর্ষণীয়।

ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিংয়ের ভাবধারা অতি প্রাচীন হলেও মধ্যযুগে বিশেষত ইউরোপের শিল্প বিপ্লবকালে পাশ্চাত্যের শোষণমূলক নীতি, মুসলিমদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অর্থনীতি বিষয়ে পর্যাপ্ত গবেষণা ও ইসলামী অর্থনীতি প্রয়োগে কার্যকরী উদ্যোগের অভাব ইত্যাদি নানা কারণে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের আত্মপ্রকাশে বিলম্ব ঘটে। এ সুযোগে পাশ্চাত্যের শোষক শ্রেণির উদ্ভাবিত ও চাপিয়ে দেওয়া সুদভিত্তিক ব্যাংকিং গোটা পৃথিবীর অর্থনীতিকে গ্রাস করে নেয়। সেই বিবেচনায় সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশে তদুপরি নবীন হিসেবে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের পথচলা সহজ ছিলো না। বহুমুখী সংকট ও সমস্যা মোকাবেলা করেই তাকে প্রতিনিয়ত এগুতে হয়েছে ও হচ্ছে। এতদসত্ত্বেও বর্তমান বিশ্বের প্রায় পঞ্চাশোর্ধ্ব দেশে ইসলামী ব্যাংকগুলো সাফল্যের সাথে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে নিচ্ছে। তাদের এ অগ্রযাত্রা নিঃসন্দেহে অভিবাদনযোগ্য। এ অগ্রযাত্রায় ব্যাংকগুলোর উদ্যোক্তা, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিকতা ও শ্রম অনস্বীকার্য।

> 'সুদ বা 'রিবা' বলতে কোনো পরিশ্রম না করে অর্থ শোষণ করা এবং লোকের অসহায়তার সুযোগ আদায়ে করাকে বুঝায়। ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সুদবিহীন অর্থব্যবস্থা।

- **স্বরূপ ও প্রকৃতি:**

১. ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ব্যবসায়কে হালাল করা হয়েছে এবং সুদকে হারাম করা হয়েছে। ইসলামে সুদকে শোষণের হাতিয়ার বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে সুদ প্রথার কারণেই একজন পুঁজিপতি উৎপাদনে অংশগ্রহণ না করে শুধু সুদের বিনিময়ে অর্থ ধার দিয়ে প্রচুর সম্পদের মালিক হতে পারে, যা সমাজে শুধু ধন বৈষম্যই বাড়াবে, আয় বাড়াবে না।

২. তাই ইসলাম সুদকে হারাম করে অর্থকে উৎপাদন ও ব্যবসায় বিনিয়োগে উৎসাহিত করা হয়েছে।

৩. ইসলাম মানব জাতির জন্য আল্লাহর মনোনীত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। আর ইসলামী অর্থনীতি হলো জীবন মনোনীত বিধি মোতাবেক সম্পদ বণ্টন ও অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পাদন করা হয় তাকেই ইসলামী অর্থব্যবস্থা বলে। এর মূল কথা হলো পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ মূলত মানুষের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।

Please join our Group: BCS-Bank & Other Job Preparation [Unique Publications]

Scan Credit: Job Ninja

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

৪. ইসলামী অর্থব্যবস্থা ইসলামী শরীয়তের ভিত্তিতে পরিচালিত, যার মূল উৎস হলো কোরআন ও সুন্নাহ। তাই ইসলামী অর্থব্যবস্থায় কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশিত বিধান অনুযায়ী যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

৫. ইসলামী অর্থনীতিতে সকল সম্পদের মালিক হচ্ছে মহান আল্লাহ তা'য়ালা। মানুষ হচ্ছে এ সম্পদের আমানতদার মাত্র। মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে নিজেদের কল্যাণে আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক উক্ত সম্পদ ব্যবহার করবে।

৬. ইসলামী অর্থব্যবস্থায় শ্রমের ইচ্ছে মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এ অর্থব্যবস্থায় শ্রম ছাড়া কোনো অর্থনৈতিক অধিকার স্বীকৃত নয়। এ সমাজে পুরুষ ও নারীকে শ্রমের বিনিময়ে ভোগের অধিকার দেয়া হয়েছে। হাদিসে উল্লেখ আছে 'সেরা উপার্জন হচ্ছে কর্মীর হাতের উপার্জন যখন সে আন্তরিকতার সাথে কাজ করে'।

- **সমস্যার উৎস ও কারণ:**

১. সুদ ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে আখিরাতের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে ভয় ও জ্ঞান না থাকা।
২. সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার জাগতিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক কুফল সম্পর্কে ধারণা, ভাবনা ও ভয় না থাকা।
৩. রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনৈসলামিক ও সুদ ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা।
৪. সুদ ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার প্রভাবে সর্বত্র অনৈসলামিক ও শরীয়ত পরিপন্থি চুক্তি ও লেনদেনের অবাধ বিস্তার।
৫. ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতি ও লেনদেনের শরীয়াহ রূপরেখা বিষয়ে জ্ঞান সম্পন্ন, অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যাংকার ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর অভাব।
৬. শরীয়াহ ও জেনারেলের সমন্বিত জ্ঞান সম্পন্ন লোকের অভাব।
৭. গ্রাহক পর্যায়ে ইসলামী নীতিমালা সম্পর্কে অজ্ঞতা।
৮. সুদ ও মুনাফার পার্থক্য না বুঝা।
৯. সুদ ভিত্তিক লেনদেনে তুলনামূলক পদ্ধতিগত সহজতা।
১০. ইসলামী অর্থনীতিকে যুগোপযোগী ও সহজভাবে উপস্থাপনে প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত কৌশলের অপ্রতুলতা।

- **প্রস্তাবনা ও সমাধান:** মূলত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও তাকে ইসলামী শরীয়ত মতে পরিচালনা করা নিছক কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিশেষের দায়িত্ব নয়। বরং প্রত্যেক মুসলিমরেই দায়িত্ব এ লক্ষ্যে নিজের সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা। এ জন্য সকলেরই বিত্তশালী হওয়া জরুরী নয়। সমর্থন, জনমত গঠন, জ্ঞানার্জন ইত্যাদির মাধ্যমেও কেউ এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। দায়িত্ব যেহেতু সবার, কাজেই নিজ নিজ অবস্থানে থেকে সবারই ইসলামী ব্যাংকের সমস্যা সমাধানকল্পে কিছু করণীয় রয়েছে।

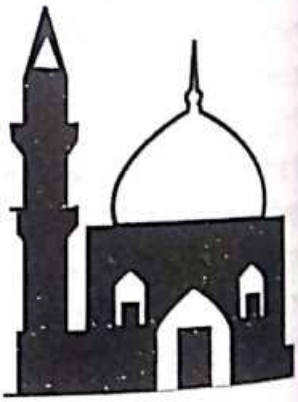
- **উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে করণীয়:**

১. সুদী অর্থনীতির ভয়াবহতা সম্পর্কে সকলকে বিশেষত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সদা সতর্ক রাখবার জন্যে তাদের মাঝে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও চেতনা জাগ্রত করা এবং এতদুদ্দেশ্যে আম ওয়াজ মাহফিল, এতদসংক্রান্ত প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রচার এবং এ লক্ষ্যে ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় সংলাপ, আলোচনা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।
২. আখিরাতের ভয় আনয়ন ও তা জাগ্রত রাখার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত তালিম-তরবিয়তের ব্যবস্থা রাখা।
৩. রাষ্ট্রীয় ভাবে সুদ বর্জনের উপায় সর্ম্পকে চিন্তা-ভাবনা করা এবং এ লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সচেতনতা তৈরি এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে এ বিষয়ে নিয়মিত মতবিনিময় করা।
৪. সুদ বিরোধী আন্দোলনকে বেগবান ও গতিশীল করা।
৫. ইসলামী অর্থনীতি সর্ম্পকে ওয়াকিবহাল যোগ্য কর্মীদল নিয়োগ করা।
৬. বিশেষত কওমী মাদরাসায় এ বিষয়ে পড়ুয়াদের বিবেচনা করা। তাঁদের জন্য তাঁদের জ্ঞানের পরিধি অনুসারে উপযোগী কার্যক্ষেত্র নির্বাচন করা।
৭. কর্মীদের ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে অবগত করবার উদ্দেশ্যে নিয়মিত ফিকহী সেমিনার, কর্মশালা, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
৮. ইসলামী অর্থনীতির খুঁটিনাটি সর্ম্পকে জানবার জন্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক গ্রন্থাবলী সম্বলিত গ্রন্থাগার ও উন্মুক্ত পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা।
৯. ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে গবেষণার জন্যে প্রয়োজনে নিজস্ব অর্থায়নে গবেষণাগার নির্মাণ, বাস্তব অর্থে গবেষক নিয়োগ ও গবেষণার যাবতীয় উপকরণ সরবরাহ করা।
১০. ইসলামী ব্যাংকিং সর্ম্পকে লিখিত সহজপাঠ্য পুস্তক গ্রাহক, অনুসন্ধানিৎসু ও শুভানুধ্যায়ীদের মাঝে বিতরণ করা।

ইসলামি ব্যাংকিংঃ বাংলাদেশ-২০১৯

- মোট জনশক্তি: ৩৫,৯০৬
- মোট আমানত: ২৮০,২২৮ কোটি টাকা
- মোট বিনিয়োগ: ২৬২,৭৫২ কোটি টাকা
- ব্যাংকিং সেক্টরের অংশ ২৫%
- মোট ব্রাঞ্চ: ১,৩৮০

বর্তমানে ৮টি ব্যাংক ১৩৮০টি শাখা নিয়ে ইসলামি শরীয়া মোতাবেক কার্যক্রম পরিচালনা করছে



Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

গ্রাহক, বিনিয়োগ গ্রহীতা ও অন্যদের করণীয়:

- ইসলাম সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা।
১. আখিরাতে জবাবদিহিতার ভয় হৃদয়ে লালন করা।
২. ইসলামী অর্থনীতির সাধারণ নীতিমালা সম্পর্কে জানা।
৩. ইসলামী অর্থনীতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুফল সম্পর্কে ও সুদ ভিত্তিক অর্থনীতির কুফল সম্পর্কে নিজে জানা এবং অন্যকে জানানো।
৪. আমানত সঞ্চয় বা বিনিয়োগ গ্রহণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ আলেমগণের পরামর্শ নেয়া।
৫.

'সম্পদ যেন মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত না হয়'

এটিই হলো ইসলামী অর্থনীতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এজন্য ইসলামী অর্থব্যবস্থায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ জমা না রেখে বরং তা নিঃস্ব ও গরীবদের মধ্যে বন্টন নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইসলামী অর্থব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো যাকাত প্রথা। ইসলামী বিধান অনুযায়ী নেছাব' পরিমাণ বা তার অধিক অর্থ বা সম্পদ কারো কাছে এক বছর জমা থাকলে ২$\frac{১}{২}$ % হারে যাকাত প্রদান করা তার জন্য ফরজ এবং অসহায় ও দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্য যাকাতের জন্য যাকাতের অর্থ প্রাপ্তি একটি অধিকার।

ইন্টারনেট : বিশ্বের সেতুবন্ধন

মানব সভ্যতার বিকাশে বিজ্ঞানের যেসব আবিষ্কার অনন্য ভূমিকা পালন করেছে তার মধ্যে অন্যতম একটি হলো ইন্টারনেট। বিশ্ববিস্তৃত যোগাযোগ ব্যবস্থার যুগান্তকারী এক মাধ্যমের নাম ইন্টারনেট। এটি কম্পিউটারভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থা। ইন্টারনেটের মাধ্যমে দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে সারাবিশ্বের দেশগুলো আজ যেন নিকট প্রতিবেশী। এই ব্যবস্থা 'বিশ্বগ্রাম' (Global Village) ধারণাকে বাস্তব রূপ দিয়েছে। বর্তমানে ব্যাপক ও বহুমুখী কাজে ইন্টারনেট ব্যবহৃত হচ্ছে। আধুনিক ইলেক্ট্রনিক প্রযুক্তিকে মানবকল্যাণে বিপুলভাবে সম্ভাবনাময় করে তুলেছে ইন্টারনেট।

ইন্টারনেট কী: ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্ক (International Network) শব্দটির সংক্ষিপ্ত রূপ হলো ইন্টারনেট। আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি জনপ্রিয় মাধ্যম হলো এই ব্যবস্থা। কম্পিউটার নেটওয়ার্কের একটি পদ্ধতি হিসেবে গড়ে উঠেছে এই সিস্টেম। সারাবিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত কম্পিউটারকে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে যুক্ত করে ইন্টারনেট যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। এ প্রযুক্তিতে কম্পিউটারভিত্তিক ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ ও প্রেরণ করা যায়। সারাবিশ্বের অগণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণাগার, সংবাদ সংস্থা, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসহ কোটি কোটি গ্রাহক ইন্টারনেটের সাহায্যে যুক্ত হয়ে এই মহাযোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত হয়ে কম্পিউটার, মোবাইল ফোন কিংবা অনুরূপ যেকোনো ডিভাইস মুহূর্তেই তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। এ জন্য প্রয়োজন কম্পিউটার বা অনুরূপ ডিভাইস, মডেম এবং ইন্টারনেট সংযোগ।

ইন্টারনেটের উৎপত্তি: ১৯৬৯ সালে মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ ইন্টারনেট আবিষ্কার করে। যোগাযোগের গোপন এবং নিরাপদ মাধ্যম হিসেবে এটি প্রতিরক্ষা বিভাগের গবেষণাগারে টেলিফোনের বিকল্প হিসেবে স্থান করে নেয়। এটি টেলিফোন লাইন নির্ভর একটি যোগাযোগ পদ্ধতি। ডেস্কটপ কম্পিউটারের আবিষ্কার হলে টেলিনেটওয়ার্কের সাথে কম্পিউটারের সংযুক্তি ঘটে। তখন এর নাম ছিল ARPANET। এক সময় কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে নেটওয়ার্কের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। ১৯৯০-এর দশকে ইন্টারনেট সারাবিশ্বে ব্যাপক আকারে বিস্তার লাভ করে। অপটিক্যাল ফাইবারের ব্যবহার ইন্টারনেটের বিপ্লবে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

ইন্টারনেটের সম্প্রসারণ: মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ ৪টি কম্পিউটারের সংযোগ ঘটিয়ে যে ব্যবস্থার শুরু করে, পরবর্তী তিন বছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৬টিতে। ১৯৮৪ সালে মার্কিন ন্যাশনাল সাইন্স ফাউন্ডেশন সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য একটি ব্যবস্থা চালু করে। এরপর অল্প সময়ের মধ্যে এটি সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তখনও সুযোগ-সুবিধা ছিল সীমিত। সমগ্র ব্যবস্থাটি নিয়ন্ত্রণের জন্য ৯০-এর দশকের শুরুতে কেন্দ্রীয় নেটওয়ার্ক হিসেবে ইন্টারনেট গড়ে তোলা হয়। ১৯৯৩ সালে ইন্টারনেটের বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু হয়। অতি অল্প সময়েই তা দ্রুত বিস্তার লাভ করে। বর্তমান বিশ্বে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা শত কোটির উর্ধ্বে।

ইন্টারনেটের ব্যবহারিক দিক: ইন্টারনেট সিস্টেমে বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি ব্যবহারিক দিক হলো-

১) **ই-মেইল:** দ্রুত সময়ে তথ্য আদান-প্রদানের ব্যবস্থা হলো ইলেক্ট্রনিক মেইল বা ই-মেইল।
২) **ওয়েব:** ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংযুক্ত কম্পিউটারগুলোতে রাখা তথ্য দেখার পদ্ধতি।
৩) **নেট নিউজ:** ইন্টারনেটের তথ্য ভান্ডারে রক্ষিত সংবাদ।
৪) **চ্যাট:** অনলাইনে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির কথা বা টেক্সট আড্ডা।
৫) **ইউজনেট:** সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত তথ্য ভান্ডার।
৬) **ই-ক্যাশ:** E-Cash (Electronic Cash) হলো অর্থনৈতিক লেনদেন ও বাণিজ্যিক সুবিধা।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

৭) **আর্কি :** আর্কি হচ্ছে নেটওয়ার্ক তথ্য সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে স্থাপিত একটি পদ্ধতি, যা তথ্যগুলোকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সূচি আকারে সমন্বয় করে উপস্থাপন করতে সক্ষম ।

৮) **গুগল :** গুগল ইন্টারনেটে তথ্য সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে স্থাপিত একটি বিশেষ পদ্ধতি। এটি তথ্যের সমন্বয় করে এবং ব্যবহারকারীর প্রয়োজন অনুসারে তথ্য খুঁজে দেয়।

ইন্টারনেটের ব্যবহার: বর্তমান সময়ে ইন্টারনেট সভ্য সমাজের মানুষের জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। ইন্টারনেট ছাড়া জীবন অচল। এর মাধ্যমে মুহূর্তেই বিশ্বের যেকোনো স্থান থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

১) **শিক্ষাক্ষেত্রে:** শিক্ষাক্ষেত্রে ইন্টারনেটের ব্যবহার বর্তমানে সর্বজনবিদিত। ইন্টারনেটের চরিত্র বিশ্লেষণ করলেই এর কারণ সহজে অনুধাবন করা যায়। ইন্টারনেট হল তথ্যের এক সুবিশাল ভান্ডার। লেখাপড়া, গবেষণা, সাহিত্য চর্চার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য, বই, ইন্টানেটের মাধ্যমে যেকোনো সময় পাওয়া সম্ভব। এটি মানুষের হাতের মুঠোয় জ্ঞানভান্ডার তথা লাইব্রেরিকে এনে দিয়েছে। এছাড়া প্রথাগত শিক্ষা ক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেশনের ফলে ফর্মপূরণ, ফল প্রকাশ, নোটিশ প্রদান সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে।

২) **অনলাইন এডুকেশন:** শিক্ষা ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের সর্বাধুনিক অবদান হল অনলাইন এডুকেশন সিস্টেম। এই ব্যবস্থায় ইন্টারনেটের সাহায্যে ঘরে বসেই সর্বোচ্চ মানের শিক্ষা লাভ আজ সম্ভবপর হচ্ছে। তাছাড়া অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থা পৃথিবীতে বিভিন্ন দুর্যোগপূর্ণ প্রতিকূল সময়েও শিক্ষাকে মানুষের কাছে অতি সহজে পৌঁছে দিতে সাহায্য করছে।

৩) **তথ্য আদান-প্রদান:** বর্তমান সময়ে ইন্টারনেট তথ্যের আদান-প্রদানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তথ্যের আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের ব্যবহার এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল এর জন্মলগ্নেই। প্রথমে প্রতিরক্ষা এবং পরে সর্বসাধারণের জন্য তথ্যের আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট সংযোগ সমস্ত চিরাচরিত রীতিকে ভেঙে এক সরল এবং অত্যন্ত সুবিধাজনক ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটিয়েছে। ই-মেইল বা ইলেক্ট্রনিক মেইল হল তারই সামান্য এক নমুনা। ই-মেইলের মাধ্যমে এক মুহূর্তে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে নূন্যতম খরচে তথ্য আদান-প্রদান সম্ভবপর হয়েছে।

৪) **সোশ্যাল মিডিয়া:** বর্তমান সময়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যবহৃত সামাজিক যোগাযোগ সাইটগুলি যেমন ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদির মাধ্যমে বন্ধুত্ব স্থাপন এবং যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া ইন্টারনেটকে কাজে লাগিয়ে তথ্যের আদান-প্রদান তথা যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। এর মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের সঙ্গে চ্যাটিং, ভিডিও কলিং, ভিডিও কনফারেন্সিং ইত্যাদির মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়।

৫) **বিনোদন:** বিনোদনের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানুষ আজ প্রতিদিনকার বিনোদনে ইন্টারনেটকেই সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ব্যবহার করে থাকে। বিনোদনের সমস্ত উপাদানই ইন্টারনেটকে কাজে লাগিয়ে উপভোগ করা সম্ভব। যেমন- রেডিও, টেলিভিশন, ভিডিও গেমস, ম্যাগাজিন ইত্যাদি। ইউটিউব, নেটফ্লিক্স, হটস্টার, অ্যামাজন প্রাইম এর মত অসংখ্য OTT প্ল্যাটফর্ম আজ স্বল্প খরচে মানুষের হাতের মুঠোয় বিশ্বমানের বিনোদনকে এনে হাজির করেছে। ঘরে বসে বিশ্ববিখ্যাত সব সিনেমা-নাটক দেখা যায় যা বিনোদনকে সহজ করেছে। এই ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে অগণিত মানুষের জীবন ও জীবিকা। তাছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে লুকিয়ে থাকা বিভিন্ন সুপ্ত প্রতিভা এই মাধ্যমের ব্যবহারে নিজেদের প্রতিভাকে প্রকাশ করার সুযোগ পাচ্ছে। সংবাদপত্র এবং খেলাধুলার ক্ষেত্রকেও ইন্টারনেট অনেক সহজ করে দিয়েছে। পর্যটকদের প্রয়োজনীয় সব তথ্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাওয়া যায়। হোটেল রিজার্ভেশন, টিকেট কাটা সবই সম্ভব অনলাইনে।

৬) **ব্যবসা বাণিজ্য:** ইন্টারনেট ব্যবসা বাণিজ্যকে দিয়েছে এক নতুন দিশা। ব্যবসা এখন অনলাইনে। প্রয়োজনের সব কিছু বেচা কেনা থেকে হোটেল বুকিং,গাড়ি বুকিং, খাওয়ার অর্ডার বিভিন্ন কাজে ইন্টারনেট বহুল ব্যবহৃত। অনলাইন ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইনে কেনাবেচা ইত্যাদি ক্ষেত্রে দিয়েছে নতুন মাত্রা। এতে সময় ও ব্যয় সাশ্রয় হচ্ছে।

৭) **ই-শপিং:** ইন্টারনেটকে ব্যবহার করে ই-শপিং এর ধারণা প্রসার লাভ করেছে। ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই এই ব্যবস্থায় লাভবান হচ্ছে। বিভিন্ন মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীকে বাদ দিয়ে তুলনামূলকভাবে স্বল্প দামে ক্রেতার কাছে পণ্য পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া পুরনো জিনিস বেচা-কেনা, অনলাইন রিক্রুটমেন্ট এর ক্ষেত্রেও ইন্টারনেট এক নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। সর্বোপরি শুধুমাত্র এই ইন্টারনেটকে ভিত্তি করেই বর্তমান যুগে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য, যা আবারও অসংখ্য মানুষের জীবন ও জীবিকা অর্জনে সহায়তা করছে প্রতিনিয়ত।

৮) **চিকিৎসাক্ষেত্র:** ইন্টারনেটে টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসেও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া যায়।

ইন্টারনেটের ক্ষতিকর দিক: ইন্টারনেটের বহুমাত্রিক উপকারিতার পাশাপাশি এর নেতিবাচক দিকও আছে। যেমন-

১. মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করে ধোঁকা দেয়া,
২. হ্যাকাররা ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য চুরি করে বিভিন্নভাবে মানুষের ক্ষতি করছে,
৩. কেউ কেউ অসাধু উদ্দেশ্য কম্পিউটারে ভাইরাস তৈরি করে তা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিচ্ছে,
৪. অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ ছবি ও ভিডিও প্রদর্শন করে ব্লাকমেইলিং করা ইত্যাদি।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

বাংলাদেশ ও ইন্টারনেট: ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশে ইন্টারনেট চালু হয়। তবে তখন এর ব্যবহার ছিল খুবই সীমিত এবং তা কেবল ই-মেইলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৯৬ সালে ইন্টারনেট সংযোগের প্রসার ঘটতে থাকে। ২০০০ সালের শুরুতে ইন্টারনেটের গ্রাহক ছিল প্রায় ৬০,০০০। ২০০৪ সালে বাংলাদেশ তথ্য প্রযুক্তির মহাসড়ক সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত হয়। এতে দেশে ইন্টারনেটের গতি অনেক বেড়ে যায়। ২০১৭ সালে সাবমেরিন ক্যাবলের দ্বিতীয় মহাসড়কে যুক্ত হয় বাংলাদেশ। বর্তমানে ব্রডব্যান্ড এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ১.৫ কোটি। সরকার ইন্টারনেটের প্রসারে অনেক কাজ করে যাচ্ছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ ও ইন্টারনেট: বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সালের মধ্যে তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পদক্ষেপ নিয়েছে। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করলেও তা পর্যাপ্ত নয়। দেশের সরকারি অফিস আদালত, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সেবা সংস্থা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সেবা এখন অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে। ই-গর্ভনেন্স এবং ই-বিজনেসের ফলে সরকারি কাজ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য অনেক সহজ হয়ে এসেছে। অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থা আর্থিক কর্মকান্ডকে অনেক বেশি গতি দান করেছে। তবে একথা সত্য যে, উন্নত বিশ্বের তুলনায় বাংলাদেশ এখনও অনেক পিছিয়ে আছে।

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নে করণীয়: জ্ঞান বিজ্ঞান ও ইন্টারনেট ব্যবহারে নিজ অবস্থান সুদৃঢ় করতে তথ্য প্রযুক্তির বিকাশের কোনো বিকল্প নেই। বর্তমানে এক্ষেত্রে যারা পিছিয়ে পড়ছে, তারা এক ধরণের বৈষম্যের শিকার হচ্ছে, যাকে ডিজিটাল বৈষম্য বলা হয়। বাংলাদেশ এরূপ বৈষম্যের শিকার। এই বৈষম্য দূর করতে চাইলে যে কাজগুলো করতে হবে তা হলো-

১) আমাদের তরুণ সমাজকে তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে।
২) ব্যাপক সংখ্যক জনগণের নিকট ইন্টারনেট পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য তথ্য প্রযুক্তির অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটাতে হবে।
৩) টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে।
৪) তথ্য প্রযুক্তির জগতে ভাষা হিসেবে ইংরেজির আধিপত্য একক। তাই ইংরেজির ব্যবহারে দক্ষতা বাড়াতে হবে।
৫) তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ জনসম্পদ এবং সরকার গড়ে তুলতে হবে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিই বর্তমান বিশ্বের সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের মূল চালিকাশক্তি। এক্ষেত্রে যারা যতো বেশি অগ্রগামী, তারা ততো উন্নত। ইন্টারনেট এখন আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি স্তরকে জয় করে মহাকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। কিন্তু আমরা তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো এখনও পিছিয়ে আছি। আমাদের উচিত হলো ইন্টারনেটের ব্যাপক ও বহুমাত্রিক ব্যবহারের প্রসার ঘটিয়ে দেশকে আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার উপযোগী করে গড়ে তোলা।

তথ্যপ্রযুক্তি ও বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা/ ব্যাংকিং সেবায় প্রযুক্তি বিপ্লব

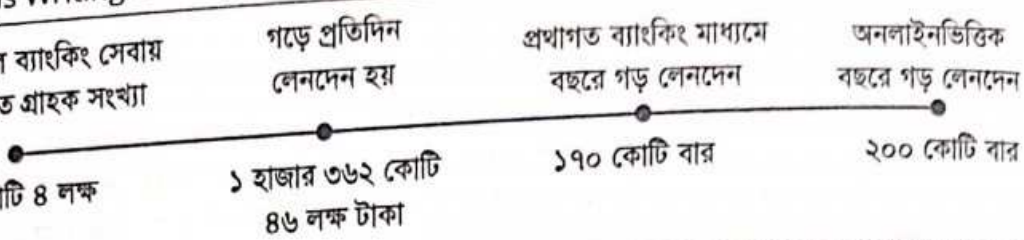
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (আইসিটি) কারণে দেশে প্রথাগত ব্যাংকিং মাধ্যমের লেনদেনকে ছাড়িয়ে গেছে অনলাইনভিত্তিক লেনদেন। এর ফলে ব্যাংক খাতের সামগ্রিক কর্মদক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়ছে, অন্যদিকে খাতটির মুনাফা বৃদ্ধিতে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। নির্ভুল লেনদেনের মাধ্যমে গ্রাহকের সন্তুষ্টি বাড়াতেও আইসিটির ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে উঠছে।

বাংলাদেশের বর্তমান ব্যাংকিং ব্যবস্থায় তথ্যপ্রযুক্তি : তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে দেশের ব্যাংকিং সেবায়। এক দশকের ব্যবধানে আমূল বদলে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে ব্যাংকের সেবা। অর্থ লেনদেন থেকে শুরু করে বিভিন্ন পরিসেবার বিল এখন মেটানো যাচ্ছে ঘরে বসেই। পাল্টে গেছে ব্যাংকের সামনে গ্রাহকের দীর্ঘ লাইনের চিরচেনা দৃশ্য। শহর-গ্রামের দূরত্ব কমিয়ে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে আধুনিক ব্যাংকিং সেবায়।

সরকারি, বেসরকারি এবং বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর বেশ কিছু সেবা গ্রাহকদেরকে প্রদান করছে। যেমন– এটিএম, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, পয়েন্ট অব সেল (পিওএস), ইন্টারনেট ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং, এসএমএস ব্যাংকিং, ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার, এজেন্ট ব্যাংকিং, সুইফট, অনলাইন লেটার অব ক্রেডিট, অনলাইন পেমেন্ট সিস্টেম, অনলাইন সিআইবি রিপোর্ট, টেলি ব্যাংকিং ইত্যাদি।

রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি খাতের সব ব্যাংকই এখন প্রযুক্তিনির্ভর ব্যাংকিং সেবা দিচ্ছে। এসব প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষের মৌলিক ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবা; যেমন রেমিটেন্স বিতরণ, ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, বেতন-ভাতা প্রদান, এটিএম ইত্যাদি সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। এমনকি মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে দৈনিক লেনদেন হচ্ছে ২০ হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি। এছাড়া দেশের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের গ্রাহকরা অনলাইনের মাধ্যমে কেনাকাটা করতে পারছে যেকোনো সময়। সম্প্রতি মোবাইল ব্যাংকিংয়ের কারণে দ্রুত ও কম খরচে টাকা লেনদেন, বিশেষ করে গ্রামীণ জনপদে অর্থের প্রবাহ সবচেয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যাংকগুলো যেন জনসাধারণের দোরগোড়ায় মোবাইল ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দিতে পারে সে জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এ পর্যন্ত ২৮ ব্যাংককে মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমের অনুমোদন দিয়েছে। এর মধ্যে ১৮ ব্যাংক তাদের কার্যক্রম চালু করেছে। ব্যাংকিং সেবাবহির্ভূত জনগণকে দেশব্যাপী মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক সুবিধায় আনা হচ্ছে। তারা যাতে এ পদ্ধতি ব্যবহার করে ব্যাংকিং সেবা পেতে পারে, সেজন্য ব্যাংকগুলোকে একটি নীতিমালার আওতায় আনতে মোবাইল ব্যাংকিং- বিষয়ে একটি অপারেটিং নীতিমালাও জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com



- প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে ব্যাংক খাতের একজন কর্মী এখন বছরে গড়ে ১০ হাজার লেনদেন সম্পন্ন করছেন। ২০০০ সালের আগ পর্যন্ত ব্যাংকের একজন কর্মীর গড় লেনদেনের পরিমাণ ছিল পাঁচ হাজারের কম। অর্থাৎ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গত দেড় দশকে ব্যাংকের কর্মীদের কর্মদক্ষতা দ্বিগুণের বেশি বেড়েছে।
- আইসিটিতে ১ টাকা বিনিয়োগ করলে ব্যাংকের জন্য তা ১৩৬ টাকার সমান উৎপাদনশীলতা তৈরি করে। এর বিপরীতে প্রযুক্তিবহির্ভূত খাতে ১ টাকা খরচ করলে সেটি ৫৮ টাকার সমপরিমাণের উৎপাদনশীলতা নিয়ে আসে।
- একইভাবে আইসিটি বিষয়ে জ্ঞান আছে, এমন একজন কর্মীর পেছনে ১ টাকা খরচ করলে ব্যাংকের আয় বাড়ে ২৫ টাকার সমান। সাধারণ একজন কর্মীর পেছনে এক টাকা খরচ করা হলে ব্যাংকের আয় বাড়ে ৬ টাকা। অর্থাৎ আইসিটিতে দক্ষ একজন কর্মীর পেছনে ব্যাংকের বিনিয়োগ চার গুণ বেশি লাভজনক।

অনলাইন ব্যাংকিং: অনলাইন বা ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে গ্রাহকরা ব্যাংকের যে কোন শাখায় লেনদেন করতে পারছে। এ্যাকাউন্ট ব্যাংকের যে কোন শাখায় থাকুক না কেন, দেশের যে কোন স্থান থেকেই টাকা উত্তোলন বা জমা দেয়া যাচ্ছে। ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে শহরের বাসিন্দারা যেকোনো সুপার শপে কেনাকাটা করতে পারে। এছাড়া তাৎক্ষণিক ঋণ সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে।

প্রযুক্তি ব্যবহারে এজেন্ট ব্যাংকিং উদ্ভব: প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে নতুন ধারণা উদ্ভব হয়েছে। যেসব স্থানে ব্যাংকের শাখা নেই সেখানে এজেন্ট নিয়োগ করে গ্রাহকদের ব্যাংকিং সেবা দিচ্ছে ব্যাংকগুলো। এসব প্রতিষ্ঠানে বিশাল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এজেন্ট ব্যাংকিং পরিচালনায় প্রায় লক্ষাধিক ব্যক্তি কাজ করছে।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে অনলাইন ব্যাংকিং: বাংলাদেশ ব্যাংকের অগ্রাধিকার খাত এসএমই ঋণে অনলাইন সুবিধা ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশেষ কার্ডের মাধ্যমে আগ্রহী গ্রহীতা সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা পাচ্ছে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাংকের জনবল ও আমলাতান্ত্রিকতা কমে যাওয়ায় সুদের হারও তুলনামূলক কমছে।

অনলাইনের মাধ্যমে রেমিট্যান্স: দেশে কার্যত বিভিন্ন ব্যাংক আন্তর্জাতিক পেমেন্ট সংস্থাগুলোর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে বিশ্বের প্রায় সব দেশ থেকেই এখন প্রবাসীদের রেমিটেন্স সংগ্রহ করছে। আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারগুলো থেকে প্রবাসীদের রেমিটেন্স সংগ্রহ করতে যেসকল ব্যাংক কাজ করছে তাদের মধ্যে ইস্টার্ন ব্যাংক, ঢাকা ব্যাংক, এবি ব্যাংক, সাউথইস্ট ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংক, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক, সিটি ব্যাংক এনএ ও যমুনা ব্যাংক অন্যতম।

বাংলাদেশে প্রযুক্তিনির্ভর ব্যাংকিং-এ চ্যালেঞ্জসমূহ:

১) ই-কমার্সের মাধ্যমে প্রতারণা, সাইবার ক্রাইম, এটিএম কার্ডেও পিন কোড চুরি সাধারণ ঘটনা।
২) প্রযুক্তিনির্ভর ব্যাংকিং ব্যবস্থা পরিচালনায় দক্ষতা ও সক্ষমতা এখনো পুরোপুরিভাবে আমাদের অর্জিত হয়নি।
৩) ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ব্যবহৃত স্থানীয় সফটওয়্যারের বিশ্বাসযোগ্যতা কম। বিদেশি সফওয়্যারকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।
৪) আইনগত বাধা-বিপত্তিও ব্যাংকিং ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারকে বাধাগ্রস্ত করে থাকে।

আইটিতে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে উন্নতমানের কার্যকর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সাইবার নিরাপত্তার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইনে আরও যুগোপযোগী পরিবর্তন আনতে হবে। আইটি নিরাপত্তা জোরদারে ব্যাংক কর্মকর্তাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংককে আইটি নিরাপত্তা বিষয়ে আরও জোর দিতে হবে। কোনো রকম আগাম সংকেত পেলেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অনাকাঙ্ক্ষিত ভুল-ত্রুটি, অনিয়ম ও সম্ভাব্য ঝুঁকি এড়িয়ে বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির যথার্থ প্রয়োগ ঘটিয়ে আরও এগিয়ে নিতে হবে।

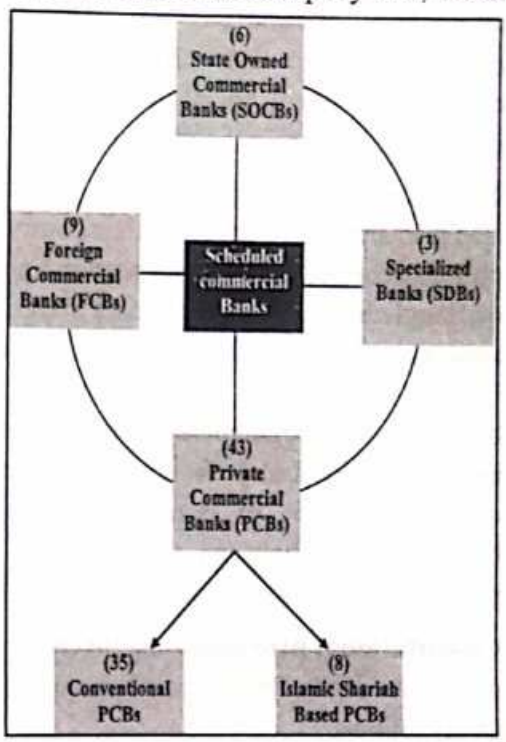
Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

Banking Industry in Bangladesh

After the independence, banking industry in Bangladesh started its journey with 6 nationalized commercialized banks, 3 state owned specialized banks and 9 foreign banks. In the 1980's banking industry achieved significant expansion with the entrance of private banks. Now, banks in Bangladesh are primarily of two types:

- **Scheduled Banks:** The banks that remain in the list of banks maintained under the Bangladesh Bank Order, 1972.
- **Non-Scheduled Banks:** The banks which are established for special and definite objective and operate under any act but are not Scheduled Banks. These banks cannot perform all functions of scheduled banks.

There are **61 scheduled banks** in Bangladesh who operate under full control and supervision of Bangladesh Bank which is empowered to do so through Bangladesh Bank Order, 1972 and Bank Company Act, 1991. Scheduled Banks are classified into following types:



1. **State Owned Commercial Banks (SOCBs):** There are **6 SOCBs** which are fully or majorly owned by the Government of Bangladesh.
2. **Specialized Banks (SDBs): 3 specialized banks** are now operating which were established for specific objectives like agricultural or industrial development. These banks are also fully or majorly owned by the Government of Bangladesh.
3. **Private Commercial Banks (PCBs):** There are **43 private commercial banks** which are majorly owned by individuals/the private entities. PCBs can be categorized into two groups:
4. **Conventional PCBs: 35 conventional PCBs** are now operating in the industry. They perform the banking functions in conventional fashion i.e interest based operations.
5. **Islami Shariah based PCBs:** There are **8 Islami Shariah based PCBs** in Bangladesh and they execute banking activities according to Islami Shariah based principles i.e. Profit-Loss Sharing (PLS) mode.
6. **Foreign Commercial Banks (FCBs): 9 FCBs** are operating in Bangladesh as the branches of the banks which are incorporated in abroad.

There are now **5 non-scheduled banks** in Bangladesh which are:

1. Ansar VDP Unnayan Bank,
2. Karmashangosthan Bank,
3. Grameen Bank,
4. Jubilee Bank,
5. Palli Sanchay Bank.

FIs: Non Bank Financial Institutions (FIs) are those types of financial institutions which are regulated under Financial Institution Act, 1993 and controlled by Bangladesh Bank. Now, **34 FIs** are operating in Bangladesh while the maiden one was established in 1981. Out of the total, 2 is fully government owned, 1 is the subsidiary of a SOCB, 15 were initiated by private domestic initiative and 15 were initiated by joint venture initiative. Major sources of funds of FIs are Term Deposit (at least three months tenure), Credit Facility from Banks and other FIs, Call Money as well as Bond and Securitization.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

The major difference between banks and FIs are as follows:

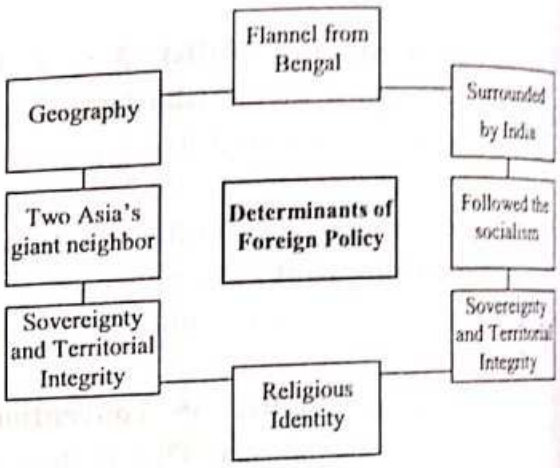
- FIs cannot issue cheques, pay-orders or demand drafts,
- FIs cannot receive demand deposits,
- FIs cannot be involved in foreign exchange financing,
- FIs can conduct their business operations with diversified financing modes like syndicated financing, bridge financing, lease financing, securitization instruments, private placement of equity etc.

Source: Bangladesh Bank Website

Foreign Policy of Bangladesh

Foreign Policy: is usually viewed as an extension of domestic policy. Foreign policy refers to the policy of a sovereign state to achieve its desired goals to the foreign countries. Foreign policy is employed to safeguard or serve national interests and materialize national goals and objectives--economic, geopolitical, strategic, international position, etc.--in international milieu through the interaction with other state and non-state actors including intergovernmental organizations. Such policy is usually determined by domestic situations--economic, political, social, cultural, etc--of a country and external influences of states, international systems, geopolitical affairs, economic interconnectedness, etc.

The foreign policy of Bangladesh, like that of any other state is also primarily a projection of the country's socio-economic and political compulsions in international politics. The emergence of Bangladesh as an independent state in 1971 in South Asia appears to be a unique phenomenon in international affairs. Bangladesh's options in foreign policy appear to be limited because of its geographical location, small size of the territory and limited economic resources. It is apparent that the conduct of foreign policy of Bangladesh appears to be a delicate balancing act between preservation of sovereignty and pressures from external powers.



Constitutional provisions on foreign policy: The foreign policy of Bangladesh emanates from a number of provisions of the Bangladesh Constitution. These provisions are stated in **Article 25** of the Constitution. These are as follows:

(a) The State shall base its international relations on the principles of respect for national sovereignty and equality, non-interference in the internal affairs of other countries, peaceful settlement of international dispute, and respect for international law and the principles enunciated in the United Nations Charter, and on the basis of those principles shall Strive for the renunciation of the use of force in international relations and for general and complete disarmament;

(b) Uphold the right of every people freely to determine and build up its own social economic and political system by ways and means of its own free choice; and Support oppressed peoples throughout the world waging a just struggle against imperialism colonialism or racialism.

(c) The State shall endeavor to consolidate, preserve and strengthen fraternal relations among Muslim countries based on Islamic solidarity.

(d) The policy on declaration of war was mentioned in **Article 63** of the Constitution which states that war shall not be declared, and the Republic shall not participate in any war except with the assent of the Jatiya Sangsad.

(e) **Article 145(a)** on foreign treaty states: 'All treaties with foreign countries shall be submitted to the President who shall cause them to be laid before Parliament, provided that any such treaty connected with national security shall be laid in a secret session of Parliament'.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Principles of Bangladesh foreign policy: There are some principles maintained under the foreign policy of Bangladesh. Bangladesh is a member of various international key organizations such as the UN, the NAM etc. So the principles of Bangladesh foreign policy can't be controversial with the principles of these organizations. There are four basic principles of Bangladesh foreign policy. They are given below:

- **Friendship to all and malice towards none:** Bangladesh being a poor country is dependent on the foreign aid which is provided by the states with various ideologies. That is why the Father of the nation Bangabandhu said: 'We are a small country, we want friendship to all and malice towards none.'
- **Respect to the sovereignty, independence and territorial integrity of other states:** Bangladesh is a member of United Nations. The UN charter mentioned in article 2(4) that 'All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations'.
- **Non-intervention in the domestic matter of any state:** Article 2(7) of the UN Charter mentioned that, 'Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Charter VII. As a member of United Nations, Bangladesh included this policy in to her principle of foreign policy which gives assurances to others about Bangladesh's friendly respectful character.
- **World Peace:** Bangladesh wants peace in international arena, and it formulated world peace as one of the basic principles of her foreign policy as it is also related to her national security and development. There are various significance of this principles such as Bangladesh believes in peaceful cooperation, peaceful settlement of conflicts and peaceful changes in international arena.

The biggest challenge to evolving a foreign policy of Bangladesh to serve the best interests of the country will be to successfully bring the stakeholders such as the political parties, business groups, and civil societies into the loop in the process of formulation of foreign policy. Once Parliament is in place, the Parliamentary Committee for Foreign Affairs should be given a major role in foreign policy formulation where bipartisanship of political parties in approaching foreign policy issues should be made indispensible.

Role of Banking Sector in Economic Growth of Bangladesh

Bangladesh has come a long way in its economic growth. From US$ 5.70 billion in 1972, the gross domestic product (GDP) increased to US$ 285.82 billion in 2018. The Bangladesh economy is the 42nd largest in the world in nominal terms and 31st largest in terms of Purchasing Power Parity (PPP). Recently, Bangladesh graduated from least developed country (LDC) status to a lower middle income country, and hopes to become a developed country by 2041. And in that case, Bank is the main stream of the financial system of a country which is contributing a lot.

Role of Banking Sector in Economic Growth: Commercial banks have been playing an important role in the economic development of Bangladesh. They provide investible funds to both the public sector, and specially the private sector. Further, banks have played a significant role in respect of the four major drivers of economic growth in Bangladesh as discussed below.

1. **Financing RMG sector:** Within the apparel sector, the RMG sector received the highest proportion of financing from banks, and the volumes and proportions have increased between 2014 and 2017. Import payments have been increasing over the years. Total import payment increased more than two times from US$ 21,629 million during 2007-08 to US$ 43,663.0 million during 2016-17.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

2. **Facilitating remittances:** Banks play a major role in facilitating remittances by migrant workers. Bangladesh Bank (BB) strengthened surveillance on hundi -- the illegal outlet that many migrant workers use to send money home.
3. **Credit to agricultural sector**: The government has given highest priority to agriculture and its allied sectors for adequate credit with low cost. Between 2013 and 2017, banks' loan disbursement exceeded the target; and the crop sub-sector received about one-half of total agricultural credit, followed by livestock and other agriculture activities.
4. **Adequate funding for SMEs:** Bangladesh Bank in 2010 formulated the "SME Credit Policies and Programmes" aimed at helping SMEs in achieving sustainable inclusive growth. Under this programme, the BB does not impose targets on commercial banks and non-financial institutions (NBFIs). Since 2012, both the targets and actual disbursements have been increasing. During FY17, while the target was BDT 1338.6 billion, BDT 1439.7 billion was disbursed by all banks and NBFIs among 697,000 cottage, micro, small and medium sized enterprises. Women-led entrepreneurs received special emphasis, with 49,000 of them receiving BDT 45.1 billion.



Figure: Credit to SMEs by Banks

Other Contributions:

5. Grant loans to women entrepreneurs at reduced interest rate
6. Employment both in banking sectors and in the projects where loans are being given.
7. Facilitating transactions among public and commercial units.
8. Giving security and stability to the deposits.
9. Formulating capitals and investing them in economy.

The banking sector, however, is faced with various challenges, which include weak management, poor governance, lack of strong leadership, and non-compliance with ethical standards leading to various types of banking scams such as money laundering and Non-Performing Loans (NPLs). Proper steps need to be taken to stop those problems so that banking sector can work smoothly and can contribute to the economy.

Bank, It's Function, Products & Services, Role in Economic Development and CSR

Bank: A bank is a financial institutions licensed to receive deposits and make loans. Banks may also provide financial services such as wealth management, currency exchange, safe guarding, consultation and utility bill payments etc.

Types of Bank:

(A) On the basis of enlistment:

1) **Scheduled Banks**: The banks that remain in the list of banks maintained under the Bangladesh Bank Order, 1972.
2) **Non-Scheduled Banks**: The banks which are established for special and definite objective and operate under any act but are not scheduled Banks. These banks cannot perform all functions as scheduled banks can do.

(B) On the basis of function:

1) **Commercial Banks**: Commercial banks are the banks that accept money in the form of deposits from the public and give loans and advances to its customers by charging interest. The primary motive of commercial banking is making money, i; e: being profitable.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

2) **Co-operative Banks**: Co-operative banks are the banks whose main objective is to provide financial assistance to economically weaker sections of the society. Cooperatives banks are owned by members (usually their customers) rather than shareholders. As a result, they prioritize maximizing customer value over profits.
3) **Central Bank:** A central bank is a monetary institution, which fully controls the production, circulation, and the supply of money in the market, seeking to regulate the member banks and stabilize a nation's economy and national currency. Central bank is considered as the apex institution of the country's money market.
4) **Foreign Exchange Banks**: Foreign Exchange Banks are the banks which provide finance for foreign trade.
5) **Exchange Banks**: Exchange Banks are the banks which operate by financing the imports and exports of a country.

Functions of Modern Bank: As a financial institution Bank perform the activities mainly: collect deposits, give loan and advances etc. as well as works for social and economic development of a country. The modern function of a bank is divided into two parts mainly:

(A) **Micro Functions:**
1) **Receiving deposit:** Banks mobilize scatter small savings across the country through current, saving and fixed deposits account.
2) **Allowing interest:** Banks allow interest on depositor's money depending on the nature of deposit account.
3) **Extension of credit and receiving interest:** From the accumulated capital, bank gives loans to manufacturing and trading firms (deficit households). Interest received on these loans represents the main sources of income for the bank.
4) **Creation of medium of exchange**: Banks issue cheque and other negotiation instruments which can be transferred many times for payment settlements.
5) **Giving cheques:** Commercial banks provide cheque facilities to their account holders for the withdrawal of their deposits.
6) **Formation of capital:** Banks accumulates small saving from public and thus from large amount of capital.
7) **Circulation of money:** Banks issue cheques and other negation instruments. Thus velocity of money increases many times and economic activity is boosted.
8) **Act as a trustee:** Commercial banks act as trustees by providing their customer with locker facility to deposit their valuable assets and securities.
9) **Exchange negotiable instruments:** Banks issue and purchase different types of negotiable instruments like promissory notes, bill of exchange etc.

(B) **Macro Function:**
1) **Investment of capital:** Banks accumulate small saving from public and thus from large amount of in profitable sector. By investing capital in productive sector will boost up the economy of a country.
2) **Role in Economic Development:** Specialized banks channelize fund for development and growth of a specific sector of the economy. As a result, a balanced economic development of all sectors is ensured.

Products/Services of Bank: Various types of deposit accounts, special saving schemes and different categories of loans are the product of the Banks. Different banks offer for its clients to different type of account and loans which is convenient to its client.

Various types of account	Different types of loans
1. Savings account. 2. Current account. 3. Short-term deposit account. 4. Secured overdraft Loan. 5. Cash credit loan, 6. Saving insurance. 7. Double deposit insurance scheme.	1. Term loan (Industrial) 2. Agricultural loan. 3. House building loan. 4. Transport. 5. Packing credit loan. 6. Consumer credit loan. 7. Lease Finance.

Role of Banking Sector in Economic Development:

1. Trade development
7. Increase in saving.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

2. Safe custody
3. Agricultural development.
4. Industrial development.
5. Development of foreign trade.
6. Transfer for money.
8. Assistance to government.
9. Increase in employment.
10. Credit creation.
11. Financial advice.
12. Increase in investment.

Different type of Corporate Social Responsibilities a Bank Does (CSR):

1. Provide aid to the educational institution.
2. Provide aid to medical facilities for poor people.
3. Provide financial aid to cultural development.
4. Finance in sectorial development of the country.
5. Provide financial aid and training facility for the poor people of rural area.
6. Provide financial aid during natural disasters faced by the people of coastal area.
7. Provide financial aid to sports development.
8. Provide finance in infrastructural development of the country.
9. Plant trees to encourage afforestation.

A bank is a depository financial institution which collects fund from the savers in small unit in exchange of a low interest and lends money to the deficit units at a higher interest rate. The difference between the interest rate is the motive of the bank.

Banking and Rural Development in Bangladesh

Rural banking is the producer of oxygen as they are producing edible product for living of the urban. The present advanced financial technology must reach to rural banking infrastructure to conduct the rural areas economic activities.

— International Journal of Science and Research (IJSR)

Bangladesh is one of the most densely populated countries in the world with a population of 170 million living in area of 56,977 square miles. 35% make up the urban population while 65% live in rural Bangladesh. Rural men and women are heavily involved in agricultural farming and the cottage industry while the urban population is involved in business, trade and finance industries.

Banks' Contributuion in Rural Development: The role of bank in rural development is manifold. Banks are functional in the processes of savings, capital formation, investment, production in the rural areas.

1. **Establishment of RAKYB and BKB:** The government established two specialized banks in the country, namely Bangladesh Krishi Bnak (BKB) and Rajshahi Khishi Unnayan Bank (RAKYB) for the greater Rajshahi Division. These banks are mostly financing the agriculture and cottage industry in rural areas. The overdue loans of RAKUB and BKB in agriculture were 29.8% and 15.4% respectively at the end of FY2019.
2. **Micro-credit:** The micro credit program, primarily introduced by Grameen Bank and now by many is now playing an important role for the well being of the poor. Poor people can borrow money to invest in their different small projects without providing any collaterel through it.
3. **Bangladesh Bank:** The central bank of Bangladesh is continueously working, regulating and coordinating with different banks and NGOs to accelerlate the level of rural development. Those banks and NGOs are not only providing loans but also giving advices and consultation to successfully manage the projects.
4. **Development of Agricultural Sector:** The primary source of agricultural credit in BKB was 28%, 6.3% in RAKUB and 47.4% in private commercial banks as per the disbursement record of FY2019. Besides, foreign banks (2.9 percent) and local state-owned commercial banks (15.4 percent) are also playing a vital role as a source of agricultural finance.
5. **Credit to SME Sector**: RAKYB and BKB are financing the cottage , small, medium and large enterprises/industry in the agriculture sector such as cold storage, rice mill, spice grinding, wooden and cane furniture, utensils made of mud, bricks, etc, both for domestic use and export.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com



Figure: Credit to SMEs by Banks

- Banks plays a crucial role in rural capital formation. Bank collect the dispersed savings of the rural people through different deposit schemes. Then distribute loans to them for starting a productive as well as any other self-sufficient economic activity.
- Banks provide the rural small businessmen with loans from deposited money which plays a crucial role in rural development. Specially, the microcredit programs of different banks made the rural landless people bankable and provided them with required capital for business and other economic activities.
- Banks can provide our unemployed youths with training and loan to start business.

The rural sector is central to Bangladesh's development strategy and agriculture has a pivotal role in rural growth. In order to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs), rural economic development is the precondition. Bangladesh Bank, government and different commercial and specialized banks are now working for it.

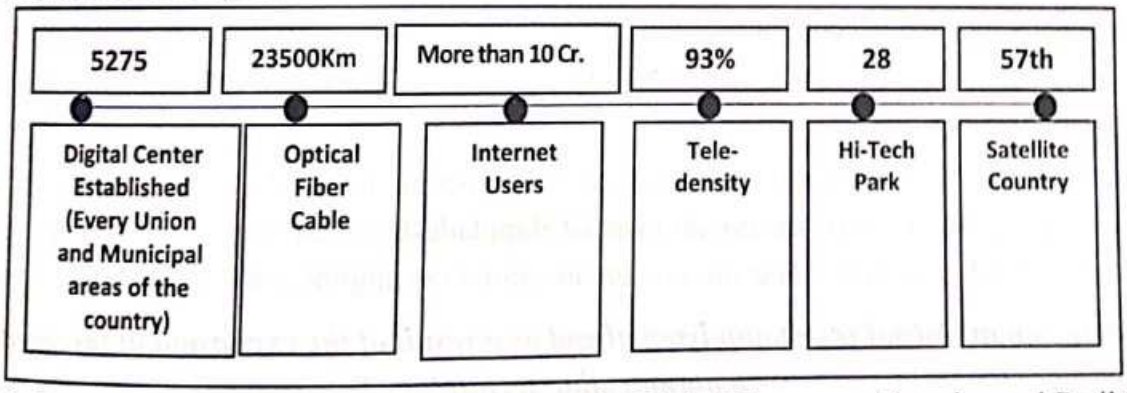
Digital Economy: Shaping a New Bangladesh

"Bangladesh is one of the top four countries in terms of 'improvement and remarkable growth' in digital economy in the last four years."

— Huawei Global Connectivity Index (GCI)-2019

The digitalization of a country's economy not only drives innovation in its service industry, but it also fuels domestic job opportunities, enabling faster economic growth. In the quest to lower costs and risk, many large corporations in developed nations like the US, UK, and Australia are turning to IT outsourcing from countries including Bangladesh, leading to a recent boom in freelancing.

Digital Economy: Digital economy refers to an economy that is based on digital computing technologies, although we increasingly perceive this as conducting business through markets based on the internet and the World Wide Web. The digital economy is also referred to as the Internet Economy, New Economy, or Web Economy. Bangladesh has improved a lot in this sector.



The term 'digital economy' was first coined in a book "The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence" by author Don Tapscott in 1995.

Three Main Components of Digital Economy:

1) E-business infrastructure (hardware, software, telecom, networks, human capital, etc.),
2) E-business (process, conducts, ways),
3) E-commerce (B2B, B2C, C2C, G2C in transferring of goods).

Key features of 'Digital Economy':

1) Mobility (Mobility of intangibles, Mobility of business functions)
2) Reliance on Data
3) Network effect

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

4) Multi-sided market
5) Tendency to oligopoly and monopoly formation

Merits of Digital Economy: Digital economy has given rise to many new trends and start-up ideas. Almost all of the biggest companies in the world (Google, Apple, Microsoft, and Amazon) are from the digital world. Let us look at some important merits of the digital economy.

1) **Promotes Use of the Internet:** If one thinks about it, most of one's daily work can today be done on the internet. The massive growth of technology and the internet that began in the USA is now a worldwide network. So there is a dramatic rise in the investment on all things related – hardware, technological research, software, services, digital communication etc. And so this economy has ensured that the internet is here to stay and so are web-based businesses.
2) **Rise of E-Commerce:** The businesses that adapted and adopted the internet and embraced online business in the last decade have flourished. The digital economy has pushed the e-commerce sector into overdrive. Not just direct selling but buying, distribution, marketing, creating, selling all has become easier due to the digital economy.
3) **Digital Goods and Services:** Banking and insurance services are now available online. There is no need to visit one's bank if one can do every transaction online. So certain goods and services have been completely digitized in this digital economy.
4) **Transparency:** Most transactions and their payment in the digital economy happen online. Cash transactions are becoming rare. This helps reduce the black money and corruption in the market and make the economy more transparent.

Demerits of Digital Economy:

1) **Loss in Employment:** The more we depend on technology, the less we depend on human resources. The advancement of the digital economy may lead to the loss of many jobs. As the processes get more automated, the requirement for human resources reduces.
2) **Lack of Experts:** Digital economy requires complex processes and technologies. To build the platforms and their upkeep require experts and trained professionals. These are not readily available, especially in rural and semi-rural areas.
3) **Heavy Investment:** Digital economy requires a strong infrastructure, high functioning Internet, strong mobile networks and telecommunication. All of this is a time consuming and requires huge capital. In a developing country like ours, development of the infrastructure and network is a very slow, tedious and costly process.

The government should focus on turning unemployed young people into tech-wavy workers and engage them in IT-based freelancing. In this way, the government of Bangladesh can attain its goal of translation the vision of digital Bangladesh into reality by focusing on human capital development for the global digital economy.

"We can see an industrial revolution lying ahead as a result of the expansion of information and communication technology."

— PM Sheikh Hasina

Importance of ICT/E-banking/Use of IT in Banking Sector/E-banking

Science and Technology have made our life easier, comfortable and dynamic. Computer technology has superseded the analog system. Tremendous changes have been bought in our banking sector.

Information Technology (IT)/E-banking: Generally using IT in the Banking sector is known as E-banking where Transaction and Relationship between banks and clients grow through electronic devices instead of paper documents.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Importance of ICT/E-banking: The importance of ICT in banking sector has three directions. These are:

(A) **For the customer:**

1. **Anytime banking-Anywhere Banking:** ATMs offer non-stop cash withdrawal, remittances and inquiry facilities. Customers can transact form any of these branches through computerized network.
2. **Remote Banking:** Remote terminals at the customer site connected to the respective branch through a modern enables the customer to make inquiries regarding his accounts online, without having to move from his office.
3. **Self-inquiry facility:** It offers facility for logging into specified self-inquiry terminals at the branch to inquire and view the transactions in the account.
4. **Tele-banking:** It is a 24-hour service through which inquiries regarding balances and transactions in the account can be made over the phone.
5. **Electronic Banking:** This enables the bank to provide corporate or high value customers with a Graphical User Interface (GUI) software on a PC to inquire about their financial transactions and accounts, cash transfers and cheque book issue etc.

(B) **For the bank:** Banks applied IT to a wide range of back and front office tasks in addition to a great number of new products. The major advantages for the bank to implement IT are:

1. Availability of a wide range of inquiry facilities, assisting the bank in business development and follow-up.
2. Immediate replies to customer queries without reference.
3. Automatic and prompt generation of report and carrying out of standing instructions on due date.
4. Fast and up-to-date information transfer enabling speedier decisions.

(C) **For the employees:** IT has increased their productivity through the followings:

1. Avoidance of duplication of entries due to existence of single-point data entry.
2. Accurate computing of time consuming jobs such as balancing and interest calculation on due dates.
3. Automatic printing of craving schedules, deposit receipts, pass book/pass sheet, freeing the staff from time consuming jobs.

Uses of IT in the banking sector or E-banking:

1. Automated Teller machine (ATM): An ATM is simply a data terminal with two input and four output devices. A person can transfer money through ATM cards 24 hours.
2. SMS Banking: SMS allows you to do some banking inquiries on your mobile from anywhere under the mobile network coverage in a country.
3. Tele Banking: One can transfer his transaction through mobile without going to bank. By using tele-banking one can have the following facilities:
   - ✓ Money withdraw
   - ✓ Money transfer from one account to others
   - ✓ Payment utilities bills etc.
4. Online Banking: Online banking is a term used to perform transactions, payments etc. over the internet through a bank's secure website.
5. Post Terminal Banking
6. Alert banking
7. IVR (Interactive Voice Response)

Recommendations of E-Banking for Bangladesh:

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

1. Need to establish more ATM booths.
2. Banking problems should be solved quickly
3. The decision making process should be faster.
4. SME section of banking should be more flexible.
5. Government should be pioneer to develop the ICT infrastructure.
6. Bangladesh Bank should insist the commercial and specialized banks to use the latest technologies in banking activities.

Using technology in the banking sector expedites our daily work, reducing times and sufferings. Today people need not to carry any bank cheque or cash money rather it is enough to carry just a plastic cards.

Impact of IT in Banking Sector

Prospect of E-Banking in Bangladesh is very crucial. Bangladesh has been connected with the information high way on 20th of May, 2006. It is a landmark of ICT sector of Bangladesh. We can take on the ICT facilities through e-banking.

Role/Impact of Information Technology (IT) in Banking Sector/Prospect of E-Banking in Bangladesh:

(A) Positive Impacts:

1. E-banking/IT can reduce operation costs to banks.
2. Banks are expanding their services, offers and new products through E-banking/IT.
3. Continued development of e-banking/IT and electronic money may contribute to improving the efficiency of banking and payment system.
4. Banks have been increasing there own size and financial strength and expanding in scope of e-banking/IT.
5. Every year banks experience traditional transaction worth of Tk. 170 crore, while online transaction is worth of Tk. 200 crore.
6. Through using IT, there is an increase in efficiency level of bank employees and the amount of profit of the banks.
7. Mobile banking, E-cash, ready cash, master card, VISA card, ATM booth etc have reduced the possibility of bank scandal.
8. Gas bill, electricity bill, water bill etc can be paid through online.

(B) Negative Impacts: Though introduction of IT has brought about a revolutionary change in banking sector, it has some dark sides too. Here these are:

1. Traditional banks find it difficult to built new computer technology with their old systems. As a result, their IT cost is higher than expected and IT integration takes too much time.
2. Security of information systems was found to be very vulnerable in general. The fact that 'Hackers' can still get into banking IT systems easily without inside help demonstrate the magnitude of the problem.
3. IT fraud is also a major problem of the banking industry especially where plastic cards are concerned. A number of incidents of IT fraud are increasing in many countries with an alarming rate.

Using technology in the banking sector expedites our daily work, reducing times and sufferings. Today people need not to carry any bank cheque or cash money rather it is enough to carry just a plastic cards.

How to Confront Cyber Crimes in Financial Sector

"The financial industry experiences greater losses from cybercrime than any other sector, reportedly experiencing attacks three times as often as other industries."

— Financial Express

Cybercrime: Cybercrime generally refers to the use of a computer as an instrument to further illegal ends, such as committing fraud, trafficking in child pornography and intellectual property, stealing identities, or violating

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

privacy. In the banking and financial sector, illegal money transfer and removal from one to another account are identified as cybercrimes.

Example: ATM frauds, E-money laundering and credit card frauds are the most witnessed cybercrimes in the banking sector.

Cybercrimes in Banking Globally:

- Stealing of personal information of more than 2.9 million credit card customers of Barclays and Stander Banks UK in 2013.
- On December 2, 2015 Sonali Bank Ltd. network was hacked to a 2 hrs.
- In February, 2016, Skimming attacks in six ATM Booths of three commercial Banks.
- The Largest cyber crime in the history of Bangladesh was held February 2017 and stole $101 million from Bangladesh Bank account with Federal Reserve Bank of New-York.

Cybercrimes in context of Bangladesh:

- The theft of $101 million from the reserves of the Bangladesh Bank has proved the vulnerability of financial institutions to cyber-crime syndicates. In February 2016, the hackers accessed to the Transfer code of Bangladesh Bank and send payment transfer requests worth $1 billion to the Federal Reserve Bank of United States. They requested the funds of Bangladesh be transferred to a bank in the Philippines. The hackers misspelled the name of the non-profit organization in Sri Lanka against which the transfer was requested. But the hackers were successful in siphoning $81 million in the initial four transactions. The theft of such a large amount from national reserves astonished many in Bangladesh and abroad.
- Again Taka 1,00,00,000 was withdrawn from ATMs of several banks by fraudsters. The government claims that the present fraud took place due to management failure of the payment system and the IT department.
- Repetition of such incidents will affect the economy. Protecting financial sectors from future cybercrimes is need of the hour. Bangladesh has made significant economic growth in past few years; the country had maintained more than 6% growth in the past 10 years. Given the rising incidents of cybercrimes, those success are now facing threat.

Protecting financial sectors from future cyber-crimes: Cyber security is one of the greatest concern at this moment. Given the rising occurrences of cybercrimes in Bangladesh, there is critical requirement for redesigning the nation's monetary groundwork offering administrations over the electronic network.

The government has also formulated a cyber-security law. Despite that, there are uncertainties over preventing the culprits of such violations may be difficult unless it gets assistance from international safety standard, training and information sharing.

How to confront cybercrimes:

1. Enactment of appropriate cyber lows, which are indispensable to legalese and regulate the interment in the country.
2. Installing Anti-skimming devices to the ATM booths
3. Providing IT related training for skill development.
4. Monitoring over the IT related issues.
5. Mandatory adoption IT related precaution to avoid such incident.
6. Testing hazard incident.
7. Treating cyber security as a collective responsibility by all financial institutions
8. Engaging with regulators to understand what other peer organizations are doing to cyber crimes and adopt 'best in class' practice.
9. Use of EMV (Europay, Mastercard & Visa) Standard card to avoid skimming
10. Using strong passwords.

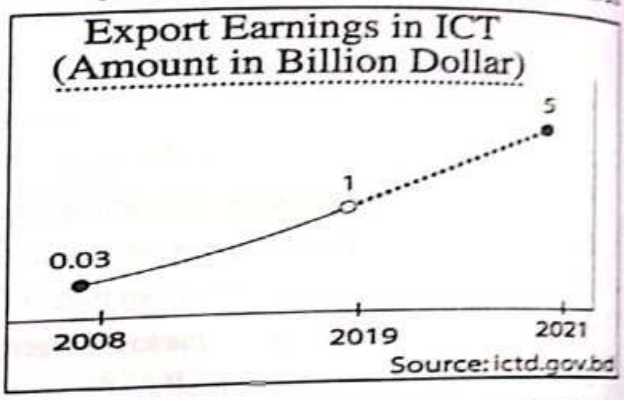
Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

11. Using antivirus software.
12. Blocking spy ware attacks.
13. Activating firewall.
14. Securing wireless network.
15. Educating employees at all levels about cyber threats.
16. Creating customer awareness.

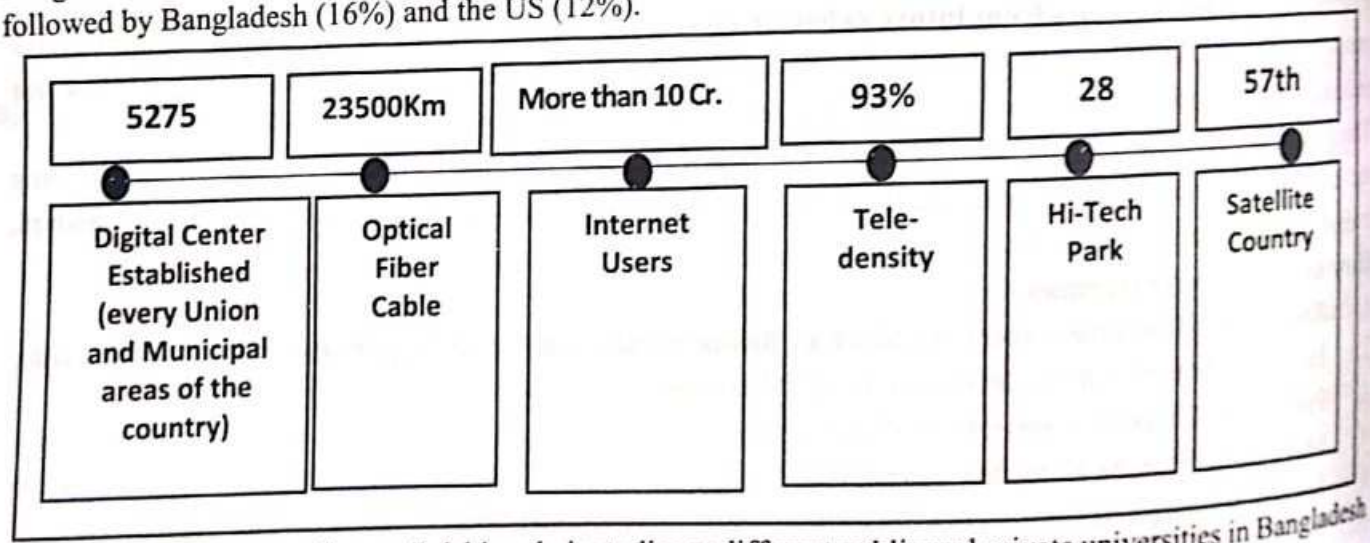
It is high time for the banks to concentrate on cyber risk management and mitigation. As the regulatory authority of the banking sector, Bangladesh Bank should also ensure mandatory compliance of cyber risk management and cyber security governance for the operating banks. Banks should make their clients aware of the latest Information Technology (ICT) Act to combat cyber-crime.

Freelancing: A Solution to the Unemployment Problem of Bangladesh

Freelancing jobs include everything from computer programming to web design, tax preparation, and search engine optimization. Freelancing offers many advantages, including the freedom of the clients and projects, access to the global market, and flexibility over the location. Most importantly freelancers can avoid the long, frustrating hours commuting in traffic in the Bangladeshi capital of Dhaka. Consequently, freelancing has become a popular career option for many Bangladeshi people, offering a new and flexible source of income that suits their lifestyles.



As a result, Bangladesh has already become the second-largest supplier of online labor. About 5,00,000 active freelancers are regularly working out of 6,50,000 registered freelancers in the country, generation $100 million annually, according to the ICT Division of Bangladesh. India is the largest supplier of online labour, with close to 24% of total global freelance workers, followed by Bangladesh (16%) and the US (12%).



Thousands of graduates who are finishing their studies at different public and private universities in Bangladesh are failing to find suitable positions in the job market each year.

As a result, the rate of educated unemployment in the country is increasing exponentially. However these young employment people can easily start their career by taking some IT training and freelancing online. By doing so, they not only make a living but also contribute to the economy by earning a salary in a valuable foreign currency.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Challenges in Freelancing: Government initiatives to develop the ICT service sector, such as creating a high-tech park in every district, coupled with the low-cost workforce, have made Bangladesh a key player in global outsourcing market. Nevertheless, several challenges hinder the growth of this industry in Bangladesh.

- ✓ The absence of an uninterrupted power supply
- ✓ A lack of quality internet services
- ✓ Higher broadband prices
- ✓ The lack of an easy payment system (especially for receiving payments from foreign clients)

The government should focus on turning unemployed young people into tech-savvy workers and engage them in IT-based freelancing. In this way, the government of Bangladesh can attain its goal of translation the vision of digital Bangladesh into reality by focusing on human capital development for the global digital economy.

"We can see an industrial revolution lying ahead as a result of the expansion of information and communication technology."

— PM Sheikh Hasina

Agent Banking

Agent Banking has been a catalyst in financial inclusion in Bangladesh. According to a report by the Bill & Melinda Gates Foundation, participation in financial services in the country has increased to reach an all-time high of 47 percent in 2018 as a result of a 5 percentage-point surge (20% to 25%) in registered bank users. The aggressive growth of agent banking has been credited for this surge. The latest data from Bangladesh Bank shows there are 7.6 million accounts associated with agent banking in July 2020, representing year-over-year growth of 114 percent.

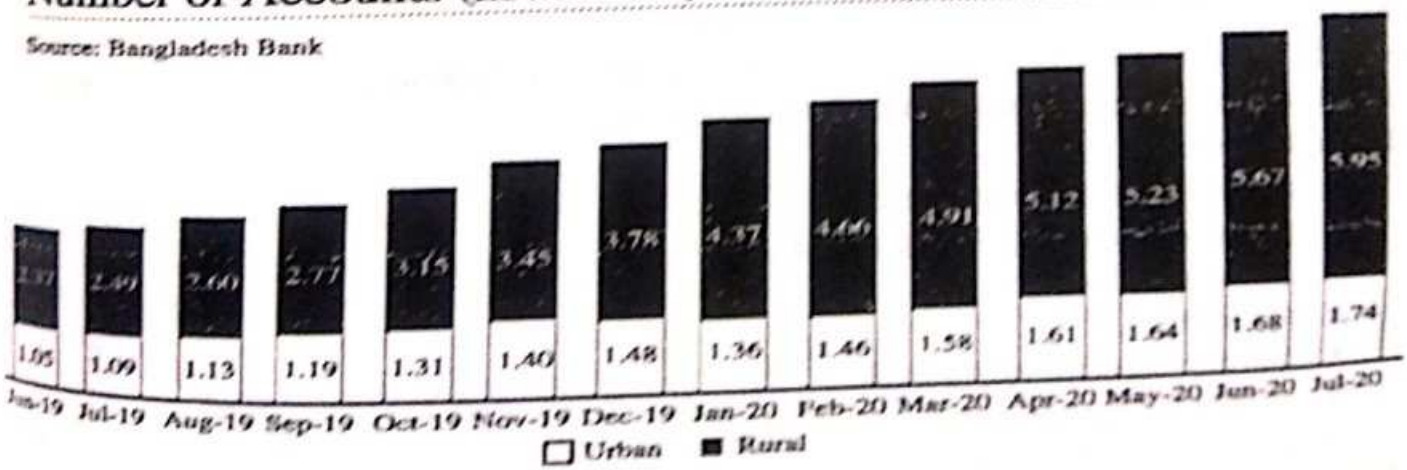
Agent Banking is defined as the banking services provided outside of regular bank branches by engaged agents under a valid agency agreement. It was first introduced in Bangladesh by Bangladesh Bank (BB) in 2013. The aim is to provide financial services to the underserved and poor segments of the population, especially those from the geographically dispersed locations. The latest report from the central bank shows there are 28 banks having agent banking licenses with 23 in operation. With 3 million accounts, Bank Asia leads in the number of accounts opened through agent banking with a share of 40.8 percent. This lead is followed by Dutch-Bangla Bank Limited (DBBL) with 33.5 percent, Islami Bank Bangladesh Limited with 10.23 percent, Al-Arafah Islami Bank with 3.6 percent, and Agrani Bank Limited with 2.56 percent shares.

"The main purpose of agent banking is to bring and introduce banking services to the rural and unbanked people through agents where the physical structure of a bank is not established."

Central bank data says agent banking is concentrated in two banks, with DBBL and Bank Asia covering more than 86% of agent banking accounts. By the end of March 2018, a total of 884,680 accounts were opened through DBBL and 380,936 accounts through Bank Asia.

Number of Accounts (in million) associated with Agent Banking

Source: Bangladesh Bank



Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Factors for Adoption: The higher growth of rural accounts shows that agent banking is providing banking services to the main group of the population that has been deprived of these services previously. The following factors for such high adoption of agent banking by the previously financially excluded groups:

i. **Acceptability of the agent by locals:** Licensed banks try to select locally known and acceptable individuals/institutions from these eligible entities as agents. The familiarity of the selected agents among the local population helps convince the latter to form bank accounts.

ii. **Proximity and hospitality of outlets:** The formal physical environment of a typical retail bank branch is often perceived as alien by a prospective rural bank account holder. On the other hand, an agent bank outlet is located in a prospective customer's known environment and conducted by someone known. These features make the outlet environment accommodating to the customer so that he/she is comfortable going to the outlet and carrying out banking activities.

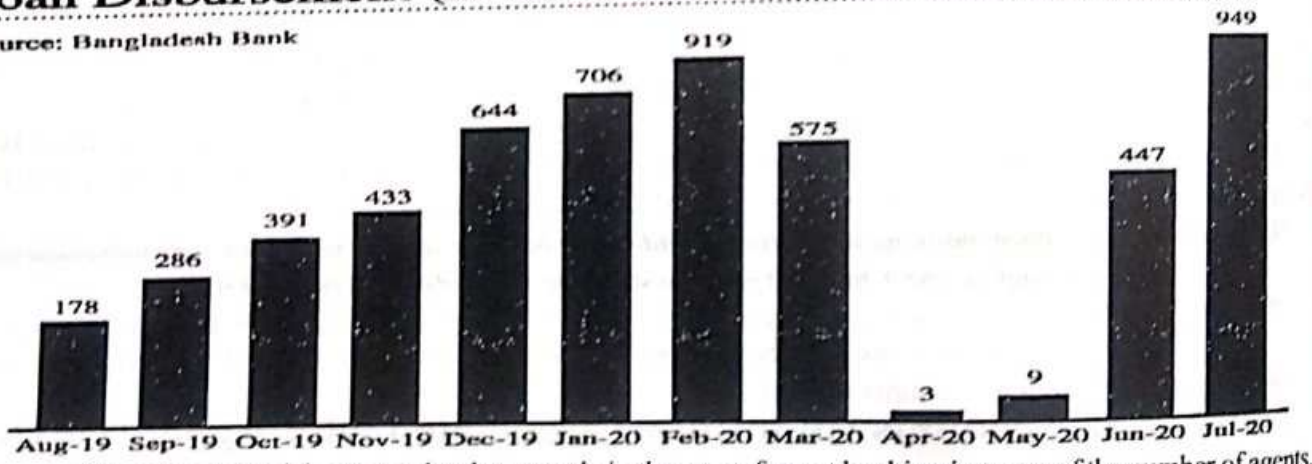
iii. **Use of IT devices to reduce hassles:** All agent banking outlets are equipped with IT devices like point of sale (POS) devices with biometric features, barcode scanner to scan bills for bill payment transactions, and Personal Identification Number (PIN) pads. Typical banking operations would require the usage of identification cards, numbers, and codes to make transactions. Most people in rural areas do not maintain all of these documents. But with the help of the aforementioned devices, agent banking customers can easily carry out activities using only the customer's fingerprint or mobile number.

According to a research paper titled, "Alternative delivery channel: Opportunities and challenges of the new banking environment" by Bangladesh Institute of Bank Management (BIBM), agent banking has become popular because of its benefits for both the banks and clients, while the country's economy is also being benefited through financial inclusion.

As of March 31, this year, six banks have disbursed Tk122.25 crore in credit through their agent banking outlets.

Loan Disbursement (in BDT million) by agent Banking

Source: Bangladesh Bank



Challenges: Though substantial progress has been made in the area of agent banking in terms of the number of agents, accountholders and deposits, there are a number of challenges confronting the growth of this new tool of banking. The BIBM research paper identified seven challenges for banks.

The challenges are:

- selection and monitoring of agents,
- cheque book issue and clearing cheque,
- limited transaction time,
- power failure,
- cash carrying or management risk,
- physical and cyber security,
- and settlement of complaints.

Eligible Entities:

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

i. NGO-MFI's regulated by Micro credit Regulatory Authority of Bangladesh;
ii. Other registered NGOs;
iii. Cooperative Societies formed and controlled/supervised under cooperative Society Act. 2001;
iv. Post Offices;
v. Courier and Mailing Service Companies registered under Ministry of Posts & Telecommunications;
vi. Companies registered under 'The companies Act, 1994';
vii. Agents of Mobile Network Operators;
viii. Offices of rural and urban local Government Intuitions;

Agent banking opportunities in Bangladesh: In a country where about 41.0 per cent of the total work force is involved in the agricultural sector and bulk of them resides in the rural areas, agent banking is certainly going to play a very important role in the financial inclusion. To go with that, one must not forget that a large number of population is not educated. So, reaching them through Mobile Financial Services (MFS) may be tricky. That is why agent banking concept will play a vital role in the upcoming days.

The main target customers will be:

- Rural families having one member working in different cities.
- Rural families having one member working in abroad.
- Rural families have members studying in the city.
- Farmers who buys fertilizers and seeds from distant market.
- Farmers who normally do contract farming.
- Rural families who receive funds from different national and international NGOs.
- Freedom fighters and other group who receives grant from the government.
- Workers participating in food for work program of Bangladesh government.

The overall strategy of agent banking in Bangladesh: The overall strategy for expanding agent banking in Bangladesh is to gain commitments from government, donor, and private-sector stakeholders to use agent banking for a selected set of recurring cash payment streams. Critical mass can be achieved by concentrating agent banking activities in a specific geography, and the economics for deploying agent networks and recruiting participating merchants becomes more viable. Including additional geographies tied to domestic remittance corridors, will also add scale and support future nationwide expansion. Studies indicate that developing the correct pricing strategy for agent banking products and services in critical to the venture's commercial success and sustainability. A recommended fee structure was developed by using benchmark data from other mobile money markets and discussing pricing strategies with major mobile money providers in Indonesia. This fee structure was incorporated into the financial projections for the business plan.

Agent Banking Services: The following services will be covered under Agent Banking;

i. Collection of small value cash deposits and cash withdraws (ceiling should be defined by BB from time to time);
ii. Inward foreign remittance disbursement;
iii. Facilitation utility bill payment;
iv. Cash payment under social safety net program of the Government; Facilitating fund transfer (ceiling should be determined by BB from time to time);
v. Balance inquiry
vi. Post sanction monitoring of loans and advances and follow up of loan recovery.
vii. Receiving of clearing cheque.
viii. Other functions like collection of insurance premium including micro-insurance etc.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

In fact, agent banking is a limited scale banking and financial service for persons under a valid agency agreement, rather than a teller or cashier, according to Bangladesh Bank agent banking guideline 2013. An agent, who is a third-party owner of an outlet, conducts banking transactions, such as cash deposit, cash withdrawal, account opening, account inquiries, small-amount loan disbursement, loan recovery, fund transfer and paying bills under the government safety net programs on behalf of a bank.

According to 'The Global Findex Database 2017', in Bangladesh the percentage of 15-plus people having an account is 50.0 per cent and only 35.0 per cent of them are woman.

So, a large portion of the country's population is still unbanked. To reach them, agent banking will play an important role.

It is evident that agent banking can serve as an important tool for inclusive growth for a country like Bangladesh.

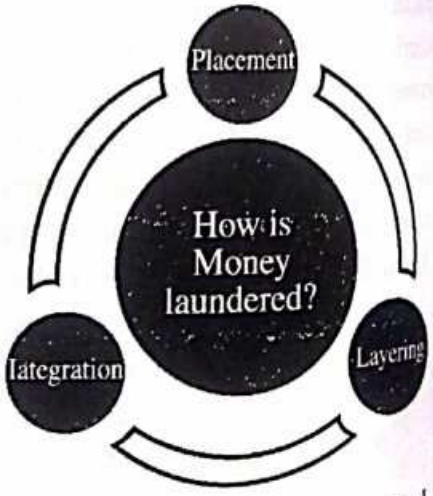
Finally, a holistic effort by the government, Bangladesh Bank, commercial banks, MFIs as well as mobile companies can create awareness among people in using agent for different financial services. It can work wonders in financial inclusion and enhancing financial activity. If the vibrant banking sector puts relentless efforts by following the proper guidance of the central bank, agent banking can prove an effective tool for enhancing financial inclusion and materializing the dream of a poverty-free Bangladesh.

Money Laundering: Bangladesh Perspective

Money Laundering refers to converting illegal earned money into legitimate money. The government does not get any tax on the money because there is no accounting of the black money. So Money Laundering is a way to hide the illegally acquired money. Money Laundering refers to converting illegally earned money into legitimate money. So Money Laundering is a way to hide the illegally acquired money. In the method of money laundering; money is invested in such a way that even the investigating agencies can't trace the main source of wealth. The person who manipulates this money is called "launderer". So the black money invested into capital markets or other ventures returns back to the real money holder as the legitimate money.

Steps involved in Process of Money Laundering:

1. **Placement:** The first step in this process is the investment of black money in the market. The launderer deposits the illegal money through different agents and banks in the form of cash by having a formal or informal agreement.
2. **Layering:** In this process, the launderer hides his real income by making foul play. The launderer deposits funds to investment instruments such as bonds, stocks, and traveler's checks or in their bank accounts abroad. This account is often opened in banks of those countries which do not reveals the details of their account holders. So in this process the ownership and source of money is disguised.
3. **Integration:** The final stage at which the 'laundered' property is re-introduced into the legitimate economy or Returning the money back into the financial world as legal money.



Money laundering in perspective of Bangladesh:

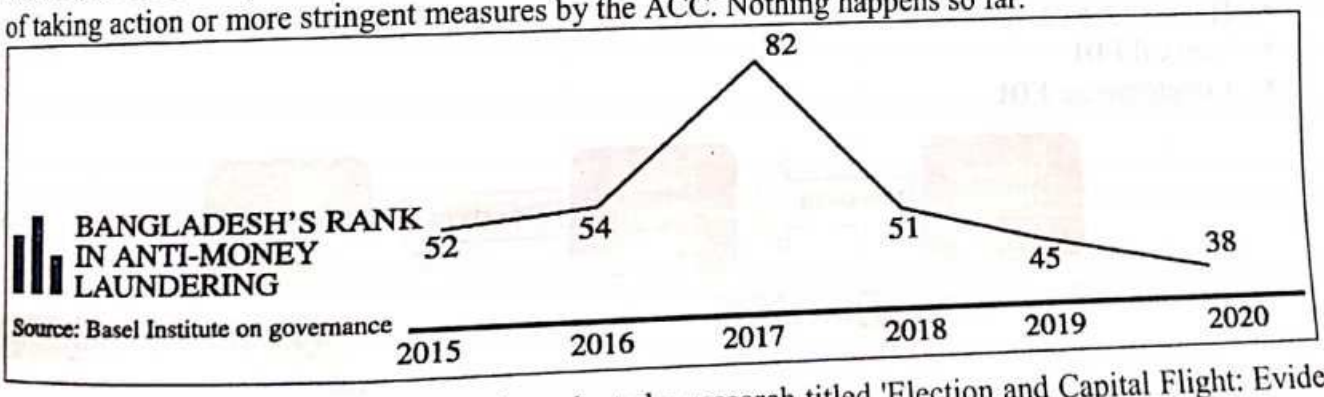
"Any crime is bound to flourish when laws and regulations are not enforced and violators are not held accountable. This is exactly what has been happening with money laundering in Bangladesh."

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

—Dr Iftekharuzzaman, Executive Director of Transparency International Bangladesh,

Higher levels of corruption are often associated with large underground or black economies. A 2018 study by IMF estimated the size of the underground economy in Bangladesh to be around 30 per cent of gross domestic product (GDP), the average for the period 1991-2015 being 33.59 per cent. It, however, incorporated mostly legal economic activities and tried to overlook illegal or criminal activities such as gambling and prostitution, as well as 'do-it-yourself' and household work.

- Maximum black money is generated through transaction of spurious goods, drugs trade and human trafficking, according to the Washington-based think-tank Global Financial Integrity (GFI). No reliable research has shown black money returning to the mainstream economy in a big way when opportunity for whitening is provided. In fact, the main destinations of black money are foreign territories. For example, a large chunk is deposited in Swiss banks, as the 'Swiss Banking Act' of 1934 ensures non-divulgence of information about individual depositors. And some are transferred to tax havens like the USA, Canada, the UK, the UAE, Thailand or Singapore through purchase of properties or setting up of companies.
- Therefore, most of the black money generated in Bangladesh is laundered abroad, with only a negligible portion remaining in the country. Although the fortunes of Swiss banks have dwindled over recent years, deposits from Bangladesh have gradually grown since 2004. While the amount was only Tk 3.65 billion in 2004, it reportedly increased to Tk 53.67 billion during 2019.
- No clear information can be obtained on whether the money kept in Swiss banks is black or white. But many countries now seek to know the amount of black money deposited by their citizens. Some countries like India have even signed agreement with the Swiss government for getting information about their citizens' deposits. India is already receiving such information from 2019, and as a consequence deposits by Indians have drastically fallen. Bangladesh could have done the same for tracking the black money flowing out of the country.
- According to GFI statistics, an average amount of US$7.53 billion is laundered each year from Bangladesh through international trade, which is equivalent to Tk 640 billion. Therefore, Bangladesh is ranked 33th among the 135 developing countries with regard to the amount of money laundered from the country. After the release of GFI reports each year, the responses from the official quarters are routinely similar - warning of taking action or more stringent measures by the ACC. Nothing happens so far.



The Michigan State University of USA had conducted a research titled 'Election and Capital Flight: Evidence from Africa' by analyzing data from 1971 to 2009. It found a linkage between the election cycles and capital flights. A similar trend has been observed in Bangladesh as well. For example, deposits in Swiss banks from Bangladesh rose during 2006 and 2007 amid electoral uncertainties; but it came down in 2008 due to strict measures taken by the military-backed caretaker government. The deposits again dramatically rose prior to the 2014 election.

The Swiss Banking authorities published their annual update on deposits of foreign nationals, including Bangladeshi, on June 25. It shows 603.2 million Swiss Francs or Tk 5,367 crores invested by Bangladeshis, which is 2.38 percent less than that in 2019. The decline is negligible, while it shows a persistent trend of capital

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

flight from the country through illicit financial transfers. A tiny portion may be deposits out of legitimate income of Bangladeshi nationals staying abroad. However, there is no doubt that illicit transfers account for the overwhelming share.

Now the big question is: Do the authorities really want to curb money laundering? And is the failure to hold talks with the Swiss central bank due merely to lack of required skills? Or is there dearth of official willingness? Unfortunately, despite the rhetoric of 'zero tolerance' against corruption, there are no sustained initiatives in that direction. While hardworking people of Bangladesh, the emerging middle-class, professionals, expatriate workers and peasants have been carrying forward the country's advancement through tireless efforts; a coterie of powerful and upper-class people do not pay taxes, plunder the stock market, launder money and embezzle over-valued projects. The common people work hard by keeping faith in the country's potentials, but others lack such faith and launder money abroad. There is protection for such crimes and the situation is unlikely to improve unless the political statements and operational policies converge.

"The country has moved seven notches down from its last year's position to rank the 38th among 141 countries on the Basel Anti-Money Laundering (AML) Index 2020 (9th edition)."

Bangladesh's money laundering risk score is higher than the global average risk score of 5.22 this year. Abu Hena Mohd Razee Hassan, head of the Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU)"Over the last two years, Bangladesh has taken several initiatives to prevent money laundering activities. Therefore, there is no chance of deteriorating the position."

Foreign Direct Investment (FDI) and Bangladesh

Foreign direct investment (FDI) is an investment from a party in one country into a business or corporation in another country with the intention of establishing a lasting interest. Lasting interest differentiates FDI from foreign portfolio investments, where investors passively hold securities from a foreign country. A foreign direct investment can be made by obtaining a lasting interest or by expanding one's business into a foreign country. The positive role of FDI in accelerating pace of development in developing countries as is evidenced in Hong Kong. Singapore, Korea etc. These countries are known as newly industrialized economic by attracting FDI becomes a priority agenda. Bangladesh is not out of this policy. But Tremendous Impediment slowly FDI in our country.

There are 3 types of FDI:

- Horizontal **FDI.**
- Vertical **FDI.**
- Conglomerate **FDI.**



Benefits of Foreign Direct Investment	Disadvantages of Foreign Direct Investment
Below are some of the benefits for businesses: • Market diversification • Tax incentives • Lower labor costs • Preferential tariffs • Subsidies The following are some of the benefits for the host country: • Economic stimulation • Development of human capital • Increase in employment	• Displacement of local businesses • Profit repatriation • Exploitation of cheap labor

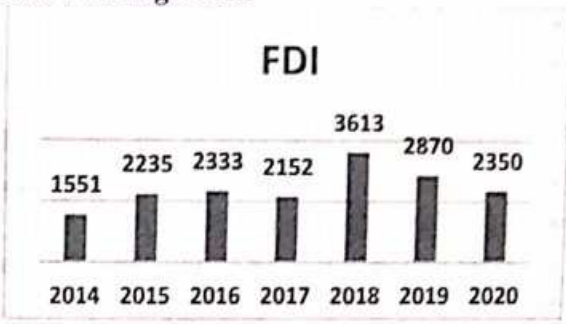
Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

- Access to management expertise, skills, and technology

Prospect of FDI in Bangladesh/Present Scenario of FDI in Bangladesh: Regardless of the high economic growth of 8.1% prior to the pandemic, Bangladesh has struggled to attract foreign direct investments (FDI) into the country which can be explained by the low FDI to GDP ratio of 0.5% in 2019.Infrastructural challenges and gap in policy implementation are some of the primary reasons. Naturally, the yearlong pandemic has slowed down the global flows of FDIs. The World Investment Report 2020 by the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) has predicted a 40% percent decline in FDI flows in 2020. Nonetheless, the numbers can be expected to be stable in 2021, with the recovery of economies.

Last Five Year FDI inflow in Bangladesh

Year	FDI (US Dollar Million)
2014	1551
2015	2235
2016	2333
2017	2152
2018	3613
2019	2870
2020	2350



Source: UNCTAD

Facilities and incentives for foreign investors: FDI has been allowed in all sector of the economy except five industries - defense equipment, nuclear energy, forest plantation, security printing and railways. The investors enjoy the following incentives for investing in Bangladesh –

(a) 5 to 7 years corporate tax holiday for selected sectors.
(b) Private power companies enjoy corporate income tax exemption for a period of 15 years.
(c) Tax exemption on royalties, technical knowhow and technical assistance fees and facilities for their repatriation. d) Tax exemption on foreign loans regarding interest.
(e) Tax exemptions on capital gains from transfer of shares by the investing company. 15
(f) Remittances of up to 50% of salaries of the foreigners employed in Bangladesh and facilities for repatriation of their savings and retirement benefits at the time of their return.
(g) No restrictions on issuance of work permits to project related foreign nationals and employees.
(h) Facilities for repatriation of invested capital, profits and dividends.
(i) Provision of transfer of shares held by foreign shareholders to local investors.
(j) Reinvestment of remittable dividends would be treated as new investment.
(k) An investor can wind up on investment either through a decision of the AGM. Once a foreign investor completes the related formalities to exit the country, he or she can repatriate the sales proceeds after securing proper authorization from the Central bank.
(l) Most Bangladeshi products enjoy complete duty and quota free access to EU, Japan, Australia and most of the developed countries.

TOP FIVE FOREIGN INVESTORS IN 2019	
Country	FDI in million
China	626
United Kingdom	416
Singapore	272
United States	198
Norway	194
Netherlands	192

TOP FIVE FDI RECEIVING SECTORS IN 2019	
Sectors	FDI in million
Power	942
Banking	335
Food	249
Textile and Women	244
Telecommunication	208

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Source: Bangladesh Bank

Bangladesh makes no difference between foreign private investors and domestic investors regarding investment incentives or export and import policies. In Bangladesh foreign investors enjoy the access to domestic capital markets for working capital in the form of loans sanctioned from the commercial banks and development financial institutions. The foreign investors have been given the opportunity to have access to the services of the country's stock exchanges. Some export-oriented industries of the thrust sector are provided with the benefit of cash incentives, venture capital, and other investment friendly facilities.

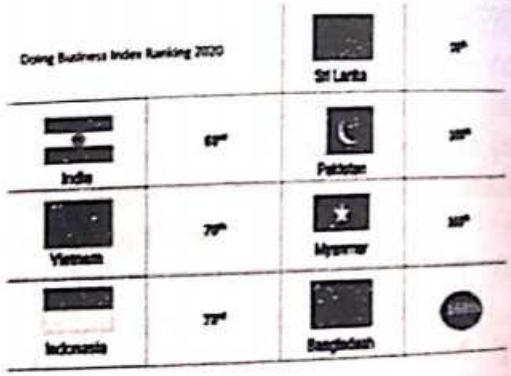
Short-term Problems:

- Regulatory Uncertainty
- Absence of Adequate Policies
- Restriction in Profit Repatriation
- High taxation and VAT Policies
- Bureaucratic complexity to get registered or permission.
- Absence of investment promoting agency.
- Lack of professionals and sector specific trained man power.
- Poor imposition of IP (Intellectual Property) law.
- Political unrest and blockades.
- Delay to get services from support organizations.

Long-term Problems:

- Ease of Doing Business

The level of convenience of doing business in a host country plays a crucial role in making investment decisions. Bangladesh struggles to gain investors' confidence as it severely lacks in the Ease of Doing Business index by the World Bank. In 2019, Bangladesh ranked 168th out of 190 countries moving up in the index from its previous position on 176th. However, the country lags behind the South Asian countries putting itself in tough competition. Even though Bangladesh is recognized for its low labor cost, the ease of doing business in other countries trumps this benefit for the investors.



- Underdeveloped Capital Market
- High efficiency Cost.
- Unskilled and uneducated labor forces.

Recommendations to increase FDI inflow in Bangladesh:

1. Improving policies and guidelines for ease of foreign direct investment.
2. Increasing power generation and other utilities (like gas, water) supplies to the manufacturing entry.
3. Preparing complete project profile (PP) and approaching relevant multinational companies (MNCs).
4. Increasing government's Investment (could be under PPP modality) to achieve trust of foreign investors.
5. Functional one stop investment service center to reduce investment relevant harassments.
6. Increase/attract investment in infrastructure development.
7. Emphasizing on the job training to facilitate technology transfer and employment generation.
8. Attracting FDI into backward and forward linkage industries including testing laboratories, common facility canters, industrial park development and international value chain linage industries.
9. Attracting cluster based investment to upgrade existing 177 SME Clusters in Bangladesh.
10. Emphasizing on labor intensive, import substitute, and export oriented industries.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

- By improving of law and order situation
- Proper utilization of geographical indication.
- Improvement of Port Services
- Modernization of business law.
- Build up economic zone
- Economic and commercial diplomacy.
- Country branding

Policy Implementation: Since its establishment, the Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) has initiated powerful reforms to attract foreign investors through easing business. It has achieved remarkable progress in the One-Stop Service, which will simplify lengthy processes and ensure transparency. A comprehensive FDI policy should also be developed with clarified objectives. Bangladesh bank should ensure the ease of profit repatriation for the investors. Simplification of taxation, customs clearance and foreign exchange reforms are the critical issues that need attention. However, the real emphasis should be placed on the effective implementation of policies for alluring more FDI in the country to maintain strong economic performance in the long run.

"US companies are still keen to invest in Bangladesh."

— JoAnne Wagner, deputy chief of Mission at the US Embassy in Dhaka

Geographical Indication Protection in Bangladesh

A geographical indication (GI) is a sign used on products that have a specific geographical origin and possess qualities or a reputation that are due to that origin. In order to function as a GI, a sign must identify a product as originating in a given place. In addition, the qualities, characteristics or reputation of the product should be essentially due to the place of origin. Since the qualities depend on the geographical place of production, there is a clear link between the product and its original place of production.

Bangladesh Government has finally enacted the much awaited Geographical Indication Act on November 10, 2013. As now we can register we goods and products deserving the GI tags.

Bangladesh has a range of Goods and products that have the Characteristics of GI. Such as —

Product	Year	Body
Dhakai Jamdani	2016	Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation (BSCIC)
Hilsha Fish	2017	Department of Fisheries (DOF)
Khirshapati mango	2019	Bangladesh Agriculture Research Institute (BARI)

Geographical indication protection extends to a wide range of products including, but not limited to:

- Agricultural Products
- Handicrafts
- Industrial Products
- Foodstuffs
- Wine and Spirit Drinks

Why Should You Obtain Geographical Indication Protection?

1. Enhances Economic Growth

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

2. Prevents Unauthorized Use Of GI Tags
3. Expands Business
4. Increases Tourism

Necessity of the protection of GI:

- GI protected the owner of the product and provides actual right the owner.
- GI keeps the quality of the products and protects the misuse of the products.
- Consumers are get quality products and original goods.
- Many of them have acquired valuable reputations which if not adequately protected; May be misrepresented by commercial operators.

As a result the former are deceived into believing they are buying a genuine product with specific qualities.

Difference between geographical indication and a trademark: A trademark is a sign used by a company to distinguish its goods and services from those produced by others. It gives its owner the right to prevent others from using the trademark. A geographical indication guarantees to consumers that a product was produced in a certain place and has certain characteristics that are due to that place of production. It may be used by all producers who make products that share certain qualities in the place designated by a geographical indication.

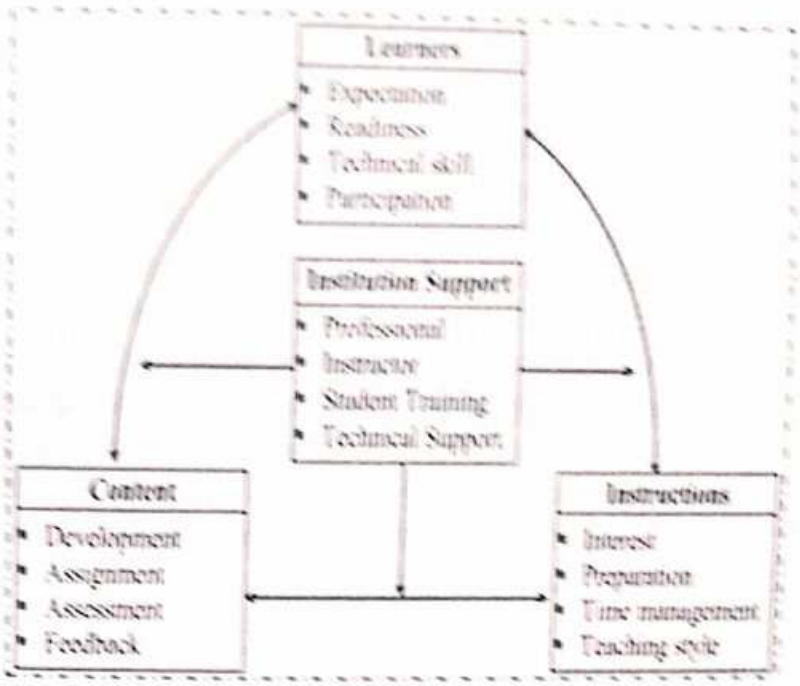
Online Education

"Every well educated person is self educated."

In his famous essay Boi Pora (Reading Books) Pramatha Chowdhury wrote-May be he is justified in his thinking but is it possible to be educated without the help of others? Probably not and for this reason so many educational institutions have been established all over the world. Millions of students are studying in these institutions regularly but deadly corona virus has disrupted everything of normal life including education. During corona pandemic educational institutions are closed sine die, examinations are uncertain, students and teachers are sitting idle, government and guardians are concerned about academic future of students. Under such disaster online education is being considered as the immediate way to adjust the loss already happened.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Online Education System: Roughly speaking, online education is a system of education where students receive education through internet using their personal computers. Mainly non-traditional students follow this electronically supported procedure without coming into direct contact with teachers. It is basically learning from distance but the idea is nothing new in our country. In 1957 the Education Reform Commission recommended to establish a correspondence school on trial basis for students intending to receive education without attending regular classes. Since then different distance educational institutions were established. The Bangladesh Institute of Distance Education (BIDE) was formed in 1985. For nontraditional students the Bangladesh Open University (BOU) was established under an act of parliament in October 1992 and BIDE was merged with it. During lockdown, like many other countries of the world, government and some institutions in Bangladesh are trying to apply online education system for regular students also.



Advantages of online education system:

- Limited resource: A common perception prevails that there are many advantages of online education primarily as classroom, chair, table, bench, building, supporting staffs are not required for it.
- Proper utilization: Proper utilization of online education may be more effective than classroom teaching.
- Maximum accommodation: Maximum 100 students can be accommodated in a classroom but through intensive online course 10,000 persons may be covered at a time.
- Minimum cost: It can minimize not only educational expenses but associated costs also.
- No significant area: Students can contact their peers staying within the country or even abroad.
- Global environment: It helps students to prepare academic papers in co-operation with others, makes them culturally sensitive and capable to understand other environments easily.
- Specialized course: Online education may give students access to specialized courses which may not be available at a local college or university.

Challenges of Online education system: Apparently, these are the prospective sides of online education but our reality is far different due to many problems.

- Initial necessity: A personal computer or android phone is the initial necessity for online education. It may be procured even under financial hardship but internet connection is more essential which is not available everywhere, particularly in rural areas.
- Power supply and uninterrupted internet: Continuous power supply and uninterrupted internet connection are still uncertain. Professor Zafar Iqbal has written that one of his students had to draw 2.5 kilometers power line at his own expense but all guardians are not equally solvent and technical problems are not ignorable.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

- Internet connection: Students need to be connected through messenger but is it possible for a teacher to collect messenger ID of 50 or more students. A teacher may conduct class with 50 students staying at different places but everybody may not have internet connection.
- Academic problems: Apart from these there are academic problems also. Online education may be applicable to subjects of arts and social science only. For science subjects, medical, engineering and agriculture it will never be effective because integral parts of these subjects are practical class, laboratory demonstration and field work which are never available through online.
- Lack of direct interaction: It is beyond question that direct interaction with teachers is essential for proper understanding. For this reason classes are held on holidays for students of Bangladesh Open University.
- Theoretical and practical examination: Academic attainment of a student can be ascertained through examination only. What will be the procedure of holding theoretical and practical examination, collecting, distributing and evaluating answer scripts, scrutinizing, tabulation under online education?
- Aim of education: is not only acquiring a certificate, socialization covers an important part of it. A student can be socialized mainly through interaction with classmates, teachers, other students, teaching staffs etc.
- Co-curricular activities: Art of speaking, way of presentation, leadership quality, extra and co-curricular activities, individual shortcomings, broadness of mind are learnt directly from educational institutions. Can online education provide these?

Way Forward: Keeping up students' motivation to attend the classes overcoming their personal challenges is an ongoing pursuit for the faculty members.

- Successful identification of the possible shortcomings and the obstructions that the students will potentially face and provide appropriate solutions for those. For example, instructors have to be innovative in evaluating the class performances of the students and keeping them engaged during the class through utilizing multiple means of teaching.
- It still is a great concern that the developed assessment scheme for the online semester would be adequate and unbiased enough to ensure comprehensive evaluation of students' performance.
- The practical courses are integral parts of Engineering, Architecture and Pharmacy courses that require physical presence on campus for laboratory demonstration. One strategy is to lengthen the semester by certain weeks to accommodate the laboratory courses after the online semester ends with the hope in mind to move back to campus. If not, the plan is to have groups of students at a time performing the laboratory work maintaining safe distancing.

No matter the number and complexity in challenges, universities in Bangladesh should always look for the best solution and alternative that will fit the purpose of the students prioritizing the quality of education over anything else. This outlook, if needed to be inherently adopted all over the country, Government needs to be supportive through UGC in legislating the optimum but specific strategies on implementation. Collating the experiences, documentations on platforms and other research from the institutions who have gone through these experiences would be instrumental for effective improvisation of online education in Bangladesh in future.

Green Banking

"We need to move beyond the idea of 'environment' and fall back in love with Mother Earth."

— Maduro & Curiel's Bank

Green banking aims at improving the operations and technology along with making the clients habits environment friendly in the banking business. It is like normal banking along with the consideration for social as well as environmental factors for protecting the environment.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Green Banking: Green banking means promoting environmentally friendly practices and reducing carbon footprints from banking activities. It is the way of conducting the banking business along with considering the social and environmental impacts of its activities. The area of green banking includes:

- Online banking
- Green credit cards
- Paperless banking
- Energy consciousness
- Mass transportation system
- Social responsibility services
- Prosing low carbon green development
- Paying utility bills online without using any paper

Green Banking in Bangladesh: The Bangladesh Bank issued policy guidelines for green banking since February, 2011. According to the guidelines, all operating banks and financial institution need to take effective measures to conduct environment friendly banking activities in the country. Bangladesh has taken policy to implement green banking from 2011. Currently 45 banks are implementing green banking policy. Some remarkable examples are-

- MTB introduces earth hour
- AB Bank turns off ac from 3-4pm.
- Bank of Ceylon is paying utility bills of customers through internet.
- 45 Banks have already introduced their green banking policy.
- 46 banks developed their green banking unit.
- 41 banks implemented their green office guideline.
- 37 banks are now working fully on automated basis.
- 3226 branches of commercial banks are now providing online services.
- 212 branches and 150 SME units of commercial banks are now fully being operated by solar energy.

The concept of green banking has actually been derived from ethical banking which seeks to mitigate the hazards of climate change due to global warming. It is to give priority on saving our earth from banking perspective.

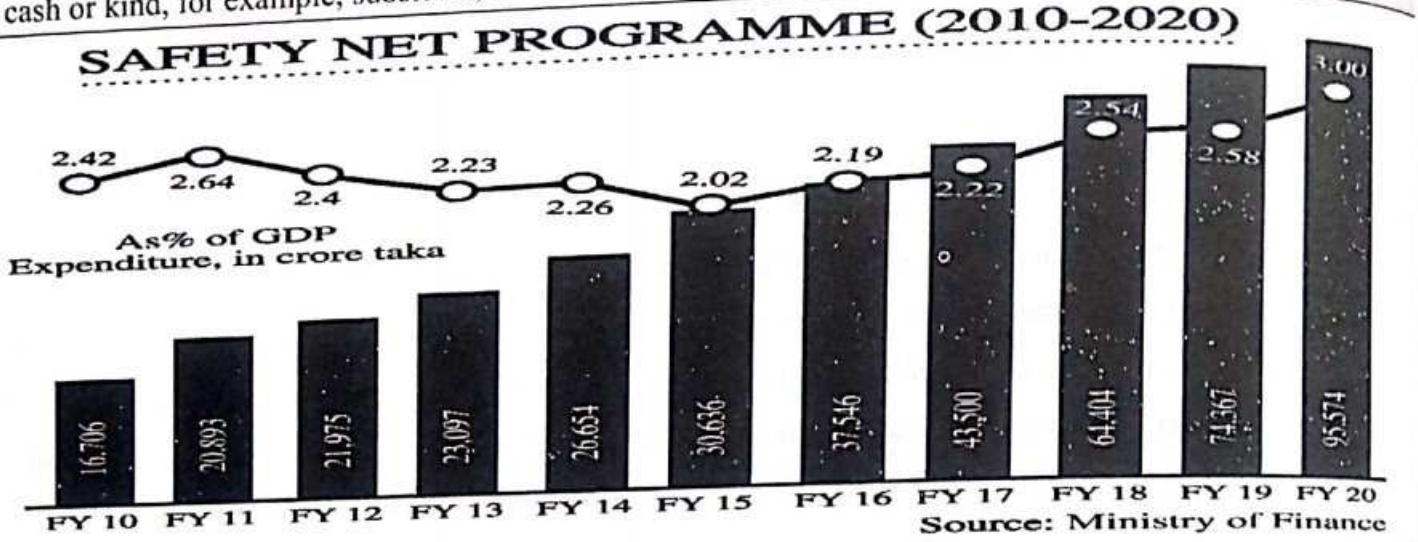
Safety Net Outlay to Hit 3% of GDP for First Time

Social Safety net programs in Bangladesh have been contributing to the reduction of poverty and vulnerability by addressing a range of population groups through different forms of assistance. Bangladesh has adopted a Social Security Strategy in 2015. The government may allocate Tk. 95,155 crore for the safety net programs in the next fiscal year as it looks to broaden the number of beneficiaries to support those who are struggling to make ends meet after the coronavirus outbreak. The allocation would be 27.95 per cent higher than Tk. 74,367 crore set aside in the current fiscal year and 3 per cent of the gross domestic product of Bangladesh, according to an official of the finance ministry. The allocation was 2.58 per cent of the GDP in FY2019-20. Millions of

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

people have lost their jobs owing to the countrywide shutdown enforced from March 26 to flatten the curve on the deadly virus.

Social safety net programs broadly categorized into two groups are social protection and social empowerment. Social protection (SP) can be classified into social insurance (SI), social assistance (SA) and labor market and pension policies and programs. SI programs pool risk across a number of individuals, and include unemployment insurance, old age or disability pension, and sickness insurance. SA programs include transfers in cash or kind, for example, subsidies, workfare and conditional cash transfer programs



Due to the income shock caused by the pandemic, 77.2 per cent of the vulnerable non-poor fell below the poverty line, according to a joint survey of the Power and Participation Research Centre (PPRC) and the Brac Institute for Governance and Development. This would imply that beyond the 20.5 per cent of the population officially recognized as poor, there is a group of "new poor" representing an additional 22.9 per cent of the population that needed to be brought within the discussion on poverty. About 74 per cent families have seen a reduction in income because of the corona virus pandemic, a joint study of Brac, Data Sense and Unnayan Shamannay showed. The situation prompted the government to beef up the spending for the social safety net programs (SSNPs) by Tk. 20,788 crore in FY2020-21, starting on July 1. The allocation per beneficiary would not go up in terms of amount; rather, the number of beneficiaries would increase. The government is boosting the allocation for eight core safety net programs, especially those of food-based ones.

- There are 81 lakh beneficiaries under the schemes and that number will rise by 10 lakh. The number of widows, destitute and deserted women entitled to Tk. 500 per month support from the government would increase by 8.5 lakh. Another 2.5 lakh would be added to the list of the financially insolvent disabled, who receive Tk. 750 a month.
- The number of beneficiaries receiving maternity allowance would go up by 10 per cent. Currently, 750,000 individuals get such a payment. The government's strategy to expand the SSNPs as one of the four strategic priorities for FY-21 needs to be proactively pursued, the Centre for Policy Dialogue said in a virtual briefing on Sunday.
- The government should allocate at least 3 per cent of the GDP for the SSNPs as outlined in its National Social Security Strategy formulated in 2015.
- The food and cash support have become crucial as a major portion of the population is facing food insecurity. The allocation for the pension has been kept unchanged at Tk. 23,010 crore for the FY21, which is 31 per cent of the total SSNP budget in the FY20 and it would be 24.18 per cent in FY21. Excluding the allocation for the pensioners and their families, the total SSNP budget stands at Tk. 72,145 crore, which would be 2.50 per cent of the Tk. 2,885,872-crore GDP of Bangladesh.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

The government should step up to introduce schemes for the urban poor as most of the programs target beneficiaries in the rural areas, Rahman said. "We don't have any program for the urban poor in that sense. From the corona virus pandemic, we came to realize in a big way that the urban poor is the new unaddressed poor. It would be better if there is an explanation how much of the safety net programs is going to the urban poor."

Green finance

"Green finance can eventually offer clean and green technologies with a positive impact on the environment. It uses the ecological approach for distributing the funds which is necessary for preserving the environment."

— United Nations Environment Programme (UNEP)

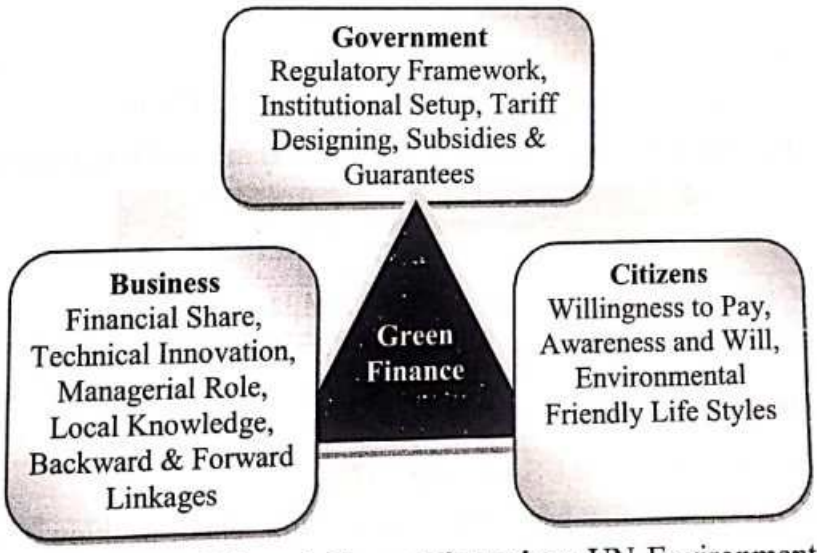
Green finance encompasses all the initiatives taken by private and public agents (e.g. businesses, banks, governments, international organizations, etc.) in developing, promoting, implementing and supporting projects with sustainable impacts through financial instruments.

In other words, green finance provides the financial tools required by active agents to increasingly generate activities with positive and durable externalities.

Some examples of green finance projects are but not limited to:

- The promotion of renewable energies, energy efficiency, water sanitation, environmental audits.
- The reduction of transportation and industrial pollution, climate change, deforestation, carbon footprint.

It is also important to note that for these changes to take place and produce the desired outcomes in the long run, the active involvement of public, private and international organisms is required.



Sustainable Development Goals (SDGs) and Green Financing: UN Environment has been working with countries, financial regulators and finance sector to align financial systems to the 2030 sustainable development agenda – to direct financial flows to support the delivery of the Sustainable Development Goals. At the core of today's globalized economy are financial markets through which banks and investors allocate capital to different sectors. The capital allocated today will shape ecosystems and the production and consumption patterns of tomorrow.

The main areas for the current work on green finance are:

- Supporting public sector on creating enabling environment
- Promoting public-private partnerships on financing mechanisms such as green bonds
- Capacity building of community enterprises on micro-credit

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Therefore, the green finance can include the investment, finance, technology and development model which will use the market oriented solutions for balancing the requirements of the world. The green finance can eventually offer clean and green technologies with a positive impact on the environment.

School Banking: A New Era

"School Banking Account is a special type of banking towards the school going children and their parents to know about the banking systems that helps to make a habit of savings from the early age of children."

— Standard Chartered Bank

Bangladesh bank, the central bank of Bangladesh, directed all the scheduled banks to start a policy for school-going students under the name of School Banking through BRPD (Banking Regulation and Policy Department) circular number-12 on November 2, 2010. The programme is already gaining popularity.

Main components of this ordinance:

1. **Account open:** Students aged from 6 to 18 will be applicable to open account.
2. **Management of account:** The account will be managed by the parents or guardians of the students.
3. **Filling form:** Both the students and the guardians should fill the form with personal information and signed by legal guardians.
4. **Account type:** This is a savings account. Savings can be transferred to open new savings scheme.
5. **Minimum opening balance:** Initial deposit minimum Tk.100
6. **Service charge/ Fee:** There will be an exercise of government fee only in this type of account.
7. **Education insurance:** Students will get the education insurance facility under this account if their education is hampered by financial crisis for any family or natural issue.

At the end of March of this year, the school banking situation in Bangladesh is as follow:

School Banking	
Banks	56
Bank Account	2,329,131
Deposit	Tk 1,724.63 crore

Facts about School Banking:

- School banking was started first in the USA during 1870s.
- Eastern Bank Ltd. (EBL) was the first bank that came up with school banking in Bangladesh.
- The scheme will teach students procedure of banking activities and money management.
- There are some advantages of opening this account, such as waivers of fees and charges, free internet banking, a waiver of minimum balance requirement, debit card at lower costs, etc.
- Students will gather banking experience.

School banking account is a savings deposit account heading with the name of student and to be operated jointly in collaboration with guardian's signature who can be the nominee of the account. To make the future generation expert in banking activities it is an initiative taken by the central bank.

Financial Inclusion (Bangladesh Perspective)

Financial inclusion is defined as the availability and equality of opportunities to access financial services. It refers to a process by which individuals and businesses can access appropriate, affordable, and timely financial

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

products and services. These include banking, loan, equity, and insurance products. Financial inclusion efforts typically target those who are unbanked and underbanked, and directs sustainable financial services to them. Financial inclusion is understood to go beyond merely opening a bank account. It is possible for banked individuals to be excluded from financial services. Having more inclusive financial systems has been linked to stronger and more sustainable economic growth and development and thus achieving financial inclusion has become a priority for many countries across the globe. The time period for implementation of the first National Financial Inclusion Strategy (NFIS) for Bangladesh has been set from 2019-2024 in the draft of the strategy.

The Importance of Financial Inclusion:

1. Access to financial services enables the poorest and most vulnerable in society to step out of poverty and reduces the inequality in society
2. Financial inclusion not only helps individuals and families, but collectively it develops entire communities and can help drive economic growth
3. Financial inclusion is about enabling and empowering people and communities:
   - Enabling people to have the ability and tools to manage and save their money
   - Empowering people with the skills and knowledge to make the right financial decisions
4. Participation within the financial system leads to all kinds of individual benefits, including:
   - Ability to start and grow a business, which gives people an opportunity through micro-financing schemes for example to better long term prospects
   - Being able to pay for an education for children, which in turn enables a new generation of educated and informed individuals
   - The ability to handle uncertainties that require ad hoc and unexpected payments or 'financial shocks'
5. Financial inclusion through access to an account, savings and a payment system (whatever that maybe) enables potential and empowers men, women and whole communities. This in turn promotes:
   - Investment within the community, provides jobs and again research shows that employment boosts status, income and one's outlook on life. Collectively this helps to invigorate economies.
   - Equality both within the community and within families

Serial no.	Description	Amount in September, 2020
1	No. of Banks currently providing the Services	15
2	No. of agents	1,017,055
3	No. of registered clients in Lac	947.87
4	No. of active accounts in Lac*	410.35
5	No. of total transaction	273,008,126
6	Total transaction in taka(in crore BDT)	49,121.25

Some of the inclusive financial products are:

i. **Mobile Financial Services (MFS)**: Mobile banking in Bangladesh continues to grow fast, scaling a new height last year with 53 percent growth year-on –year. The number of daily average transactions increased by 104.81 percent and a whopping 189.6 percent in total transaction value in the past 4 years from 2015 to 2019.

ii. **School banking:** (at the end of December last year, there were 133,000 accounts in 45 banks with a total deposit of Tk. 9,605 million. The number of such accounts rose to 224,719 in 46 banks until June this year, showing a deposit of Tk. 1.28 billion. Currently, the average savings in These accounts work out to about tk. 5,716.)

iii. **SME loans:** for women entrepreneurs (The central bank has launched target-based credit activities for banks. Between 2010 and 2015, about 28.35 lakh SMEs got loans to the tune of BDT 262, 340 core. Loans

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

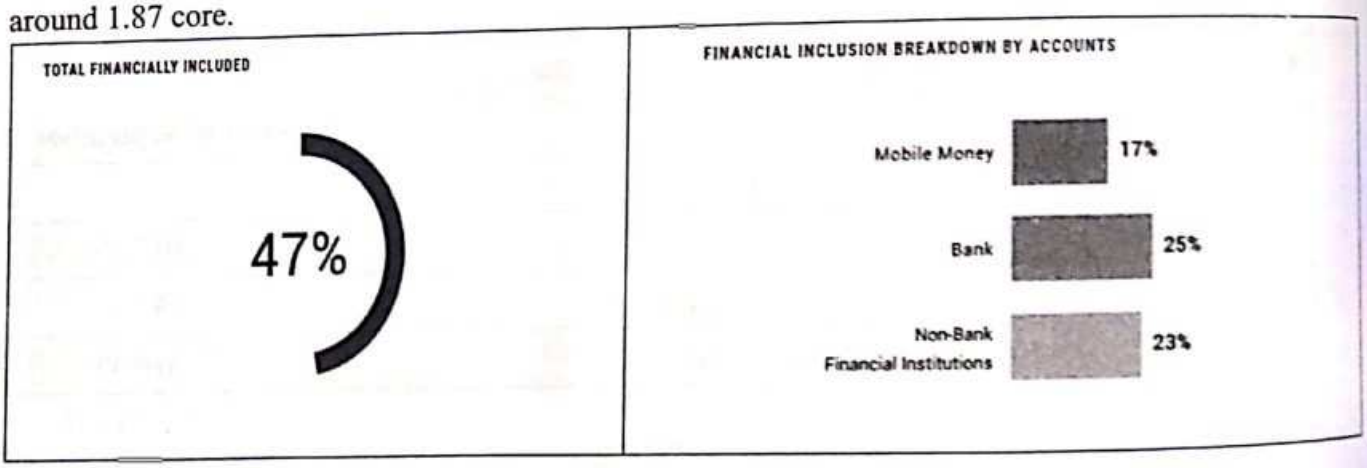
of nearly BDT 100,000 core are going to SMEs every year. BB has launched a number of refinancing schemes involving BDT 2,100 core from its own fund as will as funds from development partners.

iv. **Agent Banking:** Bangladesh Bank recently reported that, although, Tk 5,248 crores worth of savings have been collected through agent banking in Bangladesh in the past year, only about Tk 237 crores have been disbursed in the form of loans. That is only 4.48 percent of the total amount. Moreover, as of June 2019, out of the total amount of bank loans, only 10 percent have been given about in rural areas. This failure to comprise the rural population into the financial system indicates a foremost loophole in the system which may be solved through the wide-scale advent of fintech.

v. **Non-traditional banking:** The introduction of microfinance programs in rural Bangladesh led to the initial jump to a financially inclusive economy. Millions of people, especially rural dwellers, were granted access to credit, saving schemes and more.

vi. **Banking applications:** Through the app, one can now instantly send money without having to visit a brick-and-mortar establishment. Moreover, people can now pay their utility bills, make merchant payments, recharge their phones and carry out other fundamental activities. The convenience gained through the usage of MFS has encouraged more people to utilize these services instead of relying on traditional banking services. According to World Bank data, only 0.2 percent of the population own a credit card as of 2017. Instead, bKash, Rocket and many more applications can easily be used for payment through bar code and do not require an individual to possess a bank account.

vii. **Ten-taka (12 cents):** Bank accounts for millions for millions of farmers and social safety net beneficiaries (The central bank approved a Tk. 200 core refinancing scheme to provide loans to k. 10 account holders. As of September this year, the number of tk. 10 account holders — who are mostly farmers, garment workers, city corporation cleaning workers, freedom fighters and social safety net beneficiaries— stood around 1.87 core.



Bangladesh Bank Initiatives:

''Bangladesh Bank is working to ensure formalized banking facility for the disadvantaged people in both urban and rural areas''

— Mustafa Kamal said

1. It changes branch opening rules like 5:1 to 1:1 (for opening 1 urban br 1 rural br has to be opened).
2. Availability the highest quality banking services to the farmers by allowing them to open a bank a/c with minimum initial 10 Tk. deposit only.
3. Easy and effective access to banking services for physically incapable people like hardcore poor, unemployed, youth, freedom fighters etc.
4. Relaxing condition of loan repayment and providing fresh facilities to natural calamity affected farmers.
5. Put more focuses on financing women entrepreneurs.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

6. Mandatory participation in agriculture/rural credit for all banks.
7. Making it easy for all classes of people to open a bank a account.

Challenges and solutions: Cyber security and operational risks are some major concerns of Bangladesh Bank stemming from fintech. The measures are so far taken still not fully able to address the demand side problems of the Financial literacy and credit establishment related counseling centers are absent. Financial inclusion should be incorporated as a key segment in the initial training received by the branch of frontline banks and other customer contact staffs. Banking approach should be easier for the disadvantaged people.

Financial Inclusion is featured in eight of the seventeen Sustainable Development goals

The way forward: Financial inclusion in Bangladesh has significantly improved with the introduction of various non-traditional and mobile banking systems. This digital age demands uncomplicated access, convenience, efficiency and speed which have shaped a significant and massive market for the FinTech industry. MFS companies in Bangladesh may seek inspiration from others such as Ali Pay in China, M PESA in Africa, Paytm in India or as such few others to further innovate their services.

Imagination is Greater Than Knowledge

When ideas fuel inspiration, the in-between state that leads to action is imagination. We crossed the oceans to discover new lands, invented the means to travel the world, reached for the stars and landed on the moon. All that started as an idea first held in the minds of imagination.

Imagination is the highest freedom of all and the one that no one can deprive us of. The greatness of creative imagination is praised not only by the romantics and artists of this world, but the brightest of scientific brains. Einstein famously said: "Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand."

Nikola Tesla, one of history's most fascinating innovators and a futurist, was a man of legendary imaginative power. Tesla had an eidetic memory that enabled him to precisely recall images, visualize objects and literally work out his inventions in his imagination. Once he was inspired by an idea, he would start building it up in his imagination to the point of first operating an invention in his brain as if it were real, before proceeding to its concrete form.

Today's airplane is the result of the imagination of phenomenal painter Leonardo De Vinci in 15th century. He painted his idea of airplane & now it is a simple reality. Today's sub-marine is the result of the imagination of Jules Verne. He wrote his ideas in his science fictions.

Literature is also delighted with imagination. Writers use their imagination in writing stories, poetry. But it has to confess that we have to use knowledge to imagine something. We may say that imagination is also a proper use of creative knowledge.

We may change the world with imagination. John Lennon, the greatest singer of British Band "Beatles" uses the word "Imagine" with the great hope of peaceful world as:

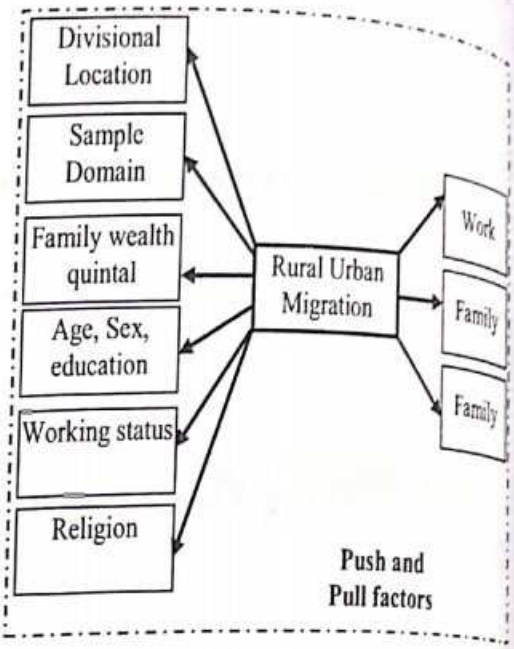
"Imagine all the people living life in peace
You may say I'm dreamer but I'm not the only one
I hope someday you will join us
& the world will leave as one."

Urbanization

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Historically known as a rural-agrarian country, Bangladesh today is experiencing rapid transformation towards an urban society. However, the style and nature of urbanization in Bangladesh are not necessarily similar to those in other countries. We are experiencing an extraordinary mix of urban-rural functions and traits in both metropolitan cities and rural towns as well as in villages.

Current Scenario Of Urbanization: Absolute increase in urban population outstripping that of rural population: For the first time in Bangladesh, the absolute increase in population in the decade 2001-11 is more in the urban areas than that in the rural areas. The increase of 14.1 million persons to urban population during 2001-2011 is not only the highest registered thus far (by a huge margin) it is also higher than the increase of 12.5 million persons to rural population. This can be rightly said to be a turning point in Bangladesh's demographical transition. From now on, population growth in Bangladesh is expected to be largely an urban phenomenon, and by 2047, 50 per cent of Bangladesh's population is estimated to live in urban areas.The implications of the massive size of the national population and that of the urban population are manifold and extremely critical and challenging. The challenge will be particularly paramount in the field of environmental sustainability, with threats of encroachment into wetlands, forests and agricultural lands.



Components of Urban Growth: Rapid growth of the urban population in Bangladesh has taken place during the last four decades. The components of such rapid urban growth are

i) A persistently high natural increase of native urban population,
ii) The territorial extension of existing urban areas with conversion of rural centers to urban,
iii) Re-definition of urban areas,
iv) Rural to urban migration.

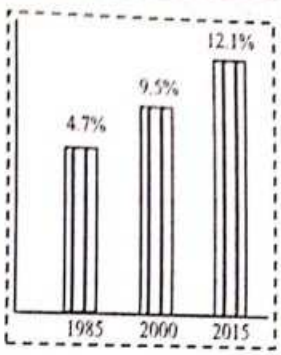
Push and pulls factors: Migration is the combined effect of both push and pulls factors and it is often difficult to separate the individual role in Bangladesh, where both these factors are operating simultaneously. The push factors (at rural end) may be identified for Bangladesh as:

a) Population pressure, adverse man-land ratio, landlessness and poverty; unemployment;
b) Frequent and severe natural disasters like riverbank erosion, floods, and cyclones;
c) Lack of adequate educational and health facilities;
d) Lack of social and cultural opportunities; and
e) Law and order situation;

Economic development by urbanization: There is an obvious co-relation between regional economic developments with level of urbanisation. The districts with higher level of urbanisation also happen to be economically more developed. This trend obviously may lead one to conclude that urbanisation on a macro-scale would be beneficial to the economy of Bangladesh. With greater urbanisation, there are also benefits in cultural and political development. Dhaka district with the highest level of urbanisation in the country also has the highest per-capita Gross District Product.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

Dhaka's Increasing Primacy: Dhaka enjoys domineering role in the country not only in term of its share of population but also in terms of the concentration of civil and military administration, economy, trade and commerce (except port function). Educational, health, cultural and research activities are also highly concentrated in the capital city. Despite government's policy of administrative decentralisation in the early eighties through the development of Upazilas an overwhelming concentration of industries took place in Dhaka mega city region during the last three decades. For instance, more than 75 per cent of the nearly 4,000 export oriented garment industries of Bangladesh are located in the Dhaka Metropolitan Region. In several other large industrial sectors too, Dhaka has more than 80 per cent of the national enterprises. At present national GDP of Bangladesh is estimated at about 235 billion US dollars (BBS, 2016) and Dhaka city's contribution to the national GDP stands at 36 per cent.



Challenges of Urbanisation in Bangladesh: Urbanisation brings along economic and social benefits, but it also poses some serious challenges, especially when it takes place at a pace as rapid as the one in evidence in Bangladesh today. The current and future challenges of urbanisation in Bangladesh are many; such as,

- The Challenge of the massive size of the national and urban population,
- Challenge of spatial imbalance in urbanisation,
- Challenge of enhancing urban economic productivity and providing employment,
- Challenge of urban poverty alleviation, Challenge of providing access to land and housing,
- Challenges in provision of urban utilities and services
- Challenge of education,
- Challenge of access to health services,
- Challenge of providing transportation services;
- Challenges of environmental management: degradation and pollution, climate change and natural hazards,
- Challenge of crime and violence,
- Challenge political social and cultural conflicts,
- Problems of special groups,
- Challenge of urban resource mobilization, Challenge of institutionalizing urban vision, policymaking, urban planning and planned urban development, and finally
- Challenge of governance.

Strategies and Policies in Urbanisation: The broad sector of urbanisation has been considered by the government of Bangladesh at different times since the independence of the country. These policies and strategies were outlined in the First Five Year Plan and almost all subsequent Five Year Plans including the Seventh Plan (2016-2020) and also in the Habitat National Reports (1976, 1996, 2001, 2016). However, the most comprehensive presentation of urbanisation policy and strategy has been in the National Urban Sector Policy (Draft 2011, updated 2015) which is still awaiting formal cabinet approval.

It may be emphasised that these policy and strategy recommendations fully comply and endorse the SDG 11 of the United Nations and the UN's New Urban Agenda (2016-2020) on Cities for All. The new Perspective Plan (2021-2041) and the very long term Bangladesh Delta Plan 2100 also consider the basic recommendations of the Urban Sector Policy regarding urban environmental sustainability. It is worthwhile, therefore, to peruse the basic contents of the policy.

National Urban Policy and Sustainable Development: The (Draft) National Urban Policy envisions strengthening the beneficial aspects of urbanisation and at the same time effectively dealing with its negative consequences so as to achieve sustainable urbanisation, keeping in view the multi-dimensional nature of the urbanisation process. The policy envisions a decentralized and participatory process of urban development in which the central government, the local government, the private sector, the civil society and the people all has their roles to play. The policy, therefore, should cover spatial, economic, social, cultural, aesthetic and environmental aspects of urban life directed towards achieving an urban reality that can ensure freedom from hunger and poverty; capacity to live a healthy life; access to education, shelter, and basic services, and a secure and liveable environment at home and at the workplace. The policy will be gender sensitive and friendly to children, the aged and the disadvantaged.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

More specifically the major objectives of National Urban Sector Policy for Bangladesh are to:

- Ensure regionally balanced urbanization through decentralized development and hierarchically structured urban system;
- Facilitate economic development, employment generation, reduction of inequality and poverty eradication through appropriate regulatory frameworks and infrastructure provisions;
- Ensure optimum utilization of land resources and meet increased demand for housing and urban services through public-private and other partnerships;
- Protect, preserve and enhance the urban environment, particularly water bodies;
- Devolve authority at the local urban level and strengthen local governments through appropriate powers, resources and capabilities so that these can take effective responsibility for a wide range of planning, infrastructure provision, service delivery and regulatory functions;
- Involve all sectors of the community, including women and the poor, in participatory decision-making and implementation processes;
- Ensure social justice and inclusion by measures designed to increase the security of poor people through their access to varied livelihood opportunities, secure tenure and basic affordable services;
- Take into account particular needs of women, men, children, youth, the elderly and the disabled in developing policy responses and implementation;
- Assure health, safety and security of all citizens through multifaceted initiatives to reduce crime and violence;
- Protect, preserve and enhance the historical and cultural heritage of cities and enhance their aesthetic beauty;
- Develop and implement urban management strategies and governance arrangements for enhancing complementary roles of urban and rural areas in sustainable development; and
- Ensure good governance by enhancing transparency and establishing accountability.

It may be hoped that the objectives of the Draft National Urban Policy will be considered for approval and implementation so that SDG 11 may be respected.

Role of Small and Medium Enterpries (SME) in Economy of Bangladesh

Small enterprises are those which have employed less than 50 persons and have an investment of less than 25 million. Small and Medium Enterprise (SME) is recognized as engine of economic growth and employment generation for sustainable industrialization in both developed and developing countries of the world.

Importance of SMEs in the economy of Bangladesh:

- 25% of total GDP comes from SME.
- 80% of industrial jobs creation.
- 25% of labor forces in Bangladesh.
- More than 2,000 small and light industries build up in our country which is one of the biggest source of women employment.

Problems in Growth of SME's Bangladesh:

(A) Micro level problems:

- Higher interest rate for loan.
- High rate of value added Tax.
- Rampant malpractices in loan sanctioning process.
- Access to finance due to a rigid collateral requirement by the existing banking system.
- Lack of material testing facilities.
- Inadequate skill labor force.
- Poor marketing.
- Poor knowledge of many entrepreneurs and
- Wide-spread corruption and extortion.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

(B) **Macro-level Problems:**

- Absence of modern technology transfer policy.
- Lack of necessary infrastructure.
- Poor law and order
- Bureaucratic red-tapisum
- Inadequate legal framework and policy.
- Political turmoil and
- Lack of support services like as– port facilities, power facilities, gas supply etc.

Government key policy initiatives for promotion of SMEs:

- Reducing of interest rate of loan given in SME sector.
- Offering some incentive package for some particular SME.
- One stop services like as gas, electricity, water, telephone etc. in a single office.
- Easy loan.
- Easy legal framework and policy.
- Solving bureaucratic red-tapisum.

The industrial sector makes up 32% of the country's gross domestic product (GDP), most of which is coming from SMEs. The total number of SMEs in Bangladesh is estimated to be 79,00,000 establishments. Of them, 93.6% are small and 6.4 percent are medium.

Establishing Special Economic Zones

Special Economic Zones (SEZs) are geographically delineated 'enclaves' in which regulations and practices related to business and trade differ from the rest of the country and therefore all the units therein enjoy special privileges. SEZs can generate both static and dynamic benefits. Static benefits include employment creation, export growth and rise in government revenues; whereas dynamic benefits include economic diversification, innovation and transfer of technology through foreign direct investment (FDI), and skills upgrading.

Special Economic Zones (SEZs) and Economic Zones (EZs) in Bangladesh: China is often cited as the most successful country in making an export-led growth strategy work through SEZs. However, SEZs are often criticized for not uniformly distributing the benefits of economic growth across the country. In essence, their role in addressing regional disparities is now a topic of contention.

- As Bangladesh ramps up its development agenda, SEZs will soar in prominence as the government has announced its plans to establish a total of 100 SEZs by the year 2025. The Bangladesh Economic Zone Authority has already leased a total of 76 land units of economic zones out of 100 and started work to establish around 100 economic zones over the next 14 years. This initiative of the government will generate about 10 million jobs and USD 40 billion worth of exports.
- The economic zones will be set up on 75,000 acres of land under the supervision of Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA). of the proposed 100 economic zones, projects for 22 economic zones have already got approval with two in the private sector. As a a result, generating some 10 million jobs, and $40 billion worth of exports.
- With establishment of the proposed 100 special economic zones, Bangladesh will be able to attract huge foreign investment and enourage local entrepreneurs to pour fresh funds in new industries.
- The government is creating investment-friendly zones linking Bangladesh with the freee market economic and liberalise trade. It wants private entrepreneurs to get opportunities and to establish and profitably run industrial enterprises.
- A Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA) report shows that the contribution of the industrial sector to the country's economy is on the rise. During 1971-80, the contribution of the sector to GDP was 11 per apparel, leather, food and beverage, and pharmaceuticals have contributed to building a vibrant industrial economy. Bangladesh has a lot of low-cost, well-educated, highly adaptive and industrious workforce, which has been proven by its remarkable success in the readymade garments (RMG) manufacturing and export sector. Compared with its neighbors, Bangladesh's energy prices and much cheaper.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

- Bangladesh government is investing highly in HiTech Parks to turn the country into hardware software exporter. Bangabandhu HiTech City (BHTC) is the first full-fledged special economic zone for IT and hitech industry in Bangladesh. Government is working with a target to earn USD 5 billion annually and create 1 million jobs by 2021 in IT sector. A total of 12 IT Parks will be established in 12 different districts to achieve the target.
- Of particular interest is the Mirsarai Economic Zone, which is currently under construction. This is set to be largest industrial enclave in Bangladesh, aiming to bring in employment for 1.5 million people within the next 15 years and generate $15 billion of export earnings.[4] In addition to being the largest industrial enclave, it is also the first multi-sector economic zone in the country.



More steps taken:

- Business within 1-7 days
- Reduce RAJUKS approval from 270 days to 60 days
- Electricity connection from 404 days to 28 days.
- Integrated Client Info Bureau (CIB) setup.
- One stop service start for start-up business.
- Arrange Alternate Dispute Resolution (ADR).

The key factors of attracting private sector investment in SEZs are pointed here:

- The SEZs provide planned infrastructure with amicable business environment where private sectors intend for their business and trade.
- For all Economic Zones, Income Tax Holiday (ITH) are rated as 1st and 2nd year 100%, 3rd year 80%, 4th year 70%, 5th 60%, 60th 50%, 7th 40%, 8th 30%, 9th 20% and 10th year 10% Exemption from dividend tax is another opportunity after the expiration of tax holiday.
- Joint ventures are allowed in SEZs. Royalty and technical fees will be exempted from income tax. Tax exemption will also applicable on capital gain.
- According to BEZA, the SEZs are considered as custom boned area. 50% Rebate of income tax on salary income of expatriates for 5 years will be given.
- The provision of custom duty exemption and exemption of double taxation subject to double taxation agreement are also provided.
- The facility of 80% exemption of VAT on all utility services consumed inside the zone is given for investors.
- 50% exemption of stamp duty and registration fees for registration of leasehold land/factory space is delivered for potential investors.
- The SEZs contain 100% backward linkage raw-materials and accessories to sell for export oriented industries (EOI) in Domestic Tariff Area (DTA) as well as 20% sale of finished product to DTA (From Export Processing Area-EPA) Sub-contracting with DTA is also allowed.

SEZs can generate both static and dynamic benefits. Static benefits include employment creation, export growth and rise in government revenues; whereas dynamic benefits include economic diversification, innovation and transfer of technology through foreign direct investment (FDI), and skills upgrading. All these opportunities are compelling factors for private sectors investments in SEZs.

Importance of Special Economic Zone (SEZ): SEZs can help us break that cycle by attracting high levels of foreign investment from high performing Asian economies like China and Japan. It is now up to the government to make sure the SEZs in the pipeline come to fruition if done right, Bangladesh will be well on its way to achieving all of its economic goals.

Some points are below:

- Creating employment Opportunity
- Boost up FDI/Boosting up Foreign direct investment (FDI)
- Dissemination of Wealth
- Reduce Poverty

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

- Accelerating Rural development
- Industrial revolution
- Increasing export volume
- Strengthening the value of currency
- Inclusive growth
- Harbor of industrial engine in south east Asia.
- Idle money in Banks will be used.
- Export volume will increase.
- Reduce poverty & Enhance Rural development
- Accelerating Economic Growth
- Bring industrial revolution

Three categories of economic zones: The government has chosen three categories of economic zones.
Private economic zones will be set up throuhg a public-private partnership by foreign or local individuals, individually or jointly by local or non-resident Bangladeshis or foreign investors, a body, business organisation or group.
Government economic zones: will be established and owned by the government.
Special economic zones: will be established by a public-private partnership or by government initiatives for the establishment of any kind of specialised industry or commercial organisation.
Establishing the special economic zones will help increase private sector investment in Bangladesh: Weak infrastructure and poor business environment are critical problems for Bangladesh in attracting both domestic investment and FDI. According to the 2017 Doing Business index of the World Bank, Bangladesh ranks 176th among 190 countries. In terms of subcomponents of the Doing Business index, Bangladesh's worst performances are observed in the areas of 'enforcing contracts', 'getting electricity' and 'registering property' with rankings of 189th, 187th and 185th respectively.
There is no denying that rapid and sustained economic growth is very important for the Bangladesh economy on its way to becoming a middle income country. The importance of SEZs, aimed at propelling both domestic investment and FDI for rapid and sustained economic growth in Bangladesh, can't be undermined.
Challenges: Despite the benefits they offer, SEZs and EPZs also pose some challenges that need to be overcome to fully utilize the potential these industrial enclaves offer. Some of the major challenges include the following:

- The large number of public agencies with overlapping mandates make it difficult for foreign investors to navigate through the bureaucratic environment of Bangladesh.
- Apart from BEPZA, which has over 40 years of experience, all the other agencies tasked with the expansion of industrial infrastructure are young institutions that have not yet developed sufficient technological capacities to address all the needs of infrastructural expansion. Political interference in site-selection also poses a threat to investment decisions.
- Social and environmental safety standards are another key area of concern Apart from the famously poor safety standards of Bangladesh, climate change is now posing a serious threat to SEZs. As many zones are located near rivers due to scarcity of land, the destructive forces of the ongoing climate crisis on rivers is threatening the security of these SEZs.

The Way Forward: While there are certainly issues that need to be addressed if SEZs are to play the role they are meant in the context of the national economy, a number of key steps must be taken to address these points as well as build upon the existing positives. These steps can be enacted through sound policy-making and efficient legislation. Special Economic Zones have established themselves as a stepping stone for economic prosperity and a cornerstone in the larger scheme of Bangladesh's development agenda. While there exists much to be desired in terms of their role in addressing regional disparities, their role in boosting the economy cannot be denied. In order to further solidify their role in promoting economic growth, SEZs should focus on a few key things: focusing on developing strong and up-to-date infrastructure should be a major priority; in addition, SEZs should pay attention to improvements in business technology and infrastructure across other SEZs in the nation; all SEZs should be sufficiently equipped with appropriate technical capabilities.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Vision 2021

Vision 2021 was the political manifesto of the Bangladesh Awami League party before winning the National Elections of 2008. It stands as a political vision of Bangladesh for the year 2021, the golden jubilee of the nation. The policy has been criticized as a policy emblematic of technological optimism in the context of Bangladesh and the state repression of media, low internet penetration, inadequate electricity generation.[1] The Vision 2021 is an articulation of where this nation needs to be in 2021 – the year which marks the 50th anniversary of Bangladesh's independence. The main goal is for Bangladesh to become a middle income country where poverty will be completely eradicated.

1. **To become a participatory democracy:**
   - Transparent and accountable Parliament and election process
   - Mandatory nominations for directly elected female Members of Parliament
   - An independent, efficient, decentralized and corruption-free judiciary
   - Guaranteed protection of human rights and the rule of law
2. **To have an efficient, accountable, transparent and decentralized system of governance (includes political framework & people's participation):**
   - Transparent and accountable government administration and processes
   - An effective Anti-Corruption Commission
   - A decentralized and devolved local government system
3. **To become a poverty-free middle-income country:**
   - Promote growth and diversification in agriculture and industry
   - Improve global market access and export base
   - Development of small town growth hubs via rural non-farm industries and services
   - A skilled workforce
4. **To have a nation of healthy citizens:**
   - Universal access to basic health
   - Improve the health and nutrition of mothers and children
   - Universal access to safe drinking water and sanitation
5. **To develop a skilled and creative human resource:**
   - Universal access to education
   - Improvement of secondary and tertiary education and vocational training
   - Gender balance at all levels of education
6. **To become a globally integrated regional economic and commercial hub:**
   - Energy
   - Infrastructure
   - Regional economic integration
   - ICT
7. **To be environmentally sustainable:**
   - Protection and improved management of natural resources
   - Reduction in pollution
   - Urban planning and improved waste management
   - Effective natural disaster management

Year	Target
2010	100% enrolment at primary level
2011	100% supply of pure drinking water
2012	Self sufficiency in food
2013	❖ Hygienic sanitation ❖ Growth rate 8 to 10% ❖ 20000mw electricity within 2021 ❖ Free tuition up to degree level
2014	Full literacy
2015	100% living accommodation
2021	❖ Unemployment reduced to 15% ❖ Labor in agriculture comes down to 30% ❖ Poverty rate comes down to 15% ❖ 85% nutritional food ❖ Longevity increases to 70 years ❖ Infant mortality reduced to 15 ❖ Maternal death reduced to 1.5%

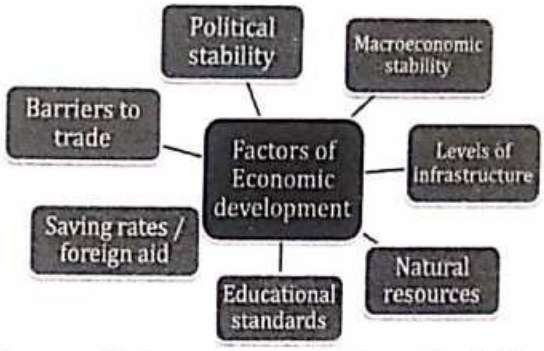
Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

8. **To be a more inclusive and equitable society**
   - gender equality
   - safety nets for vulnerable groups
   - inclusion of minorities, economically disadvantaged and disabled

Bangladesh Awami league placed before the nation the following set of election promises, work schedule and declaration in the light of its vision 2021.It is the expectation of the mass people that government will take all possible steps to create a SMART(Simple, Measurable, Accountable, Responsive and Transparent) Digital Bangladesh and establish a knowledge based society within 50 years of her independence in 2021.

Major Factors/Drivers contributing to Economic Growth

Bangladesh has come a long way in its economic growth. From US$ 5.70 billion in 1972, the gross domestic product (GDP) increased to US$ 285.82 billion in 2018. Bangladesh economy is the 42nd largest in the world in nominal terms and 31st largest in terms of Purchasing Power Parity (PPP).



Considerable increase in per capita income has been made possible by sustained economic growth. The three broad economic sectors (agriculture, industry and services) contributed to the process of economic growth. Between 2009-10 and 2016-18, the growth rate of the agriculture sector declined while it increased in the services and industry sectors. The overall share of the agriculture (including fisheries) sector to GDP declined to around 14%, while that of the services and the industry sectors increased to around 52% and 34% respectively in FY 2016-17. Within the industry sector, growth in the manufacturing (led predominantly by the ready-made garments (RMG) sector), 'electricity, gas and water supply' and the construction sub-sectors experienced positive growth.

Economic growth in Bangladesh has been helped largely by **(1)** export earnings from the ready-made garments (RMG) sector; **(2)** remittances sent by migrant workers; **(3)** growth in the agricultural sector; **(4)** expansion in Medium, Small and Micro Enterprises (MSMEs).

1. **RMG sector:** Considerable expansion has taken place in the RMG sector since the late 1970s. Today, it is the most important industry in the country; and Bangladesh is the second largest apparel exporter of western brands, after China. The RMG sector accounts for around 82% of total exports. Bangladesh's garment exports increased from US$ 6.8 billion in 2005 to over US$30 billion (The Financial Express, July 05, 2018).
2. **Remittance:** Being a labour surplus country, annually about 0.5 million Bangladeshis migrate abroad in search of jobs. According to the Bureau of Manpower Employment and Training (BMET), the total number of Bangladeshi labour migrants was around 11.5 million in 2017. The figure represents about 4.5% of the country's population and 11% of its labour force (BMET 2018). With increase in the number of migrant workers, there has been considerable increase in the amount of annual remittance.
3. **Agriculture sector:** This sector witnessed remarkable progress, despite continued loss of arable land. There has been a sharp increase in food grain production during the last four decades. The increase has been made possible as a result of a liberalised input market and expansion of irrigation, encouraging farmers to adopt the new seed-fertiliser technology.
4. **Small and Medium Enterprises (SMEs):** Small and medium enterprises (SMEs) has played a vital role in promoting economic growth, poverty reduction, and employment generation. The Government of Bangladesh highlighted the importance of SMEs in its Industrial Policy; and it has been identified as a 'thrust sector' by the Ministry of Finance. However, to efficiently run SMEs, allocation of adequate funds and skill development of both entrepreneurs and workers are critically needed.

Apart from the above drivers, there are a lot of factors such as- leather industry, tea export, jute industry, fish export, decline in population growth and government's safety net programmes etc.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Crypto Currency: Future Medium of Exchange

"A cryptocurrency is a digital or virtual currency designed to work as a medium of exchange."

Cryptocurrency is a virtual currency which uses cryptography to secure and verify transactions as well as to control the creation of new units of a particular cryptocurrency. Essentially, cryptocurrencies are limited entries in a database that no one can change unless specific conditions are fulfilled. Here the database (blockchain) is used to secure transaction records, to control the creation of additional coins, and to verify the transfer of coin ownership. It typically does not exist in physical form (like paper money) and is typically not issued by a central authority. Cryptocurrencies typically use decentralized control as opposed to centralized digital currency and central banking systems.

A cryptocurrency generally meets six conditions:

1) The system does not require a central authority, its state is maintained through distributed consensus.
2) The system keeps an overview of cryptocurrency units and their ownership.
3) The system defines whether new cryptocurrency units can be created. If new cryptocurrency units can be created, the system defines the circumstances of their origin and how to determine the ownership of these new units.
4) Ownership of cryptocurrency units can be proved exclusively cryptographically.
5) The system allows transactions to be performed in which ownership of the cryptographic units is changed. A transaction statement can only be issued by an entity proving the current ownership of these units.
6) If two different instructions for changing the ownership of the same cryptographic units are simultaneously entered, the system performs at most one of them.

The first decentralized cryptocurrency, bitcoin, was created in 2009 by Satoshi Nakamoto. There are now more cryptocurrencies like Namecoin, Litecoin, Peercoin, Ethereum, Ripple, Dash etc.

Top 5 cryptocurrencies by market capitalization:

Cryptocurrency	Market Capitalization
Bitcoin	$210.5 billion
Ethereum	$48.6 billion
Tether	$13.6 billion
XRP	$12.2 billion
Chainlink	$5.1 billion

Why are cryptocurrencies so popular: Cryptocurrencies appeal to their supporters for a variety of reasons. Here are some of the most popular:

- ✓ Supporters see cryptocurrencies such as bitcoin as the currency of the future and are racing to buy them now, presumably before they become more valuable
- ✓ Some supporters like the fact that cryptocurrency removes central banks from managing the money supply, since over time these banks tend to reduce the value of money via inflation
- ✓ Other supporters like the technology behind cryptocurrencies, the blockchain, because it's a decentralized processing and recording system and can be more secure than traditional payment systems
- ✓ Some speculators like cryptocurrencies because they're going up in value and have no interest in the currencies' long-term acceptance as a way to move money

Are cryptocurrencies legal: Bitcoin is not recognized as legal tender in many countries and is, therefore, not suitable for use in buying or selling activities. As far Germany and Japan are the only countries who have recognized it.

Cryptocurrencies have both positive and negative sides. Since this system can't be controlled by a state or government and its sources and users are ambiguous, its future is questionable.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Biodiversity and Preservation

"Biodiversity starts in the distant past and it points toward the future."

— Frans Lanting (Photographer of National Geography)

Biodiversity is the variety and variability of life on Earth. Biodiversity is typically a measure of variation at the genetic, species, and ecosystem level.

What is Biodiversity: Biodiversity is the shortened form of two words "biological" and "diversity". It refers to all the variety of life that can be found on Earth (plants, animals, fungi and micro-organisms) as well as to the communities that they form and the habitats in which they live.

Types of Biodiversity: There are the following three different types of biodiversity:

1. **Genetic diversity:** It refers to the variations among the genetic resources of the organisms. Every individual of a particular species differs from each other in their genetic constitution. That is why every human looks different from each other. Similarly, there are different varieties in the same species of rice, wheat, maize, barley, etc.
2. **Species diversity:** Species diversity refers to the variety of different types of species found in a particular area. It is the biodiversity at the most basic level. It includes all the species ranging from plants to different microorganism. No two individuals of the same species are exactly similar. For example, humans show a lot of diversity among themselves.
3. **Ecological diversity:** An ecosystem is a collection of living and non-living organisms and their interaction with each other. Ecological biodiversity refers to the variations in the plant and animal species living together and connected by food chains and food webs.

Importance of Biodiversity: Biodiversity and its maintenance are very important for sustaining life on earth. Few of the reasons explaining the importance of biodiversity is:

1. **Ecological Stability:** Every species has a specific role in an ecosystem. They capture and store energy and also produce and decompose organic matter. The ecosystem supports the services without which humans cannot survive. A diverse ecosystem is more productive and can withstand environmental stress.
2. **Economic Importance:** Biodiversity is a reservoir of resources for the manufacture of food, cosmetic products and pharmaceuticals. Crops livestock, fishery, and forests are a rich source of food. Wild plants such as Cinchona and Foxglove plant are used for medicinal purposes. Wood, fibers, perfumes, lubricants, rubber, resins, poison and cork are all derived from different plant species. The national parks and sanctuaries are a source of tourism.
3. **Ethical Importance:** All the species have a right to exist. Humans should not cause their voluntary extinction. Biodiversity preserves different cultures and spiritual heritage. Therefore, it is very important to conserve biodiversity.

Facts about Biodiversity: The United Nations has proclaimed May 22 as the International Day for Biological Diversity (IDB) to increase understanding and awareness of biodiversity issues. We have over 10,000 species of birds on earth. Plants are also a part of this biological system, and hence there are more than 20,000 species of plants.

Major threats to biodiversity:

1. Climate change
2. Deforestation and habitat loss
3. Over-exploitation
4. Invasive species
5. Environment pollution

Ways to preserve Biodiversity:

1. Government legislation
2. Preserveing nature
3. Reducing invasive species
4. Habitat restoration
5. Captive breeding and seed banks
6. Research
7. Reducing climate change
8. Purchasing sustainable products
9. Sustainable living
10. Education

Scan Credit: Job Ninja

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

The UN General Assembly declared the period 2011-2020 as United Nations Decade on Biodiversity to promote the implementation of a strategic plan on biodiversity and its overall vision of living in harmony with nature. Creating awareness on environmental issues and the negative impact of the loss of biodiversity will let people understand the inevitable need for biodiversity conservation.

The prospect of Hi-Tech Park

The government has set up eight technology parks across the country, aiming to create skilled manpower, facilitate businesses in the information technology sector and create employment opportunities.

Bright Future of Hi-Tech Park: This is not the only bunch of companies to have received allotment of land in the hi-tech park. Establishment of factories by many of the companies is in progress now. By the next 10 years the hi-tech city may have taken a definite shape. Let those take a prestigious look and shape like the Wipro and Infosys in Bangalore. The hope is that 70,000 youths will get employment there and some of them will play the role of advancing scientific and technological knowledge to a new high so much so that their works will be rated favorably with the world's best.

Bangabandhu HI-Tech Park	
Aea	: 30.67 Ares
Project	: 287.11 Crore
Employment	: 14000 Youth
Tower	: 10 Story silicon tower
Square fit	: 2.70 Lakh

Credit goes to the government for conceiving the idea of such an exclusive hi-tech IT park. The fact that Bangladesh is a land-scarce country, it can ill afford putting large areas of land to industrialization, particularly those demanding sprawling spaces. On that count, information technology does not require large space in order to produce high-value knowledge, data and products. That the country's young people are smart and intelligent enough to do IT solution on a par with their counterparts in advanced countries goes in favor of prioritizing this sector for generation of both employment and income, most importantly from countries abroad. The good thing is that they do not have to migrate for jobs; rather can do the work from local offices or even home.

How youths in this country have advanced their case mostly on their own initiatives is proved by the fact that

- The country has already earned $1.0 billion in foreign exchange from outsourcing.
- A target has been set for the information, communication and technology (ICT) sector to rise the earning to $5.0 billion by 2021.
- Bangladesh is second to India, the largest recipient of foreign exchange, in respect of earning from outsourcing.
- When the companies start developing software, hardware, internet of things (IOT), business process outsourcing (BPO) and running training centres and data centres among others, the output is expected to be many times more than the input.
- Many companies will set up plants for manufacture of IT devices such as personal computers, laptops, smart phones, cell phones and their accessories not only to meet the local demand but also for export.
- The prospect ought to be bright by all means provided that the works keep pace with innovation and development on the IT front the world over.
- The companies now investing in factories or plants at the hi-tech park will enjoy tax rebate and many other facilities.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

After all, here is a mighty effort to pull the country not only out of technological backwardness but also to create its own infrastructure all across the land in order to create facilities for work from even rural areas.

To go by the authority's claim, all the unions in the country will come under the IT connectivity network by the year end. This surely will be no mean achievement, if it is accomplished. The authorities further claim that computer laboratories will be set up in all schools, colleges and universities. There is no doubt about the sincerity of the motive but the problem with such a programme is its dependence on a number of other conditions. When disruption of electricity supply is not uncommon in cities and towns, rural areas cannot rest assured on the utility services for uninterrupted supply of power. Outsourcing thrives on timely delivery of service. If there is frequent or prolonged load-shedding, it is impossible to comply with the delivery schedules.

Sheikh Hasina Software Technology Park	
Area of land	: 12.13 Acre
Location	: Sador Upazila, Jashore
Employment	: 5000
Infrastructure	: Bangladesh Hi-Tech Park Authority

Bangabundhu Hi-Tech	
Area of land	: 355
Location	: Kalikoir Upazila, Gazipur
Employment Target	: 100000
Infrastructure	: (i) Factory building (ii) Soldiers building (iii) Industrial building
Authority	: Bangladesh Hi-Tech Park Authority

Crisis area of Hi-Tech Park: In rural areas, highly trained or skilled computer teachers or technicians are a rarity let alone engineers. The fact that creation of infrastructure is going on now may be endorsed with a grain of salt. News on the fate of computers distributed among schools or laboratories set up in unions is hardly encouraging. With basic constraints remaining unaddressed, their utility has been next to nothing.

Let the universities produce more computer science graduates before assigning them to the job of training up technicians who can take over computer laboratories. In the future computer science engineers will take responsibility of such computer centres and the entire nation will be able to operate many of their daily works in a digital-friendly environment. This will happen not long before but the nation must be prepared from now on. Illiteracy and non-functional education are surely a stumbling block on the way to the digital journey. So, all people must be educated-- at least modestly.

Basel Agreement/Accord

The Basel Accords are four series of banking regulations (Basel I, II, III and IV) set by the Basel Committee on Bank Supervision (BCBS). The committee provides recommendations on banking regulations, specifically, concerning capital risk, market risk, and operational risk. The accords ensure that financial institutions have enough capital on account to absorb unexpected losses. It is an agreement between the United States, Japan, Canada and the nations of Western Europe to adopt common capital requirements for all of their banks.

Basel-I: Basel-1 is a set of international banking regulations put forth by the Basel Committee on Bank Supervision (BCBS) that sets out the minimum capital requirements of financial institutions with the goal of minimizing credit risk. Banks that operate internationally are required to maintain a minimum amount of capital (8%) based on a percent of risk-weighted assets.

Problems of Basel-I:

1. It addresses only credit risk not considering operational risk, market risk, liquidity risk etc.
2. It deals with only minimum capital requirement.

Basel-II and Its Three Pillars: The Basel II Accord is a set of international banking regulations put forth by the Basel Committee on Bank Supervision (BCBS) that sets out three pillars for financial institutions with the goal of minimizing credit risk, market risk, and operational risk etc. Bangladesh bank uses Basel-II for the scheduled banks of Bangladesh.

1. The minimum capital requirements (10% of Risk Weighted Assets-RWA)
2. Supervisory review and
3. Market discipline.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Basel-III: Basel-III is an extension of the existing Basel-II Framework, and introduces new capital and liquidity standards to strengthen the regulation, supervision, and risk management of the whole of the banking and finance. CAR is 12.5% under Basel-III.

Basel-IV: Basel IV introduces changes that limit the reduction in capital that can result from banks' use of internal models under the Internal Ratings-Based approach. This includes:

1. A standardized floor, so that the capital requirement will always be at least 72.5% of the requirement under the standardized approach;
2. A simultaneous reduction in standardized risk weights for low risk mortgage loans;
3. A higher leverage ratio for Global Systemically Important Banks (G-SIBs), with the increase equal to 50% of the risk adjusted capital ratio;
4. More detailed disclosure of reserves and other financial statistics.

These reforms will take effect from January, 2023 (with exception of the output floor, which is phased in, taking full effect only on 1 January, 2027).

Brexit and its impact on Bangladesh Economy

"Since the UK government has clearly said it will try to maintain the same level of commitment on trade facilities for the LDCs as the European Union even after the Brexit, the possibility of impact on Bangladesh exports to the UK is limited,"

— MA Razzaque, research director at the Policy Research Institute (PRI).

After three prime ministers, two general elections, a number of historic defeats for the government and a political deadlock that seemed like it would never end — the United Kingdom (UK) officially left the European Union (EU) on January 31, 2020, ending a 47-year relationship. Brexit is an abbreviation for "British exit," which refers to the June 23, 2016, referendum whereby British citizens voted to exit the European Union.

Bangladesh-UK Relationship Dynamics	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018
Exports to the UK (Billion USD)	3.20	3.80	3.60	4.00
Exports to the UK as % of total global exports	10.90	10.60	9.90	10.90
Exports to the UK as % of total EU exports	20.20	19.00	19.00	18.70
Exports to the EU as % of total exports	53.80	55.90	52.00	58.20
Imports from the UK (Billion USD)	0.32	0.27	0.33	-
Imports from the UK as % of total imports	0.80	0.70	0.80	-
Remittance received from the UK (Billion USD)	0.80	0.90	0.80	1.10
Remittance as % of total from the world	5.30	5.78	6.30	7.40
Stock of FDI received from th UK (Billion USD)	1.40	1.50	1.60	-
As % of total FDI stock	10.90	10.40	11.20	-

Figure: Trade performance between Bangladesh and United Kingdom

Now Bangladesh would have to go for bilateral negotiation with both UK and EU to avail trade facilities. In that case if the Brexit brings positive results for the economy of the UK, it would not hit Bangladeshi exports, but if the exit leads to any adverse impact on the economy of the UK and the EU, it would hit the Bangladesh export to that region.

1. **Trade Performance:** The UK is the third largest export destination of Bangladesh, making up for 9.74 percent of total Bangladeshi exports during 2017-2018. During this period, goods worth almost USD 4 billion were exported to the UK from Bangladesh, with 80 percent of them being provided by the readymade garments industry. Under the Everything but Arms (EBA) arrangement with the EU, Bangladesh was able to get duty-free access to the Union market as a less-developed country (LDC). Although the UK has stated that these provisions will stand while the country is going through the process of Brexit, it is still unclear what will happen next.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

This is definitely a cause of concern for Bangladesh, since Bangladeshi exports to the UK are extremely price sensitive and any change in the British pound can affect these trade relations. This was evident in the aftermath of the EU referendum, when the UK saw a hugely weakened pound and a 7.1 percent fall in exports for Bangladesh in July 2016, as well as the negative growth of exports from fiscal year 2016-17 when compared to 2015-16.

2. **Immigration and Labour Market:** Another obvious and more direct impact that Brexit is likely to have is on the massive British-Bangladeshi population in the UK, who in 2011 made up 0.8 percent of the population of England and Wales. A large portion of this population is concentrated in the boroughs of Tower Hamlets (32 percent Bangladeshi) —which has the largest Bangladeshi population in England— and Newham (12.5 percent Bangladeshi) in London. Brexit seems set to have a net negative impact on Bangladeshi employment in Britain, at least in the restaurant industry, but the repercussions for wider race relations could also be equally serious. Analysts have, on multiple occasions, called out the rhetoric coming from right-wing parties like UKIP as racist and exclusionary, heavily criticising them for creating a climate of fear about an "invasion of refugees" in the run-up to the EU referendum. In May 2019, a nationwide research revealed that 71 percent of people from ethnic minorities reported facing discrimination, as opposed to 58 percent in January 2016.

3. **Foreign Direct Investment (FDI):** UK's overseas investment is significant. Indeed, UK is a major foreign investor in Bangladesh. According to Bangladesh Bank data, UK was the second largest investor in Bangladesh in FY2016-17, with FDI stock of USD 1.6 billion. The major share of this was in Banking (53.9 per cent), textile and apparels (15.9 per cent), and food industry (11.5 per cent). At present, over 240 UK companies have some type of investment in Bangladesh. The fall in the value of GBP could adversely affect UK investment in Bangladesh.

4. **Remittance:** Remittance flow plays an important role in the Bangladesh economy—at the macro-level it is a major source of foreign exchange which supports the balance of payments of the country. At the micro-level, remittance tends to be the principal source of household income, which supports basic consumption, investment in healthcare and education, and even entrepreneurship.

   It is a fact that the UK has been a major source of remittance—Bangladesh is in the top-10 key receivers of remittance from the UK. In FY2016-17, Bangladesh received 6.3 per cent of global remittance flows from the UK, and 7.4 percent in FY2017-18. Remittance flow did experience shock emanating from Brexit referendum as reflected by the negative month-on-month growth for July 2016 (-52 percent); in fact, it was negative through the first half of FY2016-17. Future remittance flow from the UK will depend on the migration policy pursued by post-Brexit governments. Some quarters among the Bangladeshi migrants in the UK hope that the post-Brexit UK will try to replace high-waged East-European workers by relatively low-waged workers from countries such as Bangladesh. It is, however, too early to test this hypothesis.

5. **Foreign Aid:** According to FY2016-17 data, UK is the sixth largest source of financial assistance to Bangladesh. Two issues are pertinent here. First, the capacity of UK to maintain its record as a major development partner will hinge on the performance of post-Brexit UK economy. Second, it will also be predicated on the policies to be pursued by post-Brexit governments. What has already emerged is that, the value in BDT of the aid received by various recipients in Bangladesh, be it the government or the private sector and non-government organizations (NGOs), and has seen significant reductions in Taka terms in the past year.

Brexit comes at a time when Bangladesh has graduated (in 2015) from low-income to lower middle-income country (LMIC) status as per World Bank categorization. Bangladesh has also become eligible for LDC graduation in March, 2018. The looming uncertainties as a result of Brexit referendum and their consequent impacts and implications ought to be carefully examined and weighed by Bangladesh's policymakers.

Scan Credit: Job Ninja

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Public Private Partnership (PPP)

Public-private partnerships involve collaboration between a government agency and a private-sector company that can be used to finance, build, and operate projects, such as public transportation networks, parks, and convention centers. Financing a project through a public-private partnership can allow a project to be completed sooner or make it a possibility in the first place. It is a contractual agreement formed between public and private sector partners, which allow more private sector participation than is traditional.

It exists when public sector agencies (federal, state, or local) join with private sector entities (companies, foundations, academic institutions or citizens) and enter into a business relationship to attain a commonly shared goal that also achieves objectives of the individual partners.

In August 2010, the Government of Bangladesh issued the Policy and Strategy for Public Private Partnership (PPP) to facilitate the development of core sector public infrastructure and services vital for the people of Bangladesh. The PPP program is part of the Government's Vision 2021 goal to ensure a more rapid, inclusive growth trajectory, and to better meet the need for enhanced, high quality public services in a fiscally sustainable manner. Different PPP models:

- **BOO:** The private sector manages the infrastructure belonging to this model on build-own-operate basis. Government usually does not manage the infrastructure developed under this model. At present Independent Power Producer (IPP) are operating under BOO model in Bangladesh.
- **BOT:** The private sector manages the infrastructure belonging to this model on build- operate-transfer basis, i.e. the private sector manages it until a specified time, after which the government is responsible for management.
- **BOOT:** This is an extended version of the BOT model. Under this model the ownership and management belongs to the private sector until a specified time. After expiry of the term, ownership and management is transferred to the government

List of Important PPP Projects:

- Dhaka-Chittagong access control highway
- Sky-train encompassing the Dhaka metropolis
- Dhaka city subway
- Dhaka city elevated expressway
- Deep sea port in Chittagong
- Bus Rapid Transit (BRT)
- Bus Route Franchise (BRF)
- Setting up cancer and/or other hospitals Education
- Setting up quality secondary schools
- Setting up dormitories, health centers, auditoriums, gymnasiums in public universities

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Capital Market of Bangladesh

After the independence, establishment of Dhaka Stock Exchange (formerly East Pakistan Stock Exchange) initiated the pathway of capital market intermediaries in Bangladesh. In 1976, formation of Investment Corporation of Bangladesh opened the door of professional portfolio management in institutional form.

Bangladesh Capital Market at a Glance

Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC)	Regulator of **capital market** of Bangladesh. Established in **1993** Current Chairman: **Professor Shibli Rubayat-Ul-Islam** Have two exchanges :**DSE and CSE**
Name of the Capital Market	**Dhaka Stock Exchange (DSE)**	**Chittagong Stock Exchange (CSE)**
Establishment	1954	1995
OTC introduction	2009	2004
Market Capitalization *(BDT million)*	3, 952, 553	3, 249, 023
Number of listed companies *(till December, 2020)*	594	335
Mutual Fund listed	37	37
Corporate Bond listed	2	-
Indices	DSE-X= Parent index DSE-30= Top 30 Blue-chips DSE-S= Sharia index	CSE-50, CSE-30, CSCX, CASPI, CSI
Chairman/Head	Md. Eunusur Rahman	Mr. Asif Ibrahim

In last two decades, capital market witnessed number of institutional and regulatory advancements which has resulted diversified capital market intermediaries. At present, capital market intermediaries are of following types:

1. **Stock Exchanges:** Apart from Dhaka Stock Exchange, there is another stock exchange in Bangladesh that is Chittagong Stock Exchange established in 1995.
2. **Central Depository:** The only depository system for the transaction and settlement of financial securities, Central Depository Bangladesh Ltd (CDBL) was formed in 2000 which conducts its operations under Depositories Act 1999, Depositories Regulations 2000, Depository (User) Regulations 2003, and the CDBL by-laws.
3. **Stock Dealer/Sock Broker:** Under SEC (Stock Dealer, Stock Broker & Authorized Representative) Rules 2000, these entities are licensed and they are bound to be a member of any of the two stock exchanges. At present, DSE and CSE have 238 and 136 members respectively.
4. **Merchant Banker & Portfolio Manager**: These institutions are licensed to operate under SEC (Merchant Banker & Portfolio Manager Rules) 1996 and 45 institutions have been licensed by SEC under this rules so far.
5. **Asset Management Companies (AMCs):** AMCs are authorized to act as issue and portfolio manager of the mutual funds which are issued under SEC (Mutual Fund) Rules 2001. There are 15 AMCs in Bangladesh at present.
6. **Credit Rating Companies (CRCs):** CRCs in Bangladesh are licensed under Credit Rating Companies Rules, 1996 and now, 5 CRCs have been accredited by SEC.
7. **Trustees/Custodians:** According to rules, all asset backed securitizations and mutual funds must have an accredited trusty and security custodian. For that purpose, SEC has licensed 9 institutions as Trustees and 9 institutions as custodians.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

আরো দেখুন

প্রতিদিনের চাকুরীর সার্কুলার পেতে এখানে ক্লিক করুন

প্রতি মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পিডিএফ এখানে ক্লিক করুন

চাকুরীর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিসিএস এর প্রয়োজনীয় পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

প্রতি সপ্তাহের চাকুরী পত্রিকা ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

সকল নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান এখানে ক্লিক করুন

বিডিনিয়োগ.কম দেশের সেরা পিডিএফ কালেকশন

SSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

HSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

সকল ধরনের সাজেশন ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

ORIGINAL
BDNIYOG.COM
COPYRIGHT

8. **Investment Corporation of Bangladesh (ICB):** ICB is a specialized capital market intermediary which was established in 1976 through the ordainment of The Investment Corporation of Bangladesh Ordinance 1976. This ordinance has empowered ICB to perform all types of capital market intermediation that fall under jurisdiction of SEC. ICB has three subsidiaries:
8.1. ICB Capital Management Ltd.,
8.2. ICB Asset Management Company Ltd.,
8.3. ICB Securities Trading Company Ltd.

Types of Companies in Capital Market:

"A" Category Companies.	Firms which regularly hold the Annual General Meetings (AGM) and declare dividend at the rate of 10% or more in a calendar year.
"B" Category Companies	Firms which regularly hold AGM but fail to declare dividend at least at the rate of 10% in a calendar year.
"G' Category Companies	Greenfield companies.
"N' Category Companies	Newly listed companies.
"Z' Category Companies	Companies which fail to hold the AGM or fail to declare any dividend or not in operation continuously for more than 6 months.

Good sides of Bangladesh Capital Market: Capital market can be termed as the engine of raising capital, which accelerates industrialization and the process of privatization. It is easy to raise funds from the capital market. No interest, no collateral and less risk will be attached with the fund. Investor will enjoy some tax benefits too.

As a result of the recent entrance of a Chinese consortium, comprising the Shanghai Stock Exchange and Shenzhen Stock Exchange, as strategic partner of DSE, DSE should become a more profitable organisation and receive foreign knowledge and expertise which can only change things for the better.

It must be acknowledged that regulators have taken some steps in recent years which have promised to bring some semblance of market stability. Largest of these steps was demutualization of the Dhaka and Chittagong stock exchanges. It is fair to say that separating ownership, management, and trading rights of members and transforming the two stock exchanges into more professionally run organizations free of vested interests from brokers and dealers will go a long way towards ensuring long-term development.

In Bangladesh, companies raise money from the primary market through IPO (initial public offering) and rights offer. In the last nine years, on an average 15 new companies got listed through IPO each year.

Bad sides/Weak points/Bottlenecks of Bangladesh Capital Market: Despite having favourable economic factors and a positive market outlook, foreign participation in equity market is very low. Foreign Direct Investment (FDI) is highly focused on large-cap stock. (1) Weak corporate governance, (2) less transparent market structure, (3) low level of financial disclosure and (4) lack of research remain as bottlenecks.

In last three decades, capital market of Bangladesh faced two calamitous market crashes: one in 1996 and the other in 2010. Both crashes had one thing in common. Stock prices were manipulated to exorbitant levels luring in naive investors who were hoping to make easy money. Speculation became the mantra of stock investing. The supposedly high-quality companies dragged down the market.

Post Covid Capital Market: Bangladesh's capital market has greatly lost the confidence of its investors due to negative performance in the previous two years and the COVID-19 pandemic crisis. Yet, the country's capital market needs these investors now more than ever in order to revitalize the nation's economic recovery. The first announcement of COVID-19 caused a huge drop in investors' confidence as they became uncertain about the country's economy. To avoid the free-fall, Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) issued a floor pricing-setting circular that the opening price of the listed security will be set on the average closing price of preceding five trading days and the average price will be considered as the floor price and lower limit of the circuit breaker.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

DSE and CSE resumed operations on May 31, 2020 after a prolonged nationwide shutdown since the last week of March, 2020. After resuming the market, investors appeared shaky and worried about the overall economic and financial uncertainty, reflected by a sharp decline in trading activities. The trading value of the leading bourse was at a 13-year low at Tk 430 million on June 5, 2020. From Feb 27, 2020 to June 10, 2020, the market value of equities tumbled by 11.5% along with a daily market volatility.

The DSE listed sectors such as pharmaceuticals, food & allied, fuel & power and IT are expected to see significant benefits. One such example is Beximco Pharma and Beacon Pharma being the front runners in producing Remdesivir- a potential treatment for Covid-19. Telecommunications and IT sectors could see an increase in customer demand and business performance, as a demand for online shopping, meetings, webinars, podcasts, and video games etc. spikes up manifold.

The credit shortage could turn out as blessing for the stock market. As the companies find it hard to get loans from banks and other non-bank financial institutions, some of them may consider going for IPOs in a desperate move to raise large funds.

The Dhaka Stock Exchange (DSE) uses flex trade- a real-time trading platform that allows remote trading from any suitable device. But only 5% of trades of the bourse are executed online. BSEC should, therefore, provide incentives for traders and brokers to adopt electronic trading. Electronic trading will also support the need for physical distancing as market participants do not need to be physically present in the market.

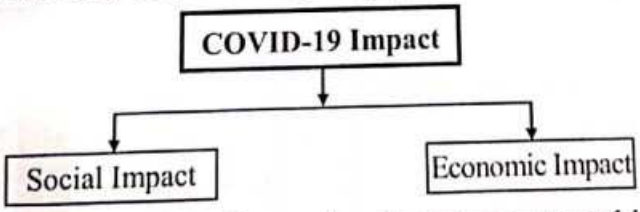
Though capital market plays a significant role in economic development by channeling long term funds from savers to investors, capital market in Bangladesh is still lagging behind as compared to those of South Asian and South-east Asian countries. Banks play dominant roles in financing economic activities in Bangladesh. However, banks are not in a position to finance a long term productive investment activities continuously following higher level of non-performing loan and risk of maturity mismatch of funds. Given this, Bangladesh needs to undertake measures to expand capital market for financing productive investments and infrastructural projects.

Covid-19 and Its Impact on Economy

Introduction: The Covid-19 pandemic has thus far spread to 208 countries and regions of the world, significantly affecting the global economy. Since the virus has been growing exponentially, even the developed countries have been unable to contain its spread. As a result, people are dying in the affected areas at an alarming rate. We can't even think how deadly the highly contagious disease will turn if it spreads from a moderate to a strong category in Bangladesh.

Although Bangladesh has seen a delayed appearance of COVID-19 with the first identified case on March 8, 2020, it was still caught off guard, with regard to its healthcare and economic preparedness. COVID-19's impact on Bangladesh's economy is particularly pronounced because of the country's reliance on globalized supply chains of international fashion brands and human resource exports. Banks have considerable exposure to.

Bangladesh is the most densely populated country in the world, however, to our concern, the healthcare facilities in the country are too limited to serve its 160 million-plus population.



Bangladesh outlook: Bangladesh is being forced to endure lockdowns to tackle the Covid-19 pandemic. These lockdowns are having a crippling effect on workers and businesses across the country. The economy has almost come to a standstill and debilitating effects are being observed in almost all sectors.

The COVID-19 pandemic is causing an unprecedented health and economic crisis for global economies, including Bangladesh. The impact of COVID-19 on the economy of Bangladesh has been transmitting through two main channels:

(i) Depressed domestic demand and supply disruptions in the local economy, and
(ii) Slowdown in global economic activities affecting global trade and international financial flows.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

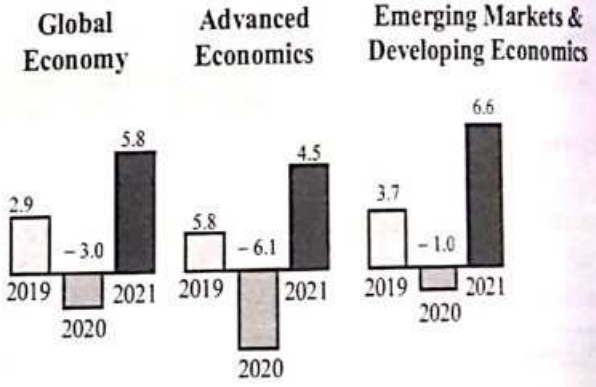
Even the developed nations are facing medium-to-long-term recession and the oil-producing countries are enduring enormous economic pressure due to plummeting of oil prices. All these have led to huge setbacks for Bangladesh particularly in its remittance inflow, export earnings, industrial production and also services sector. The unprecedented Covid-19 pandemic has caused disruptions to global trade, business, and education. Bangladesh is equally affected by this contagion. The economic consequences of the Covid-19 outbreak are tough to handle as the entire of the global supply chain has been interrupted due to worldwide transportation shutdown.

During, the Bangladesh readymade garments (RMG) industry has received work order cancellations of nearly $3 billion. Around 2 million workers in the industries will be affected by this. Around 4 million people are directly engaged with the RMG sector e.g. backward linkage industries, accessories and packaging factories and transportation sector. The import and export-oriented companies are also at risk. The foreign remittance will come down and thus it will hit the foreign reserves of the country.

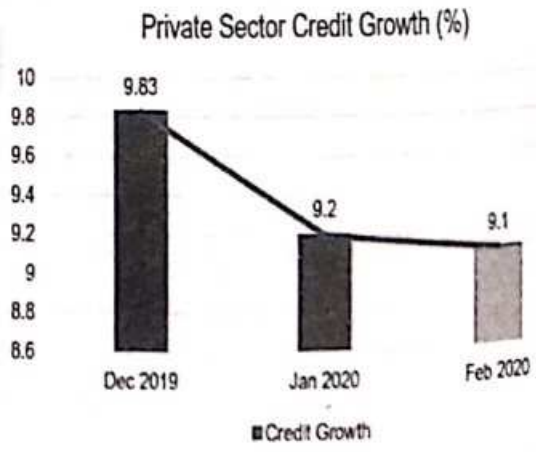
Recently, garment workers coming back to Dhaka amid the government-imposed shutdown and the risk of getting infected only revealed that due to disparity in wealth distribution these people are unable to stay at homes without work for their survival, thus, they are concerned much more about their job rather than Covid-19.

We all know the banking industry is in back gear due to mounting non-performing loans (NPLs). If the RMG industry and its backward linkage industries fail, then the entire banking system will collapse. Today, fifty-nine commercial banks and general insurance companies are heavily relying on garments and related industries for their business.

The government has already declared a Tk.5,000 crore incentive package to mitigate the losses in the RMG sector. However, if the outbreak prolongs it will be difficult for the government to handle the situation and the result of this will be catastrophic as more than 85 percent of the country's export earnings come through the RMG sector.



- **Economic challenges:** Due to uncertainties over the invention of vaccination to prevent the fatal, it is fully unpredictable to make a to-do list as lockdown or isolation is not the ultimate solution. On a larger scale, we may have to face an economic slowdown in the short term while there might be a recession in the long term. On April 5, Prime Minister Sheikh Hasina unveiled a Tk72,750 crore stimulus package, including the previously declared Tk5,000 crore package, to address the economic impacts of the coronavirus outbreak. The amount is nearly 2.52 percent of the country's GDP. The government could take both fiscal and monetary measures to combat the novel coronavirus.
- **Concerns for Rohingya refugees:** To prevent the spread of coronavirus, Bangladesh has imposed a strict lockdown on Cox's Bazar, the southern district that is home to refugee camps housing more than a million Rohingya Muslims fleeing from Myanmar. No one is allowed to enter or leave. Aid agencies are concerned that an outbreak there could overwhelm the poor medical facilities. Almost 750,000 Rohingyas arrived in the camps following a military crackdown in the neighboring state in 2017.
- **Growth Rate of Private Sector Credit. Source: Bangladesh Bank:** A CEO of a le ading private commercial bank suggests that banks were taking time to adjust to the 9% directive, as many were reluctant to lend at this rate. As effects of COVID-19 intensify, given that there have been several large-scale order cancellations for RMG clients, many loans may go into default, which is worrisome for the sector.



Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

- **Impact on Small Businesses and Startups:** Even in good times, raising funds is difficult for small businesses and startups and even more so in times of economic turmoil. When it comes to SME's, in an interest rate environment of 6% and 9%, access to finance will become more difficult as banks will be reluctant to make SME loans at 9%, since SME operations are more expensive and riskier for banks. The Government has offered SMEs some reprieve in the stimulus package that is yet to be fully deployed. For Bangladeshi startups, COVID has also had adverse consequences.

> "Both the World Bank and the International Monetary Fund (IMF) have expressed apprehensions about the economic growth that may slide down to just over 2.0 per cent during the current fiscal year."

The poor, especially daily wage earners, are the worst sufferers. Economic stagnation is having a terrible effect on lives and livelihoods of those whose incomes hover near poverty level. Large segments of the population - the poor and low-income people - are employed in the informal sector and do not have stable incomes. Therefore, the status of these powerless people needs to be considered foremost for gauging the impact of the pandemic.

Around 34 million people, or 20.5 per cent of the population, live below the poverty line, according to Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) data. An analysis by Dhaka-based South Asian Network on Economic Modelling (SANEM) shows that this number would rise by 36 million if the income level for poverty line is raised by 1.25 per cent. These 36 million, not officially categorized as poor, can certainly be viewed as economically powerless. Many of them are likely to fall into poverty trap because of the pandemic.

Poverty rate in Bangladesh may rise to 40.9 per cent if Covid-19 causes 25 per cent fall in family incomes, according to the SANEM estimate based on the BBS's income and expenditure survey data. Consequently, the successes in alleviating poverty over the past two decades may fizzle out.

E-Wallet and Its prospect in Bangladesh

COVID-19 continues to affect people's lives in various ways. People are staying indoors because of restrictions on movement and from a fear of being infected. While this is the right thing to do, one still needs to purchase household essentials and send money to relatives who need it.

Essential service industries also need constant cash flows and payments. A fish seller from Sonargaon, Narayanganj in Bangladesh, Jamal offers one such service. He travels 30 km every day to Dhaka from his village to sell fish. He would receive bulk payments from customers-once in 15-20 days-both in cash and in his bKash wallet. However, that was the story from before COVID-19.

Proactive Steps Taken By Bangladesh Bank: Bangladesh Bank asked the Home and Finance Ministries and Bangladesh Police to facilitate mobile financial services (MFS) as emergency services amid the ongoing closure following the coronavirus outbreak.

The Bangladesh Bank has also made MFS cheaper through its directive, which says that no transaction charge would be levied to purchase medicines and other essential commodities using MFS P2P transfer and through debit or credit cards.

Further, the directive mandates no charges for MFS cash-out of BDT 1,000 daily at a time. The current charges are BDT 20 for each withdrawal amounting to BDT 1,000. The monthly ceiling of MFS P2P transactions has been raised from BDT 75,000 to BDT 200,000.

In addition, the Payment Systems Department of Bangladesh Bank has directed readymade garment factories to pay salaries to workers and employees through MFS accounts.

In response, bKash, Rocket, and Nagad have already registered 1.92 million RMG workers. The market share of RMG workers is 970,000 for bKash, 550,000 for Rocket, and 400,000 for Nagad out of a total 1,920,000.

We understand that bKash continued to register more than 50,000 new wallets of RMG workers every day. Almost 70 percent of these wallets are registered at its digital registration agent points.

- **Transactions Continue To Reduce:** bKash has been managing, on an average, BDT 4,500 million (USD 53 million) per day since the government declared general leave from March 27, 2020. In the pre-COVID-19 situation, bKash handled approximately BDT 10,000 million (USD 119 million) per day in terms of the transaction value.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

A significant number of MFS agents remain closed under the current closure, while the remaining agents open their shops for limited hours in a day. The regular earnings of people from the low-income group, such as rickshaw-pullers and daily laborers have reduced significantly and are even nonexistent in many cases.

People from the low-income group have been living on limited aid from the government, social organizations, and NGOs. Such lower-income people use cash-in/cash-out and P2P almost every day and in the present situation, such transactions have reduced.

An ongoing MSC study has found that the incomes of some MFS agents have reduced by 50 to 70 percent. "I hardly open my shop to run the agency business during this lockdown. My income from MFS transactions declined by more than 80 percent due to this pandemic.

If it continues like this, I will have to look for aid from various sources in my community", said a rural MFS agent from Louhajong, Munshiganj Activity at ATMs has reduced as well.

For leading private sector banks, daily transactions at ATMs and at agent banking outlets have reduced by 30 to 35 percent and 70 percent respectively.

These extraordinary reductions in transactions can be attributed to the restricted movement of people, the slump in economic activities, and the closure of service points.

The aforementioned fish seller Jamal has been affected as well. While he is not selling fish currently, he has payments due to his customers, which could help him wade through these difficult times. However, some of his customers only have a Rocket wallet and cannot send money to him on his bKash wallet.

Money is indeed not moving smoothly between rural and urban areas since banks and agent banking outlets have limited operations. MSMEs that operate through banks have been facing challenges in sending and receiving money, as banks have not been working in full capacity.

- **Can The Interoperability Of Wallets Help:** In our opinion, interoperability between MFS wallets will be very useful for Bangladeshis now and in the future too, if the country develops interoperable systems. Under interoperability between MFS wallets, customers who have, say a Rocket wallet will be able to send money to a bKash wallet, and the other way around.

  Developing interoperability between wallets is complex. It should ensure that the customer user experience is seamless and pricing is just. The backend system of such functionality needs to be considered carefully as well, such as the settlement process for providers and pricing among the parties, among other factors.

  The regulator needs to establish a governance framework that is transparent and inclusive and ensures strong Anti-Money Laundering (AML) compliance for interoperability.

  Interoperability between MFS wallets will have an impact on more than 81 million registered wallets across 64 districts in Bangladesh-and positively, we believe. We wonder if Bangladesh Bank would like to launch interoperability between MFS wallets.

  Yet this type of interoperability may have unintended impacts on how agents operate. We expect that many customers will use agent outlets to conduct such interoperable transactions.

  Yet agents could influence customers to switch providers or deny transactions or charge unauthorized fees. However, we believe that the Bangladesh Bank will tighten regulations as needed to ensure thriving competition in the market.

  The most profound impact will be on people's financial lives. It will remove the current barriers to transactions when the receiver or sender subscribes to different MFS providers. Interoperability between MFS wallets will encourage the use of MFS and provide people alternatives to using cash that is potentially contaminated with the virus.

  It will help all MFS users, including the newly on-boarded RMG workers. Interoperability between MFS wallets will ease making and receiving payments for goods and services, especially for MSMEs, who are now more likely to adopt payments via MFS wallets as the Bangladesh Bank has already increased the monthly limit for P2P to BDT 200,000. Interoperability has the potential to accelerate the move towards a digital Bangladesh.

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com
Scan Credit: Job Ninja

Bangladesh Responses to COVID-19

Bangladesh has been facing the COVID-19 outbreak under the leadership of HPM Sheikh Hasina. With a view to tackle the COVID-19 impact on Bangladesh, HPM Sheikh Hasina came up with special directives, policy actions and a series of multi-sectoral fiscal measures. Moreover, government has been continuing emergency relief and expanding social safety programs to facilitate the low-income segment of the population.

Special Directives and Strategic Plan by HPM Sheikh Hasina: As soon as the pandemic hit Bangladesh, HPM Sheikh Hasina came up with a 31-points directives. The directives were for both health professionals and general people. The civil and military administration, law enforcement agencies ought to enforce physical distancing and nationwide lockdown. HPM stressed on following Standing Orders on Disasters (SOD) - the national disaster management protocol. On relief, the directive was to strategically conduct relief works by focusing on underprivileged people. She directed the farmers to continue food production. Moreover, HPM Sheikh Hasina announced a 4-points strategic plan geared towards economic impact. The programs are: increasing public expenditure, introducing fiscal packages, expanding social safety net programs and increasing monetary supply. Government is increasing public expenditure eyeing increased employment generation. Government is also expanding social safety net coverage tonsure fundamental necessity of the people.

KEY POINTS

- Government declared **21** stimulus packages worth Tk **121,000**cr
- The fund is equivalent to **4.4**pc of the GDP
- More packages to be needed to get quick recovery
- Micro and small business are deprived of getting support
- Repayment of packages should be extended
- The tenure of moratorium facility should be stretched

HPM Sheikh Hasina Calls for Collective Responsibility: Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, in her article published in World Economic Forum's website, floated a five-point proposal to minimize the effects of the Coronavirus pandemic. First, the world will need new thinking on human well-being, tackling inequality, supporting poor and getting back our economies to pre-COVID levels, she said. Next, she emphasized a "robust" global leadership from G7, G20 and OECD and UN-led multilateral system in the second point. In her third point, she stressed on the need to devise strategies to adapt to new business norms. She underscored the need for a meaningful global compact to share burdens and responsibilities in her next point. In the fifth point, she stressed on the utilization of Fourth Industrial Revolution technologies to better prepare for the future.

Taming COVID-19: Rapid Public Health Measures: Covid-19 infected patients are receiving treatment in different government and private hospitals. Flu corners in separate wards have been set up in hospitals. Currently, there are 500 ventilators in government hospitals. Process to install 700 more ventilators and 100 ICU in these hospitals are underway. Government has prepared 601 places for institutional quarantine across the country. Around 30,000 people can receive quarantine service through these facilities. There are a total of 7,693 isolation beds in selected medical institutions in 8 divisions. Bangladesh government is also operating telephone hotlines to offer health advice. As of April 28, 2020, around 4,000 volunteer doctors are connected in this service. Around 3.5 million persons have received health advice and Covid-19 primary screening over hotlines since 8 March 2020. Currently, 17 laboratories in and outside Dhaka are operational for COVID-19 testing. To date, 3,625 doctors and 1,314 nurses have been trained on providing treatment to Covid-19 infected patients. With a view to incentivize the frontline fighters of COVID-19 outbreak, government will provide two months' salary to health professionals. Health professionals will also get an insurance coverage up to BDT 1 million.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Stimulus Packages for Keeping the Economy Vibrant: To address the impact of COVID-19 outbreak on the economy, government allocated BDT 956.19 billion under a set of stimulus packages amounting to 3.3% of the GDP. The first of the fiscal packages, involving BDT 300 billion, will be provided to affected industries and service sector through banks as low-interest loans. Under the second package, small and medium enterprises (SMEs), would get BDT 200 billion working capital. The third package is for enhancing Bangladesh Bank's (BB) Export Development Fund from $3.5 billion to $5 billion to facilitate raw material import. Under the fourth package, BB will introduce a new credit facility of BDT 50 billion as 'Pre-shipment Credit Refinance Scheme'. A BDT 50 billion incentive package is directed at paying the salaries of export-oriented industries. Another BDT 50 billion has been allocated to agricultural sector. Government has already published guidelines to implement the stimulus packages to the agriculture sector, the cottage, micro, small and medium enterprises and export-oriented firms.

Refinance Scheme for Low-income People: Bangladesh Bank has launched a BDT 30 billion refinance scheme for low-income people which would be disbursed through the microcredit entities, also known as non-government organizations (NGOs). Affected farmers and marginalized traders would also be eligible for the low-cost credit. Under the scheme, 75% fund must go to the low-income group professionals, farmers and micro businesses hard hit by the Coronavirus pandemic, while the rest 25% is reserved for small entrepreneurs. For an individual, the borrowing limit from NGOs has been set at BDT 75,000 and the limit for a group of at least 5 individuals at BDT 0.3 million.

Agriculture and Food Security: Facilitating the Farmers: Bangladesh agriculture sector will receive BDT 50 billion crore exclusively for agriculture sector under the stimulus package announced by HPM Sheikh Hasina. Small and medium farmers in rural areas will reap the benefit of the package. Moreover, government has increased subsidy amount on fertilizers. This fiscal year subsidy amount stands at BDT 95 billion. Government has announced BDT 1.50 billion allocation for seeds and seedlings distribution. Government has also announced an immediate allocation of BDT 2 billion for harvest and farm mechanization during the current harvest season. Farmers of Haor region are entitled to 70% subsidy and farmers in other regions will receive 50% subsidy on the purchase of farm machinery. Farmers of 7 Haor region districts faced difficulty in harvesting due to migrant-labor shortage amid nationwide lockdown. Government directed to ensure normalcy in the transportation of agricultural goods and agricultural workers.

Emergency Assistance Program Launched: The government has launched a nation-wide general relief program amid the lockdown enforced by Coronavirus pandemic. So far, rice has been distributed to 6 million households and BDT 312.4 million cash has been transferred to 3.5 million households during the ongoing crisis. A total of 27.7 million people has been reached through the relief program. Under a new innovative scheme, 3.4 million families will receive direct one-off cash assistance. Moreover, the government will issue 5 million new ration cards to poor people in urban and rural areas allowing them to buy rice at a subsidized price. The card holders can buy rice at BDT 10 per kg (one-fourth of the market price) under a special Open Market Sale (OMS) scheme. Those not registered on any food aid program will now be eligible for the OMS scheme.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Challenges for the Banking Sector of Bangladesh

Banking sector is considered to be the heart of a healthy economy. This is especially true for a developing country like Bangladesh. Since independence, this sector has kept the wheel of the economy moving forward. So it's natural that any disruption in the sector will lead to effects in the economy of the country.

The banking sector has many times been tarnished by several unwanted malpractices. Incidents like the Hallmark scandal, Crescent Group, AnonTex Group loan, Bangladesh Bank cyber heist and others have impacted the image of the banking sector both within and outside the country. The banking sector has received a lot of flak like:

- Rise of non-performing loans (NPL),
- The lack of good governances,
- Lack of cyber security/risk of information technology (IT),
- Political influence in banking procedures,
- Money laundering and malpractices by some bankers.

This has inevitably affected the efficiency and productivity of the sector.

1. **Rise of non-performing loans (NPL):** NPL is one of the prime concerns that can harm the financial health and stability of the banks. According to data from Bangladesh Bank, the amount of toxic loans increased to 11.23% to Tk 993.7 billion at the end of the third quarter of the year 2018. NPLs now account for 11.45% of the total loans, up from 10.41% in June of last year. A major challenge for the government would be to cut down this upward rise of the NPLs as soon as possible. For this, the government should extend its helping hands to the banking sector and give exemplary punishment to the intentional defaulters.
2. **Lack of Good governance:** Good governance is a key issue that is lacking in the banking sector. Corporate governance deteriorates when one or more banks do not practice transparency, accountability and compliance in their corporations. The quality of governance can affect the financial soundness indicators such as asset quality, capital adequacy ratio, liquidity, earning capacity etc. Management of the banks should keep a close eye on the operation of the bank and its branches to ensure proper corporate governance within the organization.
3. **Risk of information technology (IT):** The banking sector has embraced IT, but it is yet to ensure cyber security and risk management techniques. According to a research on cyber security of the banks in Bangladesh by Bangladesh Institute of Bank Management (BIBM), nearly 52% of all the banks are facing a high risk of cyber attacks. Another research has revealed that 80% of the banks in the country do not have relevant staff skilled and efficient enough to withstand cyber attacks.
4. **Lacks of skilled workforce:** For effective and smooth operation and management of bank, trained and skilled employees need to be developed. Every bank must develop its own training and development centre to impart regular training to employees. Besides, Bangladesh Institute of Bank Management (BIBM), Institute of Bankers, Bangladesh (IBB) and Bangladesh Bank Training Academy (BBTA) organizes regular training for the bank officials at different levels. Bankers should participate in these training programmes.

Banks have significantly increased in number, but their service is yet to reach the vast majority of disadvantaged and low-income groups at affordable costs. Banks should focus on bringing these people under the umbrella of banking services. Additionally, asset quality management and financial performance need to be improved drastically by ensuring good governance, transparency, accountability and adopting better risk management techniques.

Scan Credit: Job Ninja

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Monetary Policy (2020 – 21)

Features of the Monetary Policy for the fiscal year 2020-21(Jan'20–June '21): The Bangladesh Bank unveiled an expansionary and accommodative monetary policy for the fiscal year 2020-2021, lowering the bank rate to 4 per cent from 5 per cent after 17 years to rationalize it with the current interest rate regime.

- In the monetary policy statement, the overnight repurchase agreement (REPO) and reverse REPO rates have also been lowered to 4.75 per cent and 4 per cent respectively from 5.25 per cent and 4.75 per cent with a view to ensuring the availability of less costly funds for banks and rationalizing the policy rates' corridor (the gap between the repo and reverse repo rates).
- The central bank projected that the growth of credit to the government would be 44.4 per cent at the end of the current fiscal year against the growth rate of 53.3 per cent in FY20.
- The policy also mentioned that the broad money circulation would rise by 2.9 percentage points to 15.6 per cent at the end of June of FY21 from 12.7 per cent at the end of June of FY20.
- Expects stocks to rebound in view of supportive monetary policy
- Public sector credit to expand by 44.4 percent and private credit by 14.8 percent

Particulars	Previous	Present
Bank Rate	5%	4%
Repo	5.25%	4.75%
Reverse Repo	4.75%	4%

The BB projected 14.8 per cent private sector credit growth target for FY21, much higher than the actual 8.61 per cent growth in the immediate past fiscal year 2019-2020. For the first half of FY21, the growth target has been set at 11.5 per cent.

- However, the credit growth target for FY21 has been kept unchanged considering the BB's projection over attaining 14.8 per cent private sector credit growth target in FY20.

The monitory policy mentioned adapting of strategies to support with adequate finance the priority sectors including cottage, micro, small and medium entrepreneurs, manufacturing, and industries with the options of necessary adjustment to match the demand of the specific sectors. In the MPS, the central bank said, 'The prime objectives of the monetary policy stance and monetary programs for FY21 are the recovery of the economy from the adversity of the coronavirus pandemic and rehabilitation of the production capacity including restoration of the normal livelihoods of the people along with maintaining dual goals of price stability and quality growth.'

Hazards Of The Monetary Policy:

" The recently taken policies of the central bank would increase money flow, but cautious utilization of money would be vital. Otherwise, people may invest their money in non-productive sectors."

— Dr. Salehuddin Ahmed, the former governor of the Bangladesh Bank

- The uncertain length and depth of the Covid-19 pandemic in the coming days is considered to be the number one risk factor in attaining the monetary program objectives of FY21.
- Further aggravation of the global recessionary economic condition due to the lingering novel coronavirus pandemic, along with the volatilities in oil price and ongoing geopolitical tensions in the Middle-East, might have a serious negative impact on future export earnings and wage earners' remittance inflows to Bangladesh.
- Bangladesh Bank's expansionary and accommodative monetary policy stance along with the implementation of the various stimulus packages in the economy may intensify the unexpected inflationary pressure through creating price bubbles in the near future.
- The present non-performing loan (NPL) situation in the banking industry of Bangladesh may soon disappear due to worsening business conditions.
- Natural calamities – such as floods and cyclones – always remain a potential risk factor because of the country's nature-dependent agricultural sector.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

To sum up, a departure from conventional monetary policy is a need of the hour. The Bangladesh Bank (BB) deserves high marks for coming remarkably close to meeting this need by announcing the continuation of an expansionary monetary policy stance since the immediate aftermath of the Covid-19 shock to the Bangladesh economy. The articulation of the policy objectives is commendably noteworthy. We expect that a galaxy of policy measures, taken by the central bank, would help generate employment opportunities in the agriculture, industry, and services sectors so that pandemic-related economic losses are rapidly recovered.

Challenges for the Economy of Bangladesh

Economic development without socio-economic challenges is inconceivable. Bangladesh is a developing country. Last few years our annual growth rate running over 6.5%. But recently Bangladesh faces some serious socio-economic challenges. Some of which are mentioned below.

Challenges for the economy of Bangladesh:

1. **Absence of inclusive growth:** Economic growth of a country includes economic development but it does not reflect every citizen's growth. For example our 20.5% of the population is still tottering below the poverty line, the growth is not inclusive.
2. **Inflation is pressing concurs:** Rapidly growing inflation is the biggest problem at the present. Our current inflation rate 5.4% (According to National Budget 2020-2021) which is the record after 54 years.
3. **Food insecurity:** The unusual rise of food prices in the recent time has really herd hit the poorest and the marginalized groups.
4. **Environment and climate change challenge:** Last but not the least, the climate change also poses a major development challenges for Bangladesh.
5. Poverty
6. Over population
7. Bureaucracy problem.
8. Hunger
9. Managing rise in Unemployment.
10. Massive Corruption.
11. Political turmoil.
12. Improper education system.

Ways to make economic growth faster:

1. Diversifying export products just not depending on RMG.
2. Increasing investment by at least 5% of GDP from the current 28.7%.
3. Rising the female labor force participation rate by easing labor market entry.
4. Enhancing the quality and relevance of education.
5. Increasing agricultural growth of higher productivity manufacturing and services.
6. Decentralizing of the economic sectors.

It now appears that Bangladesh is facing a major economic crisis caused by the Covid-19 pandemic. Apart from the above mentioned issues, there are many other socio-economic challenges facing Bangladesh. To tackle these challenges, the country needs capable and mature political leadership, proper economic agenda, business friendly policies, efficient but smaller bureaucracy, decentralization, strong local governments and opportunities for participation of the poorest.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Corporate Social Responsibilities (CSR)

"Corporate social responsibility is the commitment of businesses to contribute to sustainable economic development by working with employees, their families, the local community and society at large to improve their lives in ways that are good for business and for development."

— International Finance Corporation (IFC)

Corporate Social Responsibility (CSR) is a concept whereby organizations consider the interests of society by taking responsibility for the impact of their activities on customers, employees, shareholders, communities and the environment in all aspects of their operations. This obligation is seen to extend beyond the statutory obligation to comply with legislation and sees organizations voluntarily taking further steps to improve the quality of life for employees and their families as well as for the local community and society at large.

Types of CSR activities:

- **Philanthropy:** Businesses can practice social responsibility by donating money, products or services to social causes and non-profits. Larger companies tend to have a lot of resources that can benefit charities and local community programs. It is best to consult with these organizations about their specific needs before donating.
- **Ethical labour practice:** By treating employees fairly and ethically, companies can demonstrate their social responsibility. This is especially true of businesses that operate in international locations with labor laws that differ from those in the United States.
- **Volunteering:** Attending volunteer events says a lot about a company's sincerity. By doing good deeds without expecting anything in return, companies can express their concern for specific issues and commitment to certain organization.
- **Environmental efforts:** One primary focus of corporate social responsibility is the environment. Businesses, regardless of size, have large carbon footprints. Any steps they can take to reduce those footprints are considered good for both the company and society.

Notable CSR activities carried out by the banks/Fields of CSR:

- Heath care
- Sponsorship
- Scholarship
- Interest free education loan
- Charity, social welfare and other activities
- HIV programmer
- Aid during Natural disaster face by the country
- Aid For Cultural Development
- Infrastructural development of the country

Importance of CSR: CSR can play a role in building customer loyalty based on distinctive ethical values. Business service organizations can benefit too from building a reputation for integrity and best practice. So businesses should be more responsible for their environment.

Advantages of CSR to companies include:

- ✓ Better brand recognition.
- ✓ Positive business reputation.
- ✓ Increased sales and customer loyalty.
- ✓ Operational costs savings
- ✓ Better financial performance.
- ✓ Greater ability to attract talent and retain staff.
- ✓ Organizational growth.
- ✓ Easier access to capital.

Disadvantages of CSR to companies include:

- ✓ It needs higher costs and expenses.
- ✓ It can increase investor's resistance.
- ✓ It promotes greenwashing.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Hindrances to CSR: There are major challenges in today's corporate arena that impose limitations to the growth and potential profits of an organization. Government restriction, tariffs, globalization, environmentally sensitive areas and exploitation are problems that are costing millions of dollars for organization.

CSR in the context of Bangladesh: CSR activities have been started in Bangladesh lately. Here a good number of companies which have been spending funds on CSR programmes. Among them banks have been contributing large amount every year. The basic object behind the spending money on CSR by the all companies is to be —

- The more they spend funds on CSR, the greater the benefit for society in one way or other.
- Help strengthen their footing in the community.
- Facilities their branding. In turns, this can create a strong base to build their public image which can ultimately pay them good dividends.

So, it can be attributed that CSR is certainly a potential strategic tactic to gain public support to sustain a competitive advantage. Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce of the country.

New Normal Situation and Covid-19

Since there no specific cure or vaccine for COVID-19 is available yet, we could prevent the spread of this deadly pandemic by changing our lifestyles and following some etiquettes. Some specific rules suggested by the World Health Organisation (WHO) needs to be followed. For example, washing hands with soap and water for at least 20 seconds, using a mask while outdoors, maintaining social distancing, staying indoors and avoiding public gatherings. We also need to be accustomed to a few more social etiquettes like giving up shaking hands, hugging and greeting by kissing someone's cheeks. We need to continue our life like this and this situation is termed as 'New Normal'

Lockdowns alone may not be the only way to prevent COVID-19. Rather, avoiding public gathering and quarantine of the elderly and vulnerable is the best way to reduce the mortality rate by the Virus. Simultaneously, efforts should be made to formulate effective strategies for the already existing service facilities to improve the necessary health service delivery for the treatment of the sick population. It is imperative to have proper planning and implementation of the existing healthcare system.

- Diagnosis should be confirmed through definitive examination and triage needs to be done for COVID-19, suspected and non COVID-19 cases based on clinical criteria. Properly diagnosed and identified cases need to be hospitalised or isolated as needed. Everyone else who has come in contact with them must be traced and needs to be quarantined and monitored separately.
- The most important thing is to emphasise on the need to use masks in public and use them properly. We must motivate the public to do so, i.e. to eliminate the habit of wearing the mask over or below the head/around the neck and hanging around the ear on one side. Always make sure that the mask is well fitted covering the nose and chin. Hands must be sanitised or washed before touching the face, eyes or nose. There should be strict protocols and implementation of health hygiene etiquettes in all public transportation, bazaars and shopping centres.
- We should try to increase immunity naturally by having adequate sleep, as sleeping and the immune system are closely linked. The antioxidants found in vegetables, fruits, nuts and seeds help reduce inflammation by fighting compounds called free radicals. Healthy fats found in olive oil, freshwater fish and seafood can reduce inflammation and increase immunity.
- It is also important to drink plenty of fluids to keep yourself well hydrated. Exercising regularly can keep you fit and help to reduce your stress.
- Online education has become a buzz word during this COVID-19 situation and this situation may prevail even after the COVID situation.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

- The explosion in technology, especially in the Internet of Things (IoT) and artificial intelligence, have got real meaning during this COVID-19 situation.
- Health consciousness and hygiene is awareness are going to be part and parcel of our daily life in the post pandemic situation.

Until the vaccine for CVID-19 is available, we have to get used to the 'new normal' lifestyle to cope with our lives. There is no alternative to abiding etiquette and proper hygiene practice. Gradually we will have to learn to adapt to the pandemic and other mutant viruses that may emerge in future. Need to know..

An epidemic	A disease that affects a large number of people within a community, population, or region.
A pandemic	An epidemic that's spread over multiple countries or continents.
Endemic	Something that belongs to a particular people or country.
An outbreak	A greater-than-anticipated increase in the number of endemic cases. It can also be a single case in a new area. If it's not quickly controlled, an outbreak can become an epidemic.

Importance of Monetary Policy Set by Central Bank in Growth of Economy

" Monetary policy should remain data-dependent, be well- communicated and ensure that inflation expectations remain anchored"

— Gita Gopinath, The Chief Economist of the International Monetary Fund.

Monetary policy is concerned with changing the supply of money stock and rate of interest for the purpose of stabilising the economy at full-employment or potential output level by influencing the level of aggregate demand. More specifically, at times of recession monetary policy involves the adoption of some monetary tools which tend the increase the money supply and lower interest rates so as to stimulate aggregate demand in the economy, on the other hand, at times of inflation, monetary policy seeks to contract the aggregate spending by tightening the money supply or raising the rate of interest.

The three objectives of monetary policy are:

- Controlling inflation,
- Managing employment levels,
- And maintaining long term interest rates.

Importance of Monetary Policy Set by Central Bank: Monetary policy is another important instrument with which objectives of macroeconomic policy can be achieved. It is worth noting that it is the Central Bank of a country which formulates and implements the monetary policy in a country. In some countries such as Bangladesh Bank works on behalf of the Government and acts according to its directions and broad guidelines.

- Bangladesh Bank uses monetary policy to manage economic growth, unemployment, and inflation.
- It does this to influence production, prices, demand, and employment.
- Expansionary monetary policy increases the growth of the economy, while contractionary policy slows economic growth.
- Bangladesh Bank implements monetary policy through open market operations, reserve requirements, discount rates, the federal funds rate, and inflation targeting.

In the context of developing countries, the following three are the important goals or objectives of monetary policy:

1. To ensure economic stability at full-employment or potential level of output;
2. To achieve price stability by controlling inflation and deflation; and
3. To promote and encourage economic growth in the economy.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Digital Banking in Bangladesh

Digital banking is the digitization (or moving online) of all the traditional banking activities, programs and services that were historically were only available to customers when physically inside of a bank branch. This includes activities like

- ✓ Money Deposits, Withdrawals, and Transfers
- ✓ Checking/Saving Account Management
- ✓ Applying for Financial Products
- ✓ Loan Management
- ✓ Bill Payment
- ✓ Account Services

Consumer preferences quickly shifted to online and mobile devices.

"Automated delivery of new and traditional banking products and services directly to customers through electronic, interactive communication channels is called digital banking or e-banking."

— Federal Financial Institutions Examination Council's (FFIEC)

Benefits of Digital Banking:

1. Easy setup- creating account and managing those things are easy
2. 24/7 Banking
3. Affect Cost Savings
4. Greater financial inclusion
5. Focus on security and flexibility

Difference between Online and Digital Banking: Online banking focuses on digitizing the "core" aspects of banking like remote deposits, money transfers, bill pay and basic online management of accounts; but digital banking encompasses digitizing every program and activity undertaken by financial institutions and their customers.

Different Types of Digital Banking:

1) **PC banking or PC home banking:** Using personal computer in banking activities while staying at home or locations outside bank to access accounts for transactions by subscribing to and dialing into the banks is known as PC banking.
2) **Online banking:** Using specialized software provided by the respective bank, customers can do their banking activities which is called online banking.
3) **Internet Banking:** Internet banking refers to the use of internet as a remote delivery channel for banking services which permits the customer to conduct transactions from any terminal with access to the internet.
4) **Mobile Banking:** Mobile banking (also known as M-banking or SMS banking) is a term used for performing balance checks, account transactions, payment etc. via a mobile device.
5) **Tele-Banking:** Tele banking refers to the services provided through phone that requires the customers to dial a particular telephone number to have access to an account which provides several options of services.

Digital banking provides facilities like balance enquiry, fund transfer among accounts of the same customer, opening or modifying term deposit account, cheque book or pay order request, exchange rate or internet rate enquiry, bills payment, account summary, account details, account activity, standing instructions, loan repayment, loan information, statement request, cheque states enquiry, stop payment cheque, refill prepaid card, password change, L/C application, bank guarantee application, lost card (debit/credit) reporting, pay credit card dues etc.

Scan Credit: Job Ninja

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Good Governance in Banking Sector

There have been long-standing allegations about irregularities in the banking sector of Bangladesh. Extensively rising figures of defaulted loans, lack of accountability and inadequacy of good governance are frequently glaring up in this sector involving both state-run and private banks.

Good governance in Banking Sector: Good governance is generally characterized by accessibility, accountability, predictability, transparency and follows the rule of law. It assures that corruption is minimized, vies of minorities are taken into account in the service sector in any organization. Good governance is a term that used to describe how public institutions conduct public affairs & manage public resources.

Good governance in the banking sector is an expected matter for the people connected with the sector. Transparency and accountability are necessary to ensure accountability among the major group of participants in financial market: borrowers and lenders; issuers and investors; and national authorities and international financial institutions. Due to lack of good governance Bangladesh experienced several incidents like ***Hallmark scandal, Basic Bank scandal, cyber attacking and default loan*** etc.

Primary reasons behind lack of governance are:

1. Bad debt
2. Inefficient management
3. Corruption
4. Lack of transparency
5. Rapid changes in the policy
6. Weak IT infrastructure
7. Lack of accountability
8. Bureaucratic complicacies especially in state owned banks

Reasons behind Good Governance Crisis in Banking Sector of Bangladesh:

1) The sum of defaulted loans in the country are continuously mounting. Since no remarkable actions are being taken against loan defaulters.
2) Banking laws and regulations of our country are not being applied properly which is one of the blazing reasons behind the alarming escalation of defaulted loans.
3) Few influential groups who have been misusing their power and thus banking rackets are happening without interventions from the regulatory bodies.
4) There is an allegation that people holding higher posts in banks take undue privileges from banking administration for themselves and for their close quarters.
5) Nepotism, undue political influence and lack of actions by the government against financial culprits are responsible too.

Initiatives need to be taken: Loan approval and disbursement to capable and potential entrepreneurs should be done within a short time so that the entrepreneurs can congenially utilize the loans. If loans are not paid to the right entrepreneurs quickly it may cause trouble to their business efforts. On the other hand, bank officials should be very cautious with the assessment of loan applicants' assets so that over-evaluation and under-evaluation do not happen. Some major steps should be taken to balance ensure the good governance in the banking sector. These are:

(A) By Central Bank:

1. Central Bank should be more independent & transparent & taking decisions.
2. Bank Company Act (BCA) should be updated to ensure the reduction of political & administrative influence in the case of loans in banks.
3. Strong supervision from Bangladesh Bank;
4. Digitalization & upgrading online banking system will help to establish good governance etc.
5. Examples should be created to punish the responsible persons of scams in banking sectors;

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

(B) By Scheduled Banks:

1. Creating atmosphere of accountability.
2. Practicing transparency in decision making.
3. Providing incentives to the NPL.
4. Proper monitoring of the disbursed loans.
5. Abiding by Basel-3 regulations and requirements.

All banks should look into this point. Bangladesh Bank can issue special directives on this issue to facilitate business endeavors by law-abiding citizens of the country. Entrepreneurs who obey banking rules should be encouraged to expand their business with monetary cooperation from commercial banks.

Virtual Learning

The spectre of Covid-19 has descended on the planet so suddenly that almost all spheres of human life have been caught off guard. And the education sector is no exception. The pandemic has badly affected the global education landscape leading to the wholesale closure of schools, colleges and universities.

Virtual Learning in Bangladesh: There is a need of an alternative method of teaching/learning in a bid to ensure sustainability in the academia. Most are learning towards virtual education at the moment, and the Ministry of Education and the University Grants Commission (UGC) in Bangladesh have also agreed to it in principle and are negotiating a way forward. Against the backdrop of Covid-19 pandemic, online learning is thus gaining a foothold across the globe. Most of the institutions are in favour of it at this moment, as it can help to minimize the impact of the pandemic on education. For conducting virtual Learning, some basic requirements must be available to the students and teachers. The first three primary requirements are

- Digital device (computer or smart phone)
- High speed internet and
- Platform

The Virtual Learning was first introduced in Bangladesh in 1956 by radio broadcasting program and later in 1992 by Bangladesh Open University. The Bangladesh Bureau of Statistics' multiple indicator cluster survey-2019 shows that:

- Only 37.6% of households in the country have access to internet.
- It also found that only 5.6% of households have a computer.
- Internet connection is not adequate for remote learning.

Virtual learning requires technological devices, affordability and uninterrupted high speed internet. The policy makers need to address these issues to accommodate all the students.

Advantage of virtual learning:

- **Accessibility:** virtual learning is accessible to anyone who has a computer, tablet or samrtphone.
- **Flexibility:** There is no longer any need to be in a classroom at a specific time on a specific day.
- **Availability:** One can take part in an online course from any location where one has internet data or wifi facility.
- **Affordability:** One can learn from the comfort of one's own home which facilitates no travel costs.
- **Convenience:** It is convenient for those who have full time jobs and responsibilities that require input at specific times or places.
- **Environment supportive:** As it is a paperless way of learning, it is helping to reduce environment pollution.
- Economize on the time of teaching staff, and the cost of instruction.
- Facilitate the networking of instruction between different campuses or even colleges.
- Provide for the reuse of common material among different courses.
- Provide the ability to deliver various courses to a large number of students

Scan Credit: Job Ninja

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Disadvantage of virtual learning:

- **Buffering:** Sometimes internet speed is too slow to respond. Suppose, someone asks a question, it may reach to the trainer/teacher far later and the issue becomes irrelevant in the class at that moment.
- **Isolation:** there are no other students with whom to discuss the course.
- Lack of communication skill development.
- Focus on theory rather than practice.
- Inaccessible to the computer illiterate people.
- Inaccessible to the people who can't afford the internet.
- Power outage.
- Lack of digital learning resources and institutional inability.
- Limited feedback.

According to UNESCO data, as of 1 June, 2020 globally, 1.2 billion learners (68% of the world's total enrolled learners) were affected due to the education institute closure in 144 countries. Bangladesh is not different. Since 17 March all the educational institutes in the country have remained closed to prevent the spread of COVID-19 among the students. In this situation virtual learning has gained priority in the education sector.

Human Trafficking

Bangladesh is a country in South Asia that faces many hardships due to poverty. Many residents are struggling to survive, and in turn, crime follows. A crime like human trafficking is detrimental to Bangladesh and the millions of victims it affects. Human trafficking is one of the major evils in the modern world. Bangladesh is a source and transit cities for men, women, and children subjected to trafficking in persons, specifically forced labor and forced prostitution. A significant share of Bangladesh's trafficking victims are men recruited for work overseas with fraudulent employment offers who are subsequently exploited under conditions of forced labor or debt bondage. Children – both boys and girls – are trafficked within Bangladesh for commercial sexual exploitation, bonded labor, and forced labor. Some children are sold into bondage by their parents, while others are induced into labor or commercial sexual exploitation through fraud and physical coercion. Women and children from Bangladesh are also trafficked to India for commercial sexual exploitation.

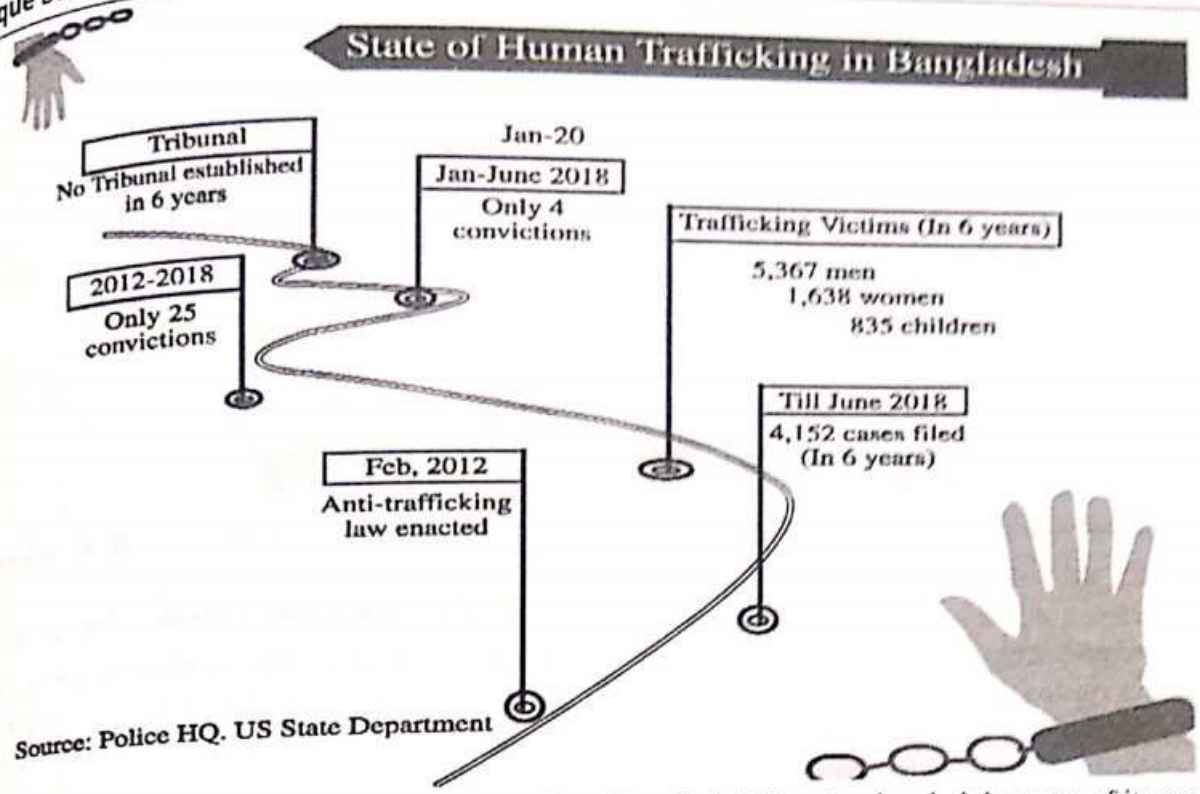
''Poverty is one of the main reasons for human trafficking in Bangladesh. Bangladesh was one of the top 10 countries whose nationals attempted to enter Europe illegally through different sea and land routes between January and June this year.''

— Shariful Hasan, Head of Migration Brac

Bangladeshi men and women migrate willingly to Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, the United Arab Emirates (UAE), Qatar, Iraq, Lebanon, Malaysia, Liberia, and other countries for work, often under legal and contractual terms. Most Bangladeshi who seek overseas employment through legal channels rely on the 724 recruiting agencies belonging to the Bangladesh Association of International Recruiting Agencies (BAIRA).

- **Bangladesh is a hub for trafficking.** The geography of Bangladesh plays a major role in its human trafficking issues. It is located near the Gulf region that links to South Asia. Traffickers transport people on boats to one of the 20 specific drop-off zones in any of the 16 districts in the area. Traffickers could also transport victims to many other South-East Asian countries. There were around 25,000 trafficking victims from January to April 2015 and the drop-off zones were in Maheshkhali, Cox's Bazar Sadar, Teknaf and Ukhia. Bangladesh's Coast Guard also reported the rescue of 116 people between the ages of 16 and 25 from the Bay of Bengal in June 2015. Using boats as the main vessels of transportation started in 2003 and caused an increase in human trafficking.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com



- **Limited available jobs can lead to vulnerability:** Bangladesh is not only a hub because of its geography, but also its limited jobs and resources. Someone can easily become deceived into becoming a human trafficking victim because they would like to obtain a job. The unemployment rate is 4.30 percent with an average salary of $60 a month. There are 27 million in Bangladesh facing extreme poverty and 31 percent living in chronic poverty in less developed areas. Within these circumstances, people in poverty to this degree are willing to take any job opportunities they can find. Human traffickers use this to their advantage and lure unknowing people into job scams; the traffickers promise a good career in another country, but in reality, they will use desperate people for any number of torture, prostitution and labor schemes. Giving way to more economic growth would reduce the number of people who fall victim to human trafficking substantially.
- **Women are especially prone to human trafficking:** Among the 10 facts about human trafficking in Bangladesh is that women make up the most trafficking victims and they have little protection. Reports determined that Pakistan was a transit location for two million women and that Cox's Bazar had trafficked 3,500 young girls in a matter of 10 years. Women are susceptible to forced prostitution and face abuse, rape and possibly murder. Traffickers traffic 400 women a month in Bangladesh. This trafficking has become a larger-scale operation and around 200,000 women, some as young as 9, have gone to different countries unwillingly.
- **Sex trafficking is a rising form of human trafficking:** There are different forms of trafficking and sex trafficking is one of the most profitable. This kind of trafficking makes up for half of all trafficking profit and only accounts for 5 percent of victims. The victims often suffer in this industry for years and it becomes a lifestyle. Since prostitution became legal in 2000, workers receive little protection. An estimated total of 100,000 women and young girls are working as prostitutes, but less than 10 percent are working voluntarily. Forced sex work is an issue affecting women and girls all over Bangladesh, but the country rarely criminalizes it. Out of 6,000 people that authorities arrest for sex trafficking-related crimes, only 25 people received a conviction.
- **Lack of education is another factor in human trafficking:** Education in Bangladesh lacks a proper structure for children 14-18. The dropout rate for that age group was 65 percent and over half of household heads do not have any education. Seventeen percent of these household heads were on the low end of literacy. Since it is not a requirement for children to attend school, they have to find ways to keep occupied. They do not have anyone closely watching them like children in school and it makes them vulnerable to human trafficking.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

- **Consequences and laws against trafficking are at a minimum:** Bangladesh has made progress in its strides towards ending global poverty with the emergence of The Human Trafficking Deterrence and Suppression Act in 2012. While any progress is good, there are many gaps in the enforcement of legislation. In 2017, there were 778 reports of human trafficking with a single conviction. Numbers like these are astounding and show a huge lack of governmental support in ending human trafficking. Protection services in Bangladesh receive limited support as well; services for victims of human trafficking have proven to not thoroughly address the needs of the victim, nor do they include adult men at all. Major governmental reform is necessary to stop human trafficking.

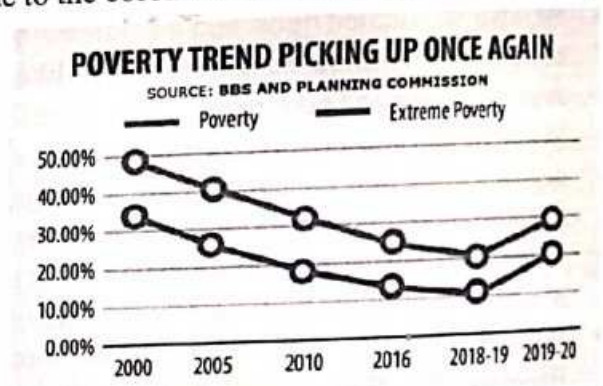
Human trafficking is becoming gradually a grave concern for human rights and security in Bangladesh. Government efforts could not prove to be effective mechanism in addressing the issue. Since trafficking in persons is both a national and human security threat, it requires a great deal of attention and actions.

Pandemic Doubles Extreme Poverty

"The pandemic and global recession may cause over 1.4% of the world's population to fall into extreme poverty,"

— World Bank Group President David Malpass

The recent nationwide closure of all economic activities for two-and-a-half months has doubled extreme poverty in Bangladesh, raising the number of the country's ultra-poor from 10.5 per cent of the population to 20.5 per cent as of June, according to the Planning Commission (PC).Similarly, the commission, operating under the guidance of the planning ministry, estimated that the incidence of poverty increased from 20.5 per cent to 29.4 per cent as a considerable number of people lost their income due to the coronavirus fallout."There were already many poor people in the past and the pandemic has only worsened their situation," said Shamsul Alam, a member of the PC's General Economics Division. The depth of poverty has increased because of income shrinkages as many working in the informal sector lost their jobs.



The PC's estimates were made following forecasts on the ongoing crisis from several independent think-tanks such as the Centre for Policy Dialogue (CPD) and the South Asian Network on Economic Modelling (SANEM).

CPD forecasts showed that the poverty rate would increase to 35 per cent by the end of this year, leading to further inequality. Meanwhile, SANEM said that the overall poverty in the country would double to 40.9 per cent as a large number of the less impoverished became 'new poor' following the economic downturn brought about by the coronavirus outbreak in Bangladesh in March. The poverty rate did not go up as much as the research organisations expected because there was a collective effort to ensure that market activities continue.

"The markets were not completely closed. That is why the increase in poverty was not as much as had been feared. Thanks to the restrictions on public movement, the economic loss was less than what we thought it would be."

The economy started recovering from July after activities resumed in full swing. The pressure of poverty is reducing owing to the increased flow of remittance and the gradual reopening of the economy.

> "The PC is targeting to bring down the incidence of poverty by nearly half to 15.5 per cent and extreme poverty to 7 per cent by 2025."

However, the pandemic has already slowed the country's completion of its first two Sustainable Development Goals by 2030. The percentage of poor people had declined gradually over the last three decades. However, the

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

pace of poverty reduction slowed after 2010 even though Bangladesh has recorded more than 6.5 per cent economic growth annually during this period, showed data from the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS).

The coronavirus outbreak has thwarted Bangladesh's gains in this regard, almost sending the country back to the 2010 poverty level, when 31.5 per cent of the population was classified as poor.

Although the government has provided support for the poor, many of them remain unfed or half-fed amid the ongoing pandemic.

About 40 per cent of the country's poor and 35 per cent of the economically vulnerable were forced to reduce their food consumption following the coronavirus outbreak in March, according to a study by the BRAC Institute for Governance and Development (BIGD) and Power and Participation Research Centre (PPRC) in April this year.

Importers have to pay more than 60 percent in taxes to bring rice from abroad. The prices of both the medium and coarse grains, which is consumed by a majority of the population, has seen an upward trend since the beginning of August, shows data from the Department of Agricultural Marketing.

"We had to buy onions at Tk 250 per kilogram for the mistakes of the agricultural department. We need to be ready to import to cool down the prices because a large number of poor and low-income people will be the hardest hit by an increase in the price of rice. Due to the political sensitivity of rice, it should not be ignored, Alam said."

Import should be allowed at least to increase the government's stockpile to 20 lakh tonnes. Food stockpiles at public warehouses stood at 12.5 lakh ton as of 8 August, down 31 per cent from a year earlier, according to data from the food ministry.

Role of Mobile Banking in Financial Inclusive Development of Bangladesh

"Banking is necessary, banks are not. And technology like mobile has facilitated this purpose so far"

— Bill Gates

Mobile banking is a service provided by a bank or other financial institution that allows its customers to conduct financial transactions remotely using a mobile device such as a smartphone or tablet. Unlike the related internet banking it uses software, usually called an app, provided by the financial institution for the purpose. Mobile banking is usually available on a 24-hour basis.

The City Bank Limited is the first bank that gave the idea by their mobile banking software named as "City wallet" in October, 2009. But, Dutch Bangla Bank Limited started mobile banking in full swing and widely in Bangladesh on 31st March, 2011.

Market Share: Though Dutch Bangla Bank Ltd. introduced mobile baking in Bangladesh first, now Brac Bank's bKash is in the leading position. At present bKash-80% and Rocket-17% are dominating 97% of the country's total MFS market share approximately 887.97 lakh among them active customer around 385.71 lakh by June, 2020.

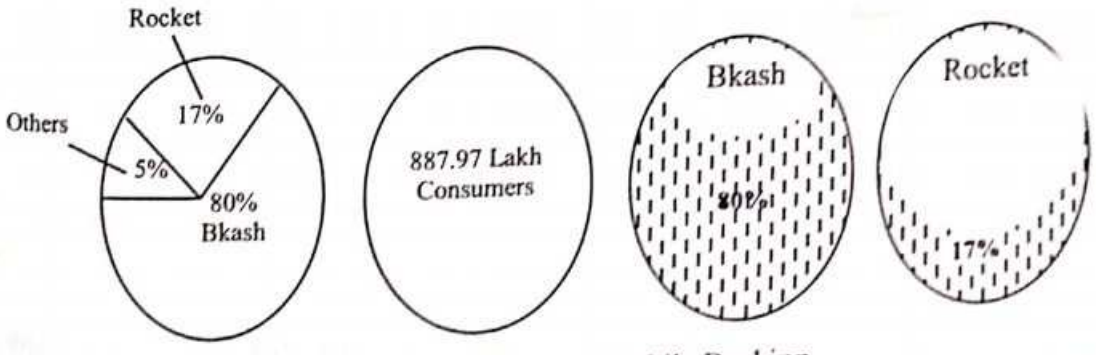


Figure: Market Share of Mobile Banking

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Service Name	Mobile operator	Service Name	Mobile operator
Rocket	Dutch Bangla Bank Ltd.	M-cash	Islami Bank
bKash	Brac Bank Ltd.	Sure Cash	Rupali bank
UCash	United Commercial Bank Ltd.	Nagad	Bangladesh Post Office Ltd.
My Cash	Mercantile Bank Ltd.	T-cash	Trust Bank Ltd.
OK Mobile Banking	One Bank Ltd.		

Mobile banking services:

(a) Account information:

1. Mini-statements and checking of account history
2. Credit/Debit Alerts.
3. Monitoring of term deposits
4. Access to loan statements
5. Access to card statements
6. Mutual funds/equity statements
7. Insurance policy management

(b) Transaction:

1. Fund transfers between accounts
2. Paying third parties
3. Check remote deposit

(c) Investments:

1. Portfolio management services
2. Real-time stock

(d) Support:

1. Status of requests for credit, including mortgage approval and insurance coverage
2. Cheque book and card requests
3. Exchange of data messages and email, including complaint submission and tracking
4. ATM Location

(e) Content services

1. General information such as finance related news
2. Loyalty-related offers

Advantages of Mobile Banking:

1. Users can transfer fund from one bank account to another with a smartphone just with the help of the internet, from anywhere to everywhere
2. More secure and risk-free than online banking
3. It is available for 24 hours
4. Cost effective
5. Time saving in utilities payment

Disadvantages:

1. Risk of receiving scams
2. Significant charges on regular and large transaction
3. Regular use of mobile banking may lead to extra charges levied by the bank for providing the service
4. The loss of a mobile device often means that criminals can gain access to customer's mobile banking PIN and other sensitive information

The economy of Bangladesh is expanding rapidly and so are financial activities. Here mobile banking is playing a great role. It has a huge scope in Bangladesh as more and more people are coming under mobile banking services.

Scan Credit: Job Ninja

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Gross Domestic Product (GDP)

GDP stands for "Gross Domestic Product" and represents the total monetary value of all final goods and services produced (and sold on the market) within a country during a period of time (typically 1 year). GDP is the most commonly used measure of economic activity.

The first basic concept of GDP was invented at the end of the 18th century. The modern concept was developed by the American economist Simon Kuznets in 1934 and adopted as the main measure of a country's economy at the Bretton Woods conference in 1944.

"Gross" (in "**Gross** Domestic Product") indicates that products are counted regardless of their subsequent use. A product can be used for consumption, for investment, or to replace an asset. In all cases, the product's final "sales receipt" will be added to the total GDP figure.

In contrast, "Net" doesn't account for products used to replace an asset (in order to offset depreciation). "Net" only shows products used for consumption or investment.

- **National:** (GNP) In contrast, "National" (In "Gross **National** Product") indicates that the inclusion criterion is based on citizenship (nationality): goods and services are counted when produced by a national of the country, regardless of where the production physically takes place. In the example, the production of a German-owned factory in the United States will be counted as part of Germany's GNP (Gross National Product) in addition to being counted as part of United States' GDP.
- **GNI:** GNI (Gross National Income) is a metric similar to GNP, since both are based on nationality rather than geography. The difference is that, when calculating the total value, GNI uses the income approach whereas GNP uses the production approach to calculate GDP. Both GNP and GNI should theoretically yield the same result.

What does "Product" stand for: "Product" (in "Gross Domestic **Product**") stands for production, or economic output, of final goods and services sold on the market.

Included in GDP:

- **Final** goods and services **sold for money**. Only sales of **final goods** are counted, because the transaction concerning a good used to make the final good (for example, the purchase of wood used to build a chair) is already incorporated in the final good total value (price at which the chair is sold).

Not included in GDP:

- Unpaid work: work performed within the family, volunteer work, etc.
- non-monetary compensated work
- goods not produced for sale in the marketplace
- bartered goods and services
- black market
- illegal activities
- transfer payments
- sales of used goods
- intermediate goods and services that are used to produce other final goods and services

Nominal (Current) GDP vs Real (Constant) GDP:

- **Nominal GDP:** (or "Current GDP") = face value of output, without any inflation adjustment
- **Real GDP:** (or "Constant GDP") = value of output adjusted for inflation or deflation. It allows us to determine whether the value of output has changed because more is being produced or simply because prices have increased. Real GDP is used to calculate GDP growth.

How to calculate GDP: GDP can be calculated in three ways: using the production, expenditure, or income approach. All methods should give the same result.

- **Production approach**: sum of the "value-added" (total sales minus the value of intermediate inputs) at each stage of production.
- **Expenditure approach:** sum of purchases made by final users.
- **Income approach**: sum of the incomes generated by production subjects.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

GDP Formula:

- The formula for calculating GDP with the expenditure approach is the following:
- GDP = private consumption + gross private investment + government investment + government spending + (exports – imports).
- *or, expressed in a formula:* GDP = C + I + G + (X – M)

Balance of Payments: The Balance of Payments or BoP is a statement or record of all monetary and economic transactions made between a country and the rest of the world within a defined period (every quarter or year). These records include transactions made by individuals, companies and the government. Keeping a record of these transactions helps the country to monitor the flow of money and develop policies that would help in building a strong economy.

Climate Finance

Climate finance refers to local, national or transnational financing—drawn from public, private and alternative sources of financing—that seeks to support mitigation and adaptation actions that will address climate change. The Convention, the Kyoto Protocol and the Paris Agreement call for financial assistance from Parties with more financial resources to those that are less endowed and more vulnerable. This recognizes that the contribution of countries to climate change and their capacity to prevent it and cope with its consequences vary enormously. Climate finance is needed for mitigation, because large-scale investments are required to significantly reduce emissions. Climate finance is equally important for adaptation, as significant financial resources are needed to adapt to the adverse effects and reduce the impacts of a changing climate.

Bangladesh is spending about USD 1 billion per year on climate related expenditures of which 75% comes from domestic resources.

Climate finance is a growing sector in international development and environmental finance. Governments of the world are continually making more resources available for climate finance, and have committed to raising $100 billion per year by 2020 – from public and private sources – under the Paris Agreement on climate change.

Macroeconomic Challenges

Key issues of priority for our economy: Today, there are five macroeconomic challenges for Bangladesh's economy.

First	Accelerating economic growth and maintaning high economic growth over the coming years will remain a big challenge.
Second	Containing inflation rate is a critical challenge.
Third	Managing the exchange rate is a crucial area of concern.
Fourth	Surging deficit in balance-of-payment in recent years remains a big concern for the stability of the macroeconomy.
Fifth	Developing a sustainable monetary policy by the Bangladesh Bank to accelerate private investment

First: Accelerating economic growth and maintaning high economic growth over the coming years will remain a big challenge.

Two major drivers of economic growth in Bangladesh are:

1. The readymade garments exports and
2. Remittances.

The dividends from these drivers of growth are likely to decline in the future. There is a need to find new drivers of growth through diversification of the economy and developing productive capacities.

Second: Containing inflation rate is a critical challenge.

In recent years, the inflation rate is less than 6 percent. The recent two concerns with respect to the inflation situation in Bangladesh are:

- Intermittent steep rise in food prices and
- Lack of production due to covid-19

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Third: Managing the exchange rate is a crucial area of concern.

Though, for long, Bangladesh has been able to maintain relatively stable exchange rate regime, the exchange rate in recent times is alleged to be over-valued. In recent years, while Bangladesh's major competitors in the global market, such as China, Vietnam, India, and Sri Lanks, have experienced significant depreciation of their currencies against US dollar, Bangladeshi taka remained quite stable. The analysis of the real effective exchange rate in Bangladesh also shows a misaligned exchange rate regime which, together with high tariff rates on imports, leads to significant anti-export bias.

Fourth: Surging deficit in balance-of-payment in recent years remains a big concern for the stability of the macroeconomy.

Over the past two years, the economy has been witnessing high growth rate in imports, while the growth rates in exports and remittances have been subdued and unstable, which has led to widening trade deficit and current account deficit. Though the current volume of foreign reserve can meet the import demand, we should not depend on it for future. One important lesson Bangladesh can learn from the experiences of the successful countries from southeast Asia is that attracting large scale foreign direct investment (FDI) can ease the pressure on balance-of-payment. Bangladesh is yet to be successful in attracting largescale FDI. The amount of annual FDI inflow in recent years is only around 2.5 billion USD while the country needs more than USD 10 billion FDI annually to achieve many of its development goals.

Fifth: Developing a sustainable monetary policy by the Bangladesh Bank to accelerate private investment.

A number of banking scams and escalation of non-performing loans show a major institutional weakness of the financial sector and pose a threat to macroeconomic stability. The high cost of credit is a reflection of the inefficient banking system which discourages inclusive financing. Therefore, the challenge of the monetary policy is more of an institutional issue rather than any narrowly-focused effort to lowering of the interest rate. However, as the country aspires to achieve stiff development goals in the coming years, public spending on education, health and social protection has to be raised substantially. Because of low tax-GDP ratio many development aspirations will remain unrealised. The country has undertaken several reforms to improve tax collection. The fiscal policy process thus needs a strong political commitment to simplifying tax systems, strengthening tax administration, and broadening the tax base.

Role of Agriculture at the Time of Covid-19

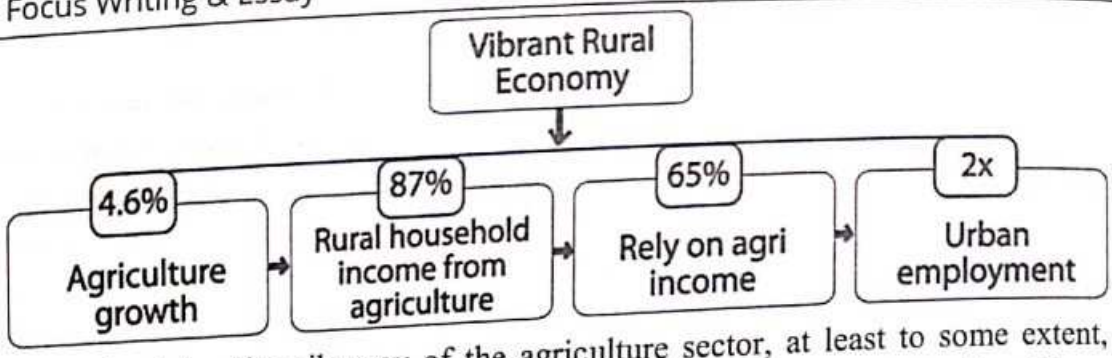
"Agriculture was the only place of hope at that time. So, it is very urgent to take the initiative of modernizing farm practices,"

— Dr Shamsul Alam, Member of General Economics Division (GED)

LIKE the rest of the world, developed and developing alike, Bangladesh is struggling to cope with the challenges of the COVID-19 pandemic. Unlike any other crisis the world has faced so far, this health crisis appears to be completely different which has unprecedented global economic implications. Stimulus packages for all sectors are being offered by the governments. Our government has also come up with multiple stimulus packages. Initially, the focus was on saving the industry, SMEs and service sector. Eventually, certain prudent steps were taken to safeguard agriculture as well. It must be noted that our economy is significantly different from those of the developed world. Over 80 per cent of our workforce is still engaged in the informal sector, more than 40 per cent of which is employed in the agriculture sector alone. This implies that conventional economic shock management approaches may not be adequate to deal with the current crisis, which requires fast and robust moves to address acute food insecurity leading to hunger. This is where special attention to agriculture sector becomes so pivotal. Rightly so, our Prime Minister has been motivating the farmers to leave not even an inch of landfallow.

Scan Credit: Job Ninja

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com



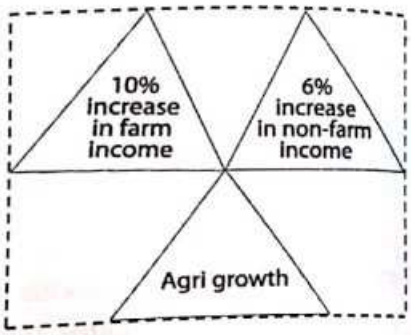
On the one hand maintaining the vibrancy of the agriculture sector, at least to some extent, would ensure economic vibrancy in the rural areas. On the other hand, this would ensure food security of the country. Hence, shielding our agriculture from the vulnerabilities is pivotal to cope with the immediate shocks as well as those in the medium- to long-terms.

To do so, three key issues deserve to be focused, namely:

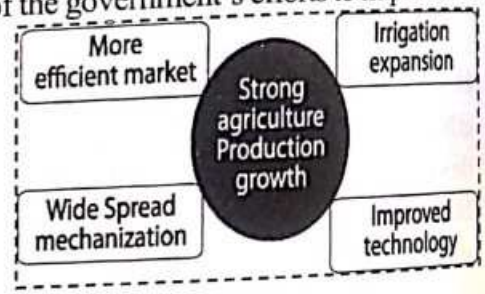
(a) Making sure that the farmers can take their products in hand to the market and get fair prices,

(b) Making arrangements so that the farmers have the resources (human or mechanized) that they require to harvest the boro crop, and

(c) Farmers have access to finance required to harvest the crop in the field and procure the inputs for the next crops including aman variety of paddy.



The initiatives taken by the Authority: The government is set to launch a project for modernizing the traditional agriculture sector to safeguard the vital ecosystems and use it as a tool to face a potential global recession amid the coronavirus pandemic. The initiative comes as part of the government's efforts to improve the agriculture sector as a survival tool from a potential global economic meltdown as the pandemic is affecting the global economy and food security.



- The Department of Agricultural Extension (DAE) has proposed a Tk 30.20 billion project titled 'Agriculture mechanisation through coordinated management' in this regard
- In the budget for 2020-21 fiscal, the government has put immense importance to agriculture sector besides health sector, eying for quick recovery from the economic shocks created by the global pandemic.
- It will be possible to save misuse agro produce by 10 to 15 per cent, while time and money can be saved by 50 per cent and 20 per cent respectively, according to the agriculture ministry.
- 51,300 units of different types of agro machinery like combined harvester, rice transplanter, power thresher, drier, power weeder etc will be procured and distributed

Of course, the government of Bangladesh has been very bold in declaring different stimulus packages in the context of global economic slowdown. Yet, there is still ample scope to be bolder in allocating resources, especially to save our agriculture sector. This is because we still have a lower debt-to-GDP ratio compared to many other economies and there is little risk of inflation following increased money supply (due to falling oil prices and overall economic slowdown leading to lower velocity of money). It must be noted that despite the global economic meltdown, our agriculture sector alone can contribute about 2 per cent growth of GDP (it was just above 2.5 per cent last year).

It may be recalled here that during the last global financial crisis, we focused on financing the bottom of the social pyramid which helped bolster our domestic demand. This strategy not only shielded us from the global shock, but also ensured fast and inclusive growth. I believe we can cope with the current crisis as well by following the same strategy. Hence, the government should dedicate part of its reorganized budget to create a large fund for the farmers and MSMEs. It should assign this fund to the central bank to bolster its refinancing capabilities.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

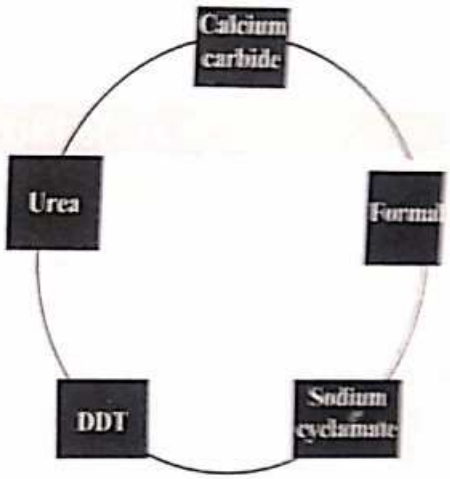
Food adulteration: A serious health risk for Bangladesh Or, Food Safety: A Contemporary Challenge to Corona Pandemic

"Food adulteration is the act of intentionally debasing the quality of food offered for sale either by the admixture or substitution of inferior substances or by the removal of some valuable ingredient."

— ScienceDirect

Food adulteration in Bangladesh has reached at an alarming stage over the last few years. Basic food items on the market like fish, fruits, oils, vegetables, and sweetments are adulterated with hazardous chemicals in an indiscriminate manner. Poisonous residues in food items are leaving worst impacts on people causing cancer, and damaging vital human organs like liver, kidney, and heart along with affecting children's mental and physical growth.

Reasons behind it: Greed for fast super profit and moral degradation among food traders have led to today's alarming situation. According to the World Health Organization (WHO) and Food & Agriculture Organization (FAO), nearly 45 lakh people in Bangladesh are being infected with various diseases every year. The impact of food adulteration will be grave for the next generation. Adulterated foods, the use of chemicals on foodstuffs, are destroying our future generation.



Chemicals used to adulterate food: Calcium carbide, formalin, sodium cyclamate, DDT, and urea etc. Besides, burnt engine oil is used to fry jilapi, while artificial fragrance is applied on flowers. Appplication of excessive and unauthorised pesticides also causes contamination of food. Additives used for making food items attractive can be lethal if those are cancerous. Food grains, vegetables, and fish also get contaminated by industrial pollution of the soil, air, and water.

Bad sides: The number of patients suffering from cancer, diabetes, and kidney diseases is on the rise due to food adulteration. Chemicals used to preserve foodstuffs and the pesticides used in agriculture are making foods poisonous. Though the average age of the people of Bangladesh is increasing, they are getting infected by various deceases. Not only in foodstuffs but also the life saving medicines are being adulterated.

What is Food Safety: Food safety refers to the conditions and practices that preserve the quality of food to prevent contamination and foodborne illness. Food safety includes quality and safety through the whole food chain. the quality of the food not to cause harm to the consumer.

Role of Authorities:

- Various organizations are working in creating awareness against food adulteration and protecting the rights of consumers. Among them, 'Fresh Food for All' (FFA) and Consumer Association of Bangladesh (CAB) are mentionable.
- The government has formulated various laws to curb food adulteration. Among them- Consumer Rights Protection Act, Food Safety Act, Formalin Control Act with a provision of life-term imprisonment as the maximum punishment are most notable.
- The government also revoked licences of 20 pharmaceutical companies for producing adulterated and low-quality medicine.
- The goverment must be stricter in this regard. Stern action should be taken against the violators of food safety laws.
- Use of chemicals in foods in different manufacturing organizations should be monitored by the governmant.
- The High Court has banned the sales of 52 types of food products from several leading consumer brands which were identified as substandard by the Bangladesh Standards and Testing Institution, or BSTI in a recent report.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Food Safety from Personal Level:

1. Clean and sanitize surfaces and equipment.
2. Purchase raw material from trustworthy sources.
3. Cook food comprehensively and maintain safe holding temperatures.
4. Restaurants and hotels should properly train their staff in taking extreme hygiene measures.
5. Maintain social distancing and endorse online buying.
6. Number of staff in a kitchen or food preparation area should be kept to a bare minimum.

Corona, Food Crisis and Role of Bangladesh Government: The government of Bangladesh has provided food assistance to vulnerable populations in response to the covid-19 crisis. Food support most often includes staples and non-perishable items such as potatoes, rice, and oil. It is projected that the government has subsidized food for around 50,000,000 people and that 5,000,000 poor households received BDT 2500 per head through mobile banking. However, the relief has not been adequate for everyone. At present the government has prioritized rice procurement to assure indispensable food security. To this end, the Bangladesh Agricultural Development Corporation (BADC) has purchased rice from farmers at high prices as a form of support.

At the same time, we all should be aware against the serious impacts of food adulteration. Otherwise we will get an ill, unhealthy and paralyzed future generation. so, it's time for us to stand up and raise our voices against food adulteration.

Ways to Increase the Private Sector Investment

"Private sector output is a critical factor for the economy."

— Mashiur Rahman (economic affairs adviser to the prime minister)

Alongside the public sector, the private sector is making important contributions to the economic growth of Bangladesh through production, investment and exports. Private sector investment has long been acknowledged as a crucial of economic growth and development. Production of goods and services, employment generation, flow of economy etc. are largely depends on private sectors investment. Democratic government must have some policies to set out strategies which will intensify its efforts to create an enabling environment for private sector investments and establish new schemes for public-private cooperation. Public investment jumped to 8.17 percent of GDP in the last fiscal year, up from 6.82 per cent five years ago.

The government's target to raise private investment to 24.2 per cent of gross domestic product (GDP) will be challenging given the trend in the last several years and the ongoing liquidity crisis in the banking sector. Private investment has been hovering around the 22-23 per cent mark for long. During this fiscal year, it reached 23.40 per cent of GDP, up from 22.07 per cent five years ago, according to the Bangladesh Bureau of Statistic (BBS).

Here are some of the key takeaways from the discussion:

1. **Lower Barriers To Investment:** The barriers to private sector investment in global health R&D include limited markets for neglected tropical diseases, the costs of drug development, geopolitical risks in the developing world, governance challenges, the limits of scientific discovery, and a lack of data on investment options.
2. **Increase Legal Flexibility:** In thinking about ways to increase investment, increasing legal flexibility can accommodate increased innovation. For example, some developing nations have adopted expedited regulatory reviews of new drugs and vaccines that shorten the time between drug discovery and commercial availability. Shorter approval processes reduce development costs and encourage greater investment.
3. **More Systematic and Transparent Data:** Another concern raised was the need for more systematic and transparent data regarding drug development costs and investment returns. It is difficult to compile proprietary data on development expenses, and it is difficult to assess the rate of return on investments in neglected tropical diseases with little publicly available information. With greater transparency, private investors could easily assess risks and determine the possible benefit to investment in global health R&D.
4. **Lower Cost Structures:** China, India, South Africa, and Brazil are spurring investment through lower cost structures that reduce drug development expenses. They offer hope to speeding drug development cycles and reducing costs in the process.

Scan Credit: Job Ninja

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

5. **Accelerate Scientific Discovery:** Anticipated advances in artificial intelligence and synthetic biology might accelerate scientific discovery and drug development. Identifying new compounds and evaluating possible combinations is a long and laborious process, but AI promises to analyze the efficacy and effectiveness of chemical compounds more quickly.

Overall, a number of participants cited the medical benefits from increased funding for global health R&D. More public and philanthropic funding to increase basic research is needed, given that subsidizing private investment to increase long-term returns only succeeds in some isolated cases.

Many discussants felt that current attempts at funding in global health R&D are insufficient. Novel proposals would advance medical care in the developing world and help treat patients with diseases such as HIV, malaria, tuberculosis, and neglected tropical diseases.

Despite the importance of public sector in ensuring good governance, private sector investments remain as crucial as ever before in carrying forward the wheels of socio-economic progress, enhancing production, generating employment and reaching essential goods to the doorsteps of the common people.

Adverse Effect of Technology on Our Daily life

"It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity."

— Albert Einstein

There have been many advances in technology since the industrial revolution of the eighteenth and nineteenth centuries. Technological inventions seem to have improved our way of life, but they have caused many side effects that have a negative impact on the world as well.

Adverse Effect of Technology on our Daily Life:

- **Hampering education:** The Internet has become a great tool for learning. You can Google any information you need rather than spend time in the library or attend the course online without leaving home. Yet, tech involvement doesn't always guarantee the quality of education. Children sometimes overuse technology in the classroom which obviously affects the learning process in a negative way. Plagiarism and cheating have increased while analysis and critical thinking have declined.
- **Decrease of social skills and training:** Vast use of tech solutions is likely to result in poor social skills. Business meetings are held over Skype and kids chat in messenger rather than call on granny or meet up with a friend in person. On the face of it, technology appears to create global network bringing people together. But in fact, this replaces real-life communication and ends in social isolation.
- **Physical effects:** Among the most dangerous effects of technology is obesity. Being absorbed by a laptop or a tablet, people tend to snack a lot, keep late hours and exercise less. The more time one sits in front of the PC, the lesser is the blood circulation in one's body, not to speak of the neck and head pain. Moreover, sedentary life is the reason why many people have a curved backbone and bad posture as a result. Constant staring at the screen might be the reason for headaches and poor eyesight.
- **Privacy and security:** If being misused, technology can expose you to a number of risks. Especially vulnerable are kids. One in three teenagers reported being victims of cyberbullying. The offenders use text messages, social media or forums to reach out the target.
- **Digital divide:** As much as we are embracing technology in most developed countries, there is a big group left behind and they might not even get closer to the way we use technology in the first world. It divides the level of skills among people of different classes.
- **Lack or reality and virtual life:** Social networks and text messaging technologies have played a very big role in connecting people more than before, but what is funny is that, the number of people who spend time alone is increasing.

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com
Scan Credit: Job Ninja

- **Exposure to wrong data:** There is no validity in the most of the data we acquire from different sites of internet. Many times people just are misunderstood and misguided.
- **E-cash is vulnerable:** Hackers used to monitor and hack the PIN and Passwords of people to swindle money.
- **Propaganda:** Through internet different news without authenticity get viral within moments and spread propaganda among the people.

Although there have been many advances in technology in recent years, they have a harmful effect on social interactions, health, and the environment. So the use of technologies should be in a systematic and appropriate manner.

"Good, bad or indifferent! The use of technology is up to human kind, good use can make technology angel and bad use can make it devil."

— Philip Green (British Businessman)

Uses/Advantages and Abuses/Disadvantages of Internet

The Internet is a modern invention of science that has brought a revolutionary change to our lives. Using internet, we can access any information from anywhere that has been stored in the web. In today's world we can't imagine anything without internet. There are a lot of advantages of internet, but it is impossible to turn our face from the disadvantages of internet.

Uses/Advantages of internet:

1. Internet is used to send emails, online chat, online transactions, sharing files, access different web pages etc.
2. Businessman can't grow his business without the use of internet in business.
3. Student can get all their syllabus oriented information on the web.

Abuses/Disadvantages of internet:

1. A person who spends too much time in front of computer may fall ill. It may damage his/her eyesight.
2. Internet or web anyone can post any information.
3. Hackers may post malicious links and can cause harm to our confidential data.
4. Most dangerous disadvantage of internet in today's time is fraud business.

Internet has made our work easy in every field. With the invention of internet human civilization has developed a lot. Though there are both advantages and disadvantages of internet, we can't deny the fact that internet has developed us a lot. Everything depends on its use.

Brain Drain

Brain drain is the loss suffered by a region as a result of the emigration of a (highly) qualified person, while brain gain is when a country benefits as a consequence of immigration of a highly qualified person. Skilled and intelligent human resources is the precondition for a developed nation. We are rather lagging behind when it comes to dispelling backwardness. Our social condition along with negligence, ignorance and irresponsibility are contributing to this. Developed countries are taking away the developing countries' meritorious students, providing them with opportunities for higher education with attractive scholarships. They also arrange for attractive jobs once the students complete their studies.

> "Developed countries are prospering with the talent of the developing countries. But the underdeveloped and developing countries of the third world, like us, remain lagging behind."

- Bangladeshi students have a strong tendency to go abroad for higher education. Those who are meritorious go there on scholarships and those who do not receive any, go on their own expense. Both money and brains are being drained away.
- A UNESCO study said 15,034 students in 2014 went to study in UK, USA, Australia, Malaysia and Canada from Bangladesh.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

- According to the study, the students had to spend around 192 billion taka in six years to complete their graduate and post-graduate courses. If one-third of their guardians would pay a visit to see them overseas, an additional 12.1 billion taka would be spent.
- Bangladesh holds 27th position in Brain Drain.

Other than the loss of money, the worst loss is of the brain drain. It is a big national problem. Two questions come while considering this. First, why are our children going to abroad? Second, why do not they return after completing studies?

The answer to the first question is easy. The standard environment for higher education has not been ensured here. None of the government or private universities of the country is included in international rankings.

National Budget 2020-21: A Contemporary of Post COVID-19

The national budget of Tk 5,68,000 crore for fiscal year 2020-21 containing the outline of salvaging the economy from the grasp of COVID-19 has been placed. The budget has focused 8.2 percent GDP growth and 5.4 percent inflation. Deficit budget is Tk 190,000 crore which is 6 percent of GDP. To tackle the economic challenges, the deficit budget should be utilized to meet the basic needs of the people, The budget is aimed at striking a balance between life and livelihoods triggered by the miserable consequences of the spread of Covid infections and loss of life in recent days

The National Economic Council (NEC) approved the Annual Development Programme (ADP) of Tk 205,145 crore for 2020-21. On the expenditure side, health, agriculture and employment creation have been given priority while allocating resources for the annual development program (ADP) in the next fiscal year.

The government had to continue allocating on mega infrastructure and energy projects because otherwise costs would be heavily escalated. These projects would also be required to achieve double-digit growth when the Covid-19 would be over.

National Budget (2020-21)	
Budget	49th (50th including the interim budget)
Slogan	"অর্থনৈতিক উত্তরণ ও ভবিষ্যৎ পথ পরিক্রমা"
Presenter	A. H. M. Mustofa Kamal (2nd of his and 20th of Awami League Govt.)
Date	Presented on 11 June, 2020; passed on 30 June, 2020 and implemented on 1 July, 2020.
Budget Size	Tk 5,68,000 crore [17.9% of GDP]
Aggregate Revenue	Tk 3,78,003 crore [13.1% of GDP]
Aggregate Deficit	Tk 1,90,000 crore [6% of GDP]
Highest allocation (Development Budget)	Public administration Tk 1,13,160 crore
Annual Development Programme (ADP)	Tk 2,05,145 crore
Non-Development Expenditure	Tk 3,62,855 crore
Bank borrowing	Tk 84,980 crore
Non-Bank Borrowing	Tk 25,003 crore
Foreign Source	Tk 80,017 crore
GDP size (Expected)	Tk 31,71,800 crore
GDP growth (Expected)	8.2% [Growth in the last year was 5.24%]
Inflation rate	5.4%
Allocation to tackle COVID-19	Tk 10,000 crore

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Social Safety Net (SSN)	Tk 95,574 crore
Subsidy on Agriculture	Tk 9,500 crore
Others	✓ Allocation for Padma Bridge: Tk 5,000 crore ✓ VAT on daily necessary products decreases to 2%
Tax Free Ceiling	For male: Tk 3,00,000 For female: Tk 3,50,000 [5% tax for both male and femaleon next first Tk 1,00,000]
Products which price level will increase	Imported onion, furniture, car, mobile phone SIM/RIM cards including internet charge, chartered airplanes and helicopters, Cosmetics, AC launch travel, tobacco products including cigarette, Industrial salt, furnace oil, television, online shopping, aluminium products, imported poultry goods, painting charge, cement, printer etc.
Products which price level will decrease	ICU instruments, PPE, hand gloves, sugar, agricultural machinery, shoe, textile fabrics etc.

The estimated revenue collection for the coming fiscal year is TK 3,78,000 crore but the total outlay stands at Tk 5,68,000 crore leaving a budget deficit of TK 1,90,000 crore. This fiscal deficit will now add to the already accumulated public debt (government debt) which is now equivalent 34% of GDP (of which 38% are external debt).The Debt-GDP ratio is likely to rise to 38.3% by 2022-23.This figure is relatively low in comparison with the US at 84%, the Eurozone 69% and Japan at 154%. If output falls sharply and the deficit grows, the debt-GDP ratio for Bangladesh will climb up.

Government is working with various tax reforms. The Electronic Fiscal Device (EFD) machines are likely to be launched formally on August 25 which is expected to increase the VAT collection. Statistics shows that some 4 crore people are now in the middle income bracket, but only 22 lakh people submit tax returns in the country. Government will have to identify the new taxpayers, motivate them and bring them under the tax net.

The budget contains clear directives regarding saving the overall economy, agriculture, industries, SME and trade and business. The budget will give special focus on post-COVID-19 employment, investment, food security, social safety net (SSN) and medical services. It expanded Social Safety Net Schemes (SSNS) for bringing some 9.8 million beneficiaries under its net from existing 8.1 million while the allocation in this sector would be Tk 95,574 crore.

The budget announced the economic recovery packages worth TK 1,03,117 crore equivalent to 3.7% of GDP. The government provided a number of strategic policy initiatives to deal with the negative economic fallouts caused by the pandemic. They include discouraging luxury expenditures (not very clear what constitutes luxury or not) and prioritizing public expenditure to create jobs. Interest rate subsidy for businesses, expansion of the social security net and increased money supply are also parts of those strategic policy initiatives.

Corporate tax has been slashed to 2.5 percent for non-listed companies in the private sector. Corporate tax should have been cut a bit so that entrepreneurs may sustain in the post-Covid-19 situation. There is an increase in the income tax free ceiling for the individual taxpayers and it rises to Tk 3,00,000 for male and Tk 3,50,000 for female.

Though the government is giving stimulus to the industries, it is essential to give waiver of advance income tax and advance tax on RMG, leather, jute and jute goods and agro-processing sector. Due to lower export orders, source tax on RMG exports from 0.25 percent to 0.5 percent will put the sector in a challenging situation. So, the government should reduce source tax on RMG exports. Economists welcomed the decision of 1 percent cash incentive to RMG exports.

Scan Credit: Job Ninja

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

It is very commendable that the government has given a Tk 20,000 crore stimulus to the micro, small and medium enterprises (MSMEs). The MSMEs should get easy access to loan under the stimulus package.

The government could have imposed 1 percent source tax instead of 2 percent on local Letters of Credits (L/C) used for importing essential commodities.

There is no imposition of new taxes on taxpayers in the new budget, but the government will expand the tax net to bring more eligible people under it.

Successful implementation of the huge gigantic budget depends on the efficiency in using the available resources. Since at first, the govt. need to topple the covid-19 situation, it is time to expand and monitor the health sectors very carefully right now. Now we have to depend on time to know the answer whether this piece of budget is an effective one or not!

Lower Profits in Scheduled Commercial Banks (SCBs)

Since large financial irregularities in Sonali and Basic banks, monitoring and inspection of Bangladesh Bank have increased. The central bank has also appointed observers in 14 banks and financial institutions to improve their governance.

Lower Profits in Scheduled Commercial Banks (SCBs) are Mainly Due to:

- Bad assets, inefficiency and political interference.
- Sluggish business environment are the major reasons for lower profits.
- Lack of investment activities during covid-19 period.
- Concerned authorities have been slow to take action against the identified people for embezzlement of money from banks.
- The Hallmark group has not returned any money to the bank till now.
- Bank authorities are reluctant to get back the misappropriated money.
- Lack of punishment for fraudulence in banks has worsened the situation. In view of this there is a need for setting up a commission for the financial sector.

Education System in Bangladesh Should Emphasize on Entrepreneurship Rather than Employment.

"The education system is so designed that it does not encourage students to be entrepreneurial in the pursuits of their lives. Rather, it orientates graduates towards wage employment instead of self-employment as an alternative source of income."

— Researchers

Developing countries are facing the issue of increasing unemployment particularly with educated young people of the country. A potential solution to the problem can be education on entrepreneurship. Such education, available in developed countries, is aimed at creating awareness and motivating fresh graduates to take up business as profession. But such subjects or majors have not been widely included in the various levels of education system in our country.

Entrepreneurship is a key factor in the economic development process of a country. The role of the entrepreneur is particularly important for generating employment opportunities and reducing the extent of unemployment. Entrepreneurs are important for an economy as they help in the following ways:

- Develop new markets
- Discover new sources of raw materials
- Mobilize capital resources
- Introduce new technologies, new industries and new products
- Generate employment opportunities

Scan Credit: Job Ninja

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Present Status of Entrepreneurship Education and Training in Bangladesh: Entrepreneurship education creates awareness about entrepreneurship as a career plan and motivates students towards this career. Training is particularly important for acquiring skill in specific trade or business management. At present some organizations like Small and Cottage Training Institute, Micro Industries Development Societies and some other private organization offer training on specific areas of entrepreneurship development. The contents of the Entrepreneurship development course include-among others concept, entrepreneurship as career plan, entrepreneurship theory, entrepreneurial motivation, business environment, the role of entrepreneurs in economic development, project ideas generation, selection of project, preparation of business plan, project management, social responsibility of the Entrepreneurs in developed & newly industrialized countries, Entrepreneurship, development programs. The trainer may select any combination the following methods:

(i) Lectures,
(ii) Case studies,
(iii) business games,
(iv) problem oriented exercises and projects,
(v) industry visits,
(vi) films,
(vii) internship program,
(viii) role play.

An effective curriculum for an Entrepreneurship Education Development Program should be able to help the potential entrepreneurs to:

1. Strengthen their entrepreneurial quality/motivation,
2. Analyze the environment related to small industry and small business,
3. Select a project/product,
4. Formulate a project plan,
5. Understand the process and procedures of setting up a small enterprise,
6. Know and the sources of support available for launching an enterprise
7. Acquire basic management skills,
8. Know the pros and cons of being an entrepreneur, and
9. Acquire and appreciate social responsibility.

Major Gaps in the Areas of Entrepreneurship Education and Training:

1. Lack of program relevant research and training needs analysis;
2. Hardly any programs are geared at entrepreneurs who want to graduate out of income generating activities;
3. Shortage of qualified trainers and motivators;
4. Insufficient application of innovative training methods and materials;
5. Lack of coordination between concerned institutions;
6. Absence of course entrepreneurship courses at different level of education system;
7. Inadequate investment in entrepreneurship education, training and research.
8. Lack of co-ordination between concerned institutions at National, Regional and International level.

In order to become an entrepreneur, the following rules can be followed by the students:

Find industry or niche	The most obvious first step for an entrepreneur is to find a specific niche under a particular industry.
Research the market	An entrepreneur should also research the available market and analyse the area for demand and need. Finding the correct answers to these questions is essential for the long-term success of the said business.
Educate ownself	Education is necessary for an entrepreneur. The first type of education to consider is something directly related to the field in particular. If the entrepreneur is planning to open an auto shop, some education and certifications in car repair will be extremely helpful.

There exists a belief in the mind of some that "entrepreneurs are born and not made". They mean that entrepreneurial qualities are born and cannot be developed by education, training or any other means. This myth is no longer true. It is now evidently proved that some qualities can be developed and improved by education, training and support assistance. Effective entrepreneurship has been behind the success of all the globally-renowned brands like McDonald's, Facebook and Coca Cola. With genuine passion, hard work, a great idea, and a knack for learning, anyone can build a business and become a successful entrepreneur.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Closure of Jute Mills

Jute is called "golden fibre" not just because the fibre is golden. It's called so because it also offers a golden opportunity to turn our economy around. Jute is the second most important natural fibre in terms of global consumption after cotton, and Bangladesh has ample to offer. The country's jute manufacturing sector, one of its oldest traditional manufacturing sectors, emerged in erstwhile East Pakistan in the early 1950s, with the founding of Adamjee Jute Mills. During the 1960s and 1970s, this sector accounted for a major share of the national income. In May 1972, after Bangladesh became independent, the government nationalised the industry to streamline exports. Ironically, the main reason cited for this move was to "check corruption" in the sector and ensure fair prices for jute producers. In 1973, its contribution in the overall national export was 89.9 percent. It was a golden time for the golden fibre.

The government is going to shut down all 25 state-owned jute mills operated by Bangladesh Jute Mills Corporation (BJMC) and lay off about 25,000 workers involved with them. The prime minister approved the decision on Thursday, according to UNB, putting an end to speculations following an announcement by the textiles and jute minister to that effect last Sunday. Unless there is a reversal of decisions which is unlikely at this point, we're going to witness a historic moment for Bangladesh's jute industry, although it's not the one we were promised, nor can we let it pass without proper scrutiny of what has led to this moment and what we could have done to avoid it.

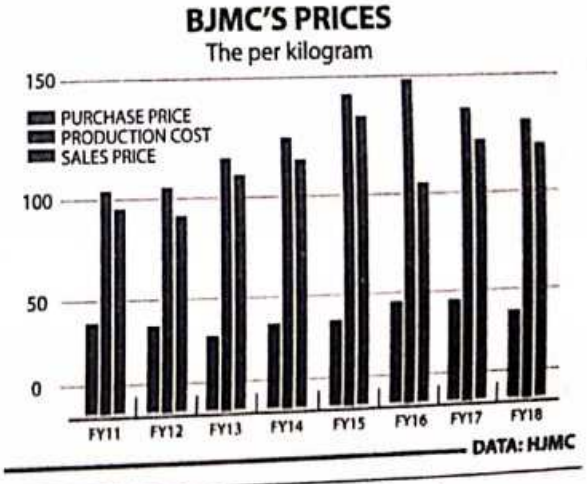
Year	Loss(in million)
2013	385
2014	497
2015	727
2016	656
2017	482
2018	466

Reasons behind closure of govt's jute mill:

1. **Heavy financial losses:** One of the biggest reasons is over the years this sector is facing losses. Bangladesh govt. gave almost 7477.32 crore Taka in last 10 years to revive those mills, but nothing happened. Those mills saw bigger losses every year.
2. **Low productivity**: Bangladesh became independent in 1971 and most of the mills were bought before liberation. As a result, most of the machineries are almost 50-60 years old. With the help of modern machineries private mills are doing well at that time state owned mills are running on low productivity because of its age-old machineries. For that reason, efficiency of these mills is around 50%.

Year	investment(in million)
2013	100
2014	445
2015	200
2016	475
2017	681
2018	400

3. **Lacking in using technology:** BJMC lacked in using modern technology. For example, BJMC website is almost a dead website as its 'product' page was updated in 1st September,2016. In business world a strong website is an important factor to show your product and to get order. how can the largest jute corporation in the world operate with a dead website?
4. **Mismanagement:** World largest jute corporation can only run by a person who have great knowledge and experience in business. But the chairman and directors of BJMC always are bureaucrat. As a result, without proper business plan and experience BJMC faced heavy losses. 4 chairmen were c hanged in last 3 years.



Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

5. **High production cost:** In 2010-2011 production price of per tonnes jute goods were TK90,201 which increased up to 40% and in 2017-2018 it was TK1,26,286. But the production was almost same.

6. **Losing global market:** In 2012-2013 top market for BJMC were India, Syria, Sudan, Iran, Thailand etc. But in 2017-2018 it exports decreased from 49,407 to 13,301 tonnes in India, Syria, Iran, and Indonestaetc. Only jute bag products market will reach at $3.1 billion by 2024.BJMC cumulative loss is around TK 10,674 crore. As a result, government shut down its mills. BJMC faced huge amount of loss because of mismanagement, corruption, low productivity and high production price etc.

Significance of the Victory Day of Bangladesh

"If blood is the price of independence, then Bangladesh has paid the highest price in history"

— London Times (1971)

Freedom is the birthright of human being. Every man has an inherent instinct to live a free life in a free country. He can express himself well, discover his latent faculties fully and stand upright with an undaunted spirit in a free country. However, 16 December is our victory day. It is the day of emancipation from the shackled life of long 25 years under the brutal rulers of West Pakistan.

Pangs of subjugation: It goes without saying that there is none who wants to live a subjugated life nor does he want to wear the shackles of slavery round his feet or does he want to live a sub-human life with dishonour and humiliation. But as ill-luck would have been, we had to suffer under the shackles of slavery for long 190 years under the British colonial rule and about 25 years under the barbaric domination of the Pakistani rulers. Then we had been groaning extremely under the untold pangs and atrocities of these two autocratic rulers. The British colonial rule ended up in 1947 with the birth of two independent states called India and Pakistan. Bangladesh becomes a province of Pakistan under the name of East Pakistan. Since the dawn of Pakistan, the Pakistani rulers began to rule the Bengalese with an iron hand with the very cruel attitudes of a stepmother.

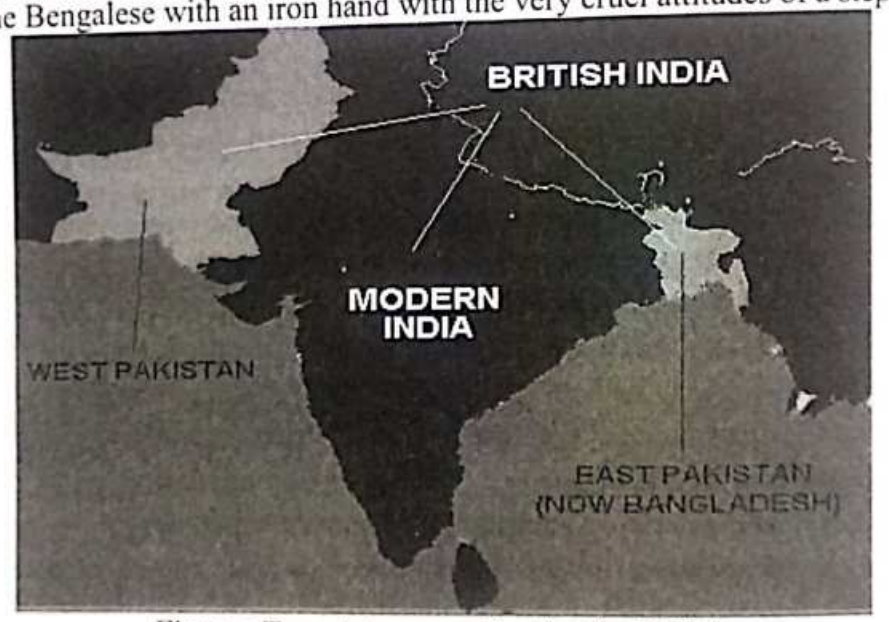


Figure: Two state separation by the British

A sky-high disparity was created by them in all the spheres political, economic, social and cultural life. This deprivation and exploitation of the Pakistani rulers created serious governance and resentment among the Bengalese. At one time, they lost the truck of their patients of rose up and revolted against them. A lot of blood was shed in different movements against them on different issues. At last, came up the general election in 1970. Sheikh Mujibur Rahman won an overwhelming majority in the parliament. But as there goes a wise saying, 'black will take on others hue.' So did they do? They denied recognizing the landslide victory of Sheikh Mujibur Rahman. He then roared up like a lion and made a clarion call to the people to stand up and fight for liberating Bangladesh from the grip of the brutal. This declaration was made on the 7th march in the race course ground before an overwhelming crowd. He declared in a thundering voice,

"This time our struggle is for freedom, this time our struggle is for independence"

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

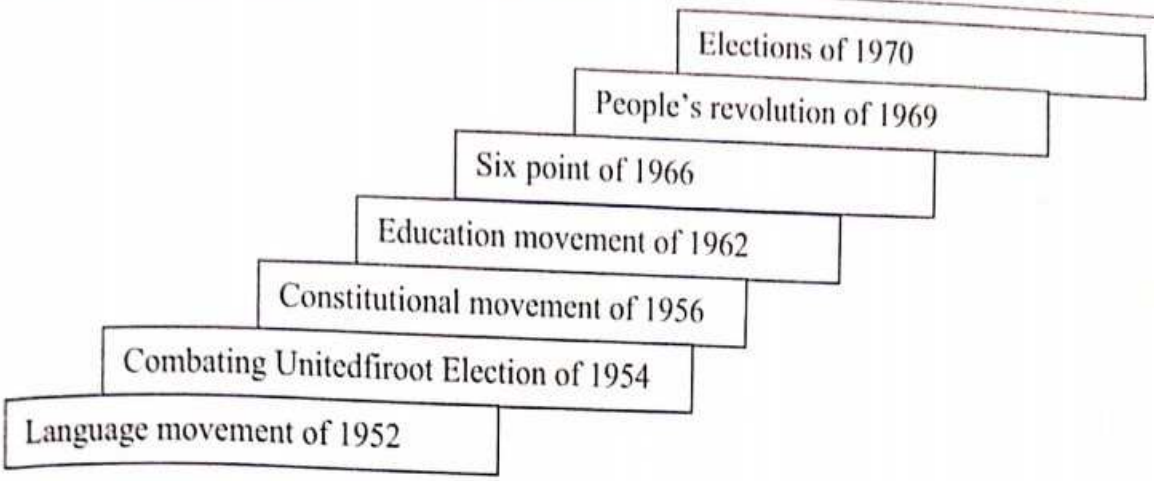


Fig: Seven symbols of National Monument

As a result Bangabandhu was arrested and taken to West Pakistan. Before the arrest he managed to declare the independence.

"This may be my last message, from today Bangladeshis independent."

— Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman (26 March, 1971)

People from all walks of life joined the liberation war of their own accord. This war continued for long nine months which ultimately turned into a bloody one. More than 30 lacks people were killed in the war. The Pakistani occupation forces surrendered to the allied forces at the racecourse ground on 16 December 1971. This is how we achieved our glorious victory. A new free and sovereign nation ushered in on the world map. The sky and the air were ringing with the patriotic song of Tagore.

"My Bengal of gold, I love you."

How observed: We observe the victory day with great honour, jubilation, and patriotic zeal. This day is a public holiday. Our national flag is kept flying on the top of private and public houses, offices and educational institution. Government's offices and buildings are decorated and illuminated on this day. Various theatre groups old street drama containing the themes of the liberation war. Some film clubs show films on the liberation war. Bangladesh postal department releases new stamps. Painting exhibitions by children are held. Ames and sports are held across the country. Special prayers are offered for the martyrs in all mosques, temples, and churches of the country. As the evening sets in, the air is filled with patriotic songs of the liberation war. People from all walks of life attend these programmes with great joy and enthusiasm.

The significance of the day: It is needless to speak of the significance of the victory day in our life. We had to suffer deadly for long for lack of freedom and live quite a sub-human life. We had no other alternative than to fit out the oppressors from the land, we rose up and scattered the shackles of slavery and won victory on the 16 December 1971. This victory is undoubtedly a landslide event in our national history. This day is not merely day of the yearly calendar. It is a day of the great trill. It is a day of great sensation. It is a day of great victory a victory of justice over injustice, truth over falsehood, lit over darkness, freedom over slavery and humanity over inhumanity. It is a day of learning the lessons that the will of people to be free is universal and that the weapons be defeated and that eternal vigilance is the price of liberty.

Bangladesh is our pride, our dreams, our life-blood and our victory day is our greatest achievement as a nation. We have got a flag, a country and an identity through this victory day. But it is a matter of great sorrow that though we have got political freedom. We have not yet been able to achieve economic freedom. This is why we must take an oath on this day to make our country independent in all respects.

"The great revolution in the history of man, past, present and future is the revolution of those determined to be free."

— John F. Kennedy
(35th President of the United States)

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

International Mother Language Day

"The 21 February is neither a particular day, nor a moment or an incident but just a living history for Bangladesh and Bangali nation."

Each and every man has an inherited language of his own to express his ideas, feelings, and emotions. This is called his mother language. Every nation has some achievements that they can take pride. Our language day is our national event and achievement. But the matter of pride for us is that this national event has crossed our national boundary and become universalized. The International Mother Language Day is the recognition of our language movement and the heroic sacrifices of the language martyrs by the international community.

Mother and mother language: The words 'mother' and 'mother tongue' are quite indispensable to each other. There actually exists an integrated relationship between the two words which can better be compared to the two flowers bloomed in the same petal on the same branch of a tree. We are the Bengalese. Bengali is our mother tongue or mother language. To speak in Mother's tongue is a birthright of a man. No one can snatch away this right. The attack on or any conspiracy against the mother tongue of a people is no less than an act of brutality. It can be likened to spoil the very sanctity of a mother. No people can let such heinous act go unchallenged.

Background: We had been under the colonial domination of the British for long 190 years after the setting down of the sun on the independence of bangle in the battle of Plessey in 1957. Then it came into being an independent country name Pakistan with two wings called East Pakistan and West Pakistan. But since the dawn of Pakistan, the rulers of West Pakistan began to treat the Bengalese with the cruel attitudes. They were so cruel and heinous that they did not feel any hesitation to make attack on the cultural sanctity of the bangles. The first attack they made was on the mother language of the Bengalese.

"Urdu and only Urdu shall be the state language of Pakistan."

—Mohammad Ali Jinnah

This declaration thundered the Bengalese. It came to them as a bolt from the blue. There goes a saying, 'conscience rises to the occasion' the students of Dhaka University and the common people rose up and started a vigorous movement against them. They raised sky-rending slogan.

"We demand Bengali as our state language."

But the Pakistani rulers paid little heed to the demand. Finding no other alternative, they called for a strike on February 21 to support the cause of Bengali. The government imposed section-144 in Dhaka. But the strikers defied and brought out a procession. All of a sudden, the police opened fire on the procession. As a consequence, many people including some students named Salam, Rafiq, Barkat, Jabber and many others died. Many were injured and hundreds were arrested. Ultimately, they were compelled to accept Bengali as one of the state languages of Pakistan.

UNESCO's recognition: It is a matter of great joy and prides that now this day has got international recognition as 'the international mother language day.' This declaration was made by the UNESCO on November 17, 1999. This declaration has made a national event into an international event. Now, 193 countries of the world observe the 21st February as the international mother language day. Thus the sacrifices of all the martyrs for the championing cause of their mother tongue have now received a glorious recognition by the people of the world. Our poet Shamsur Rahman expressed his feelings saying,

"It is a matter of great pride for us all that the country, whose people sacrificed their lives for the cause of motherland, its language has now got international recognition."

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

The UN secretary Kofi Anan says,

"This day will help to raise awareness among the nations of the world about the enduring value of their language."

How observed: Every year we observe the day with great honour and solemnity. We wear black badges to mourn the day. The national flag is hoisted by half-mast to mark the day. People from all walks of life bring out a procession called 'probhat ferri'. They walk bare-footed and sing the mournful songs of the 21st February,

"amar bhaier rokte rangano ekushe February, ami ki bhulite pari?"

We place flowers and floral wreaths at the pulpit of the Shahid Minar to pay homage to the martyrs. Our newspapers bring out special features. TV and radio air special programmes highlighting the significance of the day. Meetings and seminars and held. Special prayers are also held for the salvation of the martyrs' souls. It is an eternal source of inspiration to us all. The day is a public holiday.

The significance of the day: The significance of the international mother language day is too much to be described in words. We are the only nation in the world which sacrifices lives for the cause of mother tongue. The mother language day is a glorious recognition of our history and our achievement. It highlights the importance of linguistic identity and diversity. The day has brought about a great change in the life of the bangles. It was actually a victory for justice over injustice – the victory of humanity over barbarism. This day teaches us to stand up, protest and fight against all sorts of oppression and wrongdoings. It is the language movement through which a noble sense of 'Bengali nationalism' has come into existence. These feelings worked like a magic spell among the people of all walks of life.

Here are the main consequences of the movement:

1. Defeat of the Muslim league in the general election of 1954.
2. Recognition of Bengali as a state language in the constitution of 1956.
3. Mass participation in the six-point movement for autonomy.
4. The defeat of the autocratic government in the face of a mass upsurge in 1969.
5. The landslide victory of the Awami-league in the national election of 1970.
6. Achievement of independence in the liberation war in 1971.

Timeline:

1952	Bengali Language Movement
1955	Language Movement Day first observed in Bangladesh
1999	UNESCO proclaims 21 February (Ekushey February) as International Mother Language Day [UN resolution 56/262 Multilingualism]
2000	Inaugural celebration of International Mother Language Day
2008	UN General Assembly recognized it and declared the year as 'International Year of Languages'

We are the only nation of the world to sacrifice lives for mother tongue. International Mother Language Day is a glorious recognition of our history and our achievement. International Mother Language Day highlights the importance of linguistic identity. We are really proud that we have achieved something that has got global acceptance.

"If you talk to someone in a language he understands, that goes to his head. If you talk to someone in his own language that goes to his heart."

— Nelson Mandela

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Historical Significance of 7th March Speech

"This time, the struggle is for our liberation, this time the struggle is for our independence"

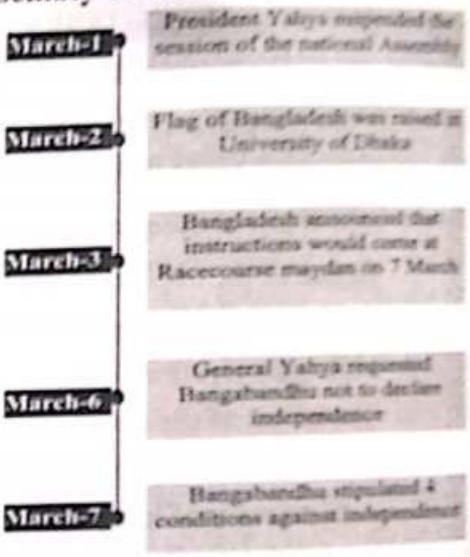
— Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman
(7 March, 1971)

In the presence of a million audiences, disregarding the intimidation and threats of the Pakistani army, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, 49 years ago, declared it in a booming voice. It was a de facto declaration of Bangladesh's independence. The March 7 speech addressed by Bangabandhu -the great poetry of our emancipation- is a time-tested speech. This great speech still ignites people. It flames forth our unquenchable thist for justice. It makes us move in tune with the spirit of the Liberation War.

Native name	বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ
Date	7 March, 1971
Time	2:45 pm — 3:03 pm
Duration	Approximately 19 Minutes
Venue	Race Course (Race Course Moydan in native language), Bangladesh (then East Pakistan)
Theme	Independence of Bangladesh
Recognition	Memory of the World International Register

Bangabandhu mentioned four conditions for joining the National Assembly on 25 March:

1. The immediate withdrawal of martial law;
2. Taking back of all military to their barracks immediately;
3. Proper inquiry into the loss of lives during the conflict and
4. The immediate disposal of power to the elected representatives.



He also gave several directives for a civil disobedience movement, instructing that:

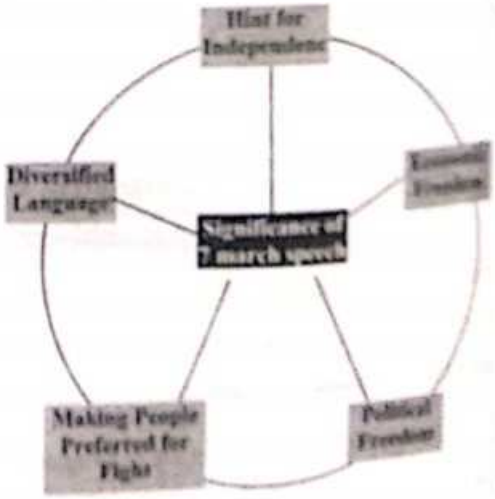
1. People should not pay taxes;
2. Government servants should take orders only from him;
3. The secretariat, government and semi-government offices, and courts in East Pakistan should observe strikes, with necessary exemptions announced from time to time;
4. Only local and inter-district telephone lines should function;
5. Railways and ports could continue to function, but their workers should not co-operate if they were used to repress the people of East Pakistan.

Historical Significances of 7th March Speech:

- It provided inspiration to the Bengali people in 1971.
- The victory in the liberation war was achieved at a great cost & misery of the millions of the people. But one thing that guided & remained as beacon of light-that is 7th March Speech.
- It showed that Bangladesh has separate Identity.
- It raised awareness among people of Bangladesh about their political and economic rights and what they deserved.

"7th March Speech is actually the main charter of freedom".

– Nelson Mandela.



UNESCO Recognition: The historic 7th March speech of the Father of the Nation has been included in the Memory of the World International Register, a list of world's important documentary heritage maintained UNESCO. The memory of the World Register now includes a total of 427 documents and collection from all continents.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

"This speech is comparable with Abraham Lincoln's Gatesburg Speech."

— British Broadcasting Corporation (BBC)

Speeches are powerful and sometimes they are even enough to create new history. And such history was created through the March 7 speech of Bangabandhu, which ended with the liberation of Bangladesh on December 16, 1971, working as a **Deus ex machina** (something which brings hope in time of distress) for the Bangladeshi people seeking liberation from the exploitation of West Pakistan.

"The landmark fiery speech of Bangabandhu inspired the Bangalees to prepare for the War of Liberation. In his speech, he gave all necessary directions and encouraged people for an Independent Bangladesh"

— Honorable Prime Minister Sheikh Hasina

The Science of Earthquake Risks and Threat to Bangladesh

Earthquake is a natural phenomenon which is created as a result of the sudden movement of rocks along the existing fault under the surface of the earth. The point on the surface of the earth directly above the focus of the earthquake is known as the epicenter. Earthquakes are powerful due to their strength. For example, a magnitude 7 earthquake releases 30 times more energy than a magnitude 6 earthquake and 300 times more energy than a magnitude 5 earthquake.

Densely populated Bangladesh sits at the juncture of three tectonic plates: the Indian plate to the west and southwest, the Tibet sub-plate to the north, and the Burma plate to the east. Moreover, the plate boundary between India and Burma passes through Bangladesh and these tectonic blocks were responsible for many earthquakes in the past. For us, some major faults should be noted due to their potential for giving way to devastating earthquakes: Bogra Fault, Tripura Fault, Dauki Fault and Assam Fault Zone. All of these can produce earthquakes of a magnitude of 7-8.5. Overall, the general consensus is that rapid urbanization of Bangladesh has created a greater vulnerability to seismic events because urban planning and preparedness of the essential services have not been at par with the risks.

What Has Been Done So Far In Bangladesh: Bangladesh has been widely regarded as the **"champion of disaster management"** globally. We have improved our management and mitigation measures against cyclones and floods. However, coping and mitigation strategies for earthquake have remained in the preliminary stage.



Measures Taken By GoB: The Government of Bangladesh (GoB) has taken up a number of programs to build earthquake response capacity. A good amount of search and rescue equipment has been bought with support from bilateral and multilateral donors. The Fire Service Department's fire-fighting capacity has been tremendously improved. Some of the good examples are:

(I) Sector-specific risk assessment guidelines and mapping for earthquake for major cities (such as Dhaka, Chattogram, and Sylhet) and for medium and small urban areas, as well as for tsunami in 13 coastal districts;

(ii) Seismic micro-zonation of Dhaka city, comprising probabilistic calculation of peak ground acceleration levels, estimation of predominant period of local amplification for micro-tremors, and amplification factor of each geomorphological type;

(iii) Establishment of three new earthquake observatories, four seismometers and 30 accelerometers in earthquake vulnerable locations;

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

(iv) Development of National Earthquake Contingency Plan by anticipating future earthquake risks, debris management plan and dead body management plan;

(v) Development of Ministry and Sectors' Contingency Plan anticipating future risks of multi-hazards. With the support of the Global Facility for Disaster Reduction & Recovery (GFDRR), the GoB has also developed Guidebooks on City Earthquake Risk Atlas, Legal and Institutional Frameworks, Dhaka Risk-Sensitive Land Use Planning, and an Information, Education, Communication and Capacity Building Roadmap as part of earthquake preparedness for Dhaka. Emergency Operating Centres (EOCs) have been identified, equipped and made functional during disasters like cyclones and floods.

What Still Needs To Be Done: Earthquake preparedness should be everybody's business. All stakeholders have a role to build an earthquake-resilient Bangladesh, not only the concerned authorities. Action needs to be taken at the individual, family and community levels to build a culture of earthquake resilience. Private sector, mass media, and social media have a critical role in enhancing awareness on earthquake preparedness.

Earthquakes are not only a national threat but also a regional threat. We should not only be satisfied by taking all necessary steps for earthquake preparedness in the country;

- We should also strengthen regional cooperation to tackle earthquake threats.
- Locating the epicenter and monitoring each shock may improve our understanding.
- It is important to focus on training and public awareness;
- Integration of seismic resistance in infrastructures;
- Development of safety systems in all public buildings;
- Introduction of local actor-based earthquake management.
- It is important to implement existing policies and acts such as the Disaster Management Act without any delay. The rules of the Act need to be finalized and approved immediately.
- The building code should be strictly enforced for all new construction. All constructed buildings should be investigated to measure earthquake resilience. In this regard, the private sector can play a big role.
- Insurance should be made an essential requirement for all kinds of construction.
- Take measures to minimize gaps in urban planning to reduce the increasing risks. Steps need to be taken for complete decentralization of urban governance and shifting power to elected city bodies for comprehensive planning and execution;
- Effectively utilize educational institutes to reduce the impact of urban risks. All educational institutes should be assessed for earthquake vulnerability and ensure investment for retrofitting vulnerable buildings;
- Ensure more effective resource allocation for earthquake preparedness and make earthquake risk reduction measures an integral part of all development programmes;
- Continue refresher trainings and orientation programmes for volunteers and ward disaster management committees and awareness-raising and preparedness activities at school to enhance knowledge and disseminate public announcements, alerts and education materials on earthquakes. Children are the change-makers and can bring an effective change in the mindset of their families about earthquake preparedness.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Above all, all plans, preparedness and risk reduction measures for earthquake should be inclusive—ensuring that no one is left behind, that all persons with disabilities, children, women, third gender, elders are identified and taken care of, that they are involved in preparation of evacuation plan and drills.

Since the last most devastating earthquake in 1950 in the region, the population of this seismically active region has increased 50 times. Major cities like Dhaka, Chattogram, Sylhet, Mymensingh, Bogura, and Rangpur now have populations of more than several millions. Unless these measures are taken seriously and given adequate priority, earthquake preparedness will remain a distant dream for a country like Bangladesh. It's time we took earthquake preparedness seriously.

Beirut explosion: The triple crisis facing the city

"Lebanon has been battered by wave after wave of crisis. The explosion in Beirut has exposed needs and vulnerabilities that until now were hidden just beneath the surface."

— Médecins Sans Frontières/Doctors Without Borders (MSF)

On 4 August, a powerful explosion tore through Beirut, killing more than 200 people and injuring over 6,500 more. The blast at warehouses storing highly explosive material sent a seismic shockwave across the city, smashing into buildings and homes throughout the Lebanese capital. Five public hospitals were hit, as well as storage for medicines and vaccines. Authorities said the blast appeared to have been caused by a fire igniting 2,750 tons of ammonium nitrate left unsecured in a warehouse for six years. The furious public believed that it was the government's negligence that led to the disaster and called for the ousting of the political elite. It results in resignation of Lebanese Prime Minister Hassan Diab and his whole government.

Today, Lebanon is facing three crises – economic collapse, COVID-19 and the devastation left by the blast – while mass protests have filled Beirut's streets.

- **Economy in freefall:** Lebanon is enduring an economic crisis that has crippled the country, driven thousands overseas and sparked widespread protests against what is seen as a corrupt and incompetent political system. Nearly half of the country's population lives below the poverty line and 35% are out of work, according to official statistics. In March, for the first time in its history, Lebanon announced it was defaulting on its debts. It has a national debt of $92 billion – nearly 170% of its GDP – one of the highest debt ratios in the world.
- **Protests:** October last year saw people in at least 70 towns across Lebanon protesting against perceived government corruption, austerity measures and a lack of basic infrastructure. The protests, which were fiercely non-sectarian, paralysed the country and led to the resignation of Saad Hariri as prime minister.
- **Covid-19:** Lebanon has recorded more than 5,000 cases of coronavirus, with 65 dead. While the numbers are comparatively low, they have spiked recently and spread to new parts of the country. Despite a five-day government-imposed lockdown that has just ended, doctors have warned the country's fragile health-system is already "beyond its capacity".

To sum up, we can justly state that, Lebanon is reeling from the extensive damage. In fact, Beirut is still counting the cost in lives and property from a colossal explosion at its port that sent a shockwave blasting across the city. International institutions should offer help to Beirut to withstand this moment of catastrophe.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Waterlogging: A regressive phenomenon

It may not sound surprising if people in the near future begin calling Dhaka a metonymy for all kinds of waterlogging. Waterlogging and the accompanying sufferings might one day come to be known as 'Dhaka syndrome'.

Sufferings: In short, the Dhaka residents' sufferings mostly remained in place. The debilitating waterlogging menace has been making its assaults on Dhaka every year. A large part of the swathes hit by waterlogging in the previous and current years is relatively higher than the city's other areas. As they were well developed with an effective drainage, rain water could not remain stagnant there for long in the past. It was scattered puddles which would hamper movement in these areas for just a few hours. Compared to these parts of the capital, the low-lying areas in many districts of the city would slip into the perennially water-logged neighbourhoods after a prolonged downpour. Many such areas would remain under stagnant rain water even for weeks.

AREAS OF WATER BODIES AND LOW-LYINGLAND FILLED UP IN DHAKA CITY

Type	Total Land (Acres)	Filled in Land (Acres)	Percenta of Land Filled in
Flood Flow Zone	1,879	1,078	57%
Water Retention Area	4,514	1,553	34%
Waterbodies	3,162	850	27%
Total	9,556	3,483	36%

AREAS OF WATER BODIES AND LOW-LYING LAND FILLED UP IN RAJUK AREAS

Type	Total Land (Acres)	Filled in Land (Acres)	Percenta of Land Filled in
Flood Flow Zone	74,699	19,101	25%
Water Retention Area	5,529	1,924	35%
Waterbodies	20,708	1,491	07%
Total	100,937	22,516	22%

Source: Dhaka Tribune

Reason behind the Problem:

"The drainage lines are clogged and canals have been illegally occupied,"

— Atiqul Islam (DNCC Mayor)

"Due to lack of proper maintenance of box culverts, water flows very slowly."

— Sayeed Khokhon (DSCC Mayor)

The failure to take necessary waterlogging removal steps in the capital was caused apparently by the inability of the authorities to release the rain water into the nearby canals. In the past, Dhaka would take pride in its more than 50 canals. But where are they now? They do exist in Dhaka, but with the drop in their number to 26 and most of them encroached on and filled with municipal and other waste and garbage. The canals were constructed nearly 200 years ago by the British city administrators in order to facilitate release of rain water into four rivers. These rivers including the Buriganga and the Turag surrounded the city. Following the filling up of Dolai Khal, the largest canal in Dhaka, all the bigger and small canals began being filled up. Lately, the governemnt has taken massive initiatives to renovate and rostore them.

Causes of Waterlogging:

i. Inadequate drainage of over-land run-off increases the rate of percolation and in turn helps in raising the water table.
ii. The water from rivers may infiltrate into the soil.
iii. Seepage of water from earthen canals also adds significant quantity of water to the underground reservoir continuously.
iv. Sometimes subsoil does not permit free flow of subsoil water which may accentuate the process of raising the water table.
v. Irrigation water is used to flood the fields. If it is used in excess it may help appreciably in raising the water table.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Initiatives taken by Authorities: The task of keeping Dhaka free of waterlogging lies in most part with Dhaka Water Supply & Sewerage Authority (DWASA). It works in cooperation with the Dhaka South and North City Corporations, the capital development authority (RAJUK), Bangladesh Water Development Board and a few related entities. With a view to keeping the capital free of waterlogging, Dhaka WASA receives a hefty fund from the Ministry of Local Governemnt every year. By spending a tranche of this fund, WASA executed some vital works like re-excavation and cleaning of a dozen long-lost canals. They also cleaned box-culverts and clogged drains. But before they could complete their project, monsoon set in and problem continues.

Measures need to be taken: Regular drives should be conducted against drain abusers with punitive measures. Long term environmental education programmes for people of all occupations and professions should be in place, in order to bring about changes in negative social behaviour and stop them from abusing drains. City corporations should be the pivot of the programme where different organisations, both public and private, can contribute.

Most effective and efficient anti-water-logging measures are:

i. Lining of channels (main canal, branches and field channels).
ii. Provision of surface drains for drainage of rainwater; and
iii. Implementation of tube well projects both extensive and local.

Management of drainage system of Dhaka City is presently a challenge for the urban authorities because of rapid growth of population and unplanned development activities. Therefore, a close coordination among urban authorities and agencies and collaboration between public and private sectors is needed for effective management and sustainable operation of urban drainage system.

Road Accidents: Causes and Remedies/Road Safety

"Alert today – Alive tomorrow."

Road accidents have become very common nowadays. As more and more people are buying automobiles, the incidences of road accidents are just increasing day by day. Furthermore, people have also become more careless now. Not many people follow the traffic rules. Moreover, the roads are becoming narrower and the cities have become more populated.

Road accident statistics in Bangladesh

Year	Number of Accidents	Death	Injured
2019	4,702	5,227	6,953
2018	3,103	4,439	7,425
2017	3,349	5,645	7,908

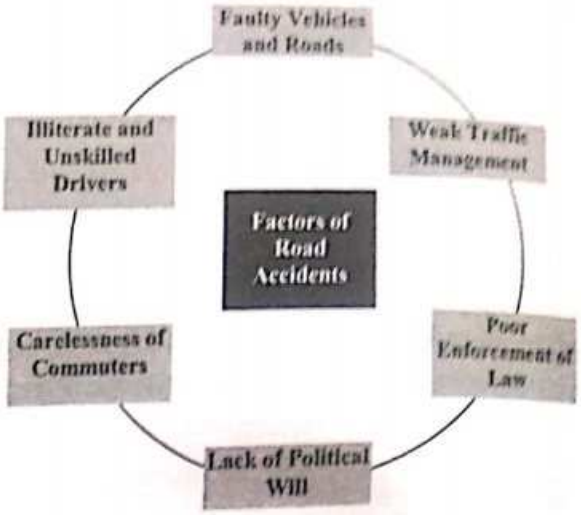
On average, 3,000 road accidents occur in Bangladesh each year, causing around 2,700 deaths, 2,400 injuries, and incurring an estimated loss of around Tk 40,000 crore annually, which is 2-3% of Bangladesh's GDP. Different government agencies, including police, took several steps like raising awareness after the student agitation following the deaths of two college students in July 2018. But the situation went back to square one after a few months as the authorities apparently relaxed their effort. Moreover, successive protests of transport workers against Road Transport Act-2018 worsened the situation in terms of enforcement of traffic rules. If the law could be implemented properly, discipline on the roads would have been restored.



Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Some causes of Road accidents:

1. Reckless driving
2. Driving licenseless drivers
3. Driving after taking drugs
4. Unskilled and less skilled drivers
5. Unauthorized road side bazaar and establishments
6. Absence of speed limit monitoring authority
7. Rundown and unfit vehicles
8. Lack of maintenance of roadway
9. Negligence of the traffic rules



Impact of road accidents: In case of road accident, most of the times, the damage have no limits to describe. The losses are mainly two categories.

1. Financial loss
2. Social and family loss

Remedial Measures: The major remedial measures are:

1. Appointment of speed limit monitoring authority
2. Re-planning of stations, stops and terminals
3. Need for vehicle licensing control
4. Need for driver licensing control
5. Ensuring punishment for rogue drivers
6. Finding out the risky spots
7. Training the drivers.
8. Trianing the traffic police.
9. Enforcing the traffic rules.
10. Maintenance of road and bridges.
11. Awareness.

Road traffic crashes result in the deaths of approximately 1.35 million people around the world each year and leave between 20 and 50 million people with non-fatal injuries. Though it is impossible to stop it completely, we need to limit it at its lowest level. For that the government, the road safety authority and the public have to cooperate each other.

China`s National Security Law: A Devastating Blow To Hong Kong`s Autonomy

"From now, Hong Kong enters a new era of reign of terror. With sweeping powers and ill-defined law, the city will turn into a secret police state"

— Joshua Wong
(Hong Kong pro-democracy activists)

China unveiled a contentious new law for Hong Kong on July 1, 2020, that grants the authorities' sweeping powers to crack down on opposition to Beijing at home and abroad.

It seems that China is in charge in Hong Kong and China will do whatever they think imperative for Hong Kong. China's move to push through a national security law for Hong Kong stunned not only Hong Kong residents but also the international community when it was first proposed creating a diplomatic tension as countries have condemned Beijing.

The new law's key provisions include that:

- Crimes of secession, subversion, terrorism and collusion with foreign forces are punishable by a maximum sentence of life in prison
- Damaging public transport facilities can be considered terrorism
- Those found guilty will not be allowed to stand for public office
- Beijing will establish a new security office in Hong Kong, with its own law enforcement personnel - neither of which would come under the local authority's jurisdiction

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

- This office can send some cases to be tried in mainland China - but Beijing has said it will only have that power over a "tiny number" of cases
- In addition, Hong Kong will have to establish its own national security commission to enforce the laws, with a Beijing-appointed adviser
- Hong Kong's chief executive will have the power to appoint judges to hear national security cases, raising fears about judicial autonomy
- Importantly, Beijing will have power over how the law should be interpreted, not any Hong Kong judicial or policy body. If the law conflicts with any Hong Kong law, the Beijing law takes priority
- People suspected of breaking the law can be wire-tapped and put under surveillance
- Management of foreign non-governmental organisations and news agencies will be strengthened
- The law will also apply to non-permanent residents and people who are even not permanent residents of Hong Kong.

Hong Kong was handed back to China from British control in 1997, but under a unique agreement - a mini-constitution called the Basic Law and a so-called "one country, two systems" principle.

They are supposed to protect certain freedoms for Hong Kong: freedom of assembly and speech, an independent judiciary and some democratic rights - freedoms that no other part of mainland China has. But now critics say the new law effectively curtails protest and freedom of speech.

"The passing of the national security law is a painful moment for the people of Hong Kong and represents the greatest threat to human rights in the city`s recent history,"

— Joshua Rosenzweig

(Deputy Regional Director at Amnesty International's East & Southeast Asia)

Middle East Peace Treaty: Israel, UAE and Bahrain Abraham Accord

"History and the collective conscience of people in the Middle East will not forget and never forgive the "hypocritical behaviour" of the United Arab Emirates (UAE) in agreeing to normalise ties with Israel."

— Turkey

The Abraham Accord between Israel, the United Arab Emirates and Bahrain is mediated by the USA. It is the first Arab-Israeli peace deal in 26 years.

Previous Agreements: There were the only two peace deals between Israel and the Arab States in more than a quarter of a century.

- ✓ Egypt was the first Arab State to sign a peace deal with Israel in 1979.
- ✓ Jordan signed a peace pact in 1994.

The Agreement: As per the agreements, the UAE and Bahrain will establish-

- Embassies and exchange ambassadors.
- Working together with Israel across a range of sectors, including tourism, trade, healthcare and security.
- The Abraham Accords also open the door for Muslims around the world to visit the historic sites in Israel and to peacefully pray at Al-Aqsa Mosque in Jerusalem, the third holiest site in Islam.

Scan Credit: Job Ninja

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com



Map: Israel's diplomatic ties with Arab Countries

Reason: Iran's rising influence: Bringing Israel, the UAE and Bahrain together reflects their shared concern about Iran's rising influence in the region and development of ballistic missiles. Iran has been critical of both deals.

Significance of the Accord:

1. **Arab's indifference to the Palestine question:** The agreement shows how the Arab countries are gradually decoupling themselves from the Palestine question. Palestine was among former Ottoman territories placed under UK administration by the League of Nations in 1922. All of these territories eventually became fully independent States, except Palestine.
2. **Diplomatic relation:** Full diplomatic ties will be established between Israel, the United Arab Emirates and Bahrain which will have a positive impact on the entire region.
3. **Self-interest of UAE:** The deal buys UAE a lot of goodwill in the US, where its image has been tarnished by its involvement in the Yemen war.
4. **Pakistan's dilemma:** In South Asia, it will put Pakistan in a bind, whether to follow UAE's steps (will be seen as giving up Islamic cause of Palestine) or not to follow the UAE (since it is already in feud with the Saudis over not taking up the Kashmir case, Pakistan cannot afford another hostile Islamic Country).
5. **Shia-Sunni relation:** A balance between Shia and Sunni, between Persian and Arab, is key to any sustainable peace. This accord will deteriorate the Shia-Sunni relation.
6. **US Influence in Middle East:** The US may be a pre-eminent power in the Middle East, but Russia has made a space for itself, spending a lot of money. In recent years, China has indicated its willingness to play a larger role in this region, and is close to both UAE and Israel and, increasingly, Saudi Arabia.

The bilateral agreements formalize the normalization of Israel's already thawing relations with the United Arab Emirates and Bahrain in line with their common opposition to Iran. But the agreements do not address the decades-long conflict between Israel and the Palestinians, who view the pacts as a stab in the back from their fellow Arabs and a betrayal of their cause for a Palestinian state.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Social Afforestation

"The ongoing social afforestation programme has been successful in improving the environment and bringing self-reliance to thousands of the rural poor through out the country."

— PM Sheikh Hasina

At the present time of rapid climate change, afforestation is one strategy that can prevent Bangladesh from many known and unknown dangers, and participatory afforestation is not only able to make Bangladesh greener, it will also help poor and marginal people economically.

Afforestation vs Reforestation:

Afforestation	Reforestation
Afforestation is the process of planting trees on land formerly used for purposes other than forestry.	Reforestation, on the other hand is the restocking of existing woodlands that have been depleted.

Global Crisis: The Amazon rainforest in Brazil is burning. This is a great environmental tragedy, not just for Brazil. but to great extent for earth also. In Bangladesh, we do not have forest fire incidents, but denuding of the forest here is so rampant, this menace has to be stopped forthwith.

Importance of Afforestation:

1. Provide an alternative source of tree products
2. Increased supply of trees that are in high demand
3. Protection of natural forests
4. Environmental benefits like increase of oxygen.
5. Value addition like increase of personal property.

Various Advantages of Afforestation: Afforestation is a more viable solution as it provides raw materials for human use without harming nature. Furthermore, it also extends the benefits of trees and forests to barren lands resulting in the economic growth of the region. The various advantage of afforestation are the followings:

1. A constant supply of forest products
2. Prevents soil erosion
3. Stabilizes the climate
4. Has the potential of reversing global warming and climate change
5. Better quality air
6. Provision of employment and economic opportunities
7. Preservation of wildlife

Afforestation Programme in Bangladesh: According to a report, this kind of afforestation programme has benefitted around 47,000 marginalised farmers in the vast Barind region of Rajshahi. These farmers received their legitimate shares of looking after the planted trees from the sale of trees after 10 years. The participatory afforestation policy has been taken up to encourage the rural people in planting saplings and nursing of the transplanted trees in all 31 upazilas of Rajshahi, Chapainwabganj, Natore and Naogaondistricts. Though trees are cut off after 10 years, if this afforstation continually goes on, it will have positive impact on our environment, besides creating opportunities of income for the poor people. While this social afforestation programme should be expanded beyond the Barind region, for creating needed environmental balance, it is necessary to protect the country's existing forest areas.

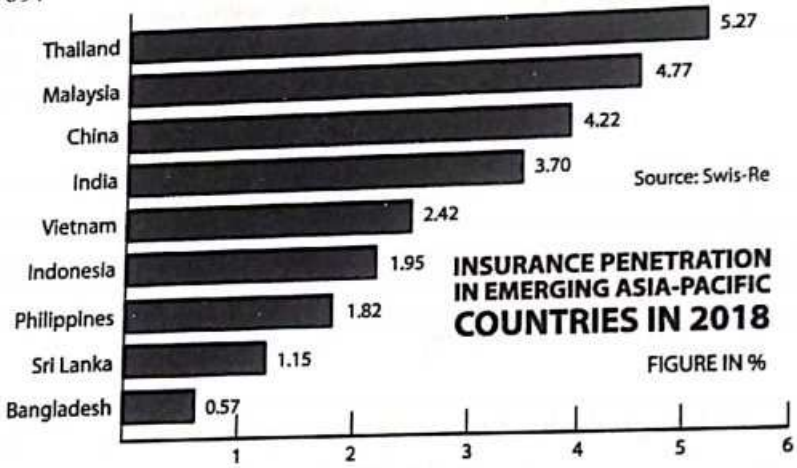
For maintaining environmental balance, we need 20 percent of forest cover of the total land. But in reality it is now only 11 percent. It is really an irony that when the scenario is so bleak, felling of trees is going on unabated in the reserved forests of the country. So in that case afforestation can be best alternative way for us to fill up the gap.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Insurance Sector in Bangladesh

The government after independence, following a rancorous war, took over the control and management of all the Pakistani Insurance Companies and finally, the insurance industry of Bangladesh was nationalized in August 1972.Bangladesh economy embraces huge risk in every sector because the country often faces cyclone, draught and natural calamities even including political assaults and economic issues like inflation, high interest rate, tax policy, deregulation etc. that excavate the risks for the economy.

The scenario of Insurance in Bangladesh: However, Bangladesh's insurance market is not very large in comparison with the degree of risk. For a better functioning of the insurance industry and to reach good growth of the insurance industry in Bangladesh. Insurance business in Bangladesh nowadays is quite shaky. The agents lodge a prominent position in the insurance market of Bangladesh whilst the system of professional brokers has not yet advanced in the country. A total of 60 insurance companies are functioning in Bangladesh till date. Of these companies, 57 are private, two state-owned and one is foreign insurance directorate, under the ministry of commerce, is the regulatory-body of the country's insurance sector. At present there are 44 general insurance companies running in Bangladesh. Many other private companies are about to commerce.Sadharon Bima Corporation (SBC) is the only public sector insurer. It also acts as the sole reinsure of all general insurance companies of the country. SBC is dealing with the traditional types of general insurance companies of the country. In comparison to other nations, Bangladesh's insurance sector is trailing behind. Overall insurance penetration (insurance premiums as a fraction of GDP) in Bangladesh was only 0.57 per cent in 2018 and has been decreasing since 2009.



Bangladesh's life insurance penetration rate falls behind compared to its contemporaries. While Bangladesh's life insurance penetration rate is only 0.41 per cent, Vietnam's and India's rates are 1.58 per cent and 2.74 per cent, respectively in 2018. Globally, Bangladesh ranks 86th out 88 nations in terms of premium per capita (USD).

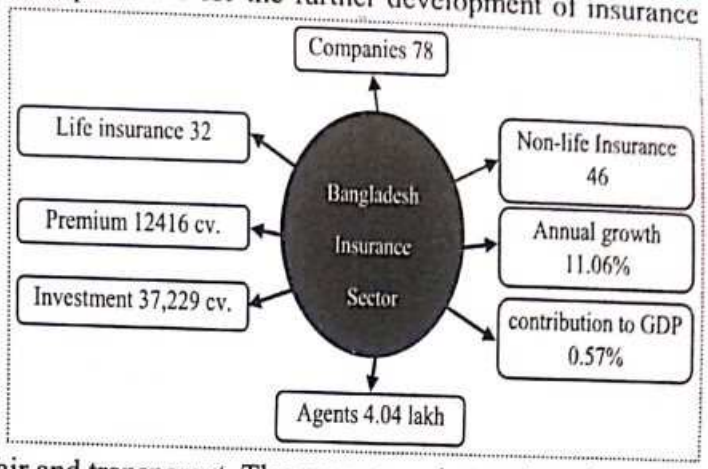
The problem faced by Insurance business:

The problems of insurance industry in Bangladesh are many like

- lack of public faith,
- centralization policy,
- poor economic condition,
- Political instability etc.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Government along with insurers needs to check all those problems for the further development of insurance industry. The success of the insurance industry can be dogged by on insurer's stability to run into its contractual obligations and government is obliged to reserve this security. It is noted that the recent worldwide fashion has been toward deregulation of the insurance industry in a view of present state of affairs in the insurance sector, effective re-regulation is the prime importance. In fact, the present day regulations and supervisions have to be made according to international standards as well as fair and transparent. The present market ought to be served by financially healthy insurance entities comprising direct insurers. Reinsurer and insurance intermediaries all working together.



Contributions of Insurance sector: As Bangladesh has covered considerable ground into achieving the coveted middle-income country status, a robust insurance sector will be vital in consolidating the growth story. By managing risk on both a micro and macro scale, insurance constructs foundations for sustainable growth, a resilient environment for investment, while safeguarding socially vulnerable segments of the population.

- The insurance sector can contribute towards the economy through funding infrastructure development, which requires long-term investments and insurance companies tend to make such investments.
- This synergy is leveraged by other nations, which make it mandatory for pension funds to allocate part of their funds to domestic infrastructure investments.
- The need to fund infrastructure projects will increase with the growth of Bangladesh economy.
- Fundamental macroeconomic indicators, including GDP growth and foreign direct investment (FDI), could be advantaged by a strong insurance sector as well.
- The insurance sector can promote growth by providing guaranteed access to liquidity via insurance coverage.
- If higher savings are channeled to various financial savings instruments, including insurance, the capital markets will benefit greatly, boosting growth.
- FDI, yet another central concern for a developing nation, is also likely to be boosted by regulatory reform relating to solvency and risk management.
- Bangladesh does have the macroeconomic pulse to facilitate growth in the insurance sector.
- This could generate a market for insurance products as individuals and companies become increasingly risk-aware. In particular, the non-life segment is expected to grow at high rates exceeding the life segment by a 1 per cent margin as per PwC Analysis.

Limitations of insurance business: However, we should not forget that the path to growth has always been full of obstacles.

- The insurer-customer relationship is plagued by limited trust.
- Claims settlement problems hamper the relationship, as the process is arduous and long.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

- In Bangladesh, the websites are poorly developed and there has been little utilization of modern technology in the process.
- Insurance companies have limited access to accurate and updated demographic statistics to use for actuarial computations.
- Regulatory reform is required. Regulatory reform in the insurance sector can stimulate Bangladesh's growth and generate savings by providing the tools for better risk management.
- Regulatory reform must satisfy a few crucial criteria. Insurance regulation needs to prevent the sale of unfair policies and mispricing to consumers.
- Regulators must account for insolvency risk. The regulators should ensure that there is a satisfactory level of capital reserves to protect customers from scenarios where they cannot collect claims when they need to.

While there are challenges, regulatory reform and an appropriate business model in the form of Bancassurance can catalyse the growth of the insurance sector.

Violence Against Women and Children

Women and gender issues have increasingly become very important in Asia in recognition of the fact that improvement of the condition of the people of the country must necessarily include development strategies related to women, who make up almost half of the population. Government and non-government organizations have taken up a variety of programs specifically related to women and gender issues. In most of the South Asian countries women are still in the grip of socio-economic, cultural, and politico-religious stigma and cannot play an assertive role in development activities, either in the family or in the state. Women are still treated as the weaker segment of the society and are subject to various social and domestic repressive measures. Very often, the media reveal how women in urban and rural areas are being persecuted or harmed both physically and mentally.

What is Violence: Violence is a product of social, cultural, religious and traditional values which perpetuate patriarchal attitudes at different levels of society and restrict female empowerment. In Bangladesh, women are victimized by different types of violence, like torture, demand for dowry, acid throwing, forced prostitution, rape, sexual harassment and trafficking. Violence affects all spheres of a woman's life -- her autonomy, her productivity and her capacity to care for herself and her children, and subsequently also her overall health and quality of life. However, it is only recently that violence against women has become a focus of discussion in South Asia. Each year, over 1.6 million people worldwide lose their lives to violence. Violence places a massive burden on the national economy, costing countries billions of US dollars each year in health care, law enforcement and lost productivity.



Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Situation in Bangladesh: Gender-based violence (GBV) is not new and certainly not unique to Bangladesh, the immediate and long-lasting consequences to the individual, family and society at large are far-reaching and ought to be taken more seriously. The health consequences of violence are enormous and include permanent disability, lingering psychological trauma, unwanted pregnancies and complications associated with forced or unsafe abortions. Exposure to, and fear of, violence deprive women and girls of their rights--to education, health and decent livelihoods. Child marriage alone, which affects 59% of girls in Bangladesh, is one of its worst forms.

Violence against women in SDG: Elimination of gender-based violence and violence against children is central to the realization of most Sustainable Development Goals (SDGs). In defining the SDGs, members states agreed on a few that are very specifically dependent upon the elimination of Gender Based Violence:



- Goal 3: Good Health and Well-being;
- Goal 5: gender equality and the Empowerment of women and girls, including a call to end violence against women and girls; and
- Goal 16: peaceful and inclusive societies.

Evidence shows that people who are exposed to violence, especially children, are highly likely to adopt violent attitudes against others into adulthood. Well before the SDGs, member states had agreed to several UN conventions in recognition of the importance of ending violence against women, girls and children as central to Development.

1945: Charter of Human Rights
1979: CEDAW, Convention for the elimination of all forms of violence against women
1990: CRC, Convention on the Rights of Children
1994: ICPD PoA, International Conference on Population and Development Plan of Action
1995: Beijing Plan of Action
2016: SDGs, Sustainable Development Goals.

Kinds of Violence: There are five kinds of violence:

- **Physical violence:** It includes all aggressive acts inflicted on the body of a victim by an aggressor, such as pinching, pushing, pulling the hair, burning, throwing acid etc;
- **Sexual violence:** It includes physical attacks on victims and rape;
- **Psychological violence:** This type of violence is committed by using psychological weapons such as verbal threats of violence, use of abusive language, excessive control, curtailing of movement, verbal insult and so on;
- **Workplace violence:** Even at their workplace women are ignored, ridiculed, deprived of financial and maternity benefits, and face sexual harassment;
- **Social violence:** Socially derailed young boys also often tease the school and college going girls. Sometimes these situations push the victim to commit suicide.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Recommendation for violence against women:

Group	Serial no.	What should do
General Public	1	Stand up against VAW if you witness it happening.
	2	Help and give support to victims of VAW.
	3	Report perpetrators to the authorities.
	4	Advise perpetrators to seek help.
	5	Support anti-VAW efforts by others.
Women and girls	6	Know your rights and courses of action in case of violation.
	7	Speak out and report violation to the authorities.
	8	Encourage others to fight for their rights.
Men and boys	9	Respect all women and girls at home. Workplace and community.
	10	Participate in discussions on VAW to broaden your awareness.
Companies and organization	11	Develop and communicate internal anti-VAW policy and culture.
	12	Equip organization with anti-VAW training, reporting mechanisms.
	13	Take suitable action against perpetrators.
Academia and educational inst.	14	Carry out similar actions in items 11-13
	15	Give anti-VAW training in campus and to extreme parties.
	16	Undertake and share research on VAW.
Government	17	Carry out similar actions in items 11-13
	18	Update enforce and communicate anti-VAW policies and regulations.
	19	Ensure legal actions against perpetrators.
	20	Ensure other policies and regulations do not drive VAW.
	21	Fund, carry out and support initiatives to reduce VAW

Violence against women is still happening because we as a society are allowing it to happen. We have become so conditioned in the feudal beliefs of the middle-ages that women are lesser beings and violence against them is normal, that even in the 21st century we cannot do more than just expressing our occasional concern about the prevalence of it.

And while the government is trying to come up with laws and policies to eliminate this social menace, it demands a social movement by us the citizens, because unless we become conscious and raise our voices against violence against women, our girls and women will continue to suffer. A day or a week, or a fortnight is not enough to address this problem, it needs years of efforts from us all to bring about a real change.

Don't Limit your Challenges-Challenge your Limit

Instead of figuring out how to avoid pain in our life by limiting what challenges that we subject ourselves to, figure out what we really want out of life, and make it a point to give it our all to go after what it is in life that we really desire.

Anything worth having is worth fighting for, and this especially holds true in the pursuit of our own dreams, happiness, success, and fulfillment.

Remember that life isn't really worth living without passion, and without action, and if we aren't going to commit to acting in life with as much passion as possible, then there is really no reason to act at all. We should not half-do life, should not go for our dreams halfway, should fully devote ourselves to our dreams, and we will conquer every challenge that we need to conquer with our sheet determination and undying fight inside ourselves.

Scan Credit: Job Ninja

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Bangla Bond
World's First Bangladesh Taka-Denominated "Bangla" Bond Listed

The London Stock Exchange welcomed the listing of the first-ever international Bangladesh Taka-denominated "Bangla" bonds to its main market. Issued from IFC, one of the members of the World Bank Group, this sets up the opening of the global Bangla bond market, essential to support financing of Bangladesh companies while raising the international profile of the Bangladeshi Taka.

The Finance Minister of Bangladesh, AHM Mustafa Kamal commented that the "the issuance of 'Bangla Taka Bond'is the beginning of a long journey to our destination.".

The IFC raised 800 million Bangladeshi Taka (approximately GBP £7.4 million equivalent) of three-year bonds, securing international investor support.

The proceeds will go on to provide funding for the PRAN Group, which is Bangladesh's leading food and beverage manufacturer. As well as this, the PRAN group is also Bangladesh's largest private-sector employer, with the funding being spent predominantly on expansion of existing capacities, as well as continuing to develop rural distribution reach.

Some are given below:

1. To meet our Sustainable Development Goal targets, we simply cannot ignore the role of private investment- this bond will ensure development and business expansion in the country.
2. A local currency bond issuance can bypass the risks of borrowing in foreign currency, which can be subject to fluctuating exchange rates, local investors would prefer to borrow in local currency.

"The issuance of the inaugural Bangla bond is an important capital markets innovation. IFC is committed to expanding local currency financing in emerging markets and we plan to continue issuing Taka bonds to fund local currency transactions in Bangladesh."

By setting up the opening of the global Bangla bond market, this move is set to support financing for Bangladesh companies, whilst continuing to raise the international profile of Bangladeshi Taka. The benefits to the Bangladesh economy, no doubt, will be numerous, and will improve the profile of the Bangladesh taka globally.

Hagia Sophia

Hagia Sophia is a great architectural beauty and an important monument both for Byzantine and for Ottoman Empires. Once a church, later a museum, and now a mosque at the Turkish Republic, **Hagia Sophia** has always been the precious of its time. The mystical city Istanbul hosted many civilizations since centuries, of which Byzantium and Ottoman Empires were both the most famous ones. The city today carries the characteristics of these two different cultures and surely Hagia Sophia is a perfect synthesis where one can observe both Ottoman and Byzantium effects under one great dome. The world-famous Hagia Sophia museum in Istanbul - originally founded as a cathedral - has been turned back into a mosque. Turkey's President Recep Tayyip Erdogan announced the decision after a court annulled the site's museum status.

Built 1,500 years ago as an Orthodox Christian cathedral, Hagia Sophia was converted into a mosque after the Ottoman conquest in 1453. In 1934 it became a museum and is now a Unesco World Heritage site. Islamists in Turkey long called for it to be converted to a mosque but secular opposition members opposed the move. The proposal prompted criticism from religious and political leaders worldwide. Defending the decision, President Erdogan stressed that the country had exercised its sovereign right in converting it back to a mosque.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

South China Sea

China's sweeping claims of sovereignty over the sea—and the sea's estimated 11 billion barrels of untapped oil and 190 trillion cubic feet of natural gas—have antagonized competing claimants Brunei, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Taiwan, and Vietnam. As early as the 1970s, countries began to claim islands and various zones in the South China Sea, such as the Spratly Islands, which possess rich natural resources and fishing areas.

China maintains that, under international law, foreign militaries are not able to conduct intelligence-gathering activities, such as reconnaissance flights, in its exclusive economic zone (EEZ). According to the United States, claimant countries, under UN Convention of the Law of the Sea (UNCLOS), should have freedom of navigation through EEZs in the sea and are not required to notify claimants of military activities. In July 2016, the Permanent Court of Arbitration at The Hague issued its ruling on a claim brought against China by the Philippines under UNCLOS, ruling in favor of the Philippines on almost every count. While China is a signatory to the treaty, which established the tribunal, it refuses to accept the court's authority.

Disputed claims in the South China Sea



In recent years, satellite imagery has shown China's increased efforts to reclaim land in the South China Sea by physically increasing the size of islands or creating new islands altogether. In addition to piling sand onto existing reefs, China has constructed ports, military installations, and airstrips—particularly in the Paracel and Spratly Islands, where it has twenty and seven outposts, respectively. China has militarized Woody Island by deploying fighter jets, cruise missiles, and a radar system.

To protect its political, security, and economic interests in the region, the United States has challenged China's assertive territorial claims and land reclamation efforts by conducting FONOPs and bolstering support for Southeast Asian partners. Also in response to China's assertive presence in the disputed territory, Japan has sold military ships and equipment to the Philippines and Vietnam in order to improve their maritime security capacity and to deter Chinese aggression.

Black Lives Matter

BlackLivesMatter was founded in 2013 in response to the acquittal of Trayvon Martin's murderer. Black Lives Matter Global Network Foundation, Inc. is a global organization in the US, UK, and Canada, whose mission is to eradicate white supremacy and build local power to intervene in violence inflicted on Black communities by the state and vigilantes. By combating and countering acts of violence, creating space for Black imagination and innovation, and centering Black joy, BLM are winning immediate improvements in our lives. The movement returned to national headlines and gained further international attention during the global George Floyd protests in 2020 following George Floyd's killing by Minneapolis police officer Dared Chauvin. An estimated 15 million to 26 million people participated in the 2020 Black Lives matter protests in the United States, making Black Lives Matter one of the largest movements in U.S. history.

Mission:

- To eradicate white supremacy from the world.
- To intervene in violence inflicted on Black communities by the state and vigilantes.
- By combating and countering acts of violence, creating space for Black imagination and innovation.
- Working vigorously for freedom and justice for Black people.

This movement is an intergenerational and communal network free from ageism with the mite to believe that all people, regardless of age, show up with the capacity to lead and learn.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Friday for Future Movement

The school strike for climate also known variously as Fridays for Future (FFF), Youth for Climate, Climate Strike/Climatestrike or Youth Strike for Climate, is an international movement of school students (in many countries also university students) who skip classes, mainly on Fridays to participate in demonstrations-

- To demand action from political and economic leaders,
- To limit climate disaster and for the fossil fuel industry to transition to renewable energy.
- To put moral pressure on policymakers, to make them listen to the scientists, and then to take forceful section to limit global warming.
- There is a hope of all strikers that humanity can change, avert the worst climate disasters and build a better future.

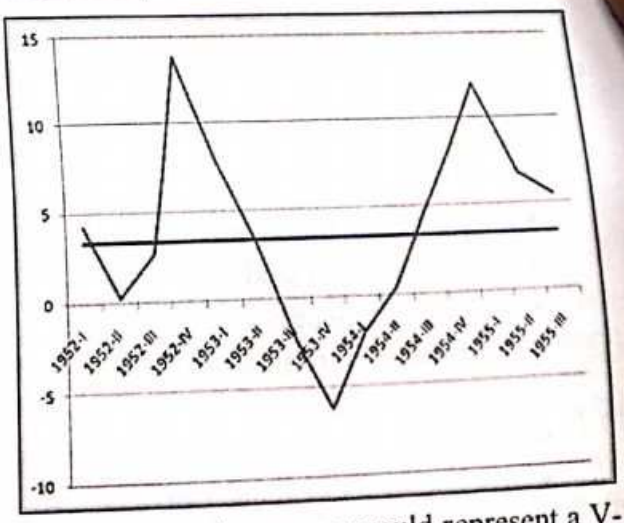
FFF is a global movement that began in August 2018, when 15 year-old Greta Thunberg and other young activists began a school strike for climate. Most regional branches of the movement see themselves also as a part of the Global Climate Justice Movement. The climate movement is in general very democratic and grassroots based organized. This movement is independent of commercial interests and political parties and knows no borders. Their slogan is- ***"No one is too small to make a difference"***

China's five finger war strategy

The **Five Fingers of Tibet** is a Chinese foreign policy attributed to Mao Zedong that considers Tibet to be China's right hand palm, with five fingers on its periphery: Ladakh, Nepal, Sikkim, Bhutan, and Arunachal Pradesh, and that it is China's responsibility to "liberate" these regions. It was never discussed in official Chinese public statements, but external concerns have been raised over its possible continued existence or revival. An article in a provisional mouthpiece magazine of the Chinese Communist Party verified the existence of this policy in the aftermath of the 2017 China–India border standoff.

In 1962, there was a war on the Ladakh border between India and China. After so many years, the Chinese army invaded the Galwan Valley again. The Red Army is still stationed at Gwalwan. Despite trying to negotiate face to face, they are trying to occupy the territory. Lobsang reminded that the Doklam conflict in 2016 is part of that five-finger strategy. The Tibetan leader has been warning India about this for the last 60 years. After Ladakh, China's bird's eye view of Nepal, Bhutan, Sikkim and Arunachal pradesh to expand the border. Lobsang Sangay, President of the Central Tibetan administration, said India should learn from what has happened to Tibet.

V-shaped recovery



V-shaped recovery is a type of economic recession and recovery that resembles a "V" shape in charting. Specifically, a V-shaped recovery represents the shape of a chart of economic measures economists create when examining recessions and recoveries. A V-shaped recovery involves a sharp rise back to a previous peak after a sharp decline in these metrics.

The recession of 1953 in the United States is another clear example of a V-shaped recovery. This recession was relatively brief, and mild with only a 2.2% decline in GDP and unemployment rate of 6.1%. Growth began to slow in the third quarter of 1953, but by the fourth quarter of 1954 was back at a pace well above the trend. Therefore, the chart for this recession and recovery would represent a V-shape.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

A free market economy

What is an economic system: An economic system is a network of organizations used to resolve the problem of what, how much, how and for whom to produce

What is a free market economy? I.e. a laissez-faire system:

- A free market is a system of buying and selling goods and services that is not under the control of the government.
- It is where people can buy and sell freely, or an economic system where free markets exist, and most companies and property are not owned by the state.
- There is limited government intervention to influence or change the outcomes of market activity.

Key aspects of a free market system:

1. Light touch regulation of labour, product and financial markets
2. Legal system focuses on protecting property rights
3. Freedom to trade internationally and promote free movement of capital and labour
4. Limited market intervention (e.g. indirect taxes, subsidies, maximum and minimum prices)
5. Small size of government (including a small size/scope of welfare benefits)
6. Low tax environment / focus on "ease of doing business"
7. Consumer preferences determine allocation of resources

Overall, in a free market economy, the economic problem of what goods should be produced is usually solved by consumers expressing their tastes and preferences in their pattern of spending.

Advantages of free market economy	Disadvantages of free market economy
1. Consumer sovereignty	1. Poor quality
2. absence of bureaucracy	2. Merit goods
3. influence of free enterprise	3. excessive power of firms
4. Optimal allocation of resources	4. unemployment and inequality

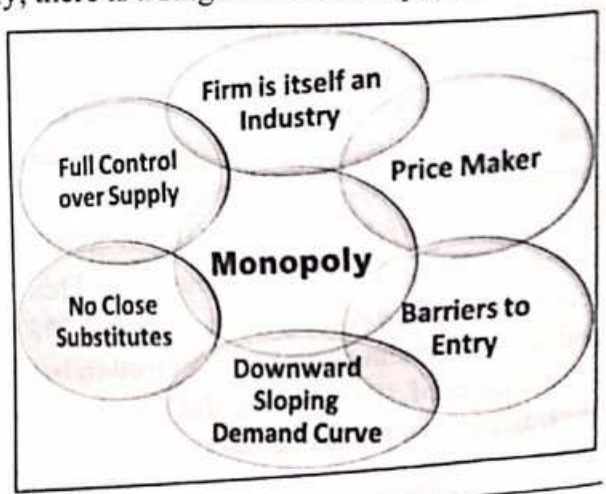
In short, the free market is an economic system based on supply and demand with little or no government control. It is a summary description of all voluntary exchanges that take place in a given economic environment. Free markets are characterized by a spontaneous and decentralized order of arrangements through which individuals make economic decisions.

Monopoly Market

The term Monopoly means 'alone to sell'. In a monopoly market, there is a single seller of a particular product with no strong competition from any other seller. In this article, we will look at the features of a monopoly market.

Features of a Monopoly Market:

1. **Single Seller of the Product:** In a monopoly market, usually, there is a single firm which produces and/or supplies a particular product/ commodity. It is fair to say that such a firm constitutes the entire industry. Also, there is no distinction between the firm and the industry.
   - Intro to Determination of Prices
   - Changes in Demand
   - Changes in Supply
   - Simultaneous changes in Demand and Supply
   - Features of Perfect Competition
   - Price Determination under Perfect Competition
   - Monopolist's Revenue Curve
   - Price Discrimination
   - Monopolistic Competition



Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

2. **Entry Restrictions:** Another feature of a monopoly market is restrictions of entry. These restrictions can be of any form like economical, legal, institutional, artificial, etc.
3. **No Close Substitutes:** Usually, a monopolist sells a product which does not have any close substitutes. Therefore, the cross elasticity of demand for such a product is either zero or very small. Also, the price elasticity of demand for the monopolist's product is less than one. Hence, in the monopoly market, the monopolist faces a downward sloping demand curve.
4. **Price Maker:** Since there is only one firm selling the product, it becomes the price maker for the whole industry. The consumers have to accept the price set by the firm as there are no other sellers or close substitutes.

COP 25

The 2019 United Nations Climate Change Conference: also known as **COP25**, is the 25th United Nations Climate Change conference. It was held in Madrid, Spain, from 2 to 13 December 2019 under the presidency of the Chilean government. The conference incorporated the 25th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), the 15th meeting of the parties to the Kyoto Protocol (**CMP15**), and the second meeting of the parties to the Paris Agreement

The results of the conference were disappointing at a time when climate action and concrete measures are considered urgent. Alden Meyer, director of strategy and policy for the Union of Concerned Scientists who has attended climate negotiations since 1991, stated that he had never seen before the almost total disconnect between what the science requires and what the climate negotiations are delivering in terms of meaningful action. Greenpeace executive director Jennifer Morgan summarized the prevalent opinion: "Climate blockers like Brazil and Saudi Arabia, enabled by an irresponsibly weak Chilean leadership, peddled carbon deals and steamrolled scientists and civil society". The decisions about the carbon market and emissions cuts were delayed to the next climate conference in Glasgow. The United States, Russia, India, China, Brazil and Saudi Arabia were the main opponents of these measures.

On the other side, the European Union reached an agreement about The European Green Deal that should lower its emissions to zero by 2050. Also, many commitments were made by countries, cities, businesses and international coalitions. For example, the Climate Ambitious Coalition contains now "73 countries committed to net zero emissions by 2050, as well as a further 1214 actors (regions, cities, businesses, investors) who have pledged the same goal". All the information about the pledges (governmental and non-governmental) is streamed to the Global Climate Action portal.

Fiscal Policy

Fiscal policy is the use of government spending and taxation to influence the economy. Governments use fiscal policy to influence the level of aggregate demand in the economy in an effort to achieve the economic objectives of price stability, full employment, and economic growth.

The government has two levels when setting fiscal policy:

1. Change the level and composition of taxation, and/or
2. Change the level of spending in various sectors of the economy.

There are three main types of fiscal policy:

1. **Neutral:** This type of policy is usually undertaken when an economy is in equilibrium. In this instance, government spending is fully funded by tax revenue, which has a neutral effect on the level of economic activity.
2. **Expansionary:** This type of policy is usually undertaken during recessions to increase the level of economic activity. In this instance, the government spends more money than it collects in taxes.
3. **Contractionary:** This type of policy is undertaken to pay down government debt and to cap inflation. In this case, government spending is lower than tax revenue.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

In times of recession, Keynesian economics suggests that increasing government spending and decreasing tax rates is the best way to stimulate aggregate demand. Keynesians argue that this approach should be used in times of recession or low economic activity as an essential tool for building the foundation for strong economic growth and working towards full employment. In theory, the resulting deficit would be paid for by an expanded economy during the boom that would follow.

Times of Recession: In times of recession, the government uses expansionary fiscal policy to increase the level of economic activity and increase employment.

In times of economic boom, Keynesian theory posits that removing spending from the economy will reduce levels of aggregate demand and contract the economy, thus stabilizing prices when inflation is too high.

The purpose of Fiscal Policy:

- Stimulate economic growth in a period of a recession.
- Keep inflation low (the UK government has a target of 2%)
- Fiscal policy aims to stabilize economic growth, avoiding a boom and bust economic cycle.

Fiscal policy is often used in conjunction with monetary policy. In fact, governments often prefer monetary policy for stabilizing the economy.

Monetary Policy

Monetary policy is an economic policy that manages the size and growth rate of the money supply in an economy. It is a powerful tool to regulate macroeconomic variables such as inflation and unemployment. These policies are implemented through different tools, including the adjustment of the interest rates, purchase or sale of government securities, and changing the amount of cash circulating in the economy. The central bank or a similar regulatory organization is responsible for formulating these policies.

Objectives of Monetary Policy: The primary objectives of monetary policies are the management of inflation or unemployment, and maintenance of currency exchange rates.

Inflation: Monetary policies can target inflation levels. A low level of inflation is considered to be healthy for the economy. If inflation is high, a contractionary policy can address this issue.

Unemployment: Monetary policies can influence the level of unemployment in the economy. For example, an expansionary monetary policy generally decreases unemployment because the higher money supply stimulates business activities that lead to the expansion of the job market.

Currency exchange rates: Using its fiscal authority, a central bank can regulate the exchange rates between domestic and foreign currencies. For example, the central bank may increase the money supply by issuing more currency. In such a case, the domestic currency becomes cheaper relative to its foreign counterparts.

Tools of Monetary Policy: Central banks use various tools to implement monetary policies. The widely utilized policy tools include:

Interest rate adjustment: A central bank can influence interest rates by changing the discount rate. The discount rate (base rate) is an interest rate charged by a central bank to banks for short-term loans. For example, if a central bank increases the discount rate, the cost of borrowing for the banks increases. Subsequently, the banks will increase the interest rate they charge their customers. Thus, the cost of borrowing in the economy will increase, and the money supply will decrease.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Change reserve requirements: Central banks usually set up the minimum amount of reserves that must be held by a commercial bank. By changing the required amount, the central bank can influence the money supply in the economy. If monetary authorities increase the required reserve amount, commercial banks find less money available to lend to their clients and thus, money supply decreases.

Open market operations: The central bank can either purchase or sell securities issued by the government to affect the money supply. For example, central banks can purchase government bonds. As a result, banks will obtain more money to increase the lending and money supply in the economy.

Fiscal Policy	Monetary Policy
Change in government	Change in interest rates/money supply
Set by the government	Set by a Central bank
No specific target	Target inflation
Side effect on government budget/borrowing	Side effect on exchange rate and housing market
strong political dimension to changing tax rates	Mostly independent from the political process

Social Capital

The concept of social capital became fashionable only relatively recently, but the term has been in use for almost a century while the ideas behind it go back further still. "Social capital" may first have appeared in a book published in 1916 in the United States that discussed how neighbours could work together to oversee schools. Author Lyda Hanifan referred to social capital as "those tangible assets [that] count for most in the daily lives of people: namely goodwill, fellowship, sympathy, and social intercourse among the individuals and families who make up a social unit". That gives some sense of what's meant by social capital,

Varieties of social capital… There's much debate over the various forms that social capital takes, but one fairly straightforward approach divides it into three main categories:

- **Bonds:** Links to people based on a sense of common identity ("people like us") – such as family, close friends and people who share our culture or ethnicity.
- **Bridges:** Links that stretch beyond a shared sense of identity, for example to distant friends, colleagues and associates.
- **Linkages:** Links to people or groups further up or lower down the social ladder.

Social capital might have its share of pros and cons, but if it is utilized properly, it can pave the way for an organization's prosperity.

Are human and social capital linked?

Human and social capital don't exist in isolation from each other. The two are linked in complex ways and, to some extent, feed into each other. In other words, social capital promotes the development

Charismatic Leadership

Charismatic leadership is basically the method of encouraging particular behaviors in others by way of eloquent communication, persuasion and force of personality. Charismatic leaders motivate followers to get things done or improve the way certain things are done. This is accomplished by conjuring up eagerness in others to achieve a stated goal or vision. In essence, the charismatic leadership style has its basis in a form of heroism. This leadership style is almost of divine origin.

Examples for great charismatic lerders are Bangabondhu Sheikh Mujibur Rahman, Martin Luther king jr., Mahatma Gandhi, Winston Churchill, George Washington, mustafa kemal Ataturk, and Nelson Mandela.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Characteristics of Charismatic Leadership:

1. Presence
2. Creating Meaningful Connections
3. Emotional Control
4. Managing Social Situations
5. Generosity
6. Master Communicators
7. Self-Awareness
8. Creativity and Innovation
9. Tenacity and Determination
10. Humility

Carbon Tax

A carbon tax is a fee imposed on the burning of carbon-based fuels (coal, oil, gas). More to the point: a carbon tax is the core policy for reducing and eventually eliminating the use of fossil fuels whose combustion is destabilizing and destroying our climate.

A carbon tax is a way — the *only* way, really — to have users of carbon fuels pay for the climate damage caused by releasing carbon dioxide into the atmosphere. If set high enough, it becomes a powerful monetary disincentive that motivates switches to clean energy across the economy, simply by making it more economically rewarding to move to non-carbon fuels and energy efficiency.

How is a carbon tax implemented: Utilizing existing tax collection mechanisms, a carbon tax is paid "upstream," i.e., at the point where fuels are extracted from the Earth and put into the stream of commerce, or imported into the U.S. Fuel suppliers and processors are free to pass along the cost of the tax to the extent that market conditions allow. Placing a tax on carbon gives consumers and producers a monetary incentive to reduce their carbon dioxide emissions.

List of the Advantages of the Carbon Tax

1. A carbon tax can provide economic benefits at the local level.
2. If people don't use fossil fuels, then they don't pay the carbon tax.
3. It can produce multiple benefits that save consumers money.
4. A carbon tax encourages innovation in the alternative energy sector.
5. The carbon tax can generate plenty of revenues for local governments.
6. The CO2 tax encourages positive lifestyle changes.
7. A carbon taxation policy is predictable in its outcomes.
8. Each fossil fuel receives its own taxation rate.

List of the Disadvantages of the Carbon Tax

1. The carbon tax creates an artificial economic market that isn't always sustainable.
2. Companies shift their production processes to countries without a CO2 tax.
3. The reduction of carbon dioxide is minimal.
4. Carbon taxes don't require set prices because they focus on consumption only.
5. It takes time to fully implement the carbon tax.
6. Businesses and consumers need time to consider the possible outcomes of CO2 taxes.
7. Administrative costs aren't always including in the CO2 tax proposals.
8. The carbon tax could encourage more consumption instead of less.
9. A CO2 tax would make existing fossil fuels worthless.
10. It may not be a useful approach.

Scan Credit: Job Ninja

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Carbon Trade

Carbon Trading is a scheme where firms (or countries) buy and sell carbon permits as part of a programme to reduce carbon emissions.

Usually firms are given a certain quote to pollute a certain amount. If they wish to pollute more than their allowance then they have to buy more permits.

If they pollute less than their quota they can sell their spare permits on the market. Thus there is an incentive to reduce pollution and find the most efficient way of dealing with pollution.

Over time governments can reduce pollution quotas to encourage greater efficiency

Examples of Carbon Trading: An early example of an emission trading system has been the SO2 trading system under the framework of the Acid Rain Program of the 1990 Clean Air Act in the U.S. Under the program, which is essentially a cap-and-trade emissions trading system, SO2 emissions were reduced by 50% from 1980 levels by 2007.

The European Union Emission Trading Scheme (or EU ETS) is the largest multi-national, greenhouse gas emissions trading scheme in the world. It is one of the EU's central policy instruments to meet their cap set in the Kyoto Protocol (Jones et al., 2007, p. 64)

Letter of Credit (L/C)

A letter of credit is a document that guarantees the buyer's payment to the sellers. It is issued by a bank and ensures the timely and full payment to the seller. If the buyer is unable to make such a payment, the bank covers the full or the remaining amount on behalf of the buyer. A letter of credit is issued against a pledge of securities or cash. Banks typically collect a fee, ie, a percentage of the size/amount of the letter of credit.

Different Types of Letters of Credit:

1. Commercial Letter of Credit.
2. Standby Letter of Credit.
3. Confirmed And Unconfirmed Letters of Credit.
4. Back-to-Back Letters of Credit.
5. Revolving Letters of Credit.
6. Sight Letter of Credit.
7. Deferred Payment Letter of Credit.
8. Red Clause Letter of Credit.
9. Direct pay Letter of Credit.

Balance of Payments

In a perfect scenario, the Balance of Payments (BoP) should be zero. That is, the money coming in and the money going out should balance out. But that doesn't happen in most cases. A country's BoP statement correctly indicates whether the country has a surplus or a deficit of funds. A BoP surplus indicates that a country's exports are more than its imports. A BoP deficit, on the other hand, indicates that a country's imports are more than exports. Both scenarios have short-term and long-term effects on the country's economy.

Components of BoP: Now let's understand the different components of the BoP. The BoP consists of three main components—current account, capital account, and financial account. As mentioned earlier, the BoP should be zero. The current account must balance with the combined capital and financial accounts.

Current Account: The current account monitors the flow of funds from goods and services trade (import and export) between countries. Now this includes money received or spent on manufactured goods and raw materials. It also includes revenue from tourism, transportation receipts, revenue from specialized services (medicine, law, engineering), and royalties from patents and copyrights. In addition, the current account includes revenue from stocks.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Capital Account: The capital account monitors the flow of international capital transactions. These transactions include the purchase or disposal of non-financial assets (for example, land) and non-produced assets. The capital account also includes money received from debt-forgiveness and gift taxes. In addition, the capital account records the flow of the financial assets by migrants leaving or entering a country and the transfer, sale, or purchase of fixed assets.

Financial Account: The financial account monitors the flow of funds pertaining to investments in businesses, real estate, and stocks. It also includes government-owned assets such as gold and Special Drawing Rights (SDRs) held with the International Monetary Fund (IMF). In addition, it includes foreign investments and assets held abroad by nationals. Similarly, the financial account includes a record of the assets owned by foreign nationals.

Why is BoP important: The BoP statement provides a clear picture of the economic relations between different countries. It is an integral aspect of international financial management. Now that you have understood BoP and its components, let's look at why it is important.

Green Diplomacy

A diplomacy that seeks to harmonize the interests of a state and other's interests along with the interests of every human being on the Planet, concerning the conservation and development of natural conditions of life. The major objective of this modern type of diplomacy is highlighted to empower the human beings, the micro and macro human community towards protecting, conserving and sustainable development of the Earth's natural heritage. This course aims to support the overall integration of environmental considerations into key diplomacy tracks by considering the substantive issues in question, understanding the gaps in existing policy frameworks and ongoing multilateral negotiations, and equipping negotiators with concrete tools and resources for advancing their environmental priorities in these respective decision-making processes.

Cyber Security

Also referred to as information security, cybersecurity refers to the practice of ensuring the integrity, confidentiality, and availability (ICA) of information. Cybersecurity is comprised of an evolving set of tools, risk management approaches, technologies, training, and best practices designed to protect networks, devices, programs, and data from attacks or unauthorized access. The world relies on technology more than ever before. As a result, digital data creation has surged. Today, businesses and governments store a great deal of that data on computers and transmit it across networks to other computers. Devices and their underlying systems have vulnerabilities that, when exploited, undermine the health and objectives of an organization.

Common types of cybersecurity: Network Security protects network traffic by controlling incoming and outgoing connections to prevent threats from entering or spreading on the network.

Data Loss Prevention (DLP): protects data by focusing on the location, classification and monitoring of information at rest, in use and in motion.

Cloud Security provides protection for data used in cloud-based services and applications.

Intrusion Detection Systems (IDS) or Intrusion Prevention Systems (IPS): work to identify potentially hostile cyber activity.

Identity and Access Management (IAM): use authentication services to limit and track employee access to protect internal systems from malicious entities.

Encryption is the process of encoding data to render it unintelligible, and is often used during data transfer to prevent theft in transit.

Scan Credit: Job Ninja

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Antivirus/anti-malware: solutions scan computer systems for known threats. Modern solutions are even able to detect previously unknown threats based on their behavior.

Common types of cyber threats: Malware – Malicious software such as computer viruses, spyware, Trojan horses, and keyloggers.

Ransomware – Malware that locks or encrypts data until a ransom is paid.

Phishing Attacks – The practice of obtaining sensitive information (e.g., passwords, credit card information) through a disguised email, phone call, or text message.

Social engineering – The psychological manipulation of individuals to obtain confidential information; often overlaps with phishing.

Advanced Persistent Threat: An attack in which an unauthorized user gains access to a system or network andremains there for an extended period of time without being detected.

New Development Bank

The New Development Bank is the BRICS bank, born of the group of so-called 'emerging' economies — Brazil, Russia, India and China, and later South Africa. When it was created in 2014, the New Development Bank (NDB) harboured dreams of finally breaking the hegemony of financing structures created by developed countries and embodied by the International Monetary Fund (IMF) and World Bank.

The NDB was to be by and for the developing world. The bank would excel at innovation and transparency like no other. It pledged to favour sustainable projects above any others. According to the Agreement on the NDB, "the Bank shall support public or private projects through loans, guarantee, equity participation and other financial instruments." Moreover, the NDB "Shall cooperate with international organizations and other financial entities, and provide technical assistance for projects to be supported by the bank."

Headquarter	Shanghai, China
Authorized capital	$100 bln
Share	1 mln shares
Initial subscribed capital	$50 bln

The initial subscribed capital of the bank was equally distributed among the founding members. The Agreement on the NDB specifies that the voting power of each member will be equal to the number of its subscribed shares in the capital stock of the bank. The first regional office of the NDB is in Johannesburg, South Africa.

Urbanization

As the world's population is increasing, a rising number of people are moving from rural areas to more urban settings. This global phenomenon is called urbanization — essentially increasing the population of rural areas (an area with 2500 residents or fewer), and turning them into urban areas (a central city, and surrounding areas, with a population exceeding 50,000 people). More than half of the world's population now lives in urban areas, and this shift in population is driven by a variety of factors.

United Nations projected that half of the world's population would live in urban areas at the end of 2008. It is predicted that by 2050 about 64% of the developing world and 86% of the developed world will be urbanized. That is equivalent to approximately 3 billion urbanites by 2050, much of which will occur in Africa. Notably, the United Nations has also recently projected that nearly all global population growth from 2017 to 2030 will be absorbed by cities, about 1.1 billion new urbanites over the next 13 years.

Causes of Urbanization: Economic, political, and social issues merge with circumstances of modernization to make people want to migrate from rural to urban areas. Causes of urbanization include:

- **Industrial Growth:** The explosion of industrialization and manufacturing enterprises within a certain urban area gives rise to more employment opportunities — which is another factor of urbanization.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

- **Employment:** Rural areas commonly are agricultural. Urbanization and industrial growth create opportunities for jobs that pay more, are more diverse, and may be less physically demanding.
- **Social Factors:** Many urban areas allow for better living standards, including superior educational facilities, better access to healthcare, modern housing, and more recreational activities.
- **Economic Problems:** Many people may choose to migrate from a world area, as it is generally not as economically stable or wealthy as a booming urban city.
- **Political Turmoil:** War, civil unrest, and other sources of political disorder often are woes of developing areas. This turbulence — and potential danger — can be enough to make anyone want to move.
- **Modernization:** New technology upgrades the infrastructure of urban areas. Better communication, medical facilities, and various social amenities can attract those from rural areas.

Urbanization is a complex process, as many of its driving factors play into and give rise to one another. Once a rural city becomes urbanized, it may begin to thrive from several beneficial features — most of which are what attracts more people to them.

Communications Satellite

Satellite communication, in telecommunications, the use of artificial satellites to provide communication links among various points on Earth. Satellite communications play a vital role in the global telecommunications system. Approximately 2,000 artificial satellites orbiting Earth relay analog and digital signals carrying voice, video, and data to and from one or many locations worldwide.

Satellite communication has two main components:

- **The ground segment**, which consists of fixed or mobile transmission, reception, and ancillary equipment
- **The space segment**, which primarily is the satellite itself.

A typical satellite link involves the transmission or uplinking of a signal from an Earth station to a satellite. The satellite then receives and amplifies the signal and retransmits it back to Earth, where it is received and reamplified by Earth stations and terminals. Satellite receivers on the ground include direct-to-home (DTH) satellite equipment, mobile reception equipment in aircraft, satellite telephones, and handheld devices.

Bangladesh Government has launched the first Bangladeshi geostationary communications and Broadcasting Satellite 'Bangabandhu Satellite-1' on 11 May 2018. Bangladesh will get profit about Tk. 250 crore per year by using this satellite in next 15 years.

iPay

iPay is a secure and seamless e-wallet. It is the first online Payment Service Provider (PSP) in **Bangladesh.** Make cashless and hassle-free transactions anytime, BRAC Bank customers can now instantly add money to **iPay** wallet and withdraw money from **iPay** wallet Free of Charge. You may create your own account in iPay system and avail the following services:

- Add Money
- Withdraw Money
- Send Money
- Request Money
- Make Payments

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Social Safety Net Program

Safety net programs in Bangladesh have been contributing to the reduction of poverty and vulnerability by addressing a range of population groups through different forms of assistance. These include the provision of income security for the elderly, widows and persons-with-disabilities, generating temporary employment for working age men and women, and supporting the healthy development of young mothers and children. The major social safety net programs (SSNPs) in Bangladesh can be divided under four broad categories:

(i) Employment generation programs
(ii) Programs to cope with natural disasters and other shocks
(iii) Incentives provided to parents for their children's education; and
(iv) Incentives provided to families to improve their health status.

The SSNPs can also be grouped into two types depending on whether these involve cash transfers or food transfers. The review indicates that SSNPs in Bangladesh have led to increased school enrolment and attendance especially among girls in secondary schools and closing the gender gap; additional employment generation; provision of food during crisis; building infrastructure; and increased access to and utilization of maternal health care services. Such programs deserve high priority to ensure the rights and entitlements of the disadvantaged groups, including the urban poor and the poor living in rural areas.

The government has allocated Tk. 95,574 crore in the social safety net programs, which is 16.83 percent of total budget and 3.01 percent of GDP in FY 2020-21. In last year's revised budget, the allocation was Tk. 81,865 crore.

Demographic Dividend

In simple terms, the demographic dividend is the economic growth that may result from changes to a country's age structure, due to the shift from people living short lives and having large families to living long lives and having small families. Because of this change in age distribution, fewer investments are needed to meet the needs of the youngest age groups and resources are freed up for what is called the "economic gift." This means that the labor force is growing more rapidly than the population that is dependent on it, creating a window for faster economic growth and family welfare. In theory, at the micro level, this transition can result in better living standards for families and higher incomes per person while at the macro level, it can have significant gains in the economic development of a country. Bangladesh since 2007 has had more people of working age than non-working, known as demographic dividend, and by 2040 this window of opportunity to accelerate economic growth would start to close. Now, more than 65 percent of the population is of working age, between 15 and 64.

What are the benefits of a demographic dividend?

When a country finds itself with such a shifting age structure, there are four areas where benefits, or dividends, are typically found.

1. **Labor Supply:**
   - The economy is able to take in and productively employ more workers.
   - Women are more likely to take jobs outside the home.
2. **Savings:**
   - Personal savings grow and can serve as a resource for fueling the economy.
3. **Human Capital:**
   - Decreases in fertility rates result in healthier women and fewer economic pressures at home.
   - Parents are able to invest more resources per child, leading to better health and educational outcomes.
4. **Economic Growth**
   - An increase in GDP per capita due to the decreasing dependency ratio.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

4th Industrial Revolution

The 4th Industrial Revolution (4IR) is a fusion of advances in artificial intelligence (AI), robotics, the Internet of Things (IoT), 3D printing, genetic engineering, quantum computing, and other technologies. The Fourth Industrial Revolution is a way of describing the blurring of boundaries between the physical, digital, and biological worlds. It's a fusion of advances in artificial intelligence (AI), robotics, the Internet of Things (IoT), 3D printing, genetic engineering, quantum computing, and other technologies. It's the collective force behind many products and services that are fast becoming indispensable to modern life. Think GPS systems that suggest the fastest route to a destination, voice-activated virtual assistants such as Apple's Siri, personalized Netflix recommendations, and Facebook's ability to recognize your face and tag you in a friend's photo.

Offshore Banking

An offshore banking unit (OBU) is a bank shell branch, located in another international financial center. For instance, a London-based bank with a branch located in Delhi. Offshore banking units make loans in the Eurocurrency market when they accept deposits from foreign banks and other OBUs. Eurocurrency simply refers to money held in banks located outside of the country which issues the currency. An offshore bank is a bank located outside the country of residence of the depositor, typically in a low tax jurisdiction (or tax haven) that provides financial and legal advantages.

These advantages typically include:

- Greater privacy.
- Low or no taxation (i.e. Tax havens).
- Easy access to deposits (at least in terms of regulation).
- Protection against local, political, or financial instability.

Offshore banking has often been associated with the underground economy and organized crime, via tax evasion and money laundering. However, legally, offshore banking does not prevent assets from being subject to personal income tax on interest.

Capital Market

Capital market is a market where buyers and sellers engage in trade of financial securities like bonds, stocks, etc. The buying/selling is undertaken by participants such as individuals and institutions. Capital markets help channelize surplus funds from savers to institutions which then invest them into productive use. Generally, this market trades mostly in long-term securities. Capital market consists of primary markets and secondary markets. Primary markets deal with trade of new issues of stocks and other securities, whereas secondary market deals with the exchange of existing or previously-issued securities. Another important division in the capital market is made on the basis of the nature of security traded, i.e. **stock market and bond market.**

Money Market

Money market basically refers to a section of the financial market where financial instruments with high liquidity and short-term maturities are traded. Money market has become a component of the financial market for buying and selling of securities of short-term maturities, of one year or less, such as **treasury bills** and **commercial papers**. Over-the-counter trading is done in the money market and it is a wholesale process. It is used by the participants as a way of borrowing and lending for the short term. Money market consists of negotiable instruments such as treasury bills, commercial papers. And certificates of deposit. It is used by many participants, including companies, to raise funds by selling commercial papers in the market. Money market is considered a safe place to invest due to the high liquidity of securities. It has certain risks which investors should be aware of, one of them being default on securities such as commercial papers. Money market consists of various financial institutions and dealers, who seek to borrow or loan securities. It is the best source to invest in liquid assets. The money market is an unregulated and informal market and not structured like the capital markets, where things are organized in a formal way. Money market gives lesser return to investors who invest in it but provides a variety of products.

Scan Credit: Job Ninja

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

IPO

Initial public offering is the process by which a private company can go public by sale of its stocks to general public. It could be a new, young company or an old company which decides to be listed on an exchange and hence goes public. Companies can raise equity capital with the help of an IPO by issuing new shares to the public or the existing shareholders can sell their shares to the public without raising any fresh capital. A company offering its shares to the public is not obliged to repay the capital to public investors.The company which offers its shares, known as an 'issuer', does so with the help of investment banks. After IPO, the company's shares are traded in an open market. Those shares can be further sold by investors through secondary market trading.

Bail Out

Bailout is a general term for extending financial support to a company or a country facing a potential bankruptcy threat. It can take the form of loans, cash, bonds, or stock purchases. A bailout may or may not require reimbursement and is often accompanied by greater government oversee and regulations. The reason for bailout is to support an industry that may be affecting millions of people internationally and could be on the verge of bankruptcy due to prolonged financial crises. Bailout policies come in various forms, the most common being direct loans or guarantees of third-party (private) loans to the rescued entity. These direct loans are often on terms favoring the entity being rescued. Sometimes even direct subsidies are provided to the parties concerned. Stock purchases are also not uncommon.

Basel III

The Basel III accord is a set of financial reforms that was developed by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), with the aim of strengthening regulation, supervision, and risk management within the banking industry. Due to the impact of the 2008 Global Financial Crisis on banks, Basel III was introduced to improve the banks' ability to handle shocks from financial stress and to strengthen their transparency and disclosure. Basel III builds on the previous accords, Basel I and II, and is part of a continuous process to enhance regulation in the banking industry. The accord aims to prevent banks from hurting the economy by taking more risks than they can handle.

Wi-Fi

Wireless connectivity, often known as Wi-Fi, is the technology that allows a PC, laptop, mobile phone, or tablet device to connect at high speed to the internet without the need for a physical wired connection. Wi-Fi is technology for radio wireless local area networking of devices based on the IEEE 802.11 standards. Wi-Fi is a trademark of the Wi-Fi Alliance, which restricts the use of the term Wi-Fi Certified to products that successfully complete interoperability certification testing. Devices that can use Wi-Fi technologies include desktops and laptops, video game consoles, smartphones and tablets, smart TVs, digital audio players and modern printers. Wi-Fi most commonly uses the 2.4 gigahertz (12cm) UHF and 5.8 gigahertz (5cm) with an access point (or hotspot) has a range of about 20 meters (66 feet) indoors and a greater range outdoors.

The technology uses radio signals to transmit information between your Wi-Fi enabled devices and the internet, allowing the device to receive information from the web in the same way that a radio or mobile phone receives sound.

Online Banking

Online banking allows a user to conduct financial transactions via the Internet. Online banking is also known as Internet banking or web banking. Online banking offers customers almost every service traditionally available through a local branch including deposits, transfers, and online bill payments. Virtually every banking institution has some form of online banking, available both on desktop versions and through mobile apps. With online banking, consumers aren't required to visit a bank branch to complete most of their basic banking transactions. They can do all of this at their own convenience, wherever they want—at home, at work, or on the go.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Online banking requires a computer or other device, an Internet connection, and a bank or debit card. In order to access the service, clients need to register for their bank's online banking service. In order to register, they need to create a password. Once that's done, they can use the service to do all their banking.

Freedom of Press

Freedom of the press protects the right to obtain and publish information or opinions without government censorship or fear of punishment. Censorship occurs when the government examines publications and productions and prohibits the use of material it finds offensive. Freedom of press applies to all types of printed and broadcast material, including books, newspapers, magazines, pamphlets, films and radio and television programs.

The Constitution's framers provided the press with broad freedom. This freedom was considered necessary to the establishment of a strong, independent press sometimes called "the fourth branch" of the government. An independent press can provide citizens with a variety of information and opinions on matters of public importance. However, freedom of press sometimes collides with other rights, such as a defendant's right to a fair trial or a citizen's right to privacy. In recent years, there has been increasing concern about extremely aggressive journalism, including stories about people's sexual lives and photographs of people when they were in a private setting.

Collectively, this bundle of rights, largely developed by U.S. Supreme Court decisions, defines the "freedom of the press" guaranteed by the First Amendment. What we mean by the freedom of the press is, in fact, an evolving concept. It is a concept that is informed by the perceptions of those who crafted the press clause in an era of pamphlets, political tracts and periodical newspapers, and by the views of Supreme Court justices who have interpreted that clause over the past two centuries in a world of daily newspapers, books, magazines, motion pictures, radio and television broadcasts, and now Web sites and Internet postings.

BACH

Bangladesh Automated Clearing House (BACH) the automation of the country's banking and clearing system. As a part of the central bank scheme BACH is likely to introduce the clearing system more speedily, securely and efficiently in the banking sector through electronic media considering the standardized system for all banks in Bangladesh. BACH network will be the highly reliable and efficient nationwide batch-oriented electronic funds transfer system govern by the BACH Operational Rules which provide for the interbank clearing of electronic payments for participating financial institutions. The system will be run by using a special software and hardware through a Core Banking Solution (CBS) where the data will be integrated accordingly. At the same time link is a must of a bank with the Bangladesh Bank to export and import data.

MNP in Bangladesh

The much-awaited mobile number portability (MNP) service was launched for the first time in Bangladesh since this morning. With this Bangladesh becomes the 72nd country to make the service available. Customers will be charged Tk 50 as well as a 15 per cent value-added tax (VAT) to change carriers within 72 hours. To do so within 24 hours, another Tk 100 has to be paid. Both require a visit to the new operator's customer care centre. Customers will have to wait at least 90 days to make another switch. Info zillion BD Teletech, a joint venture between a Bangladeshi firm and a Slovenian firm, completed preparations for the launch. He also thanked the customers who have already chosen Robi and Airtel on the very first day of the service. The BTRC first took the initiative in 2009 and it was discussed by the parliamentary standing committee on telecommunication several times. There was little progress afterwards. Singapore pioneered the service in 1997 and India and Pakistan introduced it a few years ago.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Yellow Vest Movement

The **yellow vests movement** or **yellow jackets movement:** Is a populist, grassroots protest movement for economic justice that began in France in October 2018. After an online petition posted in May had attracted nearly a million signatures, mass demonstrations began on 17 November. The movement was initially motivated by rising fuel prices and a high cost of living; it claims that a disproportionate burden of the government's tax reforms were falling on the working and middle classes, especially in rural and peri-urban areas. The protesters have called for lower fuel taxes, a reintroduction of the solidarity tax on wealth, a minimum-wage increase, the implementation of Citizens' initiative referendums, among other things. On 29 November 2018, a list of 42 demands was made public and went viral on social media, becoming de facto a structuring basis for the movement, covering a wide range of eclectic topics, mostly related to democracy, social and fiscal justice.

USMCA

The United States-Mexico-Canada Agreement, also known as the USMCA, is a trade deal between the three nations which was signed on November 30, 2018.The USMCA replaced the North American Free Trade Agreement (NAFTA), which had been in effect since January of 1994. Under the terms of NAFTA, tariffs on many goods passing between North America's three major economic powers were gradually phased out. By 2008, tariffs on various agricultural and textiles products, automobiles, and other goods were reduced or eliminated.

- The United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) is a free trade agreement between those three countries.
- The USMCA replaced the North American Free Trade Agreement (NAFTA).
- The USMCA took effect on July 1, 2020.
- If not renewed, the USMCA will expire in 16 years.

The idea of a replacement for NAFTA dates back before President Trump's election, as a candidate, President Trump campaigned on renegotiating NAFTA in order to try and get more favorable terms for the U.S. Trump The USMCA began to officially take shape when the Trump administration sent the required 90-day notice to Congress that he was going to begin talks to renegotiate NAFTA. The talks officially began on August 16, 2017 and ended September 30, 2018.

Cox's Bazar–Tekhnaf Marine Drive: The Longest Marine Drive in The World

An 80-kilometre road from Cox's Bazar to Teknaf along the Bay of Bengal, billed as the world's longest Marine Drive, has been opened to traffic. Prime Minister Sheikh Hasina inaugurated the coastal road on May 6, 2017, at the 28th-kilometre point of the road at Inani. Bangladesh Army constructed the Marine Drive under supervision of the Roads and Highways Department. The construction cost around Tk.1,050 crore, army's Engineer Construction Battalion 16 Commander Lt.

Location	Cox's Bazar to Teknaf
Length	80 kilometers
Cost	Tk 1050 crore

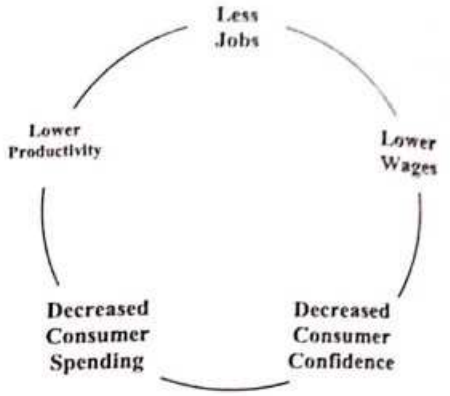
Col KM Mehedi Hasan said. Cox's Bazar will be able to attract more foreign tourists with this road, he hoped. Prime Minister Hasina also opened an expanded runway at the Cox's Bazar International Airport in the morning for, easier take off and landing of larger planes. She is scheduled to inaugurate several other development works including Cox's Bazar Medical College Hospital, Cox's Bazar IT Park, the Naf Tourism Project, and two floating LNG terminals in Moheshkhali. The prime minister was also set to address a public meeting at Sheikh Kamal International Cricket Stadium in the afternoon.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Recession

Recession is a slowdown or a massive contraction in economic activities. A significant fall in spending generally leads to a recession.

Such a slowdown in economic activities may last for some quarters thereby completely hampering the growth of an economy. In such a situation, economic indicators such as GDP, corporate profits, employments, etc., fall. This creates a mess in the entire economy. To tackle the menace, economies generally react by loosening their monetary policies by infusing more money into the system, i.e., by increasing the money supply. This is done by reducing the interest rates. Increased spending by the government and decreased taxation are also considered good answers for this problem. The recession which hit the globe in 2008 is the most recent example of a recession.



Depression: While there is also no standard definition for depression, it is commonly defined as a more severe version of a recession.

Climate Finance

Climate finance refers to local, national or transnational financing—drawn from public, private and alternative sources of financing—that seeks to support mitigation and adaptation actions that will address climate change. The Convention, the Kyoto Protocol and the Paris Agreement call for financial assistance from Parties with more financial resources to those that are less endowed and more vulnerable. This recognizes that the contribution of countries to climate change and their capacity to prevent it and cope with its consequences vary enormously. Climate finance is needed for mitigation, because large-scale investments are required to significantly reduce emissions. Climate finance is equally important for adaptation, as significant financial resources are needed to adapt to the adverse effects and reduce the impacts of a changing climate.

Bangladesh is spending about USD 1 billion per year on climate related expenditures of which 75% comes from domestic resources.

Climate finance is a growing sector in international development and environmental finance. Governments of the world are continually making more resources available for climate finance, and have committed to raising $100 billion per year by 2020 – from public and private sources – under the Paris Agreement on climate change.

Sustainable finance: A new approach of economics

'Sustainable finance' considers ESG (environment, social, governance) factors while financing in any businesses organization to comply and confirm product and service quality, good governance, better environment and employee rights. Sustainable finance can be effective guard along with business law and regulation to conduct the business in a better way than before.

Sustainable Finance: Sustainable finance refers to any form of finance which considers three things environmental, social and governance (ESG) factors while financing to any business entity or any investment decision-aiming to bring long term benefit for both client and society.

Importance of Sustainable Finance: Although there are rules, regulations, law and guidelines for product and service quality, employee rights, working environment for each business, no business is following those rules and regulations properly in Bangladesh. Products starting from baby food to mass people food, consumer goods to industrial goods, medical service, education service, financial service everywhere quality are far away from their standard. Sustainable finance can play an important role against this non-standards products and services as well as poor working environment.

Sustainable finance will ensure three directions at the same time:

- Better environment
- Human rights
- Good governance

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Letter & Reports

Letter সম্পর্কিত কিছু কথা

পরীক্ষায় এই অংশে মার্ক্স তোলা তুলনামূলক সহজ হলেও পরীক্ষার্থীরা অধিকাংশ সময়েই এ অংশে মার্কস তুলতে ব্যর্থ হয়। যার অন্যতম কারণ সঠিক ফরমেটে লেটার গুলো লিখতে না পারা। সঠিক নিয়মে লিখতে পারলে এই অংশে কমপক্ষে ৮০% নম্বর তোলা সম্ভব। সুতরাং বইয়ের এই অংশে পরীক্ষা উপযোগী বিভিন্ন ফরমেটসহ লেটার সংযুক্ত করা হয়েছে।

পরীক্ষাসমূহ	বিষয়	বরাদ্দকৃত মার্কস
ব্যাংক	বাংলা	১৫-২০
	ইংরেজি	১৫-২০
বিসিএস	বাংলা	১৫
	ইংরেজি	২০

- সব ধরনের letter মোটামুটি পাঁচ প্রকারের হয়ে থাকে: যেমন—
  - i. Private Letter বা ব্যক্তিগত পত্র
  - ii. Official Letter বা সরকারি বা বেসরকারী অফিস সংক্রান্ত চিঠি
  - iii. Business Letter বা ব্যবসায়িক চিঠি
  - iv. Social Letter বা সামাজিক চিঠি
  - v. Public Letter or Letter to the press বা জনসাধারণের পত্র বা সংবাদপত্র সংক্রান্ত চিঠি
- **Basic Components of Letter:** চিঠিপত্রে সাধারণত ৬টি অংশ থাকে-

1. Heading/Place and Date(শিরোনাম)
2. Salutation/Greeting (সম্বোধন)
3. Body (মূলবক্তব্য)
4. Subscription/End (বিদায় সম্ভাষণ)
5. Signature (স্বাক্ষর)
6. Superscription/Address (ঠিকানা)

- এখানে থাকছে:

1. Personal Letter
2. Business Letter
3. Joining & Resignation Letter
4. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ কর্তৃপক্ষের কাছে Letter
5. সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য প্রতিবেদন
6. Report Writing
7. CV

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা

- **শুরু:** বাম দিক থেকে শুরু করতে হবে।
- **ভাষা:** পত্রের ভাষা সহজ ও প্রাঞ্জল হতে হবে।
- **রেফারেন্স নম্বর:** গ্রাহক যখন ব্যাংকে কোনো বিষয়ে আবেদনপত্র লেখেন, তখন রেফারেন্স নম্বর হবে না। কিন্তু ব্যাংকার যদি গ্রাহকের কাছে বা হেড অফিস বা বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর বিজনেস লেটার পাঠালে সেক্ষেত্রে রেফারেন্স নম্বর দিতে হবে।
- **সম্বোধন:** সম্বোধনের ক্ষেত্রে Sir, Madam, Honorable ইত্যাদি লেখা যায়। তবে রাষ্ট্রপতি, রাষ্ট্রদূত এই ধরনের ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে Excellency, Majesty ইত্যাদি লিখতে হয়।
- **Subject:** Letter to the Editor এর Subject লেখার দরকার নেই। কিন্তু মূল অংশের উপরে Headline দিতে হবে।
- **খসড়া প্রতিবেদন:** প্রতিষ্ঠান প্রধান খসড়া ক্ষেত্রে
- প্রতিবেদন তৈরি করতে বললে সেটি Letter to the Editor এর মতো করে লিখলে হবে। তবে প্রথমে রেফারেন্স নম্বর উল্লেখ করতে হবে।
- **সাধারণ নিয়মে বরাবর:**
  - ✓ গ্রাহকের যাবতীয় সময় সেবা সম্পর্কিত বিষয় (ATM, Internet, ICT related)-Head of Customer Service Division
  - ✓ ব্যাংকের কর্মীর বদলি, পদত্যাগ, পদোন্নতি ইত্যাদি- Human Resource Division
  - ✓ ব্যাংকারের ঋণ- Managing Director / General manager
  - ✓ গ্রাহকের বিভিন্ন সার্ভিস চালু, লোনের জন্য আবেদন বা শাখার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়- Manager / Relationship Manager
- বাক্যে কাটাকাটি করা অনুচিত।
- বিষয় বস্তুর সাথে মিল রাখা উচিত।
- উপস্থাপনা সুন্দর হতে হবে।
- যতি,চিহ্নের প্রয়োগ সঠিক হতে হবে।
- বেশি দীর্ঘ যাতে না হয়।

Letter Format/Personal letter

A. Address of the writer.....
Village:.....
Post:.....
Dis:.....
Date:.....
B. Salutation...(Dear Friend,)
C. Body of the letter.....
.....
D. Subscription (your friend)
E. Stamp

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

Personal Letter & Email

1. **Suppose you are the manager of Pubali bank limited. Recently a new member is joining as a senior officer in your branch. Now write an email to welcome him.**

To: "Azhar Akash"<azharakash@gmail.com>
CC: All staff
Subject: Welcome to our new member.

Dear Akash,
It is a pleasure to welcome you to the team of Pubali bank Limited. We are excited to have you join our team and we hope that you will enjoy working with our company. On your first working day, we will arrange a party to introduce all of our employees. You will receive an email regarding the same with further details.
If you have any questions during your training period, please do not hesitate to contact me. You can reach me at my email address.

Warm regards,

Moon Shahriar
moonshahriar23@gmail.com

2. **Write a letter to your friend thanking him for his hospitality.**

5 April, 2018
10/A Central Road, Chittagong.

Dear Ripon,
Yesterday I reached home safe and sound. Accept my cordial thanks for the warm hospitality given to me by you and members of your family. I will never forget how all the members of your family especially your parents received me with their deep warmth of heart. I enjoyed every moment of my staying in Dhaka. The places of historical interests that I visited there will ever be fresh in my mind's eye. I shall be very happy if you pay a visit to our house during your next vacation. I am awaiting your arrival.
No more Today. With best regard to your parents and love to all.

Yours ever,
Minhaj Abedin

	Stamp
From Minhaj Abedin 10/A Central Road, Chittagong	To Kamrul Hasan Mirpur-10, Dhaka.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Business & Bank Letter

3. A bank is interested to open a new specialized branch for the welfare of the peasant. As an employee of the bank, write a letter to the higher authority of the Bangladesh Bank explaining its feasibility.

Rupali Bank Limited
Head Office
Motijheel C/A, Dhaka
Fax: 027568243 Email: info@Rupali.org.bd

Reference: RUPALI/HO/2020/158
Date: 07 NOVEMBER 2020

The Governor
Bangladesh Bank
Motijheel, Dhaka.

Subject: An application for opening a new specialized branch of RUPALI Bank Ltd. for the welfare of the Clients.

Sir,
With due respect, I am currently working as Senior Principal Officer of RUPALI Bank. I want to draw your attention that there is no branch of any bank at Titash Upazila in Brahmonbaria. There are 15 lacs people living in this Upazila. Different kinds of organizations have been built up here and a big portion of people are farmer. But they are out of banking service because there is no branch of bank. As a result they are deprived of banking service such as Loan advantage, deposit scheme and general banking. To promote business and agriculture it is crying need to set up a new branch here.

Therefore, I pray & hope that you would permit opening a new branch of our bank in this area & oblige thereby.

Sincerely yours,

Md. Anisur Rahman
SPO, RUPALI Bank Ltd.
Head Office
Motijheel, Dhaka

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

4. Assume that you are a loan sanction officer of a specialized commercial bank in Dhaka. Write a letter to a client whose application for home loan in rejected.

Sonali Bank Limited
Agargaon Branch, Agargaon Dhaka-1207
Telephone: 02598725 Fax: 024586
Email: Sonaliagargaon@sonalibank.com

Reference: SONALI/AGARGAON/2020/125
Date: 03 July 2020

Mahfuzur Rahman
F-208, Staff Quarter
Agargaon, Dhaka.

Subject: Letter to inform the rejection of home loan application.

Dear Sir,
We have recently received a letter from you for home loan. For giving the loan to clients, we have to follow some criteria's and guidelines. But it is a matter of sorrow to inform you that we are unable to provide the loan due to the following reasons:

- Your past records of banking are not satisfactory.
- Your income is mismatched with your provided statement.
- There is a lack of information of your provided documents.

After reconciling the following things you can apply for home loan. Then we may accept your proposal or application.

Therefore, we are sorry that we are unable to sanction the loan & oblige thereby.

Sincerely yours,

Mohammad Aslam
Loan Sanction Officer
SONALI Bank Ltd.
Agargaon, Dhaka.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

5. Write a letter to the Head of Customer Service Division of a commercial bank complaining about some of the ATM of the bank frequently being founded out of service.

19 January 2020
Head of Customer Service Division
Janata Bank Ltd.
Motijheel, Dhaka
Subject: Complain about some of the ATM of the bank frequently being founded out of service.

Sir,
With due respect, I am a regular client and card user of your bank. I usually use my cards for different purposes and I did not face any problems earlier. Recently, I have faced problems in using ATM machines in many booths. Sometimes the machines were out of service & maximum times it takes more times to complete transactions. Specially, the ATM machines of Sher-e-bangla Nagar area are so much problematic. So, we don't get services of ATM in time.

Therefore, I pray & hope that you would take necessary steps to bring all the ATM machines under surveillance so that customers are not disturbed by the out-dated machines.

Sincerely yours,

Md. Hammadur Rahman
Sher-e-bangla Nagar, Dhaka

6. Suppose you are a client of a commercial bank. You want to transfer your account to your friend. Now write a letter to the bank for the authorization to access banking details.

Date: 29 July, 2020.
Shahriar Moon
Manager
Janata bank limited
Vanga branch, Faridpur.

Sub: Authorization letter to access banking details.

Sir,
With due respect, this letter is to authorize my friend to access my bank account on my behalf. My saving account number is 100625987. I need to travel most of the time out of the time and because of which there is problem of my payment in my office. Therefore I would like to give the authority to Anis to access my account on my behalf.

I have handover the cheque book, ATM card, and online banking password. I request you to transfer in his name and allow him to withdraw money from my account. Also please clear the cheque sign by him on my behalf. If there is any form or formality that I need to de please let me know.

Regards,

Md. Ashikuzzaman
Account no: 100625987

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

7. **Suppose you are a bank employee and you want to join in an 'Evening Executive Masters Programme' related to your job. Write a letter to your Branch Head to seek necessary permission for the enrollment by explaining plausible reasons.**

29 July 2020
The Manager
Agrani Bank Ltd.
Khulna Corporate Branch
Khulna

Subject: An application for permission for the enrollment of Evening Executive Masters Programme.

Sir,
With due respect, I am working as a Senior Officer of your Branch. I have joined here after completion of my graduation. To perform better and attain knowledge I need to enroll Masters of Business Administration. Similarly, the post graduation degree is urgent to for promotion. Recently, I have got an opportunity to enroll an EMBA programme at Khulna University near to our branch.

Therefore, I pray & hope that you would permit me for the enrollment of Evening Executive Masters Programme & oblige thereby.

Sincerely yours,
Niamur rahman
Senior Officer
Agrani Bank Ltd.
Khulna Corporate Branch
Khulna

8. **Write a letter to the Head of the Card Service Division of a commercial bank informing the loss of your ATM card with a request for replacement.**

01 September 2020
Head of the Card Service Division
AB Bank Ltd.
Feni Corporate Branch
Feni.

Subject: Application for the replacement of ATM card.

Sir,
With due respect, I am a regular client and card user of your bank bearing ID: 100256987. I normally perform my transactions by using ATM cards. But recently, I have lost my ATM card in a trip. So I am facing problems in performing transactions. Now I will be pleased if you provide me a new ATM card replacing lost one. I have already provided crucial information according to your demand.

Therefore, I pray & hope that you accept my request for ATM card replacement & oblige thereby.

Sincerely yours,

Shahriar Sobuj
Account number: 100256987
AB Bank Ltd.
Feni Corporate Branch.
Feni.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

9. Suppose you are a Senior Officer of a Commercial Bank. Write a letter to Your client about introducing new product of Your bank.

Sonali Bank Limited
Narayanganj Sadar branch, Narayanganj.
Telephone: 026987451 Email: sonaliNGsadar@sonali.com

Reference: SONALI/SONALING/2020/125

28th September, 2020
To
Mr. Masum Billah
Mirpur

Subject: Introducing ATM booth for the customers.

Dear sir,
We are pleased to know that your membership with our bank has been 12 years. We thank you for your continued and active participation in our bank. For keeping pace with information technology, we are happy to inform you that for our customers we have taken initiatives to run a new product and that is ATM booth for 24 hours withdrawal of money from our bank. We think introducing ATM booth for you will bring better service in money withdrawal. You can withdraw money anytime from our ATM booth. In the booklet that is attached with this letter, you will find all the information and service of ATM booth. We hope you will be pleased with this new product of yours. We look forward to receiving your feedback and response.

Regards,

Manager
Sonali Bank Limited
Narayanganj Sadar, Narayanganj.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

10. Suppose you are a senior officer of a "Commercial Bank". Now write a letter to your Client for the payment of letter of credit.

Janata Bank Limited
Agargaon Branch, Agargaon, Dhaka 1207
Telephone : 02-6841236 Fax : 02-69871234 Email: JBLAgargaon@bank.org.bd

Reference: JANATA/AGARGAON/2020/125

25.06.2020
To
Mr Arifur Rahman
Munshiganj Sadar, Munshiganj.

Subject: Prayer for the payment of the money

Dear sir,
With due respect, I am writing this letter to your on behalf of our Janata Bank. It is to inform you that we have issued this letter of credit by your name and the amount of the same is 500000 taka. Then letter of credit is issued after taking into consideration your request to the bank and on the word that you will make the payment in a timely manner. The letter is valid till the 20 July, 2020. After this date, the letter will be valid for next two years automatically. This is for your kind information. We are sure that you will make the payment in time.

We hope that you have accepted all the terms of conditions carefully and you agree to the terms completely.

Thanking you,

Md. Nasim Uddin
Manager,
Janata Bank Limited
Agargaon Branch, Agargaon, Dhaka 1207

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

11. As a branch manager, write a letter to a bank client warning him for the last time to adjust his overdue loan before taking actions.

Janata Bank Limited
Agargaon Branch, Agargaon, Dhaka 1207
Telephone : 02-6841236 Fax : 02-69871234 Email: JBLAgargaon@bank.org.bd

Ref: Letter/ Loan /65/20
July 22, 2020

Mr. Anisur Rahman
Managing Director
Sea point Limited
Agargaon, Dhaka-1207

Sub: Adjustment of the overdue loan For sea point limited.

Dear Sir,
With due respect, Sea point limited is a valued party of our branch. You have been banking with us for the last 15 years. But it is noticed that you are not responding to our repeated request to pay your installments of a long term loan. According to our normal banking practice, we have to send notifications to you. And we did it several times. Now it is a humble request to you to pay the loan with interest within the next period. If you fail to pay the loan installments, we are bound to file a case against you. In order to avoid this unpleasant action, please pay the loan installment.

If you need any information relating to you loan installment, please contact with us.

Regards,

Shah Alam
Manager
Agargaon Branch
Dhaka 1207

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

12. Write a letter to your bank manager requesting him for providing internet banking facility in your account.

01 September 2020
The Manager
Bangladesh Development Bank
Motijheel, Dhaka.

Subject: Application for providing internet banking facility in my account.

Sir,
With due respect, I am a client of your branch bearing account no. 20063456987. Internet Banking is a burning issue in this globalized world. I have recently been informed about your internet banking facility. Actually I am eagerly waiting to take this advantage. To know my bank balance and to perform timely transaction internet banking is a blessing. Now, I want to take the internet banking facility for my account.

Therefore, I pray & hope that you would accept my request for providing internet banking facility in my account & oblige thereby.

Sincerely yours,

Md. Ashikuzzaman
Account Number: 20063456987
Bangladesh Development Bank
Motijheel, Dhaka

13. Write a letter to the Manager of a bank requesting for a loan for setting up an SME industry.

01 September 2020

The Manager
Rupali Bank Ltd.
Terokhada, Khulna.

Subject: An application for a loan for setting up an SME industry.

Sir,
With due respect, I am a regular client of your bank since 2012 bearing account no: 156.458621. I don't have any bad records within this long period. Recently I have taken training on small and medium enterprise by BSCIC.To build up small and cottage industry, I need funding. As a result it will be helpful to get 15 lacs taka loan for my business purpose. I have provided my bank statement, Land papers & other necessary document with this loan application.

Therefore, I pray & hope that you would be kind enough to sanction the loan & oblige thereby.

Sincerely yours,

Nurujjaman Khan
Account no: 156.458621
Rupali Bank Ltd.
Terokhada, Khulna.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

14. একজন ব্যাংক কর্মকর্তা হিসেবে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পুনর্বাসনের নিমিত্তে ঋণ প্রদানের জন্য তহবিল চেয়ে আঞ্চলিক মহাব্যবস্থাপকের নিকট আবেদনপত্র লিখুন।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
মোংলা পোর্ট কম্পাউন্ড ব্রাঞ্চ
মোংলা বাগেরহাট
টেলিফোন নম্বার: ০২৬৪১২২৫, ই-মেইল: bkbmg@bank.org.bd

স্মারক নম্বর: বিকৃবি/মোংলা /২০২০/২১৫
তারিখ: ০১ জুন ২০২০
আঞ্চলিক মহা ব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
আঞ্চলিক কার্যালয়
বাগেরহাট।

বিষয়: বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পুনর্বাসনের নিমিত্তে ঋণ প্রদানের জন্য তহবিল চেয়ে আবেদন।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, সম্প্রতি বন্যায় মোংলার বিভিন্ন আবাদি জমি বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যার ফলে এই এলাকার কৃষিজমি ও ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়েছে। কৃষি প্রধান এই অঞ্চলের মানুষেরা চাষাবাদকৃত জমির ফসল হারিয়েছে ভয়াবহ এই বন্যায়। এমতাবস্থায় তারা খুব মানবেতন জীবনযাপন করছেন। এলাকার কৃষকদের পুনর্বাসের নিমিত্তে আমাদের ব্যাংক থেকে ঋণ প্রদানের জন্য কিছু অর্থ বরাদ্দ প্রার্থনা করছি।
অতএব, মহোদয়ের নিকট প্রার্থনা এই যে, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ঋণ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দিয়ে আমাকে বাধিত করবেন।

বিনীত নিবেদক,

কাউসার আহমেদ
শাখা ব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
মোংলা, বাগেরহাট।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

15. আপনার এলাকায় সোনালী ব্যাংকের একটি শাখা স্থাপনের জন্য ব্যাবস্থাপনা পরিচালকের বরাবর একটি আবেদন পত্র লিখুন।

২৬ জুন, ২০১৯ ইং
বরাবর
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
মতিঝিল, ঢাকা।

বিষয়ঃ সোনালী ব্যাংকের একটি শাখা স্থাপনের জন্য আবেদন।

জনাব,
বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা ফেনী জেলার ফুলগাজী উপজেলার বাসিন্দা।জনবহুল এই এলাকায় ব্যবসা কেন্দ্রসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।এছাড়াও এখানে রয়েছে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা এবং এজেন্ট ব্যাংকিং শাখা। গ্রামের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ব্যাপকতা থাকলেও এখানে নেই কোন ব্যাংকের শাখা। যার ফলে ব্যাংকিং কার্যক্রমের জন্য এই এলাকার মানুষকে দূর দুরান্তে ছুটে যেতে হয়। সময়মত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা এক দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। এছাড়াও বিদেশগামী অনেক মানুষের বসবাস এখানে, তাদের পরিবারের সদস্যরাও টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে খুব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। বিভিন্ন ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম , অবসরকালীন ভাতা, বিদ্যুৎ বিলসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য ব্যাংকিং সুবিধা অতীব প্রয়োজন।
এমতাবস্থায় এলাকার সর্বস্থরের মানুষের কথা চিন্তা করে সোনালী ব্যাংকের একটি শাখা খোলা দরকার । সুতরাং সোনালী ব্যাংকের একটি শাখা স্থাপনের জন্য আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ।

নিবেদক,

আজহার আকাশ
ফুলগাজী, ফেনী।

CV Writing

16. **Write a CV with a cover letter for the post of a computer operator in a company.**

January 25, 2015
The Director,
Mongla Port Authority,
Mongla, Bagerhat.

Subject: For the position of a computer operator.
Dear Sir,
I have the honor to state that I have come to know from the advertisement published in the daily star on 20th December 2014 that you are going to appoint a computer operator in your organization. I would like to apply for the post. Actually I am looking for this type of job and I believe that you will find me a suitable candidate for this post. My CV is enclosed with the letter.
I look forward to hearing from you and hope that you would be kind enough to call me for an interview.

Yours sincerely,

Murad Hossain

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Curriculum Vitae of Murad Hossain

Personal Details:

Father's name	: Rahmat Hossain
Mother's name	: jomila begum
Date of Birth	: 4 june, 1990
Permanent Address	: Terokhada, Khulna.
Marital status	: Unmarried
Nationality	: Bangladeshi
Religion	: Islam
Blood Group	: A+

Education

Degree	Board	Group	Year	Result
HSC	Jessore	Commerce	2015	4.70
SSC	Jessore	Commerce	2013	5.00

Communication Skill :

Language	Speaking	Reading	Writing
English	Good	Excellent	Excellent
Bengali	Excellent	Excellent	Excellent

Computer Skills Experience :

- MS Office
- MS Excel
- Adobe Illustrator
- Adobe Photoshop

Type speed :

English : 30 words per minute
Bangla : 40 words per minute
Math : Able to compose all kinds of math using formula.

Experience :

1. **Scholar's Publication— About 2 Year (Running).**
2. Beticrom Publication— About 1.2 year.
3. Kabir Publication—About 2 year.

Experience :

Somer eputed publishers where I have worked:

1. Kabir Publication–Banglabazar About 6 month.
2. Educare Publication–Banglabazar About 1 year.

Interest :

- Traveling,
- Listening music
- Reading.

The information provided in this document is in good faith and is correct to the best of knowledge.

Regards,
Murad Hossain

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Joining Letter

17. **Suppose you are selected of a commercial Bank. Write a joining letter to the Human Resource Department.**

15 July, 2020
To,
Manager,
Rupali Bank Limited,
Sener Bazar branch, Rupsha, Khulna.

Sub: An application for joining as senior officer of this bank.
Dear Sir,
With due respect, I would like to inform you that I am going to join the bank from tomorrow as a Senior Officer according to your appointment letter dated 05 july, 2020 , Ref. no. 100.2536.98.
Therefore, pray and hope that you would be kind to accept my joining letter.

Regards,

Shahriar Sobuj
Roll: 226859

Resignation Letter

18. **Suppose, You are working in the AB Bank as a senior Officer. Recently you have got a better position and you decide to Resignation from the bank. Write a letter Human Resource Department AB Limited.**

10 May, 20200
Md. Kamal Uddin
Vice President,
Human Resource Department
AB Bank Limited
Head office, Motijheel, Dhaka.

Sub: An application for resigning the job.

Dear Sir,
With due respect, I am currently working as a senior officer of loan section of your renowned bank. I have learned a lot from this bank. Working for this bank has been a wonderful experience to me. It has helped to develop my professional skills and maximize knowledge. I have really enjoyed the friendly environment and soothing workplace.
For the family matters, I want to resign the job from 20 May, 2020 though it has been a difficult decision for me. Please accept this as formal notice of my resignation from the position of Senior Officer at AB Bank Limited.
I hope AB Bank will continue their progress and contribute to our economy.

Sincerely,

Md. Murad Hossain
Senior Officer
AB Bank Ltd.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Letter on Ministry/Authority

19. Write an application to the Honorable Minister of Finance highlighting the importance of reduction of taxes on imported industrial raw materials.

06 July 2020
The Honorable Minister
Ministry of Finance
Bangladesh Secretariat
Dhaka.

Subject: Application for reducing the taxes on imported industrial raw materials.

Sir,
With due respect, I want to draw your attention your attention about the taxes on imported industrial raw materials. We are known to all that RMG sector is a growing sector in our country. Industrial raw materials are normally imported in RMG sector which contributes about 44% in our export earnings in 2017. We earn a lot of money from imported raw materials through Chittagong and Mongla port. Many business organizations have been built depending on the imported raw materials. So, reduction of taxes on imported industrial raw materials is inevitable for this sector to keep growing & complete with other countries.

Therefore, I pray & hope that you would take necessary steps for reducing the taxes on imported industrial raw material raw materials & oblige thereby.

Sincerely yours,

Azhar akash
Lalmatia, Dhaka.

20. আপনার এলাকায় পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে একটি আবেদনপত্র লিখুন।

০৩ মার্চ ২০২০
মাননীয় সচিব
সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বিষয়: পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপনের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

সবিনয় নিবেদন এই, আমরা খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার আইচগাতি গ্রামের বাসিন্দা। গ্রামটি শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য চর্চা এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে সুনাম অর্জন করেছে। তরুণ-যুবক ও ছাত্ররা উদ্দেশ্যহীনভবে ঘোরাফেরা করে। এ গ্রামে কোনো পাবলিক লাইব্রেরি নাই। শিক্ষিত মানুষের মনে খোরাক জোগানোর মতো কোনো মাধ্যম নাই। এমতাবস্থায় গ্রামের শিক্ষিত মানুষ একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করছেন। উল্লেখ্য, গ্রামের অনেকে লাইব্রেরির জন্য অস্থায়ী ঘর এবং কেউ কেউ জমি দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

অতএব, মহোদয়ের নিকট প্রার্থনা এই যে, সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে এখানে একটি পাবলিক লাইব্রেরি অতিসত্বর প্রতিষ্ঠার জন্য আপনার নিকট আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

নিবেদক,
কামাল আহমেদ

আইচগাতি গ্রামবাসীর পক্ষে

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Editorial Letter

11. Write a letter to the editor of a newspaper complaining against the reckless driving in the streets.

20.09.2019
To
The Editor
The Daily Star,
Farmgate, Dhaka.

Sub: Reckless driving in the streets.

Dear Sir,
I shall be very happy if you kindly publish the following letter in your popular daily newspaper.

Your Faithfully,

Azhar Akash
Dakshikkhan
Dhaka

Reckless driving in the streets.

It is said that these days, more people die of accidents on the roads than of any diseases. Some of the accidents on the roads take place because of mechanical failure of vehicles. But in most cases the fault lies with human beings who drive these vehicles. A person can make some error while-making a turn or passing through a crossing and that results in accident of some magnitude, minor or major. Such instances are not many. Most often the cause of an accident is reckless driving on the part of the driver of one vehicle or the drivers of both the vehicles that collide. Reckless driving some time may not cause an accident by collision. The driver may lose control over the brakes and the vehicle may just slip away downwards and capsize or it may hit a tree, pole or a stationary vehicle or wall or it may pass over some pedestrians or sleeping or sitting people. The most general cause of reckless driving is drinking. A driver, who is tipsy, loses control over his nerves and judgment and then over his brakes also. Thus, drinking enhances the chances of reckless driving by a driver who otherwise may be quite an efficient one. Whatever the reason, reckless driving should be avoided at all costs..

Regards,

Azhar Akash
Dakshikkhan
Dhaka

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

22. 'শেয়ার বাজার ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার মধ্যে ভারসাম্যমূলক সম্পর্ক কাম্য'-এই শিরোনামে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করুন।

২৯ জুলাই ২০২০
দৈনিক ইত্তেফাক
মতিঝিল, ঢাকা।

জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত এবং জনপ্রিয় দৈনিক "ইত্তেফাক" পত্রিকায় অর্থ ও বাণিজ্য পাতায় "শেয়ার বাজার ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার মধ্যে ভারসাম্যমূলক সম্পর্ক কাম্য" শীর্ষক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করলে কৃতজ্ঞ থাকব।

বিনীত,

আফিফ হোসেন জয়
কালিয়া, নড়াইল।

শেয়ার বাজার ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার মধ্যে ভারসাম্যমূলক সম্পর্ক কাম্য

শেয়ার বাজার ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। যে কোন দেশের অর্থনীতির মূল স্তম্ভ বলা যায় এ দুটি খাতকে। ঠিক একই ভাবে, এ দুটি খাতের মধ্যে ভারসাম্যমূলক সম্পর্ক না থাকা দেশের জন্য অশনি সংকেত। গত কয়েক বছরে ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিভিন্ন সূচকের যে অবনতি হয়েছে তাতে করে শেয়ার বাজারের ও সূচকের ও অবনতি হয়েছে । ব্যাংক শেয়ারবাজারের প্রাণ। মোট ত্রিশটি ব্যাংকের শেয়ার আছে বাজারে। মোট 'মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের' একটা বিরাট অংশজুড়ে আছে ব্যাংকের শেয়ার। অথচ এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে একটি ভয়াবহ চিত্র। সর্বশেষ বাজার পরিস্থিতিতে দৃশ্যমান ৮টি ব্যাংকের শেয়ারের দাম 'ফেইস ভ্যালুর' নিচে। অর্থাৎ শেয়ারের প্রকৃত মূল্য যা, তার চেয়েও কম দামে তা বাজারে বিক্রি হচ্ছে। আরও ৮টি ব্যাংকের শেয়ারের দাম 'ফেইস ভ্যালুর' সামান্য উপরে। অর্থাৎ ব্যাংকিং খাতের শেয়ারের অর্ধেকের অবস্থা খারাপ। অথচ ব্যাংকের শেয়ার বরাবরই দামি শেয়ার ছিল। বিনিয়োগকারীরা এর ওপর ভরসা রাখত। সর্বশেষ পরিস্থিতি বলছে, বিনিয়োগকারীরা ব্যাংকের শেয়ারের ওপর আস্থা হারাচ্ছে। আস্থা হারানোর কারণ অনেক। এ মুহূর্তে ব্যাংকিং খাতে 'খেলাপি ঋণ' নিয়ে নানা ঘটনা ঘটছে। ঋণের পুনঃতফসিলিকরণে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ভালো-মন্দ নির্বিশেষে সরকার ঋণখেলাপিদের নানা ধরনের সুযোগ দিয়েছে। এতে বিনিয়োগকারীদের ধারণা, ব্যাংকের মুনাফা আগামী দিনে হ্রাস পাবে। । ব্যাংকগুলো তাদের শেয়ারসমূহে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে শেয়ার মূল্য অস্বাভাবিক পর্যায়ে বাড়িয়ে নেয়। এর প্রভাবে পরবর্তীতে ঘটে অস্বাভাবিক দরপতন। এছাড়া শেয়ার বাজারের বড় বড় সব কেলেংকারির হোতারা অনেক সময় ব্যাংকগুলো আনুকূল্য পায় যাতে তারা আরও বেশি তৎপর হয়ে ওঠে। পুঁজি হারিয়ে সাধারণ শেয়ার হোল্ডাররা পথে বসে এবং এর প্রভাব পড়ে সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থায়। তাই ব্যাংকিং ব্যবস্থাও লাভবান হবে। তাই শেয়ার বাজার ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার মধ্যে ভারসাম্যমূলক সম্পর্ক বজায় থাকাটাই একান্ত কাম্য।

বিনীত,

আফিফ হোসেন জয়
কালিয়া, নড়াইল।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

23. 'যুব সমাজের নৈতিক অবক্ষয় রোধের উপায়' এই শিরোনামে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করুন।

তারিখঃ ১৮ ডিসেম্বর, ২০২০

বরাবর

সম্পাদক

দৈনিক সমকাল

১৩৬ তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা।

জনাব,

আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে 'যুব সমাজের নৈতিক অবক্ষয় রোধের উপায়' শিরোনামে একটি চিঠি প্রেরণ করলাম। বিষয়টি মানবিক বিপর্যয় সংক্রান্ত সুতরাং গুরুত্বপুর্ণ । তাই চিঠিটি প্রকাশ করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিনীত নিবেদক,

বেলাল হোসেন

রাজাপুর, খুলনা।

যুবসমাজের নৈতিক অবক্ষয় রোধে আমাদের করণীয়

তারুণ্য ও যৌবন জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। নিষ্কলুষ হৃদয়বৃত্তি, অফুরন্ত উদ্যম এবং বিপুল প্রাণাবেগ এ সময়ের চালিকাশক্তি। যৌবন চির বন্ধনমুক্ত, উদার। দেশ-কাল-জাতি-ধর্মের সীমার উর্ধ্বে যৌবনের অধিবাস। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন- "আমরা মুরিদ যৌবনের। "কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়- "ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা/ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ/আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।" যৌবনের এই গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা আজ ধূলোয় ধূসরিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর বিশ্বব্যাপী মূল্যবোধের যে অবক্ষয়, বাংলাদেশের যুবসমাজকেও তা গ্রাস করেছে। বিশেষত, বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বেকারত্ব, দারিদ্র্য ও বিভিন্ন সামাজিক কারণে আমাদের যুবসমাজে দেখা দিয়েছে প্রচন্ড নৈতিক অবক্ষয়। এমন অবস্থা চলতে থাকলে এদেশ একদিন ধ্বংসের মুখোমুখি হবে।

এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের রয়েছে দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ ব্যাপারে আমাদের করণীয় হবে-

১. যুবসমাজকে নীতিজ্ঞান ও ধর্মীয় অনুভূতিতে অভ্যস্ত করতে হবে।
২. তাদের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় আস্থা সৃষ্টি করতে হবে।
৩. সমাজ, মানুষ ও দেশের প্রতি কর্তব্যবোধে সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।
৪. দেশপ্রেম সৃষ্টি করতে হবে।
৫. রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে দূরে রাখতে হবে। রাজনীতিবিদদের এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে।

আশা করা যায়, এসব পদক্ষেপ গৃহীত হলে আমাদের যুবসমাজের নৈতিক অবক্ষয় দূর হবে। বাংলাদেশে সৃষ্টি হবে একটি সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা।

বিনীত নিবেদক,

বেলাল হোসেন

রাজাপুর, খুলনা।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

24. 'সড়ক দুর্ঘটনা এবং আমাদের করণীয়' এই শিরোনামে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করুন।

তারিখঃ ১৮ ডিসেম্বর, ২০২০

বরাবর
সম্পাদক
দৈনিক সমকাল
১৩৬ তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা।

জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে 'সড়ক দুর্ঘটনা এবং আমাদের করণীয়' শিরোনামে একটি চিঠি প্রেরণ করলাম। বিষয়টি মানবিক বিপর্যয় সংক্রান্ত সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ । তাই চিঠিটি প্রকাশ করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিনীত নিবেদক,

বেলাল হোসেন
রাজাপুর, খুলনা।

সড়ক দুর্ঘটনা এবং আমাদের করণীয়

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে যানবাহনের সংখ্যা যেমন বাড়ছে তেমনি তার সাথে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে সড়ক দুর্ঘটনা। দেশের বিভিন্ন এলাকায়, শহরে কি মফস্বলে প্রতিদিন ঘটছে এ দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে যুব-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকল পেশার মানুষ। ভেঙে যাচ্ছে কোন পরিবারের স্বপ্ন-আশা। পঙ্গুত্বের অসহায় করুণ জীবন বেছে নিতে হচ্ছে অনেককেই। চাকরি-ব্যবসায় কিংবা জরুরি প্রয়োজনে আমাদের প্রতিদিন যাতায়াতের জন্য যানবাহনের চড়তে হয়। জীবন-যাপনের জন্য এর কোন বিকল্প নেই। কিন্তু নিত্যপ্রয়োজনে ঘর থেকে বের হয়ে অনেককেই ফিরতে হয় মারাত্মক কোন সংবাদ হয়ে। সড়ক দুর্ঘটনাজনিত অকালমৃত্যু কিংবা পঙ্গুত্বরণ খুবই র্মমান্তিক এবং বেদনাদায়ক। এ অবস্থার দ্রুত অবসান হওয়া দরকার।
অথচ সড়ক দুর্ঘটনা রোধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে তা অদূর ভবিষ্যতে আরো মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনবে। নিম্নে দুর্ঘটনা রোধে কয়েকটি সুপারিশ পেশ করছি-

১. ত্রুটিমুক্ত যানবাহন নিশ্চিত করতে হবে। কেননা দুর্ঘটনার জন্য ত্রুটিযুক্ত যানবাহনগুলোই বেশি দায়ী।
২. গাড়ি চালককে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে। চালক যে কোন সময় দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে।
৩. অতিরিক্ত যাত্রী বহন রোধ করতে পারে।
৪. ট্রাফিকের অসাধুতা রোধ এবং ট্রাফিক নিয়ম-কানুন আরো কড়াকড়ি করতে হবে।
৫. রাস্তাঘাট নির্মাণে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। অপ্রয়োজনে রাস্তায় গতি পরিবর্তন দুর্ঘটনা ডেকে আনে।
৬. জনসাধারণকে আরো সচেতন এবং সতর্কভাবে চলাফেরা করতে হবে।

উপরিউক্ত সুপারিশগুলো বাস্তবায়িত হলে সড়ক দুর্ঘটনা বন্ধ হবে, একথা জোর দিয়ে বলা যায়। তাই সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, সুপারিশগুলো বিবেচনা করে বাস্তবায়নের কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়ার জন্য।

বিনীত নিবেদক,

বেলাল হোসেন
রাজাপুর, খুলনা।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

25. You are a senior officer of Dutch-Bangla Bank Limited. Write a report to Your Managing director about the importance of corporate social responsibility (CSR).

Ref: Info/Fin/15/20
15 November, 2020
Managing Director
Dutch-Bangla Bank Limited
Farmgate Branch
Dhaka-1215

Title: Importance of Corporates Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) is when a company operates in an ethical and sustainable way and deals with its environmental and social impacts. This means a careful consideration of human rights, the community, environment, and society in which it operates. It's incredibly important that your company operates in a way that demonstrates social responsibility. Although it's not a legal requirement, it's seen as good practice for you to take into account social and environmental issues.

Some clear benefits of corporate social responsibility are:

- Improved public image
- Increased brand awareness and recognition
- Cost savings.
- An advantage over competitors.
- Increased customer engagement.
- Greater employee engagement.
- More benefits for employees

Regards,

Md. Shah Alam
Senior Officer
DBBL
Mirpur-10, Dhaka.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

26. Write report on PahelaBaishakh Celebration.

Name of the report : Celebration of Pahela Baishakh
Name of the reporter : Aslam sagor
Address of the reporter : Mohammadpur, Dhaka.
Date of the report : 29 july, 2020.

Celebration of Pahela Baishakh

Pahela Baishakh, the first day of the Bangla calendar, was celebrated across the country on Sunday amid traditional festivities and enthusiasm despite various restrictions. The festivities began at dawn today with the artistes from Chhayanaut welcoming the day with Tagore's famous song 'Esho hey Baishakh, esho, esho (come O Baishakh, come)' at the Ramna Batamul in Dhaka. People from all walks of life thronged different popular and historic spots in the capital and elsewhere across the country to welcome the Bangla New Year 1426 with new hopes and aspirations for a better, peaceful year. The celebrations of Pahela Baishakh have become an integral part of Bangalees since the Bangla calendar was introduced by Mughal Emperor Akbar in 1556 of the Gregorian calendar. On every return of Pahela Baishakh, also the country's biggest cultural festival, people of all walks of life, especially the youths, come out on the roads at daybreak wearing traditional dresses -- men wearing panjabi-pyjama, women attired in sarees with red borders, and children in colourful dresses -- to celebrate the day. Students of the Institute of Fine Arts of Dhaka University brought out the 'Mangal Shobhajatra (procession of good wishes)' from in front of the institute around 9:00am today as part of the festival and paraded through the university campus. Traders and shopkeepers across the country opened 'Halkhata' (new book of accounts) and entertain customers and visitors with sweets on the first day of the New Year as part of the tradition and culture. On the occasion, President Abdul Hamid and Prime Minister Sheikh Hasina have greeted countrymen and all Bangla-speaking people across the globe. The day is a public holiday.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

27. মনে করুন আপনি বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা । 'এজেন্ট ব্যাংকিং' নিয়ে ডেপুটি গভর্ণর এর নিকট একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করুন।

বাংলাদেশে ব্যাংক
মতিঝিল কমার্শিয়াল এলাকা
মতিঝিল, ঢাকা
টেলিফোন: ০২৮৯৪৪২২, ই-ইমেল: infobb@gmail.com

তারিখঃ ২৯/০৭/২০২০
সূত্রঃ বিবি/রিপো/২০২০/২৬৫

ডেপুটি গভর্ণর
প্রধান কার্যালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক।
মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

বিষয়ঃ 'এজেন্ট ব্যাংকিং' বিষয়ে প্রতিবেদন।

জনাব,

আপনার নির্দেশক্রমে বিশ্লেষণ পূর্বক একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছি যা আপনার কাছে পেশ করছি। প্রতিবেদনটি তৈরির পূর্বে আমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি এবং পরবর্তীতে খসড়া প্রস্তুত করেছি।

এজেন্ট ব্যাংকিং

এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে প্রতিনিয়ত বাড়ছে গ্রাহক ও লেনদেনের পরিমাণ। ফলে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এজেন্ট ব্যাংকিং। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসহ বেসরকারি ব্যাংকগুলো যেখানে তাদের শাখা চালাতে হিমশিম খাচ্ছে, সেখানে জনপ্রিয় হচ্ছে এজেন্ট ব্যাংকিং। কারণ এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে ব্যাংকগুলোর তেমন খরচ নেই। সে ক্ষেত্রে ব্যাংকের এজেন্টকেই সব খরচ বহন করতে হয়। এজেন্টরা শুধু ব্যাংক-নির্ধারিত কমিশন পায়। এ জন্য এজেন্ট ব্যাংকিং দ্রুত জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। ২০২০ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ২২টি তফসিলি ব্যাংককে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ২২টি ব্যাংক মাঠপর্যায়ে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এজেন্ট ব্যাংকিং শুরুর পর অল্প সময়েই এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে গ্রাহকসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৫ লাখের কাছাকাছি। এজেন্ট ব্যাংকিংযের বেশি প্রভাব পড়ছে গ্রামীণ জীবনে। এটা আর্থিক অন্তর্ভুক্তির একটা সোনালি সোপান। দেশের সব প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখনও অনেক ব্যাংকের শাখা নেই। এসব অঞ্চলের মানুষ ব্যাংকিং সেবার আওতার বাইরে রয়ে গেছে। সেসব অঞ্চলে ব্যাংকের আউটলেট খুলে মানুষকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে।বাংলাদেশ ব্যাংক এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা চালু করার জন্য ২০১৩ সালের ৯ ডিসেম্বর এজেন্ট ব্যাংকিং নীতিমালা জারি করে। ২০১৪ সালে ব্যাংক এশিয়া প্রথমে সেবাটি চালু করে। কোনো ধরনের বাড়তি চার্জ ছাড়া এজেন্ট ব্যাংকিংযের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেবা দিচ্ছে ব্যাংকগুলো। কেন্দ্রীয়ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী, মহানগর ও সিটি করপোরেশন ছাড়া যেখানে ব্যাংকের শাখা নেই, এমন পৌর ও শহর অঞ্চলেও এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া যায়।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের (বিআইবিএম) এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বর্তমানে ছোট ব্যবসায়ীদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এজেন্ট ব্যাংকিং। এই ব্যাংকিংয়ের সর্বোচ্চ ২৯ শতাংশ গ্রাহক ছোট ব্যবসায়ী এবং এর পরই দ্বিতীয়স্থানে রয়েছে গৃহিণীরা, যার পরিমাণ ১৮ শতাংশ। এছাড়া মোট গ্রাহকের তিন শতাংশ দিনমজুর, ২৯ শতাংশ গ্রাহক ছোট ব্যবসায়ী, সাত শতাংশ কৃষক, ১৫ শতাংশ সরকারি-বেসরকারি চাকরিজীবী ও সাত শতাংশ গ্রাহক শিক্ষার্থী।

এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে হিসাব খোলা, টাকা জমা ও উত্তোলন, ক্লিয়ারিং চেক ও ঋণের আবেদন গ্রহণ, বিতরণ ও কিস্তি সংগ্রহ, রেমিট্যান্স অর্থ প্রদান, বিদ্যুৎ বিল জমা, ভাতা বিতরণ, অ্যাকাউন্ট ব্যাল্যান্স জানা ও সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদান, ইন্টারনেট ব্যাংকিং সেবা, চেকবই, ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড সুবিধা, বিমা প্রিমিয়াম সংগ্রহ, দৈনিক লেনদেনে ব্যাংক ও এজেন্টের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টি এবং সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা প্রোগ্রামের অধীনে নগদ অর্থ প্রদান করা ছাড়াও যে কোনো ব্যাংকের হিসাবে টাকা পাঠানো যায়। এছাড়া কেন্দ্রীয়ব্যাংক অনুমোদিত যে কোনো ধরনের ব্যাংকিং সেবা নেওয়া যায়।এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, জামানত তুলনামূলকভাবে কম লাগে। অল্প জায়গায়এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়। লোকবলও কম লাগে। এ কারণে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম দ্রুত বিস্তার লাভ করছে এবং দিনকে দিন ব্যাপক জনপ্রিয় হচ্ছে।

তুষার মাহমুদ
সহকারি পরিচালক
প্রধান কার্যালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক
মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

28. বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা হিসেবে আপনার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে 'কাঙ্খিত হারে খেলাপী ঋণ না কমার কারণ' বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করুন।

বাংলাদেশে ব্যাংক
মতিঝিল কমার্শিয়াল এলাকা
মতিঝিল, ঢাকা
টেলিফোন: ০২৮৯৪৪২২, ই-ইমেল: infobb@gmail.com

স্মারক নম্বর: বিবি/এইচও/২০২০/২২৫
তারিখ: ০৬ জুলাই ২০২০
মহাব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা

বিষয়: 'কাঙ্ক্ষিত হারে খেলাপী ঋণ না কমার কারণ' বিষয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুত প্রসঙ্গে।

জনাব,
যথাবিহীত সম্মানপূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আপনার নির্দেশক্রমে 'কাঙ্খিত হারে খেলাপী ঋণ না কমার কারণ' বিষয়ে নিম্নোক্ত প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করেছি। মহোদয়ের পর্যালোচনার জন্য প্রতিবেদনটি পেশ করলাম।
অতএব, মহোদয়ের নিকট আকুল আবেদন এই যে প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে আমাকে বাধিত করবেন।

বিনীত নিবেদক,
"ক"
সহকারি পরিচালক
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা

'কাঙ্ক্ষিত হারে খেলাপী ঋণ না কমার কারণ'

ব্যাংকিং খাত দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে অগ্রণী ভুমিকা পালন করছে, বর্তমান সময় ব্যাংকিং খাত বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন, বিশেষ করে যে সমস্যা প্রকট তা হল খেলাপি ঋণ।কোন কারনে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় পর যখন ঋণের টাকা বা কিস্তি ফেরত না পাওয়া যায় তখন উক্ত ঋণ খেলাপি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হয়। ব্যাংক কতৃক বিতরনকৃত এই ঋণগুলো খেলাপি ঋণে পরিনত হওয়ার পেছনে বহুবিধ কারন রয়েছে। কিছুদিন আগে প্রথমশ্রেণীর একটি পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে বলা হয় ২০১৮ সালে খেলাপি ঋণের পরিমান ১৭হাজার ২২৫ কোটি টাকা।দেশের ব্যাংকিং খাতের বিশেষজ্ঞদের মতে দুর্বল প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি বিবেচণায় ঋণ বিতরন বন্ধে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহন করা প্রয়োজন।নয়তো খেলাপি ঋণ দেশের ব্যাংক ব্যবস্থাকে দুর্বল করে ফেলবে।

২০১৭ সালে খেলাপি ঋণের ক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে পোশাক খাত ১০,৭৯০ কোটি টাকা। এছাড়া বস্ত্র, নির্মাণ শিল্প খেলাপি ঋণের ক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক সংশি-ষ্ট সূত্র বলছে সরকারিব্যাংকগুলো কতৃক বিতরনকৃত ঋণের ২৫% এবং বেসরকারি ব্যাংকগুলো কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের ১০% খেলাপি হয়।

ঋণ খেলাপি হবার পেছনে কারন:

- যথেষ্ট যাছাই বাছাই ও যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে ঋণ প্রদান।
- সরকারি ব্যাংক গুলোর রাজনৈতিক প্রভাব ও বেসরকারি ব্যাংকগুলোয় পরিচালকদের প্রভাব বিস্তার করে ঋণ অনুমোদন।
- মনিটরিং এর অভাব।
- অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের প্রবনতা।
- দক্ষ জনবলের অভাব।
- সুশাসনের অভাব।

বিনীত নিবেদক,
"ক"
সহকারি পরিচালক
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

29. মনে করুন আপনি একটি তফসিলি ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার পদে কর্মরত। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জনে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জসমূহ উল্লেখ করে বিভিন্ন শাখা প্রধানের নিকট প্রেরণের জন্য একটি পত্রের খসড়া প্রস্তুত করুন।

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা
টেলিফোন: ০২৮৯৪৪২২, ই-ইমেল: rupaliho@gmail.com

স্মারকনং : রূপালী ব্যাংক/এইচ/২০২০/১১৫
তাং : ২৯ জুলাই, ২০২০
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
রূপালী ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা

বিষয় : ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জনে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ সমূহ।

জনাব,
আপনার নির্দেশক্রমে স্মারক নং : রূপালী ব্যাংক/এইচ/২০২০/১১৫ এর অদলে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জনে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জসমূহ উল্লেখ কওে নিচে কতিপয় খসড়া প্রস্তুত দেওয়াহলো।
বাংলাদেশ ২০২১ সালের আগেই মধ্যম আয়ের দেশ হতে পেরেছে। যেমন প্রবৃদ্ধির হার ধারাবাহিকভাবে ৬ শতাংশ হওয়ায় গড়ে মাথাপিছু আয় বেড়েছে ৪ শতাংশ হারে। দ্বিতীয়ত, জাতীয় আয়কে সূচক হিসেবে নেওয়ায় প্রবাসী-আয় এতে অর্ন্তভুক্ত হয়েছে। ফলে আয়ও বেশি দেখানো যাচ্ছে। আর ডলার ও টাকার বিনিময় হার স্থিতিশীল থাকার সুবিধাও বাংলাদেশ পেয়েছে।

বাংলাদেশ যেসব চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে:

- ❖ বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি
- ❖ বৈদেশিক উৎস হতে সম্পদ সংগ্রহ করা
- ❖ মানব সম্পদ উন্নয়ন
- ❖ বিদেশি বিনিয়োগ
- ❖ সামাজিক উন্নয়ন

বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ হতে করণীয়:

- ❖ জিডিপির হার ধরে রাখা
- ❖ চরম দারিদ্র্যের হার কমানো
- ❖ সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে
- ❖ শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধি
- ❖ জলবায়ুর প্রভাব কমানো
- ❖ অবকাঠামোগত উন্নয়ন

অতএব, মহোদয়ের নিকট আকুল আবেদন আমার প্রস্তুতকৃত খসড়াটি বিশ্লেষণ করে বাধিত করবেন।

ধন্যবাদান্তে,
কামাল হোসেন
সিনিয়র অফিসার
রূপালী ব্যাংক লিমিটেড

Please join our Group: BCS Bank & Other Job Prepar...
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com
Scan Credit: Job Ninja

30. মনে করুন আপনি একটি তফসিলি ব্যাংকে অফিসার পদে কর্মরত। বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান মুদ্রানীতির পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে আপনার ব্যাংকের করণীয় নির্ধারণ করে বিভিন্ন শাখা প্রধানদের নিকট প্রেরণের জন্য একটি পত্রের খসড়া প্রস্তুত করেন।

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা
টেলিফোন: ০২৮৯৪৪২২, ই-ইমেল: rupaliho@gmail.com

স্মারক নম্বর: রূপালী/এইচও/২০২০/২৫৫
তারিখ: ০৯ জুলাই ২০২০

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
রূপালী ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা

বিষয়: বাংলাদেশ সরকারের মুদ্রানীতি ২০১৮-১৯ এর পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংকের করণীয় নির্ধারণ করে বিভিন্ন শাখা-প্রধানদের নিকট প্রেরণের জন্য একটি পত্রের খসড়া প্রস্তুত প্রসঙ্গ।

জনাব,
যথাবিহীত সম্মানপূর্বক বিনীত নিবেদন এই, আপনার নির্দেশক্রমে (স্মারক নম্বর: সোনালী/এইচও/২০১৮/১১১) বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান মুদ্রানীতি ২০১৮-১৯ এর প্রেক্ষিতে ব্যাংকের করণীয় নির্ধারণ করে বিভিন্ন শাখা প্রধানদের নিকট প্রেরণের জন্য নিম্নোক্ত খসড়াটি প্রস্তুত করেছি। মহোদয়ের পর্যালোচনার জন্য খসড়া পত্রটি পেশ করলাম।

অতএব, মহোদয়ের নিকট প্রার্থনা এই যে খসড়াটি পর্যালোচনা করে আমাকে বাধিত করবেন।

বিনীত নিবেদক,

আজহার আকাশ
সিনিয়র অফিসার (আইডি-২০২০)

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

স্মারক নম্বর: রূপালী/এইচও/২০২০/২৫৫

তারিখ: ০৯ জুলাই ২০২০

সকল শাখা প্রধান

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড

বিষয়: বাংলাদেশ সরকারের মুদ্রানীতি ২০১৮-১৯ এর পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংকের করণীয় প্রসঙ্গে।

জনাব,

আপনি অবগত আছেন যে, ২০২০-২১ অর্থবছরের মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।ঘোষিত এ মুদ্রানীতির আলোকে রেপো, রিভার্স রেপো এবং ব্যাংক রেটে নির্ধারিত সুদহার কমানো হয়েছে। স্বল্পব্যয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকে তহবিল সঞ্চার এবং বাজারে প্রচলিত সুদহারের সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত সুদহারকে যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার অংশ হিসেবেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্প্রসারণমূলক আর্থিক নীতিমালার অবস্থান এবং তহবিলের অতিরিক্ত চাহিদার প্রস্তুতিকে সমর্থন করে এই মুদ্রানীতি ঘোষণার আওতায়- রেপো হারকে ৫.২৫ শতাংশ থেকে রাতারাতি ৪.৭৫ শতাংশে এবং রিভার্স রেপো হারকে ৪.৭৫ শতাংশ থেকে ৪.০০ শতাংশে হ্রাস করার প্রস্তাব দিচ্ছে। সুতরাং, ব্যাংকগুলির জন্য কম ব্যয়বহুল তহবিলের যোগান নিশ্চিত করতে হবে এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকের সঙ্গে লেনদেনের সুদ হারের করিডোরকে ত্বরান্বিত কওে তুলতে হবে। ঘোষিত মুদ্রানীতিতে বেসরকারি খাতে ঋণের লক্ষ্যমাত্রা আগের মতোই ১৬.৮% রাখার কথা বলা হয়েছে। এমতাবস্থায় ঋণ প্রদানের বেলায় আমাদের সংযমী হতে হবেএবং যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে। সেজন্য ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত যাচাই-বাছাইয়ের জন্য সকল শাখা প্রধানকে নির্দেশ দেয়া গেল ।

এছাড়াও খেলাপী ঋণ কমিয়ে পরিচালন ব্যয় কমানোর কথা বলেছেন মাননীয় গভর্নর মহোদয়। সে লক্ষ্যে কর্মতৎপরতা আরও জোরদার করার তাগিদ দেওয়া হলো।

নিবেদক,

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড

Scan Credit: Job Ninja

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Part– 01 (General Discussion on Reading Comprehension)

Reading Comprehension is a very important part of the Admission Test. The questions you will have in the Admission Test are quite different from what you used to have in your HSC and SSC level. Questions are mainly multiple choices or objectives types.

লক্ষণীয় বিষয়সমূহ:

1. প্রশ্ন পড়ার পূর্বে, তোমার প্রদত্ত অনুচ্ছেদটিকে ভালোভাবে পড়া উচিত কিন্তু অনুচ্ছেদটি খুব দ্রুত পড়তে হবে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ রাখতে হবে:
   (ক) লেখক মূল আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে কি বলেছেন
   (খ) লেখক কেন অনুচ্ছেদটি লিখেছেন
   (গ) লেখক কীভাবে অনুচ্ছেদটির আলোচ্য বিষয়টিকে সমর্থন করছেন
   (ঘ) কী কী চরিত্র রয়েছে এবং তাদের ভূমিকা, কার্যকলাপ এর পিছনে কী কী যুক্তি রয়েছে
2. অপরিচিত শব্দ বোঝার জন্য অনুচ্ছেদটির প্রসঙ্গ বুঝতে হবে।
3. আমাদের অনুচ্ছেদ সম্পর্কে কিছু কিছু অনুমাণ করতে হবে এবং অনুচ্ছেদের মূল উদ্দেশ্য বুঝতে হবে।
4. NOT/EXCEPT প্রশ্নের ক্ষেত্রে বিপরীত উত্তর খুঁজে বের করতে হবে।

মনে রাখবে:
* **Never read too slowly at first.**
* **Don't spend too much time on unfamiliar ideas or words.**

Main Types of Questions:
1. Main Idea/ Main Topic/Main Purpose questions.
2. Factual questions.
3. Negative questions.
4. Inference questions.
5. Vocabulary-in Context questions.
6. Reference questions.

1. MAIN IDEA, MAIN TOPIC, AND MAIN PURPOSE QUESTIONS

এক্ষেত্রে প্রদত্ত Comprehension এর মূল বিষয় জানতে চাওয়া হয়। অর্থাৎ ধরনের question-এ author কী বোঝাতে চেয়েছেন বা passage-এর উদ্দেশ্য জানতে চাওয়া হয়। এই question পারার জন্য passage-এর মূল ভাব বোঝাটা জরুরী।

Sample Questions

⇨ What is the main idea/topic of the passage?
* The primary idea of the passage is....
* Which of the following best summarizes the author's main idea?
* What does the passage mainly discuss?
* The passage is primarily concerned with....
* The author's purpose in writing is.....
* What is the author's main purpose in the passage?
* Why did the author write the passage?

Sample Paragraph -1:

The consumption of a variety of fats is necessary, but the intake of too much fat may lead to a variety of health problems. Excessive intake of fats, like all nutritional excesses, is to be avoided.

⇨ **The main idea of the paragraph is that-**
A. people are eating less and less fat today
B. fats should be gradually eliminated from the diet
C. excessive consumption of fats may be dangerous to one's health
D. consumptions make people fat

Ans: [C]

Sample Paragraph -2:

Almost every form of transportation has given someone the idea for a new type of toy. After the montgolfier brothers flew the first balloons, toy balloons became popular playthings. In the nineteenth century, soon after railroads and steamships were developed, every child had to have model trains and steamboats. The same held true for automobiles and airplanes in the early twentieth century. Toy rockets and missiles became popular at the begging of space age, and by the 1980s, there were many different versions of space-shuttle toys.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

The main idea of the paragraph is that-

A. inventors have been inspired by toys to build new forms of transportation
B. toy automobiles and airplanes were very popular in the early 1900s
C. toy design has followed developments in transportation.
D. automobiles and airplanes are becoming less popular

Ans: [C]

2. FACTUAL QUESTIONS

Factual questions ask about explicit facts and details given in the passage. They often contain one of the *wh*-question words: *who, what, when, where, why how* much, and so on.

Sample Questions

* According to the passage, where did ...?
* According to the author, why did ...?
* Which of the following is true, according to the passage?

Sample Paragraph:

The eyes of a human being are not sensitive to all light, but only that between wavelengths of 380–760 millimicrons. This fact prevents us from being aware that our bodies emit electromagnetic waves. These waves are mostly longer than that we are sensitive (অনুভূতি প্রবণ) to, but thermographic techniques can translate them into extraordinary colored pictures.

Atoms generate (উৎপাদন করা) infrared rays since they are constantly in motion. The warmer the atoms are, the more active they become. This results in thermographic pictures revealing different parts of the body in different colours: black and blue for the cold parts, green yellow for the cool or slightly warm ones, and orange and red for those which are hot.

All this has health applications, for such problems as tumors, arthritis, and cancer, which show up as isolated red areas on the thermo graphic portraits.

1. **According to the article-**
   A. the eyes of human beings are not all sensitive to light
   B. light wavelengths vary between 380 and 760 mill microns
   C.some light cannot be seen by the human eye
   D. some people's bodies emit Electro magnetic waves
   E. some eyes emit electromagnetic waves
2. **Atoms generate rays of light:**
   A. because they are infrared
   B. if they are active
   C. due to constant motion
   D. when they become warm
   E. when they become dry
3. **The majority of electromagnetic waves emitted by the human body:**
   A. are above 760 milli microns in length
   B. vary between 380 and 760 milli microns in length
   C. translate into thermo graphic techniques
   D. are below 380 milli microns in length
   E. are colorless at high temperatures
4. **Thermo graphic portraits show the body in different colors:**
   A. only if the patient is suffering from tumors or cancer
   B. according to the activity of atoms in the different parts
   C. because some parts are black and blue and others orange and red
   D. when the atoms are active
   E. whenever there is health application.
5. **The atoms in tumors or cancerous areas are -**
   A. problems
   B. isolated
   C. red
   D. very active
   E. blue.

Answers with explanations:

1. [C] passage-এর ১ম sentence-এ উল্লেখ আছে the eyes of a human beings are not sensitive to all light. অর্থাৎ some light cannot be seen by the human eye.
2. [C] 2nd para-এর প্রথম sentence-এ উল্লেখ আছে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

3. [A] প্রথম প্যারায় উল্লেখ আছে 380-760 millimicrons wavelength এর আলোর প্রতি আমরা sensitive। আর line 3-তে উল্লেখ আছে "these are mostly longer than that we are sensitive to" এখানে, these = electromagnetic waves emitted by human body। অতএব অধিকাংশ electromagnetic waves-এর wavelength 760 millimicrons-এর চেয়ে বেশি।
4. [B] ২য় প্যারার ২য় লাইনে উল্লেখ আছে।
5. [D] tumor cancerous area-গুলো বেশ hot আর hot area-এর atom-গুলো বেশ active, ২য় প্যারায় উল্লেখ আছে।

3. NEGATIVE QUESTIONS

একটি Negative question। এ ধরনের question-এ Passage-এ কোন বিষয়টি আলোচনা হয় নি তা জানতে চাওয়া হয়। তাই যেগুলো আলোচনা হয়েছে তা বাদ দিলে সহজে উত্তর পাওয়া যাবে।

These questions ask you to determine which of the four choices is not given in the passage. These questions contain the words NOT, EXCEPT, or LEAST (which are always capitalized).

* According to the passage, all of the following are true ECEPT
* Which of the following is NOT mentioned in the passage?
* Which of the following the LEAST likely .....

4. INFERENCE QUESTIONS

প্রশ্নের বক্তব্যটি সরাসরি Passage এ পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ Ideas are not explicitly stated in the passage. এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর লেখকের বক্তব্য থেকে বোঝা যাবে। Inference questions may be phrased in a number of ways. Many of these questions contain some form of the words *infer* or *imply*.

Sample Questions:

* Which of the following can be inferred from the passage?
* It can be inferred from the passage that .....
* The author implies that .....
* Which of the following does the passage imply?
* The author suggests that .....

Sample Question:

Blood cholesterol used to be thought of as a problem only for adults.

It can be inferred that

A. Blood cholesterol is no longer a problem for adults.
B. Only children have a problem with Blood cholesterol.
C. Blood cholesterol affects both adults and children.

Ans. [C]

5. VOCABULARY-IN-CONTEXT QUESTIONS

অনেক সময় Passage এ বর্ণিত কোনো বিশেষ শব্দের অর্থ জানতে চাওয়া হয়। এই ধরনের question-এ passage-এর কোনো নির্দিষ্ট word তুলে দিয়ে তার কোনো সমার্থক শব্দ জানতে চাওয়া হয়।

Sample Paragraph:

The Hopi people of Arizona stress the institutions of family and religion in a harmonious existence that makes the self-sacrificing individual the ideal. The Hopi individual is trained to feel his or her responsibility to and for the Peaceful People—the Hopi's own term for themselves. Fighting, bullying, or attempting to surpass others bring automatic rebuke from the community.

Implicit in the Hopi view is an original and integrated theory of the universe. With this they organize their society in such a way to obtain a measure of security from a harsh and hazardous environment made up of human foes, famine, and plagues. They conceive of the universe-humans, animals, plants, and supernatural spirits—as an ordered system functioning under a set of rules known to them alone. These rules govern their behavior, emotions, and thoughts in a prescribed way.

1. **The word "stress" in line 1 is line 1 is closest in meaning to-**
   A. emphasize B. define C. describe D. persuade
2. **Which of the following could best substitute for the word "harmonious" in line 1?**
   A. cooperative B. dangerous C. philosophical D. exclusive

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

3. **The word "term" in line 3 is closest in meaning to-**
A. era B. name C. area D. law

4. **The word "bullying" in line 3 is closest in meaning to-**
A. lying B. organizing C. entertaining D. tormenting

5. **Which of the following can replace the word "rebuke" in line 3 will the least change in meaning?**
A. prestige B. criticism C. reaction D. acknowledgement

6. **Which of the following could best be substituted for the word "hazardous" in line 5?**
A. changing B. random C. familiar D. dangerous

Correct Answers: 1.A, 2.A, 3.B, 4.D, 5.B, 6.D.

6. REFERENCE QUESTION

Reference question-এ Question-একটি Word দিয়ে তা কাকে refer করেছে তা জানতে চাওয়া হয়। এ word এর আগের লাইনটি ভালোমতো পড়লে answer করা সম্ভব।

Sample Paragraph–1:

There is a poisonous, plant-like animal called the anemone that lives among coral reefs. When small fish venture too close to the tentacles of these "living flowers," they are stung and eaten. For unknown reasons, the anemone makes on exception of the clownfish, which swims through its deadly tentacles in safety. When in danger, the clownfish dashes among the anemone's tentacles where other fish are afraid to follow. The clownfish even builds its nest where the anemone can protect it.

1. **The word "they" in line 2 refers to–**
A. coral reefs B. small fish C. tentacles D. flowers

2. **The word "it" in line 4 is a reference to the-**
A. clownfish B. nest C. anemone D. exception

Correct Answers: 1.B, 2.B.

Part 02– List of Comprehensions

Reading Comprehension: 01

Read the following passage and answer questions 1–5:

Economic development in ASEAN countries has been backed by the favorable development of the manufacturing industry and the expanded exports of industrial products. Specifically, in the process of shifting from industrialization by import substitution to an export-oriented industrialization, manufacturing including that in light industry such as textiles, electric machinery and transportation equipment was developed and the export of these products expanded through active introduction of foreign capital. Within these conditions, a large number of business groups were supported by the government in fostering of industry and expanded their businesses by pushing Joint ventures with foreign firms. Although development of business groups has occurred within various industry types, this development can be characterized by diversification of production and markets in line with the forward and backward linkage of production and participation in new business opportunities in various industries.

1. Transportation equipment is a product of
A. Heavy industry B. Light industry
C. Export-oriented industry D. Both A & C
E. Both B & C

2. Textiles sector developed in ASEAN countries
A. with the help of foreign private investment
B. with government support
C. by private entrepreneurs
D. both A & B E. both A & C

3. Entrepreneurs of ASEAN countries preferred
A. import substitution
B. forward linkage industries
C. backward linkage industries
D. Export-oriented industries
E. light industry

4. Industrialization in ASEAN countries gained momentum when–
A. governments and private entrepreneurs worked together
B. governments and foreign investors worked together
C. local and foreign investors worked together
D. export of products expanded through active participation of foreign capital
E. local entrepreneurs got support from foreign governments

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

5. Export of electric machinery from ASEAN countries was promoted largely through
A. governments' B. industrialists
C. foreign private capital D. business groups
E. joint ventures with foreign firms

Answers with Explanations

1. [E] passage-এর দ্বিতীয় লাইনে light industry-এর উদাহরণ হিসেবে transportation equipment-এর কথা বলা হয়েছে। আর লাইনটির শুরুতেই ধারনা পাওয়া যায় যে এটি export-oriented industry।
2. [D] passage-এ বলা হয়েছে, textile-এর রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের কারনে এবং যখন প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ হচ্ছিল তখন সরকারও এই শিল্পকে সহায়তা করেছে।
3. [D] passage-এর দ্বিতীয় লাইনের শুরুতেই বলা হয়েছে উদ্যোক্তারা 'industrialization by import substitution'-এর পরিবর্তে 'export-oriented industrialization'-এর দিকে স্থানান্তরিত হয়েছে।
4. [B] passage-এ বলা হয়েছে, শিল্পায়ন বিকাশ লাভ করেছে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের কারনে এবং যখন প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ হচ্ছিল তখন সরকারও শিল্পকে সহায়তা করেছে।
5. [C] passage-এর দ্বিতীয় লাইনের দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে electric machinery-এর রপ্তানি প্রসারিত হয়েছে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে।

Reading Comprehension: 02

Read the following passage and answer questions 1–5:

Unemployment is an important index of economic slack and lost output, but it is much more than that. It is a phenomenon, which can be termed as a social evil. For the unemployed person, it is often a damaging affront to human dignity and sometimes a catastrophic blow to family life. From the social point of view, an unemployed person suffers from a sense of discontentment and unemployment problem may eventually lead to social disorder and anarchy. The cost of unemployment is not also distributed in proportion to the ability to bear it. It falls most heavily on the young, the semi-skilled and unskilled, the down-trodden, the old worker, and the unemployed persons in a low-income rural area who are denied the option of securing more rewarding urban employment.

There is a more subtle cost of unemployment also. The social and economic strains of prolonged under-utilization create strong pressures for cost increasing solutions. On the side of labor, prolonged high unemployment leads to `share-the-work' pressure for shorter hours, intensifies resistance to technological change and to rationalization of work rules and, in general, increases incentives for restrictive and inefficient measures to protect existing jobs.

1. According to the passage, unemployment is an index of
A. Over-utilization of capacity
B. Economic slack and lost output
C. Diminished resource
D. The employment rate
E. Under-capacity
2. While unemployment is damaging to many, it falls most heavily upon all EXCEPT
A. Semi-skilled B. Unskilled
C. Underemployed D. Urban few
E. oung
3. The cost to society of unemployment can be measured by
A. Lost incomes B. Idleness
C. Juvenile delinquency
D. Disruption of careers
E. The death rate
4. Unemployment might principally and eventually lead to-
A. High cost of production
B. Slowing down of industrialization
C.Resistance to technological and rationalization of rules
D. Inefficiency in production
E. Social disorder
5. The panacea to the problem of unemployment lies in EXCEPT
A. Economic Development
B. Rationalization of work rules
C. Redistribution of work
D. Advancement in science and technology
E. Removal of measures to protect existing jobs.

Answers with Explanations

1. [B] passage-এর প্রথম লাইনে উত্তরটি সরাসরি পাওয়া যায়।
2. [D] passage-এর প্রথম প্যারার শেষ লাইনে উত্তরটি পাওয়া যায়।
3. [A] passage-এর প্রথম লাইন থেকেই ধারনা পাওয়া যায় unemployment-এর ফল হচ্ছে lost output। lost output মানেই হচ্ছে lost incomes ।
4. [E] passage-এ বলা হয়েছে unemployed ব্যক্তিরা অতৃপ্তিতে ভোগে এবং এর ফলশ্রুতিতে সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টি হতে পারে।
5. [E] বিদ্যমান কাজ রক্ষা করার প্রচেষ্টা যদি remove করা হয় তাহলে unemployment সমস্যার সমাধান হবে না, বরং তা বৃদ্ধি পাবে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

Reading Comprehension: 03

Read the following passage and answer questions 1–5:

The cost of health care in the United States has increased tenfold during the last twenty-five years, tripled during the last ten years, and doubled during the last five years. In 1970, one night in an average American hospital cost $75. By 1980, the same hospital was charging $200. Intensive care cost more than $300. Today hospital charges for surgery and post-operative care can easily reach $10,000, including $3,000 for the surgeon and $7,000 for the anesthesiologist.

One reason that the cost is so high can be traced to advances in medical technology that include expensive equipment and highly-trained, highly-paid personnel to run it. As an example, the CAT, a computerized scanner used for diagnostic purposes, now costs $600,000.

The problem is all the more serious because, unlike many other countries, the US does not have a national health insurance plan.

1. According to the passage, new medical technology –
   A. has no effect on the high cost of health care
   B. contributes to the high cost of health care
   C. may solve some of the problems related to the high cost of health care
   D. requires fewer highly-trained, highly-paid experts
2. In 1980, one night in a regular hospital room cost —
   A. $75 B. $200
   C. $300 D. $700
3. Over the last ten years, the cost of health care in the US has increased------.
   A. twenty-five times B. ten times
   C. three times D. two times
4. The CAT is used as an example of -------.
   A. intensive care B. health insurance
   C. medical equipment D. hospital personnel
5. According to the author of this passage, how is the United States different from other countries?
   A. The United States has more hospitals.
   B. The hospital has better doctors.
   C. The United States does not have a national insurance plan for health care.
   D. The United States does not have a computerized scanner for diagnostic purposes.

Answers with explanations:

1. [B] Passage-টির ২য় প্যারার প্রথম লাইনে এই প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া যায়।
2. [B] Passage-টির ১ম প্যারার ৩ নম্বর লাইনে এই প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া যায়।
3. [C] Passage-টির প্রথম প্যারার ১ম লাইনেই এই প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া যায়।
4. [C] Passage-টির ২য় প্যারার ২য় লাইনে এই প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া যায়।
5. [C] Passage-টির ২য় প্যারার শেষ লাইনে এই প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া যায়।

Reading Comprehension: 04

Read the following passage and answer questions 1–7:

Natural Calamities are not uncommon in our part of the world. Annual flooding is regularly complemented by annual droughts in many parts of Bangladesh. To these two chief agents of our misery, you can add the violent storms that originate in the Bay of Bengal and wreak death and destruction on our coastal belt every now and then. The most recent example is hurricane Sidr that struck the southern districts on the evening of 15 November, 2007. Despite early warning and precautionary measures, the devastation caused by Sidr has been horrifying. You look to the West and realize that catastrophes such as hurricanes, tornadoes and flash floods are also becoming more and more frequent there. You can't help wondering whether what you call natural calamities are wholly natural today; for some of them are, to a very considerable degree, certainly caused by air and water pollution, deforestation, wars on big and small scale, each of which is a creation of man and all of which have combined to produce the alarming phenomenon called global warming. You ask: are not natural calamities really nature's vengeance for the sins committed by man against nature?

1. 'vengeance' means
   A. anger B. irritation
   C. revenge D. attack
2. 'every now and then' means
   A. occasionally B. at long intervals
   C. every day D. every year
3. 'our coastal belt' in the paragraph refers to
   A. leather strip produced and worn in the seaports of Bangladesh
   B. belt-like shape of the Chittagong coast
   C. islands off the Sunderbans
   D. The southern districts of Bangladesh bordering the Bay of Bengal
4. 'not uncommon' is an instance of
   A. negatives used incorrectly
   B. incorrect arrangement of words
   C. double negatives producing an affirmative
   D. sheer nonsense

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

5. 'Global warming' refers to
   A. a historical phenomenon
   B. political disorder
   C. endangered environment
   D. rise in the earth's temperatures
6. 'deforestation' is caused chiefly by
   A. wild fires B. hurricanes
   C. man unscrupulously destroying forests
   D. long periods of dry weather
7. The paragraph blames natural calamities on
   A. God B. man
   C. fate D. nature

Answers with Explanations

1. [C] Vengeance অর্থ প্রতিশোধ। revenge অর্থও প্রতিশোধ।
2. [A] every now & then অর্থ মাঝে মাঝে।
3. [D] বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঝড় আমাদের coastal belt-এ আঘাত করে। coastal belt বলতে বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তি দেশের সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলকে বুঝানো হয়েছে।
4. [C] দুটো নাবোধক (not uncommon) মিলে একটি হ্যাঁবোধক অর্থ দেয়। not uncommon মানে হলো common।
5. [D] global warming মানে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়া।
6. [C] মানুষ অনৈতিকভাবে গাছপালা ধ্বংস করে ফেলছে। এটিই Deforestation-এর প্রধান কারণ।
7. [B] passage-এর শেষ লাইনে প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য মানুষকেই দায়ী করা হয়েছে।

Reading Comprehension: 05

Read the following passage and answer questions 1–5:

Why is literacy so important in the modern world? Some of the reasons, like the need to fill out forms or get a good job, are obvious. But the chief reason is broader. The complex undertakings of modern life depend on the cooperation of many people with different specialties in different places. Where communications fail, so do the undertakings. The function of national literacy is to foster effective nationwide communications. Our chief instrument of communication over time and space is the standard national language, which is sustained by national literacy. Mature literacy alone enables the tower to be built, the business to be well managed, and the airplane to fly without crashing. All nationwide communications, whether by telephone, radio, TV, or writing, are fundamentally dependent upon literacy, for the essence of literacy is not simply reading and writing but also effective use of the standard literate language.

1. 'Obvious' means
   A. clear B. obscure
   C. unclear D. evidence
2. 'complex undertakings of modern life' means
   A. the complexities of modern life
   B. the complex tasks of modern life
   C. the immense variety of modern life
   D. the various aspects of modern life
3. According to the passage the main function of literacy is to
   A. promote interaction between people
   B. enable people to read and write
   C. enable people to get better jobs
   D. promote knowledge
4. According to the passage the main medium of communication is
   A.TV B. radio
   C. standard language D. telephone
5. The real meaning of literacy is
   A. the ability to read and write
   B. the ability to use the standard language
   C. the ability to formulate ideas
   D. the ability to exchange ideas

Answers with Explanations

1. [A] obvious মানে স্পষ্ট।
2. [B] undertaking মানে কোনো কাজ বা প্রকল্প। সুতরাং 'complex undertakings of modern life' মানে 'the complex tasks of modern life।'
3. [A] literacy-এর প্রধান কাজ হিসেবে যোগাযোগকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।
4. [C] passage বলা হয়েছে 'Our chief instrument of communication over time and space is the standard national language।'
5. [B] passage-এর শেষ লাইনে বলা হয়েছে literacy-এর মূল উদ্দেশ্য হলো মার্জিত ভাষা ব্যবহার করা।

Reading Comprehension: 06

Read the following passage and answer questions 1–6:

There is no reason to think that reading and writing are about to become extinct, but some sociologists speculate that reading books for pleasure will one day be the province of a special "reading class", much as it was before the arrival of mass literacy, in the second half of the nineteenth century. They warn that it probably won't regain the prestige of exclusivity; it may just become an increasingly secret hobby. Such a shift would change the texture of society. If one person decides to watch Ei Sab Din Ratri rather than to read Sharat Chandra's Devdas, the culture goes on largely as before– both viewer and reader are entertaining themselves while learning something about society in the bargain. But if, over time, many people choose television over books then a nation's conversation with itself is likely to change.

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

1. "mass literacy" means
   A. closely organized education
   B. unrestricted education
   C. open education
   D. education for as many people as possible
2. "a viewer" in the paragraph is someone
   A. who sees everything around him
   B. who watches people going by
   C. who is a sightseer
   D. who watches television
3. The difference between a reader and a viewer is one of:
   A. intelligence B. perception
   C. leisure activities
   D. preference for either of two different media of communication
4. "a special reading class" in the paragraph implies
   A. a class of experts
   B. a class of noble men
   C. a class of distinguished citizen
   D. a very small group of dedicated readers
5. "in the bargain" is a phrase which means
   A. haggling B. arguing
   C. make an agreement D. in addition
6. "a nation's conversation with itself" in the paragraph suggests
   A. dialogue between government and people
   B. dialogue between different classes of people
   C. a nation's image of itself
   D. a nation's way of thinking

Answers with Explanations

1. [D] mass literacy মানে অনেক মানুষের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
2. [D] passage-এ যে টেলিভিশন দেখে তাকে viewer হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
3. [D] passage-এ reder এবং viewer-এর পার্থক্য হিসেবে তাদের পছন্দের তারতম্যকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
4. [D] special reading class বলতে পড়তে ভালোবাসে এমন একটি ছোট দলকে বোঝানো হয়েছে।
5. [D] in the bargain মানে অতিরিক্ত।
6. [D] নিজের সাথে নিজের কথোপকথোন মানে চিন্তা করা।

Reading Comprehension: 07

Read the following passage and answer questions 1–5:

We all know that people living in different parts of the world live different lives. But do we know why they **live** different lives? It is because the climate all over the world is not the same. The climate is the amount of sun, rain, heat and wind which the land receives. If it is always warm and sunny, we call that a hot climate. And if it rains a lot, it would be a wet climate. It can also be a hot, wet climate or a cold, wet climate and so on. Can you imagine what it would be like if we had the same climate all over the world? All the flowers and the trees would be the same. Then the animals might be the same, and the same crops would be grown in the ground. This would mean that people would be all alike. They would look alike and they would all eat the same food.

1. The word 'live' in line 2 is a–
   A. Noun B. Verb
   C. Adjective D. Adverb
2. The adjective of 'climate' is–
   A. climate B. climated
   C. climatic D. climactic
3. 'People living in different parts of the world live different lives' because–
   A. different types of crops grow in different parts of the world.
   B. they are habituated to different kinds of food
   C. the standard of living differs in different parts of the world
   D. the climatic influences are different
4. It is because the climate all over the world is not the same that–
   A. different people belong to different groups
   B. different people have different religions
   C. different people have different doctrines.
   D. different people live different lives
5. The most suitable title for the passage would be:
   A. Climate and differences in people
   B. Different lives in different parts of the world
   C. Climate and different parts of the world
   D. Climatic differences the world over

Answer with explanation

1. [B] live শব্দটি subject-এর পরে থাকায় বুঝা যাচ্ছে, এটি verb হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।
2. [C] climate একটি noun যার adjective রূপ হলো climatic।
3. [D] passage-এর তৃতীয় লাইনে বলা হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার মানুষের জীবনযাত্রা আলাদা হওয়ার কারন হচ্ছে জলবায়ুর তারতম্য।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

4. [D] passage-এর তৃতীয় লাইনে বলা হয়েছে জলবায়ুর তারতম্যের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার মানুষের জীবনযাত্রা আলাদা হয়।
5. [A] জলবায়ুর ভিন্নতার কারনে পৃথিবীর মানুষে মানুষে ভিন্নতাই passage-এ গুরুত্ব পেয়েছে।

Reading Comprehension: 08

Read the following passage and answer questions 1–5:

I have traveled in many countries and have met with men of all classes, but never in my travels did I feel the presence of the human so distinctly as in this land. In other great countries, signs of man's power loomed large, and I saw vast organizations which showed efficiency in all their features. There, display and extravagance, in dress, in furniture, in costly entertainments, are startling. They seem to push you back into a corner, like a poor intruder at a feast; they are apt to make you envious, or take your breath away with amazement. There, you do not feel man as supreme; you are hurled against stupendous things that alienate. But in Japan it is not the display of power or wealth that is the predominating element. You see everywhere emblems of love and admiration, and not mostly of ambition and greed.

1. 'like a poor intruder' is an example of-
   A. simile B. metaphor
   C. metonymy D. hyperbole
2. Which statement is not true?
   A. The Japanese admire good things
   B. They are not an ostentatious people
   C. They alienate visitors
   D. They shun ambition and greed
3. The writer is describing the following things about the people of Japan:
   A. ambition and greed
   B. love and admiration
   C. display and extravagance
   D. envy and amazement
4. The writer praises the Japanese because-
   A. they make you envious
   B. they love entertainment
   C. they have vast organizations D. they are very humane
5. The word 'stupendous' means-
   A. stupid B. expensive
   C. ugly D. huge

Answers with Explanations

1. [A] কোনো তুলনাবাচক শব্দ যেমন like বা as ব্যবহার করে তুলনা করাকে simile বলে।
2. [B] জাপানিরা অতিথিদের দূরে সরিয়ে দেয় না। বাকি বৈশিষ্টগুলো passage-এর শেষ দুই লাইনে পাওয়া যায়।
3. [B] উত্তরটি passage-এর শেষ লাইনে পাওয়া যায়।
4. [D] passage-এর প্রথম লাইনের দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে জাপানের ন্যায় মানবিকতার ছোঁয়া writer পৃথিবীর অন্য কোথাও পাননি।
5. [D] stupendous মানে অপ্রত্যাশিতভাবে বৃহৎ।

Reading Comprehension: 09

Read the following passage and answer questions 1-6:

Various research centres are studying identical twins in order to discover the "heritability" of behavioural characteristics–that is the degree to which a trait is due to genes ("nature") instead of environment. They have reached some startling conclusions. One study found, for example, that optimism and pessimism are both very much influenced by genes, but only optimism is affected by environment as well. According to another study, genes influence our coffee consumption, but not consumption of tea. Anxiety seems to be 40 to 50 percent heritable. Another study tells us that happiness does dot depend much on money or love or professional success; instead, it is 80 percent heritable among, the traits that appear to be largely heritable are shyness, attraction to danger (thrill seeking), choice of career and religious belief.

1. In line 3 startling is nearest in meaning to-
   A. upsetting B. beginning
   C. dampening D. enchanting
2. Which of the following completes with nature in influencing humans?
   A. behaviour B. environment
   C. genes D. characteristics
3. What is the main topic of the paragraph?
   A. Research centres and study of genes
   B. Optimism and pessimism as behavioural traits
   C. Hereditariness of behavioural characteristics
   D. Happiness of human beings and heredity
4. Which of the following is true?
   A. Anxiety is more heritable than happiness
   B. Anxiety is as heritable as happiness
   C. Anxiety is less heritable than happiness
   D. Happiness is less heritable than anxiety
5. Which of the following has been found to be free from the influence of genes?
   A. consumption of coffee B. happiness
   C. consumption of tea D. choice of career
6. In line 5 anxiety is nearest in meaning to-
   A. thrill B. enthusiasm
   C. foreboding D. fellow-feeling

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

Answers with Explanations

1. [A] startling মানে হচ্ছে অস্বাভাবিক/ বিস্ময়কর। upsetting মানে হচ্ছে যা আমাদেরকে বিস্মিত করে।
2. [B] passage-এর প্রথম লাইনের দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে, "heritability" মানে হচ্ছে পরিবেশের পরিবর্তে gene/ nature মানুষের বৈশিষ্ট্যকে কতটুকু প্রভাবিত করতে পারে। অর্থাৎ gene/ nature-এর পাশাপাশি পরিবেশ মানুষকে প্রভাবিত করে।
3. [C] মানুষ কিভাবে বৈশিষ্ট অর্জন করে সেটাই সম্পূর্ণ passage-এ আলোচিত হয়েছে।
4. [C] passage-এ বলা হয়েছে, anxiety হচ্ছে ৪০ থেকে ৫০ ভাগ heritable যেখানে happiness হচ্ছে ৮০ ভাগ heritable।
5. [C] passage-এ বলা হয়েছে, একটি পর্যবেক্ষন অনুসারে gene আমাদের কফি খাওয়াকে প্রভাবিত করে কিন্তু চা খাওয়াকে প্রভাবিত করে না।
6. [C] anxiety মানে দুশ্চিন্তা। foreboding মানে আশঙ্কা।

Reading Comprehension: 10

Read the following passage and answer questions 1–5:

Although speech is generally accepted as the most advanced form of communication, there are many ways of communicating without using words. In every known culture, signals, signs, symbols and gestures are commonly utilized as instruments of communication. There is a great deal of agreement among communication scientists as to what each of these methods is and how each differs from the others. For instance, the basic function of any signal is to **impact upon** the environment in such a way that **it** attracts attention, as, for example, the dots and dashes that can be applied to telegraph circuits. Coded to refer to speech, the potential for communication through these dots and dashes – short and long intervals as the circuit is broken – is very great.

1. Which of the following would be the best title for the passage?
   A. Signs and signals B. Gestures
   C. Communication D. Speech
2. What does the author say about speech?
   A. It is the only accepted form of communication
   B. It is dependent upon advances made by inventors
   C. It is necessary for communication to happen
   D. It is the most developed form of communication.
3. The phrase 'impact upon' in the passage is closest in meaning to-
   A. affect B. intrude
   C. vary D. prohibit
4. The word it refers to -
   A. function B. signal
   C. environment D. way
5. The word 'potential' in the passage could best be replaced by-
   A. range B. advantage
   C. organization D. possibility

Answers with Explanations

1. [C] Passage-টির best title হল communication কারণ এখানে communication-এর বিভিন্ন উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
2. [D] প্রথম লাইনে author 'speech' সম্পর্কে বলেছেন, "the most advanced form of communication" Advanced মানেই হচ্ছে developed বা উন্নত। সুতরাং সঠিক উত্তর D।
3. [A] 'impact upon' মানে প্রভাব ফেলা। affect মানেও প্রভাব ফেলা। সুতরাং সঠিক উত্তর A।
4. [B] Passage-এ বলা হয়েছে 'the basic function of any signal is to impact upon the environment in such a way that it attracts attention' এখানে 'it' শব্দটি signal কে নির্দেশ করছে।
5. [D] potential মানে সম্ভাব্যতা। possibility মানেও সম্ভাব্যতা।

Reading Comprehension: 11

Read the following passage and answer questions 1–9:

A shirt nowadays may have a ***complicated*** history. One may buy it in London and it can have a label saying Made in Bangladesh but it may well have been made from Chinese fabric, woven from Chinese yarn, spun from Chinese cotton or *man-made* fibre. Why, you may wonder, was the shirt not actually cut and sewn in China? We know they have scissors and sewing machines there and millions of *nimble-fingered* operators. After all, many of the other shirts in London shop hangers were indeed made in China. The question is being asked with increasing *urgency* in China, too, as well as in Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Cambodia, El Salvador, Honduras and more than 40 other countries *with thriving* clothing industries based on exports. They are attempting to come to terms with the *elimination* at the end of 2004 of quotas that have *governed* their exports to the world's two biggest markets: America and the European Union. The quotas have *restrained* some countries' exports, but in others have created an export industry that might not otherwise have existed.

1. An appropriate title of the passage would be:
   A. The History of Shirts
   B. China's Quota in the Shirt Industry
   C. Quotas and the Garment Industry
   D. The Export Industry

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

2. An antonym for *complicated* is:
   A. complex B. confused
   C. sophisticated D. simple
3. An example of a *man-made fibre* in 1.3 is:
   A. silk B. cotton
   C. polyester D. linen
4. *Nimble-fingered* in 1.5 is used as:
   A. a modifier B. a nominative
   C. a possessive D. an auxiliary
5. A synonym for *urgency* in is:
   A. pressing B. preliminary
   C. pressurizing D. urge
6. A *thriving* industry is:
   A. one that isn't doing well
   B. one that is picking up
   C. one that is doing well
   D. one that is closing down
7. The *elimination* of quotas implies that quotas will be:
   A. extended B. terminated
   C. simplified D. contested
8. To say that quotas have *governed* exports to the world's biggest markets means that they have:
   A. administered exports B. controlled exports
   C. diverted exports D. assisted exports
9. Quotas have in some cases restrained exports; in other words, they have sometimes been
   A. a help B. a hindrance
   C. a stimulant D. a cause of worry

Answers with Explanations

1. [C] passage-এর প্রথম প্যারায় যে প্রশ্নের অবতারনা করা হয়েছে (Why, you may wonder, was the shirt not actually cut and sewn in China?), দ্বিতীয় প্যারায় তার উত্তর-ই আলোচনা করা হয়েছে (Quota)। দ্বিতীয় প্যারায় গার্মেন্টস্ শিল্পের উপর কোটার প্রভাব-ই প্রাধান্য পেয়েছে।
2. [D] complicated অর্থ জটিল। আর simple অর্থ সহজ।
3. [C] এখানে silk অর্থ রেশমের তৈরি তন্তু, cotton অর্থ তুলার তৈরি সুতা, polyester অর্থ কৃত্রিম তন্তু, liner অর্থ পাটের সুতা। সঠিক উত্তর C।
4. [A] nimble-fingered কথাটি operator-কে বিশেষিত করছে।
5. [A] urgency অর্থ গুরুত্ব। pressing অর্থ জরুরী/ গুরুত্বপূর্ণ।
6. [C] thriving industry বলতে বোঝায় যে industry উন্নতি করছে। সুতরাং সঠিক উত্তর C।
7. [B] elimination মানে নির্মুল করা। extended অর্থ প্রসারিত করা, terminated অর্থ শেষ করা, simplified অর্থ সহজ করা, contested অর্থ প্রতিবাদ করা।
8. [B] govern অর্থ নিয়ন্ত্রণ করা।
9. [B] Restrain মানে বাঁধা সৃষ্টি করা, যা option B (Hindrance অর্থ বিঘ্ন, অন্তরায়) এর সাথে মিলে।

Reading Comprehension: 12

Read the following passage and answer questions 1–5:

The Victorian cult of death is quite unique in English history. Never before have the English been so **obsessed** with the rites and rituals of death, funerals and mourning: a whole language of dress, objects and social formalities grew up around it.

Queen Victoria herself set an example of **irreproachable** widowhood for her subjects to follow. After Prince Albert's death in 1861, she remained in mourning for over ten years. To the end of her life she preferred to wear black. Many people thought she carried things too far; it was with great difficulty that she was persuaded to re-enter public life in 1871.

1. An appropriate title for the passage would be:
   A. Black Obsession
   B. Language of Mourning
   C. After Prince Albert D. Victorian Rites
2. A synonym for obsessed would be:
   A. fixated B. frenzied
   C. frantic D. fazed
3. A close substitute word for irreproachable would be:
   A. irresponsible B. irksome
   C. unshakable D. none of the above
4. The noun form of persuaded:
   A. persuasion B. persecution
   C. perseverance D. persistence
5. Rites signify:
   A. practices B. regulations
   C. law D. habits

Answers with Explanations

1. [D] victorian প্রথা নিয়েই পুরো passage-টিতে আলোচনা করা হয়েছে।
2. [A] Obsessed মানে কোনো কিছু নিয়ে নিমগ্ন থাকা। fixated অর্থ নিমগ্ন।
3. [C] irreprochable অর্থ নিখুঁত। unshakable অর্থ দৃঢ়।
4. [A] persuade একটি verb যার noun রূপ হলো persuation।
5. [A] Rites মানে সামাজিক প্রথা হিসেবে যেগুলোকে চর্চা করা হয়।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

Reading Comprehension: 13

Read the following passage and answer questions 1–5:

Men are notoriously insensitive to the emotional world around them. At least, that is the impression circulated by a thousand women's magazines. And a study by two researchers at the University of Melbourne, in Australia, confirms that men are, indeed, less sensitive to emotion than women, with one important and suggestive exception. Men are extremely sensitive to the anger of other men.

1. The most suitable title for this passage would be:
   A. Women's Magazines and Men
   B. Men and Women Relationships
   C. Anger and Men
   D. Recent Research on Human Emotions
2. "Notoriously" is used as:
   A. an adverb B. a noun
   C. an adjective D. a gerund
3. The passage suggests that:
   A. In general, men are more sensitive than women
   B. In general, women are more sensitive than men
   C. Men and women are equally sensitive
   D. Men are never as sensitive as women
4. A "suggestive exception" is one that is:
   A. exceptional B. extreme
   C. thought-provoking D. puzzling
5. Which meaning of 'extremely' is most appropriate here?
   A. unreasonably B. unacceptably
   C. very D. severely

Answers with Explanations

1. [D] Passage-টিতে পুরুষ ও মহিলাদের আবেগের উপর করা গবেষণা-ই গুরুত্ব পেয়েছে।
2. [A] notoriously কথাটি insensitive (adjective)-কে বিশেষিত করছে।
3. [B] গবেষণায় দেখা গিয়েছে পুরুষেরা মহিলাদের চেয়ে আবেগের কম সংবেদনশীল।
4. [C] suggestive অর্থ যা চিন্তার উদ্রেক ঘটায়।
5. [A] পুরুষেরা যেখানে অন্য বিষয়ে অসংবেদনশীল সেখানে রাগের উপর বেশি সংবেদনশীল হওয়াটা অযৌক্তিক।

Reading Comprehension: 14

Read the following passage and answer questions 1–5:

The Stone Age was a period of history which began in approximately 2 million B.C. and lasted until 3000 B.C. Its name was ***derived*** from the stone tools and weapons that modern scientists found. This period was divided into the Paleolithic, Mesolithic, and Neolithic Ages. During the first period (2 million to 8000 B.C.), the first hatchet (ছোট কুঠার) and use of fire for heating and cooking were developed. As a result of the Ice Age, which evolved about 1 million cars into the Paleolithic Age, people were forced to seek shelter in caves, wear clothing, and develop new tools.

During the Mesolithic Age (8000 to 6000 B.C.), people made crude pottery and the first fish hooks, took dogs hunting, and developed the bow and arrow, which were used until the fourteenth century A.D.

The Neolithic Age (6000 to 3000 B.C.) saw humankind domesticating sheep, goats, pigs, and cattle, being less nomadic than in previous eras, establishing permanent settlements, and creating governments.

1. The word "derived" is closest in meaning to-
   A. originated B. destroyed
   C. hallucinated D. discussed
2. Which of the following was developed earliest?
   A. Fish hook C. Bow and arrow
   B. Hatchet D. Pottery
3. Which of the following developments is NOT related to the conditions of the Ice Age?
   A. Farming B. Clothing
   C. Living indoors D. Using fire
4. The author states that the Stone Age was so named because-
   A. it was very durable like stone
   B. the tools and weapons were made of stone
   C. there was little vegetation
   D. the people lived in stone caves
5. Which of the following best describes the Mesolithic Age?
   A. People were inventive.
   B. People stayed indoors all the time.
   C. People were warriors.
   D. People were crude.

Answers with explanations:

1. [A] ২য় sentence এ বলা আছে, "Stone Age" নামকরণের কারণ ঐ যুগে পাথরের যন্ত্রপাতি/ অস্ত্র ব্যবহার করা হতো। Derive মানে আহরণ করা বা উৎপত্তি হওয়া। Hallucinated = দৃষ্টিভ্রম হওয়া।
2. [B] Passage থেকে জানা যায় যে, প্রথম যুগের অর্থাৎ 2 Million BC থেকে 600 Million BC এর মধ্যে Hatchet-এর উন্নতি সাধিত হয়েছিল।
3. [A] Ice Age এ farming সম্পর্কে কিছু বলাই হয় নি।
4. [B] ২য় sentence এ বলা হয়েছে যে ঐ যুগের নাম সে সময়ে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির নামানুসারে রাখা হয়েছে।
5. [A] Passage এ Mesolithic Age এর অসংখ্য উদ্ভাবনের কথা বলা হয়েছে। যেমন fish hooks (বড়শি), hunting dogs, pottery ইত্যাদি। এগুলোর কোনটিই মানুষকে ঘরের ভেতর অবস্থানকে support করে না। তাই (B) ভুল। আর যুদ্ধবাজ ও সরল (crude) হওয়ার কোন বর্ণনা Passage এ নেই, তাই (C) ও (D) ভুল।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

Reading Comprehension: 15

Read the following passage and answer questions 1–5:

In 1920, after some thirty-nine years of problems with disease, high costs, and politics, the Panama Canal was officially opened, finally ***linking*** the Atlantic and Pacific Oceans by allowing ships to pass through the fifty-mile canal zone instead of traveling some seven thousand miles around Cape Horn. It takes a ship approximately eight hours to complete the trip through the canal and costs an average of fifteen thousand dollars, one tenth of what it would cost an average ship to round the Horn. More than fifteen thousand ships pass through its locks each year.

The French initiated the project but sold their rights to the United States, which actually began the construction of the project. The latter will control it until the end of the twentieth century when Panama takes over its duties.

1. Who currently controls the Panama Canal?
   A. France B. United States
   C. Panama D. Canal Zone
2. On the average, how much would it cost a ship to travel around Cape Horn?
   A. $1,500 B. $15,000
   C. $150,000 D. $1,500,000
3. In what year was construction begun on the canal?
   A. 1881 B. 1920
   C. 1939 D.1999
4. the word "linking" is closest in meaning to-
   A. controlling B. dispersing
   C. detaching D. joining
5. All of the following are true EXCEPT
   A. it costs so much to pass through the locks because 'very t ships use them
   B. the United States received the rights to the canal from tin French
   C. a ship can pass through the canal in only eight hours
   D. passing through the canal saves thousands of mile', It travel time around Cape Horn

Answers with explanations:

1. [B] last sentence অনুযায়ী United State বর্তমানে খালটি নিয়ন্ত্রণ করে।
2. [C] ২য় sentence অনুযায়ী খাল অতিক্রম করতে fifteen thousand dollars লাগে। আর cape horn ঘুরে আসতে তার দশগুণ অর্থাৎ (15,000 × 10) $ 1,50,000 লাগবে।
3. [A] প্রথম sentence অনুযায়ী 1920 সালে তৈরির 39 বছর পর খালটির যাত্রা শুরু হয়। তাহলে 1920–39 = 1881।
4. [D] প্রথম sentence থেকে পাওয়া যায় Atlantic ও Pacific 'linked' তার মানে তারা joined (সংযুক্ত)।
5. [A] Passage এ বলা আছে যে, 'fifteen thousand ships pass through the canal each year' তার মানে (A) সঠিক নয়। আর option (B), (C) ও (D) –তিনটিই Passage এ পাওয়া যায়।

Reading Comprehension: 16

Read the following passage and answer questions 1–5:

Another sign stimulus, of course, is sound. A male bird's song attracts females and repels competitors. Thus, it acts as a signal to birds of the same species. Male grasshoppers also attract females with a song. The Ephippier bitterensis, a grasshopper found along the Mediterranean coast of France, uses an organ borne on its back to produce a strident sound. Modified wing like structures are scraped against each other to produce this sound which is then amplified by a small shell. When females hear this sound, they scramble toward it, climbing over any obstacles that are in their way and speeding up as they come close to their mates.

Scientists who studied the sound made by the Ephippier bitterensis have found that the females respond to almost any sharp sound, even hand clapping. Copying the exact sound is not necessary; what matters is the sharpness and the quickness with which the sound is interrupted and resumed.

1. The author's main point is to-
   A. discuss ways that females attract males
   B. compare sounds of birds
   C. describe the sound produced
   D. introduce sound as a sign stimulus
2. Bird songs are mentioned in the beginning-
   A. to provide an illustration
   B. to point out differences
   C. to argue a point
   D. to compare two animals
3. The previous paragraphs most likely discussed-
   A. how bird songs attract males
   B. how other grasshoppers produce sound
   C. how competitors are repelled
   D. how color and smell are attractions
4. According to the passage a female grasshopper-
   A. has a difficult time going over obstacles
   B. flies to its mate C. has tiny wings
   D. goes faster when it gets close to the sound
5. It can be inferred that a female grasshopper might be most attracted to-
   A. a man crying B. a cow
   C. a dog barking D. a bee humming

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

Answers with explanations:

1. [D] Author passage-টি শুরুই করেছেন sound-কে এক প্রকার stimulus আখ্যা দিয়ে এবং পুরো passage-এর আলোচনাই এই কথাকেই ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। তাই এই প্রশ্নটির সঠিক উত্তর D।
2. [A] Sound যে এক ধরনের stimulus তার উদাহরণ দেওয়ার জন্য শুরুতে bird's song এর কথা বলা হয়েছে। তাই প্রশ্নটির সঠিক উত্তর হবে A।
3. [D] Author passage-এর শুরুতেই বলেছেন 'Another sign stimulus, of course, is sound'। তাই এটা অনুমেয় যে আগে অন্য কোনো stimulus নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে; sound এর আগে color এবং smell নিয়ে আলোচনা হয়েছিল।
4. [D] ১ম paragraph-এর শেষ sentence-এ বলা হয়েছে যে female grasshopper চলার গতি বাড়িয়ে দেয় যখন তার সঙ্গীর অর্থাৎ শব্দের নিকটবর্তী হয়।
5. [D] Female grasshopper এমন এক শব্দ দ্বারা প্রভাবিত হয় যা মূলত পাখার ঘর্ষনের দ্বারা সৃষ্টি। Bee humming-এর সময় ও একইভাবে পাখা থেকে শব্দ তৈরি হয় যা female grasshopper কে সম্ভবত আকর্ষণ করতে পারে।

Reading Comprehension: 17

Read the following passage and answer questions 1–4:

Athens and Sparta were the two most advanced Greek cities of the Hellenic period (750—338 B.C.). Both had a city-state type of government, and both took slaves from the peoples they conquered. However, the differences outweigh (ছাড়িয়ে যাওয়া) the similarities in these two ancient civilizations. Sparta was hostile, warlike (constantly fighting the neighboring Cities), and military, while Athens catered more towards the democratic and cultural way of life. The latter city left it's mark in the fields of art, literature, philosophy, and science, while the former passed on its totalitarianism and superior military traditions. The present system of a well-rounded education followed in the United States is based on the ancient Athenian idea. The Spartan system, on the other hand, was concerned only with military education.

1. All of the following are true EXCEPT-
   A. both Cities had city-state types of government
   B. both cities took slaves
   C. both cities were advanced, but in different areas
   D. both cities developed a well-rounded education
2. Which of the following was NOT mentioned as part of Athens' cultural heritage?
   A. Totalitarianism
   B. Well-rounded education
   C. Art
   D. Philosophy
3. Which of the following was borrowed from Athens by the United States?
   A. Well-rounded education
   B. Military might
   C. Totalitarianism
   D. Slavery
4. It can be inferred from this reading that-
   A. Athens and Sparta were friendly with each other
   B. Athens was attacked by other warlike nations
   C. Athens never fought other people
   D. the cultural aspects of Athenian culture made a great impression on the world

Answers with explanations:

1. [D] ২য় sentence থেকে জানা যায় যে, (A) ও (B) সত্য। পুরো Passage থেকে (C) কেও সত্য বলে জানা যায়। Passage এ বলা আছে Sparta ছিল hostile and warlike, well-rounded education এর কোন কথা sparta -এর ক্ষেত্রে নেই। কিন্তু, 6th sentence এ Athens এর well-rounded education সম্পর্কে বলা আছে যা United States কে প্রভাবিত করে। তাই সঠিক উত্তর (D)।
2. [A] এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য the former (প্রথম জন/টা) এবং the latter (পরের জন/টা) এর অর্থ জানা আবশ্যক। Sentence 4 এ প্রথমে Sparta এবং পরে Athens এর কথা বলা হয়েছে। তাই যেহেতু পরের sentence the former ও the latter ব্যবহার করা হয়েছে তাই The former হচ্ছে Sparta ও the later হচ্ছে Athens. 5th Sentence এ দেখা যায় যে, "The latter city left it's mark in the fields of arts and philosophy and science while the former on its totalitarianism (টোট্যালিটেআরিআনইজম- একদলীয় মতবাদ যেখানে বিরোধীদল থাকবে না, কেবল এক দলের হাতে সমস্ত দায়িত্ব থাকবে।)" Athens নয়, sparta totalitarianism মতবাদে সংশ্লিষ্ট ছিল। যেহেতু এটা Athens এর সংস্কৃতিতে ছিল না, তাই উত্তর A।
3. [A] 6th sentence এ বলা হয়েছে যে, "The well-rounded education followed in the United States is based on the ancient Athens idea." তাই উত্তর (A)।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

4. [D] Inference question গুলো difficult, কিন্তু frequently admission test গুলোতে আসে। Answers choices এর কোনটি উত্তর হতে পারে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া আবশ্যক। সেটি হবে passage এ যে তথ্যগুলো আছে তার উপর নির্ভর করে। এই passage এ শুধু Sparta ও Athens এর মধ্যে compare করা হয়েছে। Athens ও Sparta এর মধ্যকার সুসম্পর্ক ছিল কিনা, Athens কে কোন যুদ্ধবাজ জাতি আক্রমণ করেছিল কি না বা Athens এর যুদ্ধ না করার কথা passage-এ নেই। তাই (A), (B), (C) সাধারণতই বাদ। 6th sentence এর idea থেকে বোঝা যায় Athenian culture বিশ্বকে প্রভাবিত করেছিল। তাই উত্তর হবে (D)।

Reading Comprehension: 18

Read the following passage and answer questions 1–5:

Oil markets are full of uncertainty. Asian demand is booming and doubts abound over the ability of supply to match the world's appetite. What goes for crude oil also applies to the stuff squeezed out of vegetable matter.

The price of frying food and cooking has rarely been higher. Over the past decade the price of vegetable oils has increased substantially. Like other commodities, prices hit records in 2008. The subsequent slump is now forgotten: prices are back close to the peaks. Increasing demand and supply problems indicate that prices will not go down in the near future.

1. This passage is mainly about rising prices and-
   A. oil markets B. the world economy
   C. vegetable oils D. Asian markets
   E. Demand and supply problems
2. The passage suggests that-
   A. crude oil prices are rising while vegetable oil prices are falling.
   B. both crude oil and vegetable oil price are rising.
   C. both crude oil and vegetable oil prices are falling.
   D. crude oil prices are falling while vegetable oil price are rising.
   E. prices of crude oil and vegetable oils are going to stay the same in the future.
3. The antonym of 'booming' is-
   A. explosive B. peaking
   C. slimming D. shrinking
   E. growing
4. 'Substantially' in line 5 is-
   A. an adjective B. an adverb
   C. a noun D. a gerund
   E. a participle
5. A synonym of 'subsequent' is-
   A. antecedent B. recent
   C. consequent D. current
   E. existent

Answers with Explanations

1. [A] মূলত passage-এ price rising এবং oil market সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।
2. [B] passage-এ স্পষ্ট বলা আছে both crude oil and vegetable oil price are rising.
3. [D] booming মানে হলো সমৃদ্ধশালী বা ক্রমবর্ধমান যার antonym হলো shrinking (সংকোচিত হওয়া)।
4. [B] substantially হলো adverb যার adjective হলো substantial।
5. [C] subsequent অর্থ হচ্ছে পরবর্তী। যার synonym হলো consequent, successive, following।

Reading Comprehension: 19

Read the following passage and answer questions 1–5:

Joy Card and Printing Ltd., a local company, made around 4 million SIM cards since 2011 at its own plant for the country's mobile phone operators, a testimony to the capability of domestic enterprises. From 2010, the company also supplied 40 million scratch cards used for recharging balance in mobile phones. This local initiative was able to gain confidence in both national and multinational cell phone companies. Joy, a 200-person strong company with the capacity to produce 2 million SIM cards a month, imports ABS sheet and then installs chips for making the SIM cards. However, the company today is faced with a setback due to poor customer acquisition and the operators' unwillingness to buy the SIM cards from domestic markets.

1. 'Testimony' in the passage implies:
   A. hypothesis B. test case
   C. evidence D. glamour E. denial

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

2. One drawback faced by the company was:
   A. overproduction
   B. underproduction of SIM sets
   C. regulatory problem
   D. lack of government support
   E. lack of interest in local SIM cards
3. 'Acquisition' in the passage implies:
   A. lacking B. loss
   C. gaining D. dearth
   E. want
4. 'Plant' in the passage refers to:
   A. a place in the ground
   B. something inserted
   C. a perennial product D. an industrial site
   E. a large estate for crops
5. The passage is all about
   A. The inefficiency of local mobile markets
   B. A local mobile firm's experience of SIM production
   C. The competitive nature of mobile banking
   D. Lack of government initiative in SIM production

Answers with Explanations

1. [C] testimony মানে হলো প্রমাণ বা সাক্ষ্য। যার synonym হলো evidence।
2. [D] passage-এর শেষ লাইনে বলা আছে there is a unwillingness to buy the SIM cards from domestic markets.
3. [C] passage-এর শেষ লাইনে customer acquisition দ্বারা মূলত customer gaining-কে indicate করে।
4. [D] passage-এর দ্বিতীয় লাইনে own plant মানে নিজস্ব industrial site বা location-কে বুঝাচ্ছে।
5. [B] passage-এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত local mobile firm's-এর SIM production-এর experience সম্পর্কে বলা হয়েছে।
6. [D] Writer পুরো passage-টিতে মূলত আমাদের life সম্পর্কে সচেতন হবার এবং life এর মূল্য বোঝার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই উত্তর D।

Reading Comprehension: 20

Read the following passage and answer questions 1–5:

A rain forest, as the term suggests, is a kind of wooded area, subject to unusually heavy and frequent rains. Found only in the tropical or subtropical regions of the Caribbean, Brazil, Africa, and Asia, rain forests contain a great variety of trees including bamboo, palm, cedar, ebony, calabash and whitewood. Many of these trees grow to a height of more than a hundred feet, with dense canopies or crowns characteristically forming three distinguishable storeys. Although ground flora is sparse, climbers of all kinds abound, and often exotic flowers appear inconspicuously in the thick foliage.

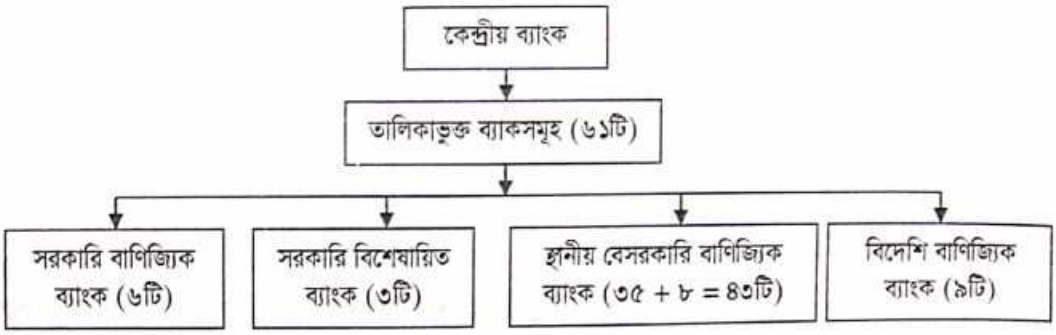
1. The word "climbers" means
   A. ladders B. mountaineers
   C. those who climb D. creepers
2. "wooded area" means
   A. area full of woods
   B. area that looks wooden
   C. forest area D. forest wood
3. Choose a suitable title for the passage.
   A. Trees and Rain ForestsB. A Dream Region
   C. The Rain Forests D. Forestry
4. "inconspicuously" stands for
   A. not easily noticeable B. impossible to find
   C. unusually D. naturally
5. "dense canopies or crowns" means
   A. thick branches of trees
   B. crown-like top of trees
   C. coarse leaves in crown form
   D. rough branches of trees

Answers with Explanations

1. [D] এখানে climber হলো এক ধরনের plant বা অন্য উদ্ভিদের অগ্রভাগ উপরের দিকে বেড়ে ওঠে। creepers হলো climber জাতীয় উদ্ভিদ।
2. [C] Passage-এর শুরুতে wooded area বলতে বনাঞ্চলকে বা forest area-কে বুঝানো হয়েছে।
3. [C] পুরো Passage টি পড়লে বোঝা যায় যে এখানে rain forest এবং এর বিভিন্ন প্রকারের গাছের কথা বলা হয়েছে। তাই option B ও D হবে না। আবার title যত সংক্ষিপ্ত হবে তত ভালো। সে হিসেবে option A এর চেয়ে C বেশি গ্রহণযোগ্য।
4. [A] inconspicuously অর্থ হচ্ছে অস্পষ্টভাবে। not easily noticeable অর্থ যা সহজে চোখে পড়ে না; impossible to find অর্থ খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয় এমন; unusually অর্থ সচরাচর নয়; naturally অর্থ স্বাভাবিকভাবে; সুতরাং সঠিক উত্তর A।
5. [B] canopy মানে হলো top branches of trees that spread over an area like roof। তাই এখানে কেবল option B এর সাথে match করে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

ব্যাংকিং সেক্টরের আপডেট -২০২০



(ক) সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক-৬টি:

(১) সোনালী ব্যাংক লি: (২) জনতা ব্যাংক লিঃ (৩) অগ্রণী ব্যাংক লিঃ (৪) রূপালী ব্যাংক লিঃ
(৫) বেসিক ব্যাংক লি: (৬) বিডিবিএল (বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ)

(খ) বিশেয়ায়িত ব্যাংক-৩টি:

সংক্ষিপ্ত নাম	পূর্ণরূপ
1. BKB	Bangladesh Krishi Bank (বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক)
2. RKUB	Rajshahi Krishi Unnayan Bank (রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক)
3. PKB	Probashi Kallyan Bank (প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক)

➲ **অতালিকাভুক্ত বিশেষায়িত ব্যাংক–(৫টি):**

(১) কর্মসংস্থান ব্যাংক, (২) পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, (৩) গ্রামীণ ব্যাংক,
(৪) জুবিলি ব্যাংক এবং (৫) আনসার ভিডিপি (ভিলেজ ডিফেন্স পার্টি) ব্যাংক

(গ) বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক-৪৩টি: সর্বশেষ ব্যাংক-সিটিজেন ব্যাংক লি:

(ঘ) বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক-৯ টি:

- বর্তমানে মোট তফসিলি ব্যাংকের সংখ্যা ৬১ টি। সর্বশেষ তফসিলি ব্যাংক- Citizen Bank Ltd.
- বর্তমানে বাংলাদেশে ব্যাংক বর্হিভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে-৩৪টি (সর্বশেষ Strategic Finance and Investment Ltd.)।

বিভিন্ন ব্যাংক সংক্রান্ত হার:

১০০ বেসিস পয়েন্ট = ১%

জানার বিষয়	বর্তমান হার (%)	পূর্ববর্তী হার (%)
ব্যাংক হার [Bank rate]	৪	৫
রেপো হার [Repo rate]	৪.৭৫	৫.২৫
রিভার্স রেপো হার [Reverse repo rate]	৪	৪.৭৫

- **ব্যাংক হার (Bank Rate): যে হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকসমূহকে ঋণ প্রদান করে, তাকে ব্যাংক হার বলে।**
- **Repurchase Agreement (Repo) and Reverse Repurchase Agreement (Reverse Repo):** Repo এবং Reverse Repo মূলত একই চুক্তির ভিন্ন দুটি দিক। যে আর্থিক চুক্তিতে এক পক্ষ স্বল্পসময়ের জন্য কিছু সিকিউরিটি কমমূল্যে বিক্রয় করে এবং পরবর্তীতে বেশিমূল্যে ক্রয় করে তাকে Repo বলে। এই একই চুক্তিতে যে অপর পক্ষ স্বল্পসময়ের জন্য সিকিউরিটিগুলো কমমূল্যে ক্রয় করে এবং পরবর্তীতে বেশিমূল্যে বিক্রয় করে, তা তার জন্য Reverse Repo।

Reserve Ratio [2020]:

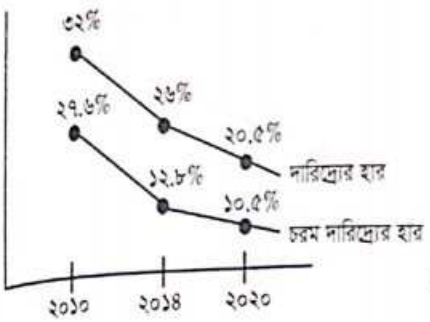
CRR = Cash Reserve Requirement/Rate/Ratio
SLR = Statutory Liquidity Requirement/Rate/Ratio

Type of Banking	CRR	SLR
Traditional Banking	4%	13%
Islamic Banking	4%	5.5%
Deposit Taker FIs	2.5%	5%
Non Deposit Taker FIs	0%	2.5%

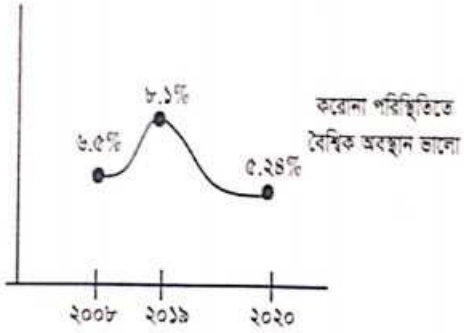
Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

অর্থনীতির চিত্র

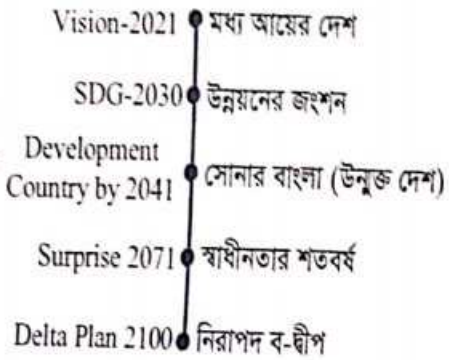
দারিদ্র্যের হার



মোট দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধি (GDP Growth)



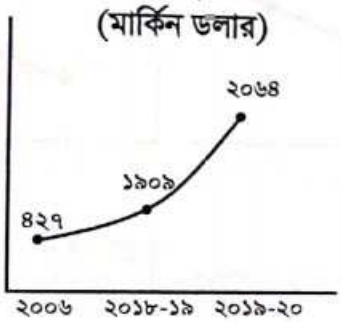
বাংলাদেশের কয়েকটি উন্নয়ন



রপ্তানি আয় (বিলিয়ন ডলার)



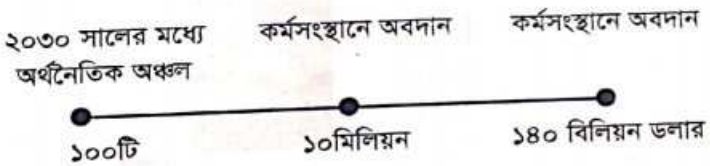
মাথাপিছু আয় (মার্কিন ডলার)



বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (বিলিয়ন ডলার)







উৎস: BBS; WDI; CRI, অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২০

বিশ্ব অর্থনীতি ও বাংলাদেশ

৮৬ ট্রিলিয়ন ডলারের বিশ্ব অর্থনীতি:

বিশ্ব অর্থনীতি এখন ৮৬ ট্রিলিয়ন ডলারের। এক ট্রিলিয়ন হচ্ছে ১ হাজার বিলিয়ন। আর এক বিলিয়ন ১০০ কোটি। বিশ্বব্যাংকের ২০১৯ সালের জুলাই মাসের উপাত্ত ধরে হিসাবটি করা হয়েছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ধরে এই হিসাব তৈরি করেছে।

বাংলাদেশ:

বিশ্ব জিডিপিতে বাংলাদেশের অবদান হচ্ছে ০.২৭ ট্রিলিয়ন ডলার, যা মোট বিশ্ব জিডিপির ০.৩২ শতাংশ।

শীর্ষ ১৫ দেশের দখলে অর্থনীতি:

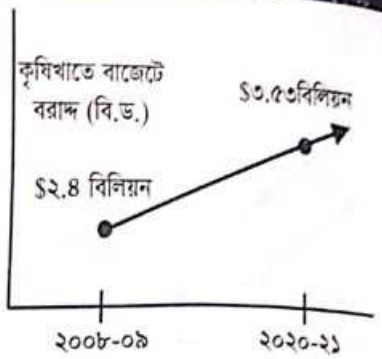
বিশ্ব অর্থনীতিতে সবচেয়ে বেশি দখল যুক্তরাষ্ট্রের, প্রায় ২৪ শতাংশ। আর পরের স্থানে থাকা চীনের অংশ প্রায় ১৬ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্র ও চীন ছাড়াও আছে জাপান, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ভারত, ইতালি, ব্রাজিল, কানাডা, রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, স্পেন ও মেক্সিকো। বিশ্ব অর্থনীতিতে এ ১৫টি দেশের অংশ হচ্ছে ৭৫ শতাংশ।

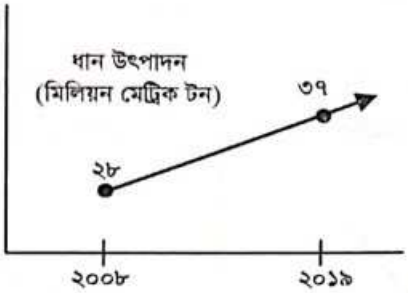
ভৌগোলিক অঞ্চল ধরলে সবার ওপরে পূর্ব এশিয়া ও প্যাসিফিক। তাদের মোট জিডিপি ২৫ দশমিক ৯ ট্রিলিয়ন ডলার, যা বিশ্বের মোট জিডিপির ৩০ দশমিক ২ শতাংশ।

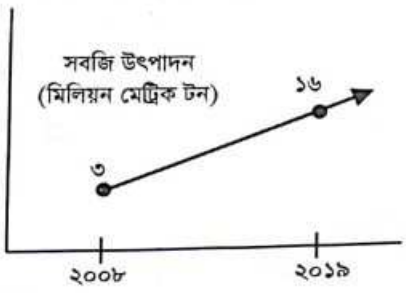
Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

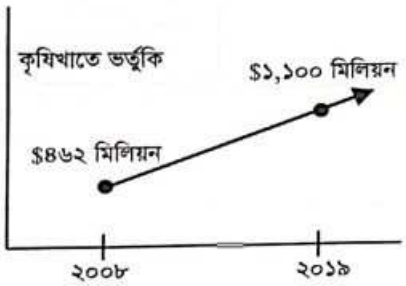
খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষিখাত



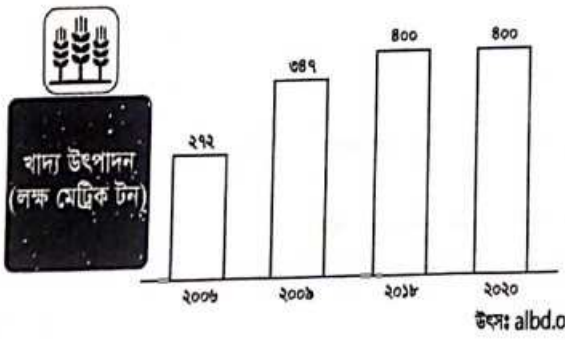


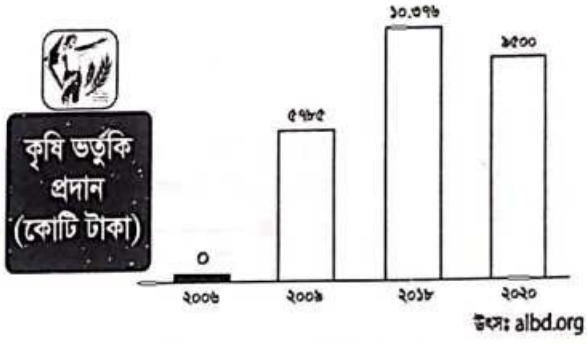


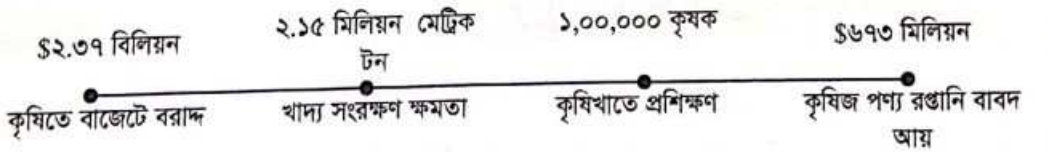


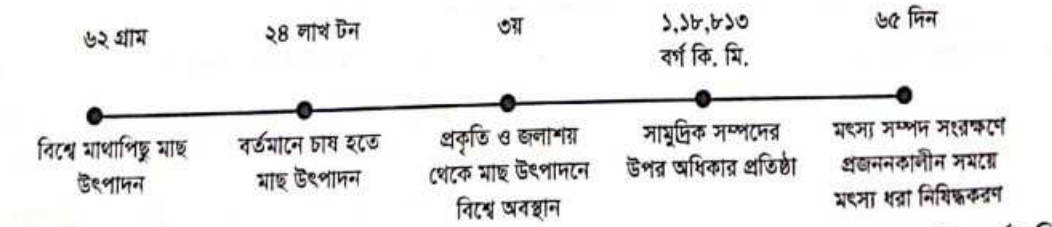










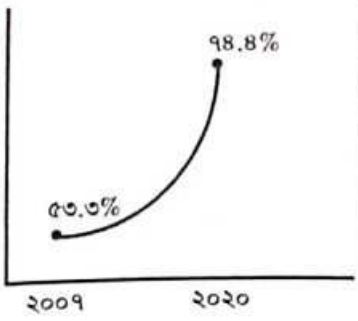


উৎস: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর; খাদ্য মন্ত্রণালয়; বাজেট; অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২০

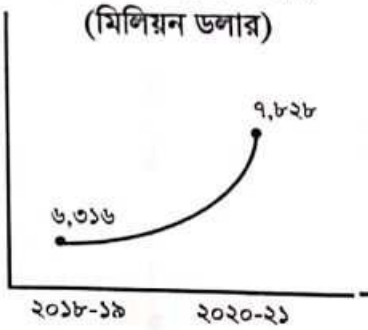
Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

শিক্ষা খাত

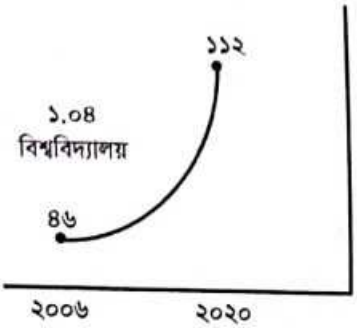
স্বাক্ষরতার হার



শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ (মিলিয়ন ডলার)



মেডিকেল কলেজ



প্রাথমিক শিক্ষা

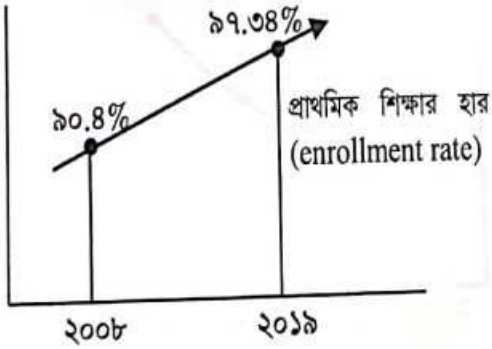
- ১,৩৪,১৪৭টি — প্রাথমিকস্তরের মোট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
- ১,৩০,০০০টি — এর মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
- ২ কোটি — মোট শিক্ষার্থী
- ৫০.৭৫% — ছাত্রীর হার
- ৬,৮৫,৪০০ জন — শিক্ষক

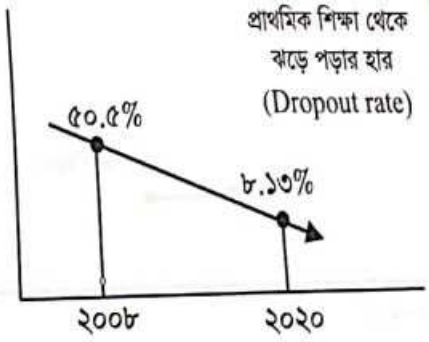
মাধ্যমিক শিক্ষা

- ২০,৪৬৫টি — মাধ্যমিক স্কুল
- ১০,৪৭,৫১০টি — শিক্ষার্থী
- ৫৩.৯৯% — ছাত্রী প্রায়

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা

- ৪,৪৯৫টি — কলেজ
- ১,২৩,৫১৮জন — শিক্ষক
- ৪২,৭৮,৪৪১ কোটি — শিক্ষার্থী
- ৫৪% — ছাত্রীর হার





উচ্চ শিক্ষা

- ১০৫টি — বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়
- ৪৯টি — সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়
- ১০,২৮,৩১৪ কোটি — মোট শিক্ষার্থী
- ৩৩.৯৪% — ছাত্রীর হার
- ২৯,৩৭৪ জন — শিক্ষক
- ১৫৪টি — মোট বিশ্ববিদ্যালয়

কারিগরি শিক্ষা

মোট কারিগরি প্রতিষ্ঠান	মোট শিক্ষার্থী ১২ লাখের বেশি
৮,৬৭৫টি	

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ভর্তির হার প্রায় ১৬%

সরকার ২০২০ সালের মধ্যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার হার ২০% (মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এই হার ৩০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছে)

উৎস: cri.org.bd; প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২০, বাজেট ২০২০-

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

স্বাস্থ্য ও সেবা খাত

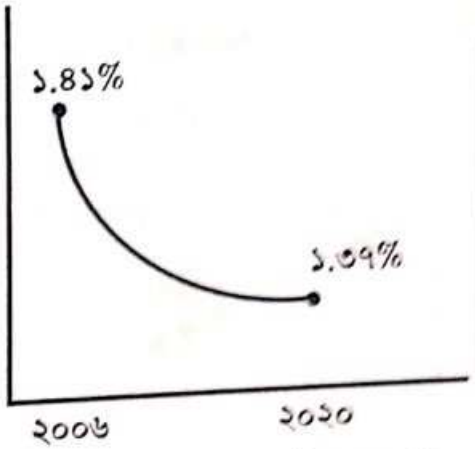
বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাত

- দেশের মোট জনসংখ্যা (১ জুলাই ২০২০): ১৬ কোটি ৪৫ লাখ ৫০ হাজার
- প্রতি বর্গকিলোমিটার জনসংখ্যার ঘনত্ব: ১১২৫
- জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার: ১.৩৭%
- মোট প্রজনন হার: ২.২
- পুরুষ ও নারীর অনুপাত: ১০০.২ : ১০০.০০
- গড় আয়ু: ৭২.৬ বছর (নারীর গড় আয় ৭৪.২ বছর, পুরুষের ৭১.১ বছর)
- সুপেয় পানি গ্রহণকারী ৯৮.১%

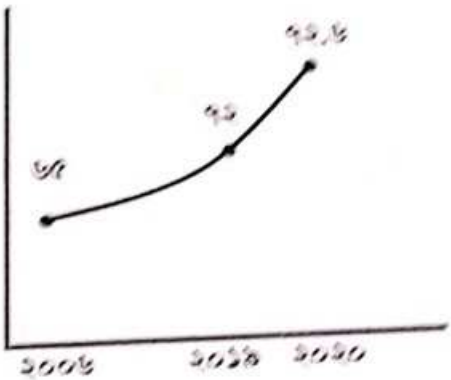
বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাত

- ডাক্তার ও জনসংখ্যার অনুপাত: ১ : ১৮৬ জন
- স্থূল জন্মহার (প্রতি হাজারে): ১৮.১ জন
- স্থূল মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে): ৪.৯ জন
- শিশু মৃত্যুহার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে): ২১ জন
- মহিলা প্রতি উর্বরতার হার: ২.১৫ জন
- গর্ভ নিরোধক ব্যবহারের হার: ৬৩.২%
- স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকারী ৬১.৫%

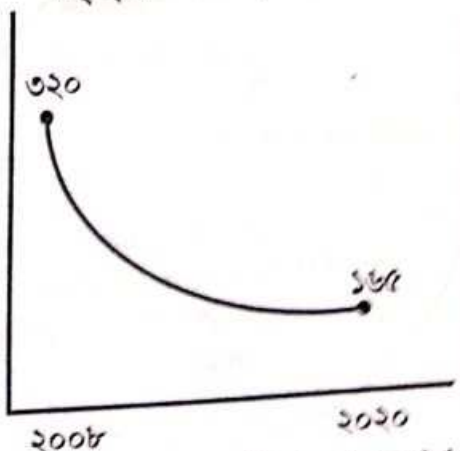
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার



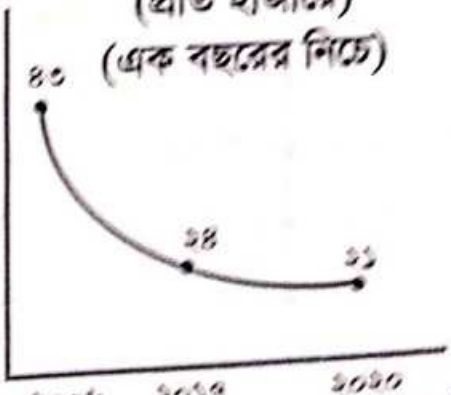
গড় আয়ুষ্কাল (বছর)



মাতৃমৃত্যু হার (প্রতি লাখে)



শিশু মৃত্যু হার (প্রতি হাজারে) (এক বছরের নিচে)

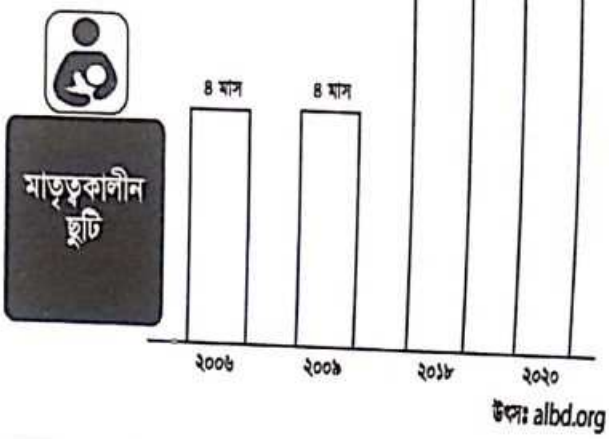


উৎস: cri.org.bd; mowca.gov.bd; mohfw.gov.bd, অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২০

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com



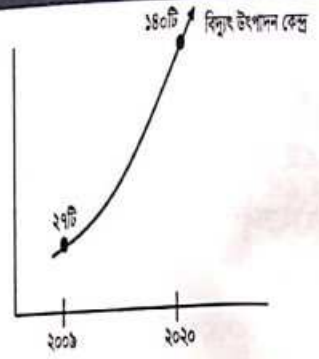
উৎস: albd.org



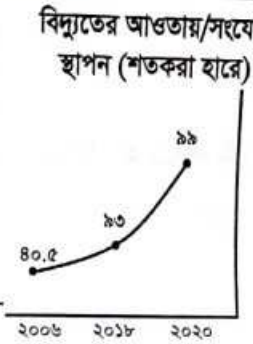
উৎস: albd.org

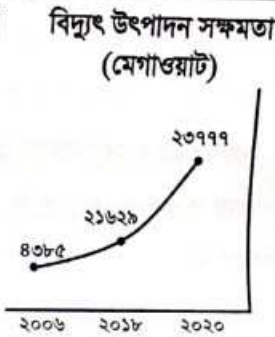
উৎস: cri.org.bd; mowca.gov.bd; mohfw.gov.bd, অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২০

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত









উৎস: বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ উৎপাদন মহাপরিকল্পনা- ২০৪১

সাল	বিদ্যুৎ উৎপাদন (মেঃওঃ)	
২০২১	২৪,০০০	২০২১ সালের মধ্যে দেশের ১০০% জনসংখ্যাকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাভুক্ত করা হবে।
২০৩০	৪০,০০০	
২০৪১	৬০,০০০	

এক নজরে বিদ্যুৎ খাত:

#	নির্দেশক	২০০৯	৬ ডিসেম্বর, ২০২০
১.	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	২৭	১৪০
২.	বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (MW)	৪,৯৪২	২৩,৭৭৭
৩.	সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন	৩২৬৮ (৬ জানু, ২০০৯)	১২৮৯২ (০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০)
৪.	মোট সঞ্চালন লাইন (সা.কি.মি.)	৮০০০	১২,৪৪৪
৫.	বিদ্যুৎ আমদানি (M.W)		১১৬০
৬.	বিতরণ লাইন (কি.মি.)	২ লাখ ৬০ হাজার	৫ লাখ ৯০ হাজার
৭.	সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী	৪৭%	৯৯%
৮.	মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন (কি.ও.ঘ.)	২২০	৫১২
৯.	বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা	১ কোটি ৮ লাখ	৩ কোটি ৮৯ লাখ
১০.	ADP তে বরাদ্দ (কোটি)	২৬৭৭	২৬,৫৪৬ (২০২০-২১)
১১.	বিতরণ সিস্টেম লস	১৪.৩৩%	৮.৭৩%

উৎস: বিদ্যুৎ বিভাগ

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

জ্বালানি খাত:

- মোট জ্বালানিতে প্রাকৃতিক গ্যাসের অবদান- ৭১%
- মোট গ্যাস মজুদ- ৩৮.০২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট কিন্তু উত্তোলনযোগ্য মজুদ- ২৭.১২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট।

মহেশখালি ভাসমান তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG):

- ১ম LNG Import Terminal (জ্বালানি তেলে নির্ভরতা কমবে মূল্য প্রায় ৪০০-৫০০ মা.ড.)।
- ১৭ কোটি ৯৫ লক্ষ মার্কিন ডলার খরচ।
- দৈনিক কমপক্ষে ৫০০ মিলিয়ন মান ঘনফিট গ্যাস (MMSCF/D) (৫০ কোটি-কিউবিক ফিট গ্যাস)।
- ৬৬০ MW বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি:

- সরকার প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশলিতা কমানো লক্ষ্যে কয়লা, ডুয়েল ফুয়েল ও পারমণবিক শক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উপপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।
- পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সময়োপয়োগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- ইতঃপূর্বে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক ২০০৯ সাল হতে তা কার্যকর করা হয়েছে।
- সমন্বিতভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রমে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, সম্প্রসারণ ও এই সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকীকরণের জন্য 'Sustainable & Renewable Energy Development Authority (SREDA)' গঠন করা হয়েছে।

জ্বালানি দক্ষতা ও জ্বালানি সংরক্ষণ:

- টেকসই জ্বালানি ব্যবস্থা সুসংহত করার লক্ষ্যে স্রেডা ইতোমধ্যে জ্বালানি দক্ষতা ও সাশ্রয় বিষয়ক বিভিন্ন বিধি প্রণয়নসহ বাংলাদেশের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বর্ণিত জ্বালানি সাশ্রয় লক্ষ্যমাত্রা পূরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।
- উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে 'Energy Efficiency and Conservation ———— plan up to 2008' প্রণয়ন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে-

২০২১ সালের মধ্যে	১৫ শতাংশ
২০২০ সালের মধ্যে	২০ শতাংশ

জ্বালানি দক্ষতা উন্নয়নে সাম্প্রাতিক অর্জন:

- জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিধিমালা ২০১৬ প্রণয়ন;
- Energy Audit Regulation ২০১৮ প্রণয়ন;
- Energy Efficiency and conservation Promotion Financing Project এর আওতায় জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য শিল্প, ভবন ও আবাসন খাতে স্বল্প সুদে (৪%) ঋণপ্রদান প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম;
- বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব ও গ্রিন ইন্ডাস্ট্রিতে ঋণ সুবিধা প্রদানেরজন্য নীতিমালা প্রণয়ন;
- Bangladehs National Building Code'র জ্বালানি দক্ষতা ও সাশ্রয় বিষয়ক বিধান অন্তর্ভুক্তকরণ;
  - ✓ স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তকে 'জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ' বিষয়ক পাঠ অন্তর্ভুক্তকরণ;
  - ✓ 'জ্বালানি সাশ্রয়ে সচেতনতামূলক স্কুলিং প্রোগ্রাম' চালুকরণ;
  - ✓ Country Action Plan for Clean Cook Stove প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- বিভিন্ন ক্যাপটিভ পাওয়ার জেনারেশন সংশ্লিষ্ট শিল্প উদ্যোক্তাগণের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওয়েস্ট হিট রিকভারী ও কো-জেনারেশন কার্যক্রম

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

বাজেট ২০২০-২১

বাজেট	৪৯ তম (একটি অন্তবর্তীকালীন বাজেট সহ মোট ৫০ তম)।
স্লোগান	'অর্থনৈতিক উত্তরণ ও ভবিষ্যৎ পথ পরিক্রমা'।
উত্থাপনকারী	আ.হ.ম মোস্তফা কামাল (অর্থমন্ত্রী) [২য় বারের মতো]। [আওয়ামী লীগ সরকারের টানা ১২তম বাজেট]
বাজেট উপস্থাপন	১১ জুন, ২০২০ [সংসদে পাস হবে – ৩০ জুন, ২০২০ এবং কার্যকর হবে – ১ জুলাই ২০২০ থেকে]।
বাজেটের আকার	৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি (৫,৬৮০০০ কোটি) টাকা [জিডিপির ১৭.৯%]।
রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা	৩ লাখ ৭৮ হাজার ৩ কোটি (৩,৭৮০০৩ কোটি) টাকা [জিডিপির ১৩.১%]।
বাজেট ঘাটতি	১ লক্ষ ৮৯ হাজার ৯৯৭ কোটি (১,৮৯,৯৯৭ কোটি) টাকা [জিডিপির ৬%]।
সর্বোচ্চ বরাদ্দ	জন প্রশাসন (১ লক্ষ ১৩ হাজার ১৬০ কোটি টাকা)।
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) তে বরাদ্দ	২ লক্ষ ৫ হাজার ১৪৫ কোটি (২,০৫,১৪৫ কোটি) টাকা।
জিডিপির আকার	৩১ লাখ ৭১ হাজার ৫০০ কোটি (৩১,৭১৫০০ কোটি) টাকা।
প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা	৮.২% (বিগত বছর প্রবৃদ্ধি ছিল → ৫.২৪%)।
মুদ্রাস্ফিতির হার	৫.৪%।
করোনা মোকাবিলায় বরাদ্দ	১০ হাজার কোটি (১০,০০০ কোটি) টাকা।
সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ	৯৫ হাজার ৫৭৪ কোটি (৯৫,৫৭৪ কোটি) টাকা।
স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ	৪১ হাজার ২৭ কোটি (৪১,০২৭ কোটি) টাকা।
অন্যান্য	✓ নিত্যপণ্যের উৎসে আয়কর কমিয়ে ২ শতাংশের প্রস্তাব করা হয়েছে। ✓ পদ্মাসেতুতে ৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।
করমুক্ত আয়সীমা	✓ পুরুষ → ৩ লাখ টাকা। ✓ মহিলা → ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা। ✓ প্রতিবন্ধী- ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ✓ যোদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা- ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। (পুরুষ ও মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রে পরবর্তী ১ লাখ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের ওপর কর ধরা হয়েছে ৫%)।

তথ্যভান্ডারে বাজেট:

- বিশ্বের প্রথম বাজেট পেশ করা হয়- ১৭৭৩ সালে যুক্তরাজ্যে।
- দেশে প্রথম বাজেট পেশ করা হয়- ১৯৭২ সালের ৩০ জুন।
- প্রথম বাজেট পেশ করেন- তাজউদ্দিন আহমেদ।
- বাংলাদেশের হয়ে সর্বাধিক বাজেট পেশ করেন- সাইফুর রহমান ও আবুল মাল আব্দুল মুহিত (১২বার)।



বর্তমান বাজেট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী মোস্তফা কামাল।



বাংলাদেশের হয়ে সর্বাধিক বাজেট পেশ করেন আবুল মাল আবদুল মুহিত ও সাইফুর রহমান (১২বার)।



তাজউদ্দিন আহমদে প্রথম বাজেট পেশ করেন ৩০ জুন, ১৯৭২ সালে। (৭৮৬ কোটি টাকা)

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০২০

মোট জনসংখ্যা	১৬৬.৫০ মিলিয়ন (২০১৯ প্রাক্কলিত)
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার**	১.৩৭%
জনসংখ্যা ঘনত্ব	১১২৫
ডাক্তার ও জনসংখ্যার অনুপাত	১ : ১৭২৪ জন
নারী-পুরুষের অনুপাত	১০০:১০০.২
স্থূল জন্মহার (১০০০ জনে)	১৮.১ জন
স্থূল মৃত্যুহার (১০০০ জনে)	৪.৯ জন
শিশুমৃত্যু হার (১ বছরের নিচে প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)	২১ জন
গড় আয়ুষ্কাল	৭২.৬ (পুরুষ-৭১.১;নারী - ৭৪.২)
১৭২৪ জন মানুষে চিকিৎসক	১ জন
সুপেয় পানি গ্রহণকারী	৯৮.১%
স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা	৮১.৫%
স্বাক্ষরতার হার (৭ + বয়স) **	৭৪.৪% (পুরুষ - ৭৬.৫; নারী-৭২.৩)
দারিদ্র্যের হার**	২০.৫%
চরম দারিদ্র্যের হার **	১০.৫%
জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার**	৫.২৪%
মাথাপিছু আয়**	২০৬৪ মার্কিন ডলার
মাথাপিছু জিডিপি**	১৯৭০ মার্কিন ডলার
মোট ব্যাংক	৬০টি (Note: ৬ ডিসেম্বর, ২০২০ আপডেট অনুসারে ৬১টি)
রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক	৬ টি
বিশেষায়িত ব্যাংক	৩ টি
বেসরকারি ব্যাংক	৪২ টি (Note: ৬ ডিসেম্বর, ২০২০ আপডেট অনুসারে ৪৩টি)
বৈদেশিক ব্যাংক	৯ টি
ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৩৪
মুদ্রাস্ফীতি**	৫.৬৫%
জিডিপিতে অবদান	কৃষি-১৩.৩৫%;শিল্প-৩৫.৩৬%;সেবা-৫১.৩০%
জীবিকাতে বিয়োজিত	কৃষি -৪০.৬০%; শিল্প - ২০.৪%; সেবা- ৩৯%
বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ	যুক্তরাষ্ট্র
বাংলাদেশ বেশি পণ্য আমদানি করে	চীন থেকে
বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স পায়	সৌদি আরব থেকে (রেমিট্যান্স প্রাপ্তিতে বাংলাদেশ বিশ্বে- ৯ম)
স্থির মূল্যে জিডিপি (কোটি টাকা)	২৭,৯৬,৩৭৮.২০
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৩৮.৮৩ বিলিয়ন ডলার (Note: নভেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়েভসাইট মতে- ৪১.০৮ বিলিয়ন ডলার)

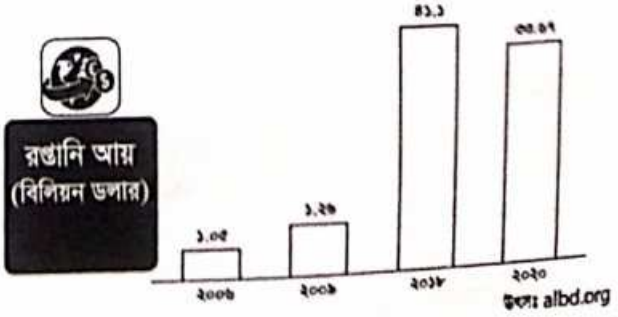
বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনা

Business Insider-২০১৭ সালে বাংলাদেশকে Asian Tiger বলেছে, বিগত ১০ বছরে GDP প্রবৃদ্ধি অর্জনে শীর্ষে বাংলাদেশ (১৮৮%)।

- বিশ্বব্যাংক বলেছে- "বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনের রোল মডেল"।
- বিশ্বব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ বলেছেন–Emerging Tiger

১. রপ্তানি আয়: [উৎস: অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২০]

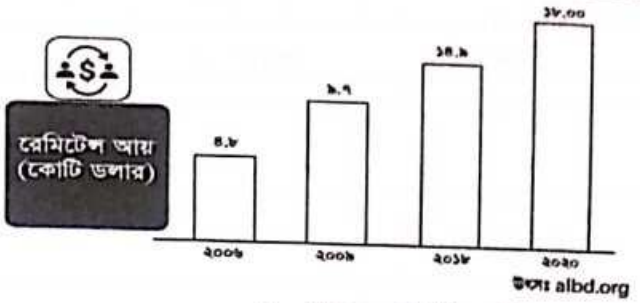
অর্থবছর	পরিমাণ (বিলিয়ন ডলার)
২০১৫-১৬	৩৪.২৫
২০১৬-১৭	৩৪.৬৫
২০১৭-১৮	৩৬.৬৬ (RMG-৮৩% = ৩০.১৬)
২০১৮-১৯	৪০.৫৩ (১০.৫৫% Growth)
২০১৯-২০	৩৩.৬৭



Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com

২. রেমিট্যান্স: [উৎস: অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২০]

অর্থবছর	পরিমাণ (বিলিয়ন ডলার)
২০১৫-১৬	১৪.৯৩
২০১৬-১৭	১২.৭৭
২০১৭-১৮	১৪.৯৮ (GDPএর ১২%)
২০১৮-১৯	১৬.৬১
২০১৯-২০	১৮.২১



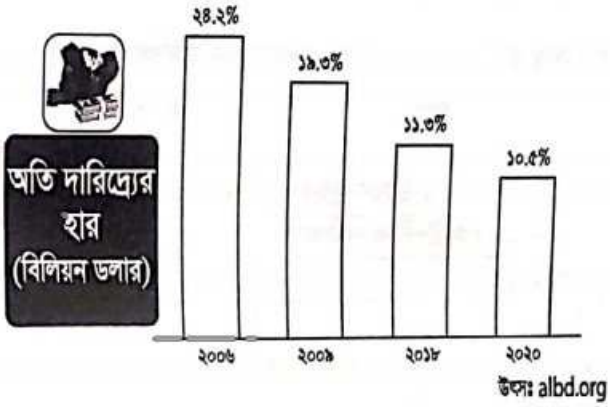
উৎস: albd.org

৩. দারিদ্র্য হ্রাস: [উৎস: অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২০]

অর্থবছর	দারিদ্র্য হার	অতি দারিদ্র্য হার
২০১০-১১	৪০.০%	২৫.১%
২০১৬-১৭	৩১.৫%	১৭.৬%
২০১৭-১৮	২৪.৩%	১২.১%
২০১৮-১৯	২১.৮%	১১.৩%
২০১৯-২০	২০.৫%	১০.৫%



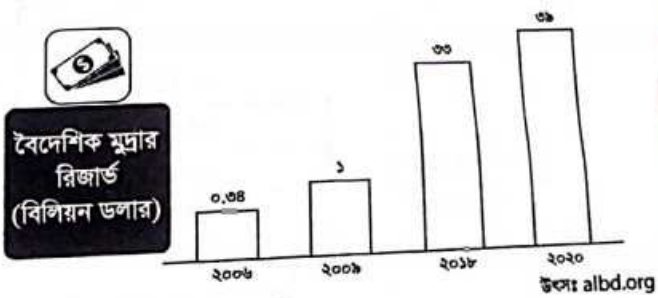
উৎস: albd.org



উৎস: albd.org

৪. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ: উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট

অর্থবছর	পরিমাণ (বিলিয়ন ডলার)
২০১১-১২	১০.৩৬
২০১৫-১৬	৩০.১৬
২০১৮-১৯	৩২.৫৪
২০১৯-২০	৩৫.৮৫
নভেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত	৪১.০৮



উৎস: albd.org

৫. GDP এর ধনাত্মক প্রবৃদ্ধি:

অর্থবছর	পরিমাণ
২০১৪-১৫	৬.৫৫%
২০১৫-১৬	৭.১১%
২০১৬-১৭	৭.২৮%
২০১৭-১৮	৭.৬৫%
২০১৮-১৯	৮.১৫%
২০১৯-২০	৫.২৪%
২০২০-২১	৮.২০% (Projected)

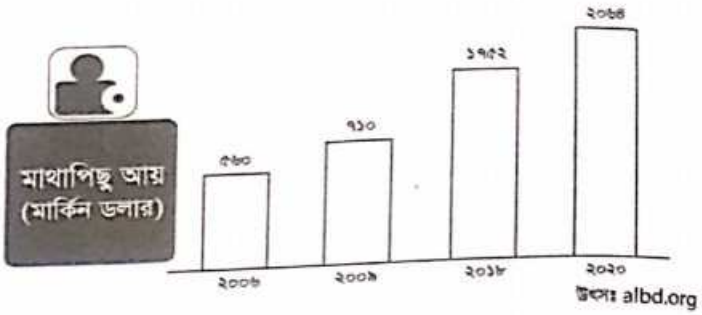


উৎস: অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

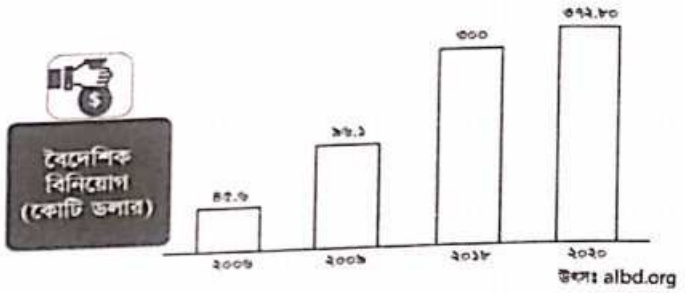
৬. মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি: [উৎস: অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২০]

অর্থবছর	পরিমাণ (ডলার)
১৯৭০-৭১	১২৯
২০১৫-১৬	১৪৬৬
২০১৬-১৭	১৬১০
২০১৭-১৮	১৭৫১
২০১৮-১৯	১৯০৯
২০১৯-২০	২০৬৪



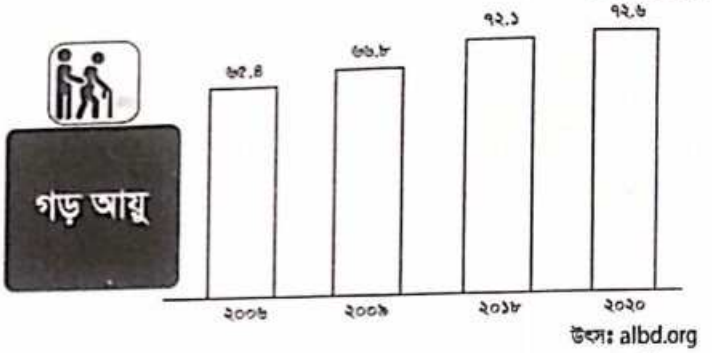
৭. বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI): [উৎস: অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২০]

অর্থবছর	পরিমাণ (বিলিয়ন ডলার)
২০১৬-১৭	২.৪৫
২০১৭-১৮	২.৫৮
২০১৮-১৯	৪.৯৫
২০১৯-২০	৩.২৩



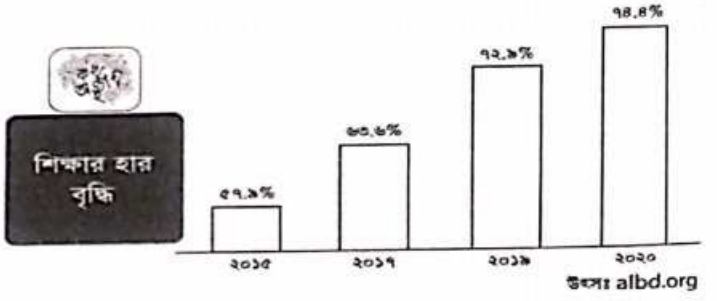
৮. গড় আয়ু বৃদ্ধি: [উৎস: অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২০]

সাল	গড় আয়ু
১৯৭১-৭২	৪৭ বছর
২০১৬-১৭ (মানব উন্নয়ন সূচক)	৭২ বছর
২০১৭-১৮ (অর্থনৈতিক সমীক্ষা)	৭০.৯ বছর
২০১৮-১৯	৭২ বছর
২০১৯-২০	৭২.৬ বছর



৯. শিক্ষার হার বৃদ্ধি: [উৎস: অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২০]

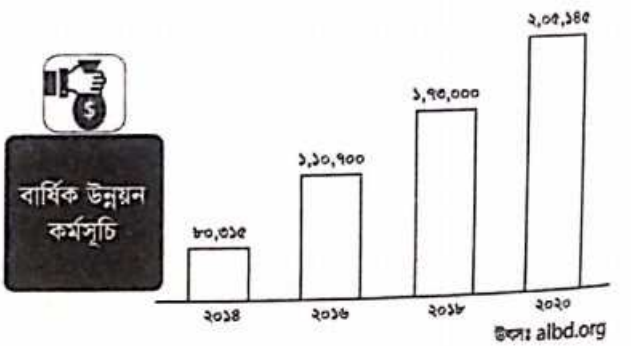
অর্থবছর	শিক্ষার হার
২০১৫-১৬	৫৭.৯%
২০১৬-১৭	৬২.৩১%
২০১৭-১৮	৬৩.৬%
২০১৮-১৯	৭২.৯%
২০১৯-২০	৭৪.৪%



১০. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (ADP)আকার:

[উৎস: অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২০]

অর্থবছর	বাজেট (কোটি টাকা)
২০১৪-১৫	৮০,৩১৫
২০১৫-১৬	৯৭,০০০
২০১৬-১৭	১,১০,৭০০
২০১৭-১৮	১,৫৩,৩৩১
২০১৮-১৯	১,৭৩,০০০
২০১৯-২০	২,০২,৭২১
২০২০-২১	২,০৫,১৪৫



বি:দ্র:- তথ্য/ডেটা ও উপাত্তের পার্থক্যের কারণ উৎসের ভিন্নতা। যেমন- অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২০; BBS, cri.org.bd; albd.org . পরীক্ষায় যেকোনোটি লিখে তার যথাযথ উৎসের নাম উল্লেখ করলেই হবে।

Scan Credit: Job Ninja
আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ www.bdniyog.com

আরো দেখুন

প্রতিদিনের চাকুরীর সার্কুলার পেতে এখানে ক্লিক করুন

প্রতি মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পিডিএফ এখানে ক্লিক করুন

চাকুরীর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিসিএস এর প্রয়োজনীয় পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

প্রতি সপ্তাহের চাকুরী পত্রিকা ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

সকল নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান এখানে ক্লিক করুন

বিডিনিয়োগ.কম দেশের সেরা পিডিএফ কালেকশন

SSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

HSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

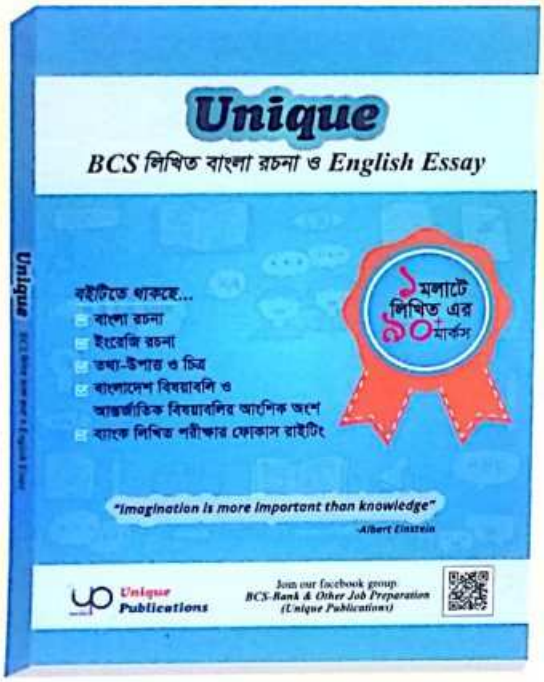
বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

সকল ধরনের সাজেশন ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

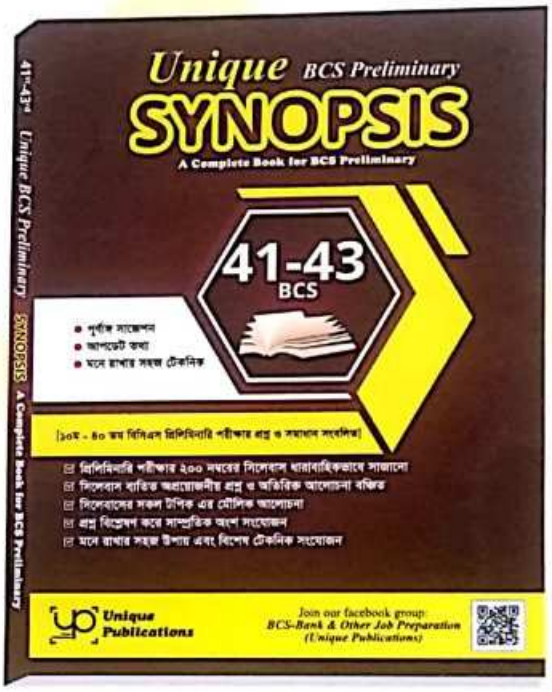
ORIGINAL
BDNIYOG.COM
COPYRIGHT

Coming Soon...

Unique Publications এর বিগত প্রকাশ



Unique Publications এর পরবর্তী আকর্ষণ...



আমাদের বইগুলো পেতে ফোন করুন:
০১৬৮৭৪৮২৯৯৭
০১৬৭৭৪৭৫০৩১
০১৭১৯৮৭৪১২২

Scan Credit: Job Ninja

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুনঃ
www.bdniyog.com